নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

আবির্ভাব—১২৪৫ বঙ্গাব্দ, ১৮ই ভাদ্র   তিরোভাব—১৩২১ বঙ্গাব্দ, ৯ই আষাঢ়
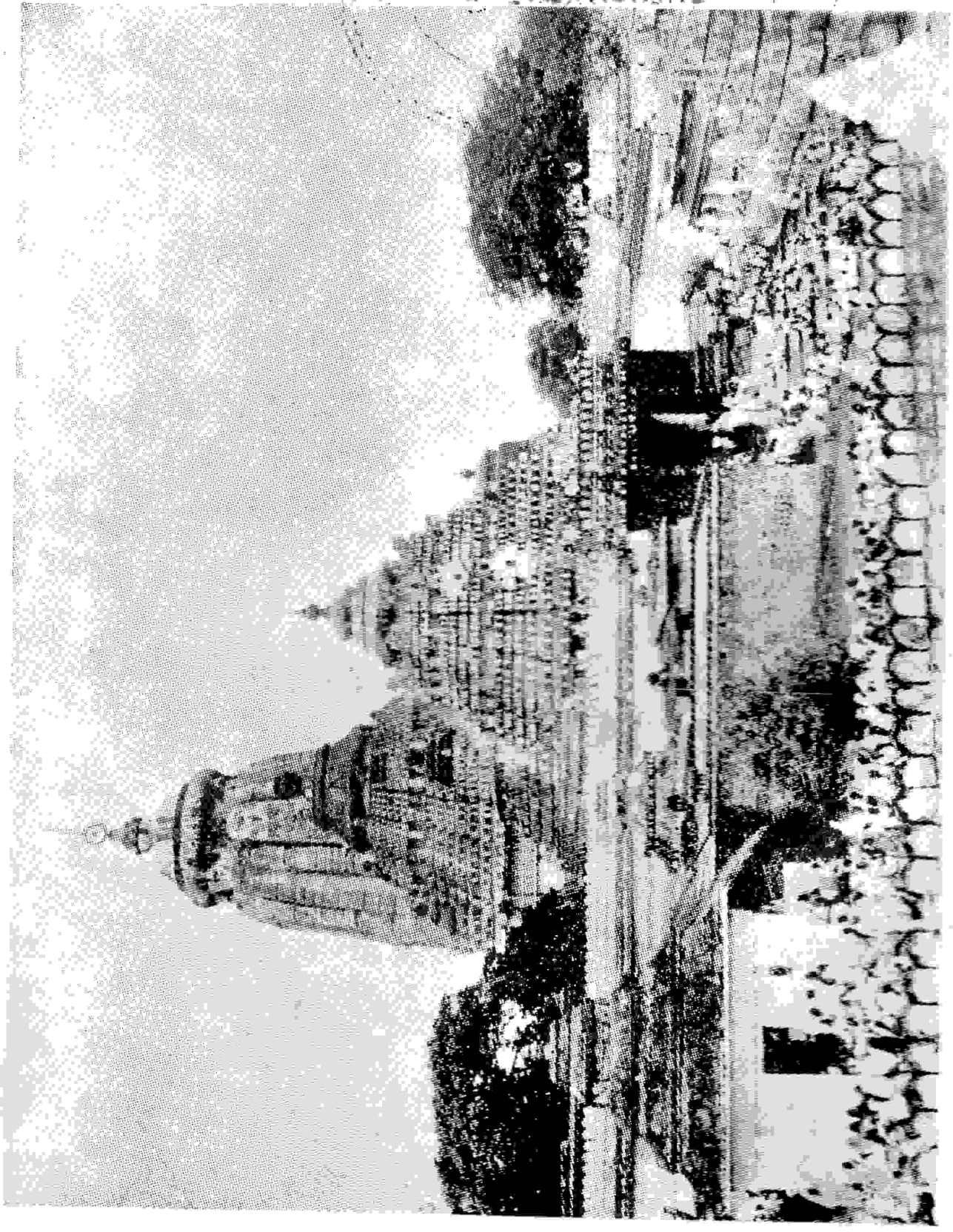
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরমণ্ডল— শ্রীপুরীধাম

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

পূর্বাভাষ

বর্তমান সময় হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বের কথা। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদঠাকুর তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্ব হইতে (১৮৫৬ খ্রীঃ) "সন্ধ্যার পর অনেক দিবসই আমি জোড়াসাঁকো শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে বসিতাম। আমার সতীর্থ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় দাদা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও আমার বড় দাদা। যদি কখনও মানবের মধ্যে আমার হৃদয়-বন্ধু থাকেন, তবে বড় দাদাই আমার হৃদয়-বন্ধু। * * * তাঁহার নিকট বসিয়া আমি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিতাম। * * * এতদ্ব্যতীত কান্ট (Kant), গেটে (Goethe), হেগেল (Hegel), সুইডেনবর্গ (Swedenborg), শোপেন্‌হাউআর (Schopenhauer) ভল্‌তেয়ার (Voltaire), কুজা (Cusa) প্রভৃতি অনেক লেখকদিগের পুস্তকও আলোচনা করিতাম। * * * তাঁহার নির্দেশমত আমি বাইবেল ও নানাবিধ খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ পড়ি। চ্যানিং সাহেবের অনেকগুলি গ্রন্থ এবং রামমোহন রায়ের পাদরীদের সহিত বিতর্ক-বিবরণ সমস্ত পাঠ করি। * * * সেলের কোরাণ পর্যন্ত পড়িয়া ফেলিলাম। থিয়োডোর পার্কার ও নিউম্যানের গ্রন্থসকল ভাল করিয়া পড়িলাম।"[১] ইহার পর প্রায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে

১। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী, ৭৮—৮০ পৃঃ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুরীরাজের পুঁথিশালা হইতে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীগোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, প্রমেয়রত্নাবলী প্রভৃতি পুঁথিসমূহের স্বহস্তে অনুলিপি করিয়া তাহা অধ্যয়ন করেন। ইতঃপূর্বে তিনি পুরীতে থাকাকালেই শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের টীকাসহ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আত্ম-চরিত-গ্রন্থ হইতে জানা যায়।[১] তাঁহার এই সকল গ্রন্থালোচনার সার তিনি পুরীতে বসিয়াই সংস্কৃত শ্লোকাবলীতে গ্রথিত করিয়াছিলেন। উহারই কিয়দংশ পরবর্তিকালে 'তত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি'-নামক নিবন্ধের কারিকারূপে ব্যবহৃত হয়।[২]

শ্রীল ভক্তিবিনোদের আত্মচরিতের উক্তি এবং তাঁহার পরবর্তিকালীয় আচরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য-দার্শনিক গ্রন্থ-আলোচনা ও গবেষণার ফল এবং পরবর্তিকালে পুরীতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের আকর গ্রন্থাদির আলোচনার ফল একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াই শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিশ্বদর্শনের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের তুলনামূলক আলোচনাপূর্ণ 'তত্ত্ববিবেক'-নামক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তেই যে সমস্ত আস্তিক দর্শনের পরিপূর্ণতা ও সুসমন্বয় হইয়াছে, ইহা অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে প্রদর্শনার্থই তিনি তত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন লইয়া এরূপ ব্যাপকভাবে তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত আর কেহ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উক্ত নিবন্ধ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ তৎসম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা হইতে) ক্রমিকভাবে প্রকাশ

১। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী ১৪০ পৃঃ, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, 'ভক্তিভবন' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ; ২। ঐ ১৪০ পৃঃ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ৪৪৭ শ্রীগৌরাব্দে প্রকাশিত ২য়-সংস্করণ 'তত্ত্ববিবেক' (খণ্ডিত)-গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকৃত উপোদ্ঘাত দ্রষ্টব্য।

করিতে থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকায় (৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) তত্ত্ববিবেক-নিবন্ধ দ্বিতীয়ানুভব পর্যন্ত খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত হইবার পর উহার প্রকাশ বন্ধ থাকে। খণ্ডিতরূপে প্রকাশিত হইলেও উক্ত নিবন্ধে বিশ্বদর্শনের সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনের পার্থক্য ও গৌড়ীয় দর্শনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের মূলসূত্রসমূহ পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সম্পাদক-সঙ্ঘপতিত্বে ভারত-গভর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রিমণ্ডল হইতে যে 'History of Philosophy : Eastern and Western'-নামক দুই খণ্ড (Volume) গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিশ্ব-দর্শনের এক একটি দার্শনিক মতবাদ লইয়া তত্ত্বদ্বিষয়ের প্রামাণিক পণ্ডিত গবেষকগণ এক একটি প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দর্শন-বিভাগে'র অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার মৈত্র মহাশয়। তাহাতে তিনি শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের রচিত 'দশমূল-শিক্ষা', 'জৈবধর্ম' ও 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'কে অবলম্বন করিয়াই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-প্রবন্ধটি প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। প্রবন্ধের অন্তে প্রদত্ত প্রমাণ-পঞ্জীর (Bibliography) মধ্যেও তিনি শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের ঐ সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ-মহাশয় কাশীস্থ গভর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে 'সরস্বতী-ভবন-গ্রন্থমালা'র মধ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যা-ভূষণ-রচিত সটীক সিদ্ধান্তরত্ন-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাহাতেও তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিবার জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত ঐ সকল গ্রন্থ পাঠার্থ উপদেশ দিয়াছেন।[১]

১। "For a fuller study however the reader may consult with advantage, besides the works already mentioned, the following

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-রচিত সন্দর্ভ-সপ্তক অর্থাৎ ষট্‌সন্দর্ভ ও ক্রমসন্দর্ভ তথা শ্রীসর্বসংবাদিনী এবং শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবপাদের শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, শ্রীল সনাতনপাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীরূপপাদের শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের এবং তাঁহাদের উপজীব্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য দার্শনিক সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়-মহতের কৃপা, সঙ্গ ও আবেশময়-সেবাদ্বারা ঐকান্তিক সেবোন্মুখ হৃদয়ে অনুশীলন না করিলে কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বা মস্তিষ্কের বৃত্তির সাহায্যে তাহা কখনো উপলব্ধির বিষয় হয় না।

এই কলিকোলাহলময় বিশ্বে শ্রীগৌরলীলাপরিকরগণের আশয়-পরিবেশ-পুনঃপ্রকটনকারী শ্রীগুরুবর্গ সমগ্র গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থরাজির যথাসাধ্য ভ্রমশূন্য পাঠের আবিষ্কারপূর্বক তৎপ্রকাশন ও একমাত্র অকপট শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণের অভূতপূর্ব অহৈতুক কৃপাদর্শ প্রকট করিয়া মাদৃশ অনভীপ্সু-জড়ান্ধজরদ্গবকেও শ্রীশ্রীভাগবতসন্দর্ভের অদ্ভুত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঔদার্য-পরাকাষ্ঠায় আকৃষ্ট হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। সেই গুরুবর্গের কৃপানির্দেশ অনুসারে তাঁহাদের সমগ্র সত্ত্বা ও প্রাণকোটিদ্বারা নির্মঞ্ছিত শ্রীমদ্ভাগবতসন্দর্ভ ও শ্রীসর্বসংবাদিনীর আলোচনায় অতি সামান্যভাবে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদের মহাবদান্যতাসিন্ধুর কণিকা-স্পর্শলাভে লোভযুক্ত এবং গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শনের অতুলনীয় ও অসমোর্ধ্ব বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করিতে আগ্রহ-বিশিষ্ট হই।

---

modern tracts—'Jaiva Dharma', 'Sri Sri Chaitanya Sikshamrita' and 'Mahaprabhu : His Life and Teachings' by Kedarnath Bhaktivinode"—The Princess of Wales Saraswati Bhavana Texts. No. 10, Pt. II. The Siddhanta Ratna—edited by Gopinath Kaviraja, Introduction pp, 13-14, Govt. Sans. Library, Benares 1927.

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ‘শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা’ রচনা করেন। এই গ্রন্থ একাদশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীদশমূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে সাধারণ বিবরণ প্রদান করিয়া শ্রীল ঠাকুর অবশিষ্ট দশটি পরিচ্ছেদ শ্রীদশমূলেরই বিবৃতিরূপে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ‘জৈবধর্ম’ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের মধ্যে শ্রীদশমূলের ত্রয়োদশটি শ্লোক এবং প্রশ্নোত্তরমুখে উহার বিবৃতি আছে। জৈবধর্মের অব্যবহিত পরেই ‘তত্ত্বসূত্র’-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত ‘শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র’ ‘বিকাশিনী’-টীকার সহিত দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রের ৭৫তম-সংখ্যক শ্লোক হইতে ৮৭তম-সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ত্রয়োদশটি শ্লোকে উক্ত শ্রীদশমূলশিক্ষা পুনরায় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর শ্রীআম্নায়-দশমূল, শ্রীভগবদ্গীতা-দশমূল, শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-দশমূল-নামক দশমূল-চতুষ্টয় রচনা করিয়াছিলেন।[১] ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ যে ‘শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি’-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতেও বঙ্গভাষায় পদ্যাকারে শ্রীদশমূলের তত্ত্বসমূহ বর্ণন করিয়াছেন,—

প্রমাণ সে বেদবাক্য, নয়টি প্রমেয়।
শিখায় সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয়॥
এই দশমূল-সার অবিদ্যা-বিনাশ।
করিয়া জীবের করে সুবিদ্যা প্রকাশ॥
প্রথমে শিখায়—পরতত্ত্ব এক হরি।
শ্যাম সর্বশক্তিমান্ রসমূর্তিধারী॥

১। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত ‘শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা’, শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত ও প্রকাশিত ১৯৪১ খ্রীঃ দ্রষ্টব্য।

জীবের পরমানন্দ করেন বিধান।
সংব্যোম-ধামেতে তাঁ'র নিত্য অধিষ্ঠান॥
এ তিন প্রমেয় হয় শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে।
বেদশাস্ত্র শিক্ষা দেন জীবের হৃদয়ে॥
দ্বিতীয়ে শিখায়—বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব।
অনন্তসংখ্যক চিৎপরমাণুসত্ত্ব॥
নিত্যবদ্ধ, (নিত্যমুক্ত)-ভেদে জীব দ্বিপ্রকার।
সংব্যোম, ব্রহ্মাণ্ড ভরি' সংস্থিতি তাহার॥
চিদ্ব্যাপার আর যত জড়ের ব্যাপার।
সকলি অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রকার॥
জীব-জড়-সর্ব বস্তু কৃষ্ণশক্তিময়।
অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ—শ্রুতিশাস্ত্রে কয়॥
এই জ্ঞানে জীব জানে,—'আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ মোর নিত্যপ্রভু চিৎসূর্য-প্রকাশ॥'
শক্তি-পরিণামমাত্র বেদশাস্ত্রে বলে।
বিবর্তাদি-দুষ্টমতে বেদ নিন্দে ছলে॥
এই ত' সম্বন্ধজ্ঞান—সাতটি প্রমেয়।
শ্রুতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন অতি উপাদেয়॥
বেদ পুনঃ শিক্ষা দেন অভিধেয়সার।
নববিধা কৃষ্ণভক্তি—বিধি, রাগ আর॥
শুদ্ধভক্তি সমাশ্রয় করিয়া মানব।
কৃষ্ণ-কৃপাবলে পায় প্রেমের বৈভব॥[১]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রপঞ্চিত উক্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের পরিশিষ্টরূপে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণব-

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ৭ম পঃ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা-প্রকরণ।

তোষণী ও শ্রীরূপগোস্বামিপাদের সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃত এবং শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের ষট্সন্দর্ভ, শ্রীসর্বসংবাদিনী, শ্রীক্রমসন্দর্ভ, সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী প্রভৃতি আকর-গ্রন্থের বিচার ও সিদ্ধান্ত-নিচয়কে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপানুশাসনানুসারে সমন্বিত করিয়া ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে এই দীন লেখক-কর্তৃক 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'-নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

অখিলরসামৃতমূর্তি লীলাপুরুষোত্তমের স্বরূপশক্তি-কর্তৃক নিজদাস্যে স্বীকৃত জনের যে মহাভাব-সম্মিলিত রসরাজের দর্শন, তাহাই 'গৌড়ীয়-দর্শন'। সেই রসরাজ—'অসমোর্দ্ধ-রূপ-শ্রী-বিস্মাপিত-চরাচর'; অতএব তাঁহার দর্শনও অসমোর্দ্ধ ও অতুল। তাহা জড় বিশ্বদর্শন বা অন্যান্য আপেক্ষিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা বিচারিত বা সেই মানদণ্ডে তুলিত হইতে পারে না।

এই গ্রন্থে জড় বিশ্বদর্শন ও অন্যান্য আপেক্ষিক দর্শনেরও সামান্যভাবে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। স্থানাভাবে ও অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যের ভয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। এজন্য ইহাতে অনেক অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইবার কথা। সারগ্রাহী পাঠকগণ কৃপাপূর্বক এই অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম-প্রমাদ সংশোধন করিয়া সার ও মূল উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী, দর্শনশাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক, বহুজ্ঞ বক্তা ও লেখক শ্রীত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী, এম্-এ, কাব্যতীর্থ, পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক আলোচনাসমূহ সম্পূর্ণ দেখিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'Outline of the History of Greek Philosophy' by E. Zeller ; Schwegler's 'History of Philosophy' ; Bertrand Russell's 'A History of Western Philosophy' ; 'A History of Philosophy' by Frank Thilly, New York 1949 ; 'A History of Western Philosophy' by W. T. Jones, New York 1952 ; 'History of Modern Philosophy' by Richard Falckenberg ; 'Radhakrishnan Comparative Studies in Philosophy'—

presented in honour of his sixtieth birthday, London 1951; 'The Library of Living Philosophers', edited by Paul Arthur Schilpp, New York 1939—1952; 'History of Philosophy: Eastern and Western' (2 Vols.—sponsored by the Ministry of Education, Govt. of India), 1952—1953; 'The Religions of the World', 2 Vols., published by the R. K. Mission Institute of Culture, Calcutta 1938; 'The Reign of Religion in Contemporary Philosophy' by S. Radhakrishnan, London 1920; 'Religious Systems of the World'—London, George Allen & Co. Ltd., 1911; 'A Literary History of Persia' by E. G. Browne, London 1902 এবং বাংলাগ্রন্থের মধ্যে শ্রীতারকচন্দ্র রায়, বি-এ, প্রণীত 'পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস', ১ম ও ২য় খণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এই গ্রন্থের অন্তিমভাগে সংযোজিত 'প্রমাণ-পঞ্জী' ও 'পুস্তকপঞ্জী'-সমূহ মৎকর্তৃক অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সহায়করূপে গৃহীত গ্রন্থরাজীর নিদর্শন। এজন্য ঐ সকল গ্রন্থকারের নিকট যথাযোগ্য ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই গ্রন্থে সাধারণ দার্শনিক, মনীষী, গবেষক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর যে-সকল উক্তি সঙ্কলিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কিছু স্বতঃসিদ্ধ ভাগবত-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করিবার জন্য গৃহীত হয় নাই। নাস্তিক বা কোন মতের বিরুদ্ধবাদীর মুখে যদি আস্তিক্যধর্ম বা তত্তন্মতের সমর্থক কোন উক্তি বহির্গত হয় এবং জাগতিক বিচারে যাঁহারা তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ, তাঁহাদের মুখে যদি কোন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের সমর্থক বাক্য শ্রুত হয়, তাহা হইলে সেই সকল কথা জাগতিক সাধারণ ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে অধিক আদরণীয় হইয়া থাকে। এই বিচারেই শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্ব-শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণও অনেক সময়

সাধারণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর, এমন কি, নাস্তিক ও বিরুদ্ধ-মতবাদীর বাক্যকেও উদ্ধার করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই এই গ্রন্থে সাধারণ ব্যক্তিগণের মতসমূহ আলোচিত হইয়াছে।

* * * *

ভারতীয় বেদান্তদর্শনের মূলগ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য লইয়া পরস্পর বহু বিবদমান মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল মতবাদ সংখ্যায় বহু হইলেও প্রধান দুইটিমাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, একটি—মায়াবাদ, আর অন্য সমস্ত মতবাদই সেই মায়াবাদের প্রতিবাদী মত বা সিদ্ধান্ত। প্রধান প্রশ্ন,—'ব্রহ্মসূত্র যখন শ্রীব্যাসদেব-কর্ত্তৃক প্রকটিত, তখন সেই শ্রীব্যাসদেবের হৃদ্গত সিদ্ধান্ত কি মায়াবাদের মধ্যে প্রকাশিত, অথবা মায়াবাদের প্রতিবাদী বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে আংশিক বা পূর্ণভাবে নিহিত?' এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 'ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য শ্রীব্যাস-সম্মত?'—এই অনুচ্ছেদটির মধ্যে শঙ্করমতাবলম্বী অপ্যয় দীক্ষিত-কৃত ব্যাসতাৎপর্য-নির্ণয়-নামক গ্রন্থের এবং রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-মহাশয়ের লিখিত 'ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত?'-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত প্রশ্নের পূর্ণ সমাধান করা হইয়াছে। উপনিষৎসমূহ এবং শ্রীব্যাসের প্রকটিত শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদিশাস্ত্র-গ্রন্থ, তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ সকলেই শ্রীব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের কোথায়ও যে মায়াবাদ 'সিদ্ধান্তপক্ষ'রূপে গৃহীত হয় নাই, তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। অধিক কি, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য স্বয়ং 'সর্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ'-গ্রন্থে তাঁহার নিজমত এবং শ্রীবেদব্যাসের মত যে পৃথক, তাহা যথাক্রমে উক্ত গ্রন্থের দ্বাদশ ও একাদশ-প্রকরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যাপক রাও বাহাদুর এম্, রঙ্গাচার্য এম্-এ উক্ত গ্রন্থের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন,—

"It is, therefore, no wonder that Sankaracarya's interpretation of the teachings of the Upanisads appears to certain competent scholars to be noticeably different from Badarayana's interpretation of those same teachings. Sankaracarya himself says about the end of his short introduction in the Bhasya 'যথা চায়মর্থঃ সর্বেষাং বেদান্তানাং তথা বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ' *; and this sentence is certainly capable of making it appear that the aim of Sankaracarya was to try to evolve what he himself took to be the teachings of the Upanisads out of the Vedanta-sutras of Badarayana—that is, to put into the Sutras what he himself understood to be the teachings of the Upanisads. Even orthodox Advaitins seem to accept this view in a general sort of way, and there is a stanza attributed to Madhusudana Sarasvati which gives a notably clever expression to it. The stanza is—

> ন স্তৌমি তং ব্যাসমশেষমর্থং সম্যঙ্ন সূত্রৈরপি যো ববন্ধ।
> বিনাপি তৈঃ সংগ্রথিতাখিলার্থং তং শঙ্করং নৌমি সুরেশ্বরার্যম্॥ †

It is evident from this that it is granted by some Advaitins themselves that the Vedanta-sutras of Vyasa are not responsible for the whole of the philosophy of

---

* **বঙ্গানুবাদ**—সমগ্র বেদান্তের অর্থাৎ উপনিষৎসমূহের এই প্রকার যে তাৎপর্য, তাহা আমরা এই শারীরক মীমাংসার মধ্যে প্রদর্শন করিব।

† **বঙ্গানুবাদ**—যে ব্যাসদেব (ব্রহ্ম)-সূত্রসমূহদ্বারাও তাঁহার অভীপ্সিত বিষয় সুষ্ঠুরূপে গ্রথিত করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে প্রশংসা করি না; কিন্তু সেই সূত্রসমূহ ব্যতীতও যিনি সমগ্র বিষয় সম্যক্‌রূপে গ্রন্থন করিয়াছেন, সেই সুরেশ্বরার্য শঙ্করকে বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরমণ্ডল— শ্রীপুরীধাম

পূর্বাভাষ

বর্তমান সময় হইতে প্রায় একশত বৎসর পূর্বের কথা। শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদঠাকুর তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহের কিছুকাল পূর্ব হইতে (১৮৫৬ খ্রীঃ) "সন্ধ্যার পর অনেক দিবসই আমি জোড়াসাঁকো শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে বসিতাম। আমার সতীর্থ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় দাদা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও আমার বড় দাদা। যদি কখনও মানবের মধ্যে আমার হৃদয়-বন্ধু থাকেন, তবে বড় দাদাই আমার হৃদয়-বন্ধু। * * * তাঁহার নিকট বসিয়া আমি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিতাম। * * * এতদ্ব্যতীত কাণ্ট (Kant), গেটে (Goethe), হেগেল (Hegel), সুইডেনবর্গ (Swedenborg), শোপেন্‌হাউআর (Schopenhauer) ভল্‌তেয়ার (Voltaire), কুজা (Cusa) প্রভৃতি অনেক লেখকদিগের পুস্তকও আলোচনা করিতাম। * * * তাঁহার নির্দেশমত আমি বাইবেল ও নানাবিধ খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ পড়ি। চ্যানিং সাহেবের অনেকগুলি গ্রন্থ এবং রামমোহন রায়ের পাদরীদের সহিত বিতর্ক-বিবরণ সমস্ত পাঠ করি। * * * সেলের কোরাণ পর্যন্ত পড়িয়া ফেলিলাম। থিয়োডোর পার্কার ও নিউম্যানের গ্রন্থসকল ভাল করিয়া পড়িলাম।"[১] ইহার পর প্রায় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে

১। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী, ৭৮—৮০ পৃঃ।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুরীরাজের পুঁথিশালা হইতে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীগোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, প্রমেয়রত্নাবলী প্রভৃতি পুঁথিসমূহের স্বহস্তে অনুলিপি করিয়া তাহা অধ্যয়ন করেন। ইতঃপূর্বে তিনি পুরীতে থাকাকালেই শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের টীকাসহ সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার আত্ম-চরিত-গ্রন্থ হইতে জানা যায়।[১] তাঁহার এই সকল গ্রন্থালোচনার সার তিনি পুরীতে বসিয়াই সংস্কৃত শ্লোকাবলীতে গ্রথিত করিয়াছিলেন। উহারই কিয়দংশ পরবর্তিকালে 'তত্ত্वবিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি'-নামক নিবন্ধের কারিকারূপে ব্যবহৃত হয়।[২]

শ্রীল ভক্তিবিনোদের আত্মচরিতের উক্তি এবং তাঁহার পরবর্তিকালীয় আচরণ হইতে প্রমাণিত হয় যে, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-মহাশয়ের সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-দার্শনিক গ্রন্থ-আলোচনা ও গবেষণার ফল এবং পরবর্তিকালে পুরীতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের আকর গ্রন্থাদির আলোচনার ফল একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াই শ্রীল ভক্তিবিনোদ বিশ্বদর্শনের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের তুলনামূলক আলোচনাপূর্ণ 'তত্ত্ববিবেক'-নামক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তেই যে সমস্ত আস্তিক দর্শনের পরিপূর্ণতা ও সুসমন্বয় হইয়াছে, ইহা অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে প্রদর্শনার্থই তিনি তত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্বে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শন লইয়া এরূপ ব্যাপকভাবে তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত আর কেহ করেন নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। উক্ত নিবন্ধ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ তৎসম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকায় (৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা হইতে) ক্রমিকভাবে প্রকাশ

১। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবনী ১৪০ পৃঃ, ১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, 'ভক্তিভবন' কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ; ২। ঐ ১৪০ পৃঃ এবং শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে ৪৪৭ শ্রীগৌরাব্দে প্রকাশিত ২য়-সংস্করণ 'তত্ত্ববিবেক' (খণ্ডিত)-গ্রন্থে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদকৃত উপোদ্ঘাত দ্রষ্টব্য।

করিতে থাকেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকায় (৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা) তত্ত্ববিবেক-নিবন্ধ দ্বিতীয়ানুভব পর্যন্ত খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত হইবার পর উহার প্রকাশ বন্ধ থাকে। খণ্ডিতরূপে প্রকাশিত হইলেও উক্ত নিবন্ধে বিশ্বদর্শনের সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবদর্শনের পার্থক্য ও গৌড়ীয় দর্শনের অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের মূলসূত্রসমূহ পাওয়া যায়।

সম্প্রতি ডক্টর সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সম্পাদক-সঙ্ঘপতিত্বে ভারত-গভর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রিমণ্ডল হইতে যে 'History of Philosophy : Eastern and Western'-নামক দুই খণ্ড (Volume) গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিশ্ব-দর্শনের এক একটি দার্শনিক মতবাদ লইয়া তত্ত্বিষয়ের প্রামাণিক পণ্ডিত গবেষকগণ এক একটি প্রবন্ধ প্রদান করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে প্রবন্ধ দিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দর্শন-বিভাগে'র অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার মৈত্র মহাশয়। তাহাতে তিনি শ্রীশ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের রচিত 'দশমূল-শিক্ষা', 'জৈবধর্ম' ও 'শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'কে অবলম্বন করিয়াই 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদ'-প্রবন্ধটি প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। প্রবন্ধের অন্তে প্রদত্ত প্রমাণ-পঞ্জীর (Bibliography) মধ্যেও তিনি শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের ঐ সকল গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ-মহাশয় কাশীস্থ গভর্ণমেণ্ট-সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালে 'সরস্বতী-ভবন-গ্রন্থমালা'র মধ্যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যা-ভূষণ-রচিত সটীক সিদ্ধান্তরত্ন-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন ; তাহাতেও তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানিবার জন্য শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-রচিত ঐ সকল গ্রন্থ পাঠার্থ উপদেশ দিয়াছেন।[১]

১। "For a fuller study however the reader may consult with advantage, besides the works already mentioned, the following

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-রচিত সন্দর্ভ-সপ্তক অর্থাৎ ষট্সন্দর্ভ ও ক্রমসন্দর্ভ তথা শ্রীসর্বসংবাদিনী এবং শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবপাদের শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, শ্রীল সনাতনপাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীরূপপাদের শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থের এবং তাঁহাদের উপজীব্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদ্য দার্শনিক সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়-মহতের কৃপা, সঙ্গ ও আবেশময়-সেবাদ্বারা ঐকান্তিক সেবোন্মুখ হৃদয়ে অনুশীলন না করিলে কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য-প্রতিভা বা মস্তিষ্কের বৃত্তির সাহায্যে তাহা কখনো উপলব্ধির বিষয় হয় না।

এই কলিকোলাহলময় বিশ্বে শ্রীগৌরলীলাপরিকরগণের আশয়-পরিবেশ-পুনঃপ্রকটনকারী শ্রীগুরুবর্গ সমগ্র গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থরাজির যথাসাধ্য ভ্রমশূন্য পাঠের আবিষ্কারপূর্বক তৎপ্রকাশন ও একমাত্র অকপট শ্রদ্ধামূল্যে বিতরণের অভূতপূর্ব অহৈতুক কৃপাদর্শ প্রকট করিয়া মাদৃশ অনভীপ্সু-জড়ান্ধজরদ্গবকেও শ্রীশ্রীভাগবতসন্দর্ভের অদ্ভুত সৌন্দর্য-মাধুর্য-ঔদার্য-পরাকাষ্ঠায় আকৃষ্ট হইবার সুযোগ প্রদান করিতেছেন। সেই গুরুবর্গের কৃপানির্দেশ অনুসারে তাঁহাদের সমগ্র সত্তা ও প্রাণকোটিদ্বারা নির্মঞ্ছিত শ্রীমদ্ভাগবতসন্দর্ভ ও শ্রীসর্বসংবাদিনীর আলোচনায় অতি সামান্যভাবে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদের মহাবদান্যতাসিন্ধুর কণিকা-স্পর্শলাভে লোভযুক্ত এবং গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শনের অতুলনীয় ও অসমোর্ধ্ব বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করিতে আগ্রহ-বিশিষ্ট হই।

---

modern tracts—'Jaiva Dharma', 'Sri Sri Chaitanya Sikshamrita' and 'Mahaprabhu : His Life and Teachings' by Kedarnath Bhaktivinode"—The Princess of Wales Saraswati Bhavana Texts. No. 10, Pt. II. The Siddhanta Ratna—edited by Gopinath Kaviraja, Introduction pp, 13-14, Govt. Sans. Library, Benares 1927.

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' রচনা করেন। এই গ্রন্থ একাদশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে শ্রীদশমূলতত্ত্ব-সম্বন্ধে সাধারণ বিবরণ প্রদান করিয়া শ্রীল ঠাকুর অবশিষ্ট দশটি পরিচ্ছেদ শ্রীদশমূলেরই বিবৃতিরূপে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ 'জৈবধর্ম' রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের মধ্যে শ্রীদশমূলের ত্রয়োদশটি শ্লোক এবং প্রশ্নোত্তরমুখে উহার বিবৃতি আছে। জৈবধর্মের অব্যবহিত পরেই 'তত্ত্বসূত্র'-গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গল-স্তোত্র' 'বিকাশিনী'-টীকার সহিত দেবনাগর অক্ষরে প্রকাশিত হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রের ৭৫তম-সংখ্যক শ্লোক হইতে ৮৭তম-সংখ্যক শ্লোক পর্যন্ত ত্রয়োদশটি শ্লোকে উক্ত শ্রীদশমূলশিক্ষা পুনরায় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীল ঠাকুর শ্রীআম্নায়-দশমূল, শ্রীভগবদ্‌গীতা-দশমূল, শ্রীমদ্ভাগবত-দশমূল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-দশমূল-নামক দশমূল-চতুষ্টয় রচনা করিয়াছিলেন।[১] ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ যে 'শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি'-গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহাতেও বঙ্গভাষায় পদ্যাকারে শ্রীদশমূলের তত্ত্বসমূহ বর্ণন করিয়াছেন,—

প্রমাণ সে বেদবাক্য, নয়টি প্রমেয়।
শিখায় সম্বন্ধ, প্রয়োজন, অভিধেয়॥
এই দশমূল-সার অবিদ্যা-বিনাশ।
করিয়া জীবের করে সুবিদ্যা প্রকাশ॥
প্রথমে শিখায়—পরতত্ত্ব এক হরি।
শ্যাম সর্বশক্তিমান্ রসমূর্তিধারী॥

১। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'শ্রীশ্রীদশমূলশিক্ষা', শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত ও প্রকাশিত ১৯৪১ খ্রীঃ দ্রষ্টব্য।

জীবের পরমানন্দ করেন বিধান।
সংব্যোম-ধামেতে তাঁ'র নিত্য অধিষ্ঠান॥
এ তিন প্রমেয় হয় শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে।
বেদশাস্ত্র শিক্ষা দেন জীবের হৃদয়ে॥
দ্বিতীয়ে শিখায়—বিভিন্নাংশ জীবতত্ত্ব।
অনন্তসংখ্যক চিৎপরমাণুসত্ত্ব॥
নিত্যবদ্ধ, (নিত্যমুক্ত)-ভেদে জীব দ্বিপ্রকার।
সংব্যোম, ব্রহ্মাণ্ড ভরি' সংস্থিতি তাহার॥
চিদ্ব্যাপার আর যত জড়ের ব্যাপার।
সকলি অচিন্ত্য-ভেদাভেদের প্রকার॥
জীব-জড়-সব বস্তু কৃষ্ণশক্তিময়।
অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ—শ্রুতিশাস্ত্রে কয়॥
এই জ্ঞানে জীব জানে,—'আমি কৃষ্ণদাস।
কৃষ্ণ মোর নিত্যপ্রভু চিৎসূর্য-প্রকাশ॥'
শক্তি-পরিণামমাত্র বেদশাস্ত্রে বলে।
বিবর্তাদি-দুষ্টমতে বেদ নিন্দে ছলে॥
এই ত' সম্বন্ধজ্ঞান—সাতটি প্রমেয়।
শ্রুতিশাস্ত্র শিক্ষা দেন অতি উপাদেয়॥
বেদ পুনঃ শিক্ষা দেন অভিধেয়সার।
নববিধা কৃষ্ণভক্তি—বিধি, রাগ আর॥
শুদ্ধভক্তি সমাশ্রয় করিয়া মানব।
কৃষ্ণ-কৃপাবলে পায় প্রেমের বৈভব॥[১]

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের প্রপঞ্চিত উক্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের পরিশিষ্টরূপে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণব-

১। শ্রীহরিনামচিন্তামণি, ৭ম পঃ শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দা-প্রকরণ।

তোষণী ও শ্রীরূপগোস্বামিপাদের সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃত এবং শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীসর্বসংবাদিনী, শ্রীক্রমসন্দর্ভ, সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী প্রভৃতি আকর-গ্রন্থের বিচার ও সিদ্ধান্ত-নিচয়কে শ্রীশ্রীগুরুবর্গের কৃপানুশাসনানুসারে সমন্বিত করিয়া ১৩৫৭ বঙ্গাব্দে এই দীন লেখক-কর্তৃক 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ'-নামক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

অখিলরসামৃতমূর্তি লীলাপুরুষোত্তমের স্বরূপশক্তি-কর্তৃক নিজদাস্যে স্বীকৃত জনের যে মহাভাব-সম্মিলিত রসরাজের দর্শন, তাহাই 'গৌড়ীয়-দর্শন'। সেই রসরাজ—'অসমোর্দ্ধ্ব-রূপ-শ্রী-বিস্মাপিত-চরাচর'; অতএব তাঁহার দর্শনও অসমোর্দ্ধ্ব ও অতুল। তাহা জড় বিশ্বদর্শন বা অন্যান্য আপেক্ষিক দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা বিচারিত বা সেই মানদণ্ডে তুলিত হইতে পারে না।

এই গ্রন্থে জড় বিশ্বদর্শন ও অন্যান্য আপেক্ষিক দর্শনেরও সামান্যভাবে কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। স্থানাভাবে ও অপ্রাসঙ্গিক বাহুল্যের ভয়ে বিশদ আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। এজন্য ইহাতে অনেক অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইবার কথা। সারগ্রাহী পাঠকগণ কৃপাপূর্বক এই অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম-প্রমাদ সংশোধন করিয়া সার ও মূল উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করিবেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা।

আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী, দর্শনশাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক, বহুজ্ঞ বক্তা ও লেখক শ্রীত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী, এম্‌-এ, কাব্যতীর্থ, পাশ্চাত্য দর্শন-বিষয়ক আলোচনাসমূহ সম্পূর্ণ দেখিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত 'Outline of the History of Greek Philosophy' by E. Zeller; Schwegler's 'History of Philosophy'; Bertrand Russell's 'A History of Western Philosophy'; 'A History of Philosophy' by Frank Thilly, New York 1949; 'A History of Western Philosophy' by W. T. Jones, New York 1952; 'History of Modern Philosophy' by Richard Falckenberg; 'Radhakrishnan Comparative Studies in Philosophy'—

presented in honour of his sixtieth birthday, London 1951 ; 'The Library of Living Philosophers', edited by Paul Arthur Schilpp, New York 1939—1952 ; 'History of Philosophy : Eastern and Western' (2 Vols.—sponsored by the Ministry of Education, Govt. of India), 1952—1953; 'The Religions of the World', 2 Vols., published by the R. K. Mission Institute of Culture, Calcutta 1938 ; 'The Reign of Religion in Contemporary Philosophy' by S. Radhakrishnan, London 1920 ; 'Religious Systems of the World'—London, George Allen & Co. Ltd., 1911 ; 'A Literary History of Persia' by E. G. Browne, London 1902 এবং বাংলাগ্রন্থের মধ্যে শ্রীতারকচন্দ্র রায়, বি-এ, প্রণীত 'পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস', ১ম ও ২য় খণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এই গ্রন্থের অন্তিমভাগে সংযোজিত 'প্রমাণ-পঞ্জী' ও 'পুস্তকপঞ্জী'-সমূহ মৎকর্তৃক অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সহায়করূপে গৃহীত গ্রন্থরাজীর নিদর্শন। এজন্য ঐ সকল গ্রন্থকারের নিকট যথাযোগ্য ঋণ ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই গ্রন্থে সাধারণ দার্শনিক, মনীষী, গবেষক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর যে-সকল উক্তি সঙ্কলিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা কিছু স্বতঃসিদ্ধ ভাগবত-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত করিবার জন্য গৃহীত হয় নাই। নাস্তিক বা কোন মতের বিরুদ্ধবাদীর মুখে যদি আস্তিক্যধর্ম বা তত্তন্মতের সমর্থক কোন উক্তি বহির্গত হয় এবং জাগতিক বিচারে যাঁহারা তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক বা নিরপেক্ষ, তাঁহাদের মুখে যদি কোন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের সমর্থক বাক্য শ্রুত হয়, তাহা হইলে সেই সকল কথা জাগতিক সাধারণ ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের যোগ্যতানুসারে অধিক আদরণীয় হইয়া থাকে। এই বিচারেই শ্রীরামানুজ-শ্রীমধ্ব-শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণও অনেক সময়

সাধারণ পণ্ডিত-মণ্ডলীর, এমন কি, নাস্তিক ও বিরুদ্ধ-মতবাদীর বাক্যকেও উদ্ধার করিয়াছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়াই এই গ্রন্থে সাধারণ ব্যক্তিগণের মতসমূহ আলোচিত হইয়াছে।

*　　*　　*　　*

ভারতীয় বেদান্তদর্শনের মূলগ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন ভাষ্য লইয়া পরস্পর বহু বিবদমান মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল মতবাদ সংখ্যায় বহু হইলেও প্রধান দুইটিমাত্র শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে, একটি—মায়াবাদ, আর অন্য সমস্ত মতবাদই সেই মায়াবাদের প্রতিবাদী মত বা সিদ্ধান্ত। প্রধান প্রশ্ন,—'ব্রহ্মসূত্র যখন শ্রীব্যাসদেব-কর্তৃক প্রকটিত, তখন সেই শ্রীব্যাসদেবের হৃদ্গত সিদ্ধান্ত কি মায়াবাদের মধ্যে প্রকাশিত, অথবা মায়াবাদের প্রতিবাদী বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে আংশিক বা পূর্ণভাবে নিহিত?' এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে 'ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য শ্রীব্যাস-সম্মত?'—এই অনুচ্ছেদটির মধ্যে শঙ্করমতাবলম্বী অপ্যয় দীক্ষিত-কৃত ব্যাসতাৎপর্য-নির্ণয়-নামক গ্রন্থের এবং রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-মহাশয়ের লিখিত 'ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত?'-শীর্ষক প্রবন্ধের সমালোচনা-প্রসঙ্গে উক্ত প্রশ্নের পূর্ণ সমাধান করা হইয়াছে। উপনিষৎসমূহ এবং শ্রীব্যাসের প্রকটিত শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদিশাস্ত্র-গ্রন্থ, তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণ সকলেই শ্রীব্যাসের ব্রহ্মসূত্রের কোথায়ও যে মায়াবাদ 'সিদ্ধান্তপক্ষ'রূপে গৃহীত হয় নাই, তাহা অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। অধিক কি, শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য স্বয়ং 'সর্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ'-গ্রন্থে তাঁহার নিজমত এবং শ্রীবেদব্যাসের মত যে পৃথক, তাহা যথাক্রমে উক্ত গ্রন্থের দ্বাদশ ও একাদশ-প্রকরণে প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যাপক রাও বাহাদুর এম্, রঙ্গাচার্য এম্-এ উক্ত গ্রন্থের সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিয়াছেন,—

"It is, therefore, no wonder that Sankaracarya's interpretation of the teachings of the Upanisads appears to certain competent scholars to be noticeably different from Badarayana's interpretation of those same teachings. Sankaracarya himself says about the end of his short introduction in the Bhasya 'যথা চায়মর্থঃ সর্বেষাং বেদান্তানাং তথা বয়মস্যাং শারীরকমীমাংসায়াং প্রদর্শয়িষ্যামঃ' * ; and this sentence is certainly capable of making it appear that the aim of Sankaracarya was to try to evolve what he himself took to be the teachings of the Upanisads out of the Vedanta-sutras of Badarayana—that is, to put into the Sutras what he himself understood to be the teachings of the Upanisads. Even orthodox Advaitins seem to accept this view in a general sort of way, and there is a stanza attributed to Madhusudana Sarasvati which gives a notably clever expression to it. The stanza is—

> ন স্তৌমি তং ব্যাসমশেষমর্থং সম্যঙ্ন সূত্রৈরপি যো ববন্ধ।
> বিনাপি তৈঃ সংগ্রথিতাখিলার্থং তং শঙ্করং নৌমি সুরেশ্বরার্যম্ ॥ †

It is evident from this that it is granted by some Advaitins themselves that the Vedanta-sutras of Vyasa are not responsible for the whole of the philosophy of

---

* **বঙ্গানুবাদ**—সমগ্র বেদান্তের অর্থাৎ উপনিষৎসমূহের এই প্রকার যে তাৎপর্য, তাহা আমরা এই শারীরক মীমাংসার মধ্যে প্রদর্শন করিব।

† **বঙ্গানুবাদ**—যে ব্যাসদেব (ব্রহ্ম)-সূত্রসমূহদ্বারাও তাঁহার অভীপ্সিত বিষয় সুষ্ঠুরূপে গ্রথিত করিতে পারেন নাই, তাঁহাকে প্রশংসা করি না; কিন্তু সেই সূত্রসমূহ ব্যতীতও যিনি সমগ্র বিষয় সম্যক্‌রূপে গ্রন্থন করিয়াছেন, সেই সুরেশ্বরার্য শঙ্করকে বন্দনা করি।

Sankaracarya : and one need not therefore be surprised when one sees them occasionally making a distinction between the Sutra-kara-mata and the Bhasya-kara-mata. The distinction between a Vyasa-mata and a Vedanta-mata, as brought out in the Sarva-siddhanta-sangraha, is thus clearly confirmatory of the position of Dr. Thibaut in regard to what kind of Vedanta it is, that is really represented by the Vedanta-sutras[১]."

গোঁড়া শাঙ্করমতাবলম্বী রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-মহাশয়ও (চিদ্‌ঘনানন্দপুরী—পরবর্তিকালীয় সন্ন্যাস-নাম) স্বীকার করিয়াছেন,—"সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ-গ্রন্থে একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় এই দেখা যায় যে, বেদান্তমতের মধ্যে ব্যাসমত ও উপনিষদ্‌মত বলিয়া দুইটি বিভিন্ন মতের উল্লেখ রহিয়াছে। * * * ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন, শাঙ্করমত এবং ব্যাসমত অভিন্ন নহে, প্রত্যুত দুইটি মত ভিন্নই। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন, **ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্য ব্যাস-সম্মত ভাষ্য নহে"**।[২]

শ্রীশঙ্করাচার্য যখন নিজমুখেই তাঁহার মত হইতে শ্রীব্যাসের মত অর্থাৎ সিদ্ধান্ত ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই কারণে ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্কর-ভাষ্য যে ব্যাস-সম্মত নহে, ইহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে ; অথচ শ্রীব্যাস-প্রকটিত বিভিন্ন শাস্ত্রেও শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের শ্রীব্যাসসম্মত স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে—অধিকন্তু সর্বাচার্যশিরোমণি স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও যখন সেই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন, তখন

১। The Sarva-siddhanta-Sangraha of Sankaracarya by Rao Bahadur M. Rangacarya M. A. (edited with an English Translation under 'the orders of the Govt. of Madras) 1909, preface, pp XVI—XVII ; ২। শঙ্করাচার্য-গ্রন্থমালা (৩য় খণ্ড)—স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ-সম্পাদিত, বসুমতী (৮ম) সং, কলিকাতা, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ভূমিকা ৬ পৃঃ।

সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীনারায়ণ শ্রীব্রহ্মাকে যে শ্রীমদ্‌ভাগবত-চতুঃশ্লোকীতে সংক্ষেপে সমস্ত সিদ্ধান্তসার বলিয়াছিলেন, সেই চতুঃশ্লোকীর প্রতিপাদ্য অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই সার্বদেশিক সর্বতন্ত্র-বেদান্তসিদ্ধান্ত—এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। এই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তে সমস্ত বাদ ও সংবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা ও সুসমন্বয় হইয়াছে—ইহাই শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ শ্রীসর্বসংবাদিনীতে প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামি-পাদের শ্রীসর্বসংবাদিনী-গ্রন্থে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বৈদান্তিক মতবাদ ও বিশ্বদার্শনিক মতের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের তুলনামূলক-বিচার ও সমন্বয়পর সিদ্ধান্ত গ্রথিত হইলেও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালের প্রাচীন ও অর্বাচীন বিশ্বদর্শনের বীজীভূত মতসমূহের সমালোচনার সূত্র তাহাতে নিহিত আছে। বহির্মুখবিশ্বের অর্বাচীন মতবাদগুলি প্রাচীন বহির্মুখতারই নবীনতর রূপ। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত-মধ্যে প্রাচীন ও অর্বাচীন বিশ্বদর্শনের সমস্ত মতবাদেরই যথাযথ মীমাংসা ও সুসমন্বয় পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামিপাদ 'শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' তাঁহার একটি কারিকা ও প্রাচীনগণের উক্তিমূলক শ্লোকে ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন ও বিশ্বদর্শনের মূল সূত্র এবং উভয়ের পার্থক্য স্বল্প কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই শ্লোক দুইটি এই,—

> স্বল্পাপি রুচিরেব স্যাদ্ভক্তিতত্ত্বাববোধিকা।
> যুক্তিস্তু কেবলা নৈব যদস্যা অপ্রতিষ্ঠতা॥
> যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
> অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে॥[১]

স্বল্পমাত্র রুচিই অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতাদিভক্তিপ্রতিপাদক-শাস্ত্রসমূহের প্রতি প্রাক্তন-সংস্কারবশে উৎকর্ষজ্ঞানই ভক্তির স্বরূপজ্ঞাপক হয়। শুষ্কতর্ক কিন্তু

১। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব বিভাগ ১।৪৫ শ্লোক এবং ৪৬ সংখ্যাধৃত ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয় ১।৩৪ শ্লোক।

তাহা হয় না ; যেহেতু শুষ্কযুক্তি-তর্কের প্রতিষ্ঠা বা স্থিতি নাই, অর্থাৎ প্রবল যুক্তির নিকট দুর্বল যুক্তি পরাভব স্বীকার করে।

প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চাঙ্গের প্রয়োগ-নিপুণ তার্কিকগণ স্বপক্ষে নির্দোষত্ব-প্রতিপাদনে অসীম প্রয়াসের সহিত কোন-কালে বিদ্বৎসমাজে একটি বিষয় সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিলেও সেই বিষয়টি তৎকালে বা কালান্তরে তদপেক্ষা প্রবীণতর তার্কিক অন্য পণ্ডিত-গণের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ দোষাবিষ্কারপূর্বক অসিদ্ধরূপেই প্রতিপাদিত হয়।

বিশ্বরূপের প্রাচীন ও অর্বাচীন বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদগুলি জীবের অনাদিবহির্মুখতারই বিচার-বৈচিত্র্য ; ইহা গৌড়ীয় মহাজনের গীতিতে ব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায়—

কেশব ! তুয়া জগৎ বিচিত্র।

করমবিপাকে, ভব-বন ভ্রমই,
পেখলুঁ রঙ্গ বহু চিত্র ॥

তুয়া পদ-বিস্মৃতি, আমর যন্ত্রণা,
ক্লেশ-দহনে দহি' যাই।

কপিল, পতঞ্জলি, গৌতম, কণভোজী,
জৈমিনি, বৌদ্ধ আওয়ে ধাই ॥

তব কই নিজমতে, ভুক্তি-মুক্তি যাচত,
পাতই নানাবিধ ফাঁদ।

সো সবু বঞ্চক, তুয়া ভক্তিবহির্মুখ,
ঘটাওয়ে বিষম পরমাদ ॥

বৈমুখ-বঞ্চনে, ভট সো সবু,
নিরমিল বিবিধ পসার।

দণ্ডবৎ দূরত, ভকতিবিনোদ ভেল,
ভকতচরণ করি' সার ॥

মহাজন প্রার্থনামুখে আরও গাহিয়াছেন—

শ্রীজীব গোস্বামী কবে সিদ্ধান্ত-সলিলে।
নিবাইবে তর্কানল, চিত্ত যাহে জ্বলে॥

শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির সর্বশাস্ত্রবিবাদ-প্রশমনকারিণী রসদা দয়ার প্লাবন হইতে প্রকটিত শ্রীসর্বসংবাদিনীর সিদ্ধান্ত-সলিল-প্রবাহ বিশ্বদর্শনের যাবতীয় তর্কানলশিখাকে নির্বাপিত করিয়া নিরন্তর ভক্তিবিনোদনকারিণী মাধুর্য-পরাকাষ্ঠার আবিষ্কার করিয়াছে। ইহাই শ্রীশ্রীজীবপ্রভুপাদের বিশ্বজীবের প্রতি মহা অবদান। শ্রীসর্বসংবাদিনীতে প্রকটিত ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত বিশ্বদর্শনের সর্ববাদ-বিসংবাদের চূড়ান্ত মীমাংসা, সার্বদেশিক চিৎসমন্বয়-সাধন ও রস-স্বরূপসাক্ষাৎকারের পথপ্রদর্শন করিয়াছে।

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপাদের
আবির্ভাব-তিথি
২৭ হৃষীকেশ, ৩ আশ্বিন, ২০ সেপ্টেম্বর
৪৬৭ শ্রীগৌরাব্দ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ,
১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ
"শ্রীপাট-পরাগ"
১৬৮।২, সাউথ সি থি রোড, কলিকাতা—২

শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব-কৃপাকণাকাঙ্ক্ষী
নিত্যদাসানুদাসাভাস
শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিষয়-সূচী

পূর্বাভাষ ।৵০—১।০ পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

[বেদ ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম]

১-১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ভারতীয় ও ভাগবত-গৌড়ীয় দর্শন]

১৫-৭৬

তৃতীয় অধ্যায়

[ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্যকারগণ]

৭৬-২৮৮

চতুর্থ অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও বেদান্তভাষ্য]

২৮৯-৩২৬

পঞ্চম অধ্যায়

[ব্রহ্মসূত্র ও গৌড়ীয়গোস্বামিপাদগণ]

৩২৭-৩৯৩

ষষ্ঠা অধ্যায়

[কতিপয় স্বতন্ত্র দার্শনিক মতবাদ]

৩৯৪-৪০৪

সপ্তম অধ্যায়

[বিশ্বদর্শন ও বেদান্তদর্শন]

৪০৫-৪৩৫

অষ্টম অধ্যায়

[বিশ্বদর্শন ও ভাগবত গৌড়ীয়-দর্শন]

৪৩৬-৪৬৮

[টিপ্পনী] ৪৬৯-৪৭২

আলেখ্য-সূচী

শুদ্ধিপত্র

(গ্রন্থপাঠের পূর্বেই কৃপাপূর্বক সংশোধন করিয়া লইবেন)

পৃষ্ঠা ও পংক্তি		অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	১৬	প্রতিসিদ্ধ	প্রতিষিদ্ধ
১৪	৯	সর্বানি	সর্বাণি
১৫	১৩	ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন	ভাগবত-গৌড়ীয় দর্শন
৫৮	১৯	অণুসরণে	অনুসরণে
৬২	১	উপষিদের	উপনিষদের
৬৭	৮	চিদ্বিলাস	চিদ্বিলাসী
৬৮	২৩	ব্রহ্মাভ্যু গন্তব্যং	ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং
৭৪	১৭	মহান্ভক্তি-	মহান্ ভক্তি-
,,	১৮	বৈচিত্রী	বৈচিত্র্য
৭৮	২৩	সূক্ষ্মসূত্র	ব্রহ্মসূত্র
৮৮	৯	অস্তিক্যবাদ	আস্তিক্যবাদ
১১৭	১৭	বিশ্বেশ্বর ও	শ্রীমাধব ও বিশ্বেশ্বর
১১৮	২২	তিথিতত্ত্বে	তিথিতত্ত্বে
১১৯	২	ঠাকুর, প্রমুখ	ঠাকুর-প্রমুখ
,,	৯	খ্রীষ্টাব্দে	খ্রীষ্টাব্দ
১২১	৮	-পাদয়েতি	-পাদয়তি
১২৪	১৬	অবিহিত	অবস্থিত
১৩১	১১	তুরুপ্পান	তুরুপ্পাণ
১৫৬	২১	নিমত্তকারণ মাএ	নিমিত্তকারণ মাত্র
১৫৭	১০, ১৭	জীবেশ্বরে	জীব ও ঈশ্বরে
১৬৩	৭	জগৎ	জগদাদি

Corrected

১৬৫	২১	অধস্তন	অধস্তন-মঠাধীশ
১৬৭	৮	উত্তরাধিকারী-মঠাধীশ	উত্তরাধিকারী মঠাধীশ
১৭৪	৭	তর্কতাণ্ডরের	তর্কতাণ্ডবের
”	১৭	শ্রুতার্থসার	শ্রুত্যর্থসার
১৮১	১২	বৃহত্ব	বৃহত্ত্ব
১৮৭	২৫	অতিশয়বত্বং	অতিশয়বত্ত্বং
১৯১	৫	শ্রীষ্ণু	শ্রীবিষ্ণু
২০৬	১৭	প্রাকাশিত	প্রকাশিত
২২৩	১৫	গোস্বামীপাদ	গোস্বামিপাদ
২৩০	১৫	বেদন্তসার	বেদান্তসার
২৪৮	১১	উদ্যাপন	পালন
২৪৯	২৪	ত্রয়ানাং	ত্রয়াণাং
২৫১	২৩	অবিস্ময়	অবিষয়
২৬৯	১৫	গৌরদাস	গৌরীদাস
২৮১	৫	স্বরূপেনাভেদে	স্বরূপেণাভেদেঃ
৩৬৩	৭	বাচারম্ভণঃ	বাচারম্ভণম্
৩৮৫	১২	অনুষ্টানম্	অনুষ্ঠানম্
৩৯৩	১০	-কপ্তিস্ত	-ক্লৃপ্তিস্ত
৪৩৬	২২	দোষমুক্ত	দোষযুক্ত
৪৩৭	১৫	ব্রহ্মসূত্র	ব্রহ্মসূত্রস্থ

সাময়িক পত্রপঞ্জী—

[২৮] ১৩ ‘শ্রীধরস্বামীর কুলপরিচয় ও কালনির্ণয়’ প্রবন্ধ, মাঘ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ—‘মাসিক বসুমতী’র অন্তর্গত না হইয়া [২৭] পৃষ্ঠায় ‘প্রবাসী’ (মাসিক) পত্রের অন্তর্গত হইবে।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের সন্তোষকল্পে
শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের
শ্রীশ্রীচরণারবিন্দে
এই গ্রন্থ
সমর্পিত হউক

যথেন্দ্রিয়ৈঃ পৃথগ্‌দ্বারৈরর্থো বহুগুণাশ্রয়ঃ।
একো নানেয়তে তদ্বদ্ভগবান্‌ শাস্ত্রবর্ত্মভিঃ॥

—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।৩২।৩৩

দেহ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। এক সময় দেবাসুর-সংগ্রামে অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া সমস্ত দেবতা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষ্ণু সমস্ত জগতের মূলীভূত কারণ বলিয়াই সর্বাত্মক।

নামসংকীর্তনপর বেদমূলক বৈষ্ণবধর্ম

বৈষ্ণবধর্ম—বেদমূলক। বিষ্ণুর উপাসনাবিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম প্রমাণ—ঋগ্বেদ-সংহিতা। শ্রীনামকৌমুদীতে (৩য় প) শ্রীলক্ষ্মীধর উদ্ধৃত ঋক্ মন্ত্র—

তমু স্তোতারঃ পূর্ব্যং যথা বিদ ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন মহস্তে **বিষ্ণো** সুমতিং ভজামহে॥[১]

ইহার সায়ণাচার্যকৃত ব্যাখ্যানুবাদ,—'হে স্তোতৃগণ! তোমরা সেই বিষ্ণুকে যতটুকু জান, তদনুরূপ স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁহাকে প্রীত কর। তিনি সকলের আদি, তিনিই যজ্ঞরূপে অবস্থিত, তিনিই সর্বাগ্রে জল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারই অনুগ্রহ হইলে তাঁহার স্তুতি করিতে পারা যায়। সেই মহানুভব বিষ্ণুর নাম 'চিৎ' অর্থাৎ সকলেরই নমস্কারযোগ্য, সর্বাত্মার প্রতিপাদক ও সর্বপুরুষার্থপ্রদ—ইহা অবগত হইয়া 'আ' অর্থাৎ চতুর্দিক ব্যাপিয়া 'বিবক্তন'—বল' অর্থাৎ সংকীর্তন কর। হে বিষ্ণো! এইভাবে তোমার নাম করিতে করিতে আমরা তোমারই কৃপায় তোমার স্বরূপসাক্ষাৎকাররূপ সুমতি লাভ করিতে সমর্থ হইব।'[২]

এই মন্ত্রটির দ্বিতীয়ার্ধের ব্যাখ্যা শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভে এইরূপ করিয়াছেন,—'হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ এবং সেইহেতু তাহা মহঃ অর্থাৎ স্বয়ংপ্রকাশ, সেই নামের ঈষৎও মহিমা জানিয়া অর্থাৎ উচ্চারণাদির মাহাত্ম্যাদি পূর্ণভাবে

১। ঋক্ ১।১৫৬।৩, তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ ২।৪।৩।৯ ; ২। "অস্য মহানুভাবস্য বিষ্ণোর্নাম চিৎ সর্বৈর্নমনীয়মভিধানং সার্বাত্ম্যপ্রতিপাদকং বিষ্ণুরিত্যেতন্নাম জানন্তঃ পুরুষার্থপ্রদমিত্যধিগচ্ছন্ত আ সমন্তাদ্ বিবক্তন—বদত, সংকীর্তয়ত।"—ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩—সায়ণভাষ্য।

না জানিয়াও যদি অক্ষরমাত্র উচ্চারণ করি, তবে তোমার বিদ্যা বা সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হইব।'[১]

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১৫৪তম সূক্তের ৬টি ঋকেই বিষ্ণুর বীর্যের কথা গীত হইয়াছে। তাঁহার ত্রিধাম—মাধুর্য ও আনন্দপূর্ণ। তথায় ভক্তগণ আনন্দলাভ করেন। বিষ্ণুর ধাম মাধুর্যের উৎসপূর্ণ। সেখানে বহুশৃঙ্গ-যুক্ত ও দ্রুতগতিশীল কামধেনু-সকল অবস্থিত। সেই ধামে শ্রীবিষ্ণু বিরাজমান। বিষ্ণুপরতমতত্ত্বই শ্রীকৃষ্ণ। যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ **বিষ্ণোঃ**।[২]

এখানে ব্রজবধূবল্লভ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই বিষ্ণু-শব্দে উক্ত হইয়াছেন।

চতুর্বেদ ও চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্‌ভাগবত

সমগ্র ঋগ্বেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ উহার যে প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের প্রথম শ্লোকে ; সমগ্র যজুর্বেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ উহার যে প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে ; সমগ্র সামবেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ উহার যে প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের চতুর্থ শ্লোকে ; সমগ্র অথর্ববেদের সংক্ষেপ-স্বরূপ উহার যে প্রথম মন্ত্র, তাহার অর্থ চতুঃশ্লোকী ভাগবতের তৃতীয় শ্লোকে সংগৃহীত হইয়াছে এবং চতুর্বেদের রহস্যভূত-মন্ত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমাধ্যায়স্থ "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং"—এই শ্লোক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৩]

উপনিষদে শ্রীদেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্রীদেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়—"তদ্ধৈতদ্ ঘোর আঙ্গিরসঃ **কৃষ্ণায় দেবকীপুত্রায়োক্ত্বোবাচ**"[৪]—

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভে ৪৬ অনু, ৪০পৃঃ; ২। ভা ১০।৩৩।৩৯ ; ৩। উক্ত বেদমন্ত্র-সমূহের সান্বয়ানুবাদ-ব্যাখ্যা গ্রন্থকার-সম্পাদিত 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর' গ্রন্থে 'শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম' শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য ; ৪। ছান্দোগ্য ৩।১৭।৬

এই মন্ত্রের শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ী শ্রীরঙ্গরামানুজকৃত প্রকাশিকা ব্যাখ্যা[১]—পুরুষ-যজ্ঞদ্রষ্টা অঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর-নামক ঋষি 'দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রীত্যর্থে' ইহা অনুসন্ধান করিয়া সেই পুরুষ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

এই স্থানের ভাষ্যে শ্রীমধ্বাচার্যও 'শ্রীনারায়ণীয়ে'র বাক্য উদ্ধার করিয়া অঙ্গিরসগোত্রীয় ঘোর-নামক মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি যে সাক্ষাৎ সূরি-প্রাপ্য পরমপদ দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণের কথা বলিয়াছেন, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রতিপাদ্য শ্রীদেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণই যে শ্রীযশোদানন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযশোদারই অপর নাম দেবকী।[২]

শ্রীবাসুদেবে ভক্তি ও প্রীতি

মহর্ষি পাণিনি 'ভক্তি'-শব্দটি প্রয়োগ করিয়া একটি সূত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার সেই সূত্রটি এই,—

ভক্তিঃ[৩]

১। শ্রীরঙ্গরামানুজমুনিকৃত ছান্দোগ্যোপনিষৎ-প্রকাশিকা, পুণা আনন্দাশ্রম-সং ১৯১০ খ্রীঃ; ২। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৫৭ অনু; আধুনিক মনীষিগণও ছান্দোগ্যোপনিষৎকথিত দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবাসুদেব শ্রীকৃষ্ণরূপেই বিচার করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ বলেন,—"We meet the name (Krishna) first in the Chhandogya Upanishad. * * * So well-known indeed in His personality and the circumstances of His life that it was sufficient to refer to Him by the name of His mother as Krishna, son of Devaki for all to understand who was meant"—Essays on the Gita, First Series, by Sri Aurobindo, P. 20, Calcutta 1944.; ডাঃ, এস্, রাধাকৃষ্ণণও বলিয়াছেন—"The Chhandogya Up. refers to Krishna, Devaki-putra, the son of Devaki"—Introductory Essay of 'The Bhagavad Gita' by S. Radhakrishnan, P. 28, London 1948; ৩। পাণিনি-সূত্র ৪।৩।৯৫

এই সূত্রের দুইটি সূত্রের পরেই হইল—

বাসুদেবার্জুনাভ্যাং বুন্[১]

প্রথমোক্ত সূত্রের কাশিকা-বৃত্তি এই,—"ভজ্যতে সেব্যত ইতি ভক্তিঃ" —(ইহা দ্বারা) সেবিত হন, এই অর্থে—ভক্তি। অনাদিকাল হইতেই শ্রীবাসুদেবে ও তৎপার্ষদ শ্রীঅর্জুনে ভক্তির কথা বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল বলিয়াই মহর্ষি পাণিনি ঐ সকল সূত্র রচনা করিয়াছেন। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে শ্রীজীবপাদও পাণিনির ঐ সূত্রটি সংরক্ষণ করিয়াছেন।[২]

শতপথ-শ্রুতিতে —"স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ **পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ**"[৩]—শ্রীহরিতে প্রেমভক্তির কথা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়।

আধুনিক আধ্যক্ষিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন,—"We need not doubt that an inchoate but true spirit of **Bhakti** was present in the early religious literature of the Rig-Veda."[৪] অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রাথমিক ধর্মসাহিত্যেও যে ভক্তির অপরিস্ফুট অথচ প্রকৃত তাৎপর্য বিদ্যমান ছিল, ইহাতে সন্দেহ করা উচিত নহে।

উপনিষদে পরা ভক্তিই প্রতিপাদ্য

যস্য দেবে **পরা ভক্তি**-র্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥[৫]

যাঁহার পরতত্ত্বে পরা ভক্তি আছে এবং পরমেশ্বরের প্রতি যেরূপ, শ্রীগুরুদেবের প্রতিও সেইরূপ ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটই উপনিষৎ-কথিত তাৎপর্যসমূহ প্রকটিত হয়।

১। পাণিনি ৪।৩।৯৮ ; ২। শ্রীহরিনামামৃত-ব্যাকরণ ৭।৫৪৬ ; ৩। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৩৪ অনুচ্ছেদ-ধৃত-মন্ত্র ; ৪। 'Sraddha and Bhakti in Vedic Literature' —I. H. Q., Vol. VI., No. 2, June, 1930 P. 333 ; ৫। শ্বেতাশ্ব ৬।২৩

কঠোপনিষদে ও মুণ্ডকোপনিষদে একই মন্ত্রের অভ্যাসের (পুনঃ পুনঃ কথনের) দ্বারা পরতত্ত্বের কৃপা ব্যতীত তাঁহার স্বরূপ (তনু—শ্রীবিগ্রহ) অবগতির অন্য উপায় নাই, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।"[১]

কঠোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্যত্ব এবং জীবাত্মার বহুত্ব ও উপাসনার নিত্যত্ব একই মন্ত্রের অভ্যাসের (পুনঃ পুনঃ কথনের) দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্"[২]—যিনি বহু নিত্য ও বহু চেতন (জীব) বস্তুর মধ্যে একমাত্র পরম নিত্য ও পরম চেতন। উপনিষদে জীবাত্মার অণুচৈতন্যস্বরূপ উক্ত হইয়াছে,—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"[৩]—একটি কেশাগ্রকে শতভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতি ভাগকে শতখণ্ডে বিভক্ত করিলে উহার যে একটি অংশ হয়, জীবাত্মার সেই পরিমাণ জানিবে; সেই জীবাত্মা, বহুল সংখ্যায় বা অনন্ত আনন্দলাভের জন্য গণিত বা যোগ্য হয়।

উপনিষদে—জীবাত্মা ও পরমাত্মার দুইটি পৃথক্ স্বরূপ; পরমাত্মার নিত্যসেব্যত্ব, জীবের কর্ম্মফলভোগ, পরমাত্মার সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান, পরমাত্মার প্রতি সেবোন্মুখতার দ্বারাই জীবের মায়া হইতে উদ্ধার ও মঙ্গল-লাভের কথা সুস্পষ্টভাষায় ব্যক্ত রহিয়াছে।[৪] উপনিষদে পরতত্ত্বের অসমোর্দ্ধত্ব ও তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তিবৈচিত্রীর কথা বহুস্থানে সুস্পষ্ট ভাষায় উক্ত হইয়াছে, যথা—"ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য **শক্তি**র্বিবিধৈব শ্রূয়তে **স্বাভাবিকী** জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥"[৫]—সেই পরমেশ্বরের কোনও প্রাকৃত দেহ ও প্রাকৃত

১। কঠ ১৷২৷২৩, মুণ্ডক ৩৷২৷৩; ২। কঠ ২৷২৷১৩, শ্বেতাশ্ব ৬৷১৩; ৩। শ্বেতাশ্ব ৫৷৯; ৪। মুণ্ডক ৩৷১৷১,২, শ্বেতাশ্ব ৪৷৬,৭; ৫। শ্বেতাশ্ব ৬৷৮

ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সমান অথবা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, তাঁহার পরা শক্তির বৈচিত্রীর কথা শ্রুত হয়, তাহা স্বাভাবিকী এবং জ্ঞান(সম্বিৎ), বল(সন্ধিনী) ও ক্রিয়া(হ্লাদিনী)-রূপা।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের মন্ত্রে রসস্বরূপ শ্রীপুরুষোত্তমের কথা উক্ত হইয়াছে। তিনি কেবল রসস্বরূপ নহেন, তিনি—রসপ্রদাতাও। মুক্ত জীব সেই রসকে লাভ করিয়া আনন্দী অর্থাৎ সুখী হ'ন। তিনি সমস্ত আনন্দের খনি, তিনি আনন্দস্বরূপ বলিয়াই সেই আনন্দের আভাসের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি জীবের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়— "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ॥"[১]

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বলিয়াছেন—**"স বৈ নৈব রেমে তস্মাদেকাকী ন রমতে স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ।** স হৈতাবানাস যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাহপাতয়ৎ **ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং** তস্মাদিদমর্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্যতে।"[২]

সেই অদ্বিতীয় আত্মা আদিতে সন্মাত্ররূপে একাকী অবস্থান করিয়া আদৌ আনন্দিত হইলেন না। তিনি রমণ করিতে পারিলেন না। কারণ, একক অবস্থায় (স্বরূপানুবন্ধিনী হ্লাদিনী শক্তির সাহচর্য ব্যতীত) একাকী রমণ হয় না; তিনি দ্বিতীয় সঙ্গী ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার যে আত্মভাব, তাহা যেন স্ত্রী-পুরুষের গাঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ একটি একীভূত ভাব। তিনি সেইরূপ আত্মাকে দুইভাগে ব্যক্ত করিলেন। **তাহা হইতে** তাঁহার পতি ও পত্নীস্বরূপ **(শক্তিমৎস্বরূপ ও তৎস্বরূপানুবন্ধিনী হ্লাদিনী শক্তি) প্রকাশিত হইলেন।** তিনি স্বরূপে থাকিয়াই অমোঘ সংকল্পের দ্বারা চিল্লীলামিথুনরূপে প্রকটিত হইলেন।

১। তৈত্তিরীয় ২।৭ ; ২। বৃহদারণ্যক ১।৪।৩

এই জন্যই তাঁহার স্বরূপ দ্বিদল বীজের ন্যায়, এই কথা যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন। এই আকাশ অর্থাৎ অপরিছিন্ন পরতত্ত্ব স্বরূপানুবন্ধিনী স্বরূপশক্তিদ্বারা পূর্ণস্বরূপ। এই চিল্লীলামিথুনের লীলাকৈবল্য-মাধুরীই—বেদ-বেদান্তের নিগূঢ় রহস্য।

উপনিষদে পরব্রহ্ম নিত্য অপ্রাকৃত সাকার

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্য-কেশ আপ্রণখাৎ সর্ব এব সুবর্ণঃ। তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেব-মক্ষিণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ"[১]—অর্থাৎ এই আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে হিরণ্ময় পুরুষ দৃষ্ট হন, তাঁহার শ্মশ্রু হিরণ্ময়, তাঁহার কেশ হিরণ্ময়, তাঁহার নখাগ্র পর্যন্ত সমস্ত তনুই সুবর্ণ; তাঁহার পদ্মের ন্যায় প্রফুল্ল দুইটি চক্ষু, তাঁহার নাম 'উৎ' (উত্তম বা উত্তমশ্লোক)। যিনি এই প্রকারে এই 'উৎ' নামধারীকে জানেন, তিনি সকল পাপ হইতে অবশ্যই ঊর্ধ্বে উত্থিত হ'ন অর্থাৎ তিনি পাপপুণ্যের অতীত হ'ন। এই শ্রুতিমন্ত্রে পরমপুরুষকে রূপী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[২]

'অপাণিপাদঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য—পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপের বিরোধী নহে। মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন—পরমাত্মা তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তির নিকট স্বীয় তনু প্রকাশ করেন। এস্থানে তনু কল্পনা করেন, এরূপ পদের প্রয়োগ নাই। সুতরাং ব্রহ্মের রূপ-কল্পনা-কথাটির সার্থকতা নাই। সর্বশক্তি—ব্রহ্মের স্বরূপভূত। ব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপ তাঁহার স্বরূপশক্তি-প্রকটিত। অতএব ব্রহ্মের রূপ তাঁহার স্বরূপসিদ্ধ, নিত্য ও অপ্রাকৃত। অন্য প্রাকৃত রূপের ন্যায় কোনো রূপ ব্রহ্মে নাই—ইহাই "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" অর্থাৎ যেখানে বা যাহাতে কেহ

১। ছান্দোগ্য ১।৬।৬,৭; ২। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৪২ পৃঃ।

অপর কিছু দেখেন না।[১] অর্থাৎ ব্রহ্মে অপ্রাকৃতত্ব ব্যতীত কোনরূপ প্রাকৃত কিছুই দেখা যায় না ; ব্রহ্মের রূপ নাই—ইহা নহে।[২]

শ্রুতিতে মূর্ত ও অমূর্তের অতীত পুরুষের অপ্রাকৃত রূপ

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ আরও বলেন—"দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ"[৩] অর্থাৎ দুইটিই ব্রহ্মের রূপ—একটি মূর্ত, আর একটি অমূর্ত—ইহা বলিয়া মূর্ত ও অমূর্তের ব্যাখ্যা করিতেছেন,—"তদেতন্মূর্তং যদন্যদ্বায়োশ্চান্তরিক্ষাচ্চৈতন্মর্ত্যম্"[৪] অর্থাৎ যাহা বায়ু হইতে ও আকাশ হইতে ভিন্ন, তাহাই (পৃথিব্যাদি ভূতত্রয়ই) মূর্ত; উহাই মর্ত্য। "অথামূর্তং বায়ুশ্চান্তরিক্ষং চৈতদমৃতম্"[৫] অর্থাৎ অনন্তর বায়ু ও অন্তরিক্ষ, এই ভূতদ্বয় অমূর্ত; ইহাই অমৃত। ইহাদের উভয়ের অতীত পুরুষের কথা বলিতেছেন,—"তস্যৈতস্যামূর্তস্যৈতস্যামৃতস্যৈতস্য যত এতস্য ত্যস্যৈষ রসো"[৬] অর্থাৎ ইনি অমূর্তের, এই অমৃতের, এই ব্যাপকের, এই পরোক্ষ শব্দবাচ্যের রসস্বরূপ। পরে এই পুরুষের রূপ বর্ণন করিতেছেন,—"তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ড্বাবিকং যথেন্দ্রগোপো যথাঽগ্ন্যর্চিঃ যথা পুণ্ডরিকং যথা সকৃদ্বিদ্যুত্তম্।"[৭] অর্থাৎ পূর্বোক্ত পুরুষের রূপ এই প্রকার—মাহারজনং (মহারজন শব্দে—হরিদ্রা, তৎসম্বন্ধীয় মাহারজন অর্থাৎ হরিদ্রাদ্বারা রঞ্জিত)—হরিদ্রারাগরঞ্জিত বসনের ন্যায় পীত, পাণ্ডু-আবিকং (অবি=মেষ, আবিকম্—মেষলোম-জাত)—পশমের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপনামক কীটবিশেষের ন্যায় রক্তবর্ণ, অগ্নিশিখার ন্যায়, পদ্মের ন্যায়, একেবারে বহু বিদ্যুতের প্রকাশের ন্যায়—এই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি—"সকৃদ্ বিদ্যুত্তা

১। ছান্দোগ্য ৭।২৪।১ ; ২। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৪৩ পৃঃ ; ৩। বৃহদারণ্যক ২।৩।১ ; ৪। ঐ, ২।৩।২ ; ৫। ঐ, ২।৩।৩ ; ৬। ঐ, ২।৩।৫ ; ৭। ঐ, ২।৩।৬

ইব হ বৈ অস্য শ্রীঃ ভবতি য এবং বেদ''[১] অর্থাৎ বহু বিদ্যুতের যুগপৎ প্রকাশের ন্যায় শ্রী (শোভা বা ঐশ্বর্য) লাভ করেন।

ইহার পরই পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ করা হইতেছে, "অথাত আদেশো নেতি নেতি''[২]—অতঃপর ইহা নহে, ইহা নহে ; ইহাই ব্রহ্মের নির্দেশ, অর্থাৎ সর্বনিষেধের যাহা অবধি তাহাই ব্রহ্ম। ইহার পর শ্রুতি স্বয়ংই উপসংহারে বলিতেছেন,—"ন হ্যেতস্মাদিতি নেত্যন্যৎ পরমস্ত্যথ নামধেয়ং সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্''[৩] অর্থাৎ ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু নাই, ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু শ্রেষ্ঠ নাই। অনন্তর ব্রহ্মের নাম—সত্যের সত্য, প্রাণসমূহ (জীবসমূহ)—সত্য এবং তিনি তাহাদেরও সত্য ; অর্থাৎ মূর্ত-লক্ষণরূপ হইতে অমূর্ত-লক্ষণরূপ পর্যন্তই পর্যাপ্তি নহে, ইহার পরও অন্যরূপ আছে।[৪] জীবাত্মা প্রাণের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে, এজন্য জীবাত্মা 'প্রাণ'-শব্দে অভিহিত হইয়াছে। জীবাত্মাসমূহ সত্য, পরব্রহ্ম তাঁহাদের কারণ বলিয়া তিনি সত্যের সত্য। অতএব বৃহদারণ্যক-শ্রুতিমন্ত্রের উপসংহারে নাম-রূপ-গুণসমূহের যোগ থাকায় 'নেতি নেতি'-বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব নিষিদ্ধ হয় নাই ; পরন্তু পূর্ব প্রস্তাবিত ইয়ত্তাই প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

দহরাকাশ—ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির পরিচায়ক

শ্রীভগবদ্রূপ তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি-প্রভাবে পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন এবং তাঁহার সর্ববিভুত্বাদি পরমশক্তিসমূহের একমাত্র আশ্রয়। যথা,—

"অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি।"[৫] "যাবান্বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশঃ"[৬] অর্থাৎ অনন্তর এই ব্রহ্মপুরে (দেহাভ্যন্তরস্থ হৃদয়ে) যে দহরং (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীকং (পদ্ম) বেশ্ম (গৃহ) অর্থাৎ

১। বৃহদারণ্যক ২।৩।৬ ২। ঐ, ঐ ; ৩। ঐ, ঐ ; ৪। এতৎ সম্বন্ধে ব্র সূ ৩।২।২২ দ্রষ্টব্য ; ৫। ছান্দোগ্য ৮।১।১ ; ৬। ঐ ৮।১।৩

ক্ষুদ্র হৃদয়-পদ্মরূপ গৃহ আছে, তাহার মধ্যে এক ক্ষুদ্র অন্তরাকাশ আছে। তাহার মধ্যে যিনি, তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতে হইবে; তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিতে হইবে। এই ভৌতিক আকাশের যে পরিমাণ (যেরূপ ব্যাপকতা), হৃদয়ের মধ্যবর্তি-আকাশেরও সেই পরিমাণ।

হৃৎপদ্মের অন্তর্বর্তিত্বের যে পরিমাণ, সর্বব্যাপকত্বেরও সেই পরিমাণ—এইস্থানে ছান্দোগ্যোপনিষদের মন্ত্রে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা পরব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তি ব্যতীত কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। ঘটাকাশের যে পরিমাণ, চন্দ্র-সূর্যাধার আকাশেরও সেই পরিমাণ কখনই হইতে পারে না। হৃৎপদ্মে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব পড়ায় তাহাতে সর্বসমাবেশ হইয়াছে, ইহাও সম্ভবপর নহে। পরিচ্ছিন্ন উপাধিবিশিষ্ট পদার্থে সমগ্রভাবে সর্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অবশ্যই দৃষ্টচর নহে। ঘটাদিতে কখনও সমগ্রভাবে আকাশ প্রতিবিম্বিত হয় না। অতএব এই শ্রুতির সঙ্গতি করিতে হইলে যোগমায়াখ্যা অচিন্ত্যশক্তির স্বীকার করিতেই হইবে।[১]

উপনিষদে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ

স্বরূপ ও তটস্থ-লক্ষণে যাহা নিরূপিত হয়, তাহা নির্বিশেষ ব্রহ্ম হইতে পারে না।[২] কার্যদ্বারা অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি-কার্যের দ্বারা প্রকাশ্য যে অসাধারণ লক্ষণ, তাহাই তটস্থ-লক্ষণ; আর স্বভাব ও আকৃতি-প্রকৃতির দ্বারা নির্ণেয় যে লক্ষণ, তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ। উপনিষদে পরব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ—এই তিনটি স্বরূপ-লক্ষণের কথা উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মের সৎস্বরূপ-সম্বন্ধে শ্রুতিমন্ত্রসমূহ—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ।"[৩]—হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র সৎই ছিলেন। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।"[৪]—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে ইত্যাদি। "সত্যস্য সত্যম্।"[৫]—সত্যের সত্য।

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভানুব্যাখ্যা শ্রীসর্বসংবাদিনী ৪৫ পৃ; ২। শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।২; ৩। ছান্দোগ্য ৬।২।১; ৪। তৈত্তিরীয় ২।১।৩; ৫। বৃহদারণ্যক ২।১।২০, ২।৩।৬

ব্রহ্মের চিৎস্বরূপের শ্রুতিমন্ত্র, যথা—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"[১] —সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে ; "যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ"[২]—যিনি এই বিজ্ঞানময়, "অয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব"[৩] —এই পরমাত্মা অন্তর্বহিঃশূন্য, সমগ্রই প্রেমঘন স্বরূপ।

ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের কথাও বিভিন্ন শ্রুতিমন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"[৪]—ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ; "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ"[৫]—ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিলেন, "রসো বৈ সঃ"[৬]—সেই পরম পুরুষই রসস্বরূপ ইত্যাদি।

উপনিষদের মহাবাক্য

কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে উপনিষদের চরমসত্য-প্রকাশক চারিটি (মতান্তরে বারটি*) বাক্য আছে, যাহাদিগকে 'মহাবাক্য' বলা হয়। চারি বেদের সেই চারিটি মহাবাক্য; তাহা এই—(১) অথর্ববেদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষদের মহাবাক্য—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম"[৭] (এই আত্মা ব্রহ্ম); (২) ঋগ্বেদীয় ঐতরেয়োপনিষদের মহাবাক্য—"প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"[৮] (প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম); (৩) শুক্ল-যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদের মহাবাক্য—"অহং ব্রহ্মাস্মি"[৯] (আমি হই ব্রহ্ম); (৪) সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদের মহাবাক্য—"তত্ত্বমসি"[১০] (তুমি সেই [ব্রহ্ম] হও)।

যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তিযুক্ত বাক্য-সমুদয়ের সমষ্টি যে মহাবাক্য তাহার তাৎপর্য ৬টি লক্ষণের দ্বারাই নির্ণীত হয়। ব্রহ্মসূত্রের (১।১।৪) মাধ্বভাষ্যধৃত বৃহৎ-সংহিতাবাক্য হইতে জানা যায়—[১] আরম্ভ ও শেষের

---

* ম ম ভীমাচার্যরচিত ন্যায়কোশ ৬৫০পৃঃ পুণা ১৯২৮ খ্রীঃ, দ্রষ্টব্য।

১। তৈত্তিরীয় ২।১।৩ ; ২। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২ ; ৩। ঐ ৪।৫।১৩ ; ৪। ঐ ৩।৯।২৮; ৫। তৈত্তিরীয় ৩।৬ ; ৬। ঐ ২।৭ ; ৭। মাণ্ডূক্য ২য় মন্ত্র ; ৮। ঐতরেয় ৩।১।৩ ; ৯। বৃহদারণ্যক ১।৪।১০ ; ১০। ছান্দোগ্য ৬।৮।৭, ৬।৯।৪, ৬।১০।৩, ৬।১১।৩,৬।১২।৩, ৬।১৩।৩,৬।১৪।৩, ৬।১৫।৩, ৬।১৬।৩

একই রূপত্ব, [২] অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ একই বিষয়ের কথন, [৩] অপূর্বতা অর্থাৎ অনধিগতত্ব (অপ্রাপ্ততা বা বুদ্ধির অতীতাবস্থা), [৪] ফল অর্থাৎ প্রয়োজন, [৫] অর্থবাদ অর্থাৎ প্রশংসা, [৬] উপপত্তি অর্থাৎ শাস্ত্রযুক্তিমত্তা (শুষ্কতর্ক নহে)—এই ছয়টি লক্ষণের দ্বারা মহাবাক্যের তাৎপর্য অবধারণ করা হয়। এই প্রকারে অন্বয় ও ব্যতিরেক বিচারপ্রণালী-অবলম্বনে গতিসামান্যের দ্বারাও মহাবাক্যের অর্থ নির্ধারণ করিতে হইবে।[১]

উক্ত প্রণালীতে প্রণবহ (ওঁ) শ্রুত্যুক্ত মহাবাক্য বলিয়া নির্ণীত হয় এবং শ্রুতিও তাহাই সমর্থন করেন, যথা ছান্দোগ্যোপনিষদে—"ওঙ্কারঃ সম্প্রাস্রবৎ তদ্ যথা শঙ্কুনা সর্বাণি পর্ণানি সংতৃণ্ণান্যেবমোঙ্কারেণ সর্বা বাক্ সংতৃণ্ণোঙ্কার এবেদং সর্বমোঙ্কার এবেদং সর্বম্॥"[২] অর্থাৎ ওঙ্কাররূপী ব্রহ্ম প্রকটিত হইলেন। এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—যেরূপ পত্রের শিরার দ্বারা পত্রের অবয়বগুলি একত্র নিবদ্ধ থাকে, সেরূপ ওঙ্কারের দ্বারাও সমগ্র শব্দ পরস্পর নিবদ্ধ রহিয়াছে। ওঙ্কারই এই সমস্ত, ওঙ্কারই এই সমস্ত।

মাণ্ডূক্যোপনিষদের প্রথমেও উক্ত হইয়াছে,—"ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্। তস্যোপব্যাখ্যানম্।"[৩] এই সমস্তই 'ওম্' অক্ষরাত্মক। ওঙ্কার সেই ব্রহ্মেরই উপব্যাখ্যান (সুস্পষ্ট নির্দেশ বা বিগ্রহ)।

প্রণব—রসস্বরূপ ও চিল্লীলামিথুন

"পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্ রসো বাচ ঋগ্ রস ঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্গীথো রসঃ।"[৪] অর্থাৎ পুরুষের সারই হইল বাক্, বাক্যের সার—ঋক্। ঋক্ সকলের সার—গীতিযুক্ত ঋঙ্মন্ত্র সাম, সামের সার—উদ্গীথাখ্য ওঙ্কার।

"স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ।"[৫] অর্থাৎ সেই উদ্গীথ ওঙ্কার রসসমূহের মধ্যে রসতম অর্থাৎ পরম রস এবং পরমসার অর্থাৎ সর্বোত্তম তত্ত্ব।

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী, ১২ পৃঃ ; ২। ছান্দোগ্য ২।২৩।৩ ; ৩। মাণ্ডূক্য ১ ; ৪। ছান্দোগ্য ১।১।২ ; ৫। ঐ ১।১।৩

"বাগেবর্ক্‌ প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্‌ বাক্‌ চ প্রাণশ্চর্ক্‌ চ সাম চ॥ তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্‌॥ আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্‌ অক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে॥"[১] অর্থাৎ বাক্যই ঋক্‌, প্রাণই সাম্‌, ওঁ—এই অক্ষরই উদ্গীথ ; যাহা বাক্য ও প্রাণ অথবা যাহা ঋক্‌ ও সাম্‌ তাহাই মিথুন। 'ওঁ' এই বর্ণাত্মক অক্ষরে মিথুন অর্থাৎ যুগল সম্মিলিত। যখনই যুগলমিলন হয়, তখনই তাঁহারা পরস্পরের কাম চরিতার্থ করেন। যিনি উদ্গীথ 'ওঁ' অক্ষরকে এইরূপে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত কাম (পরমপুরুষার্থ) লাভ করেন। 'ওঁ' এই নামাক্ষরটি শ্যাম ও শবলের যুগলিতস্বরূপ, ঋক্‌পরিশিষ্টে ইহাই বলা হইয়াছে,—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।"[২]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় ও ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন

'দৃশ্‌-ধাতু ল্যুট্‌ প্রত্যয় করিয়া 'দর্শন'-শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। দৃশ্‌ ধাতুর অর্থ—অবলোকন করা, দেখা, প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি। ল্যুট্‌ প্রত্যয়টি ভাববাচ্যে হইলে কেবল অবলোকন, সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষীকরণ, অনুভব বা উপলব্ধি বুঝায় ; আর করণবাচ্যে হইলে যে করণের বা সাধনের দ্বারা দেখা যায়, সাক্ষাৎকার করা যায়, অনুভব করা যায়, সেই সাধনকে বুঝায়। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই হইল যথার্থ

১। ছান্দোগ্য ১।১।৫—৭ ; ২। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, ১২ পৃঃ, ৯৩ সংখ্যাধৃত ঋক্‌পরিশিষ্ট-বাক্য, শ্রীমৎপুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৯ খ্রীঃ এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উপসংহার দ্রষ্টব্য।

দর্শন ; যে সাধনের দ্বারা বা যে শাস্ত্রাবতারের কৃপায় ভগবানের দর্শন লাভ হয়, তাহাও দর্শন-পদবাচ্য।

উপনিষদে “আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ”[১]—‘হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি! আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে।’ এই বাক্যে যে পরমাত্মার দর্শন বা সাক্ষাৎকারের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারই নাম—দর্শন। শ্রীমদ্ভাগবতে ‘দর্শন’-শব্দের পারিভাষিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, যথা—“বিমোহিতাত্মভির্নানা-দর্শনৈর্ন চ দৃশ্যতে॥”[২] অর্থাৎ মায়ার দ্বারা বিমোহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ ন্যায়াদি নানা দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াও ভগবান্‌কে দেখিতে পা’ন না। ‘দর্শন’-শব্দের সহিত দ্রষ্টা (দর্শনকারী), দৃশ্য (যাহাকে দর্শন করা যায়) ও দর্শন-ক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে। জীব—দ্রষ্টা নহে, পরমাত্মাই—যথার্থ দ্রষ্টা, জীব—দৃশ্য। “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ”[৩]—পরমাত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, কৃপা করেন, সেই জীবাত্মাই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকারের যোগ্য হ’ন।

দার্শনিক চিন্তা মানবহৃদয়ের একটি স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম—কোনো না কোনো আকারে তাহা মানবের হৃদয়াকাশে ভাসমান রহিয়াছে। পরিদৃশ্যমান্ প্রকৃতি বা জগৎ, উহার সহিত নিজের অস্তিত্বানুভব ও সম্বন্ধ, দৈহিক ও মানসিক দুঃখানুভূতি এবং তাহা দূর করিবার ইচ্ছা হইতে আরোহ-দার্শনিক চিন্তাধারার প্রেরণা লাভ হয়। কিন্তু অবরোহ-ভাগবতীয় দর্শনের মূলে আছে—অপ্রাকৃত ব্যক্তিত্বপূর্ণ সচ্চিদানন্দ পরতত্ত্বের স্বরূপশক্ত্যানন্দে কৃপা-স্ফূর্ত স্বসুখপর্যবসান বা তৎসুখানুসন্ধান।

অনাদিসিদ্ধ বেদ ও উপনিষদে বিভিন্ন দার্শনিক প্রশ্নের অবতারণা দৃষ্ট হয়। ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন, বিশেষতঃ বেদান্তদর্শন ও উপনিষদের উপরই

১। বৃহদারণ্যক ২।৪।৫ ; ২। ভা ৮।১৪।১০—শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-পাদের টীকা দ্রষ্টব্য ; ৩। কঠ ১।২।২৩

প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তার সহিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশের যোগাযোগ ছিল। বিভিন্ন দেশেও পরতত্ত্বের প্রতি উন্মুখতা ও বিমুখতার তারতম্যানুসারে নির্ব্যক্তিক, স্বাধীন ও আনুকরণিক দার্শনিক চিন্তাসমূহ মানবহৃদয়-তন্ত্রীতে সমস্বরে বাজিয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, উভয়বিধ দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যেই বিমুখতা ও উন্মুখতার তারতম্যবৈচিত্রী ফুটিয়া রহিয়াছে।

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

সাধারণতঃ নয়টি দার্শনিক মত ভারতে প্রাধান্য ও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তন্মধ্যে প্রচলিত দার্শনিক পরিভাষায় ছয়টি আস্তিক ও তিনটি নাস্তিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—"নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"[১] অর্থাৎ হেতু-শাস্ত্র বা কুতর্কের আশ্রয়ে বেদ-নিন্দকই হইল—নাস্তিক।

সিদ্ধান্তকৌমুদীতে দেখা যায়,—"অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ। নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ"[২]—অর্থাৎ যাঁহারা পর-লোকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা—আস্তিক, আর যাঁহারা পরলোক নাই বিচার করেন, তাঁহারাই—নাস্তিক।

ষড়্‌দর্শন

জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র-সূরির 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়'-গ্রন্থে—(১) বৌদ্ধ, (২) ন্যায়, (৩) সাংখ্য, (৪) জৈন, (৫) বৈশেষিক ও (৬) জৈমিনীয় মীমাংসা—এই ছয়টি দর্শনকে ষড়্‌দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে[৩] এবং ইহাদিগকেই আস্তিকদর্শন বলা হইয়াছে;—

১। মনু-সং ২।১১—কুল্লুকভট্টটীকা (বঙ্গবাসী-সং) দ্রষ্টব্য; ২। পাণিনি (৪।৪।৬০)—'অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ' সূত্রের সিদ্ধান্তকৌমুদী (১৬১০)-বৃত্তি; মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯৩৩ খ্রীঃ; ৩। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়, তৃতীয় কারিকা; কাশী চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালা, ১৯৬২ সংবৎ।

এবমাস্তিকবাদানাং কৃতং সংক্ষেপকীর্তনম্ ।[১]

এই 'আস্তিকবাদানাং'-পদের ব্যাখ্যায় মণিভদ্রকৃত 'লঘুবৃত্তি' টীকায় উক্ত হইয়াছে,—"আস্তিকবাদিনামিহ পরলোকগতি-পুণ্য-পাপাস্তিক্য-বাদিনাং বৌদ্ধ-নৈয়ায়িক-সাংখ্য-জৈন-বৈশেষিক-জৈমিনীয়ানাম্" অর্থাৎ যাঁহারা পরলোক, পুণ্য ও পাপাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারাই হইলেন আস্তিক। বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও জৈমিনির মতাবলম্বিগণই আস্তিক।

হরিভদ্রসূরির অনেক পরে মাধবাচার্য পনরটি[২] বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের সার সঙ্কলন করিয়া 'সর্বদর্শনসংগ্রহ'-গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ পনরটি দর্শনের মধ্যে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে নাস্তিক দর্শনের অন্তর্গত করা হইয়াছে। হরিভদ্রসূরি তাঁহার ষড়্দর্শন-সংক্ষেপের শেষে লোকায়ত বা চার্বাক-দর্শনের মত প্রদর্শন করিয়া উহাকে আস্তিক দর্শনের বহির্ভূত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বৈশেষিক ও ন্যায়কে পৃথগ্দর্শন মনে করেন না, তাঁহাদের মতে পাঁচটিই আস্তিকদর্শন; চার্বাক দর্শনকে লইয়া তাঁহারা ষড়্দর্শন গণনা করেন।

একটি প্রচলিত শ্লোকে ষড়্দর্শনের এইরূপ গণনা দৃষ্ট হয়,—

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি ॥[৩]

এই শ্লোকে ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্বমীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত) - ষড়্দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। যাঁহারা বেদ

১। ঐ, ৭৭তম কারিকা; ২। (১) চার্বাক, (২) বৌদ্ধ, (৩) জৈন, (৪) রামানুজ, (৫) মাধ্ব, (৬) পাশুপত, (৭) শৈব, (৮) প্রত্যভিজ্ঞা, (৯) রসেশ্বর, (১০) বৈশেষিক, (১১) ন্যায়, (১২) পূর্বমীমাংসা, (১৩) পাণিনীয়, (১৪) সাংখ্য, (১৫) যোগ। শাঙ্করদর্শন অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে, এইরূপ উল্লেখমাত্র করিয়াছেন; ৩। উক্ত শ্লোকটি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রোক্ত বলিয়া কেহ কেহ বলেন। কিন্তু মান্দ্রাজ আডিয়ার পুঁথিশালাস্থ হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-পুঁথিতে উক্ত শ্লোকটি পাওয়া যায় না।

মানেন না, তাঁহাদিগকে মনুসংহিতার প্রমাণানুসরণে নাস্তিক এবং যাঁহারা বেদ মানেন, তাঁহাদিগকে আস্তিক বলা হয়। যাঁহারা বেদ মানিয়াও ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা সাধারণতঃ নিরীশ্বর নামে উক্ত হইয়াও নাস্তিক-পদবাচ্য হ'ন না। প্রচলিত মতে উক্ত ষড়্দর্শন আস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়াছে। আর নাস্তিক শ্রেণীর অন্তর্গত দর্শন মূলতঃ তিনটি—(১) চার্বাক, (২) বৌদ্ধ ও (৩) জৈন। অগ্নিবংশজ সাংখ্যাচার্য কপিল ও পূর্বমীমাংসা-প্রবর্তক জৈমিনি বেদ মানেন, কিন্তু ঈশ্বর মানেন না; সুতরাং ইঁহারা নিরীশ্বর হইলেও আস্তিক বলিয়া স্বীকৃত। চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন দার্শনিকগণ বেদ ও ঈশ্বর, উভয়ই মানেন না। এজন্য তাঁহারা নাস্তিক এবং নিরীশ্বর। সাংখ্য[১], পাতঞ্জল[২], ন্যায়[৩], বৈশেষিক[৪] ও মীমাংসকগণ মৌখিকভাবে বেদ স্বীকার করেন অর্থাৎ বেদকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু বেদের প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের সর্বকর্তৃত্ব স্বীকার করেন না। এজন্যই ইঁহাদের বেদের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনকে মৌখিক বলা যাইতে পারে। সাংখ্যদর্শনে—ঈশ্বর প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ (ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ) বলিয়া প্রকারান্তরে ঈশ্বর অস্বীকৃতই হইয়াছেন।[৫] পাতঞ্জল-দর্শনে—'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা' (অন্যান্য উপায়ের মধ্যে ঈশ্বরের উপাসনা হইতেও সমাধিফল লাভ হয়)—এইরূপ গৌণভাবে বা বিকল্পে ঈশ্বর স্বীকৃত হইয়াছেন।[৬] সেই ঈশ্বর ক্লেশ, কর্মবিপাক (কর্মের ফল) ও বাসনার দ্বারা অনভিভূত পুরুষবিশেষ। ঈশ্বরও প্রধান-পুরুষনির্মিত; তাঁহার ঐশ্বরিক উপাধি প্রাকৃত।[৭] বৈশেষিক দর্শনে—'তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্'[৮]—তাঁহার বচন বলিয়া বেদের প্রামাণিকতা। উদয়নাচার্য-

---

১। সাংখ্যসূত্র ৫।৪৫—৪৮; ২। পাতঞ্জলসূত্র ১।৭, ১।২৭; ৩। ন্যায়সূত্র ১।১।৭; ৪। বৈশেষিকসূত্র ১।১।৩, ৬।২।২১, ৪।২।১১; ৫। সাংখ্যসূত্র ১।৯২—৯৫; ৬। পাতঞ্জলসূত্র ১।২৩,২৪; ৭। কাপিলাশ্রমীয় পাতঞ্জল-যোগদর্শন, ৫৭ পৃঃ, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ খ্রীঃ; ৮। বৈশেষিকসূত্র ১।১।৩ ও ১০।২।৯

উক্ত সূত্রে তদ্-শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"তেন ঈশ্বরেণ প্রণয়নাৎ"—তাঁহার দ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বরের দ্বারা বেদের প্রণয়নহেতু। কিন্তু সেই ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব, সর্বতন্ত্রস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি কোন কথাই বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্টভাবে নাই। অতএব এইরূপ অত্যন্ত গৌণভাবে যে ঈশ্বর-স্বীকৃতি, তাহা অস্বীকারেরই তুল্য। ন্যায়-কন্দলী-টীকায় শ্রীধরভট্ট 'তদ্'-শব্দের দ্বারা কণাদ বেদদ্রষ্টা ঋষিকে লক্ষ্য করিয়াছেন, এরূপ মনে করেন। তিনি ঋষিই হউন বা ঈশ্বর-নামধারীই হউন, যে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ নাই, যাঁহার আরাধনার কথা নাই, এমন কি, ঈশ্বর-বাচক বিশেষ্য শব্দটি পর্যন্ত নাই—কেবল সর্বনাম 'তৎ' এর প্রয়োগমাত্র, এরূপ ঈশ্বর-স্বীকৃতির মূল্য কি ? আর এক স্থানে বৈশেষিক—মনুষ্য অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। এই পর্যন্ত বৈশেষিকের ঈশ্বর-সত্ত্বার আলোচনা দৃষ্ট হয়।[১] ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরের কথা উত্থাপিত করা হইয়াছে—জগতের সৃষ্টিকর্তৃরূপে।[২] ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির উপকরণ হইল—পরমাণুসমূহ। গৌতম-কথিত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। কণাদের মতে পরমাত্মা ঈশ্বর—দ্রব্য-পদার্থের অন্তর্গত, সুতরাং সগুণ (প্রাকৃত গুণের অন্তর্গত) ; গৌতমের মতও তাহাই।[৩] মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই—বটবীজের ন্যায় জগৎ অনাদি বলিয়া উহার সৃষ্টি ও প্রলয় নাই, সুতরাং স্রষ্টার কোনও অপেক্ষা নাই। আত্মা—বেদবিহিত কর্মের কর্তা ও তাহার ফলভোক্তা ; অহঙ্কারই—আত্মা, তাহা স্থূল শরীর হইতে ভিন্ন, সুখ-দুঃখভোক্তা এবং জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গ ও নরকের সহিত সম্বন্ধযুক্ত। কর্মই—প্রভু, তাহার ফল স্বর্গই—পরমপুরুষার্থ। যজ্ঞাদি কর্ম যে 'অপূর্ব'-নামক

১। বৈশেষিকসূত্র ২।১।১৮,১৯ ; ২। ন্যায়সূত্র ৪।১।১৯—২১ ; ৩। ম ম ফণি-ভূষণ তর্কবাগীশ-কৃত 'ন্যায়-পরিচয়' ১৬৬,১৬৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা।

শক্তি সৃষ্টি করে, তাহাই কর্মের ফল প্রদান করে। অতএব কর্মফলদাতা ঈশ্বরের প্রয়োজন নাই। বেদ—ঈশ্বরের উক্তি বলিয়া যে প্রমাণ, তাহা নহে ; কিন্তু বেদ অপৌরুষেয় অনাদি বলিয়া এবং তাহা মানুষের রচিত শাস্ত্রের ন্যায় ভ্রম-প্রমাদযুক্ত নহে বলিয়া অবাধিত শাব্দ-বোধ জন্মাইয়া থাকে। এইজন্যই বেদ প্রমাণ। অতএব সৃষ্টিকর্তৃরূপে কিংবা কর্মফল-দাতৃরূপে অথবা বেদবক্তৃরূপে কোনভাবেই মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 'শঙ্করবিজয়'-গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তুষানলে আরূঢ় কর্ম-মীমাংসক কুমারিলভট্ট শঙ্করাচার্যকে বলিতেছেন,—"নিরাস্থমীশং শ্রুতি-লোকসিদ্ধং শ্রুতেঃ স্বতোমাত্বমুদাহরিষ্যন্" অর্থাৎ বেদের স্বতঃপ্রমাণত্ব স্থাপন করিবার নিমিত্তই আমি ঈশ্বর—শ্রুতিসিদ্ধ এবং লোকসিদ্ধ হইলেও তাঁহাকে দূরে রাখিয়াছি।[১] বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রেই পরব্রহ্মের জিজ্ঞাসা আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় সূত্রে ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়াদিকর্তা, তৃতীয় সূত্রে বেদাদি শাস্ত্রের প্রামাণিকতা ও চতুর্থ সূত্রে ব্রহ্মই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে স্থাপিত হইয়াছেন। সুতরাং বেদান্তদর্শনই হইল প্রকৃতপ্রস্তাবে আস্তিক ও সেশ্বরদর্শন এবং সমগ্র দর্শন-রাজ্যের সার্বভৌমাধিপতি ও সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত-সংস্থাপক।

বিভিন্ন দার্শনিকের বেদ-স্বীকৃতির তারতম্য

যে সকল দার্শনিক আচার্য বেদ স্বীকার করেন বলিয়া 'আস্তিক' নামে অভিহিত, তাঁহাদের মধ্যেও বেদের স্বীকৃতি-সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয় ; যথা—

(১) সাংখ্যদর্শনের মতে বেদ—অনিত্য। তাঁহারা বলেন, বেদের মধ্যেই বেদের উৎপত্তির কথা বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং বেদ নিত্য

১। মাধবাচার্য-কৃত শঙ্করবিজয় ৭।৮৯, শ্রীনাথমিশ্রকর্তৃক প্রকাশিত, ১২৯০ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা ;

নহে।[১] বেদ পুরুষের সৃষ্ট নহে। কারণ, বেদ কাহার রচিত, ইহার স্থির সংবাদ কেহই প্রদান করিতে পারে না।[২] বীতস্পৃহা-হেতু মুক্ত-পুরুষ ও অসর্বজ্ঞতা-হেতু অমুক্ত পুরুষ, উভয়েই বেদ-প্রণয়নে অযোগ্য।[৩] যেরূপ অঙ্কুরাদি অনিত্য হইলেও অপৌরুষেয় অর্থাৎ পুরুষকৃত নহে, সেইরূপ অনিত্য বেদও অপৌরুষেয় (পুরুষকৃত নহে)। বেদের স্বাভাবিকী জ্ঞানোৎপাদিকা শক্তি আছে বলিয়া বেদ স্বতঃপ্রমাণ।[৪] নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত হ'ন নাই। সুতরাং ঈশ্বর বেদের কর্তা হইতে পারেন না। আদিপুরুষ হিরণ্যগর্ভই বেদের দ্রষ্টা, বক্তা ও প্রকাশক।[৫]

(২) পতঞ্জলি আগমকে প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন।[৬] তাঁহার মতে বেদ-বোধিত যজ্ঞাদি—বৈধকর্ম এবং বেদনিষিদ্ধ ব্রহ্মহত্যাদি—অবৈধ কর্ম। অতএব বেদ প্রমাণ। পাতঞ্জল-দর্শনে বেদ প্রকৃত আলোচ্য বিষয় নহে বলিয়া বেদসম্বন্ধে কোন মত বা যুক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

(৩,৪) নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—বাক্যমাত্রই পুরুষের রচিত, বেদবাণীও বাক্য। সুতরাং তাহাও গৌতমের মতে পৌরুষেয়। আপ্ত-পুরুষের প্রামাণ্য-প্রযুক্তই তাঁহার বাক্যের (বেদের) প্রামাণ্য।[৭] বৈশেষিকের[৮] মতে লৌকিক বাক্যরচনার ন্যায় বেদবাক্যের রচনাও বুদ্ধিপূর্বকই হইয়াছে। অতএব বেদ পুরুষ-কৃত।

(৫) মীমাংসকগণের মতে অক্ষর নিত্য। অতএব অক্ষরময় বেদও নিত্য। বেদের কোন কর্তা নাই। কুমারিলভট্ট বেদকে অকৃত (অর্থাৎ ঈশ্বর বা তৎসদৃশ অন্য লোকোত্তর সর্বজ্ঞ পুরুষের রচিত নহে),

---

১। সাংখ্য-প্রবচনসূত্র ৫।৪৫ ; ২। ঐ, ৫।৪৬ ; ৩। ঐ, ৫।৪৭ ; ৪। ঐ, ৫।৪৮, ৫১ ; ৫। ঐ, ৫।৫০ ; ৬। যোগসূত্র ১।৭ ; ৭। ন্যায়সূত্র ২।১।৬৭ ; ৮। বৈশেষিক-সূত্র ৬।১।১

অপৌরুষেয় ও নিত্য বলিয়াছেন। কঠ-কলাপাদি ঋষিগণ বেদের তত্তদংশের কেবল দ্রষ্টা ও অধ্যেতা। বেদের কোন মন্ত্রে কোন অক্ষরেরই পরিবর্তন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। এইরূপ স্বাধীন কর্তৃত্ব নাই বলিয়াই মীমাংসকগণের মতে বেদ অপৌরুষেয়।

(৬) শঙ্করাচার্যের মতে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরই বেদের রচয়িতা। সেই বেদরচনায় ঈশ্বরের কোন প্রয়াস নাই ; এইজন্য ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ মহাপুরুষেরই নিঃশ্বাস এই বলিয়া শ্রুতি প্রকাশ করিয়াছেন।[১] পরমপুরুষ হইতে একইরূপে বেদপ্রবাহ একই ছন্দে বিশ্বের বিভিন্ন সৃষ্টি ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও নির্বাধগতিতে চলিয়াছে ও চলিতে থাকিবে। পুরুষোত্তমই যদি বেদের রচয়িতা বলিয়া শ্রুতিতে উল্লিখিত থাকে, তবে বেদকে অপৌরুষেয় বলা যায় কিরূপে ? ইহার উত্তরে শঙ্করসম্প্রদায়ের আচার্যগণ বলেন, পুরুষোত্তম বেদের রচয়িতা হইয়াও তিনি তাঁহার রচনার পরিবর্তন, পরিবর্ধনে স্বেচ্ছাধীন নহেন। এজন্য বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। পুরুষের স্বাধীন কর্তৃত্বের অভাবই অপৌরুষেয়-শব্দে ব্যক্ত হইয়াছে। এই অর্থে মীমাংসকগণও বেদকে অপৌরুষেয় বলিয়াছেন।[২]

শঙ্করসম্প্রদায়ের সায়ণাচার্য ঋগ্বেদ-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন যে, স্বয়ং বাদরায়ণ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'[৩]-সূত্রে ব্রহ্মকেই বেদের কারণ (যোনি) বলিয়াছেন। সুতরাং বেদ অপৌরুষেয় হয় কিরূপে ? ইহার উত্তরে সায়ণ বলেন,—পুরুষোত্তমের নির্মিত হইলেও বেদকে পৌরুষেয় বলা যাইবে না, মনুষ্য-রচিত হইলেই তাহাকে পৌরুষেয় (পুরুষ-কৃত) বলা যাইবে—'নৈতাবতা পৌরুষেয়ত্বং ভবতি। মনুষ্যনির্মিতত্বাভাবাৎ।'[৪]

১। বৃহদারণ্যক ২।৪।১০ ; ২। 'পুরুষাস্বাতন্ত্র্যমাত্রং চাপৌরুষেয়ত্বং রোচয়ন্তে জৈমিনীয়া অপি'—ভামতী ১।১।৩ ; ৩। ব্র সূ ১।১।৩ ; ৪। ঋগ্বেদ-সংহিতা—সায়ণভাষ্যোপক্রমণিকা, ২৪ পৃষ্ঠা, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়াধ্যাপক ম ম সীতারাম শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট, ১৯৩৩ খ্রীঃ।

এইস্থানে শঙ্করসম্প্রদায়ের সহিত কর্মমীমাংসকগণের বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বিচারে মতানৈক্য হইয়াছে।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—"তচ্চ বেদ এব;—য এবানাদিসিদ্ধঃ সর্বকারণস্য ভগবতোঽনাদিসিদ্ধং পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট্যাদৌ তস্মাদেবাবির্ভূতম-পৌরুষেয়ং বাক্যম্। তদেব ভ্রমাদি-রহিতং সম্ভাবিতম্। তচ্চ সর্বজনকস্য তস্য চ সদোপদেশায়াবশ্যকং মন্তব্যম্; তদেব চাব্যভিচারি প্রমাণম্। তচ্চ তৎকৃপয়া কোঽপি কোঽপি গৃহ্ণাতি। * * * ন চ বুদ্ধস্যাপীশ্বরত্বে সতি তদ্বাক্যং চ প্রমাণং স্যাদিতি বাচ্যম্;—যেন শাস্ত্রেণ তস্যেশ্বরত্বং মন্যামহে, তেনৈব তস্য দৈত্যমোহন-শাস্ত্রকারিত্বেনোক্তত্বাৎ।"[১]

যে বেদ অনাদিসিদ্ধ, যাহা পুনঃ পুনঃ জগৎসৃষ্ট্যাদি-ব্যাপারে পরমেশ্বর হইতেই আবির্ভূত, সর্বকারণ ভগবানের অনাদিসিদ্ধ অপৌরুষেয় বাক্য, তাহা অবশ্যই ভ্রমপ্রমাদাদিরহিত। এই বাক্য সর্বজনক পরমেশ্বরের উপদেশ সর্বদা প্রচারের জন্য আবশ্যক, ইহা জানিতে হইবে। এই বাক্যই অকাট্য প্রমাণও। পরমেশ্বরের কৃপা হইলেই এই প্রমাণকে কেহ কেহ একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। যদি বল—বুদ্ধদেবও ঈশ্বরাবতার, তাঁহার বাক্য প্রমাণরূপে গৃহীত হউক;—তাহা হইতে পারে না। কারণ যে শাস্ত্রে বুদ্ধকে ঈশ্বরাবতার বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, তিনি যে-সকল উপদেশ করিয়াছেন, তাহা দৈত্যগণের মোহনের জন্য। সুতরাং ঈশ্বরাবতার বুদ্ধের বাক্য প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

শ্রীমহাভারতে উক্ত হইয়াছে,—যুগান্তে বেদসমূহ বিলুপ্ত হইলে, ব্রহ্মা-কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা ইতিহাস-সমূহের সহিত সেই সকল বেদকে পুনর্বার লাভ করেন। অতএব, ঋষিগণ বেদের কর্তা নহেন। বেদ—নিত্যসিদ্ধ; ঋষিগণের হৃদয়ে বেদ প্রবিষ্ট হন, সেইজন্য

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী-প্রমাণপ্রকরণ, ৬ পৃষ্ঠা।

তাঁহারা বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রকাশক কর্তা, কিন্তু স্রষ্টা নহেন। বেদে যে প্রতি কল্পে ঋষিগণের নামাদি দৃষ্ট হয় তাহাও অনাদিসিদ্ধ বেদেরই ন্যায়।[১]

"সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ"[২]—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য ঋগ্বেদের[৩] ও তৈত্তিরীয় নারায়ণোপনিষদের[৪] মন্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার অর্থ এই,—পূর্ব পূর্ব কল্পে বিধাতা যেমন সূর্য, চন্দ্র প্রকল্পনা করিয়াছেন, পরবর্তিকালেও সেইরূপ সৃষ্টির নিয়ম, সেইরূপ স্বরাদির নিয়মও প্রকল্পিত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ব কখনও অসদৃশভাবে সৃষ্ট হয় না।

বেদময়ী বাণীর আদি নাই, অন্ত নাই, ইহা—নিত্যা। এই বেদময়ী বাণী হইতে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের আবির্ভাব হইয়াছে। উহা হইতেই ঋষিগণের নাম এবং বেদোক্ত সমস্ত পদার্থেরই সৃষ্টি হইয়াছে। মহেশ্বর—বেদের শব্দসমূহ হইতেই এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন।[৫]

শব্দ হইতেই যে সৃষ্টি হয়, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে[৬] আচার্য শ্রীশঙ্কর 'ছান্দোগ্য-ব্রাহ্মণ', 'তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি শ্রুতির উদ্ধার করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন। ঐ সকল শ্রুতি মন্ত্রের অর্থ এই,—সৃষ্টিকালে ঈশ্বর শ্রীব্রহ্মার হৃদয়ে বেদমন্ত্রসমূহ উদ্বুদ্ধ করেন, ব্রহ্মা সেই সকল মন্ত্র স্মরণ করিয়া তদনুরূপ বেদ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। পূর্বকল্পের সৃষ্টির অনুরূপ বর্তমান কালের সৃষ্টি হয়। শ্রীপাদ রামানুজাচার্যও তাঁহার শ্রীভাষ্যে[৭] 'তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণের'[৮] মন্ত্র উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, প্রজাপতি বেদের শব্দ স্মরণ করিয়া স্থূল-সূক্ষ্ম জগৎ-সমূহকে নাম ও রূপ দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন;—

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী, ৮ম পৃষ্ঠা-ধৃত মহাভারত-শান্তিপর্ব (২১০।১৯, ২৩১।৫৬,৫৭)-বাক্য; ২। ব্র সূ ১।৩।৩০; ৩। ঋক্ ১০।১৯০ ৩; ৪। তৈ নারা (৬।১।১৮)-বাক্য। ৫। মহাভারত, শান্তি-প ২৩১।৫৬, ৫৭; ৬। ব্র সূ (১।৩।২৮)—শাঙ্কর-ভাষ্য; ৭। শ্রীভাষ্য ১।৩।২৭; ৮। তৈত্তিরীয়-ব্রা ২।৬।২।৩

"শব্দ ইতি চেৎ-ন, অতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্"[১]—এই সূত্রে বেদ-শব্দ স্মরণ করিয়া সৃষ্টির প্রক্রিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এবং আরও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, আকৃতির সহিতই বৈদিক শব্দের সম্বন্ধ; ব্যক্তি-বিশেষের উৎপত্তি ও বিনাশে শব্দের নিত্যতা নষ্ট হয় না।

কেহ কেহ বলেন যে, বেদে এরূপ দেখা যায়—'পাথর ভাসে', মাটী কথা বলে'। সুতরাং এইরূপ বেদবাক্য কখনও আপ্তবাক্য (বিশ্বস্ত বা অভ্রান্ত বাক্য) বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

বৈদিক যজ্ঞাদির অঙ্গীভূত প্রস্তরসমূহের শক্তি-প্রদর্শনার্থই ঐ সকল স্তুতি; শ্রীরামচন্দ্রের সেতুবন্ধনেও[২] ঐরূপ দৃষ্ট হয়। 'মৃত্তিকা কথা বলেন', 'জল কথা বলেন'[৩], এইসকল স্থলে তত্তদভিমানী দেবতাগণকেই বুঝায়।

সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের বাক্যস্বরূপ বেদ অসর্বজ্ঞ জীবের বুদ্ধির অগম্য। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অনুগ্রহ-প্রভাবে যাঁহারা প্রত্যক্ষবিশেষ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সর্বত্রই বেদবাক্য অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু তার্কিকগণ তাহা পারেন না। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই ভাবেই বেদের অদ্বিতীয় প্রামাণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন।[৪]

পাশ্চাত্য গবেষক এবং তদনুকরণে প্রাচ্য-পণ্ডিতগণ ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাবের সময় নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শত কি সাতশত বৎসর পূর্বে ভারতীয় দর্শনের আবির্ভাব হয় এবং ব্রহ্মসূত্র যে-সকল উপনিষদ্‌কে উপজীব্য করিয়াছে, সেই সকল উপনিষদ্‌ই ভারতীয় দার্শনিক সাহিত্যের প্রথম স্তর।

অনাদিতত্ত্বকে আদির মধ্যে, অজকে জন্মের গণ্ডির মধ্যে টানিয়া আনিবার চেষ্টা আধুনিক গবেষকগণের একটি বৈশিষ্ট্য। সুতরাং তাঁহারা

১। ব্র সূ ১।৩।২৮; ২। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ২২শ সর্গ; ৩। শতপথ-ব্রা ৬।১।৩।২,৪; ৪। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভানুব্যাখ্যা শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৮,৯ পৃঃ।

সেই দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়াই সকল বিষয় দেখিবার চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ, পরতত্ত্ব যেরূপ অনাদি, বেদ ও শ্রুতি যেরূপ অনাদি, পরতত্ত্বের স্বরূপ-শক্তিও সেইরূপ অনাদি, তাঁহার বহিরঙ্গা মায়াশক্তিও সেইরূপ অনাদি এবং পরতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় বিভিন্ন চিন্তাধারা—তাঁহার মায়ার বিবিধ বৈচিত্র্য-জাত মতবাদসমূহও সেইরূপ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক মূলীভূত তত্ত্ব, যেমন—তড়িৎ-শক্তি, মাধ্যাকর্ষণ-নিয়ম প্রভৃতি যদি অনাদিতত্ত্ব বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সমস্ত জড়শক্তির মূলীভূতা পরমেশ্বরী শক্তি এবং সেই শক্তির বিভিন্ন বিক্রম বা বৈচিত্রীগুলিকে ঐতিহাসিক কালের মধ্যে কিরূপেই বা আবদ্ধ করা যায়? যাঁহারা ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহারা প্রচ্ছন্ন জড়বাদী নহেন কি?

বেদ ও শ্রুতির নিত্যতা একটি চিদ্-বৈজ্ঞানিক পরম সত্য। শ্রুতিতে দার্শনিক তত্ত্বের যে অঙ্কুর দেখা যায়, তাহার বীজ অনেক পূর্ব হইতেই সর্বত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইহা আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন। গবেষকগণ 'অনেক পূর্ব' বলিতে যে বিবদমান সীমারেখা নির্ধারণ করেন, তাহা কিন্তু অবৈজ্ঞানিক। বস্তুতঃ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বেদ, শ্রুতি এবং তাঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া দার্শনিক চিন্তার বীজসমূহ চিরকালই আকাশে ভাসমান শব্দতরঙ্গের ন্যায় বিশ্বমানবের হৃদয়াকাশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। রেডিওষ্টেশন হইতে যেরূপ বাণীপ্রবাহকে অবরুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত করিয়া সর্বত্র বিতরণ বা প্রচার করা হয়, তদ্রূপ মহাশক্তি-সম্পন্ন ঋষিগণ, মনীষিগণ চিরন্তন মৌলিক দার্শনিক তত্ত্বসমূহকে স্ব-স্ব হৃদয়ে অবরুদ্ধ ও সুশৃঙ্খলিত করিয়া জগতে প্রচার করেন। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা দর্শনের তত্ত্বসমূহ প্রতি কল্পের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উদিত, প্রলয়কালে সুপ্ত এবং পুনরায় অন্য কল্পের

সৃষ্টিকালে পুনর্ব্যক্ত হইতেছে। এজন্যই সাংখ্যাদিদর্শনের আদিবক্তা হইলেন ভগবদবতারগণ অর্থাৎ জীব নহেন। কখনো কখনো কোনো শক্তিসম্পন্ন ঋষি বা মনীষী স্বকপোল-কল্পিত-মতের ছাঁচে ঢালিয়া অন্যরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। তাই সাংখ্যশাস্ত্রের আদিবক্তা ভগবদবতার শ্রীদেবহূতিনন্দন শ্রীকপিলদেবের সিদ্ধান্ত অগ্নিবংশজ ঋষি শ্রীকপিলের মতবাদের মধ্যে কিছু অন্যাকার ধারণ করিয়াছিল অর্থাৎ মূলবস্তু যে পরমেশ্বর, তাহা বর্জিত হইয়া পড়িয়াছিল। যোগাদি-শাস্ত্র-সম্বন্ধেও ঐরূপই কথা। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীবলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া বলিতেছেন,—

নমোঽনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
সাঙ্খ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥[১]

সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি আস্তিক দর্শনের কথা দূরে থাকুক, চার্বাক-জৈন-বৌদ্ধাদি-নাস্তিক দার্শনিক চিন্তাধারাও প্রতি কল্পের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই মায়ার ন্যায় এই জগতে অনাদিকাল হইতেই রহিয়াছে ও থাকিবে। এজন্য ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যকাদি-উপনিষদে চার্বাকের দেহাত্মবাদের অনুরূপ মতবাদ শ্রুত হয়। মায়া যদি **অনাদি** হয়, তবে মায়ার বিচিত্ররূপ ঐ সকল দার্শনিক চিন্তা কেন অনাদি হইবে না? প্রতি কল্পের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই কোনো না কোনো চার্বাকের, কোনো না কোনো বুদ্ধের, কোনো না কোনো তীর্থঙ্কর-জীনের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। শাক্যসিংহ বুদ্ধ নিজেকে 'তথাগত' (পূর্ব পূর্ব বুদ্ধের ন্যায় আগমন করিয়াছেন বলিয়া তথাগত) বলিয়াছেন। তিনি তাঁহার পূর্ববর্তী তিন জন বুদ্ধের নাম করিয়াছেন। তিনি চতুর্থ বুদ্ধ, পরে মৈত্রেয়দেব পঞ্চম বুদ্ধ হইবেন।[২]

১। ভা ১০।৮৫।৩৯ ; ২। Vide —'Anagata Vansa' published in the Journal of the Pali Text Society, 1886.

চৈনিক ধর্মগুরু কন্‌ফুচিও (Confucius) ঐরূপই কথা বলিয়াছেন—"I only hand on ; I cannot create new things." জৈনগণও বলেন,—প্রতি সৃষ্টিতেই জৈনধর্ম প্রকাশিত হয়। জীনের নামও 'তথাগত'[১]। এইসকল কথার তাৎপর্য ইহা নহে যে, নিরীশ্বর ও নাস্তিক মতসমূহ বৈদিক-ধর্মের ন্যায়ই নিত্য, সত্য ও সনাতন। ইহার অর্থ এই,—পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি বা বহির্মুখতা একটি অনাদিপ্রবাহ। ইহার আরম্ভের কোনও ইতিহাস নাই। কোন্ দর্শনটি আগে, কোন্ দর্শনটি পরে—দার্শনিক চিন্তার অনাদিত্ব প্রমাণিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশ্নটিও থামিয়া যায়। তাই গবেষকগণ পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তার ন্যায় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্রমনিরূপণ-বিষয়ে প্রকৃত মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পূর্ব-মীমাংসার পরে উত্তর-মীমাংসা—এইরূপ একটি বিচার সহজেই হৃদয়ে আসে; কিন্তু দেখা যায়, ব্রহ্মসূত্রকার যেরূপ তাঁহার সূত্র-মধ্যে জৈমিনির নাম উল্লেখ করিয়াছেন, ধর্মসূত্রকারও সেইরূপ তাঁহার সূত্রে বাদরায়ণের নাম ও সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্বমীমাংসা-দর্শনের পরে বেদান্তের বা ব্রহ্মসূত্রের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহের উদ্ভব হইয়াছে—এরূপ কিছু সীমারেখা প্রদান করা যাইতে পারে না। পূর্বমীমাংসার অদ্বিতীয় ব্যাখ্যাতা কুমারিল-ভট্টও স্বীকার করিয়াছেন যে বিজ্ঞানবাদ (বৌদ্ধ যোগাচার-মত), ক্ষণিকবাদ (সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক মত), নৈরাত্ম্যবাদ (বৌদ্ধ সর্ব-শূন্যবাদ) প্রভৃতি মতগুলির বীজ উপনিষদে বিদ্যমান আছে। বেদ-প্রামাণ্যবাদী ভট্ট উপনিষদে ঐ সকল মতকে অর্থবাদ ও বিষয়বৈরাগ্য উৎপাদনের অনুকূলরূপে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। সুতরাং জৈমিনির কর্মকাণ্ড প্রচারিত হইবার পর বৌদ্ধমতের আবির্ভাব

১। অমরকোষ দ্রষ্টব্য।

হইয়াছিল, এরূপও বলা যাইতে পারে না। প্রত্যেকটি মতবাদই সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে অনাদি মায়ার বৈচিত্র্যরূপে বিদ্যমান আছে। তৎসঙ্গে যোগমায়ার প্রকাশিত সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তও জগতে সারগ্রাহিগণের নিকট প্রকাশিত আছেন।

যে মহাবৃক্ষের বীজ উপনিষদে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, বেদান্তসূত্রে তাহারই পূর্ণ পরিণতি লাভ হয় অর্থাৎ বেদান্তসূত্রই উপনিষদের প্রকৃত ও একমাত্র ব্যাখ্যা – ইহা আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু বেদান্তসূত্রের কোন্‌টি প্রকৃত ও একমাত্র ব্যাখ্যা অর্থাৎ কোন্‌টি শ্রীব্যাস-সম্মত ব্যাখ্যা তাহাই নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। এই গ্রন্থের বেদান্ত ও ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন'-শীর্ষক অধ্যায়ে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তির মূল

প্রাণিমাত্রেরই দুঃখানুভূতি আছে, অথচ কেহই দুঃখ চাহেনা। এই দুঃখ দূর করিবার মূলেই জীবের কর্মপ্রবৃত্তি এবং জ্ঞানের পিপাসা আরব্ধ হয়।

যদা বৈ সুখং লভতেঽথ করোতি নাসুখং লব্ধ্বা করোতি সুখমেব লব্ধ্বা করোতি সুখং ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি সুখং ভগবো বিজিজ্ঞাস ইতি ॥[১]

যদি কেহ সুখ লাভ করিতে পারিবে, এইরূপ বুঝিতে পারে, তবেই সে কর্ম করিতে অগ্রসর হয়। যদি বুঝে, ইহাতে সুখ পাওয়া যাইবে না, তবে সে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এই সুখটিকে জানিবার জন্য কিন্তু উৎসুক হওয়া আবশ্যক। হে ভগবন্! আমি সুখকে জানিতে ইচ্ছা করি।

ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,—"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।[২]

১। ছান্দোগ্য ৭।২২।১; ২। ঐ, ৭।২৩।১

যাহা ভূমা (সর্বাধিক, সর্বশ্রেষ্ঠ, মহান্, অসমোর্ধ্ব বা পরাৎপর), তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমাকে কিন্তু জানিবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হইতে হইবে।

চার্বাক-মত

ক্ষণিক দুঃখনিবৃত্তি বা নশ্বর তুচ্ছ ইন্দ্রিয়জ সুখের লালসা হইতেই চারু (আপাতমনোরম) বাক্ (বাক্য) যাহার, সেই ব্যক্তিবিশেষের মতবাদ অর্থাৎ চার্বাক-মতের অভ্যুদয় হইয়াছে। বৃহস্পতি এই চার্বাক-দর্শনের প্রণেতা বলিয়া কথিত।[১] চার্বাক-মতে এই স্থূল দেহই আত্মা। অঙ্গনা-আলিঙ্গন-জনিত সুখই পুরুষার্থ এবং কণ্টকাদি-ব্যথার জন্য দুঃখই নরক। লোকপ্রসিদ্ধ রাজাই পরমেশ্বর, অন্য কোনও পরমেশ্বর নাই। স্থূল দেহের নাশই মুক্তি। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ঋক্, সাম ও যজুর্বেদ ধূর্তদিগের প্রলাপবাক্য। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু—এই চারিটি তত্ত্ব। আকাশ প্রত্যক্ষ হয় না, সুতরাং তাহা তত্ত্বের মধ্যে স্বীকৃত নহে। এই চারি তত্ত্বই দেহরূপে পরিণত হয়। সুরায় যেরূপ প্রকৃতিজাত বৃক্ষ-বিশেষের নির্যাসহেতু মদশক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ দেহের স্বভাব-বশতঃই উহাতে চৈতন্যের উদয় হয়। শরীরের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যও বিনষ্ট হয়। দেহ ভস্মীভূত হইয়া গেলে উহা আর ফিরিয়া আসে না। অতএব যে কোনো উপায়ে এই জড় জগতটাকে ভোগ করিয়া যাও। সুখের সহিত যে দুঃখ মিশ্রিত আছে অথবা পদে পদে বিঘ্ন আছে তাহা দেখিয়া ভোগ হইতে পশ্চাৎপদ হইও না। এই চারু (আপাত-মনোহারী বা প্রেয়ঃ) বাক্যুক্ত চার্বাক-মতের নামান্তর 'লোকায়ত' অর্থাৎ লোকে বা জনসাধারণের মধ্যে যাহা সহজেই বিস্তৃত (আয়ত) হয়।[২]

১। পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড ৯৩ তম অধ্যায়, শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-সং. ৪১৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ ; ২। ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয় ৮০—৮৬ শ্লোক, কাশী চৌখাম্বা-সংস্কৃত-গ্রন্থমালা।

মনুসংহিতার মেধাতিথির ভাষ্যে[১] দেখা যায়, লোকায়তগণ তর্ক-বিদ্যায় পটু ছিল। পতঞ্জলি-কৃত মহাভাষ্য হইতে জানা যায়, ভাগুরী লোকায়ত-শাস্ত্রের একটি ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।[২] বৃহদারণ্যকোপনিষদে 'ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি ইতি' (মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা অর্থাৎ চেতন থাকে না)—মন্ত্রে[৩] চার্বাক-মতের অনাদি অস্তিত্বের কথা পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে[৪] দেহাত্মবাদী বিরোচনের কথা দৃষ্ট হয়। মহাভারতে[৫] চার্বাকদিগকে হেতুবাদী বলা হইয়াছে। শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণে[৬] দেখা যায়, জাবালি ঋষিও চার্বাক-মতের ন্যায় মত প্রচার করিয়াছিলেন। মখলি পুত্র গোশাল (মহাবীর ও বুদ্ধের সমসাময়িক) এবং তাহাদের অনুগত আজীব-সম্প্রদায়ের মতও অনেকটা চার্বাক-সম্প্রদায়ের মতের অনুরূপ। শাক্যসিংহ বুদ্ধের সময় দেহাত্মবাদমূলক মতের প্রচার ছিল, মজ্ঝিমনিকায়ে বুদ্ধদেব উহার বিবৃতি দিয়াছেন।[৭] কেবল ভারতবর্ষে নহে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই জাতীয় মত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকারে প্রচারিত হইয়াছে।

জৈন-দর্শন

চার্বাক-দর্শনে ঐহিক ভোগবাদ স্থাপনের জন্য যেরূপ নানাপ্রকার তর্কবিদ্যা বা হেতুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, জৈনদর্শনে ঠিক উহার বিপরীত শুষ্ক-বৈরাগ্য ও নীতিবাদের দ্বারা স্থবিরত্বরূপ মুক্তিবাদ স্থাপন করিবার জন্য নানাপ্রকার হেতুবাদের অবতারণা করা হইয়াছে।

১। মনুসংহিতাভাষ্য ২।১১, ১২।১০৬; ২। "বর্ণিকা ভাগুরী লোকায়তস্য * * বর্তিকা ভাগুরী লোকায়তস্য"—ব্যাকরণ-মহাভাষ্য ৭।৩ ৪৫; ৩। বৃহদারণ্যক ২।৪।১২, ৪।৫।১৩; ৪। ছান্দোগ্য ৮।৮।৪.৫; ৫। শান্তিপর্ব ২১৮ অ, ১৮—৩১ শ্লোক ও নীলকণ্ঠটীকা দ্রষ্টব্য; ৬। অযোধ্যাকাণ্ড ১০৮ তম সর্গ; ৭। Vide—Majjhima Nikaya, 76th Discourse—Translated by Lord Chambers.

"বাগেবর্ক্‌ প্রাণঃ সামোমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্‌ বাক্‌ চ প্রাণশ্চর্ক্‌ চ সাম চ॥ তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্‌॥ আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি য এতদেবং বিদ্বান্‌ অক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে॥"[১] অর্থাৎ বাক্যই ঋক্‌, প্রাণই সাম্‌, ওঁ—এই অক্ষরই উদ্গীথ; যাহা বাক্য ও প্রাণ অথবা যাহা ঋক্‌ ও সাম্‌ তাহাই মিথুন। 'ওঁ' এই বর্ণাত্মক অক্ষরে মিথুন অর্থাৎ যুগল সম্মিলিত। যখনই যুগলমিলন হয়, তখনই তাঁহারা পরস্পরের কাম চরিতার্থ করেন। যিনি উদ্গীথ 'ওঁ' অক্ষরকে এইরূপে জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত কাম (পরমপুরুষার্থ) লাভ করেন। 'ওঁ' এই নামাক্ষরটি শ্যাম ও শবলের যুগলিতস্বরূপ, ঋক্‌পরিশিষ্টে ইহাই বলা হইয়াছে,—"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।"[২]

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় ও ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন

'দৃশ্‌-ধাতু ল্যুট্‌ প্রত্যয় করিয়া 'দর্শন'-শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। দৃশ্‌ ধাতুর অর্থ—অবলোকন করা, দেখা, প্রত্যক্ষ করা, উপলব্ধি করা ইত্যাদি। ল্যুট্‌ প্রত্যয়টি ভাববাচ্যে হইলে কেবল অবলোকন, সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষীকরণ, অনুভব বা উপলব্ধি বুঝায়; আর করণবাচ্যে হইলে যে করণের বা সাধনের দ্বারা দেখা যায়, সাক্ষাৎকার করা যায়, অনুভব করা যায়, সেই সাধনকে বুঝায়। পরমাত্মার সাক্ষাৎকারই হইল যথার্থ

১। ছান্দোগ্য ১।১।৫—৭; ২। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, ১২ পৃঃ, ৯৩ সংখ্যাধৃত ঋক্‌পরিশিষ্ট-বাক্য, শ্রীমৎপুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৯ খ্রীঃ এবং শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে উপসংহার দ্রষ্টব্য।

অনেকে মনে করেন, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সমসাময়িক। মাধবাচার্য তাঁহার 'সর্বদর্শনসংগ্রহে'[১] মুক্তকচ্ছ বৌদ্ধদের মত সহ্য করিতে না পারিয়া দিগম্বরগণ অর্থাৎ জৈনগণ বৌদ্ধগণের ক্ষণিকত্ববাদ খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছিলেন—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দেহ হইতে মায়ামোহ-নামক এক ব্যক্তি উৎপন্ন হইয়া অসুরগণকে অর্হৎ (জৈন)-ধর্ম এবং পরে অন্য অসুরগণকে অহিংসাপর-(বৌদ্ধ)-ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন।[২] প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যে জৈন নিগ্রন্থ-গণের উল্লেখ দেখা যায়। শেষ তীর্থঙ্কর ছিলেন—নাতপুত্ত বর্ধমান মহাবীর। ইনি গৌতম-বুদ্ধের সমসাময়িক। মহাবীরের পূর্বের তীর্থঙ্কর ছিলেন—পার্শ্বনাথ। জৈনগণের মতে, জৈনধর্ম প্রতি সৃষ্টিতেই প্রকাশিত হয়। বর্তমান সৃষ্টিতে ঋষভদেব[৩]—আদি তীর্থঙ্কর এবং বর্ধমান মহাবীর—সর্বশেষ তীর্থঙ্কর হইয়াছিলেন। জৈন 'তীর্থঙ্কর'-শব্দটির অর্থ—শাস্ত্রকার বা দর্শন-কার। জৈনগণের মধ্যে শ্বেতবস্ত্র-পরিধানকারী শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর-(উলঙ্গ)-নামক দুইটি সম্প্রদায় আছে। মূল দার্শনিক তত্ত্বে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ নাই, কিন্তু আচারগত বৈষম্য আছে।

জৈনগণ ঈশ্বর ও বেদ মানেন না। তাঁহারা বলেন—সর্বগ, নিত্য, স্ববশ, বুদ্ধিমান্, জগৎকর্তা পুরুষবিশেষ বা ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই।

১। সর্বদর্শনসংগ্রহের আর্হত-দর্শনের উপক্রম ; ২। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।১৭।৪১—৩।১৮।৪০ (বঙ্গবাসী-সং) ; ৩। শ্রীমদ্ভাগবতের ৫ম স্কন্ধে (৩য়—৬ষ্ঠ অধ্যায়ে) দেখা যায়, আগ্নীধ্রপুত্র নাভির গৃহে ও তৎপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ঋষভদেব-রূপে অংশাবতার গ্রহণ করেন। রাজা নাভি পুত্রের পরমপুরুষত্ব লক্ষ্য করিয়া ঋষভ (শ্রেষ্ঠ) নাম রাখেন। ঋষভের একশত পুত্রের মধ্যে ভরত—জ্যেষ্ঠ। তদ্ব্যতীত কবি-হবিপ্রমুখ নয়জন মহাভাগবত ভাগবত-ধর্ম-প্রকাশক। ঋষভদেবের ভাগবতপরমহংস-লীলা বুঝিতে না পারিয়া কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটকদেশের রাজন্যগণ বেদবিরোধী জৈনমত প্রবর্তন করেন।

অচেতন প্রস্তরের দুঃখানুভূতি নাই, সুখানুভূতিও নাই—সুখবৈচিত্রী-বোধ ত' দূরের কথা। পরমানন্দস্বরূপ পরতত্ত্বের স্বরূপশক্ত্যানন্দের আশ্রয় ব্যতীত সুখ-বৈচিত্রীবোধ হইতে পারে না।

প্রাচীন জৈন-গ্রন্থ দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে এক ভাগের নাম—'পূর্ব', আর এক ভাগের নাম—'অঙ্গ'। চৌদ্দটি 'পূর্ব' এবং এগারটি 'অঙ্গ' আছে। 'পূর্ব' এখন বিলুপ্ত, 'অঙ্গ'গুলির আবার বহু উপাঙ্গ ও প্রকরণাদি আছে। দিগম্বর জৈনগণ সমস্ত গ্রন্থের প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। জৈন-আগমগুলি অর্ধমাগধী প্রাকৃতে লিখিত।

বৌদ্ধ-দর্শন

এই সংসারে জরা, পীড়া, মৃত্যু ও দুঃখ প্রত্যক্ষ করিয়া শ্রীশাক্যসিংহ গৌতমবুদ্ধের মনে প্রথমেই প্রশ্ন হইল—'কিরূপে দুঃখকে চিরতরে ধ্বংস করা যায়?' ইহা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল—'কি না হইলে দেহের জরা, পীড়া, মৃত্যু হয় না?' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন—'দেহের জন্ম না হইলে জরা, ব্যাধি, দুঃখ প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না।' এইভাবে তিনি প্রাণীর জন্মান্তরের ও কর্মফলের অস্তিত্ব অনুমান করিলেন এবং নির্বাণের দ্বারা স্থূলদেহ-নাশ ব্যতীত দুঃখের অবসান হইতে পারে না—সিদ্ধান্ত করিলেন। বুদ্ধদেবের উপদেশের সার এই,—"সব্বং অনিচ্চং, সব্বং দুক্খং, সব্বং অনাত্মং"—সকলই অনিত্য, সকলই দুঃখ, সকলই অনাত্ম।

বুদ্ধের মতে, দুঃখস্কন্ধ-নিরোধের নাম—নির্বাণ। নির্বাণলাভ হইলে সুখদুঃখাদি থাকে না, একেবারে অভাব বা শূন্য হইয়া যায়। তৈল ও বাতির সংযোগে প্রদীপ জ্বলে, উভয়ের অভাব হইলে প্রদীপ নিভিয়া যায়; সেইরূপ নির্বাণরূপ শূন্যতায় সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। বৌদ্ধমতে জীব, জগৎ ও ঈশ্বর—কোনটিই সত্য নহে। মহাযানিকেরা কেবল

বোধি-সত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধকেই ঈশ্বর করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের মতে জীব ও জগতের মধ্যে স্থিরত্ব ও স্থায়িত্ব নাই। অতএব শূন্যই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা ; শূন্য হইতে সৃষ্টি ও শূন্যেই প্রলয়।

বৌদ্ধশাস্ত্রমতে ক্ষুধা যেরূপ ব্যাধি হইতেও অধিক কষ্টদায়ক, সেইরূপ জীবন—দুঃখ অপেক্ষাও ক্লেশদায়ক, একমাত্র নির্বাণই পরম সুখ ;—"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খার পরমদুঃখম্। এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বাণং পরমং সুখং ॥" নির্বাণ লাভের জন্য দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান, প্রজ্ঞান, উপায়, বল, প্রণিধি ও জ্ঞান (পরিমিতা)—এই সকল গুণের প্রয়োজন। ইহাদের মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান, এই দুইটি প্রমাণ।[১]

বৌদ্ধদর্শনের মতে কোন বস্তুই এক ক্ষণের বেশী থাকে না। এজন্য উক্ত দর্শনে আত্মা বা ঈশ্বরের স্বীকৃতি নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, বৌদ্ধদর্শনে জন্মবাদ স্বীকার করা হয়, কিন্তু আত্মা না থাকিলে কিরূপে জন্মান্তর স্বীকৃত হয় ? ইহার উত্তরে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন, আত্মা বলিয়া যাহা আমাদের কাছে মনে হয়, তাহা—(১) রূপ-স্কন্ধ (স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর), (২) বেদনা-স্কন্ধ (feelings, sensations, সুখবেদনা, দুঃখবেদনা, অদুঃখ-অসুখবেদনা), (৩) সংজ্ঞাস্কন্ধ (perception—সংজ্ঞান), (৪) সংস্কার-স্কন্ধ (mental and physical tendencies) ও (৫) বিজ্ঞান-স্কন্ধ (চিত্তের প্রতিস্পন্দ বা reaction) ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইগুলি আমাদের বুঝিবার ভুলে যখন একটি সমষ্টিগত বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই আমরা উহাকে 'আমি' বা 'আত্মা' বলিয়া মনে করি। রূপ, বেদনা প্রভৃতি স্কন্ধগুলি যেমন প্রকাশিত হইতেছে, অমনি প্রতিমুহূর্তে ধ্বংস হইতেছে। এই ভাবেই আমাদের সমগ্র জীবনকালকে ব্যাপ্ত করিয়া উক্ত পঞ্চস্কন্ধের অবিরাম উৎপত্তি ও বিনাশের ধারা চলিয়াছে।

১। সর্বদর্শনসংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন ১৫—৫২ পৃঃ, মহেশচন্দ্রপাল-সং, কলিকাতা, ১৯৫০ সংবত ; ষড়্দর্শনসমুচ্চয় ৪—১১ শ্লোক ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৩।১৮।১৪—৩০।

যে স্কন্ধসমষ্টি একটি কর্ম করে, উহার পরবর্তী কোন ক্ষণের সমষ্টি সেই কর্মের ফলভোগ করে। তৃষ্ণা ও কর্ম বিনষ্ট হইলে এই ধারা বন্ধ হইয়া নির্বাণ-অবস্থা লাভ হয়।

বুদ্ধের মতে, দেহের নাশের সহিত জীবত্বের বিনাশ হয় না। মৃত্যুর পর দেবশরীর, মনুষ্য-শরীর, নারকীয় শরীর, প্রেত-শরীর ও পাশব শরীর —এই পঞ্চবিধ জন্মান্তর হয়। বুদ্ধের মতে, এই জন্মান্তর পুনর্জন্ম নহে, ইহা নব জন্ম। বুদ্ধদেব 'সাত্বত আত্মা' স্বীকার করেন না। বুদ্ধদেবের বিজ্ঞান-ধাতু—"বিঞ্ঞানং অনিদস্সনং অনন্তং সব্বতোপহং' (দীঘনিকায়, ১১) অর্থাৎ অদৃশ্য, অসীম, সর্বতোপহ। বুদ্ধদেবের মতে—রূপকায় (স্থূলদেহ) +নামকায় (সূক্ষ্মদেহ) + বিজ্ঞান = পুরুষ। আর পঞ্চ স্কন্ধের সমষ্টিই ভূতাত্মা (personality)। বুদ্ধের মতে সংসার—অনাদি, কিন্তু সান্ত। যে অবস্থায় চিত্ত সংস্কারহীন ও তৃষ্ণা নির্বাপিত হয়, তাহাই নির্বাণদশা। দেহ থাকা-কালে নির্বাণ লাভ হইতে পারে। ইহাকে 'সোপাধিশেষ নির্বাণ' বলা হয়। এইরূপ অবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তিই অর্হৎ-পদবাচ্য। দেহান্তে পরিনির্বাণ লাভ হয়; উহা 'অনুপাধিশেষ নির্বাণ'। নির্বাণাবস্থায় ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয়। এই নির্বাণ—অকথ্য ও অবর্ণ্য।[1] নির্বাণ—ভাবও নহে, অভাবও নহে। নির্বাণ-অবস্থায় কোনো জ্ঞানও নাই, কোনো প্রতীতিও নাই; প্রতীতি যে বিধ্বংস হইয়াছে, তাহারও বোধ নাই—স্বয়ং বুদ্ধ পর্যন্ত মায়ামরীচিকা।[2] নির্বাণকে কেহ কেহ পরম সুখ বলিয়াছেন,—"নিব্বাণং পরমং সুখং।" কিন্তু যেখানে সমস্ত ব্যক্তিত্বের বিনাশ, যেস্থানে কোনও অনুভূতিই নাই—জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান কিছুই নাই, সেস্থানে সুখের বা পরম সুখের কল্পনা আকাশকুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রবৎ কেবল আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা ব্যতীত আর কি? দুঃখের নিদান পঞ্চ স্কন্ধ-নিরোধের চেষ্টায় বাস্তব সুখ নাই, সুখবৈচিত্রীবোধ ত' দূরের কথা।

১। দীঘনিকায় ১৫; ২। নাগার্জুন-কৃত 'মাধ্যমিক কারিকা' দ্রষ্টব্য।

বৌদ্ধগণ বহু শাখায় বিভক্ত। পরস্পরের আচারের পার্থক্যই ঐরূপ বিভাগ সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু দার্শনিক মতের পার্থক্যের উপরই বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক—এই চারিটি শাখার উদ্ভব হইয়াছে।

গৌতম-বুদ্ধের নিজের রচিত কোনো গ্রন্থ নাই। পরবর্তিকালে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ বুদ্ধের যে সকল উপদেশ পালিভাষায় লিপিবদ্ধ করেন, তাহা তিনভাগে বিভক্ত—(১) সুত্তপিটক, (২) বিনয়পিটক ও (৩) অভিধম্মপিটক নামে প্রসিদ্ধ। পালিভাষায় রচিত ঐসকল গ্রন্থকে অবলম্বন করিয়া 'হীনযান' বৌদ্ধমত উৎপন্ন হয়। ইহার পরবর্তি-কালে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল বৌদ্ধ-গ্রন্থ রচিত হয়, তাহাতে মহাযান-মত প্রপঞ্চিত হয়। ঐ মতে বস্তু মাত্র যে কেবল ক্ষণস্থায়ী, তাহা নহে ; উহার কোন বাস্তব সত্তাই নাই। রজ্জুতে যেমন আমাদের সর্পভ্রম হয় এবং তথায় যেরূপ সর্প-প্রতীতি একেবারে সত্তাহীন প্রতীতিমাত্র, সেইরূপ সমগ্র জগৎ কেবল প্রতীতি-ভ্রম। এই মহাযানিক বৌদ্ধদর্শনের সহিত শঙ্কর-সম্প্রদায়ের মায়াবাদের ঐক্য আছে বলিয়াই শ্রীভাস্করাচার্য, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু ও অন্যান্য বৈদান্তিক আচার্যগণ মায়াবাদকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। মহাযান-শাস্ত্রের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, উভয়ের সহিতই মায়াবাদের সাদৃশ্য আছে। বিজ্ঞানবাদে বলা হইয়াছে, কেবল জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞেয়-বস্তু নাই। সমস্ত প্রতীতি—স্বপ্নের ন্যায় ভ্রমমাত্র। শূন্যবাদে এই ভ্রমকে অনির্বাচ্য বলা হইয়াছে। মায়াবাদের অপর নাম – অনির্বাচ্যবাদ।[১]

১। বিশেষ জানিতে হইলে গৌড়ীয় ১৮শ বর্ষ ২১ সংখ্যায় (৭ই পৌষ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)—'মায়াবাদকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা নাস্তিক্যবাদ বলা কি অসঙ্গত' এবং 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ও নাস্তিক্যবাদ-সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ'—প্রবন্ধদ্বয় দ্রষ্টব্য।

আধুনিক কালের কেহ কেহ বৌদ্ধমতকে নাস্তিকতার অপবাদ হইতে মোচন করিবার প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেবের শূন্যবাদটি 'নাস্তিবাদ' (Nihilism) নহে, উহা শঙ্করবেদান্তেরই অনুরূপ মত। কারণগুলি এই—(১) শ্রীশঙ্করাচার্যের 'সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ'-গ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে—"যং শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ" অর্থাৎ যাহা শূন্যবাদিগণের শূন্য, আর ব্রহ্মবিদ্গণের যাহা ব্রহ্ম।[১] (২) বুদ্ধদেব সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানিতেন। সেই ঈশ্বর জন্য-ঈশ্বর অর্থাৎ উপাধি-কল্পিত—যাহা পঞ্চদশীকারের মতে 'মায়া'-নাম্নী কামধেনুর বৎস[২]। যাহা শঙ্করবেদান্তের নিগু‘ণ ব্রহ্ম—যাহা বুদ্ধদেবের শূন্য, তাহাও জন্য নহে—নিত্য, সত্য, সনাতন। (৩) একাধারে জড়বাদী, উচ্ছেদবাদী (Nihilist), দৃষ্টবাদী (Positivist), সংশয়বাদী, হেতুবাদী (Rationalist), প্রেয়োবাদী (Hedonist), দেহবাদী, অনাত্মবাদী ও ইহসর্বস্ববাদী—চার্বাক ছিলেন আদর্শ নাস্তিক। বুদ্ধদেবের মত ঐরূপ আদর্শ নাস্তিক্য-বাদের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হওয়ায় বুদ্ধদেব নিশ্চয়ই আদর্শ আস্তিক। (৪) বুদ্ধদেব জীবঘাতি-যজ্ঞবিধায়ক বেদের নিন্দা করায় বেদনিন্দক হ'ন নাই। ঐরূপ বেদ-নিন্দা উপনিষদ্ ও গীতাতেও পাওয়া যায়।

বুদ্ধদেবকে এইরূপভাবে যে আস্তিক প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা চার্বাকের দেহ-সর্বস্ব-মতবাদ এবং শঙ্করবেদান্তের নির্বিশেষ মতবাদের তুলনামূলে অর্থাৎ চার্বাক-বাদকে আদর্শ নাস্তিক্য-মত এবং নির্বিশেষবাদকে আস্তিক্য-মত বা আদর্শ বেদান্তসিদ্ধান্তরূপে অনুমান করিয়াই উহাদের সহিত তুলনায় বৌদ্ধমত আস্তিক্য-মত বলিয়া স্থাপন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। বস্তুতঃ ঐ দুইটি মতবাদ অন্যান্য দার্শনিক-

১। সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ ৯৮০ সংখ্যা ; ২। পঞ্চদশী ৫।২৩৬ (বঙ্গবাসী-সং) ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

মতের বা ধর্মমতের নাস্তিকতা ও আস্তিকতা-নিরূপণের মানদণ্ড নহে। পরমেশ্বর মানার অর্থ কি? পরমেশ্বর মানি, অথচ তাঁহার সর্বশক্তিমত্তা, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতা, অবিচিন্ত্যশক্তিমত্তা স্বীকার করি না; পরমেশ্বরকে আমার ক্ষুদ্র ধারণার ছাঁচে ঢালিয়া আমার বিচারের কয়েদী করিয়া তাঁহাকে মানি—ইহা ঈশ্বর-মানা নহে; ইহা ভয়াবহ নাস্তিকতা। সচ্চিদানন্দ-পরাৎপরতত্ত্বের স্বরূপশক্ত্যানন্দের দিকে যে সিদ্ধান্ত যতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা ততটা আস্তিক সিদ্ধান্ত। অত্যন্ত স্থূলবুদ্ধি-ব্যক্তিগণের নিকট চার্বাক 'নাস্তিক' বলিয়া গৃহীত হইতে পারেন। কিন্তু চার্বাক হইতেও কোটিগুণ ভগবদ্বিরোধী নাস্তিকতা—যে সকল মতবাদের গতি নির্বিশেষবাদের দিকে ধাবিত, তাহাদের গর্ভেই সারগ্রাহী তত্ত্ববিদ্‌গণ লক্ষ্য করিয়াছেন। বৌদ্ধমত, জৈনমত ও ইহাদের প্রতিযোগী বা সহযোগী বিভিন্ন মতের চরম লক্ষ্য কি—সর্বাগ্রে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। সাংখ্য-পাতঞ্জলাদি পঞ্চদর্শন তথা বেদান্তদর্শনের উপর শাঙ্কর-শারীরকের নির্বিশেষপর সিদ্ধান্ত এবং ঐগুলিরই অসম্পূর্ণ ও বিকৃত প্রতিবিম্বস্বরূপ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দার্শনিক মতসমূহ একান্ত ভগবৎ-স্বরূপশক্ত্যানন্দের নিরুপাধিক বিলাস স্বীকার করিয়াছে কি, অথবা আধ্যক্ষিকতা ও নির্বিশেষগতিই উহাদের চরম লক্ষ্য?—ইহা নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

কপিলের সাংখ্যদর্শন

বৌদ্ধ ও জৈন-দর্শনের ন্যায় সাংখ্যদর্শনেও দুঃখ একটি প্রধান স্বীকৃত সত্য। দুঃখ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক-ভেদে ত্রিবিধ। এই দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইল তত্ত্বজ্ঞানলাভ। তত্ত্ব—২৫টি। প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, ১১টি ইন্দ্রিয়, ৫টি তন্মাত্র (অমিশ্র পঞ্চভূত) ও ৫টি মহাভূত —এই ২৪টি এবং পুরুষ মিলিয়া ২৫টি তত্ত্ব। পুরুষ এক হইলেও জন্ম-

মরণাদি অবস্থার ভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অধিষ্ঠান-হেতু প্রকৃতিস্থ পুরুষ অসংখ্য।[১] যেমন ঘটাদি-যোগে আকাশের নানাত্ব ঘটে, সেইরূপ পুরুষ স্বরূপতঃ এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন দেহে অধিষ্ঠান করায় বিভিন্ন হ'ন। পুরুষ— নিত্য, নির্গুণ ও বিভু-স্বভাব। ঘটাকাশ ইত্যাদি স্থলে যেরূপ উপাধির ভেদ হয়, ঘটরূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আকাশ, তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে ভেদ হয় না ; তদ্রূপ নিত্য, নির্গুণ, বিভুস্বভাব আত্মারও স্বরূপতঃ ভেদ হয় না, দেহরূপ উপাধি-সংযোগে আত্মা নানারূপে প্রতি-ভাত হ'ন মাত্র। লৌহ যেমন অগ্নির সন্নিকটস্থ হইলে অগ্নির দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতিও আত্মার সন্নিধানে থাকিয়া আত্মার চৈতন্য-গুণ প্রাপ্ত হয়। পুরুষ নিষ্ক্রিয় সাক্ষিমাত্র, তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত তাহার সুখ-দুঃখ ভোগ হয়। জ্ঞানোদয় হইলে সে সুখদুঃখ-ভোগের অতীত হইয়া মুক্ত হয়। পুরুষ ব্যতীত যে ২৪টি তত্ত্ব, তাহাই জগৎ। ইহাদের মধ্যে সকলের মূল— প্রকৃতি। প্রকৃতির আর এক নাম সমা অর্থাৎ ইহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমো নামক তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা। যখন এই প্রকৃতির বিক্ষোভ হয়, তখনই মহৎ-অহঙ্কারাদি-ক্রমে জগৎ-সৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতি—অচেতন ও জড় এবং সাম্যাবস্থায় নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি—পুরুষের সংস্পর্শে সক্রিয় হয়। পুরুষ প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য এবং প্রকৃতি পুরুষের কৈবল্য-সাধনের জন্য (প্রকৃতির স্বরূপে পুরুষের প্রকৃত অর্থসাধক যে কিছুই নাই, এই জ্ঞানোৎপাদনের জন্য) পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। অন্ধের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পঙ্গুর অন্ধকে চালনা করার ন্যায় প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি-কার্য নির্বাহিত হয়।[২] প্রকৃতি যেন দৃষ্টিশক্তি-হীন এবং পুরুষ—ক্রিয়াশক্তিহীন। পুরুষ যখন বুঝিতে পারে যে, প্রকৃতি

১। "জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্," "উপাধিভেদেঽপ্যেকস্য নানাযোগ আকাশস্যেব ঘটাদিভিঃ"—সাংখ্যদর্শন (১।১৪৯,১৫০); ২। সাংখ্যকারিকা ২১ শ্লোক।

তাহাকে বশ করিতে চাহে অর্থাৎ পুরুষের যখন তত্ত্বজ্ঞান হয়, তখন প্রকৃতি লজ্জিত হইয়া সরিয়া পড়ে। পুরুষ তখন মুক্ত হয়। রঙ্গালয়ের লোকদিগকে নৃত্য-প্রদর্শন করিবার পর নর্তকী যেরূপ স্বভাবতঃই নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষকে আপনার স্বরূপ প্রদর্শন করিবার পর নিবৃত্ত হয়।[১] ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বরের অর্থ—জগৎ-সৃষ্টিকারী। সেই ঈশ্বর যদি মুক্ত-পুরুষ হন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না; আর যদি বদ্ধ হ'ন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঈশ্বরই বলা যায় না। অতএব ঈশ্বর নাই। বেদাদি-শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের কথা পাওয়া যায়, তাহা মুক্ত-আত্মার প্রশংসামাত্র অথবা সিদ্ধগণের কথা। প্রকৃতিই এই জগৎ-সৃষ্টির কারণ। সাংখ্যের মতে শ্রুতিশাস্ত্র জগৎকে প্রধানেরই কার্য্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২] নিরীশ্বর-কপিল ঈশ্বর মানেন না, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। তাঁহার মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ—এই তিন প্রকার প্রমাণ।

এই পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ববাদী অগ্নিবংশজ ঋষি নিরীশ্বর-কপিল—শ্রীমদ্-ভাগবতোক্ত ষড়্বিংশতি-তত্ত্বাত্মক সাংখ্য-সিদ্ধান্তের মূল প্রবর্তক ও কীর্তনকারী ভগবদবতার শ্রীদেবহূতিনন্দন শ্রীকপিলদেব হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকপিল—ভগবত্তত্ত্ব; তাঁহাতে ভ্রম-প্রমাদ নাই।

পতঞ্জলির যোগদর্শন

চিত্তবৃত্তির নিরোধকে যোগ বলে।[৩] চিত্ত—প্রখ্যা (জ্ঞান), প্রবৃত্তি (ক্রিয়া) ও স্থিতি (আলস্য) এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধ

১। সাংখ্যকারিকা ৫৯ ; ২। (ক) 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ'—সাংখ্যসূত্র ১।৯২, 'মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ'—ঐ, ১।৯৩, 'মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা, উপাসা সিদ্ধস্য বা'—ঐ, ১।৯৫, এতদ্ব্যতীত ঐ, ৫।২—১২ সূত্র দ্রষ্টব্য ; (খ) "প্রকৃতিরেব কারণং ন প্রকৃতেঃ কারণান্তরমস্তি। ন কিঞ্চিদীশ্বরাদিকারণমস্তীতি মে মতি ভবতি ॥"—গৌড়পাদকৃত সাংখ্যকারিকা-ব্যাখ্যা ৬১তম সংখ্যা, Published under the auspices of the Bengal Theosophical Society, Calcutta, 1889. ৩। যোগসূত্র ১।২

স্বভাব ও গুণ-সম্পন্ন। চিত্তের জ্ঞানাত্মক সত্ত্বাংশে যখন অল্পমাত্রও রজোগুণ থাকে না, তখন চিত্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সত্ত্ব হইতে পুরুষ ভিন্ন—এইমাত্র জ্ঞান অবস্থিত থাকে। চিত্ত তখন 'ধর্মমেঘ'-নামক ধ্যান-পরায়ণতা লাভ করে। যোগিগণ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ 'প্রসংখ্যান' (সম্যক্ বিবেক-জ্ঞান) বলেন। পতঞ্জলির মতে, কেবল জ্ঞানের দ্বারা চিত্ত ধ্বংস হয় না ; যোগপ্রণালী অবলম্বন করিলে চিত্ত যখন বিশীর্ণ হইয়া যায়, উহার বৃত্তি সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়, তখনই চিত্ত বিনষ্ট হয়।

এই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের আট প্রকার প্রণালীর মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করিলেই চিত্ত নিরোধ হইতে পারে ;—(১) অভ্যাস ও বৈরাগ্য[১], (২) ঈশ্বরের উপাসনা[২], (৩) প্রাণায়াম[৩], (৪) নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা[৪], (৫) হৃৎপদ্মে ধারণা[৫], (৬) নিষ্কাম মহাপুরুষের ধ্যান[৬], (৭) স্বপ্নে মূর্তিবিশেষের কিম্বা সাত্ত্বিকবৃত্তির আশ্রয়[৭], (৮) নিজের রুচি-অনুযায়ী যে কোনো বিষয়ের ধ্যান।[৮]

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটিকে যোগাঙ্গ বলা হয়।[৯] তন্মধ্যে প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ সাধন এবং শেষোক্ত ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন।[১০] ধ্যান পরিপক্ক হইয়া ধ্যেয়বস্তুর সহিত চিত্তের যখন ভেদ-বুদ্ধিশূন্য হয় অর্থাৎ চিত্ত কেবল ধ্যেয় বিষয়াকারেই ভাসমান হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলে।[১১] এই সমাধি দুই প্রকার—সবীজ ও নির্বীজ। সবীজ-সমাধিতে চিত্তের অবলম্বন থাকে অর্থাৎ তখন চিত্তের অতিসূক্ষ্ম সাত্ত্বিক-বৃত্তি থাকিয়া যায়। এই সবীজ-সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত

১। যোগসূত্র ১।১২ ; ২। ঐ, ১।২৩ ; ৩। ঐ, ১।৩৪ ; ৪। ঐ, ১।৩৫ ; ৫। ঐ, ১।৩৬ ; ৬। ঐ, ১।৩৭ ; ৭। ঐ, ১।৩৮ ; ৮। ঐ, ১।৩৯ ; ৯। ঐ, ২।২৯ ; ১০। ঐ, ৩।৭ ; ১১। ঐ, ৩।৩

সমাধি।[১] নির্বীজ-সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তির বিলুপ্তি ঘটে, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে ; এজন্য উহাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।[২]

সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজ-সমাধি আবার সবিতর্ক, নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচারভেদে চতুর্বিধ।[৩] ইহাদেরও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্বীজ সমাধি হয়।[৪]

পাতঞ্জলদর্শন চারি পাদে বিভক্ত। এই চারি পাদের নাম যথাক্রমে—সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথম পাদে যোগের উদ্দেশ্য, লক্ষণ, উপায় ও প্রকারভেদ ; দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্মফল, কর্মফলের দুঃখত্ব, হেয় (অনাগত দুঃখ), হেয়হেতু (হেয় সংসার-বন্ধনের নিদান), হান (অবিদ্যার অভাবে সংযোগাভাব) ও হানোপায় (প্রকৃতিপুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান) ; তৃতীয় পাদে যোগের অঙ্গ, পরিণাম, অণিমাদি ঐশ্বর্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ পাদে কৈবল্য বা মুক্তির কথা দৃষ্ট হয়।

ঈশ্বর—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও আশয়ের দ্বারা অনভিভূত ও অস্পৃষ্ট পুরুষবিশেষ।[৫] ক্লেশ—পাঁচ প্রকার ; যথা—অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান), অস্মিতা (পুরুষ ও বুদ্ধির অভেদ-প্রতীতি), রাগ (সুখভোগবিষয়ে আসক্তি), দ্বেষ (দুঃখভোগ হইতে জাত বিরক্তি), অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়), কর্ম (পাপ ও পুণ্য), বিপাক (কর্মফল, ইহা ত্রিবিধ—জন্ম, আয়ু ও ভোগ), আশয় (বিপাকের অনুরূপ সংস্কার)।

পতঞ্জলির যোগদর্শনে কপিলের সমস্ত তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়া তদুপরি ষড়্‌বিংশতি তত্ত্বরূপে পুরুষবিশেষ ঈশ্বরের কথা আছে। কিন্তু এই ঈশ্বর জীব-জগতের কারণ নহেন। সৃষ্টি-বিষয়ে তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই। সাংখ্যের প্রকৃতিই—মূলকর্ত্রী, সাংখ্যের মুক্তিই পতঞ্জলির অভিপ্রেত।

১। যোগসূত্র ১।১৭ ; ২। ঐ, ১।১৮, ৩। ঐ, ১।৪২—৪৬ ; ৪। ঐ, ১।৫১
৫। ঐ, ১।২৪

অনেকে নিরীশ্বর কপিলের সাংখ্যমতকে 'নিরীশ্বর সাংখ্যযোগ', আর পতঞ্জলির যোগকে 'সেশ্বর সাংখ্যযোগ' বলেন। কারণ, দার্শনিক প্রধান বিচার্যবিষয়সমূহে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নাই। সাংখ্য—প্রমাণমূলে ঈশ্বর অসিদ্ধ বলিয়া প্রকারান্তরে ঈশ্বরকে অস্বীকার করিয়াছেন ; আর পতঞ্জলি বিকল্পে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন—এইমাত্র উভয়ের মধ্যে ভেদ। পতঞ্জলির এই ঈশ্বর-স্বীকৃতি সহজভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত নহে। চিত্ত-বৃত্তির নিরোধরূপ সমাধি কি ভাবে হয়, এই প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য উপায়ের মধ্যে 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা'[১] অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধান (উপাসনা) হইতেও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে, ইহা বলা হইয়াছে।

যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর সাধনকালে কতকগুলি অলৌকিক শক্তি লাভ হয়, তাহা বিভূতি বা সিদ্ধি নামে প্রসিদ্ধ। সমাধি-রহিত ব্যক্তি-গণের পক্ষে উহা বিভূতি বলিয়া গণ্য হইলেও সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে তাহা উপসর্গ।[২]

পতঞ্জলি ঋষির প্রপঞ্চিত যোগ—'রাজযোগ' নামে খ্যাত। হঠদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থে হঠযোগের (হঠাৎ বা বলাৎকারের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয় বলিয়া ঐ নাম) কথা পাওয়া যায়। হঠযোগের ক্রিয়া অধিকাংশই দেহনিষ্ঠ। ধৌতি, বস্তি, নেতি প্রভৃতি ষট্‌কর্মের দ্বারা শরীরের শোধন, আসনের দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রা-দ্বারা শরীরের স্থৈর্য, প্রত্যাহারের দ্বারা দেহের ধৈর্য, প্রাণায়ামের দ্বারা শরীরের লঘুতা, ধ্যানের দ্বারা ধ্যেয়ের সাক্ষাৎকার ও সমাধির দ্বারা নির্লিপ্ততা লাভ হয়—এই সপ্ত-সাধনসম্পন্ন হঠযোগী পরিণামে মুক্তি লাভ করেন।

রাজযোগের চরম লক্ষ্য হইল কৈবল্য বা কেবলাবস্থালাভ। যখন গুণসমূহ পুরুষার্থশূন্য হওয়ায় উহাদিগের গুণরূপে অবস্থিতি বিনষ্ট হয়,

১। যোগসূত্র ১।২৩ ; ২। ঐ, ৩।৩৭

তখন সেই অবস্থাকে অথবা চিতিশক্তি বা চৈতন্যের স্বরূপে অবস্থানকে 'কৈবল্য' বলে। বুদ্ধিসত্ত্বার সহিত সম্বন্ধরহিত হইয়া কেবল চিতিশক্তি-রূপে (চৈতন্যমাত্ররূপে) পুরুষের অবস্থানকেই স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা ও সেই অবস্থায় নিত্য অবস্থানকে কৈবল্য বলা হয়। সাংখ্যের ন্যায় যোগ-মতেও কৈবল্যে জীবের অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি হয়। কিন্তু দুঃখনিবৃত্তির পর পরমানন্দকন্দ পুরুষোত্তম ও তাঁহার নিত্য উপাসক ও উপাসনার অস্তিত্ব না থাকায় বাস্তব সুখপ্রাপ্তিরও কোনো প্রসঙ্গ নাই।

অক্ষপাদ গৌতমের ন্যায়দর্শন

অক্ষপাদ গৌতম বা গোতম * ঋষির ন্যায়দর্শনে একুশ প্রকার দুঃখের কথা আছে। শরীর, ছয় ইন্দ্রিয়, ছয়টি বিষয়, ছয় প্রকার বুদ্ধি—এই ঊনিশ প্রকার দুঃখ-স্থান, 'দুঃখ' নামে কথিত। (২০)—সুখও দুঃখেরই পরিণাম বলিয়া দুঃখেরই সমান ; তাহা ছাড়া (২১)—দুঃখ নিজ-স্বরূপে ত' বিদ্যমান আছেই।

ন্যায়সূত্রে ষোলটি পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে,--(১) প্রমাণ [যথার্থ জ্ঞানের উপায়], (২) প্রমেয় [যথার্থ জ্ঞানের বিষয়], (৩) সংশয়, (৪) প্রয়োজন, (৫) দৃষ্টান্ত, (৬) সিদ্ধান্ত, (৭) অবয়ব [অনুমানের অঙ্গীভূত বাক্য (premises of an inference)], (৮) তর্ক [অজ্ঞাত বিষয় জানিবার জন্য হেতু প্রভৃতির অনুসন্ধান], (৯) নির্ণয় [মীমাংসা], (১০)

---

* স্কন্দপুরাণে (মাহেশ্বরখণ্ডে কুমারিকা-খণ্ড, ৫৫তম অ, ৫ম শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং) —অক্ষপাদকে অহল্যার পতি এবং মহাভারতে (শান্তি-প, মোক্ষ ২৭২।৯, কুম্ভ-কোণম্, মধ্ববিলাস-সং)—অহল্যার পতির নাম মেধাতিথি বলিয়া উল্লিখিত আছে। এজন্য মেধাতিথিই-- অক্ষপাদ গোতম বলিয়া অনেকে মনে করেন। গৌতম ও গোতম, এই দুইটি নাম গোত্রানুসারী। গোতম কোন সময়ে বেদব্যাসকে দর্শন করিবার জন্য যোগবলে স্বীয় পদদেশে চক্ষুরিন্দ্রিয় সৃষ্টি করায় তখন হইতে তিনি অক্ষপাদ নামে খ্যাত হন, এইরূপ প্রবাদ আছে।

বাদ [বিচার], (১১) জল্প [প্রতিপক্ষকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা], (১২) বিতণ্ডা [উদ্দেশ্যহীন তর্ক] (১৩) হেত্বাভাস [যাহা হেতু নয় অথচ দেখিতে আপাততঃ হেতুর মত (fallacy)], (১৪) ছল [অন্যের ব্যবহৃত বাক্যের কদর্থ করা বা নানাভাবে প্রতারণার চেষ্টা (quibble)], (১৫) জাতি [পরমত-খণ্ডন] ও (১৬) নিগ্রহস্থান [যে যে বিষয়ে প্রতিপক্ষ পরাজিত হইল, তাহার নির্দেশ]। এই ১৬টি পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তিদোষ ও মিথ্যা-জ্ঞানের মধ্যে শেষোক্তটির (মিথ্যা-জ্ঞানের) বিনাশ হইলে তৎপূর্ব-পূর্বগুলির ক্রমে নাশ হয়। সর্বশেষ দুঃখের আত্যন্তিক নাশে অপবর্গ লাভ হয়।[১]

ন্যায়মতে আত্মা—সর্বব্যাপী। ইহার কোন গুণ নাই। মনের সহিত এবং মনের দ্বারা বিষয়ের সংস্পর্শে জ্ঞান, ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি বিবিধ গুণ আত্মায় উৎপন্ন হয়। ষোড়শ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান হইলে মিথ্যা-জ্ঞান দূর হয়। মিথ্যা-জ্ঞান ধ্বংস হইলে রাগ-দ্বেষাদি থাকে না এবং কর্মে প্রবৃত্তি হয় না। কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে আত্মার দেহ ও মনের সহিত সম্পর্ক থাকে না। সুতরাং সে অবস্থায় আত্মার কোনো জ্ঞান বা কোনো সুখ-দুঃখ থাকে না। ন্যায়দর্শনের মতে, ক্লেশের অভাবই হইল অপবর্গ। ইহাতে বাস্তব সুখের কোনো কথা নাই।

ন্যায়দর্শনে জগতের কর্তৃরূপে[২] ঈশ্বরের কথা উত্থাপিত হইয়াছে। জগৎ—কার্য; কার্যের একজন কর্তা থাকা আবশ্যক। ঈশ্বর ব্যতীত উপযুক্ত কর্তা আর কেহ হইতে পারেন না। অতএব ঈশ্বর আছেন। কর্তা, উপকরণ ছাড়া কার্য করিতে পারেন না। ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির উপকরণ—পরমাণুসমূহ। বৈশেষিক দর্শনেরও এই মত। ন্যায়দর্শনের মতে জগৎকারণ ঈশ্বরকে না দেখিলেও তাঁহার অস্তিত্ব মানিতে হয়।

১। ন্যায়সূত্র ১।১।২, ২১,২২, ৪।১।৬৩, ৪।২।৩৭—৪৫ ; ২। ঐ, ৪।১।১৯—২১

বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, অথচ এই অঙ্কুরটি যে নির্মাণ করিল, সেই কর্তাকে দেখিতে না পাইয়াও যেরূপ অঙ্কুরটির কোন কর্তা আছে (কার্য থাকিলেই কারণ আছে)—মানিয়া লইতে হয়, সেইরূপ ঈশ্বরকে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কারণ থাকিলেই যে সেই কারণটি কোনও শরীরী হইবে, এরূপ নহে। সুতরাং, ঈশ্বর—জগতের কর্তা হইলেও যে ঈশ্বরের দেহ থাকিবে, তাহা নহে। ঈশ্বর—কর্মফলের বিধাতা। তিনি পরমাণুদিগকে চালিত করিয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বেদও সৃষ্টি করিয়াছেন।

ন্যায়শাস্ত্রের আর একটি নাম—'আন্বীক্ষিকী বিদ্যা' অর্থাৎ যে শাস্ত্র অন্বীক্ষা বা পর্যালোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত স্থাপন করে। ন্যায়দর্শন—অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রের ন্যায়ই অনাদিসিদ্ধ। মহর্ষি গৌতম সূত্র-রচনার দ্বারা ঐ দর্শনকে শৃঙ্খলিত করিয়াছেন, এই মাত্র।[১] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে আন্বীক্ষিকীকে 'সর্বশাস্ত্রের প্রদীপ' বলা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকে বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন।

ন্যায়শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়—যুক্তিতর্কের নিরূপণ। নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিটি প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। অনুমান-সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। অনুমানের ও উহার পঞ্চ অবয়বের বিচার ন্যায়-শাস্ত্রের একটি বিশেষ কৃতিত্ব। মল্লযুদ্ধে (কুস্তিতে) জয়ী হইতে হইলে শারীরিক বল অপেক্ষা যেরূপ কৌশলের (প্যাঁচের) অধিক কার্যকারিতা দৃষ্ট হয়, সেরূপ প্রতিপক্ষকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের

১। মহাভারতে দৃষ্ট হয়, বেদবিদ্যার ন্যায় আন্বীক্ষিকী বা ন্যায়বিদ্যা মানবসমাজের কল্যাণার্থ পরমেশ্বর কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে।—মহাভারতে শান্তিপর্ব, ৫৯তম অধ্যায়, ২৮—৩৩ শ্লোক, বঙ্গবাসী-সং ১৮২১ শকাব্দা।

পরিভাষা ও যুক্তিতর্কের কৌশল বিশেষ কার্যকরী। বৌদ্ধ তার্কিক-গণের সহিত তর্কযুদ্ধ করিবার সময় ইহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল।

শ্রীশঙ্করাচার্যের কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডনার্থ শ্রীমধ্বাচার্য ও তাঁহার অনুগত সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচ্য-দর্শনের ইতিহাসে মাধ্বন্যায়ের কূটতর্ক ও সূক্ষ্ম যুক্তি অদ্বিতীয়। শ্রীমধ্বা-চার্যের কথালক্ষণ ও ন্যায়বিবরণ, শ্রীজয়তীর্থের ন্যায়সুধা, শ্রীব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃত, তর্কতাণ্ডব প্রভৃতি গ্রন্থ, শ্রীবাদিরাজের সুধাটিপ্পনী, যুক্তিমল্লিকা, শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থের সুধাপরিমল প্রভৃতি মাধ্বন্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। শ্রীব্যাসতীর্থ তাঁহার তর্কতাণ্ডবে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির বিভিন্ন বিষয় সুতীব্রভাবে খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃতের অভূতপূর্ব তর্কবাণে কেবলাদ্বৈতবাদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। তজ্জন্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকে 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থ লিখিতে হইয়াছিল। মাধ্ব-মতানুসারী নারায়ণ-ভট্টের[১] শিষ্য বঙ্গদেশীয় 'চক্রবর্তি'-উপাধি-ধৃক্ পূর্ণা-নন্দ-কবি তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—ষড়্দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, বৈশেষিক, ন্যায়, যোগ ও মীমাংসা দর্শনে জীব

১। সম্প্রতি ২০০৮ সম্বৎ শ্রীব্রজমণ্ডলের কুসুমসরোবর হইতে প্রকাশিত শ্রীনারা-য়ণ-ভট্ট গোস্বামিকৃত শ্রীব্রজভক্তিবিলাস-নামক গ্রন্থের ভূমিকায় তৎসম্পাদক শ্রীকৃষ্ণ-দাসজী শ্রীনারায়ণ-ভট্টের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন ;—শ্রীনারায়ণভট্ট দক্ষিণ মাদুরার অধিবাসী ভৈরব-নামক এক মাধ্বমতাবলম্বী কৃষ্ণভক্ত তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬০২ সংবতে ব্রজে আগমন করিয়া আনুমানিক ১৭০০ সংবতের পূর্বে ব্রজরজঃ লাভ করেন। শ্রীনারায়ণভট্ট শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীরাধা-কুণ্ডস্থ শ্রীমদনমোহন-সেবক শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীজীর শিষ্য হইয়াছিলেন এবং পিতৃদেবের সম্বন্ধে আপনাকে শুদ্ধদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বাচার্যের পারম্পর্যে গৌড়ীয়বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিতেন। কথিত হয়, এই নারায়ণভট্টের নিকটই গৌড়পূর্ণানন্দ দ্বৈতমতের উপদেশ লাভ করেন।

ও পরমাত্মার অত্যন্ত ভেদ স্বীকৃত হইয়াছে। কেবল বেদান্তশাস্ত্রেই কি ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ—এই ত্রিবিধ বিচিত্র বিচার শ্রবণ করিব ? অর্থাৎ তাঁহার মতে অন্যান্য পঞ্চ দর্শনের ন্যায় ষষ্ঠ বেদান্তদর্শনেও কেবল-ভেদবাদই প্রকৃত সিদ্ধান্ত। শঙ্করের অভেদ বা ভট্টভাস্করের ভেদাভেদ—বেদান্তসিদ্ধান্ত নহে।[১] এই গৌড়পূর্ণানন্দ কবিকে কেহ কেহ মাধ্বমতানুসারী নৈয়ায়িক বলিয়াছেন। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপাদ গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে মাধ্ব ন্যায়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যে মূল পদার্থ-তত্ত্বের আলোচনায়ই প্রধানভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ—এই চারিখণ্ডাত্মক তত্ত্বচিন্তামণি-নামক এক বিস্তৃত প্রমাণ-গ্রন্থ প্রচার করেন। পূর্বতন নৈয়ায়িকগণ ষোলটি পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু গঙ্গেশ কেবল প্রমাণ স্বীকার করিলেন। উক্ত চারিটি প্রমাণরূপ ভিত্তির উপরই নব্যন্যায়-শাস্ত্রের সৌধ নির্মিত হইয়াছে। নব্যন্যায়ের কোন কোন স্থানে মূল পদার্থতত্ত্বের অতিসংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হইলেও উহা উল্লেখযোগ্য নহে। গঙ্গেশ মহর্ষি গৌতমের মতও স্থানবিশেষে খণ্ডন করিয়াছেন। নব্য-নৈয়ায়িকগণ বাক্য লইয়া বিচার, লক্ষণসমূহের ও বিশেষণপদের খণ্ডন ও ধীশক্তির ব্যায়ামের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। নব্যনৈয়ায়িকগণের প্রধান চেষ্টাই হইয়াছিল, এরূপ শব্দ বা ভাষা আবিষ্কার করা, যাহাদ্বারা চুলচেরাভাবে, নিখুঁতরূপে যাহা বক্তব্য, তাহা প্রকাশ করা যায়। গঙ্গেশ নব্যন্যায়ের প্রবর্তক হইলেও উহার সংস্থাপক নহেন। তাঁহার পুত্র বর্ধমান, তৎপরে

১। বেনারস-কলেজ হইতে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর, প্রকাশিত 'পণ্ডিত'-পত্রে মুদ্রিত 'তত্ত্বমুক্তাবলী' ৭৯—৮১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পক্ষধর মিশ্র, রুচিদত্ত, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি, জয়রাম তর্কালঙ্কার, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, গদাধর ভট্টাচার্য, দিনকর মিশ্র-প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ নব্যন্যায়ের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছেন।

মিথিলা-নিবাসী উদয়নাচার্য প্রাচীন ন্যায় ও নব্যন্যায়ের সন্ধিস্থলে আবির্ভূত হন। ন্যায়শাস্ত্রের যে অভিনব সম্প্রদায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়কে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল, উহার বীজ উদয়নাচার্যের কয়েকটি গ্রন্থ-মধ্যে নিহিত ছিল বলিয়া কেহ কেহ উদয়নাচার্যকেই নব্যন্যায়ের আদি-পুরুষ বলেন। উদয়নের অভ্যুদয়-কালের উর্ধ্বতন সীমা ১০৫০ খ্রীষ্টাব্দ।[১] সার্বভৌম ভট্টাচার্য বঙ্গদেশে নবদ্বীপে নব্যন্যায়ের প্রথম প্রবর্তকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ছাত্র ছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সময়ে এবং পূর্বে নব্যন্যায়ের বহু গৌড়ীয়-গ্রন্থের অস্তিত্ব মিথিলার গ্রন্থকারগণই প্রমাণিত করিয়াছেন। সুতরাং রঘুনাথ নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিবার জন্য মিথিলায় যান নাই। শ্রীনিমাই পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের চতুষ্পাঠীতে রঘুনাথ শিরোমণি ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের সহাধ্যায়ী ছিলেন, এই প্রচলিত গল্পটি অমূলক। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁহার পিতৃদেব বিশারদের নিকটই নব্যন্যায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং তিনিও অধ্যয়নের জন্য মিথিলায় যান নাই।[২]

সার্বভৌম ভট্টাচার্য প্রাচীন ও নব্যন্যায়ের এবং ষড়্দর্শনের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন।[৩] তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের চরণাশ্রয়ের পূর্বে নবদ্বীপে

১। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত 'বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা'র অবতরণিকা ৫ম পৃষ্ঠা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ১৯৫২ খ্রীঃ; ২। ম ম ফণীভূষণ তর্কবাগীশ-কৃত ন্যায়পরিচয়ের ভূমিকা, ১৯ পৃষ্ঠা ও 'বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা, ৩৬—৪২ পৃষ্ঠা; ৩। জলেশ্বর বাহিনীপতি-কৃত শব্দালোকোদ্দ্যোতের ১ম শ্লোক।

অবস্থানকালে গঙ্গেশ উপাধ্যায়-কৃত তত্ত্বচিন্তামণির উপর টীকা[১] এবং বেদান্তের উপর অদ্বৈতমকরন্দ-টীকা[২] রচনা করিয়াছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পৌত্র (জলেশ্বর বাহিনীপতির পুত্র) স্বপ্নেশ্বর শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্য, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর প্রভা-নাম্নী টীকা, ন্যায়শাস্ত্রে 'ন্যায়তত্ত্ব-নিকষ' ও বেদান্তশাস্ত্রে 'বেদান্ততত্ত্ব-নিকষ'-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[৩] সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতিও মহানৈয়ায়িক ও মীমাংসাশাস্ত্রের গ্রন্থকার ছিলেন।[৪] এতদ্ব্যতীত শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদ তাঁহার পদ্যাবলী-গ্রন্থে বাহিনীপতির রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলাপর একটি শার্দূলবিক্রীড়িত-ছন্দাত্মক শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন।[৫] এই বাহিনীপতি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র জলেশ্বর বাহিনীপতি হইতে পারেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভুর আত্মজ শ্রীবলরামের বংশে রাধামোহন বিদ্যা-বাচস্পতি (সপ্তম-অধস্তন)[৬] নব্যন্যায়-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিশ্বনাথের ন্যায়সূত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া নবীনভাবে ন্যায়সূত্র-বিবরণ-গ্রন্থ এবং কুসুমাঞ্জলি-কারিকার 'হরিদাসী টীকা'র উপর 'ব্যাখ্যা-

---

১। বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ৪২ পৃঃ; ২। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী প্রভুপাদ-সম্পাদিত বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি, ১ম সংখ্যা, ৩৮ পৃষ্ঠায় পুরীর গোবর্ধনমঠের পুঁথি-তালিকার ৪৮ সংখ্যায় উক্ত অদ্বৈতমকরন্দ-টীকার নাম পাওয়া যায়। প্রভুপাদ স্বচক্ষে সেই টীকা দর্শন করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণীর মধ্যেও (L ২৮৫৪) উক্ত নাম দৃষ্ট হয়; বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা ৪১ পৃঃ ও ফণীভূষণ তর্কবাগীশকৃত ন্যায়-পরিচয়-ভূমিকা ৫৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য; ৩। শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য, মহেশচন্দ্র পাল-সং, ১০৯ পৃঃ; ন্যায়-পরিচয়ের ভূমিকা ৫৫ পৃঃ ও বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা ৪৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য; ৪। বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা ৪৩ পৃঃ; ৫। শ্রীপদ্যাবলী ৩১৭তম শ্লোক; ৬। রাধামোহন—শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের সপ্তম অধস্তন; যথা—শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, বলরাম, মধুসূদন, নরোত্তম, শ্রীরাম, রামানন্দ, রাধামোহন।—কুলশাস্ত্র-দীপিকা, ২৬৩,২৬৪ পৃষ্ঠা প্রভৃতি ও বঙ্গে নব্যন্যায়-চর্চা ২৩৭ পৃঃ।

প্রকাশ'-নামক উপটীকা রচনা করেন। তিনি নব্যন্যায়ের পত্রিকা রচনা করিয়া সর্বত্র প্রচার করেন।[১]

ঔলূক্য কণাদের বৈশেষিক দর্শন

উলূকের পুত্র (ঔলূক্য) কণাদ বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। তিনি তণ্ডুলকণা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন; এজন্য তাঁহার নাম কণাদ হইয়াছে। কণাদ—অভ্যুদয় (সমুন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স (আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি) যাহা হইতে লাভ হয়, তাহাকেই ধর্ম বলিয়াছেন। যে সকল দ্রব্যের তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তিলাভ হয়, তাহাদের নাম পদার্থ। পদার্থ ছয়টি--দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য[২], বিশেষ ও সমবায়[৩]। ইহা ছাড়া কণাদ অভাবের চারি প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। যথা—(১) প্রাক্-অভাব, যেমন—ঘটনির্মিত হওয়ার পূর্বে উহার অভাব; (২) ধ্বংস-অভাব—ঘটটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে উহার যে অভাব হয়, তাহা; (৩) অন্যোহন্য-অভাব – মনুষ্যত্বে প্রস্তরত্বের এবং প্রস্তরত্বে মনুষ্যত্বের যে পরস্পর অভাব, তাহা; (৪) অত্যন্ত অভাব—যে জিনিষের অস্তিত্ব মোটেই নাই, কোন দিনই ছিল না বা থাকিতে পারে না বলিয়া বিবেচনা করা যায়। যেমন—ঘোড়ার ডিম, আকাশ-কুসুম ইত্যাদি।[৪]

১। বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, ২৪০,২৪১ পৃঃ; কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-কৃত 'শান্তিপুর-পরিচয়, ২য় ভাগ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ, ৬৫৬—৬৬৯ পৃঃ; ২। সামান্য ও বিশেষের মধ্যে একটা আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে। সকল গাভীতেই গো-ত্ব সমান আছে, সুতরাং গাভীতে সেই গোত্ব সামান্য; কিন্তু অন্য প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করিলে গাভীর উহা বিশেষ। কারণ, গোত্বের দ্বারাই অ-গো হইতে গাভীকে বিশিষ্ট বা পৃথক্ করা হয়; ৩। দ্রব্যের মধ্যে গুণ ও কর্ম আছে, কিন্তু উহাদের দ্রব্যের বাহিরে স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার শক্তি নাই। গুণ ও কর্মের সহিত দ্রব্যের যে আধার ও আধেয়-সম্বন্ধ, তাহাই সমবায়; ৪। বৈশেষিক দর্শন, ৯ম অধ্যায়, ১ম আহ্নিক দ্রষ্টব্য।

বৈশেষিকমতে প্রমাণ দ্বিবিধ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। বৈশেষিক দর্শনে আত্মার ব্যক্তিত্ব ও বহুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মা তাহার কৃতকর্মের জন্য যাহা অর্জন করে, তাহার নাম অদৃষ্ট। সুতরাং অদৃষ্ট—কৃতকর্মের সঞ্চিত শক্তি। আত্মার দেহত্যাগ ও নূতন দেহে প্রবেশ প্রভৃতি কার্য উক্ত অদৃষ্টের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অদৃষ্টের বিনাশ হইলেই আত্মার গতি ঊর্ধ্ব হয় এবং আত্মা মুক্ত হইতে পারে। জগতের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের আলোচনা বৈশেষিক দর্শনে নাই। সৃষ্ট বা দৃশ্যমান জগতের পদার্থসমূহের প্রাথমিক জ্ঞান-প্রদান করাই বৈশেষিক দর্শনের প্রধান উদ্দেশ্য। "তদ্বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্"[১], এই সূত্রে 'তৎ' এই সর্বনামের দ্বারা ঈশ্বরকে লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া কোন কোন টীকাকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বৈশেষিক সূত্রের অন্যত্র[২], মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ জীব বেদকথিত অদৃশ্য দেবতা এবং বেদবক্তা ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা ইঙ্গিতে পাওয়া যায়। যথা—"সংজ্ঞাকর্ম ত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্।"[৩] অর্থাৎ মনুষ্য-গণ হইতে শ্রেষ্ঠ জীব অদৃশ্য দেবতাগণ যে আছেন, তাহা বেদে কথিত তাঁহাদিগের নাম ও কর্ম হইতে জানা যায়। "প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্মণঃ"[৪] – বেদোক্ত দেবতাগণের নাম ও কর্ম অবশ্য বেদবক্তা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন

১। বৈশেষিক দর্শন ১।১।৩; টীকাকার এই সূত্রের এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—"তদ্বচনাৎ তেনেশ্বরেণ প্রণয়নাৎ আম্নায়স্য বেদস্য প্রামাণ্যম্॥" অর্থাৎ জাগতিক সকল বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের দ্বারা গঠিত। সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অবয়বকে পরমাণু বলে। পরমাণুসমূহও বিভিন্ন জাতীয়। ইহারা প্রত্যেকে এক একটি 'বিশেষ'—ইহাদের মধ্যে এমন কিছু ধর্ম আছে, যাহার দ্বারা এক পরমাণু হইতে অপর পরমাণুর পার্থক্য স্থাপিত হয়। এই দর্শনে এই বিশেষ পদার্থ উপদিষ্ট হওয়ায় ইহাকে 'বৈশেষিক দর্শন' বলে; ২। ঐ, ২।১।১৮,১৯; ৩। ঐ, ২।১।১৮; ৪। ঐ, ২।১।১৯

—এইটুকু মাত্র বৈশেষিকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা। বৈশেষিক ক্রমশঃ ন্যায়ের সঙ্গে বা উভয়ে উভয়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে।

পরমাণু-কারণবাদ

কণাদের (বৈশেষিক) ও গৌতমের (ন্যায়) মতকে আরম্ভবাদ বা পরমাণু-কারণবাদ বলা হয়। পরমাণু (পরম+অনু=ক্ষুদ্রতম নিরংশ) হইতে দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে ক্রমশঃ স্থূলতর হইয়া এই বিরাট্ বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। পরমাণু এত সূক্ষ্ম পদার্থ যে তাহা মানুষের চক্ষুর দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায় না; সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে প্রত্যক্ষ দৃশ্য কোনও পদার্থই ছিল না। অসৎ হইতে সতের সৃষ্টি হইয়াছে। এজন্যই ইহার নাম—অসৎ-কার্যবাদ; ইহাই আরম্ভবাদের মূল। সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারি প্রকার পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, মন, ঈশ্বর ও অসংখ্য জীবাত্মা—এই কয় প্রকার চক্ষুর অগোচরীভূত নিত্য বস্তু বর্তমান ছিল। সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্বক্ষণে অতিসূক্ষ্ম পরমাণু-সকল পরস্পর মিলিত হইয়া ক্রমশঃ স্থূল, স্থূলতর ও স্থূলতম পৃথিবী উৎপাদন করিতে থাকে। ন্যায়সূত্রে[১] বলা হইয়াছে,—ব্যক্ত (অর্থাৎ যাহা অব্যক্ত বা প্রকৃতি নহে)-কারণ হইতেই ব্যক্ত-কার্যের উৎপত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ। এই সূত্রের বাৎস্যায়ন-ভাষ্যে ও জয়ন্তভট্ট-কৃত ন্যায়মঞ্জরীতে পরমাণুকেই জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য[২] স্বয়ং ও তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য[৩] তৎকৃত 'মানসোল্লাস'-গ্রন্থে আরম্ভবাদের বর্ণনায় আরম্ভবাদী কণাদ ও গৌতম, উভয়েই পরমাণুকেই জগৎ-

---

১। "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্যাৎ"—ন্যায়সূত্র (৪।১।১১); ২। শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত বৃহদারণ্যকভাষ্য (৪।৩।২২)—"বৈশেষিকা নৈয়ায়িকাশ্চ"; ৩। "কালাকাশাদি-গাত্মানো নিত্যাশ্চ বিভবশ্চ তে। চতুর্বিধাঃ পরিচ্ছিন্না নিত্যাশ্চ পরমানবঃ॥" "ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহুস্তথা নৈয়ায়িকা অপি॥"—মানসোল্লাস, ২য় অধ্যায়।

কারণ বলিয়াছেন, ইহা জানাইয়াছেন। এজন্য আরম্ভবাদের অপর নাম পরমাণু-কারণবাদ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] "ন্যায় কহে—পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়", এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। তথায় বৈশেষিক দর্শনের সম্বন্ধে পৃথগ্‌ভাবে কোন কথা বলা হয় নাই ; ইহার কারণ, বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক, উভয়েই পরমাণু-কারণবাদী অর্থাৎ উভয়েই পরমাণু হইতেই এই বিশ্বের সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে—এই আরম্ভবাদ বা পরমাণু-কারণবাদ স্বীকার করিয়াছেন।

জৈমিনির পূর্বমীমাংসা

মীমাংসা-শব্দের অর্থ—বিচার বা সিদ্ধান্ত। বেদের পূর্বভাগস্থ যাগ-যজ্ঞাদি সম্পাদন-বিষয়ে যে সকল বিচার ও আলোচনা ধর্মসূত্রাদিতে দেখা যায়, তাহাকে 'পূর্বমীমাংসা' এবং বেদের উত্তরভাগস্থ উপনিষদ্ বা বেদান্তসম্বন্ধে যে বিচার ও সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্রাদিতে দৃষ্ট হয়, তাহাকে 'উত্তরমীমাংসা' বলে। এক সময় উক্ত উভয় মীমাংসাকে মিলিতভাবে এক শাস্ত্র মনে করা হইত। কোনো কোনো প্রাচীন ভাষ্যকার পূর্ব-মীমাংসার প্রথম সূত্র 'অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা' হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরমীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্রের সর্বশেষ সূত্র 'অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ' এই পর্যন্ত একটি গ্রন্থ ধরিয়া তাহার উপর ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। পূর্ব-মীমাংসার মতে 'বেদ' বলিতে 'মন্ত্র' ও 'ব্রাহ্মণ' বুঝায় ; উপনিষদ্—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়ার যে সকল বিধি-নিষেধ আছে, তাহাদের তাৎপর্য সুব্যক্ত এবং বিরোধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য জৈমিনির মীমাংসা-সূত্র গ্রথিত হইয়াছে। মীমাংসা-সূত্রে বেদকে অপৌরুষেয় অর্থাৎ অনাদি ও নিত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে ; কিন্তু ঈশ্বর স্বীকৃত হন নাই। জৈমিনি বলেন,—জগৎ অনাদি, সুতরাং তাহা সৃষ্টিকর্তার অপেক্ষা রাখে না। কর্ম—আপনার ফল আপনিই প্রদান

১। চৈ চ ম ২৫।৫০

করে। কাজেই, কর্মফলদাতৃরূপেও ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নাই। মীমাংসা দর্শনে পাপ-পুণ্যের ফল স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাকৃতিক ধর্ম যেরূপ স্বয়ংই তাহার কার্য করিয়া যায়, সেইরূপ কর্মও নিজের ফল নিজেই প্রদান করে। আত্মা—বহু এবং তাহা অসৃষ্ট ও অমর। তাহারা কর্মানুসারে দেহ লাভ করে ও সৎকর্মের দ্বারা স্বর্গাদি লাভ করিয়া থাকে। সকল সময়েই কর্মের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায় না। যজ্ঞাদি-ক্রিয়া যে শক্তি সৃষ্টি করে, মীমাংসার পরিভাষায় তাহার নাম 'অপূর্ব'। এই 'অপূর্ব' যাজ্ঞিকের আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে অথবা অন্য কোথাও অবস্থান করে এবং সময়মত ফল দান করে। যজ্ঞাদি-কর্মই পুরুষার্থ-লাভের একমাত্র শ্রেষ্ঠ উপায় এবং তাহার ফল স্বর্গলাভই—পরমপুরুষার্থ। জগৎ—দ্রব্যময় ও দেবময়। ইহাতে বহু আত্মা বহুভাবে বিচরণ করিতেছে এবং বহুবিধ কর্মফল ভোগ করিতেছে। মীমাংসকেরা ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্দেশ্যে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তথায় যজ্ঞরূপ কর্মই প্রধান লক্ষ্য-বস্তু—ইন্দ্রাদি দেবতা নহে ; কারণ, তাঁহারা প্রয়োজক নহেন। জৈমিনি-সূত্রে[১] পূর্বপক্ষ করা হইয়াছে—অতিথি যেমন আতিথ্যকর্মে প্রধান বলিয়া ঐ কর্মের প্রয়োজক, দেবতাও সেইরূপ প্রধান বলিয়া যাগকর্মের প্রয়োজক হউক। কারণ, দেবতার পূজাই যাগ-পদবাচ্য—দেবতার ভোজনের জন্যই দ্রব্য ত্যাগ করা হয়। এই পূর্বপক্ষের মীমাংসা করিতে গিয়া জৈমিনি যে সূত্র করিয়াছেন, শবর স্বামী তাহার ভাষ্যে বলিলেন—না, দেবতাই যজ্ঞাদি-কর্মের প্রয়োজক নহে। "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বেদবাক্য হইতে জানা যায় যে, সাধ্যস্বরূপ যাগই ফলজনক বলিয়া বিধেয় ; আর দ্রব্য-দেবতাদি সিদ্ধস্বরূপ বলিয়া তাহার গুণভূত।[২]

১। জৈমিনিসূত্র ৯।১।৬ ও উহার শবর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য ; ২। ঐ, ৯।১।৯—শবরভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জৈমিনির মতে দেবতা মন্ত্রাত্মক ; দেবতার যে মন্ত্র বেদে লিখিত আছে, সেই মন্ত্রই দেবতা, তদ্ব্যতীত অন্য কোন দেবতা নাই। আর ঐ মন্ত্র—যজ্ঞ বা কর্মের অঙ্গবিশেষ। কারণ, মন্ত্রের যথাযথ উচ্চারণ ব্যতীত যজ্ঞের অনুষ্ঠান বা ফললাভ হয় না। সোমাদি দ্রব্য যেমন যজ্ঞফলোৎপত্তির গৌণ কারণ, মন্ত্রাত্মক দেবতাও সেইরূপ কর্মের অঙ্গমাত্র।

পূর্বমীমাংসকগণের নিরীশ্বরতার অপবাদ মোচন করিবার জন্য আধুনিক কেহ কেহ বলিয়াছেন,—মীমাংসকগণ অনেকটা দায়ে ঠেকিয়াই নিরীশ্বর সাজিয়াছেন ; পাছে ঈশ্বরকে স্রষ্টৃরূপে স্বীকার করিলে তাঁহাকে বেদকর্তা বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, এই আশঙ্কায় মীমাংসকগণ (ভাট্ট-প্রাভাকরগণ) তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। প্রশ্ন হইতে পারে, মীমাংসকগণ ঈশ্বরের বিগ্রহ মানিতে রাজি কি না? মানবের প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানে এপর্যন্ত কোন নিত্য শরীরের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এই কারণেই কুমারিল বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের নিত্যবিগ্রহের অস্তিত্ব কেবল অনুমানের সাহায্যে সিদ্ধ করা অসম্ভব। কোনো মীমাংসক বলেন, দেবশরীর—মন্ত্রময়, ইন্দ্র ও ইন্দ্রস্তুতিপর মন্ত্র অভিন্ন। অন্য মতে—ইন্দ্র-শব্দটি ব্যতীত ইন্দ্রের কোনো সত্তাই নাই। তাঁহারা বৈষ্ণবদিগের ন্যায় নামী অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য-খ্যাপনে বিশেষ উন্মুখ।[১]

ঐ সকল যুক্তির গোড়ায়ই গলদ রহিয়া গিয়াছে। নির্বিশেষবাদের অনুসরণে মায়াবচ্ছিন্ন, ঔপাধিক ও অনিত্য ঈশ্বরকেই আদর্শ করিয়া যে নিরীশ্বর ও সেশ্বর মতের নির্বাচন, তাহা শ্রুতিশাস্ত্র-বিচার-সহ নহে। কুমারিল ভট্ট পরমাণুকারণবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে যে ঈশ্বরের বিগ্রহের অস্তিত্ব প্রমাণ করা সম্ভব নহে বলিয়া যুক্তি প্রদান করিয়াছেন, সেই যুক্তি

১। 'পূর্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর' প্রবন্ধ—অশোকনাথ শাস্ত্রী, মাসিক বসুমতী, আষাঢ় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, ৩৩৬, ৩৩৭ পৃঃ।

হইতেই অধ্যাপক কীথ্ সাহেব[১] বলিয়াছেন যে, জড়সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার অস্তিত্ব কুমারিল হাস্যাস্পদ বলিয়াই মনে করেন। অথচ শরীর না থাকিলে স্রষ্টার সৃষ্টির জন্য ইচ্ছাই বা কিরূপে হইতে পারে? যদি সৃষ্টির পূর্বে স্রষ্টার শরীর ছিল বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া আর একটি কথাও স্বীকার করিতে হইবে যে সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভের পূর্বেও জড় পদার্থের সত্তা ছিল। যদি তাহাই স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে প্রজাপতির সৃষ্টি-কার্যই ব্যাহত হইয়া যায়; অর্থাৎ মীমাংসক কুমারিলের মতে স্রষ্টা হইলেন প্রজাপতি এবং তাঁহার শরীর সৃষ্ট বস্তুরই অন্যতম।

বস্তুতঃ বেদান্তের সিদ্ধান্ত ইহা নহে। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্রে ও শ্রুতিতে পরব্রহ্মের ইচ্ছা ও ঈক্ষণ-প্রভাবে যে সৃষ্টির কথা আছে এবং শ্রুতি—সৃষ্টির পূর্বে পরব্রহ্মের যে মন ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের কথা বলিয়াছেন, তাহা সৃষ্ট-পদার্থ বা জড়ের অন্যতম নহে। পরব্রহ্মের ইন্দ্রিয়সমূহ সমস্তই অপ্রাকৃত। পরব্রহ্ম—সর্বশক্তিমান্, তাঁহাতে সকলই সম্ভব। প্রজাপতি বা প্রকৃতি, কেহই জগতের স্বয়ংসিদ্ধ মূলস্রষ্টা নহেন। পরব্রহ্মের শক্তিতেই তাঁহাদের সৃষ্টিসামর্থ্য। যাঁহারা পরব্রহ্মের এই সর্বকারণ-কারণত্ব, সর্বতন্ত্র-স্বাতন্ত্র্য, অচিন্ত্যশক্তিমত্তা ও সচ্চিদানন্দময়-শ্রীবিগ্রহত্ব স্বীকারে যতটা কুণ্ঠিত, তাঁহারা ততটা নিরীশ্বর। মীমাংসকগণ-কর্তৃক দেবতা অপেক্ষা দেবতার নামের নিত্যত্ব-স্বীকৃতি অর্থাৎ শব্দ-প্রামাণ্য স্বীকার, বৈষ্ণবদিগের নামী অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য-স্বীকারের ন্যায়; এই যুক্তিটিও অত্যন্ত

১। "He (Kumarila) ridicules the idea of the existence of Praja-pati before the creation of matter; without a body how could he feel desire? If he possessed a body, then matter must have existed before his creative activity, and there is no reason to deny then the existence of other bodies"—Keith, Karmamimamsa, First Ed. P. 62.

ভ্রমসঙ্কুল ও হাস্যাস্পদ। বৈষ্ণবগণ নামীকে যেরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ মনে করেন, নামকেও সেইরূপই চিন্তামণি-স্বরূপ বলিয়া অনুভব করেন। বৈষ্ণবগণের নাম ও নামী ভিন্ন নহেন, উভয়েই—পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য, মুক্ত ও চৈতন্যরসবিগ্রহ। নাম ও নামী উভয়েই সমভাবে সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র—স্বরাট্। এতৎপ্রসঙ্গে "নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥" প্রভৃতি বৈষ্ণবশাস্ত্রের বাক্যই প্রমাণ। কিন্তু মীমাংসকগণের দেবতাগণ স্বাধীন নহেন, কর্মের অধীন।

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ পূর্বমীমাংসাকে পূর্বপক্ষ এবং উত্তর-মীমাংসাকে নির্ণেয় উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত বলিয়া বিচার করিয়াছেন। পূর্বমীমাংসাদর্শন পূর্বপক্ষ হওয়ায় তাহা নিরপেক্ষ বা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নহে, উত্তরমীমাংসার অপেক্ষাযুক্ত। সুতরাং উত্তরমীমাংসাই নিরপেক্ষ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। পূর্বমীমাংসার সার্থকতা ও উপযোগিতা এই মাত্র যে, উহার যে-সকল অংশ বেদান্তের অবিরুদ্ধমত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সকল অংশই বেদান্তের পোষক এবং কোন কোন বিষয় চিত্ত-শুদ্ধির সহায়ক। ভুক্ত-বৈরাগীর যেরূপ সহজেই ভোগের দুঃখজনকতা ও অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি হয়, সেইরূপ কর্মকাণ্ডের সম্যগ্‌জ্ঞান লাভ হইলে বেদেরই ব্রহ্মকাণ্ডগত বাক্যের দ্বারা যখন কর্মপ্রাপ্য স্বর্গাদি সুখের নশ্বরতা, স্বর্গ প্রভৃতি-জাত সুখের স্বরূপ বিচারের ফলে উহার পরিণামে দুঃখদায়কত্ব ও ব্যভিচারিত্বের জ্ঞান স্বভাবতই উদিত হয়, তখনই ব্রহ্ম-বস্তুই যে সর্বশ্রেষ্ঠ অব্যভিচারী আনন্দস্বরূপ, সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ—সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় এই জ্ঞান লাভ হইতে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার জন্য উত্তর-মীমাংসার আশ্রয় গ্রহণ করিবার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়।

পূর্বমীমাংসায়াঃ পূর্বপক্ষত্বেন উত্তরমীমাংসা-নির্ণেয়োত্তরপক্ষেঽস্মিন্নবশ্যা-পেক্ষ্যত্বাৎ অবিরুদ্ধাংশে সহায়ত্বাৎ কর্মণঃ শান্ত্যাদিলক্ষণ-সত্ত্বশুদ্ধিহেতু-

উপনিষদের এই বিচার হইতেই কর্মের অনিত্যতা আলোচনা ও অনুভব করিয়া ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর নিকট অভিগমনপূর্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিবার জন্য বেদান্তসূত্রের সূচনা হইয়াছে। এই বেদান্তসূত্রের রচয়িতা—বাদরায়ণ বা শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। ইনিই বেদের বিভাগকর্তা এবং মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের প্রণেতা। শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের সমাধিস্থ চিত্তে প্রথমে সূক্ষ্মাকারে ও পরিশেষে বিস্তৃতরূপে যে শ্রীমদ্ভাগবতের আবির্ভাব হয়, তাহাই ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ-ভাষ্য। ইহা শ্রীব্যাসদেবের প্রকটিত বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীমধ্বাচার্য-প্রমুখ আচার্যগণ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ঋষিকৃত দর্শন ও স্বয়ংভগবৎ-প্রণীত ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় মায়াবাদ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীপ্রকাশানন্দ-সরস্বতী মহোদয়ও বলিয়াছিলেন,—

যেই গ্রন্থকর্তা চাহে স্ব-মত স্থাপিতে।
শাস্ত্রের সহজ অর্থ নহে তাঁহা হৈতে॥

'মীমাংসক' কহে,—'ঈশ্বর হয় কর্মের অঙ্গ'।
'সাংখ্য' কহে,—'জগতের প্রকৃতি কারণ'॥

'ন্যায়' কহে,—'পরমাণু হৈতে বিশ্ব হয়'।
'মায়াবাদী' নির্বিশেষ-ব্রহ্মে 'হেতু' কয়॥

'পাতঞ্জল' কহে,—'ঈশ্বর হয় স্বরূপ-আখ্যান'।
বেদমতে কহে তাঁরে স্বয়ং ভগবান্॥

ছয়ের ছয় মত ব্যাস কৈলা আবর্তন।
সেই সব সূত্র লঞা 'বেদান্ত'-বর্ণন॥

'বেদান্ত'-মতে,—ব্রহ্ম 'সাকার' নিরূপণ।
'নির্গুণ' ব্যতিরেকে তিঁহো হয় ত' 'সগুণ'॥
পরম কারণ ঈশ্বরে কেহ নাহি মানে।
স্ব স্ব-মত স্থাপে পরমতের খণ্ডনে॥
তাতে ছয় দর্শন হৈতে 'তত্ত্ব' নাহি জানি।
'মহাজন' যেই কহে, সেই 'সত্য' মানি॥
তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥*
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বাণী—অমৃতের ধার।
তিঁহো যে কহয়ে বস্তু, সেই 'তত্ত্ব'—সার॥[১]

ন্যায়াদি পঞ্চ দর্শনই লোকোত্তর ঋষিগণের মহামনীষার সাক্ষ্যস্বরূপ; তাহাতে ঈশ্বর-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও তদ্দ্বারা বাস্তব সত্য নির্ণীত হয় না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শক্ত্যাবেশাবতার ভগবান্ শ্রীবেদব্যাস সুসম্বদ্ধভাবে যে ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্ত-দর্শন প্রকট করিয়াছেন, তাহাতে বেদ ও উপনিষদের তাৎপর্য গ্রথিত হইয়াছে। সুতরাং বেদান্ত-দর্শন বেদের ন্যায় অভ্রান্ত সত্য। সেই ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাস-দেবই ভক্তি-সমাধিযোগে স্বতঃসিদ্ধ-সূত্রভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত জগতে প্রকট করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমদ্ভাগবতরূপী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব, তদানীন্তন প্রসিদ্ধ অদ্বৈত-বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য এবং কাশীর মায়াবাদ-গুরু শ্রীপ্রকাশানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বেদান্তের সার্বদেশিক তাৎপর্য ও রহস্য কৃপাপূর্বক বাস্তব সত্যানুসন্ধিৎসু-গণকে জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—অদ্বিতীয় মহাজন। তিনি

* মহাভারত বনপর্বান্তর্গত আরণেয়-পর্বে ৩১৩তম অ, ১১৭তম শ্লোক; বঙ্গবাসী-সং, ১৮২১ শকাব্দা।

১। চৈ চ ম ২৫।৪৮—৫৭

আংশিক ও আপেক্ষিক শক্তিসম্পন্ন ঋষি, মহর্ষি, মনীষী বা মহামানব নহেন ; তিনি ভ্রম-প্রমাদাদির অতীত সর্ববেদারাধ্য ও সর্বদেবারাধ্য শ্রীভগবৎপাদপদ্ম। আর ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতও সাক্ষাদ্-শ্রীভগবৎপ্রণীত। অতএব নানা মুনির নানা মত বা নানা মুনির ব্যাখ্যাত নানাপ্রকার দর্শনের নানাপ্রকার মতবাদ এবং নানা মতবাদী আচার্যগণের নানাপ্রকার মতবাদপূর্ণ ভাষ্যের প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ না করিয়া সেই সর্বজ্ঞশিরোমণি অদ্বিতীয় মহাজনের (স্বয়ং ভগবানের) পদাঙ্কানুসরণ করিলেই সনাতনধর্মের নিগূঢ় রহস্য অবগত হওয়া যাইবে। তর্কবহুল, বিবদমান মতবাদসমূহকেও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব উহাদের উপযুক্ত স্থান প্রদান করিয়া শ্রীভাগবতসিদ্ধান্তের মধ্যে সমন্বিত করিয়াছেন।

কোন মতবাদী যখন তাঁহার মত স্থাপন করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি শাস্ত্রের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া স্বীয় মনীষার প্রখরতা ও প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা লোকের বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া দেন। বিভিন্ন দর্শনকারগণের বিভিন্ন মতবাদ-স্থাপন-চেষ্টার মধ্যে ইহারই প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি জৈমিনি মন্ত্রাত্মক ইন্দ্রাদি দেবতাকে কর্মের অঙ্গ বলিয়াছেন। কর্মই—সৃষ্টির কারণ। মীমাংসকের কর্ম—জড়-বস্তু। কর্মের সঞ্চিত শক্তি যে অপূর্ব, তাহার কোন সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র পূর্ণ-চেতন পরিচালক না থাকিলে, উহার শক্তিত্বই থাকিতে পারে না। জড়বস্তু—শক্তিহীন, গতিহীন। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুকে স্বীকার না করিলে জড়কর্ম বা কর্মশক্তি হইতে সঞ্চিত 'অপূর্ব' কোন ফলদান করিতে পারে না ; আর জড়বস্তুতে আনন্দও নাই। এজন্য মীমাংসকের মত বেদান্তে খণ্ডিত হইয়াছে। অগ্নিবংশজ নিরীশ্বর কপিল তাঁহার সাংখ্যদর্শনে জড় প্রকৃতিকেই জগতের মুল-কারণ বলিয়াছেন। মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম তাঁহার ন্যায়-দর্শনে—দৃশ্যমান জগতের আদি যে চতুর্বিধ পরমাণু

পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু, উহাদের সংমিশ্রণে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন। বৈযেশিক সূত্রকার ঔলূক্য কণাদের মতও তদ্রূপ। জড় বস্তুর স্বতন্ত্র সৃষ্টি-শক্তি বা তাহাতে আনন্দময়তা নাই, এজন্য ঐ সকল মত বেদান্তে খণ্ডিত হইয়াছে। যোগ-সূত্রের প্রণেতা পতঞ্জলি মুনি, সাংখ্য দর্শনের ২৫টি তত্ত্বকে স্বীকার করিয়া লইয়া ঈশ্বর নামে অতিরিক্ত আর একটি তত্ত্ব অর্থাৎ মোট ২৬টি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই ঈশ্বর-স্বীকৃতি বিকল্পে বা গৌণভাবেই হইয়াছে। ঈশ্বর না মানিলেও কোনো ক্ষতি নাই। চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের জন্য বিবিধ উপায়ের মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধান (উপাসনা) অন্যতম উপায়। ঈশ্বরের সংশ্রব ত্যাগ করিয়াও জীব কৈবল্য লাভ করিতে পারে। কেবল সৃষ্টি-ব্যাপারে ঈশ্বরও একটি তত্ত্ব, এইমাত্র জানিলেই হইল। সুতরাং ঈশ্বর—তত্ত্ব-স্বরূপ মাত্র। কিন্তু শ্রুতির সিদ্ধান্তে ঈশ্বর এইরূপ তত্ত্বস্বরূপ মাত্র নহেন, তিনি—সচ্চিদানন্দ বস্তু অর্থাৎ তিনি অখণ্ড, অব্যাহত-শক্তি, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র—স্বরাট্। তিনি স্বীয় কর্তৃত্বশক্তি-পরিচালন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ; তিনি—পূর্ণ চেতন ও মায়াগন্ধশূন্য এবং স্বয়ং আনন্দের খনি পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া অপরকে তাঁহার আনন্দদায়িনী শক্তির দ্বারা আনন্দী (সুখী) করেন।

পতঞ্জলি মুনির মতে আসন-প্রাণায়ামাদি প্রক্রিয়ার দ্বারা যে চিত্ত-স্থৈর্যরূপ সমাধির ফলে মোক্ষলাভের কথা পাওয়া যায়, তাহা যদি ভগবৎ-সংশ্রবশূন্য হয়, তাহা হইলে ঐরূপ জড়েন্দ্রিয়ের প্রক্রিয়া বা কর্মের দ্বারা সচ্চিদানন্দ বস্তু লাভ হইতে পারে না। জড় চেষ্টার দ্বারা পূর্ণ চেতনের প্রাপ্তি ঘটে না। ঈশ্বরকে কেবল স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া জানিলেও তাঁহার সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। এজন্য পরমেশ্বরের ধ্যান-রূপ ভক্তি বিশেষময় যে যোগ, তাহাই আবশ্যক।

মায়াবাদিগণের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্ম, মায়ার আশ্রয়ে জীব ও জগদ্রূপে প্রকাশিত হন। মায়াময় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ ; আর নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। তাঁহারা বলেন, অপরিণামী ব্রহ্ম পরিণামী উপাদান হইতে পারে না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মবিবর্ত জগতের আশ্রয় বলিয়া ব্রহ্মকে অপরিণামী উপাদানকারণ বলা যায়। এই অপরিণামী উপাদানকারণই বিবর্তকারণ। স্বীয় ব্রহ্মরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের মিথ্যা জীব ও জগদ্রূপে প্রকাশকে বিবর্ত বলা হয়। দুই গাছি সূতা জড়িত হইয়া যেরূপ দড়ি পাকায়, সেইরূপ মায়া ও ব্রহ্ম এই দুইটি, দুই গাছি সূতার মত বিজড়িত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে অর্থাৎ মায়া-বিজড়িত ব্রহ্মই জগতের কারণ। জগৎ-কর্তৃত্বের মিথ্যা অভিমান এবং জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা প্রভৃতি ব্যাপার অবিদ্যারই পরিণাম। এই অবিদ্যা-পরিণামের যিনি আশ্রয় হন, সেই জগৎকর্তা মায়াময় ব্রহ্মই জগতের নিমিত্তকারণ।[১] নির্বিশেষব্রহ্ম-কারণবাদ-সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবদমান মতবাদ শঙ্করসম্প্রদায়ে প্রচারিত আছে। অপ্পয়দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ'-গ্রন্থে অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণ তাহা দেখিতে পারেন।[২]

মায়ার আশ্রয়ে এক অদ্বিতীয় নির্বিশেষ ব্রহ্ম, বহু নামে ও বহু রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই যুক্তিটি জননীকে বন্ধ্যা বলিবার ন্যায় নিরর্থক। নির্বিশেষ ব্রহ্মের বহুরূপ হইবার ইচ্ছার উদয় হয় স্বীকার করিলে নিশ্চয়ই তিনি ইচ্ছাশক্তিযুক্ত ; সুতরাং তাঁহাকে নিঃশক্তিক ও নির্বিশেষ বলা যায় না। শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ বলেন নাই। বিচিত্রশক্তিযুক্ত নিত্য সবিশেষ পরব্রহ্মই

১। ব্র সূ ১।৪।২৩, ২।১।১৪—শাঙ্করভাষ্য ; পঞ্চপাদিকা-বিবরণ ২১২ পৃঃ ; অদ্বৈত-সিদ্ধি, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং ৭৫৭ পৃঃ ; ২। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ১০ পৃঃ—১২ পৃঃ, ম ম গঙ্গাধরশাস্ত্রি-সম্পাদিত (Vizianagram Sanskrit Series), Benares 1890.

জগতের মুখ্য নিমিত্তকারণ এবং সূক্ষ্ম চিদ্‌বস্তুরূপ শুদ্ধজীবশক্তি ও সূক্ষ্ম অচিদ্‌বস্তুরূপ অব্যক্তশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মাই মুখ্য উপাদানকারণ। এই শক্তিদ্বয়-বিশিষ্ট পরমাত্মার শক্তিই স্থূল জীব ও জগদ্রূপে পরিণাম-প্রাপ্ত হয়;[১] পরমাত্মা স্বরূপে অবিকৃতই থাকেন—এই সিদ্ধান্তই ব্রহ্মসূত্রে প্রপঞ্চিত হইয়াছে।[২]

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস উক্ত ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদ (শ্রুতি)—এই ছয়টির সিদ্ধান্ত সম্যগ্‌ভাবে আলোচনা করিয়া বেদান্তসূত্র রচনা করেন। সেই বেদান্তসূত্রে চিদ্বিলাসী, সবিশেষ ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রহ্মের বর্ণন আছে। তাঁহার প্রাকৃত রূপ নাই বলিয়া তাঁহাকে 'নিরাকার', প্রাকৃত বিশেষ নাই বলিয়া 'নির্বিশেষ' ও প্রাকৃত গুণ নাই বলিয়া 'নিগুর্ণ' প্রভৃতি ব্যতিরেক বিশেষণ তাঁহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ, তিনি অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ-বিগ্রহবান্, সচ্চিদানন্দাকার। তাঁহার শক্তির বৈচিত্রী আছে, তিনি লীলাময় ও অপ্রাকৃত-গুণসমুদ্র। বেদান্তদর্শনে শ্রীবেদব্যাস পরমেশ্বরকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া প্রথমসূত্রেই স্থাপন করিয়াছেন। নিরীশ্বর কপিল যে প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলিয়াছেন, সেই প্রকৃতি মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ ব্যতীত ক্ষুব্ধ হইতে পারে না। লৌহ যেরূপ অগ্নির শক্তিতে অন্যবস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে, সেইরূপ প্রকৃতিও কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণুর শক্তিতেই সৃষ্টিসামর্থ্য লাভ করে—ইহাও ব্রহ্মসূত্রের ৫ম সূত্রে উক্ত হইয়াছে।[৩] পরমেশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণে শ্রুতিই একমাত্র প্রমাণ। সেই শ্রুতিশাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৫০ অনু; ২। ব্র সূ ১।৪।২৪; ৩। "ঈক্ষতের্নাশব্দম্"—ব্র সূ (১।১।৫); "জগৎকারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা। শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥ কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥"—চৈ চ আ ৫।৫৯,৬০

প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে পরব্রহ্ম প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন, তৎফলেই প্রকৃতি ক্ষুব্ধ হইয়া সৃষ্টিকার্য হয়।

ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিতেছেন,—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥"[১] অর্থাৎ হে সৌম্য, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎই ছিলেন [অসৎ হইতে সৎ (জগৎ) জাত হয় নাই], উক্ত সৎ ঈক্ষণ করিলেন,—'আমি বহু হইব, প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব।' যে কালে ব্রহ্ম বহু হইতে ইচ্ছা করেন এবং প্রকৃতিতে দৃষ্টি করেন, তখনও প্রাকৃত সৃষ্টি হয় নাই; সুতরাং তখন প্রাকৃত মন ও প্রাকৃত চক্ষুর জন্ম হয় নাই। অতএব প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে যে মনের দ্বারা ব্রহ্ম সংকল্প করিলেন এবং যে চক্ষুর দ্বারা প্রকৃতিতে দৃষ্টি করিলেন, ব্রহ্মের সেই মন ও চক্ষু অপ্রাকৃত। "সে কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন। অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন ॥"[২] সুতরাং পরব্রহ্ম নিশ্চয়ই নির্বিশেষ-ভাবমাত্র নহেন। যিনি নিগুর্ণ, নিঃশক্তিক, তাঁহার ঈক্ষণশক্তি নাই। অতএব নিগু‍র্ণ বলিতে গুণাতীত, নিঃশক্তিক বলিতে অপ্রাকৃত-স্বরূপ-শক্তি-সমন্বিত। তিনি—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহবান্। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন, —আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূতের জন্ম, আনন্দ-দ্বারাই ভূতসমূহ অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে এবং পরে আনন্দেই প্রবেশ করে।[৩] অতএব 'আনন্দ' ব্যতীত আর কিছু জগতের কারণ হইতে পারে না। বেদান্তের উক্ত সিদ্ধান্তের দ্বারা সাংখ্যের জড়প্রকৃতিই সৃষ্টির মূলকারণ এবং মায়াবাদীর মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই জগতের মূল কারণ[৪]—এই স্বকপোলকল্পিত মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

১। ছান্দোগ্য ৬।২।২,৩; ২। চৈ চ ম ৬।১৪৬; ৩। তৈত্তিরীয় ৩।৬; ৪। "প্রকৃতিশ্চ উপাদানকারণঞ্চ ব্রহ্মাভ্যুপগন্তব্যং নিমিত্তকারণঞ্চ; ন কেবলং নিমিত্ত-কারণমেব।"—ব্রহ্ম কেবল নিমিত্তকারণ নহেন, তিনি উপাদানকারণও।—ব্র সূ (১।৪।২৩) শাঙ্করভাষ্য।

শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-লীলা

"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয় ?"[১]—এই প্রশ্নটি করিয়া শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ সম্বন্ধি-তত্ত্ব ব্রহ্মের জিজ্ঞাসালীলা এবং তাহার মীমাংসা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের শ্রীমুখপদ্ম হইতে প্রকট করিয়াছিলেন। উক্ত প্রশ্ন দেখিয়া মনে হইতে পারে, শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদও যেন দুঃখের অনুভূতি হইতেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ করেন। পরদুঃখ-দুঃখী শ্রীসনাতন দুঃখদৈন্যপীড়িত জীবের অনুভূতি হইতেই প্রশ্নটি আরম্ভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার এই জিজ্ঞাসার উত্তরে জীবের নিত্য-সিদ্ধ স্বরূপ, তদুপাস্য রসিকব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা ও পরম প্রয়োজনের কথাই প্রকটিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে একটি আখ্যায়িকা উদাহৃত হইয়াছে। এক সর্বজ্ঞ ব্যক্তি, কোন এক দুঃখী ব্যক্তির গৃহে আসিয়া দুঃখীকে তাহার গৃহেরই মাটির নীচে লুক্কায়িত প্রচুর পিতৃধনের সংবাদ প্রদান করিয়া ও তাহার দ্বারা ধন আবিষ্কার করাইয়া দুঃখী ব্যক্তিকে সুখী করিয়াছিলেন। সেইরূপ সংসারতাপানলে দগ্ধ জীবকেও সর্বজ্ঞ বেদপুরাণাদি-শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন যে, সর্বজীবের পিতা শ্রীকৃষ্ণ জীবের অন্তরে কৃষ্ণ-প্রেমধন লুক্কায়িত রাখিয়াছেন। ঐ ধনের সন্ধান পাইলে অনায়াসে দুঃখ দূর হইয়া যাইবে, ত্রিতাপ-দুঃখ-মোচনের জন্য আর পৃথগ্ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে না ;—

ধন পাইলে যৈছে সুখভোগ-ফল পায়।
সুখভোগ হৈতে দুঃখ আপনি পলায়॥
তৈছে ভক্তি-ফলে কৃষ্ণে প্রেম উপজয়।
প্রেমে কৃষ্ণাস্বাদ হৈলে ভব নাশ পায়॥

১। চৈ চ ম ২০।১০২

দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ॥[১]

শ্রীসনাতন-গোস্বামিপাদ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে অতি সুন্দরভাবে দুঃখের নাশরূপা মুক্তি এবং অসীম, অনন্ত, বাস্তব সুখবৈচিত্রী-তরঙ্গময় প্রেমানন্দ-সমুদ্রের মধ্যে পার্থক্য বিবৃত করিয়াছেন,—

আরোগ্যে রোগিত্বাভাবে কিং সুখমরোগিতেতি রোগদুঃখাভাব এব যথাসুখমিতি কল্প্যতে। যথা চ সুষুপ্তৌ তমোময্যাং সুষুপ্তিদশায়াং সুখানুভবাভাবেঽপি 'সুখমহমস্বাপ্সম্, ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ইত্যেবং নানা-মনোরথস্বপ্নাদি-মনোবৈকল্য-দুঃখাভাব এব সুখমিতি কল্প্যতে। তথা মোক্ষেঽপি সর্বশূন্যতারূপে জন্মমরণাদি-সংসারদুঃখাভাব এব সুখতয়া কল্প্যত ইত্যর্থঃ; বস্তুতঃ সুখত্বাভাবাৎ। * * * কেবলমনভিজ্ঞেভ্যঃ মোক্ষতত্ত্বাবিদ্ভ্যঃ প্ররোচত ইতি অনভিজ্ঞান্ প্ররোচয়তীতি তথা সঃ। যতঃ অজ্ঞানেন সংজ্ঞা যস্য সঃ, ন তু তস্য বস্তুতঃ সত্যতাপ্যস্তীতি ভাবঃ। যদুক্তং ব্রহ্মণৈব দশমস্কন্ধে (ভা ১০।১৪।২৬)—'অজ্ঞান-সংজ্ঞৌ ভববন্ধ-মোক্ষৌ, দ্বৌ নাম নান্যৌ স্ত ঋতজ্ঞভাবাৎ।'[২]

আরোগ্যে রোগরূপ দুঃখের অভাবকেই যেরূপ সুখ, অথবা তমোময়ী সুষুপ্তিদশায় সুখের অনুভবের অভাবেও যেরূপ 'আমি সুখে ঘুমাইয়া-ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই'—এইরূপ নানামনোরথ-স্বপ্নাদি-মনোবৈকল্যরূপ দুঃখাভাবকেই সুখ বলিয়া কল্পনা করা হয়, সেইরূপ সর্বশূন্যতারূপ জন্মমরণাদি-সংসার-দুঃখের অভাবই—মোক্ষেও সুখ বলিয়া কল্পিত হয়। বস্তুতঃ, তাহাতে বাস্তব সুখ নাই, কেবল অনভিজ্ঞ-গণকেই ঐরূপ মোক্ষে প্ররোচিত করা হয়। কারণ, মোক্ষকে অজ্ঞানই

১। চৈ চ ম ২০।১৪০—১৪২; ২। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত (২।২।১৭২), শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, মোক্ষের কোন সত্যতা নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন যে সংসার-বন্ধন ও মোক্ষ—এই দুইটি অজ্ঞান-পদবাচ্য, সুতরাং সত্যজ্ঞান হইতে ভিন্ন।

ভগবদ্ভক্তগণের অনায়াসে ও আনুষঙ্গিকভাবেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়। শ্রীভগবানের শ্রীনামের সেবা দূরে থাকুক, ভগবানের নামের আভাসেই প্রতিবিম্ববৎ আনুকরণিক শব্দের দ্বারা নামের সামান্যও কোনপ্রকারে একবারমাত্র জিহ্বাগ্রে উচ্চারণমাত্রেই অনায়াসে মোক্ষ লাভ হয়। ইহার সাক্ষ্য—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীঅজামিল ও শ্রীবরাহপুরাণোক্ত নরখাদক ব্যাঘ্র। এক ব্রাহ্মণ জলমগ্ন হইয়া ভগবানের নাম জপ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি ব্যাঘ্র সেই ব্রাহ্মণকে আক্রমণ করে। দৈবযোগে সেই ব্যাঘ্র একটি ব্যাধের শরনিক্ষেপে মরণোন্মুখ হইলে উক্ত ব্রাহ্মণের কণ্ঠ-নিঃসৃত নামশ্রবণফলে সেই ব্যাঘ্র মুক্তি লাভ করিয়াছিল।[১]

শ্রীশ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদ বিভিন্ন মতবাদিগণের দুঃখধ্বংসরূপ মোক্ষের সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করিয়াছেন,—

একবিংশতি প্রকার দুঃখের লোপই—মোক্ষ, ইহা নৈয়ায়িকগণের মত। অতএব নৈয়ায়িকগণ বলিয়াছেন, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তির নাম মুক্তি ইত্যাদি। কোন কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায়ের মতে অবিদ্যার ও কর্মের ক্ষয়ই হইল মোক্ষ। বৈশেষিক, মীমাংসা ও সাংখ্যাদিশাস্ত্রের মত উত্থাপিত হইল না। কারণ, তাঁহাদের দ্বারা মোক্ষের যে স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহাতেই তাঁহাদের কল্পিত মোক্ষের অতি তুচ্ছতা স্বতঃই প্রকাশিত হইয়াছে। মায়াকৃত অন্যথা রূপের—সংসার-দশার, অথবা ভেদজ্ঞানের ত্যাগ হইতেই আত্মরূপ ব্রহ্মের যে অনুভব, তাহাই—মোক্ষ; ইহাই বিবর্তবাদি-বৈদান্তিকগণের মুখ্য মত। তাঁহাদের মতের দ্বারাই

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৭৩

জানা যায় যে, মোক্ষে দুঃখের অভাব ও দুঃখের কারণাভাবমাত্রই বিদ্যমান। ইহার দ্বারা বাস্তব সুখপ্রাপ্তি নাই, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।

নির্বিশেষবাদিগণ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের অনুভব করেন। সুতরাং তাঁহাদের অনুভূত সুখও অপরিচ্ছিন্ন হইবে না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই,—তাঁহাদের ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ করুণা প্রভৃতি গুণহীন; তাঁহাদের ব্রহ্ম নিঃসঙ্গ, সুতরাং ভক্তজনের সঙ্গাদি-রহিত; তাঁহাদের ব্রহ্ম নির্বিকার, সুতরাং তাঁহার চিত্তের আর্দ্রতারূপ বিক্রিয়া নাই অথবা তিনি বিচিত্র শ্রীমূর্তি-বৈভবাদি-পরিমাণ-রহিত; তাঁহাদের ব্রহ্ম নিরীহিত অর্থাৎ বিচিত্র মধুর লীলাহীন। অতএব যে তত্ত্বে ভগবত্তার অভাব ও সচ্চিদানন্দঘনত্বের অভাব, সেই তত্ত্বের অনুভবের দ্বারা সুখও সেইরূপই হইবে। মুমুক্ষুগণ জন্মমরণাদি দুঃখের দ্বারা, সংসার-যাতনার দ্বারা এবং সর্বদাই নানাবিধ উদ্বেগের দ্বারা সতত ব্যাকুলান্তঃকরণ বলিয়া তাঁহাদের চিত্তের আর্দ্রতা ও কোমলতা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের চিত্তে প্রীতিহীনতা, শুষ্কতা ও কাঠিন্য-ভাবই প্রবল। সংসারের উগ্রতাপে তাঁহাদের চিত্ত দগ্ধ হওয়ায় তাঁহারা কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্যই ব্যাকুল। তাঁহাদের রস গ্রহণের সামর্থ্য নাই। মুমুক্ষুগণ সংসার-যাতনা হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য—সংসারজ্বালা নিবারণ করিবার জন্য, মোক্ষের শরণাপন্ন এবং মোক্ষকেই সুখের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্তুতি করেন। বস্তুতঃ, সংসারদুঃখ-নিবারণরূপ মোক্ষে সেরূপ কোন বাস্তব সুখ নাই। যেমন স্বর্গকামিগণ পতন-ভয়, স্পর্দ্ধা, নশ্বরতাদি-দোষ থাকা সত্ত্বেও স্বর্গকেই চরম সুখ বলিয়া থাকেন, তেমনি মুমুক্ষুগণও সুখবৈচিত্রীর একান্ত অভাব থাকা সত্ত্বেও দুঃখমাত্র-নিবারক মোক্ষকেই পরমপুরুষার্থ বলেন। অপর দিকে, ভক্তিসুখ— ভগবৎপ্রেমবিলাসরূপা স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া পরম মহৎ হইলেও ক্ষণে ক্ষণে নূতন হইতেও নূতনরূপে, মধুর হইতেও সুমধুর-

রূপে এবং অধিক হইতেও অধিকতররূপে ভক্তের দ্বারা অনুভূত হয়। মুক্তিতে যে ব্রহ্মসুখ, তাহা এইরূপ নহে। কেন না, তাহা সীমাযুক্ত; তাহাতে বিচিত্রতা নাই – বিলাস নাই—পরতত্ত্বের সুখানুসন্ধানবৈচিত্রী নাই।[১]

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণযুগল – সুখস্বরূপ ও সুখের আশ্রয়, উভয়ই; যেরূপ মিছরির পিণ্ড একাধারে মিছরি (মিষ্টদ্রব্য) ও মিছরির (মিষ্ট বস্তুর) আধার। কিন্তু ব্রহ্ম—কেবল সুখস্বরূপ, সুখের আধার নহেন; যদি আধার বলা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মে ভেদ-ভাব অর্থাৎ আধার-আধেয়ভাব উপস্থিত হয়, সুখের বৈচিত্রী, তরঙ্গাদিও থাকে। কিন্তু ব্রহ্ম তাহা নহেন। অন্যদিকে, কোটি-সমুদ্রগম্ভীর, পরমাশ্চর্যমহিমান্বিত শ্রীভগবানে অচিন্ত্য ভেদাভেদাদিরূপ বিচিত্র বিরোধের প্রবাহ নিত্য বর্তমান। এজন্য শ্রীভগবান্ পরমানন্দস্বরূপ হইয়াও পরমানন্দের আধার।[২]

গো, ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ ও বেদাদির বিনাশক দৈত্যগণকে মুক্তিকামিগণও নিন্দা করেন। সেই গো, বিপ্র, যজ্ঞাদি-ঘাতী কংসাসুর ও অঘাসুরাদি দৈত্যগণকেও যখন মুক্তি লাভ করিতে দেখা যায়, তখন দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি কিরূপে প্রশংসনীয় হইতে পারে? – দুষ্ট ব্যক্তিগণের প্রাপ্য বস্তু শিষ্ট ব্যক্তিগণের গ্রহণীয় হইতে পারে না।[৩]

ব্রহ্মানুভবকারী, আত্মারাম, জীবন্মুক্ত সিদ্ধগণেরও দুঃখাভাব মাত্রই লাভ হয়; আর শ্রীভগবদ্ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে গমন না করিয়াও এই জগতে পাঞ্চভৌতিক দেহে থাকাকালেও শ্রীভগবানের কৃপায় সর্বক্ষণ সান্দ্র-সুখবিশেষ অনুভব করেন।[৪]

অন্নাদি রন্ধন করিবার নিমিত্ত যে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয়, খাদ্য-রন্ধনকার্যই সেই অগ্নির প্রকৃত উদ্দেশ্য; কিন্তু উহার দ্বারা আনুষঙ্গিক-

---

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।১৭৫—১৭৭, ১৯০, ১৯৩; ২। ঐ, ২।২।১৮১; ৩। ঐ, ২।২।২০০; ৪। ঐ, ২।২।২০৩

ভাবেই গৃহের অন্ধকার ও শীত নাশ হয়—এই দুইটিই অবান্তর ফল। তদ্রূপ, ভক্তির মুখ্য উদ্দেশ্য - শ্রীভগবানের প্রীতি অর্থাৎ ভগবৎসুখানুসন্ধান, মুক্তিরূপ দুঃখনিবৃত্তি নহে। ভক্তের নিকট মুক্তি, আত্মারামতা, যোগসিদ্ধি বা জ্ঞানাদি অবান্তর ফলসমূহ আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ভক্ত ঐ সকল গ্রহণ করেন না। কারণ ভক্তির মুখ্যফল যে ভগবৎপ্রীতি, ঐগুলি তাহার বিরোধী।[১]

মুক্তি-সুখ সর্বদাই একরূপ, আর শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যবিশেষের প্রভাবে ভক্তিসুখ সর্বদাই অদ্ভুত অর্থাৎ পরম অনির্বচনীয় ও বিচিত্রতাপূর্ণ। অতএব সাযুজ্যরূপা মুক্তি হইতে ভক্তি-সুখ সর্বতোভাবে বিপরীত। মুক্তিসুখ—শেষসীমাপ্রাপ্ত একরূপ, পরিপূর্ণ ও তৃপ্তিজনক। কিন্তু ভক্তিসুখ – অনেকরূপ, অপরিচ্ছিন্ন এবং তৃপ্তিনিবারক অর্থাৎ যতই অনুভব করা যায়, ততই পরমেশ্বরের সুখানুসন্ধানের জন্য—তাঁহাতে প্রীতি করিবার জন্য, সহজ লালসারই উদয় হয়। ভক্তিসুখ প্রতিক্ষণে নূতন হইতে নূতন—মধুর হইতে মধুর বিচিত্ররূপে বর্ধমান। 'যিনি তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি তাহা জানেন'—এই ন্যায়ে ভক্তিবিলাস-মাধুর্যাতিশয়াত্মক যে সুখ, তাহা অনুভবকারী ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না। সুতরাং দুঃখানুভূতিহীনতারূপ ঋণাত্মক মুক্তি হইতে পরমমনোহর মহান্ ভক্তিবিলাসবৈভবমাধুর্যাতিশয়রূপ পরমধনাত্মক বাস্তব ভক্তিসুখবৈচিত্র্য সর্বতোভাবে বিলক্ষণ।[২] মোক্ষ লম্পট ব্যক্তির ন্যায়। লম্পটকে যেমন বাধা দিলেও সে ধৃষ্টতা করিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে চায়, সেইরূপ ভগবদ্ভক্তের সঙ্গপ্রভাবে জীবন্মুক্ত ভক্তগণ অতি তুচ্ছবোধে মুক্তিকে পরিত্যাগ করিলেও মুক্তি যেন বলপূর্বক ভক্তের অনুগমন করে অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের অতি আনুষঙ্গিকভাবেই সমস্ত দুঃখ-নিবৃত্তি, আত্মারামতা প্রভৃতি লাভ হয়।

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।২।২০৯ ; ২। ঐ, ২।২।২১৭

তাঁহাদের চিত্ত ভগবৎপ্রেমানন্দে সর্বদা তন্ময়।[১] ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতীয় দর্শনের প্রয়োজন ও সিদ্ধান্ত।

ষড়্‌দর্শনের পরমপণ্ডিত শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যপাদ শ্রীশ্রীগৌড়ীয়ানাথ শ্রীগৌরহরির কৃপায় ভাগবত-গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তের অসমোর্ধ্ব মাধুর্য উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন,—

জ্ঞাতং কাণভুজং মতং পরিচিতৈবান্বীক্ষিকী শিক্ষিতা
মীমাংসা বিদিতৈব সাংখ্যসরণির্যোগে বিতীর্ণা মতিঃ।
বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং কিং তু স্ফুরন্মাধুরী-
ধারা কাচন নন্দসূনুমুরলী মচ্চিত্তমাকর্ষতি ॥[২]

আমি কণাদের মত (বৈশেষিক মত) জানিয়াছি, আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ ন্যায়-দর্শনের সহিত পরিচিত আছি, মীমাংসাশাস্ত্র (জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসা) শিক্ষা করিয়াছি, সাংখ্যদর্শনের পথও আমার বিজ্ঞাত, পতঞ্জলির যোগদর্শনেও আমার বুদ্ধি বিস্তৃত আছে, বেদান্তশাস্ত্রও আমি বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছি, কিন্তু শ্রীনন্দনন্দনের কোন মুরলীমাধুর্য-প্রবাহ স্ফুরিত হইয়া সবেগে আমার চিত্তকে আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে শ্রীনৃসিংহপুরাণোক্ত বৈষ্ণবরাজ শ্রীযমের নিম্নলিখিত বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন,—

বিষধর-কণভক্ষ-শঙ্করোক্তী-,র্দশবল-পঞ্চশিখাক্ষপাদবাদান্।
মহদপি সুবিচার্য লোকতন্ত্রং, ভগবদুপাস্তিমৃতে ন সিদ্ধিরস্তি ॥[৩]

ফণি (যোগদর্শনকার শেষাবতার পতঞ্জলি), কণাদ (বৈশেষিক দর্শনকার), শঙ্কর-মত (পাশুপত বা রুদ্রোক্ত প্রাচীন মায়াবাদ-শাস্ত্রসমূহ),

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ২।৫।১৯৮ ; ২। শ্রীপদ্যাবলী ৯৯ সংখ্যা ; ৩। শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ ৭১ অনু-ধৃত শ্রীনৃসিংহপুরাণবাক্য ৯।৭ (২য়-সং বোম্বাই, ১৯১১ খ্রীঃ) ৪১ পৃঃ।

দশবল[১] (বৌদ্ধমত), পঞ্চশিখ[২] (সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা পঞ্চশিখের মত অর্থাৎ সাংখ্যমত), অক্ষপাদ (ন্যায়দর্শনকার গোতম), শ্রেষ্ঠ-লোকতন্ত্র (লোকরঞ্জক স্বর্গাদি-কামনাপূরক পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র অথবা লোকায়ত চার্বাকমত, অথবা লৌকিকশাস্ত্রসমূহ) উত্তমরূপে বিচার করিয়া নিশ্চয় করিয়াছি যে শ্রীভগবানের উপাসনা ব্যতীত সিদ্ধি অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ হয় না।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্যকারগণ

ব্রহ্মসূত্র বা বাদরায়ণসূত্র বেদান্তদর্শনের মূল গ্রন্থ। শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ 'ব্রহ্মসূত্র'-শব্দের অর্থ করিয়াছেন,—"ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্ম-সূত্রাণি"[৩] অর্থাৎ ব্রহ্ম ইঁহাদের দ্বারা সূত্রিত অর্থাৎ সূচিত হন, এই অর্থে—ব্রহ্মসূত্রসমূহ। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসা দর্শন—প্রত্যেকটিই সূত্রাকারে গ্রথিত। দর্শনসমূহের মধ্যে বেদান্তদর্শনের সূত্র-সমূহ বিশেষভাবে সুসংবদ্ধ ও সুসমঞ্জস। ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসংখ্যা—৫৫৫, কোন কোন মতে—৫৫৮ বা কিছু কম বেশী। এই ব্রহ্মসূত্রসমূহ, (১) সমন্বয়, (২) অবিরোধ, (৩) সাধন ও (৪) ফল—এই চারিটি অধ্যায়ে

১। (১) দান, (২) শীল, (৩) ক্ষমা, (৪) বীর্য, (৫) ধ্যান, (৬) প্রজ্ঞা, (৭) বল, (৮) উপায়, (৯) প্রণিধি, ও (১০) জ্ঞান—বুদ্ধের এই দশটি বল ছিল বলিয়া তাঁহার একটি নাম—'দশবল'; ২। "সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা মুনির নামই পঞ্চশিখ। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য-কারিকার ৭০ শ্লোকে লিখিত আছে--কপিল আসুরিকে ও আসুরি পঞ্চশিখকে সাংখ্যশাস্ত্র উপদেশ করেন। এই পঞ্চশিখ হইতে সাংখ্যশাস্ত্র প্রচারিত হয়।"—শ্রীবামনপুরাণ, ৫০শ অধ্যায় এবং শ্রীমহাভারত-শান্তিপর্ব; ৩। শ্রীগীতার সুবোধিনী-টীকা ১৩।৪

বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় ৪টি পাদ বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পাদে আবার বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে অধিকরণ-সংখ্যা দৃষ্ট হয়। এই অধিকরণ-সংখ্যাও বিভিন্ন আচার্যের সিদ্ধান্তানুসারে কম বেশী হইয়াছে।

প্রস্থান-ভেদ

কতিপয় দার্শনিক (শঙ্কর-সম্প্রদায় প্রভৃতি) শাস্ত্রের (বেদান্তের) ত্রিবিধ প্রস্থান, কেহ কেহ বা (শ্রীমধ্বাচার্য) চতুর্বিধ প্রস্থানের কথা বলিয়াছেন। প্রস্থান-শব্দের অর্থ—আকর-গ্রন্থ। যে-স্থানে প্রকৃষ্টভাবে দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু নিহিত বা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল আকর-স্থানই – প্রস্থান। শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের মতানুসারে উপনিষৎসমূহ— 'শ্রুতিপ্রস্থান', ব্রহ্মসূত্র—'ন্যায়প্রস্থান' ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, সনৎসুজাত প্রভৃতি—'স্মৃতিপ্রস্থান' নামে উক্ত হয়। ন্যায়দর্শনে যেরূপ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চাবয়বের বিচার-পদ্ধতিক্রমে অনুমানের মীমাংসা করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, সেইরূপ বেদান্তদর্শনেও বিষয়, সংশয়, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি – এই পঞ্চ ন্যায়াঙ্গ-দ্বারা ব্রহ্ম-সূত্রের বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে। এজন্য বেদান্তদর্শনকে ন্যায়প্রস্থান বলে।

শ্রীমধ্বাচার্যের মতে – (১) প্রমাণপ্রস্থান (দশপ্রকরণ), (২) শ্রুতি-প্রস্থান, (৩) গীতাপ্রস্থান ও (৪) সূত্রপ্রস্থান।

ব্রহ্মসূত্রকে কেহ কেহ শারীরক-সূত্রও বলেন। শরীরাধিষ্ঠিত জীব বা শরীরভব সুখ-দুঃখ—শারীরক (ভা ৩।৩১।১৯) নামে অভিহিত। তৎ-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত-সার সূত্রসমূহই শারীরক-সূত্র অর্থাৎ যে গ্রন্থে সংক্ষেপে জীবের অধিষ্ঠানভূত শরীরের বা তদুত্থিত সুখ-দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি-বিষয়ক মীমাংসা আছে। ইহা শারীরক-মীমাংসা-সূত্র নামেও খ্যাত।

প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণ

বিভিন্ন বৈদান্তিক মত ব্রহ্মসূত্র রচিত হইবার পূর্ব হইতেই প্রচারিত ছিল। ইহার পরিচয় ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে পাওয়া যায়। মীমাংসাসূত্র[১] ও ব্রহ্মসূত্র[২], উভয় স্থানেই চারি চারিবার বাদরির মত আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে জৈমিনির নাম ব্রহ্মসূত্রে এগারবার উল্লিখিত হইয়াছে।[৩] এতদ্ব্যতীত আত্রেয়[৪], আশ্মরথ্য[৫], ঔড়ুলোমি[৬], কার্ষ্ণাজিনি[৭], কাশকৃৎস্ন[৮]-প্রমুখ আচার্যগণের নাম ব্রহ্মসূত্রে দৃষ্ট হয়। আশ্মরথ্যের নাম জৈমিনি তাঁহার পূর্বমীমাংসা-দর্শনেও[৯] উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য আশ্মরথ্যকে ভেদাভেদবাদী (মতান্তরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী)[১০], আচার্য ঔড়ুলোমি ও বাদরিকেও[১১] ভেদাভেদবাদী[১২], আত্রেয়কে মীমাংসক[১৩], কাশকৃৎস্ন ও কার্ষ্ণাজিনিকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বলিয়া কেহ কেহ নির্ণয় করিয়াছেন। বাদরায়ণ অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন। ইহা তাঁহার ব্রহ্মসূত্র এবং তাঁহারই রচিত শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র হইতেই জানা যায়।[১৪] বাদরায়ণ যেরূপ তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির নাম উল্লেখপূর্বক তাঁহার মত উদ্ধার করিয়াছেন, জৈমিনিও পূর্বমীমাংসায় সেইরূপ বহুস্থানে—কোন স্থলে পূর্বপক্ষরূপে, কোন স্থলে বা স্বীয় মত-পোষক প্রমাণরূপে বাদরায়ণের মত উদ্ধার করিয়াছেন। জৈমিনি

১। মীমাংসাসূত্র ৩।১।৩, ৬।১।২৭, ৮।৩।৬, ৯।২।৩৩ ; ২। ব্রহ্মসূত্র ১।২।৩০, ৩।১।১১, ৪।৩।৭, ৪।৪।১০ ; ৩। ঐ, ১।২।২৮, ৩১, ১।৩।৩১, ১।৪।১৮, ৩।২।৪০, ৩।৪।২, ১৮, ৪০, ৪।৩।১২, ৪।৪।৫, ১১ ; ৪। ঐ, ৩।৪।৪৪ ; ৫। ঐ, ১।২।২৯, ১।৪।২০ ; ৬। ঐ, ১।৪।২১, ৩।৪।৪৫, ৪।৪।৬ ; ৭। ঐ, ৩।১।৯ ; ৮। ঐ, ১।৪।২২ ; ৯। ঐ, ৬।৫।১৬ ; ১০। ঐ, (১।৪।২০)—শঙ্করভাষ্য ও ভামতী-টীকা দ্রষ্টব্য ; ১১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসম্বাদিনী, ৮০ পৃঃ ; ১২। ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২১—শঙ্করভাষ্য ও ভামতী দ্রষ্টব্য ; ১৩। জৈমিনি-সূত্র ৬।১।২৬ ; ১৪। পরে এই গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

শ্রীবেদব্যাসের শিষ্য বলিয়া কথিত।[১] শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পিতৃদেব শ্রীপরাশর ও শ্রীগুরুদেব শ্রীনারদ এবং মহর্ষি শ্রীশাণ্ডিল্য অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন।[২]

শুদ্ধভক্তাগ্রণী শ্রীপরাশরপাদ যে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী ছিলেন, তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (১।৩।১—৩) তাঁহার উক্তি পাঠ করলেই সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও ইহা আত্মপ্রকাশ-টীকায় সমর্থন করিয়াছেন। শুদ্ধভক্তরাজ শ্রীভগবৎপাদ শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই (ভা ১।৫।২০) "ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরঃ" ইত্যাদি শ্লোকে তাঁহার হৃদ্গত ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিয়াছেন। আচার্যপাদ শ্রীশাণ্ডিল্যের "উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্" (শাণ্ডিল্যসূত্র ৩১)-সূত্রে অতিস্পষ্টভাবে তিনি যে ভেদাভেদবাদী আচার্য ছিলেন, তাহা জানা যায়। শ্রীস্বপ্নেশ্বর উক্ত সূত্রের ভাষ্যে বহু শ্রুতিমন্ত্র ও শ্রীগীতার প্রমাণ উদ্ধার করিয়া শাণ্ডিল্যমুনির ভেদাভেদসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন।

শঙ্কর-পূর্ব ভাষ্যকারগণ

সূত্র-যুগের পর ভাষ্যকার-যুগে মহর্ষি বোধায়নই প্রাচীনতম বৈদান্তিক আচার্য[৩] বলিয়া কথিত হ'ন। বোধায়ন বেদান্তসূত্রের বিস্তীর্ণা' বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীরামানুজাচার্য শ্রীভাষ্যে ও বেদার্থসংগ্রহে সেই বৃত্তিরই অনুসরণ ও স্থানে স্থানে উহার অংশ উদ্ধার করিয়াছেন।[৪] শ্রীবোধায়নাচার্য জৈমিনির মীমাংসাসূত্রের 'কৃতকোটি' নামে এক বৃত্তি রচনা করেন। বোধায়নের পর উপবর্ষ মীমাংসাসূত্র ও ব্রহ্মসূত্রের বৃত্তি রচনা

১। ভা ১।৪।২১, ১২।৬।৫৩ ; মহাভারত-আদিপর্ব ৬৪।৮১ ; ২। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের মতে শ্রীনারদ দ্বৈতবাদী এবং শ্রীশাণ্ডিল্য ভেদাভেদবাদী ছিলেন। Vide—'Comparative Studies in Vaisnavism & Christianity' by Dr. B. N. Seal, P. 23 & Pp 92, 93, Cal, 1899 ; ৩। Vide—'Agamasastra of Gaudapada' edited by Bidhusekhar Bhattacharya, Introduction P. C. VIII, C. U. 1943 ; ৪। শ্রীভাষ্য ১।১।১।১, ৫ অনু ; বেদার্থসংগ্রহ ১৪৬,২৪৯,২৫০ পৃঃ।

করেন। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার সূত্রভাষ্যে উপবর্ষের বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন।[১] শ্রীযামুনাচার্যের সিদ্ধিত্রয়[২], শ্রীরামানুজের বেদার্থসংগ্রহ[৩] ও শ্রীনিবাসের যতীন্দ্র-মতদীপিকা[৪] হইতে বোধায়ন, টঙ্ক, দ্রমিড়, গুহদেব, কপর্দি, ভারুচি ও শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র-প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বেদান্তাচার্যগণের নাম জানা যায়। শ্রীযামুনাচার্য সিদ্ধিত্রয়ে বলিয়াছেন, দ্রমিড়াচার্য ব্রহ্মসূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহার উপর শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র বিস্তৃতা টীকা রচনা করেন।[৫] ভর্তৃপ্রপঞ্চ 'ভর্তৃপ্রপঞ্চভাষ্য' নামক ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তমূলক বেদান্তভাষ্য রচনা করেন।[৬] সুন্দরপাণ্ড্য এবং আরও কয়েকজন বৈদান্তিক আচার্য গৌড়পাদের (শঙ্করাচার্যের পরমগুরুর) পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।[৭]

ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের বীজ

শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্র-অবলম্বনে কেবলাদ্বৈতভাষ্য রচনা করিবার পূর্বে সর্বাদিকাল হইতেই ব্রহ্মসূত্রের ভেদাভেদসিদ্ধান্তপর-ভাষ্য প্রচারিত ছিল বলিয়া আধুনিক গবেষকগণও স্বীকার করিয়াছেন।[৮] ঋগ্বেদের

১। শঙ্করভাষ্য ১।৩।২৮, ৩।৩।৫৩ ; ২। সিদ্ধিত্রয়—কাশী চৌখাম্বা-সং, ১৯৫৭ সংবৎ, ৫ পৃঃ ; ৩। বেদার্থ-সংগ্রহ, ১৩৬ পৃঃ, কলিকাতা-সং, ১৯৯৮ সংবৎ; ৪। যতীন্দ্র-মত-দীপিকা, চৌখাম্বা, ১৯০৭ খ্রীঃ ; ৫। সিদ্ধিত্রয় ৫ম পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা-সং ১৯৫৭ সংবৎ; ৬। সুরেশ্বরকৃত বার্তিকটীকা, আনন্দাশ্রম-সং ৬৬০, ৬৬৯ পৃঃ ; ৭। মাধবাচার্যকৃত সূত-সংহিতা-টীকা, আনন্দাশ্রম-সং, ২৭৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ৮। The *bhedabheda* interpretation of the Brahma-sutras is in all probability earlier than the monistic interpretation introduced by Sankara. The Bhagavad-Gita, which is regarded as the essence of the Upanisads, the older Puranas, and the Pancaratra, dealt with in this volume, are more or less on the lines of *bhedabheda*. In fact, the origin of this theory may be traced to the Purusa-sukta. * * * Anandagiri also refers to Dravida-bhasya as being a commentary on the Chandogy-Upanisad, written in a simple style (rigu-vivarana) previous to Sankara's attempt.—'A History of Indian Philosophy' by Dr. S. N. Dasgupta. Vol. III, Cambridge 1940, Pp 105, 106.

পুরুষসূক্তে এই ভেদাভেদ সিদ্ধান্তের মূল পাওয়া যায়।[১] এতদ্ব্যতীত শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি-পুরাণসমূহ এবং সাত্বতপঞ্চরাত্রসমূহ ন্যূনাধিক অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্যেরও বহুপূর্বে ব্যাখ্যাকার শ্রীদ্রমিড়াচার্য সরলভাষায় ছান্দোগ্যোপনিষদের ভেদাভেদসিদ্ধান্তপর ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ মহর্ষি বোধায়নকে ভেদাভেদবাদী মনে করেন।

ব্রহ্মসূত্রের অনিবার্য স্বতঃসিদ্ধ-সিদ্ধান্ত

এইরূপে দেখা যায়, কেবল অভেদ বা কেবল ভেদ, কোনটিই ব্রহ্ম-সূত্রের একান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া সুপ্রাচীনকাল হইতেই গৃহীত হয় নাই। অপরদিকে ইহাও দেখা যায়, ভেদাভেদসিদ্ধান্তটিই ব্রহ্মসূত্রের মধ্যমণির ন্যায় প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং স্বয়ং শ্রীনারদ, শ্রীপরাশর, শ্রীব্যাস, শ্রীশাণ্ডিল্য-প্রমুখ সূত্রকর্তা-মহাজনগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি, দ্রমিড়াচার্য-প্রমুখ অধিকাংশ শঙ্কর-পূর্ব বৈদান্তিক আচার্যগণ এবং প্রসিদ্ধ আলবরগণ, ভেদাভেদসিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিয়াছেন। বোধায়ন, টঙ্ক, গুহদেব, কপর্দি, ভারুচি-প্রমুখ শঙ্কর-পূর্ব ভাষ্যকারগণও কেবলাদ্বৈতবাদ বা কেবল দ্বৈতবাদ গ্রহণ করেন নাই। শঙ্করোত্তর আচার্যগণও, যথা—শ্রীভাস্করাচার্য, শ্রীযামুনাচার্য, শ্রীরামানুজা-চার্য, শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু, শ্রীবল্লভাচার্য-প্রমুখ ভাষ্যকৃৎ আচার্যগণও কেহই কেবল অভেদ বা কেবল ভেদবাদ স্বীকার করেন নাই। অর্থাৎ একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য কেবল অভেদ-বাদ এবং একমাত্র শ্রীমধ্বাচার্য কেবল ভেদবাদের দ্বারা ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একদিকে যেমন কেবল অভেদবাদের দ্বারা বা কেবল ভেদবাদের দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের মীমাংসা হইতে পারে না, অপরদিকে ব্রহ্ম-

---

১। ঋক্ ১০।৯০।১—৫

সূত্রের উপজীব্য (যুগপৎ ভেদ ও অভেদপর বিরুদ্ধ-তাৎপর্যময়) শ্রুতি-সমূহের মীমাংসা ও সমন্বয় শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বা শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন ভাবেই সাধিত হইতে পারে না। কেবল অভেদ ও কেবল ভেদবাদের যখন প্রতিষ্ঠা নাই, তখন উভয়পর সিদ্ধান্ত যে ভেদাভেদ, তাহা স্বীকার করাই অনিবার্য হয়। কারণ, ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য উপনিষৎসমূহের ভেদ ও অভেদ, উভয় সিদ্ধান্তপর মন্ত্র পাওয়া যায়। আর শ্রীশঙ্করাচার্যের বৌদ্ধমতানুকরণিক[১] মতানুসারে ভেদপর শ্রুতিগুলিকে সগুণ ব্রহ্মপর বা ব্যবহারিক, আর অভেদপর শ্রুতিগুলিকে নির্গুণ ব্রহ্মপর বা পারমার্থিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও কতকগুলি শ্রুতিকে কল্পনাবলে ঔপাধিক, মায়িক, তুচ্ছ বা নিকৃষ্ট এবং কতকগুলিকে পারমার্থিক বা উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থাপন করিতে হয়। বস্তুতঃ, সমস্ত শ্রুতিই সমানভাবেই পূজ্য। অতএব যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্ত অনিবার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু অভেদ ও ভেদ—এই বিরুদ্ধ ধর্মের যুগপৎ অবস্থিতি এই জড় রাজ্যে জড়ের ধারণায় অসম্ভব। ইহা কল্পনামূলে সাধন করিবার চেষ্টা করিলেও অবাস্তব বা কাল্পনিক বলিয়া গণ্য হয়। এজন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বা শব্দপ্রমাণমূলে ব্রহ্মসূত্রের যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সিদ্ধান্তকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"[২], এই ব্রহ্মসূত্রে যে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ বা শব্দপ্রমাণের কথা উক্ত হইয়াছে, শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শ্রীব্যাসপ্রকটিত শাস্ত্রসমূহ এবং শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-প্রমুখ জগদ্গুরু আচার্যগণ যে শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণকে 'অচিন্ত্য'-শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব গ্রহণ করিয়াছেন।

১। শ্রীশঙ্করাচার্য নাগার্জুনের মাধ্যমিক-কারিকার সিদ্ধান্তের অনুকরণে অর্থাৎ বৌদ্ধমতানুকরণে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, এই দুই স্তরের সত্যের কথা বলিয়াছেন;

২। ব্র সূ ২।১।২৭

ব্রহ্মসূত্রের ভেদাভেদসিদ্ধান্ত উক্ত অচিন্ত্য-শব্দ অর্থাৎ শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণ-দ্বারা ব্যাখ্যাত না হইলে তাহাতে শ্রুতিপ্রমাণে নানাপ্রকার অসঙ্গতি, জড়ীয় ভেদ স্বকপোল-কল্পনা প্রভৃতি দোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

কেবলভেদবাদ-স্থাপনে কষ্ট-কল্পনা

কেবলভেদবাদাচার্য শ্রীমধ্বের মতানুসারী শ্রীনারায়ণভট্টের শিষ্য কবি গৌড়পূর্ণানন্দ লিখিয়াছেন,—

জ্ঞাত্বা সাংখ্য-কণাদ-গৌতম-মতং পাতঞ্জলীয়ং মতং
মীমাংসামত ভট্টভাস্করমতং ষড়্‌দর্শনাভ্যন্তরে।
সিদ্ধান্তং কথয়ন্তু হন্ত সুধিয়ো জীবাত্মনোর্বস্তুতঃ
কিং ভেদোঽস্তি কিমেকতা কিমথবা ভেদেঽপ্যভেদস্তয়োঃ॥
শাস্ত্রেষু পঞ্চসু ময়া খলু তত্র তত্র
জীবাত্মনোরতিতরাং শ্রুত এব ভেদঃ।
বেদান্তশাস্ত্রভণিতং কিমিদং শৃণোমি
ভেদং ততোঽন্যমুভয়ং ত্রিবিধং বিচিত্রম্॥[১]

হে পণ্ডিতগণ! ষড়্‌দর্শনের মধ্যে সাংখ্য, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও ভট্টভাস্করের মত বিচারপূর্বক এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বলুন—জীব ও পরমাত্মার মধ্যে বস্তুতঃ ভেদ আছে কিনা, কিংবা ঐক্য, অথবা তাঁহাদের মধ্যে ভেদেও অভেদ বর্তমান? উক্ত পাঁচটি শাস্ত্রে আমি জীব ও পরমাত্মার অত্যন্ত ভেদই শ্রবণ করিয়াছি। এখন কি বেদান্তশাস্ত্র-কথিত ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ—এই ত্রিবিধ বিচিত্র মত শ্রবণ করিব?

মাধ্বমতাবলম্বী শ্রীগৌড়-পূর্ণানন্দের বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, ষড়্‌দর্শনের মধ্যে যখন পাঁচটি দর্শনেই কেবলভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে,

১। কাশী, 'পণ্ডিত'পত্রিকায় (১৮৭১ খ্রী, ১লা সেপ্টেম্বর) প্রকাশিত গৌড়পূর্ণানন্দ-কৃত তত্ত্বমুক্তাবলী ৭৯,৮০ শ্লোক।

তখন ষষ্ঠ ও অবশিষ্ট বেদান্তদর্শনও ঐ পঞ্চদর্শনেরই অনুগমন করিবে অর্থাৎ কেবলভেদ-সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোন সিদ্ধান্ত বেদান্তদর্শনে স্থাপিত হইতে পারে না। কেবলভেদ-বাদীর উক্ত যুক্তি শাস্ত্রবিচারসহ নহে। কারণ, অন্য পঞ্চ দর্শনের মতানুসরণ করিবার জন্য শ্রুতির তাৎপর্যৈক-মীমাংসক বেদান্তদর্শন প্রকাশিত হন নাই। পঞ্চ দর্শন সর্বতোভাবে শ্রুতির অনুগমন করে নাই। এমন কি, কেহ কেহ মুখে বেদ মানিয়াও কার্যতঃ বেদের শিরোভাগ শ্রুতির সিদ্ধান্ত এবং বেদ ও শ্রুতির একমাত্র প্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করে নাই। সুতরাং ঐ সকল নিরীশ্বর বা মৌখিকভাবে বেদ-স্বীকারকারী পঞ্চ দর্শনের স্বকপোলকল্পিত মতবাদ খণ্ডন করিয়া শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য প্রচার করিবার জন্যই বেদান্ত-দর্শনের আবির্ভাব। ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টভাবেই ঐ সকল দর্শনের বিভিন্ন মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে এবং আপাত-বিরুদ্ধ শ্রুতিসমূহের মীমাংসা ও সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। বেদান্তের মূর্তিমান্ ভাষ্যস্বরূপ, সর্বজ্ঞশিরোমণি স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও এই কথাই বলিয়াছেন।[১]

কেবলাভেদবাদ-স্থাপনে কষ্টকল্পনা ও শ্রুতিবিরোধ

গতানুগতিক ধারণায় শঙ্কর-শারীরকই 'বেদান্ত' বলিয়া বিবেচিত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য বা মায়াবাদ-ভাষ্যকেই অধিকাংশ ব্যক্তি বেদান্তমত বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ, শ্রীশঙ্করাচার্যের মায়াবাদ-ভাষ্যে কিছুটা স্বকপোলকল্পনার মৌলিকতা থাকিলেও তাহা শ্রৌত-সিদ্ধান্ত নহে। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার বৌদ্ধমতপ্রবণ পরমগুরু গৌড়পাদের বৌদ্ধমতকে মূল করিয়াই ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। শঙ্করা-

১। এই গ্রন্থের ১৯০—১৯৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চার্যের পূর্বে ব্রহ্মসূত্রের কোনো ভাষ্যেই বিবর্তবাদ প্রপঞ্চিত হয় নাই। কেন না, উহা বেদ-বিরোধী বৌদ্ধমত। আধুনিক গবেষকগণও বলিয়াছেন,—

So great is the influence of the Philosophy propounded by Sankara and elaborated by his illustrious followers, that whenever we speak of the Vedanta philosophy we mean the philosophy that was propounded by Sankara. If other expositions are intended the names of the exponents have to be mentioned (e. g. Ramanuja-mata, Vallabha-mata, etc.).

There is reason to believe that the Brahma-sutras were first commented upon by some Vaisnava writers who held some form of modified dualism. * * * I am myself inclined to believe that the dualistic interpretations of the Brahma-sutras were probably more faithful to the sutras than the interpretations of Sankara.[১]

তাৎপর্য—যাঁহারা স্বনিয়মিত দ্বৈতবাদ (অর্থাৎ একান্ত ভেদবাদ নহে) স্বীকার করেন, এরূপ কোন কোন্ বৈষ্ণব-লেখকের দ্বারা সর্বপ্রথমে ব্রহ্ম-সূত্রসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল—ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। * * * আমার নিজের কথা বলিতে পারি, আমি এইরূপ বিশ্বাস করিবার পক্ষপাতী যে ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতসিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যাসমূহ সম্ভবতঃ শঙ্করের কেবলাদ্বৈতমতপর ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সূত্রনিষ্ঠ।

The fact that we do not know of any Hindu writer who held such monistic views as Gaudapada or Sankara, and who interpreted the Brahma-sutras in accordance with those monistic ideas, when combined with the fact that the dualists had been writing commentaries on the

---

১। A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. I, Cambridge 1932, Pp 429, 420, 421.

চার্যের পূর্বে ব্রহ্মসূত্রের কোনো ভাষ্যেই বিবর্তবাদ প্রপঞ্চিত হয় নাই। কেন না, উহা বেদ-বিরোধী বৌদ্ধমত। আধুনিক গবেষকগণও বলিয়াছেন,—

So great is the influence of the Philosophy propounded by Sankara and elaborated by his illustrious followers, that whenever we speak of the Vedanta philosophy we mean the philosophy that was propounded by Sankara. If other expositions are intended the names of the exponents have to be mentioned (e. g. Ramanuja-mata, Vallabha-mata, etc.).

There is reason to believe that the Brahma-sutras were first commented upon by some Vaisnava writers who held some form of modified dualism. * * * I am myself inclined to believe that the dualistic interpretations of the Brahma-sutras were probably more faithful to the sutras than the interpretations of Sankara.[১]

তাৎপর্য—যাঁহারা স্বনিয়মিত দ্বৈতবাদ (অর্থাৎ একান্ত ভেদবাদ নহে) স্বীকার করেন, এরূপ কোন কোন বৈষ্ণব-লেখকের দ্বারা সর্বপ্রথমে ব্রহ্মসূত্রসমূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছিল—ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। * * * আমার নিজের কথা বলিতে পারি, আমি এইরূপ বিশ্বাস করিবার পক্ষপাতী যে ব্রহ্মসূত্রের দ্বৈতসিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যাসমূহ সম্ভবতঃ শঙ্করের কেবলাদ্বৈতমতপর ব্যাখ্যা অপেক্ষা অধিকতর সূত্রনিষ্ঠ।

The fact that we do not know of any Hindu writer who held such monistic views as Gaudapada or Sankara, and who interpreted the Brahma-sutras in accordance with those monistic ideas, when combined with the fact that the dualists had been writing commentaries on the

১। A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. I, Cambridge 1932, Pp 429, 420, 421.

Brahma-sutras, *goes to show that the Brahma-sutras were originally regarded as an authoritative work of the dualists.* This also explains the fact that the Bhagavadgita, the canonical work of the Ekanti Vaisnavas, should refer to it. I do not know of any Hindu writer previous to Gaudapada who attempted to give an exposition of the monistic doctrine (apart from the Upanisads), either by writing a commentary as did Sankara, or by writing an independent work as did Gaudapada.

It seems very significant that no other Karikas on the Upanisads were interpreted, except the Mandukya Karika by *Gaudapada, who did not himself make any reference to any other writer of the monistic school, not even Badarayana, Sankara himself makes the confession* that the absolutist (advaita) creed was recovered from the Vedas by Gaudapada.[১]

তাৎপর্য এই যে, গৌড়পাদ বা শঙ্করের ন্যায় কেবলাদ্বৈতমতবাদী কোন হিন্দুধর্মাবলম্বী লেখক অথবা যিনি কেবলাদ্বৈত মতের অনুসরণে ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এইরূপ কোন ব্যক্তির কথা যখন আমরা জানি না এবং তৎসঙ্গে-সঙ্গে ইহাও দেখিতে পাই যে, দ্বৈতবাদিগণ প্রাচীন কাল হইতেই ব্রহ্মসূত্রের উপর ভাষ্য রচনা করিয়া আসিতেছেন, তখন ইহাতে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্মসূত্র সর্বপ্রথমে দ্বৈতবাদিগণেরই একটি প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহাতেও পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হয় যে, এই কারণেই একান্তি-বৈষ্ণবগণের প্রামাণিক গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও মায়াবাদের উল্লেখ নাই। গৌড়পাদের পূর্বে কোন হিন্দুধর্মাবলম্বী লেখক শঙ্করের ন্যায় ভাষ্য বা টীকা রচনা করিয়া

১। A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. I, Cambridge 1932, p 422.

অথবা গৌড়পাদের ন্যায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতমতবাদ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। কোন কোন উপনিষদে ঐমত আপাত প্রতীত হইয়া থাকে মাত্র।

ইহা বিশেষ অর্থসূচক বলিয়া মনে হয় যে, গৌড়পাদ একমাত্র মাণ্ডূক্যকারিকা ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদের উপর কেবলাদ্বৈতপর কোন ব্যাখ্যা লেখেন নাই। গৌড়পাদ নিজেও কেবলাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের অন্য কোন লেখকের, এমন কি, বাদরায়ণের কোনো উল্লেখ করেন নাই। শঙ্কর নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, গৌড়পাদই বেদ হইতে কেবলাদ্বৈত-মতবাদ উদ্ধার করিয়াছিলেন।

He (Sankaracharya) was interested in proving that this philosophy was preached in the Upanisads ; but *in the Upanisads there are many passages which are clearly of a theistic and dualistic purport, and no amount of linguistic trickery could convincingly show that these could yield a meaning which would support Sankara's thesis.* Sankara, therefore, introduces the distinction of a common-sense view (*Vyavaharika*) and a philosophic view (*Paramarthika*), and explains the Upanisads on the supposition that, while there are some passages in them which describe things from a purely philosophic point of view, there are many others which speak of things only from a common-sense dualistic view of a real world, real souls and a real God as Creator. Sankara has applied this method of interpretation not only in his commentary on the Upanisads, but also in his commentary on the Brahma-sutra. *Judging by the sutras alone, it does not seem to me that the Brahma-sutra supports the philosophical doctrine of Sankara, and there are some sutras which Sankara himself interpreted in a dualistic manner.* * * * *Nagarjuna*

says in his Madhyamika-sutras that the Buddhas preach their Philosophy on the basis of *two kinds of truth, truth as veiled by ignorance and depending on common-sense*, pre-suppositions and judgments (samvriti satya) and truth as unqualified and ultimate (paramartha-satya).[১]

শঙ্করাচার্য তাঁহার দার্শনিকমত (বিবর্তবাদ বা কেবলাদ্বৈতবাদ) উপনিষদের মধ্যে প্রচারিত ছিল বলিয়া প্রমাণ করিতে বিশেষ স্বার্থপ্রবণ ছিলেন। কিন্তু উপনিষদের মধ্যে এরূপ বহু বহু বাক্য পাওয়া যায়, যাহা পরিষ্কারভাবে আস্তিক্যবাদ-জ্ঞাপক ও দ্বৈতসিদ্ধান্তমূলক। ভাষার কোনো প্রকার চাতুরীই, এই সকল উপনিষদ্-মন্ত্রসমূহ যে শঙ্করের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমর্থনকারি-তাৎপর্য- প্রকাশক, ইহা কিছুতেই বিশ্বাস-যোগ্যভাবে প্রদর্শন করিতে পারে না। এইজন্য শঙ্করকে সাধারণ ধারণা (ব্যবহারিক) ও দার্শনিক ধারণা (পারমার্থিক), এইরূপ দুইটি ধারণার কথা উপস্থাপিত করিয়া কল্পনামূলে উপনিষদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে যে, উহাতে কতকগুলি বাক্য সম্পূর্ণ পারমার্থিক মতজ্ঞাপক, আর কতকগুলি বাক্য যাহাতে জগৎ, জীবাত্মসমূহ ও স্রষ্টা ঈশ্বরের বাস্তবতা ও সত্যতামূলক দ্বৈত ধারণা আছে—এইরূপ দ্বৈতপর বাক্যগুলি ব্যবহারিক। শঙ্কর এইরূপ ব্যাখ্যার প্রণালী কেবল স্বকৃত উপনিষদ্-ভাষ্যের মধ্যে প্রয়োগ করেন নাই পরন্তু স্বকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও প্রয়োগ করিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মসূত্রসমূহ লইয়া বিচার করিলেও ইহা আমার মনে হয় না যে, ব্রহ্মসূত্র শঙ্করের দার্শনিক মতবাদকে সমর্থন করে। অধিক কি, স্বয়ং শঙ্করও কতকগুলি সূত্রের দ্বৈতপরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। * * * নাগার্জুন তাঁহার মাধ্যমিকাসূত্রসমূহে বলেন যে, বুদ্ধগণ দুই

১। A Histoty of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. II, Cambridge 1932, Pp 2,3,

প্রকার সত্যের ভিত্তির উপর তাঁহাদের দার্শনিক মত প্রচার করেন। এক প্রকার সত্য—অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন এবং লোকের সাধারণ-বুদ্ধিজাত পূর্বকল্পনা ও বিচারের ভিত্তির উপর নির্ভরশীল; ইহাই বৌদ্ধ-পরিভাষায় সংবৃতিসত্য। আর দ্বিতীয়টি হইল—অবিমিশ্র এবং চরম সত্য, যাহা পারমার্থিক সত্য নামে কথিত।

শ্রীশঙ্করাচার্য-চরিত

শ্রীশঙ্করাচার্য দক্ষিণভারতে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন-ষ্টেটের ত্রিচুর জেলার অন্তর্গত কালাডি[১]-নামক ক্ষুদ্র গ্রামে খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে, মতান্তরে নবম শতাব্দীতে[২], বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে নম্বুরী-ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের পিতার নাম 'শিব-গুরু' ও মাতার নাম 'বিশিষ্টা'। কথিত হয়, ইনি অষ্টম বর্ষ বয়সে নিজে-নিজেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং নর্মদাতীরস্থ গোবিন্দযোগীকে গুরু-পদে বরণ করত বদরিকাশ্রমে গিয়া দ্বাদশ বৎসর বয়সে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। তৎপরে তিনি দ্বাদশোপনিষদ্, শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নাম ও শ্রীসনৎসুজাতীয়, এই ষোলখানি গ্রন্থের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত 'শ্রীশঙ্করাচার্যের গ্রন্থাবলী' নামে খ্যাত ১৫১খানি গ্রন্থ পাওয়া

১। সাউদার্ণ রেলওয়ের শোরাণুর-কোচিনহারবার-টারমিনাস্-বিভাগের অঙ্গ-মলি (Angamali)-নামক ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া তথা হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কালাডি গ্রামে যাওয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যা-বিনোদ-সঙ্কলিত "শ্রীগৌরপদাঙ্কিত দক্ষিণাপথ" গ্রন্থে 'কালাডি' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য; ২। শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মকাল লইয়া প্রায় বিংশ প্রকার মতভেদ আছে। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষের 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ'-গ্রন্থে ও বিশ্বকোষে ৬০৮ শকাব্দ=৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবকাল লিখিত আছে। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের মতে শ্রীশঙ্করাচার্যের জন্মকাল—৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দ।

শ্রীশঙ্করাচার্য

[তিরুবোবৃরিয়ুর (Tiruvorriyur, S. India) এর সুপ্রাচীন শৈলীমূর্ত্তি হইতে]

যায়।[১] তিনি সুরেশ্বর, পদ্মপাদ, তোটক ও হস্তামলক—এই চারিজন প্রধান শিষ্যের দ্বারা যথাক্রমে দ্বারকায় সারদামঠ, পুরীতে গোবর্ধন-মঠ, বদরিকায় জ্যোতির্মঠ এবং দক্ষিণভারতে মহীশূররাজ্যের কড়ুর-জেলায় তুঙ্গভদ্রার তীরে শৃঙ্গেরী-মঠ স্থাপন করেন।[২] কাশীতে প্রচলিত গুরুপরম্পরা এইরূপ—(১) নারায়ণ, (২) ব্রহ্মা, (৩) বশিষ্ঠ, (৪) শক্তি, (৫) পরাশর, (৬) ব্যাস, (৭) শুক, (৮) গৌড়পাদ, (৯) গোবিন্দযোগী ও (১০) শঙ্করাচার্য।
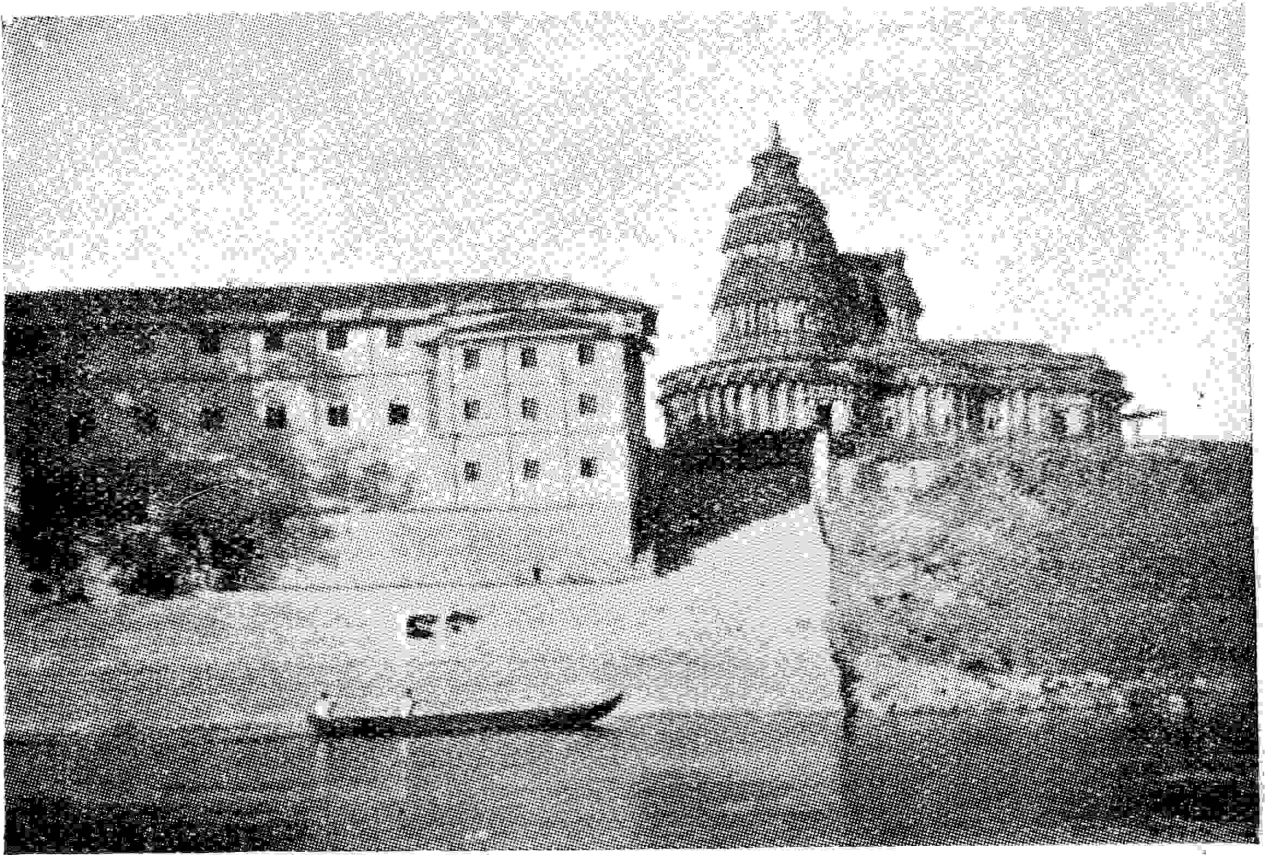
তুঙ্গভদ্রানদীর তীরে সুপ্রাচীন বিদ্যাশঙ্কর-মন্দির ও শৃঙ্গেরীমঠ

১। (ক) রাজেন্দ্রনাথঘোষ কৃত 'আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ' (২য় সং) ২৮৩ পৃঃ; মাসিক বসুমতীতে (ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) 'শঙ্করাচার্য-রচিত গ্রন্থনির্ণয়' প্রবন্ধ এবং (খ) বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃতি (৩য় সংখ্যা) ৭৬—৭৯ পৃঃ শঙ্কর-গ্রন্থতালিকা দ্রষ্টব্য;

২। মাসিক প্রবাসী পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৫৯) 'শৃঙ্গেরী' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতবাদ

শ্রীশঙ্করাচার্য বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার নাম **কেবলাদ্বৈতবাদ**। ইহার নামান্তর—বিবর্তবাদ, মায়াবাদ, অনির্বাচ্যবাদ, নির্বিশেষ-বস্ত্বৈক্যবাদ ইত্যাদি। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব। তিনি নির্বিশেষ, নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়; জীব ও জগৎ—ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র (কারণে মিথ্যাকার্য-প্রতীতি)। ভ্রম-সংঘটনকারিণী অনির্বাচ্যা মায়ার দ্বারা ব্রহ্মে 'জগৎ' ভ্রান্তি হইতেছে; জগৎ—মিথ্যা, মরীচিকা, মায়ামাত্র।[১]

ভ্রম দুই প্রকারের—(১) বস্তু-আশ্রয়ী ও (২) নির্বস্তুক। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমটি বস্তু-আশ্রয়ী অর্থাৎ এই স্থানে ভ্রমের একটি বাস্তব অবলম্বন বা অধিষ্ঠান আছে, যথা—রজ্জু। আর নির্বস্তুক ভ্রমে এক বস্তুর উপর অপর ভিন্ন বস্তুর ভ্রমাত্মক আরোপ হয়; ইহাকে বলে 'অধ্যাস'। যেরূপ রজ্জু ও সর্প ভিন্ন হইলেও উহাদের অভিন্ন প্রতীতি অর্থাৎ রজ্জুতে রজ্জু-জ্ঞানের পরিবর্তে সর্পজ্ঞানই অধ্যাস। আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানই অধ্যাসের কারণ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ ও জীব মিথ্যা; কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ সত্য-ব্রহ্মে—মিথ্যা জীব ও জগতের আরোপই অধ্যাস। জীবাশ্রিত অজ্ঞান আবরণশক্তির দ্বারা ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া বিক্ষেপশক্তির দ্বারা তৎস্থলে মিথ্যা জগতের প্রতীতি করায়। মিথ্যা-শব্দের অর্থ—যাহা প্রথমে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয় অথচ পরে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মতে তিন প্রকার স্তরের সত্তা স্বীকৃত হইয়াছে—(১) পারমার্থিক সত্তা, (২) ব্যবহারিক সত্তা ও (৩) প্রাতিভাসিক সত্তা। যাহা কখনও অসত্যরূপে প্রতীত হয় না, তাহাই

১। ব্রহ্মসূত্রে শাঙ্করভাষ্য ১।১।১, ২।১।১৫, ৩।২।২৫—৩০

পারমার্থিক সত্তা, যথা—ব্রহ্ম। আর যাহা ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ের পূর্বপর্যন্ত সত্যরূপে প্রতীত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাই ব্যবহারিক সত্তা, যথা—জগৎ। আর যাহা কিছুক্ষণের জন্য প্রত্যক্ষ হয়, পরে ব্যবহারিক প্রত্যক্ষের দ্বারা বাধিত হয়, তাহা প্রাতিভাসিক সত্তা; যেমন—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু, রজ্জুতে সর্পভ্রমকালে সর্প-প্রতীতি ইত্যাদি।[১]

প্রাতিভাসিক সত্তা ব্যবহারিক প্রত্যক্ষের দ্বারা এবং ব্যবহারিক সত্তা পারমার্থিক প্রত্যক্ষের দ্বারা অসত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। প্রাতি-ভাসিক ও ব্যবহারিক সত্তা প্রকৃতপ্রস্তাবে সত্তা নহে; উহারা উভয়েই মিথ্যা। পারমার্থিক সত্তাই সত্তা। পারমার্থিক সৎই হইলেন ব্রহ্ম। ব্যবহারিক সৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইল জগৎ। প্রাতিভাসিক সৎ বা মিথ্যা হইল স্বপ্ন বা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান প্রভৃতি; আর অসৎ হইল আকাশ-কুসুম প্রভৃতি। এই জগৎ স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ প্রাতিভাসিক সৎ নহে, আবার আকাশ-কুসুমের ন্যায় অলীক বা অপ্রত্যক্ষও নহে, আর ব্রহ্মের ন্যায় পারমার্থিক সৎও নহে। এজন্য জগতকে সদসদ-বিলক্ষণ, অনির্বচনীয় বলা হইয়াছে। এই কারণেই শ্রীশঙ্করাচার্যের মতবাদের অন্যতম নাম অনির্বাচ্যবাদ।

সগুণ-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর—শ্রীশঙ্করাচার্য ঈশ্বরকে সগুণব্রহ্ম বলিয়াছেন। মায়ারূপ শক্তি বা উপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মই সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর। ইনি—জীব ও জগতের স্রষ্টা, জীবের উপাস্য, বহুগুণশালী ও সবিশেষ। ইনি জীব হইতে ভিন্ন। এই সগুণ-ব্রহ্ম বা জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর, সৃষ্ট জগতের ন্যায় মিথ্যা—মায়ামাত্র।

১। সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ, ১ম পরিচ্ছেদ, ১৭ পৃঃ, কাশী ১৮৯০ খ্রীঃ।

জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি। ব্রহ্ম—অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া জীবাখ্যা প্রাপ্ত হন।[১] ব্রহ্মের এই প্রতিবিম্ব অবিদ্যাকৃত।

পরব্রহ্মের ঈশ্বরভাব যেরূপ মায়িক, জীবভাবও সেইরূপ মায়িক। পার্থক্য এইমাত্র, ঈশ্বরের উপাধি—সমষ্টি-মায়া, আর জীবের উপাধি—ব্যষ্টি-অবিদ্যা। সমষ্টি ও ব্যষ্টি-উপাধি বিনষ্ট হইলে জীব ও ঈশ্বর, উভয়ই অখণ্ড, অনন্ত ভূমা ব্রহ্মে বিলীন হইবে।

দ্বিতীয় প্রকার অদ্বৈত-বেদান্তীর মতে, জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে। জীব—ঘটাকাশ, আর ব্রহ্ম—মহাকাশ।

জগৎ—জগৎ ও জীব, উভয়েই ব্রহ্মের বিবর্ত। মায়াশক্তিমান্ ব্রহ্মই—জগৎ ও জীবরূপে অবভাসিত হন। মায়োপহিত ব্রহ্ম অথবা ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা, পরব্রহ্ম নহেন। ঈশ্বর—কারণ; জীব ও জগৎ—কার্য। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ, ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ও অভিন্ন। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে জীব ও জগৎ বলিয়া কিছুই নাই, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য।

শ্রীশঙ্করাচার্য কৈবলাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের মত, তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের মত হইতে কিছুটা পৃথক্ হয়। গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকা-গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বৌদ্ধমতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বৌদ্ধগণের অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ, সর্বশূন্যতাবাদ প্রভৃতি স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য অনেকে শ্রীশঙ্করাচার্যের পরমগুরুকে বৌদ্ধ বলিবার পক্ষপাতী।[২] শ্রীশঙ্করাচার্যের গুরুদেব শ্রীগোবিন্দ-

---

১। ব্র সূ (২।৩।৫০,৫০)—শাঙ্করভাষ্য;

২। (ক) Gaudapada thus flourished after all the great Buddhist teachers Asvaghosa, Nagarjuna, Asanga and Vasubandhu; and I believe that there is sufficient evidence in his Karikas for thinking that he was possibly himself a Buddhist.—(A History of Indian Philoso-

যোগীর কোনো বেদান্ত-গ্রন্থ পাওয়া যায় না। সুতরাং গোবিন্দপাদের যে কি মত ছিল, তাহা স্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে তাঁহার 'যোগী' উপাধি হইতে অনুমিত হয় যে, তিনি পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। যাহা হউক. শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার পরমগুরুদেবের স্পষ্ট বৌদ্ধমতকে সংশোধিত করিয়া "যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ"[১] (শঙ্করাচার্যেরই) এই উক্তি অনুসারে বৌদ্ধগণের 'শূন্য' স্থানে 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করিয়া 'ব্রহ্ম-সত্য-জগন্মিথ্যাত্ববাদ' প্রচার করেন। কেবলা-দ্বৈতবাদে মায়ার স্বরূপ, অবিদ্যার স্বরূপ, জীবের ও জগতের স্বভাব, ব্রহ্মের জগৎ-কারণতা প্রভৃতি বহু বিষয়ের মধ্যে অসঙ্গতি থাকায় তাহা নানাভাবে সমালোচিত হয়। তখন শ্রীশঙ্করের শিষ্য পদ্মপাদ, সুরেশ্বরাচার্য (পূর্বনাম মণ্ডনমিশ্র) এবং তৎপরে বাচস্পতিমিশ্র ('ভামতী'-টীকাকার) ও প্রকাশাত্ম-যতি (পঞ্চপাদিকাবিবরণ'-টীকা-রচয়িতা)-প্রমুখ শঙ্করানুগ মনীষিগণ স্থানে স্থানে শঙ্করাচার্যের মত হইতে কিছুটা পৃথক্ হইয়া শঙ্করমতের পরিষ্কৃতি সাধন করিবার চেষ্টা করেন। ইহাতে আবার শঙ্করানুগ-গণের মধ্যে বিভিন্ন বিবদমান মতের সৃষ্টি হয়।

মণ্ডনমিশ্র জীব-সম্বন্ধে প্রতিবিম্ববাদী ছিলেন, বাচস্পতিমিশ্র ছিলেন —অবচ্ছেদবাদী, আর সুরেশ্বরাচার্য—আভাসবাদী।

সূর্য যেরূপ বিভিন্ন জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিফলিত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মও বিভিন্ন অন্তঃকরণ বা বুদ্ধি-দর্পণে প্রতিফলিত হন। এই প্রতিবিম্বই—

---

phy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. I, Cambridge 1932, P 423.) ; (খ) Vide also the Agamasastra of Gaudapada, edited by M. M. Vidhusekhara-Bhattacharya of Cal. University, PP 83—93 (1943) ;

১। শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ ৯৮০ সংখ্যা।

জীব। যেরূপ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন, সেরূপ ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব-জীব বস্তুতঃ অভিন্ন। ইহাই প্রতিবিম্ববাদ।[১]

অপর কেবলাদ্বৈতীর মতে, জীব—ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব নহে। জীব—অখণ্ড ব্রহ্মের সখণ্ড প্রকাশ; যেমন—ঘটাকাশ ও মহাকাশ। অখণ্ড মহাব্যোম যেরূপ ঘটাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ঘটাকাশ নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ অখণ্ড নির্বিশেষ ব্রহ্ম অন্তঃকরণের আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া জীব নাম ধারণ করেন। জীব—ঘটাকাশ, আর ব্রহ্ম—মহাকাশ। ইহাই অবচ্ছেদবাদ বা পরিচ্ছেদবাদ।[২]

মণ্ডনমিশ্রের মতে অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। অবিদ্যাই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব গ্রহণের একমাত্র উপযুক্ত দর্পণ। বিম্ব ও প্রতিবিম্ব অভিন্ন; সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন। মিথ্যা ভেদবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলেই জীব পারমার্থিক ব্রহ্ম-স্বরূপে প্রতিভাত হয়।

মণ্ডনমিশ্রের মতে ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হওয়ায় তিনি অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারেন না। জীবেরই অজ্ঞান, জীবই অবিদ্যার আশ্রয়; জীবের ব্রহ্ম-বিষয়ে অনাদি অজ্ঞান চলিয়া আসিতেছে। জীবের জীবভাবের মূলই যখন অজ্ঞান, তখন অজ্ঞান-ফলিত জীব আবার অজ্ঞানের আশ্রয় হইবে কিরূপে? জীব স্বীয় ভাবের জন্য অজ্ঞানের অপেক্ষা করে এবং অজ্ঞান নিজ আশ্রয়ের জন্য জীবের অপেক্ষা করে; জীব-ভাব অজ্ঞানের অধীন আবার অজ্ঞান জীবের অধীন—ইহাতে পরস্পর-আশ্রয়দোষ আসিয়া পড়ে। এই আশঙ্কার উত্তরে মণ্ডনমিশ্র বলেন, অবিদ্যা ও জীব উভয়ই অনাদি ও পরস্পর আশ্রিত। ইহাদের এই সম্বন্ধ বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধের ন্যায় অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাদের

১। পঞ্চপাদিকাবিবরণ, ৬৫ পৃঃ, কাশী-সং, ১৮৯২ খ্রীঃ; সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ১ম পরিঃ ১৩,১৪,১৭ পৃঃ, কাশী, ১৮৯০ খ্রীঃ; ২। সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ, ১ম পরিঃ ১৮ পৃঃ।

পরস্পর-আশ্রয়দোষ হয় না।[১] সুরেশ্বরাচার্যের মতে অজ্ঞান-কল্পিত জীব কোন মতেই অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। ব্রহ্মই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় উভয়ই বটে।[২]

সুরেশ্বরাচার্যের মতে বিম্ব ও প্রতিবিম্ব কখনও অভিন্ন নহে। কারণ, প্রতিবিম্ব বিম্বের ছায়া বা আভাস। তালগাছের ছায়া তাল গাছ হইতে ভিন্ন ; সুতরাং ব্রহ্মের ছায়া বা আভাস—জীব, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। ছায়া সত্য নহে, উহা মিথ্যা ; অতএব প্রতিবিম্বও সত্য নহে, উহা মিথ্যা। সমষ্টি মায়ার আভাস—ঈশ্বর, আর ব্যষ্টি-অবিদ্যার আভাস—জীব। ঈশ্বরের উপাধি—শুদ্ধসত্ত্বগুণ ; সুতরাং ঈশ্বর—সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্। জীবের উপাধি মলিন সত্ত্বগুণ ; অতএব জীব—অল্পজ্ঞ ও অল্পশক্তি।

আভাসবাদে—আভাস বা প্রতিবিম্ব মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্মের ভেদও মিথ্যা ; সুতরাং মিথ্যা ভেদের ন্যায় মিথ্যা প্রতিবিম্বেরও উচ্ছেদসাধন করা কর্তব্য। প্রতিবিম্ববাদে—ভেদের উচ্ছেদসাধন করিলেই হয়, প্রতি-বিম্বের উচ্ছেদসাধনের প্রয়োজন হয় না ; কেননা, উক্ত মতে প্রতিবিম্ব সত্য এবং বিম্ব ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। কিন্তু আভাসবাদে ভেদের ন্যায় প্রতিবিম্বেরও উচ্ছেদসাধন করা প্রয়োজন হয়। ইহাই প্রতিবিম্ব-বাদ ও আভাসবাদের মধ্যে পার্থক্য।

স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যের ও তাঁহার শিষ্য-পরম্পরার এই সকল মতবাদই শ্রীজীবপাদ শ্রীষট্সন্দর্ভে ও শ্রীসর্বসম্বাদিনীতে খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

১। মণ্ডনমিশ্রকৃত ব্রহ্মসিদ্ধি, ১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; ২। সুরেশ্বরাচার্যকৃত নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি ১০৭,১০৮ পৃঃ ; বৃহদারণ্যক-বার্তিক, ১ম খণ্ড, ১৭৫—১৮২তম শ্লোক ; ঐ ২য় খণ্ড ১২১৫—১২১৭তম শ্লোক দ্রষ্টব্য।

শ্রীশঙ্করোত্তর বেদান্তসাহিত্য

শ্রীশঙ্করশিষ্য (১) পদ্মপাদ—শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের উপর বেদান্তডিণ্ডিম-টীকা রচনা করেন। কথিত হয়, উক্ত টীকা পদ্মপাদের জীবদ্দশায় বিনষ্ট হয়। উহার মধ্যে চারিটি সূত্রের ভাষ্যের উপর 'পঞ্চ-পাদিকা' টীকাটি পাওয়া যায়। (২) সুরেশ্বরাচার্য (পূর্বনাম মীমাংসকাচার্য মণ্ডনমিশ্র)—বৃহদারণ্যক-ভাষ্যবার্তিক, তৈত্তিরীয়-ভাষ্যবার্তিক, পঞ্চীকরণ-বার্তিক, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, মানসোল্লাস, ব্রহ্মসিদ্ধি, নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি, স্বারাজ্য-সিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। (৩) হস্তামলক—১৪শ শ্লোকাত্মক হস্তামলক-গ্রন্থ এবং (৪) তোটক—গুরুস্তব রচনা করেন।

সর্বজ্ঞাত্মমুনি (সুরেশ্বরাচার্য-শিষ্য) 'সংক্ষেপ-শারীরক' গ্রন্থের রচয়িতা। অবিমুক্তাত্ম আচার্য—'ইষ্টসিদ্ধি'-গ্রন্থের রচয়িতা। বোধঘনাচার্য—'তত্ত্বসিদ্ধি'-নামক গ্রন্থের রচয়িতা। বাচস্পতিমিশ্র—বেদান্তের শঙ্কর-ভাষ্যের উপর 'ভামতী' টীকা এবং সুরেশ্বরের ব্রহ্মসিদ্ধির উপর 'ব্রহ্মতত্ত্ব সমীক্ষা'টীকা রচনা করিয়াছিলেন। প্রকাশাত্মযতি (অনন্যানুভবের শিষ্য) —পদ্মপাদকৃত 'পঞ্চপাদিকা'র উপর 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণ'-নামক টীকা করেন এবং শ্রীহর্ষাচার্য 'খণ্ডন-খণ্ডখাদ্য' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

অদ্বৈতানন্দ—ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর ব্রহ্মবিদ্যাভরণ-নামক টীকার রচয়িতা; বাগীশ্বর (নৈয়ায়িক) 'মহাবিদ্যাবিড়ম্বন'-নামক এক গ্রন্থ লিখিয়া ন্যায়মতের বিরুদ্ধে কেবলাদ্বৈতমত-স্থাপনের চেষ্টা করেন। আনন্দবোধেন্দ্র-ভট্টারক ন্যায়মকরন্দ, ন্যায়দীপাবলী, প্রমাণমালা ও যোগ-বাশিষ্ঠের টীকা রচনা করেন। আনন্দপূর্ণ-বিদ্যাসাগর পদ্মপাদের পঞ্চ-পাদিকা ও প্রকাশাত্মযতি-কৃত 'পঞ্চপাদিকা-বিবরণে'র উপর টীকা, শ্রীহর্ষের খণ্ডনখণ্ড-খাদ্যের উপর 'ফক্কিকাবিভঞ্জন' প্রভৃতি টীকা রচনা করেন। জ্ঞানোত্তমাচার্য (চিৎসুখাচার্যের গুরু বলিয়া কথিত)—সুরেশ্বরা-

চার্যের নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির উপর চন্দ্রিকা-টীকা, ব্রহ্মসিদ্ধির উপর 'বেদান্তন্যায়-সুধা' টীকা, 'জ্ঞানসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

চিৎসুখাচার্য (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া কথিত)—দক্ষিণভারতের কামকোটিমঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। নব্যন্যায়ে ইঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর 'ভাবপ্রকাশিকা' টীকা, বিষ্ণুপুরাণের টীকা, 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য'-টীকা, ব্রহ্মসিদ্ধি-টীকা প্রভৃতি বহু টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ চিৎসুখাচার্যের বিষ্ণু-পুরাণের টীকা দেখিয়া আত্মপ্রকাশ-টীকা রচনা করিয়াছেন, ইহা মঙ্গলা-চরণে জানাইয়াছেন। চিৎসুখাচার্য নৈয়ায়িক প্রভৃতির দ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া 'প্রত্যকৃতত্ত্ব-প্রদীপিকা বা চিৎসুখী' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাশঙ্কর—ইনি ৭৩ বৎসরকাল শৃঙ্গেরী-মঠের মঠাধীশ ছিলেন এবং লম্বিকাযোগ অবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়া শিলাময় শিবলিঙ্গে পরিণত হ'ন। এই শিবলিঙ্গের উপর বিদ্যাশঙ্করের উত্তরাধিকারি-শিষ্য শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ বিদ্যারণ্য, রাজা প্রথম হরিহরের অর্থানুকূল্যে (প্রায় ১৩৫৮ খ্রীঃ) বিদ্যাশঙ্করের সমাধি-মন্দির নির্মাণ করেন।[১]

অমলানন্দ-যতি (অপর নাম ব্যাসাশ্রম)—ভামতীর উপর কল্পতরু-টীকা, 'শাস্ত্রদর্পণ' নামে ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণমালা ও পঞ্চপাদিকার উপর দর্পণ-টীকা রচনা করেন। ভারতীতীর্থ—ইনি শৃঙ্গেরী-মঠের মঠাধীশ ছিলেন। ইনি বেদান্তদর্শনের সটীক-অধিকরণমালা রচনা করেন। সায়ণাচার্য (বিদ্যারণ্যের ভ্রাতা)—ইনি বেদের ভাষ্য রচনা করেন।

বিদ্যারণ্য (নামান্তর মাধব, দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য নামে কথিত) পঞ্চদশী, সর্বদর্শনসংগ্রহ, উপনিষদের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি শৃঙ্গেরী-

১। শ্রীকণ্ঠশর্ম্মা-রচিত 'শৃঙ্গেরীক্ষেত্রদীপিকা' ১ম-সং, ১৯৪৪ খৃীঃ, ৩১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

মঠের গুরুপরম্পরায় দ্বাদশ অধস্তন। ইনি ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২৯৬ খ্রীঃ) জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩৩১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।[১]

আনন্দগিরি—ইনি শঙ্করাচার্য ও সুরেশ্বর-প্রমুখ আচার্যগণ-কৃত গ্রন্থ ও ভাষ্যের উপর অনেকগুলি টীকা রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত 'শঙ্কর-বিজয়' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। প্রকাশানন্দ-সরস্বতী—ইনি কাশীতে অবস্থান করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী-নামক কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্তপর গ্রন্থ রচনা করেন। উক্ত গ্রন্থের উপর নানাদীক্ষিতের সিদ্ধান্তদীপিকা-নামক টীকার কথা জানা যায়।

রঙ্গরাজ অধ্বরী—পঞ্চপাদিকা-বিবরণের উপর দর্পণনামক টীকা রচনা করেন। নানাদীক্ষিত—সিদ্ধান্তদীপিকা-টীকার রচয়িতা। নৃসিংহাশ্রম—ভেদধিক্কার, বৈদিকসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ, অদ্বৈতদীপিকা, বেদান্ততত্ত্ব-বিবেক প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। কথিত হয়, ইনি শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী অপ্পয়-দীক্ষিতকে কেবলাদ্বৈতমতে প্রবিষ্ট করান। নারায়ণাশ্রম—ইনি স্বীয় গুরু নৃসিংহাশ্রমের অদ্বৈতদীপিকার উপর বিবরণ-টীকা এবং ভেদধিক্কারের উপর সংক্রিয়া-টীকা রচনা করেন।

অপ্পয়দীক্ষিত (রঙ্গরাজ অধ্বরীর পুত্র)—কাঞ্চীর নিকট অড়প্পয়ন্ গ্রামে ইঁহার জন্ম (১৫২০-১৫৯৩ খ্রীঃ)। ইনি বিভিন্ন বিষয়ের বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কেবলাদ্বৈতবাদ-বেদান্তে বেদান্তকল্পতরু-পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ, ন্যায়রক্ষামণি ও ন্যায়মঞ্জরী; বৈষ্ণব-বিশিষ্টাদ্বৈতমতে ন্যায়ময়ূখমালিকা; শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদে শিবার্কমণি-দীপিকা প্রভৃতি ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

সদানন্দ যোগীন্দ্র—ইঁহার গুরুর নাম অদ্বয়ানন্দ সরস্বতী। বেদান্ত-সার ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। রামতীর্থস্বামী—মধুসূদন-সরস্বতীর অন্যতম

১। বিশেষ বিবরণ 'প্রবাসী' (আষাঢ়, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় 'শৃঙ্গেরী'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাগুরু। সদানন্দের বেদান্তসারের উপর বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী-টীকা, সংক্ষেপ-শারীরকটীকা প্রভৃতি ইঁহার রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ভট্টোজী দীক্ষিত—সিদ্ধান্তকৌমুদীকার। ইনি অপ্পয়দীক্ষিতের নিকট মায়াবাদবেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী হন এবং মহাভাষ্যের উপর শব্দকৌস্তুভ ও শঙ্কর-শারীরকের উপর তত্ত্বকৌস্তুভ টীকা রচনা করেন।

মধুসূদন-সরস্বতী—ইনি বঙ্গদেশের ফরিদপুর-জেলার কোটালি-পাড়ার অন্তর্গত উনাসিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আধুনিক গবেষক-গণের মতে ইঁহার সময়—১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ ধরা যায়। কথিত হয়, কবি তুলসীদাসের সহিত মধুসূদনের আলাপ-আলোচনা হইত। শুনা যায়, মধুসূদন প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন এবং তথায় ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হ'ন। তিনি শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের দার্শনিক-সিদ্ধান্তমূলক একটি গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়া কেবলাদ্বৈত-মত খণ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে কাশীতে গিয়া রামতীর্থের নিকট শঙ্কর-ভাষ্য অধ্যয়ন করেন। মায়াবাদ-গুরুর সঙ্গ ও মায়াবাদভাষ্য-শ্রবণফলে তাঁহার চিত্ত পরিবর্তিত হইয়া যায়। তিনি কাশীতে বিশ্বেশ্বর-সরস্বতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের শ্রীব্যাস-রায়ের ন্যায়ামৃত-গ্রন্থ খণ্ডন করিবার জন্য 'অদ্বৈতসিদ্ধি'-গ্রন্থ লিখিয়া শঙ্কর-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কথিত হয়, পুনরায় তাঁহার মত পরিবর্তিত হয়; তিনি তাঁহার পূর্বস্বভাবজ বৈষ্ণবধর্মানুরাগে অনুরাগী হ'ন। শঙ্করসম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলেন[১], পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি শ্রীমধুসূদন-সরস্বতী-কৃত—

১। (ক) উদ্বোধনকার্যালয় হইতে প্রকাশিত ছান্দোগ্যোপনিষদের ভূমিকা (মাঘ, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ) ২৩ পৃঃ এবং (খ) রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি—ভূমিকা' (১৩৩৭ বঙ্গাব্দ), ১১২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অদ্বৈতসাম্রাজ্যপথাধিরূঢ়া-,স্তৃণীকৃতাখণ্ডলবৈভবাশ্চ।
শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন, দাসীকৃতা গোপবধূবিটেন॥

কিন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে[১] এইরূপই একটি শ্লোক সামান্য কিছু পাঠভেদসহ শ্রীবিল্বমঙ্গলের রচিত বলিয়া উক্ত ও উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীমধুসূদনের রচিত আর একটি শ্লোক এই,—

ধ্যানাভ্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নির্গুণং নিষ্ক্রিয়ং
জ্যোতিঃ কিঞ্চন যোগিনো যদি পরং পশ্যন্তি পশ্যন্তু তে।
অস্মাকং তু তদেব লোচনচমৎকারায় ভূয়াচ্চিরং
কালিন্দীপুলিনেষু যৎ কিমপি তন্নীলং মনোধাবতি॥

অর্থাৎ ধ্যানবশীকৃত-চিত্ত যোগিগণ সেই নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, পরম-জ্যোতিঃ দেখেন, দেখুন; আমাদের মন কিন্তু কালিন্দীপুলিনে সেই লোচনচমৎকার নীলরূপের জন্যই ধাবিত হইয়া থাকে।

শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর নিম্নলিখিত শ্লোকে সবিশেষ শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলা হইয়াছে, নির্বিশেষ ব্রহ্মকে পরতত্ত্ব বলা হয় নাই;—

বংশীবিভূষিতকরান্নবনীরদাভাৎ, পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ, কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে॥

অদ্বৈতসিদ্ধির লেখককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, দ্বৈত-ভাব অদ্বৈত-ভাব হইতেও সুন্দর—"দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্"[২]। কেহ কেহ "ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি"[৩]—এই শ্লোকোক্ত পদ উদ্ধার করিয়া শ্রীমধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভক্ত হইয়াছিলেন বলিয়াও শ্লেষে উল্লেখ করিয়াছেন।

১। চৈ চ ম ১০।১৭৭, ১৭৮; ২। বোধসার, ভক্তিরসায়ন-প্রকরণ; ৩। আত্রেয়সংহিতা ৩৭৫তম শ্লোক।

শ্রীমধুসূদন-সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ(প্রথম শ্লোক)-ব্যাখ্যা, বেদস্তুতি-টীকা, রাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকা, শ্রীভগবদ্গীতা-গূঢ়ার্থদীপিকা, কৃষ্ণকুতূহল-নাটক, ভক্তিরসায়ন, শাণ্ডিল্যসূত্রটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ তাঁহার শ্রীগীতার টীকায় শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীর অনেক বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন।[১]

বেঙ্কটনাথ—ইনি গীতার উপর ব্রহ্মানন্দগিরি-টীকা লিখিয়া শঙ্করমত ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত মতেরই নিন্দা করিয়াছেন। অধ্বরীন্দ্র—ইনি বেদান্ত-পরিভাষা-নামক গ্রন্থ এবং গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির উপর বিদ্বন্মনোরমা-টীকা রচনা করেন। রাঘবেন্দ্র-সরস্বতী—সংক্ষেপশারীরকের উপর বিদ্যামৃতবর্ষিণী, ন্যায়াবলী-দীধিতি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

ব্রহ্মানন্দ-সরস্বতী—ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির উপর লঘুচন্দ্রিকা-টীকা রচনা করেন। সূত্রমুক্তাবলী, অদ্বৈতচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থও ইঁহার রচিত। অচ্যুত-কৃষ্ণানন্দতীর্থ—ইনি অপ্পয়দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশের উপর কৃষ্ণালঙ্কার ও তৈত্তিরীয়োপনিষদের শাঙ্করভাষ্যের উপর বনমালা টীকা রচনা করেন। রামানন্দ-সরস্বতী—ইনি ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর রত্নপ্রভাটীকা রচনা করেন। ইঁহার গুরু—গোবিন্দানন্দ-সরস্বতী। কেহ কেহ গোবিন্দানন্দকে রত্নপ্রভার টীকাকার বলিয়া মনে করেন। কৃষ্ণানন্দ-সরস্বতী—ইনি সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জন[২]-নামক গ্রন্থে বিশিষ্টাদ্বৈতমতের বিরুদ্ধে লেখেন। ধনপতিসূরি (১৭৯৬ খ্রীঃ)—ইনি কেবলাদ্বৈত মতের উৎকর্ষ প্রদর্শনার্থ গীতার ভাষ্যোৎকর্ষদীপিকা-টীকা ও মাধবীয় শঙ্করবিজয়ের টীকা প্রভৃতি ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেন।

১। সারার্থবর্ষিণী-টীকা ৯।১৫, ১৩।১২, ১৪।২৭, ১৫।১৮ ইত্যাদি; ২। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের অনন্তার্য অপর সিদ্ধান্ত-সিদ্ধাঞ্জন-গ্রন্থের রচয়িতা।

শঙ্করমতের সাধারণ আলোচনা

শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্মই—একমাত্র সত্য বা তত্ত্ব, জীব ও জগৎ—বিবর্ত বা মিথ্যা।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥[১]

ব্রহ্ম—নির্বিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষ বা সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত—এই ত্রিবিধ-ভেদ-রহিত। যাহা ত্রিবিধ-ভেদরহিত অদ্বিতীয় তত্ত্ব, তাহা নির্গুণ অর্থাৎ সকল বিশেষ বা গুণরহিত। কারণ, ব্রহ্ম যদি সর্ব-ভেদশূন্য হন, তাহা হইলে তাঁহাতে গুণজ-ভেদও থাকিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, গুণের দ্বারা দ্রব্য সীমাবদ্ধ হয়; ব্রহ্মে গুণবিশেষের আরোপ করিলে তিনি সসীম হইয়া পড়েন। এইজন্য শঙ্করের মতে অনন্ত, অসীম ব্রহ্ম—নির্গুণ। তবে যে শ্রুতিতে অনেক স্থলে ব্রহ্ম সগুণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই বর্ণনা ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী-মূলক অর্থাৎ শঙ্করের ধারণাপ্রসূত ঈশ্বরের বোধক—পরব্রহ্ম-বিষয়ক নহে।

'জন্মাদ্যস্য যতঃ'-সূত্রে কথিত জগৎকর্তৃত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের 'স্বরূপ-লক্ষণ' নহে, উহা 'তটস্থলক্ষণ'। সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপত্বই ব্রহ্মের 'স্বরূপ-লক্ষণ'। ব্রহ্ম—সৎ অর্থাৎ শাশ্বত, অনাদি ও অনন্ত—সর্ববিধ বিকার-রহিত। ব্রহ্ম—চিৎ অর্থাৎ শুদ্ধ, জ্ঞানমাত্র—জ্ঞাতা নহেন। (১) জ্ঞাতৃত্ব—জ্ঞাতার গুণবিশেষ, নির্গুণব্রহ্মে কোনরূপ গুণের অস্তিত্ব সম্ভব নহে। (২) জ্ঞাতৃত্ব—কর্মবিশেষ, সুতরাং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে কোন প্রকার ক্রিয়ার কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। (৩) জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে ভেদ বর্তমান, নির্বিশেষ বা ত্রিবিধ-ভেদরহিত ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদের প্রসঙ্গই সম্ভব

১। 'ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা' ২২ সংখ্যা, ১৪৪ পৃঃ (শঙ্কর-গ্রন্থরত্নাবলী, ১ম ভাগ)—অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ;

হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম—জ্ঞানমাত্র, জ্ঞাতা নহেন। ব্রহ্ম—আনন্দমাত্র অর্থাৎ যাবতীয় ক্লেশরহিত, কিন্তু আনন্দময়তাগুণযুক্ত হইয়াও আনন্দপ্রদানকারী নহেন। তাহাতে ব্রহ্মে দ্বৈতভাব আসিয়া পড়ে। ব্রহ্ম অপরিণামী ও অপরিবর্তনীয় বলিয়া নিষ্ক্রিয়, ক্রিয়াই পরিণাম বা পরিবর্তনের জননী; যেমন—বয়নক্রিয়ার দ্বারা কর্তা তন্তুবায় ও কর্ম তন্তুর পরিণাম ও পরিবর্তন হয়।

ব্রহ্ম—জীব ও জগতে পরিণত হ'ন না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জীব ও জগদ্ভ্রমরূপ বিবর্ত হয়,—ইহা মিথ্যা বা মায়া। মহামায়াবী ব্রহ্ম মায়াশক্তির দ্বারা মিথ্যা জগতের ভ্রম উৎপাদন করাইয়া জীবদিগকে ভ্রান্ত করিতেছেন—ইহা মায়া-উপাধিযুক্ত সগুণ ব্রহ্মের পক্ষে জীবগণের কর্মানুসারিণী ক্রীড়া বা লীলা; ইহা ব্যবহারিক দৃষ্টির কথা, পারমার্থিক দৃষ্টির কথা নহে।

আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ

এ পর্যন্ত যত প্রকার দার্শনিক মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, উহাদিগকে সংক্ষেপে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়,—(১) আরম্ভবাদ, (২) পরিণামবাদ ও (৩) বিবর্তবাদ। কার্যের সহিত কারণের সম্বন্ধ-বিষয়ক আলোচনা হইতেই ঐ সকল দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছে।

(১) আরম্ভবাদ—দ্রব্যসকল দ্রব্যান্তরকে আরম্ভ করে। পরমাণুসমূহ দ্ব্যণুকাদিক্রমে এই জগৎকে আরম্ভ করে। অবয়ব দ্রব্য হইতে অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, যথা—সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি; উৎপত্তির পূর্বে কার্য সম্পূর্ণ অসৎ অর্থাৎ তাহার কোনো সত্তাই থাকে না, উৎপন্ন হইয়া কার্য সৎ হয় এবং কার্য হইতে কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন—এইরূপ সিদ্ধান্তই আরম্ভবাদ। আরম্ভবাদে ব্রহ্ম—জগতের উপাদানকারণ হইতে পারেন না। ন্যায় ও বৈশেষিক—আরম্ভবাদী। আরম্ভবাদের অপর নাম অসৎকার্যবাদ।

(২) পরিণামবাদ—এই মতে কার্য—কারণের রূপান্তর। উৎপত্তির পূর্বে কার্য—কারণের মধ্যে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে। পরিণামবাদ তিন প্রকার—(ক) প্রকৃতি-পরিণামবাদ, (খ) ব্রহ্ম-পরিণামবাদ বা বস্তু-পরিণামবাদ ও (গ) ব্রহ্মশক্তি-পরিণামবাদ বা শক্তি-পরিণামবাদ। পরিণামবাদের অপর নাম—সৎকার্যবাদ।

(ক) নিরীশ্বর সাংখ্যমতে এই জগৎ—প্রকৃতির পরিণাম। প্রকৃতি—পরিণামশীলা, যেমন—লৌহ ও চুম্বক উভয়ই জড়স্বভাবসম্পন্ন, ইচ্ছাদি-গুণশূন্য ও স্বয়ং প্রবৃত্তিরহিত অথচ পরস্পর সন্নিহিত হইবামাত্রই পরস্পর পরস্পরের শরীরে বিক্রিয়া (লৌহদেহে গতি ও চুম্বকদেহে আকর্ষণী শক্তি) উপস্থিত করে, সেইরূপ আত্মা—নিষ্ক্রিয় ও ইচ্ছাশূন্য হইলেও এবং প্রকৃতি—জড় ও স্বতঃপ্রবৃত্তিরহিত হইলেও সন্নিকর্ষ-বিশেষের প্রভাবে প্রকৃতিদেহে পরিণামশক্তির উদয় হয়। সাংখ্যকার—প্রকৃতি-পরিণামবাদী।

এক শ্রেণীর বৈদান্তিক ব্রহ্মপরিণামবাদ বা বস্তুপরিণামবাদ এবং আর এক শ্রেণীর বৈদান্তিক শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করেন।

(খ) ব্রহ্মপরিণামবাদে ব্রহ্মই স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়া জগদ্রূপে পরিণত হ'ন। অর্থাৎ সর্বকারণ-ব্রহ্মই জগৎকার্যরূপে অবিকৃত পরিণামপ্রাপ্ত। সুতরাং জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য সত্য।[১] শ্রীধরস্বামিপাদও, পরমার্থভূত বস্তুর কার্য—জগৎ[২], এইরূপ বস্তুপরিণামবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীনিম্বার্কও ব্রহ্মকে কারণ ও জগৎকে কার্য্য বলিয়াছেন। শ্রীমধ্বের মতে ব্রহ্ম—জগতের নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন। শ্রীরামানুজ, জগতকে শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর, বলিয়াছেন।

১। শ্রীবল্লভাচার্যকৃত তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ১।২৩; ২। ভাবার্থদীপিকা ১।১।২

(গ) ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলে দুগ্ধের দধিরূপে পরিণামের (বিকারের) ন্যায় ব্রহ্মে বিকার উপস্থিত হইতে পারে, এই আশঙ্কার সম্পূর্ণ-নিরসন এবং চিদ্‌বৈজ্ঞানিক দর্শনের পূর্ণতা শক্তি-পরিণামবাদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়। অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী বহিরঙ্গা মায়াশক্তির পরিণাম বা ব্রহ্মের শক্তিকৃত বিস্তারই হইল এই জগৎ[১]— ইহাই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের তথা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সিদ্ধান্ত।

(৩) বিবর্তবাদ—বস্তুতঃ অবস্থান্তর না হইলেও যে অবস্থান্তর-কল্পনা, তাহারই নাম বিবর্ত। যে বস্তুতে সেই কল্পনা হয়, সেই বস্তুই উপাদান-কারণ। রজ্জুর অবস্থান্তর-প্রাপ্তি না হইলেও সর্প বলিয়া ভ্রম হয়। এই ভ্রমকল্পিত সর্পের উপাদান-কারণ হইল রজ্জু অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত জগতের উপাদান-কারণ—নির্বিশেষ ব্রহ্ম। শ্রীশঙ্করাচার্য বৌদ্ধমতের অনুকরণে কেবল 'শূন্য'স্থানে 'ব্রহ্ম' নাম দিয়া বিবর্তবাদ স্থাপন করেন। কারণে মিথ্যা কার্য-প্রতীতিই বিবর্ত। মায়াবাদিগণের মতে ইহার অপর নাম—সৎকারণবাদ। বস্তুতঃ, 'সৎ' অর্থাৎ ব্রহ্ম-কারণ হইলে মিথ্যা কার্যের (জগতের) উৎপত্তি হইতে পারে না। এজন্যই বিবর্তবাদকে সৎকারণবাদ বা ব্রহ্মকারণবাদ না বলিয়া মায়াকারণবাদ বা মায়াবাদ বলা হয়। মায়াই ভ্রান্তি বা বিবর্ত উৎপাদন করে। আধুনিক মায়াবাদিগণ ইহাকে 'ব্রহ্মবাদ' নামে অভিহিত করিতে চাহিলেও বিচারে ইহা প্রচ্ছন্ন শূন্যবাদ (শূন্যরূপ কারণ হইতে শূন্যরূপ জগতের উৎপত্তি) বা মায়াবাদ [মায়ারূপ কারণ হইতে মিথ্যা কার্যের (জগতের) উৎপত্তি] বলিয়াই প্রমাণিত হয়।

শঙ্কর-মায়াবাদ

শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন—আমাদের নিকট যে একটা জগৎ প্রতীতি হইতেছে, ইহার কারণ—মায়া। যদি মায়াকে একটি সত্তা বলা

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৫৬—৭১, ৭৯ অনু।

হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম ব্যতীত আর একটি সত্য মানিতে হয়—ব্রহ্ম আর অদ্বিতীয় থাকেন না। আর যদি উহা অসত্য হয়, তাহা হইলেও একটি অলীক বা অসৎ বস্তু হইতে জগৎপ্রতীতি হয়-এইরূপ বলিতে হয়; অর্থাৎ যাহার অস্তিত্বই নাই—এরূপ একটা কিছু, কোন একটা ব্যাপার সংঘটন করে—এরূপ স্থাপন করিতে হয়। এজন্য শ্রীশঙ্করাচার্যকে বাধ্য হইয়া বলিতে হইয়াছে, মায়া—সৎও নহে, অসৎও নহে; জগৎ—ব্রহ্মের পরিণাম নহে, বিবর্তমাত্র অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পের ভ্রান্তির ন্যায় একটা নশ্বর প্রতীতি মাত্র। অতএব জগৎ—মিথ্যা, মরীচিকা ও মায়াময়। বৌদ্ধগণের শূন্যবাদে সমস্তই শূন্য, স্থায়িসত্তা কিছুই নাই। মায়াবাদেও এক ব্রহ্ম ব্যতীত সবই অসত্য বা শূন্য এবং সেই ব্রহ্মকেও কোন বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করা যায় না বলিয়া ব্রহ্মও কার্যতঃ শূন্যস্থলীয়। একথা আচার্য শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন—"যৎ শূন্যবাদিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ যৎ।"[১] বৌদ্ধ মহাযানে মায়াবাদের প্রচুর প্রচার দেখা যায়।[২]

ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে[৩] বহুস্থানে পরিষ্কারভাবে পরিণামবাদ স্বীকৃত হওয়ায় শ্রীশঙ্করাচার্য ও তাঁহার পরবর্তী মায়াবাদিগণকে জটিল সমস্যার মধ্যে পতিত হইতে হইয়াছিল। এজন্য উহার সমাধানে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যেই মতভেদ হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যকেও যেন সুবিধাবাদী হইয়া কখনও কিয়ৎপরিমাণ বাস্তবতা, কখনও মায়ার ইন্দ্রজাল বা বিবর্ত, যখন যেটি সুবিধাজনক, সেইটির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া 'জগৎ'সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে।[৪] যখন তিনি বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদী

১। সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ ৯৮৩ সংখ্যা; ২। ম ম প্রমথনাথ তর্কভূষণকৃত 'মায়াবাদ' ২৭, ২৮ পৃঃ, বিশ্বভারতী-সং. ১৩৫১ বঙ্গাব্দ; ৩। ব্রহ্মসূত্রের ২য় অ, ১ম পাদ দ্রষ্টব্য; ৪। A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta, Vol. II, Cambridge 1932, Pp. 2, 38.

বা শূন্যবাদিগণের মতের খণ্ডন করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন, তখন তিনি খানিকটা বাস্তববাদী সাজিয়াছেন। আবার যখন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে ব্রহ্মের শক্তি মায়া এবং মায়া-প্রসূত এই জগতের সত্যতা প্রমাণিত হইলে তাঁহার কেবলাদ্বৈতবাদের ভিত্তিই ধসিয়া যায়, তখন তাঁহাকে 'অনির্বাচ্য' মায়ার ইন্দ্রজালের অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ বিবর্তবাদের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার বিখ্যাত অনুগমগুলীও, যথা—অপ্পয়দীক্ষিত 'সিদ্ধান্তলেশে'র মধ্যে ব্রহ্মকে বিবর্তকারণ এবং মায়াকে পরিণাম-কারণ, বাচস্পতিমিশ্র মায়াকে সহকারিকারণ ও ব্রহ্মকে প্রকৃত বিবর্ত-কারণ, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীকার প্রকাশানন্দ একমাত্র মায়াশক্তিকেই জগতের উপাদানকারণ—ব্রহ্ম উপাদান-কারণ নহেন, সর্বজ্ঞাত্মমুনি ব্রহ্মকেই একমাত্র বিবর্তকারণ এবং মায়া নিমিত্তমাত্র ইত্যাদি পরস্পর বিবদমান মত উদ্ভাবন করিয়া জগৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্যের প্রকৃত হৃদ্গতভাব

শ্রীশঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্যভগবৎপাদ স্বয়ং বৈষ্ণবোত্তম, "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ"[১]—শ্রীমদ্ভাগবতের এই উক্তি অনুসারে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব ও তাঁহার শ্রীচরণানুচর গৌড়ীয়বৈষ্ণব-মহাজনগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, আচার্য শঙ্কর-কর্তৃক কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে যে মায়াবাদ-প্রচারকার্য তাহাতে আচার্যের কোন দোষ নাই। তিনি আজ্ঞাকারী দাস বলিয়াই শ্রীব্যাসদেবের বহু বাক্য হইতে জানা যায়।[২] তবে জীবের পক্ষে মায়াবাদভাষ্য-শ্রবণে সর্বনাশ উপস্থিত হয়[৩], অর্থাৎ স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তি ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতি সঞ্চারের পথ অবরুদ্ধ হয়।

১। ভা ১২।১৩।১৬ ; ২। শ্রীপদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ড ৯৩।৬৬,৬৯ ; শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৭০,৭১ অনুচ্ছেদধৃত শ্রীপদ্মপুরাণ ও শিবপুরাণবাক্য ৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য ; ৩। চৈ চ ম ৬।১৬৯

শ্রীশঙ্করাচার্য স্বয়ং অন্তরে জীব ও ঈশ্বরের নিত্য সেব্যসেবকভাব স্বীকার করিয়া ভগবদ্ভক্তি ও প্রীতির মহিমা বহু স্থানে কীর্তন করিয়াছেন।[১]

শ্রীশম্ভুর বৈষ্ণবতা

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে দেখা যায় যে, শ্রীনারদ শিবলোকে গমন করিয়া শ্রীসঙ্কর্ষণদেবের ভজনরত শ্রীশম্ভুকে যখন শ্রীভগবানের সহিত অভিন্নভাবে স্তব করিতেছিলেন তখন শ্রীমহাদেব বলিলেন,—'আমি কখনই পরমেশ্বর নহি বা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কৃপাপাত্রও নহি, কিন্তু আমি সর্ব্বদাই তাঁহার দাসানুদাসগণের অনুগ্রহপ্রার্থী। আমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে নানা-প্রকার অপরাধ করিলেও তিনি আমাকে উপেক্ষা করেন নাই।' ইহাতে শ্রীনারদ বলিলেন,—'আপনি শ্রীকৃষ্ণের পরমপ্রিয়, আপনার তাঁহাতে অপরাধের কোন অবকাশই নাই। ঐরূপ কদাচিৎ লোকদৃষ্টিতে দেখা গেলেও শ্রীভগবানের দৃষ্টিতে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। কারণ, আপনি তাঁহার পরমপ্রিয়। আপনি বৈষ্ণবদ্রোহী গর্গতনয় প্রভৃতিকে যে বর প্রদান করিয়াছিলেন, সেই বর নিশ্ছিদ্র হয় নাই অর্থাৎ ভগবদ্‌বিদ্বেষি-গণকে বঞ্চনা করিয়া কৌশলে বরের ছলে অভিশাপই দিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাতে আপনার অপরাধ দেখা যায় না। শ্রীসঙ্কর্ষণের আশ্রিত অজ্ঞ শ্রীচিত্রকেতু আপনার নিন্দা করিলেও আপনি তাঁহার প্রতি কোপ প্রকাশ করেন নাই। আপনার কৃপায় দশজন প্রচেতা এবং আরও বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিপাত্র হইয়াছেন। শ্রীভগবতী-দেবীর কৃপায়ও বহু বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। আপনি শ্রীকৃষ্ণভক্তিতে আবিষ্ট হইয়াই মহান্ উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় দিগম্বর হইয়া রহিয়াছেন। প্রধান প্রধান বৈষ্ণব আপনার কৃপা প্রার্থনা

১। শ্রীনৃসিংহপূর্বতাপিনী ২।৫।১৬—শঙ্করভাষ্য; ষট্‌পদীস্তোত্র ৩য় শ্লোক ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

করিয়া থাকেন। অধিক কি, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ভক্তের মাহাত্ম্য প্রকাশার্থ বিবিধরূপে অবতীর্ণ হইয়া আপনার আরাধনা করিয়াছেন।'

ইহা শুনিয়া শ্রীমহেশ্বর আপনাকে অত্যন্ত অপরাধীর ন্যায় মনে করিয়া বলিলেন,—'হে নারদ! আমি লোকেশ্বর, জ্ঞানদাতা, জ্ঞানী, মুক্ত, মুক্তিপ্রদ, ভক্ত, বিষ্ণুভক্তিপ্রদ ইত্যাদি অহঙ্কারে সমাবৃত। যদি আমাতে শ্রীহরির কৃপালেশও থাকিত, তাহা হইলে কি পারিজাত-হরণ বা উষাহরণাদিতে আমার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ হইত, অথবা সেই সর্বকারণকারণ পরমেশ্বর প্রভু, তাঁহার দাস আমাকে কোন ছলেই পূজা করিতেন? অথবা 'তুমি নিজ কল্পিত আগমসমূহের দ্বারা জনসমূহকে আমার প্রতি বিমুখ কর'—আমাকে এই প্রকার আদেশ করিতেন? আমি ও পার্বতী যে শ্রীকৃষ্ণ-কৃপায় মুক্তিদাতা বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছি, সেই মুক্তি অতি নিদারুণ ব্যাপার, উহার নাম শুনিয়াও ভক্তগণের দুঃখ হয়।'[১]

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে,—শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নিজকৃত শ্রীগোবিন্দাষ্টক, শ্রীযমুনাষ্টক প্রভৃতি বহু গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীব্রজগোপীগণের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ, তিনি শ্রীশঙ্করাবতার এবং শ্রীকৃষ্ণভক্তি তাঁহার হৃদয়সম্পুটের পরম-গোপ্য মহানিধি। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার প্রভুর (শ্রীবিষ্ণুর) আদেশানু-যায়ীই ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতির ভাষ্যে শ্রীব্যাসদেবের অসম্মত বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ স্থাপন করিয়া মনে করিলেন,—'শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় মূর্তি এবং বৈষ্ণবগণের, সুতরাং বৈষ্ণবোত্তম শ্রীশঙ্করেরও, পরমপ্রিয়; বিশেষতঃ উহা ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য। যদি এই শ্রীমদ্ভাগবতের উপর কোনো প্রকার ভাষ্যাদি রচনা করিয়া বা তাঁহার

১। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত, ১।৩।১—৪১, শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং (১ম সং)।

নামোল্লেখাদি করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন'—এই জন্যই তিনি সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবতকে তটস্থভাবে স্পর্শমাত্র করিয়া তৎপ্রতিপাদ্য শ্রীকৃষ্ণলীলা স্বকৃত বিভিন্ন শ্লোকে বর্ণন করিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত কোনো কোনো পদ্যে শ্রীবার্ষভানবীর মহিমা পর্যন্ত ব্যক্ত দেখা যায়। ইহা পরে আলোচিত হইবে। শ্রীশ্রীধর-স্বামিপাদ শ্রীশঙ্করাচার্যপাদের অন্তরের গূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া কেবলাদ্বৈতসম্প্রদায়-শুদ্ধির জন্য শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন।[১]

মায়াবাদ-মত-শোধক শ্রীশ্রীধরস্বামী

কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কোন কোন লেখক বিদ্যাশঙ্করের (১২২৮—১৩৩৩খ্রীঃ) পরে শ্রীশ্রীধরস্বামীর অভ্যুদয়কাল নিরূপণ করিয়া শ্রীস্বামিপাদকে মায়াবাদিসম্প্রদায়ের একজন আচার্য ও কেবলাদ্বৈত-মতের বিশেষ পুষ্টিসাধনকারী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর-স্বামিপাদের রচিত টীকা ও গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি পরমবৈষ্ণব ছিলেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার সর্বপ্রথমেই তিনি কেবলাদ্বৈতবাদিগণের একমাত্র পরমপুরুষার্থ মোক্ষকে কৈতব (কাপট্য) বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। তিনি কেবলাদ্বৈত মায়া-বাদ পোষণ করেন নাই—উহার শোধনই করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার বহু বাক্য হইতে সুস্পষ্টভাবেই জানা যায়। স্থানে স্থানে তাঁহার ভাবার্থ-দীপিকায় (১০।১৪।১৫ ; ১০।৮৭।১৭,২১,৪০ ইত্যাদি) যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-সমর্থনপর উক্তি দেখা যায় (শ্রীবল্লভাচার্যও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের নিকট স্বামিটীকার মধ্যে অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন)

১। ভাবার্থদীপিকার ১০।৮৭ অধ্যায়ের মঙ্গলাচরণের ৩য় শ্লোক এবং আত্মপ্রকাশ-টীকা, সুবোধিনীটীকা ও ভাবার্থদীপিকা-টীকার মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য।

অর্থাৎ স্থানে স্থানে ভক্তির মাহাত্ম্য-কীর্তন, আবার কোথাও বা অদ্বৈত-মত-সমর্থন—সেই আপাত-প্রতীয়মান অসঙ্গতির উদ্দেশ্য শ্রীজীবপাদ তত্ত্বসন্দর্ভে বিচার করিয়া বলিয়াছেন,—'শ্রীশ্রীধরস্বামিচরণ - পরমবৈষ্ণব। তাঁহার টীকাতে তিনি শ্রীভগবানের বিগ্রহ, গুণ, ঐশ্বর্য, ধাম ও পার্ষদ-গণের নিত্যত্ব এবং মুক্তির পরেও ভক্তির অনুবৃত্তির সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে কেবলাদ্বৈতবাদ-প্রতিম বা মায়াবাদপ্রতিম সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, উহা কেবল তদানীন্তন মধ্যদেশব্যাপ্ত অদ্বৈতমতবাদিগণকে 'বড়িশামিষার্পণ'-ন্যায় অবলম্বনে কোনো রূপে ভুলাইয়া শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলা শ্রবণ এবং তাঁহার মহিমায় অবগাহন করাইবার উদ্দেশ্যে। অদ্বৈতবাদিগণকে আকর্ষণ করিতে হইলে তাঁহাদের ভাব, ভাষা ও আকার-প্রকার গ্রহণ না করিলে তাঁহারা নিত্য-ভক্তির মহিমার কথায় কর্ণপাতই করিবেন না; এজন্যই অন্তরে পরমবৈষ্ণব শ্রীধরস্বামিপাদ বাহ্য লোকব্যবহারে অদ্বৈত-বাদের মিশ্রণে তদীয় লিপি বিচিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীর মধ্যে যাহা শুদ্ধবৈষ্ণব-সিদ্ধান্তপর, তাহাই শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত-সম্প্রদায়ের গ্রহণীয়।'[১] সুতরাং আমরা কেবলাদ্বৈতমতবাদশোধক ভক্ত্যেকসংরক্ষক শ্রীস্বামিপাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীধরস্বামি-চরিত

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-সম্বন্ধে নানাপ্রকার ঐতিহ্য ও কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। কেহ কেহ তাঁহাকে গুজরাটদেশবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, কেহ বা বিখ্যাত ভট্টিকাব্য-গ্রন্থের রচয়িতার জনক[২] ও পরে অদ্বৈতমতা-বলম্বী সন্ন্যাসী বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।[৩] এই মত খণ্ডন করিয়া কেহ

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ১১ পৃঃ; ২। শ্রীলালদাস-কৃত শ্রীভক্তমালগ্রন্থ, ১২শ মালা, ১৯৬, ১৯৭ পৃঃ; ৩। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত 'অদ্বৈতসিদ্ধির ভূমিকা, কলিকাতা, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

বলিয়াছেন,—ভট্টিকাব্য গুজরাটের অন্তর্গত বলভী-নামক নগরে ধরসেন রাজার সভায় রচিত হইয়াছিল। চারিজন ধরসেন রাজার অস্তিত্ব শাসনলিপিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। শেষ ধরসেনের রাজত্বকাল—প্রায় ৬৫০ খ্রীঃ। সুতরাং ভট্টিকবির পিতা শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর-স্বামিপাদ কিছুতেই হইতে পারেন না। ভট্টিকাব্যের পুষ্পিকায় কবির পিতার নাম লিখিত আছে—'শ্রীস্বামী', তাহার পাঠান্তর 'শ্রীধর স্বামী' দুই-একস্থলে লক্ষ্য করিয়া উভয়ের পিতাপুত্র-সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে।[১] সম্প্রতি বঙ্গদেশীয় কতিপয় কুলপঞ্জী হইতে শ্রীশ্রীধরস্বামীকে কলিকাতা সংস্কৃতকলেজের স্বধামগত অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (১২৪২—১৩১২ বঙ্গাব্দ) মহাশয়ের পূর্বপুরুষরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে।[২] সাঞ্চাডাঙ্গার জনমেজয় ঘটক সর্বপ্রথমে কুলপঞ্জীতে শ্রীধর-স্বামীর নাম আবিষ্কার করিয়া তদ্রচিত 'কুলতত্ত্বদর্শন' গ্রন্থে (যশোহর হইতে ১২৯৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত) প্রকাশ করেন যে, শ্রীভাগবত ও শ্রীগীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামী 'নান্দার বাড়ুরি' (নাঁদা বা নান্দা-গ্রামবাসী) সুরেশ্বরের (আদিশূর-আনীত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ক্ষিতীশের) বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। উক্ত মতানুসারে শ্রীধরস্বামীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল—শ্রীধর আচার্য্য। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম—শ্রীকর বিদ্যার্ণব। মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন শ্রীধরস্বামীর অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ ছিলেন।

উক্ত মতে শ্রীধরস্বামী ও কবি কৃত্তিবাস (১৩৫২ খ্রীঃ) প্রায় সমকালীন, শ্রীধরস্বামী কৃত্তিবাসের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন।[৩] সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে যোগপরায়ণ শ্রীধর **ব্রহ্মসম্বোধিনী**-নাম্নী শ্রীগীতাসার

১। প্রবাসী পত্রিকা, মাঘ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-লিখিত 'শ্রীধর-স্বামীর কুলপরিচয় ও কালনির্ণয়' প্রবন্ধ, ৪১১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। ২। ঐ ৪১১—৪১৪ পৃঃ; ৩। ঐ, ৪১৩ পৃঃ।

টীকা রচনা করেন।[১] ইহা শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের গীতার টীকা সুবোধিনী হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। শ্রীগীতার পরিশিষ্টরূপে গীতাসার পুষ্তিকাটিতে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে তন্ত্রসম্মত গূঢ় যোগরহস্য-ক্রিয়াদি বর্ণিত হইয়াছে।[২]

ভাণ্ডারকার প্রাচ্য গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের কিউরেটার পি, কে, গোডে এম্-এ, মহাশয় শ্রীধরস্বামিপাদের আবির্ভাবকাল—১৩৫০ হইতে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে নির্ণয় করিয়াছেন।[৩]

শ্রীস্বামিপাদের রচিত গ্রন্থ হইতে যে-সকল সংক্ষিপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের

১। পুণার 'ভাণ্ডারকার প্রাচ্য-গবেষণা'-প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত গীতাসার-**টীকার** পুঁথিটির নম্বর এই—No. 425 of 1875,1876—Paper MS., Fragmentary & worn out in Sarada characters.

২। উক্ত ব্রহ্মসম্বোধিনী-**টীকার** পুষ্পিকাটি এইরূপ,—

ইতি শ্রীগীতাসারটীকা **ব্রহ্মসম্বোধিনী** সমাপ্তা।

কৃতিঃ শ্রীনরসিংহ-পাদপদ্ম-পরাগপুঞ্জ পবিত্রিতানাং শ্রীশ্রীধরাচার্যাণাম্।

* * *

সংসারেস্মিন্ তত্ত্বতাৎপর্যতৃপ্ত্যৈ, **টীকাখ্যাতা ব্রহ্মসম্বোধিনীয়ম্**।
আচার্যেণ শ্রীধরেণ ত্রিবেণী-সঙ্গ-স্নানক্ষালিতান্তর্মলেন ॥
"রাগাবিষ্টে" বিক্রমাদিত্যশাকে, মাঘে শ্লিষ্টে সোমবারেণ দর্শে।
সিদ্ধে যোগে বিষ্ণুনক্ষত্রকৃষ্টে, সিদ্ধক্ষেত্রে "মাধবাস্থা" বিশিষ্টে ॥

টীকাটির রচনাকাল হইতেছে 'কটপয়াদি'ক্রমে লিখিত ১৪৩২ বিক্রমাব্দ—**ঐ** সনে মাঘের অমাবস্যা সোমবারে পড়িয়াছিল (=২১ জানুয়ারী, ১৩৭৬ খ্রীঃ)—প্রবাসী পত্রিকা (মাঘ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) ৪১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৩। Vide P.K. Gode's Date of Sridharasvamin, author of the Commentaries on the Bhagavata-Purana & other works" (Between C.A. D. 1350 and 1450) published in the Annals of B.O.R. Institute Vol. XXX, Parts III, IV, Pp 277—283 and reprinted in 1950 (Poona);

কাশীবাসী একদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন।[১] তিনি অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের শোধনের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন।[২] তিনি 'পরমানন্দ'-নামক গুরুর পদাশ্রয় করিয়াছিলেন।[৩] তাঁহার সন্ন্যাস-নাম—যতি শ্রীধরস্বামী এবং তিনি শ্রীনৃসিংহ-উপাসক ছিলেন।[৪] তিনি শ্রীশ্রীহরিহরকে একাত্মা জানিয়াও শ্রীমাধবকেই স্বয়ংরূপ ভগবান্[৫] বলিয়া জানিতেন। তিনি কাশীতে অবস্থানপূর্বক শ্রীবিন্দুমাধবের সন্তোষার্থ চিৎসুখাচার্যের[৬] ব্যাখ্যা আলোচনা করিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকা রচনা করিয়াছিলেন।[৭] শ্রীমদ্ভাগবতের 'ভাবার্থদীপিকা'-টীকাও তিনি স্বসম্প্রদায়ের অনুরোধেই রচনা করেন।[৮]

পুরীর গোবর্ধন মঠের আচার্য-পরম্পরার তালিকায় শ্রীশঙ্করাচার্য হইতে একাদশ অধস্তন এক শ্রীধরের নাম এবং তৎপরে তালিকার

১। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকার ১।১ অধ্যায়ের 'মঙ্গলাচরণ' ১ম, ২য় শ্লোক; 'সুবোধিনী' (গীতার টীকা), মঙ্গলাচরণ, ৩য় শ্লোক; ২। 'ভাবার্থ-দীপিকা ১০।৮৭, মঙ্গলাচরণ ৩য় শ্লোক; ৩। ঐ ১০।৮৭।৩৩, ১।১।১ মঙ্গলাচরণ, ১২।১৩ উপসংহার ১ম শ্লোক; সুবোধিনী (গীতার টীকা) মঙ্গলাচরণ ১ম শ্লোক; ৪। (বিষ্ণুপুরাণের) আত্মপ্রকাশ-টীকার ১ম অংশ, মঙ্গলাচরণ ২য় শ্লোক; উপসংহার শ্লোক; ২য় অংশ, মঙ্গলাচরণ ১ম শ্লোক; ৫। ভাবার্থদীপিকা ১।১।১ মঙ্গলাচরণ, ১ম—৩য় শ্লোক; ৬। ডক্টর এস্, এন, দাসগুপ্তের মতে বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার ও চিৎসুখী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা চিৎসুখাচার্য (গৌড়েশ্বরাচার্য জ্ঞানোত্তমের শিষ্য) আনুমানিক **১২২০ খ্রীষ্টাব্দে** আবির্ভূত হন।—Vide, A History of Indian Philosophy by Dr. S. N. Dasgupta VoL. II. pp 147,48 Cambridge 1932. ৭। 'শ্রীমচ্চিৎ-সুখ-যোগি-মুখ্য-রচিত-ব্যাখ্যাং নিরীক্ষ্য স্ফুটম্' —বিষ্ণুপুরাণ প্রথমাংশ-প্রথমাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশটীকার মঙ্গলাচরণ; অথাতঃ পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্ণলীলামহোদয়ঃ। বিন্দুমাধবতোষায় যথামতি বিতন্যতে॥ (—বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশের টীকাপ্রারম্ভে); ৮। ভাবার্থদীপিকা, মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন স্থানে আরও তিনজন শ্রীধরের নাম পাওয়া যায়।[১] কেহ কেহ মনে করেন,[২] প্রথমোক্ত শ্রীধর শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার প্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামী। প্রথমোক্ত শ্রীধরের অব্যবহিত পূর্বের আচার্যের নাম গোবিন্দ। গোবর্ধন-মঠের সাম্প্রদায়িক নিয়মানুযায়ী মঠাধীশগণের সন্ন্যাস-উপাধি 'অরণ্য'। গোবর্ধন-মঠাম্নায় হইতে জানা যায়, পদ্মপাদ হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানানন্দ পর্যন্ত ঊনবিংশ পুরুষ পর্যন্ত মঠাধীশগণ সকলেই অরণ্য-উপাধিযুক্ত ছিলেন। জ্ঞানানন্দ শিষ্য করিবার পূর্বেই দেহত্যাগ করায় কাশী হইতে 'বৃহদারণ্য'-তীর্থ নামক তীর্থ-উপাধিধারী একজন সন্ন্যাসী আসিয়া গোবর্ধনমঠের মঠাধীশ হ'ন। তদবধি তদধস্তন গোবর্ধন-মঠাধীশগণের তীর্থ উপাধি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ গোবর্ধন-মঠাধীশ হইয়া থাকিলে তাঁহার নাম নিশ্চয়ই শ্রীধরারণ্য হইবে। কিন্তু তাঁহার ঐরূপ নামের পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত প্রামাণিক টীকাসমূহের মঙ্গলাচরণাদি আলোচনা করিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, স্বামিপাদ কাশীবাসী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের টীকায় শ্রীবিন্দুমাধব, শ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীগঙ্গার বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীগীতার টীকায়ও বিশ্বেশ্বর ও উমাধবকে বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্-

---

১। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর কর্তৃক ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে সংগৃহীত এবং 'বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতি' ৪র্থ সংখ্যার ৩৮-৪০ পৃষ্ঠায় 'শঙ্করমঠের গুরুপরম্পরা' শীর্ষক অনুচ্ছেদে প্রকাশিত ; ২। ম ম পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র-রচিত 'শ্রীজগন্নাথ-মন্দির' পুস্তিকা, ৬০-৬১ পৃঃ ১৩১৮ বঙ্গাব্দ। কিন্তু গোপাল চন্দ্র আচার্য চৌধুরী-প্রণীত (পুরী আনন্দ-ধাম হইতে প্রকাশিত, কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোং হইতে মহেশ্বর ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ১৩২৩ বঙ্গাব্দ) "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" পুস্তকে গোবর্ধনমঠাম্নায় লিখিত ১১শ পুরুষ শ্রীধর শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতার টীকাকার শ্রীধরস্বামী নহেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; ২৬৩,২৬৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

ভাগবতের টীকায় শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশম্ভু ও শ্রীনৃসিংহদেবের বন্দনা করিয়াছেন। তিনি পুরীর গোবর্ধন-মঠের মঠাধীশ বা আচার্য হইয়া থাকিলে উক্ত মঠের সাম্প্রদায়িক দেবতা ও শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীজগন্নাথের বন্দনা নিশ্চয়ই করিতেন এবং তিনি গোবর্ধন-মঠের মঠাধীশত্ব পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা ছাড়া, গোবর্ধন-মঠের আম্নায়ে একাদশ পুরুষরূপে যে শ্রীধরের নামোল্লেখ আছে, তিনি গোবিন্দারণ্য নামক আচার্যের অধস্তন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার টীকার সর্বত্র 'পরমানন্দ' নামক গুরুর বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ ছিলেন শ্রীনৃসিংহের উপাসক। কেহ কেহ বলেন, শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের লেখনীর কোথাও কোথাও আভাস পাওয়া যায় যে, তিনি পূর্বাশ্রমে তৈলঙ্গ-দেশীয় ব্যক্তি ছিলেন।

'শ্রীভক্তিরত্নাবলী'-গ্রন্থকার শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী,[১] শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ,[২] শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ,[৩] শ্রীজীব গোস্বামিপাদ,[৪] শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ,[৫] মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি,[৬] স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য,[৭] নৈষধ-টীকাকার লক্ষ্মণ ভট্ট[৮] সুশ্রুতের টীকাকার

১। 'শ্রীভক্তিরত্নাবলী', উপসংহার, ৪র্থ শ্লোক ; শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত কলিকাতা বঙ্গবাসী সংস্করণ ; শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৯ ; ২। শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীর মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক ; ৩। শ্রীপদ্যাবলী ১৫, ২৮, ৪৩ সংখ্যা ; ৪। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, ১৭ অনু ও শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী (ভা ১০।৮৭।১) ; ৫। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ম ২৪।৯৬ ; ঐ অ ৭।১২৯ ; ৬। মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ২৫শ অধ্যায়োক্ত শ্রীগীতার ভারতভাবদীপ নামক নীলকণ্ঠকৃত টীকার মঙ্গলাচরণে—"প্রণম্য ভগবৎপাদান্ **শ্রীধরাদীংশ্চ** সদ্গুরূন্। সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতা-ব্যাখ্যাং সমারভে ॥" ৭। তিথিতত্ত্বে একাদশী-ব্রতপ্রসঙ্গে "ইতি **শ্রীধরস্বামি**-ধৃত বচনাৎ" এবং একাদশীতত্ত্বে "অতএব নিত্যনৈমিত্তিকাধিকারিকাধিকারে **শ্রীধরস্বামি-ধৃতা** শ্রুতিঃ 'যথা শক্নুয়াত্তথা কুর্যাদিতি।'—(অষ্টাবিংশতি-তত্ত্ব—৪২ ও ৪৩৪ পৃঃ শ্রীশ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) ; ৮। লক্ষ্মণভট্টকৃত নৈষধটীকায় যথা—"ভাগবতে **শ্রীধর**ব্যাখ্যানাৎ", Folio 9A of MS. No. 714 of 1886-92 (B. O. R. I.).

বৈদ্যমহাদেব[১], নলোদয়কাব্যের টীকাকার রামর্ষি[২], গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য-পাদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর[৩] প্রমুখ প্রাচীন আচার্য-লেখকগণ শ্রীস্বামিপাদের নাম ও টীকার উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগীতার (মঙ্গলাচরণ) টীকায় ও অন্যত্র (১৩।১৯) ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করের নাম, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় (৩।২৩।৩২) 'বিশ্বপ্রকাশের' বাক্য ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বাক্য (১।৭।৬) উদ্ধার এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকার প্রারম্ভে চিৎসুখাচার্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। বিশ্বপ্রকাশের রচনাকাল ১০৩৩ শকাব্দ (=১১১১খ্রীঃ)[৪] এবং গবেষক-গণের মতে চিৎসুখাচার্যের অভ্যুদয়কাল ১২২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২৮৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে।[৫]

শ্রীশ্রীধরস্বামীর রচিত গ্রন্থাবলী—(১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা—সুবোধিনী, (২) শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকা—আত্মপ্রকাশ, (৩) শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা—ভাবার্থদীপিকা। এই তিন গ্রন্থের টীকাই বিশেষ প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত শ্রীধরস্বামিপাদ (৪) সনৎসুজাতীয়ের টীকা—বালবোধিনী (সম্ভবতঃ অদ্যাপি অমুদ্রিত), (৫) গীতাসারটীকা (?)—ব্রহ্মসম্বোধিনী[৬]

১। দশমো হরিঃ ইতি **শ্রীধরোক্তেঃ** (বৈদ্যমহাদেব-কৃত সুশ্রুতটীকা Baroda Oriental Institute MS. No. 6041) ; ২। রামর্ষি-কৃত নলোদয়-কাব্য-টীকায় যথা—"শ্রীভাগবত-ভাবার্থব্যাখ্যানে শ্রীধরোপমবুদ্ধঃ ব্যাসো ভবৎ" (In verse 5 at the end of Ms. No. 411 of 1887-91 in the Govt. Mss. Library at B. O.R. Institute (P 374 of Catalcgue of Kavya Mss. VoL. XIII,Part 1, 1940) ; ৩। শ্রীসারার্থদর্শিনী (ভা ১।১।১ ও ১০।১।১ ইত্যাদি) ; ৪। প্রবাসী, মাঘ ১৩৫৮, বঙ্গাব্দ, ৪১২ পৃঃ ; ৫। The Annals of B. O. R. Institute,VoL XXX, Parts III—IV, P 279. ৬। Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, MS. No 425 of 1875, 1876 ;

(৬) শ্রীব্রজবিহারকাব্য[১] (সংস্কৃতছন্দে রচিত বিংশতি শ্লোকাত্মক ব্রজলীলাবিষয়ক কাব্য) এবং শ্রীরূপগোস্বামিপাদের 'পদ্যাবলী'[২] গ্রন্থে আহৃত শ্রীকৃষ্ণনাম, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ও শ্রীকৃষ্ণকথার সর্বশ্রেষ্ঠত্বসূচক (৭) শ্লোকাবলীর রচয়িতা বলিয়া কথিত হন।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ-কর্তৃক কেবলাদ্বৈত-বাদ-শোধন

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ স্বীয় সম্প্রদায়ের (কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের) বিশুদ্ধির জন্য[৩] যে সকল সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন, তাহাতে মায়াবাদের সহিত স্বামিপাদের অনেকাংশে মতভেদ হইয়াছে; যথা—(১) মায়াবাদি-সম্প্রদায় নির্বিশেষ-ব্রহ্মকে 'পরতত্ত্ব' বলেন। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ব্রহ্মের আশ্রয় বা ঘনীভূত ব্রহ্ম, ইহা মায়াবাদিগণ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীস্বামিপাদ শ্রীগীতার (১৪।২৭) টীকায় বলেন[৪]—আমিই

১। (ক) Dr. John Hoeberlin, Cal. 1847, pp. 519—522, কাব্যসংগ্রহে শ্রীরামপুরের চন্দ্রোদয়যন্ত্রে মুদ্রিত; (খ) Published by Haridas Hirachand, First Edition Bombay 1864 কাব্যকলাপে ১১০—১১২ পৃষ্ঠা, (গ) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কাব্যসংগ্রহে ৫৯—৬৩ পৃঃ, কলিকাতা, ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ; ২। শ্রীপদ্যাবলী-ধৃত ১৫, ২৮, ৪৩ সংখ্যোক্ত শ্লোক।

৩। 'সম্প্রদায়বিশুদ্ধ্যর্থং স্বীয়নির্বন্ধযন্ত্রিতঃ। শ্রুতিস্তুতি-মতব্যাখ্যাং করিষ্যামি যথামতি ॥' (ভাঃ ১০।৮৭ অধ্যায়ের 'ভাঃ দীঃ টীকা'র মঙ্গলাচরণ)—আমি সম্প্রদায়ের বিশুদ্ধির জন্য নিজ আগ্রহদ্বারাই অনুরুদ্ধ হইয়া জ্ঞানানুসারে শ্রুতিস্তবের মত ব্যাখ্যা করিতেছি; ৪। শ্রীগীতোক্ত (১৪।২৭) 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং' পদের শ্রীস্বামিপাদকৃতা প্রচলিত টীকায় 'প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতং ব্রহ্মৈবাহং' বাক্যের মধ্যে যে 'প্রতিমা' শব্দটি, তাহা শ্রীস্বামিপাদকৃত অর্থ নহে; উহা কোন মৎসর অর্থাৎ দুরভিসন্ধিযুক্ত নির্বিশেষবাদীর কল্পিত অর্থাৎ কোন মায়াবাদী ব্রহ্মকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া প্রতিপাদন করিবার দুরাগ্রহবশতঃ 'প্রতিমা' শব্দটি শ্রীমৎ স্বামিপাদের টীকার মধ্যে কল্পনা অর্থাৎ প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। ইহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎ-

(শ্রীকৃষ্ণই) ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, আমিই (শ্রীকৃষ্ণই) ঘনীভূত ব্রহ্ম; সূর্যমণ্ডল যেরূপ ঘনীভূত প্রকাশ, সেইরূপই। আরও, নিত্যমুক্ত হওয়ায় অব্যয়—নিত্য, অমৃতের—মোক্ষের প্রতিষ্ঠা; শুদ্ধসত্ত্বময় হওয়ায় তাহার সাধন, শাশ্বত ধর্মের এবং পরমানন্দরূপ হওয়ায় ঐকান্তিক—অখণ্ডিত সুখের প্রতিষ্ঠাও আমি (শ্রীকৃষ্ণ)। (২) মায়াবাদি-সম্প্রদায় শ্রীভগবদ্বিগ্রহ, নাম, রূপ, গুণ, বিভূতি, ধাম ও পরিকরের নিত্যত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিগ্রহের সনাতনত্ব ও অপরিমেয়ত্ব স্বীকার করেন। তন্মূর্তেঃ সনাতনত্বমপরিমেয়ত্বঞ্চোপপাদয়তি—রূপমিতি। (ভা দী ৮।৬।৭-৯) শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহের জন্মাদি নাই। তাঁহার আবির্ভাব-মাত্রই জন্ম বলিয়া অভিহিত হয়। গুণসম্পর্ক-পরিশূন্যতাই তাঁহার জন্মাদি-রাহিত্যের কারণ; তিনি নির্বাণসুখের অর্ণবস্বরূপ, অর্থাৎ তিনি অপার মোক্ষসুখরূপ। তিনি অণু হইতেও অণুতর, অতি সূক্ষ্ম; দুর্জ্ঞেয়ত্ব-নিবন্ধন তাঁহাকে অতি সূক্ষ্ম বলা হয়। অতএব তাঁহার মূর্তি ইয়ত্তাতীত। শ্রীভগবানে ইহার অসম্ভাবনার আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, তিনি মহানুভাব অর্থাৎ তাঁহার ঐশ্বর্য মহান্ বা অচিন্ত্য; তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব হইতে পারে। (৩) মায়াবাদি-সম্প্রদায় জগৎকর্তা ঈশ্বরের নিত্যমুক্ততা স্বীকার করেন না। তাঁহারা সৃষ্ট জগতের ন্যায় স্রষ্টা ঈশ্বরকেও মিথ্যা মায়ামাত্র বলেন। তাঁহাদের মতে ব্যবহারিক

সন্দর্ভে প্রদর্শন করিয়াছেন,—অত্রৈব 'প্রতিষ্ঠা প্রতিমা' ইতি টীকা মৎসরকল্পিতা, ন হি তৎকৃতা, অসম্বদ্ধত্বাৎ। ন হি নিরাকারস্য ব্রহ্মণঃ প্রতিমা সম্ভবতি, ন চ তৎপ্রকাশস্য প্রতিমা সূর্যঃ, ন চ (গী, ১৪।২৭) 'অমৃতস্যাব্যয়স্য' ইত্যাদ্যনন্তরপাদত্রয়োক্তানাং মোক্ষাদীনাং প্রতিমাত্বং ঘটতে;—(শ্রীভগবৎসন্দর্ভ—শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত সং, ৯২ অনু, ৭৬ পৃঃ)। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ স্বকৃত শ্রীগীতার টীকায় শ্রীস্বামিপাদের উক্ত ব্যাখ্যাটি উদ্ধার করিয়াছেন। তথায় 'প্রতিমা'-শব্দটির আদৌ উল্লেখ নাই।

স্তরে মায়িক উপাধিবিশিষ্ট সগুণ ব্রহ্মই 'ঈশ্বর'। কিন্তু শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ ঈশ্বরের উপাধিবশ্যহীনতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। পরমেশ্বর—'সগুণ' অর্থে প্রাকৃত গুণের দ্বারা অনভিভূত। ব্রহ্ম জ্ঞানমাত্র নহেন ; তিনি জ্ঞাতা, তিনি সমস্তকল্যাণগুণ-নিলয়। 'প্রভুরিতীশ্বরস্যোপাধি-বশ্যতা-ভাবেন নিত্যমুক্ততাং দর্শয়তি। অয়মভিপ্রায়ঃ—সগুণমেব গুণৈরনভি-ভূতং সর্বজ্ঞং সর্বশক্তিং সর্বেশ্বরং সর্বনিয়ন্তারং সর্বোপাস্যং সর্বকর্মফল-প্রদাতারং সমস্তকল্যাণগুণনিলয়ং সচ্চিদানন্দং ভগবন্তং শ্রুতয়ঃ প্রতি-পাদয়ন্তি—'যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ, সর্বস্য বশী, সর্বস্যে-শানঃ' ; 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আন্তরঃ' ; সোঽকাময়ত বহু স্যাম্' ; 'স ঐক্ষত', 'তত্তেজো-ঽসৃজত'। (ভাঃ ১০।৮৭।২ শ্লোকের ভাবার্থ-দীপিকা'-টীকা)—প্রভু এই পদ-দ্বারা—তিনি উপাধিসমূহের বশ্য নহেন, পরন্তু নিত্যমুক্ত—ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এ স্থলে অভিপ্রায় এই যে —শ্রুতিসমূহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা, সর্বোপাস্য, সর্বকর্মফল-দাতা, সকলমঙ্গলগুণাধার, সগুণ হইলেও গুণদ্বারা অনভিভূত, সচ্চিদা-নন্দস্বরূপ ভগবানেরই প্রতিপাদক। যথা—'যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, যাঁহার তপঃ অর্থাৎ সঙ্কল্প জ্ঞানাত্মক, তিনি সকলের বশী, সকলের ঈশান' ; 'যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত' ; 'তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব' ; 'তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন ; তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন'। (৪) মায়াবাদি-সম্প্রদায় মায়াকে 'অনির্বচনীয়া' বলেন, কিন্তু শ্রীধরস্বামী মায়াকে পরমেশ্বরের 'শক্তি', সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা বলিয়া জানাইয়াছেন ; শ্রীস্বামিপাদ ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধিনী স্বভাবসিদ্ধা 'শক্তি' বা স্বরূপশক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। (৫) 'পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা।" (সুবোধিনী টীকা ৭।১৪) ; "সত্ত্বাদিগুণরহিতস্য ব্রহ্মণোঽপি স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব,

পাবকস্য দাহকত্বাদিশক্তিবৎ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্ন্যৌষ্ণ্যবৎ ন কেনচিদ্‌বিহন্তুং শক্যতে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ —'স বা অয়মাত্মা সর্বস্য বশী সর্বস্যেশানঃ সর্বস্যাধিপতিঃ' (বৃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি।" (আত্মপ্রকাশ-টীকা—বি, পু, ১।৩।১-২)—অর্থাৎ মায়া পরমেশ্বরের সত্ত্বাদিগুণ-বিকারাত্মিকা 'শক্তি'। পরমেশ্বর অচিন্ত্যশক্তিমান্ সত্ত্বাদিপ্রাকৃত-গুণরহিত ব্রহ্মেরও স্বভাবসিদ্ধ শক্তিসমূহ নিশ্চয়ই আছে, অগ্নির দাহিকাদি শক্তির ন্যায়। অগ্নির স্বাভাবিকী দাহিকাশক্তি যেরূপ মণিমন্ত্রমহৌষধাদিদ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না, অর্থাৎ দাহিকাশক্তি বা উত্তাপকে যেরূপ অগ্নি হইতে পৃথক্ করা যায় না, তদ্রূপ শক্তি ও শক্তিমানকে পৃথক্ করা যায় না। অতএব পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য নিরঙ্কুশ। (৬) মায়াবাদি-সম্প্রদায় মুক্ত পুরুষগণের সিদ্ধদেহে নিত্য ভক্তি-যাজন অর্থাৎ মুক্তির পরও ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করেন না। কিন্তু স্বামিপাদ ভক্তির নিত্যত্ব, সর্বশ্রেষ্ঠত্ব ও মুক্তির পরও ভক্তি-যাজনের কথা বলিয়াছেন। "ভক্তিরসিকা বিরলাঃ। * * * শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি; যথাহ—'যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ' ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ—'মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে' ইতি। 'ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ। কুর্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্বর্গং তৃণোপমম্॥ (ভা, দী, ১০।৮৭।২১)—অর্থাৎ ভক্তি-রসিকগণ বিরল। শ্রুতিও মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির আধিক্য প্রদর্শন করিতেছেন; যথা—'সকল দেবগণ, মুমুক্ষুগণ ও ব্রহ্মবাদিগণ যাঁহাকে প্রণাম করেন।' সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'মুক্তগণও লীলায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবানের ভজন করেন।' 'আপনার কথা-মৃতরূপ সমুদ্রে বিহারকারী পরমানন্দশালী কোন কোন কৃতিগণ চতুর্বর্গকে তৃণতুল্য জ্ঞান করেন'। (৭) শ্রীস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণনাম ও তাঁহার শ্রবণ-

কীর্তনের অসমোর্ধ্বতা এবং শ্রীহরিকথাশ্রবণকীর্তনের নিকট মুক্তির অতি তুচ্ছত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।[১]

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ও শ্রীস্বামিপাদ

শ্রীশ্রীধরস্বামী অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অদ্বিতীয় সমর্থক। শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের স্বামিটীকায় ব্যাখ্যাত অর্থাপত্তিপ্রমাণমূলক অচিন্ত্যশব্দটি লইয়া শ্রীশ্রীজীবপাদ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন। ভাবার্থ-দীপিকায় (১১।২২।১০) শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—'জীব ও পরমেশ্বরের ভেদাভেদ' বলিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—জীব অল্পজ্ঞ এবং তাহার সেই অল্পজ্ঞতাও পরমেশ্বরের অধীন, পরমেশ্বর সর্ব-তন্ত্র-সর্বজ্ঞ; তাঁহার সেই সর্বজ্ঞতা নিত্যসিদ্ধ। জীব ও পরমেশ্বরে এই ভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয়ে বিসদৃশ নহে, চিদ্রূপত্বে উভয়ে অভিন্ন। অতএব জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত ভেদ নহে, পরন্তু ভেদাভেদ।[২] শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ 'সুবোধিনী'তে বলিয়াছেন,[৩]—ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাবর ও জঙ্গম ভূত-সমূহে অবিভক্ত কারণরূপে অভিন্ন, কার্যরূপে বিভক্ত—ভিন্নভাবে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে জাত ফেনাদি সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে, তৎস্বরূপেই কথিত হয়, জানিতে হইবে।

১। শ্রীপদ্যাবলী ১৫, ২৮, ৪১ সংখ্যাধৃত শ্রীধরস্বামিপাদ রচিত শ্লোকাবলী। ২। "জীবেশ্বরয়োস্তু কথং ভেদাভেদবিবক্ষয়া * * অত আহ—অনাদিতি। স্বতো ন সম্ভবতি, অন্যতস্তু সম্ভবাৎ স্বতঃ সর্বজ্ঞপরমেশ্বরোঽন্যো ভবিতব্য ইতি। * * * পুরুষেতি। বৈলক্ষণ্যং বিসদৃশত্বং নাস্তি, দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বাৎ; অতস্তয়োরত্যন্ত-মন্যত্বকল্পনা অপার্থা ব্যর্থা, * * * (ভাবার্থদীপিকা ১১।২২।১০,১১); ৩। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্যাত্মনা ভিন্নমিব স্থিতং চ বিভক্তম্, সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি, তৎ স্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ম্।" (শ্রীগীতা ১৩।১৬ শ্লোকের 'সুবোধিনী' টীকা)

মায়াবাদের প্রতিবাদকারী মহাজন ও আচার্যগণ

মায়াবাদ শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীশম্ভু, শ্রীচতুঃসন, শ্রীদেবহূতিনন্দন শ্রীকপিল, শ্রীমনু, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীজনক, শ্রীভীষ্ম, শ্রীবলি, শ্রীশুকদেব ও শ্রীযমরাজ প্রমুখ ভাগবতধর্মবেত্তা মহাভাগবতগণ তথা শ্রীপরাশর, শ্রী-শাণ্ডিল্য প্রমুখ আচার্যগণ, দিব্যসূরি আলবরগণ, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি প্রমুখ প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণ, শ্রীবোধায়নাদি প্রাচীনতম বেদান্ত-ভাষ্যকারগণ এবং বেদবিভাগকর্তা ও ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব কাহারো অনুমোদিত নহে বলিয়া শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র, শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনাচার্য প্রমুখ ভাগবতাচার্যগণ, এমন কি ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাচার্য অভিনব গুপ্ত, বাচস্পতি মিশ্র (২য়), বিজ্ঞান-ভিক্ষু, শৈব নীলকণ্ঠ প্রমুখ আচার্যগণ সকলেই শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগত শিষ্যানুশিষ্যগণ ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের আচার্যবৃন্দ এবং সর্বশেষে সর্বাচার্যশিরোমণি কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার সমসাময়িক দুইজন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ শঙ্কর-বৈদান্তিক আচার্যের নিকট মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য প্রকৃত দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রীব্যাস-কৃত স্বতঃসিদ্ধভাষ্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) ভাস্করাচার্য-চরিত

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভাস্করাচার্যের জন্মকাল, জন্মস্থান ও প্রকৃত পরিচয় এখনও অকাট্য প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হয় নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক ভাস্করাচার্যের নাম পাওয়া যায়। কেহ বলেন, বাচস্পতি মিশ্র

কীর্তনের অসমোর্ধ্ব'তা এবং শ্রীহরিকথাশ্রবণকীর্তনের নিকট মুক্তির অতি তুচ্ছত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন।[১]

অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব ও শ্রীস্বামিপাদ

শ্রীশ্রীধরস্বামী অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অদ্বিতীয় সমর্থক। শ্রীবিষ্ণু-পুরাণের স্বামিটীকায় ব্যাখ্যাত অর্থাপত্তিপ্রমাণমূলক অচিন্ত্যশব্দটি লইয়া শ্রীশ্রীজীবপাদ 'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-সিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন। ভাবার্থ-দীপিকায় (১১।২২।১০) শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদ-সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছেন,—'জীব ও পরমেশ্বরের ভেদাভেদ' বলিবার জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—জীব অল্পজ্ঞ এবং তাহার সেই অল্পজ্ঞতাও পরমেশ্বরের অধীন, পরমেশ্বর সর্ব-তন্ত্র-সর্বজ্ঞ; তাঁহার সেই সর্বজ্ঞতা নিত্যসিদ্ধ। জীব ও পরমেশ্বরে এই ভেদ থাকা সত্ত্বেও উভয়ে বিসদৃশ নহে, চিদ্রূপত্বে উভয়ে অভিন্ন। অতএব জীব ও পরমেশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ অত্যন্ত ভেদ নহে, পরন্তু ভেদাভেদ।[২] শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ 'সুবোধিনী'তে বলিয়াছেন,[৩]—ব্রহ্মতত্ত্ব, স্থাবর ও জঙ্গম ভূত-সমূহে অবিভক্ত কারণরূপে অভিন্ন, কার্যরূপে বিভক্ত—ভিন্নভাবে অবস্থিত। সমুদ্র হইতে জাত ফেনাদি সমুদ্র হইতে পৃথক্ নহে, তৎস্বরূপেই কথিত হয়, জানিতে হইবে।

১। শ্রীপদ্যাবলী ১৫, ২৮, ৪৩ সংখ্যাধৃত শ্রীধরস্বামিপাদ রচিত শ্লোকাবলী।
২। "জীবেশ্বরয়োস্তু কথং ভেদাভেদবিবক্ষয়া * * অত আহ—অনাদিতি। স্বতো ন সম্ভবতি, অন্যতস্তু সম্ভবাৎ স্বতঃ সর্বজ্ঞপরমেশ্বরোঽন্যো ভবিতব্য ইতি। * * * পুরুষেতি। বৈলক্ষণ্যং বিসদৃশত্বং নাস্তি, দ্বয়োরপি চিদ্রূপত্বাৎ; অতস্তয়োরত্যন্ত-মন্যত্বকল্পনা অপার্থা ব্যর্থা, * * * (ভাবার্থদীপিকা ১১।২২।১০,১১); ৩। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং কার্যাত্মনা ভিন্নমিব স্থিতং চ বিভক্তম্, সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি, তৎ স্বরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ম্।" (শ্রীগীতা ১৩।১৬ শ্লোকের 'সুবোধিনী' টীকা)

মায়াবাদের প্রতিবাদকারী মহাজন ও আচার্যগণ

মায়াবাদ শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীশম্ভু, শ্রীচতুঃসন, শ্রীদেবহূতিনন্দন শ্রীকপিল, শ্রীমনু, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীজনক, শ্রীভীষ্ম, শ্রীবলি, শ্রীশুকদেব ও শ্রীযমরাজ প্রমুখ ভাগবতধর্মবেত্তা মহাভাগবতগণ তথা শ্রীপরাশর, শ্রী-শাণ্ডিল্য প্রমুখ আচার্যগণ, দিব্যসূরি আলবরগণ, আশ্মরথ্য, ঔড়ুলোমি, বাদরি প্রমুখ প্রাচীন বেদান্তাচার্যগণ, শ্রীবোধায়নাদি প্রাচীনতম বেদান্ত-ভাষ্যকারগণ এবং বেদবিভাগকর্তা ও ব্রহ্মসূত্রকার স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব কাহারো অনুমোদিত নহে বলিয়া শ্রীবৎসাঙ্কমিশ্র, শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনাচার্য প্রমুখ ভাগবতাচার্যগণ, এমন কি ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্করাচার্য, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠ, শ্রীকর, শৈবপ্রত্যভিজ্ঞাদর্শনাচার্য অভিনব গুপ্ত, বাচস্পতি মিশ্র (২য়), বিজ্ঞান-ভিক্ষু, শৈব নীলকণ্ঠ প্রমুখ আচার্যগণ সকলেই শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের মায়াবাদের প্রতিবাদ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। বলিতে কি, একমাত্র শ্রীশঙ্করাচার্য ও তাঁহার অনুগত শিষ্যানুশিষ্যগণ ব্যতীত সকল সম্প্রদায়ের আচার্যবৃন্দ এবং সর্বশেষে সর্বাচার্যশিরোমণি কলিযুগপাবনাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব তাঁহার সমসাময়িক দুইজন গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী প্রসিদ্ধ শঙ্কর-বৈদান্তিক আচার্যের নিকট মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য প্রকৃত দার্শনিক সিদ্ধান্ত শ্রীব্যাস-কৃত স্বতঃসিদ্ধভাষ্য হইতে প্রদর্শন করিয়াছেন।

(১) ভাস্করাচার্য-চরিত

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকার ভাস্করাচার্যের জন্মকাল, জন্মস্থান ও প্রকৃত পরিচয় এখনও অকাট্য প্রমাণদ্বারা স্থাপিত হয় নাই। সংস্কৃত-সাহিত্যে অনেক ভাস্করাচার্যের নাম পাওয়া যায়। কেহ বলেন, বাচস্পতি মিশ্র

ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যকার ভাস্করাচার্যের মতের অনুবাদ করায় ভাস্করাচার্য বাচস্পতি মিশ্র (৮৯৮সংবৎ=৮৪২খ্রীঃ ?) হইতে পূর্বতন। 'উদয়নাচার্য' (৯৮৪খ্রীঃ) তাঁহার 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'তে ভাস্করাচার্যের নামোল্লেখ ও মত উদ্ধার করিয়াছেন।[১] তাহা হইতে জানা যায় যে, ভাস্করাচার্য বৈদান্তিক ত্রিদণ্ডী ছিলেন। ভাস্করাচার্য ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস ও পঞ্চরাত্রের মত স্বীকার করিলেও শ্রীযামুনাচার্য ও শ্রীরামানুজাচার্যের ন্যায় বৈষ্ণব-বৈদান্তিক নহেন।

ভাস্করাচার্যের রচিত 'ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য'ই প্রসিদ্ধ। 'ব্রহ্মসূত্রভাষ্যসার' নামক একটি গ্রন্থও তাঁহার নামে আরোপিত হয়।

ভাস্করাচার্যের মতবাদ

ভাস্করমতকে **ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ** বলে। [ব্রহ্ম—কারণরূপে 'অভিন্ন', কার্যরূপে 'ভিন্ন'; কার্যরূপটি—'ঔপাধিক' (আদি ও অন্তের মধ্যে অল্পকালস্থায়ী অবস্থা); জীব, জগৎ ও ব্রহ্মে অভেদই—'স্বাভাবিক', ভেদ—'ঔপাধিক' (সাময়িক)]।[২]

ভাষ্য—শারীরক-মীমাংসাভাষ্য (পৃথক্ বিশেষ নাম নাই), 'ভাস্কর-ভাষ্য' নামে খ্যাত।

ব্রহ্ম—সগুণ, নিরাকার সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্; নিরাকাররূপই—ব্রহ্মের কারণরূপ; ব্রহ্ম—কার্যরূপে 'জীব ও 'প্রপঞ্চ'[৩]। ব্রহ্ম—সল্লক্ষণ ও বোধলক্ষণ, সত্ত্বজ্ঞানানন্ত-লক্ষণ চৈতন্য মাত্র, রূপান্তর-রহিত অদ্বিতীয়।[৪]

জীব—ব্রহ্মই জীবরূপে পরিণত; জীব—সংসারদশায় ব্রহ্মের অংশ, তাঁহার ভোক্তৃশক্তি, অণু; ইহা জীবের ঔপাধিক পরিমাণ; জীব

১। "ব্রহ্মপরিণতেরিতি **ভাস্কর**গোত্রে যুজ্যতে।"—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ২য় স্তবক ৮১ অনু ১৩৭ পৃঃ বীররাঘবাচার্যশিরোমণি কর্তৃক সম্পাদিত, তিরুপতি ১৯৪১ খৃীঃ; ২। সূত্রভাষ্য ১।১।৪ ; ২।১।১৮,২২ ; ৩।২।১১, ২৬—৩০ ; ৪।৪।৪ ; ৩। সূত্রভাষ্য ৩।২।১১ ; ৪। ঐ ১।১।১

স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম বা বিভু[১] ; জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক ; সংসারী, দেহী জীবই কেবল ভোক্তা, প্রলয়কালীন জীব অথবা মুক্তাত্মা ভোক্তা নহেন।[২]

জগৎ—ব্রহ্ম কার্যরূপে জগতে পরিণত হইলেও স্বয়ং অপরিণত ও অপরিবর্তিত থাকেন ; 'সৃষ্টি' অর্থে—ব্রহ্মের শক্তিবিক্ষেপমাত্র ; জগৎ—'সৎ', মিথ্যা নহে, কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য ; জগৎ—জীবেরই ন্যায় কেবল সৃষ্টিকালেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত একত্বপ্রাপ্ত ; ব্রহ্মই—নিমিত্ত ও উপাদানকারণ।[৩]

মায়া—মায়া-অনির্বচনীয়া হইলে আচার্য-কর্তৃক শিষ্যোপদেশ অসম্ভব; সুতরাং মায়া পরব্রহ্মের বস্তুভূতা 'প্রকৃতি'; "মীয়তে পরিচ্ছিন্নতে অনয়া ইতি প্রজ্ঞা উচ্যতে"—বহ্নির ধূমশক্তিবৎ।[৪]

শঙ্করমতের সহিত ভাস্করমতের পার্থক্য

(১) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা', এই ব্রহ্মসূত্রের 'অথ'-শব্দে—(ক) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (খ) ইহলোক ও পরলোকের সকল প্রকার বিষয়ভোগে বিরাগ, (গ) শমদমাদি ছয় প্রকার জ্ঞান-লাভের উপায় ও (ঘ) মোক্ষলাভের ইচ্ছা। এই চারি প্রকার সাধন-সম্পত্তি-লাভের 'অনন্তর' ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়, বুঝাইতেছে।

(১) শ্রীভাস্করাচার্য, শ্রীশঙ্করাচার্যের কথিত চারি প্রকার সাধনের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়—ইহা স্বীকার করেন না। ইনি বলেন,—কর্মমীমাংসা (পূর্বমীমাংসা) পাঠের পরেই ব্রহ্মমীমাংসা (বেদান্ত) অধ্যয়ন করা কর্তব্য ; কর্মের প্রকৃত স্বরূপ ও ফলবিষয়ে জ্ঞানের অভাব থাকিলে বেদান্তশাস্ত্রে অধিকার লাভ হয় না—ইহা ব্রহ্মসূত্রেই (৩।৪।২৬)

১। সূত্রভাষ্য ২।৩।১৮, ২।৩।২৯ ; ২। ঐ, ২।৩।৪০ ; ৩। ঐ ১।৪।২৫, ৩।২।১৫ ; ৪। ঐ, ২।১।১৪

প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্মের যথাযথ সমুচ্চয়ই মোক্ষলাভের উপায়। অতএব কর্মজিজ্ঞাসার পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ করা কর্তব্য।[১]

(২) শঙ্করের মতে যাহা ঔপাধিক, তাহাই মিথ্যা; তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না। শঙ্কর সত্যত্ব ও নিত্যত্বকে সম-পর্যায়ভুক্ত করিয়াছেন।

(২) ভাস্করাচার্য বলেন,—সত্যবস্তুও অনিত্য হইতে পারে, অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য সত্য থাকিয়া অন্য সময় অসত্য হইতে পারে। ভাস্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম ও জীবের অভিন্নতা স্বাভাবিক অর্থাৎ সত্য ও নিত্য: উহা সৃষ্টি, লয় ও মুক্তি—সকল অবস্থাতেই সত্য। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ—ঔপাধিক অর্থাৎ সত্য অথচ অনিত্য; সৃষ্টিকালেই কেবল সত্য, প্রলয় ও মোক্ষকালে নহে। উপাধির বিনাশে জীব ও ব্রহ্মের পুনরায় অভেদত্ব-প্রাপ্তি ঘটে, যেরূপ—ঘট ভগ্ন হইলে ঘটস্থিত আকাশ মহাকাশের সহিত একীভূত হয়।

(৩) শঙ্করাচার্য বলেন,—ভেদ-শ্রুতির নিন্দা থাকায় 'অভেদই' শ্রুতির তাৎপর্য।

(৩) ভাস্কর বলেন,—'ভেদ' ও 'অভেদ', উভয়ই শ্রুতির তাৎপর্য; তাত্ত্বিক-বিচারে ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ মনে হইলেও বাস্তব জগতে প্রত্যেক বস্তু অপরাপর বস্তু হইতে শুদ্ধ ভিন্নও নহে, শুদ্ধ অভিন্নও নহে; কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। একই কারণসম্ভূত ও একই জাতিভুক্ত বলিয়া অপর বস্তুর সহিত অভেদ, যেমন—বৃষ ও গাভীর আকার-প্রকারে ভেদ; কিন্তু জাতিতে অভেদ। যেমন—মাটি ও ঘট কারণরূপে অভেদ, কিন্তু কার্যরূপে ভেদ। স্বর্ণকুণ্ডল ও স্বর্ণবলয়—কুণ্ডল ও বলয়রূপ ভেদবিশিষ্ট হইলেও স্বর্ণরূপে অভেদ। অতএব ভেদ ও অভেদ উভয়ই সমভাবে

১। "ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতঃ সর্বথা ধর্মজিজ্ঞাসায়াঃ পূর্বভাবিত্বং সিদ্ধম্। তস্মাৎ পূর্ববৃত্তাদ্ধর্মজ্ঞানাদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি যুক্তম্।"—ব্র সূ ১।১।১—ভাস্করভাষ্য, কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ১৯১৫ খ্রীঃ, ৩ পৃঃ।

সত্য। ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে। ভেদ স্বাভাবিক নহে, ঔপাধিকমাত্র অর্থাৎ যাবৎকাল স্থায়ী, তাবৎকাল সত্য ; আর অভেদই স্বাভাবিক অর্থাৎ শাশ্বত, চিরস্থায়ী ও চিরসত্য।

ভাস্কর শঙ্করমতকে বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। কিন্তু ভাস্কর পরিণামে নির্বিশেষকারণ স্বীকার করায় তাঁহার মত প্রচ্ছন্নশঙ্করমতই হইয়াছে।

(২) শ্রীরামানুজ-চরিত

মান্দ্রাজ হইতে প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে 'শ্রীপেরেম্বুদুর'[১] গ্রামে ৯৩৮ শকাব্দায়[২] (= ১০১৬ খ্রীঃ) চৈত্রী শুক্লপঞ্চমী তিথিতে শ্রীলক্ষ্মণদেশিক আবির্ভূত হ'ন। শ্রীলক্ষ্মণই পরবর্তিকালে 'শ্রীরামানুজাচার্য' নামে খ্যাত হ'ন। শ্রীলক্ষ্মণের পিতার নাম আসুরি কেশবাচার্য দীক্ষিত ও মাতার নাম শ্রীকান্তিমতী ; ইনি শ্রীশৈলপূর্ণের কনিষ্ঠা ভগ্নী। শ্রীশৈলপূর্ণ প্রসিদ্ধ শ্রীসম্প্রদায়াচার্য শ্রীযামুনমুনির একজন প্রধান শিষ্য। শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্য রচনা করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর প্রদেশান্তর্গত 'সারদাপীঠ' হইতে বোধায়ন-বৃত্তি আনয়নার্থ স্বীয় শিষ্য কুরেশের সহিত তথায় গমন করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ উহা প্রদান করিতে অনিচ্ছুক হ'ন ; কিন্তু শ্রীসারদাদেবীর কৃপায় শ্রীরামানুজ বোধায়ন-বৃত্তিটি প্রাপ্ত হইয়া উহা লইয়া পলায়ন করেন। একমাস দিবারাত্র দ্রুতবেগে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণ শ্রীরামানুজের নিকট হইতে ঐ পুঁথিটি কাড়িয়া লইয়া আসেন। পূর্বেই অপূর্বশ্রুতিধর কুরেশ একমাস কাল প্রতিরাত্রিতে পাঠ করিয়া উহা কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাহা অবলম্বন করিয়া এবং কুরেশকে লেখক-

---

১। গ্রন্থকারলিখিত শ্রীগৌরপদাঙ্কিত দক্ষিণাপথ(সচিত্র)-গ্রন্থে শ্রীপেরেম্বুদুরের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ; ২। মতান্তরে ৯৩৯ শকাব্দ (=১০১৭ খৃীষ্টাব্দ), অন্যমতে ৯৪০ শকাব্দ (= ১০১৮ খৃীষ্টাব্দ)।

রূপে লইয়া শ্রীরামানুজ শ্রীভাষ্য রচনা করেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষী শৈব-চোলরাজ্যাধিপতি প্রথম কুলোত্তুঙ্গ (Kulottunga I, A. D. 1098) শ্রীরামানুজের চক্ষু উৎপাটিত করিবার সঙ্কল্প করিলে গুরুসেবাপ্রাণ শ্রীকূরেশ

শ্রীরামানুজাচার্যপাদ

(শ্রীপেরেম্বুদুরে আচার্যের প্রকটকালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীমূর্তি)

শ্রীরামানুজাচার্যের বেশ গ্রহণ করিয়া উক্ত শৈবরাজার সভায় উপস্থিত হ'ন। কূরেশের চক্ষু উৎপাটিত হয়। পরে শ্রীবরদরাজের কৃপায় কূরেশের দিব্যচক্ষু লাভ হয়। উক্ত শৈবরাজের কণ্ঠে ক্ষতরোগ হয় ও উহাতে কৃমি

জন্মে। ভীষণ যন্ত্রণায় তাহার (কুলোত্তুঙ্গের) মৃত্যু হয়। ১১১৮—১১২০ খ্রীষ্টাব্দে জৈনধর্মাবলম্বী রাজা বল্ললরাও ও বহু বৌদ্ধ শ্রীরামানুজাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শ্রীরামানুজ তাঁহার প্রকটকালের শেষ ষাট বৎসর শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়া শ্রীবৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গমে আচার্যের প্রকটকালেই তাঁহার শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীরামানুজাচার্য
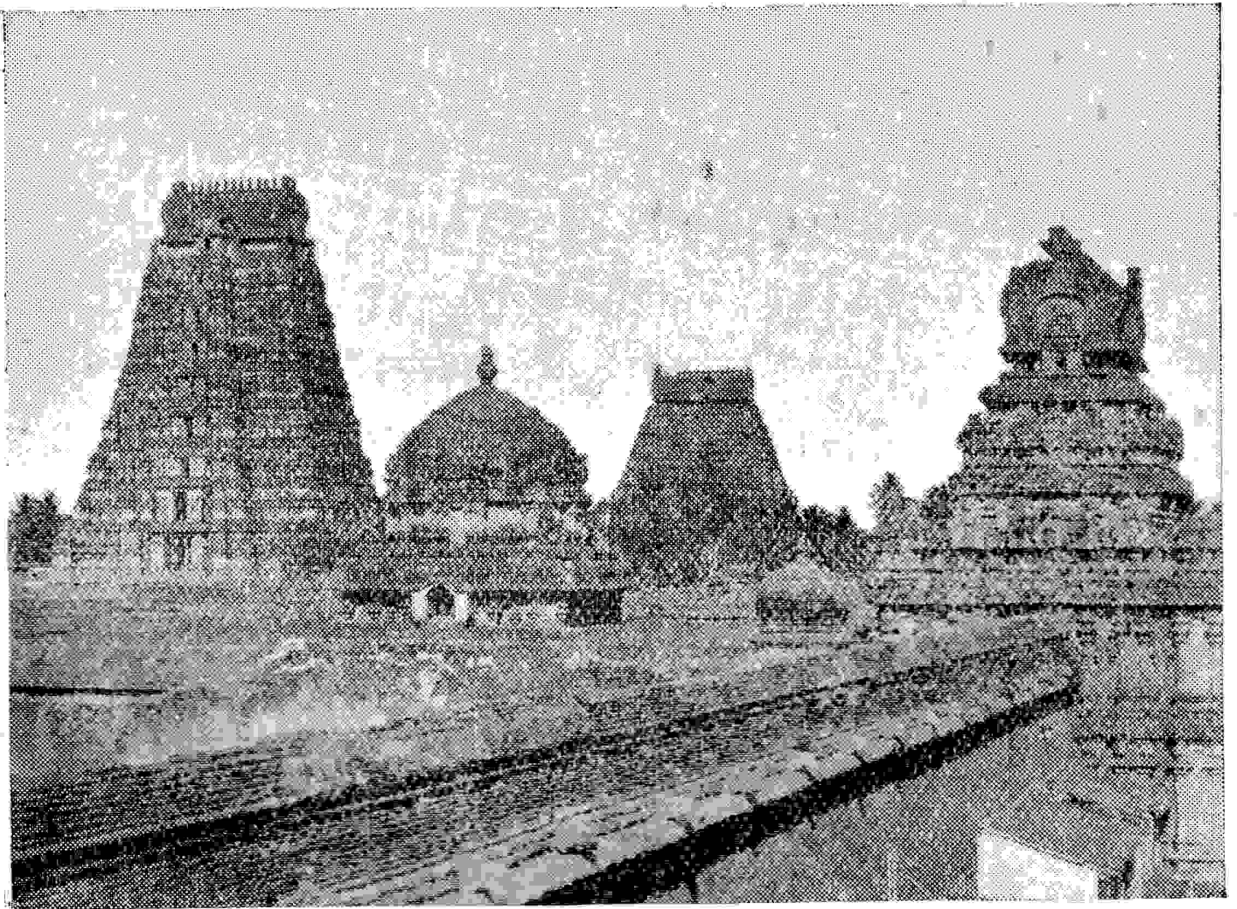
শ্রীরঙ্গমে শ্রীরঙ্গনাথজীর শ্রীমন্দির ও গোপুরম্

শ্রীলক্ষ্মণের অবতার বলিয়া তৎসম্প্রদায়ে পূজিত। ১০৫৯ শকাব্দায় (= ১১৩৭ খ্রীঃ) মাঘী শুক্লা দশমী শনিবারে তিনি বৈকুণ্ঠবিজয় করেন।

গুরুপরম্পরা— (১) শ্রীবিষ্ণু, (২) পোইহে, (৩) পূদত্ত, (৪) পে-আলোয়ার, (৫) তিরুমড়িশ, (৬) শ্রীশঠারি, (৭) শ্রীমধুর কবি, (৮) শ্রীকুল-শেখর, (৯) পেরিয়া আলোয়ার, (১০) শ্রীভক্তপদরেণু, (১১) তুরুপ্পানী,

(১২) তিরুমঙ্গই, (১৩) শ্রীশ্রীনাথমুনি, (১৪) শ্রীঈশ্বরমুনি, (১৫) শ্রীযামুন-মুনি, (১৬) শ্রীমহাপূর্ণ (১৭) শ্রীরামানুজাচার্য।

মতান্তরে—(১) শ্রীবিষ্ণু, (২) শ্রীলক্ষ্মী, (৩) শ্রীসেনেশ, (৪) শ্রীশঠকোপ, (৫) শ্রীনাথযোগী, (৬) শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ, (৭) শ্রীরাম মিশ্র, (৮) শ্রীযামুনাচার্য, (৯) শ্রীমহাপূর্ণ, (১০) শ্রীরামানুজাচার্য।

শ্রীরামানুজাচার্য নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রণয়ন করেন—(১) শ্রীভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য), (২) বেদান্তদীপ (ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি), (৩) বেদান্তসার (ব্রহ্মসূত্র-টীকা), (৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্য, (৫) বেদার্থসারসংগ্রহ, (৬) গদ্যত্রয় অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগদ্য, শরণাগতি-গদ্য, শ্রীরঙ্গগদ্য, (৭) নিত্যগ্রন্থ (শ্রীনারায়ণ-পূজা)। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি গ্রন্থ যথা—বেদান্ততত্ত্বসার, বিষ্ণুসহস্র-নামভাষ্য, বিষ্ণুবিগ্রহ-শংসন-স্তোত্র, ঈশ-প্রশ্ন-মুণ্ডক-শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্-ভাষ্য, কূটসংদোহ, দিব্যসূরি-প্রভাব-দীপিকা প্রভৃতি শ্রীরামানুজাচার্যের নামে আরোপিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামানুজপূর্ব-সাহিত্য ও ইতিহাস

'গুরুপরম্পরাই' ও 'দিব্যসূরিচরিতে'র বর্ণনানুসারে শ্রীনাথ-মুনি নম্মা আলবরের নিকট হইতে তদ্রচিত গ্রন্থসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ ব্যতীত শ্রীনাথমুনি স্বয়ং তিনটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন—(১) ন্যায়তত্ত্ব, (২) পুরুষনির্ণয় ও (৩) যোগরহস্য। ন্যায়তত্ত্বে গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রের নিরীশ্বর মতবাদসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীনাথমুনি পরিব্রাজকরূপে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ ও বিবিধ নাস্তিক্যবাদ-সমূহ নিরাস করিয়াছিলেন।

শ্রীনাথমুনির শিষ্য শ্রীকুরুকলক্ষ্মীনাথ প্রপত্তি-সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নাম-সংকীর্তনরত এবং বেদবেদান্তে পারদর্শী ছিলেন

বলিয়া উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীরামমিশ্র (শ্রীযামুনাচার্যের গুরু) শ্রীরঙ্গমে অবস্থান করিয়া বৈষ্ণব-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতেন।

শ্রীযামুনাচার্য (নামান্তর আলবন্দার, শ্রীনাথমুনির পৌত্র) শ্রীরামমিশ্রের নিকট হইতে বেদবেদান্তে পারদর্শিতা লাভ করেন এবং অতি বাল্যকাল হইতেই পরমতখণ্ডনে অদ্বিতীয় শক্তি প্রদর্শন করেন।

শ্রীযামুনাচার্য (১) স্তোত্ররত্ন, (২) চতুঃশ্লোকী, (৩) আগমপ্রামাণ্য, (৪) সিদ্ধিত্রয়, (৫) গীতার্থ-সংগ্রহ ও (৬) 'মহাপুরুষনির্ণয়'-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। স্তোত্ররত্ন, চতুঃশ্লোকী ও গীতার্থ-সংগ্রহের উপর বিভিন্ন আচার্য ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে বেঙ্কটনাথের টীকাসমূহ প্রসিদ্ধ।

শ্রীভাষ্য-রচনাকাল

শ্রীরামানুজাচার্য-দিব্য-চরিতাই (তামিল)-গ্রন্থের মতে শ্রীভাষ্য ১০৭৭ শকাব্দে (= ১১৫৫ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হয় ; কিন্তু গোপীনাথ রাও মনে করেন, ১১২৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীভাষ্য রচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। ১১১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কুলোত্তুঙ্গের মৃত্যুর পর শ্রীরামানুজ পুনরায় শ্রীরঙ্গমে ফিরিয়া আসেন এবং কুরেশের সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীভাষ্য রচনা সমাপ্ত করেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের 'ছলারিস্মৃতি' গ্রন্থোক্ত একটি শ্লোকে পাওয়া যায় যে, ১০৪৯ শকাব্দায় (= ১১২৭ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীরামানুজাচার্যের দার্শনিক সিদ্ধান্ত একটি অভিনব দার্শনিক মত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত হইয়াছিল।[১]

শ্রীরামানুজের সিদ্ধান্ত

শ্রীরামানুজের বেদান্তসিদ্ধান্ত **'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'** নামে খ্যাত। স্থূল (সৃষ্টিকালীন) চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ), সূক্ষ্ম (প্রলয়কালীন)

১। Vide, T. A. Gopinath Rao's Lecture (1917A. D.), published by University of Madras (1923), pp 34, 35.

চিৎ (জীব) ও অচিৎ (জড়বর্গ)-বিশিষ্ট ব্রহ্মের একত্ব অথবা নানাত্ব (জীবজগৎ)-বিশিষ্ট অদ্বৈত (অদ্বয়ব্রহ্ম)[১]—"চিদচিদ্‌বিশিষ্টাদ্বৈতং তত্ত্বম্‌।"[২]

ভাষ্যের নাম—শ্রীভাষ্য।

ব্রহ্ম—স্বরূপতঃ ও গুণতঃ অসীম, নিরতিশয় বৃহত্বই 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ; তিনি সর্বেশ্বর, স্বভাবতঃই সর্বদোষবিবর্জিত, অবধি ও তারতম্য-রহিত, অনন্তকল্যাণগুণগণযুক্ত 'পুরুষোত্তম'। উক্ত গুণসমূহের আংশিক সম্বন্ধবশতঃ অন্যত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দপ্রয়োগ ঔপচারিক বা গৌণার্থ-প্রকাশক।[৩]

জীব—'বিশেষ্য'-রূপ পরমাত্মার 'বিশেষণ'-রূপ অংশ[৪]; জীব—ব্রহ্মের শরীর, এজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-নির্দেশ[৫]; জীব—নিত্য, অনাদি, অনন্ত, ব্রহ্মপরিণাম, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্তা ও ভোক্তা; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অসংখ্য ও অনন্ত; প্রকারে বদ্ধ ও মুক্ত; মুক্ত আবার বদ্ধমুক্ত ও নিত্যমুক্তভেদে দ্বিবিধ।[৬]

জগৎ—শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর; ব্রহ্মের শরীর, অংশ, বিশেষণ ও গুণস্থানীয় জগৎ ব্রহ্মের ন্যায় 'সত্য', রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ 'অসত্য' নহে; তবে ব্রহ্মই সর্বোচ্চ তত্ত্ব, জীব ও জগৎ ব্রহ্মেরই ন্যায় সমান সত্য হইলেও ব্রহ্ম-নিয়ন্ত্রিত এবং ক্রমিক নিম্নস্তরে অবস্থিত; জগৎ—জড়-ভোগ্যরূপে নিম্নতম: জীব—চেতনভোক্তৃরূপে উচ্চতর এবং ব্রহ্ম—সর্ব-নিয়ন্তৃ প্রভুরূপে উচ্চতম; ব্রহ্মই জগতের 'নিমিত্ত' ও উপাদানকারণ।[৭]

মায়া—পরব্রহ্মের শক্তি, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, বিচিত্র-সৃষ্টিকারিণী; মায়া মিথ্যা বস্তু নহে; মায়া জীবকে মোহগ্রস্ত করে, কিন্তু মায়াধীশ

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১; ২। যতীন্দ্রমতদীপিকা ১ম অ, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং; ৩। শ্রীভাষ্য ১।১।১; ৪। ঐ ২।৩।৪৫; ৫। ঐ ২।১।২৩; ৬। ঐ ২।৩।১৭—১৯; ৭। ঐ ১।৪।২৬—২৮, ২।১।১—১৫;

পরমেশ্বর মায়াদ্বারা এই জগৎ সৃষ্টি করেন; মায়া অনির্বচনীয়া বা 'মিথ্যা' পর্যায়ভুক্ত শব্দ নহে; মায়া—পরমেশ্বরের প্রকৃতি।[১]

আচার্য শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজ-মতের পার্থক্য

নিম্নে কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ে উভয় আচার্যের মতের পার্থক্য প্রদর্শিত হইল—

(১) ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রস্থ 'অথ' শব্দের অর্থ—অনন্তর। শঙ্করের মতে (ক) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, (খ) ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়-ভোগে বৈরাগ্য, (গ) শমদমাদি-জ্ঞানলাভের উপায় ও (ঘ) মুক্তির ইচ্ছা—এই চারিপ্রকার সাধনসম্পত্তির অনন্তর অর্থাৎ এই চারিপ্রকার সাধনের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অধিকার লাভ হয়।

(১) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে উক্ত চারিপ্রকার—আনন্তর্য নহে। তিনি বলেন, অথ-শব্দের অর্থ—বেদপাঠ ও পূর্বমীমাংসা-দর্শন আলোচনার পর, অর্থাৎ কর্ম ও কর্মফলের নশ্বরতা-বিষয়ে জ্ঞানলাভের পর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় প্রবৃত্তি হয়।

(২) শঙ্করাচার্যের মতে জৈমিনির পূর্বমীমাংসা ও বেদব্যাসের উত্তর-মীমাংসা দুইটি পরস্পর নিরপেক্ষ শাস্ত্র।

(২) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে উভয়ই সম্মিলিতভাবে একটি শাস্ত্র, অর্থাৎ একই মীমাংসাশাস্ত্র—জৈমিনিকৃত পূর্বমীমাংসা ও ব্যাসকৃত উত্তর-মীমাংসায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, বিষয়গত ভেদ অনুসারে কেবল নামভেদ দৃষ্ট হয়। বোধায়নাদি প্রাচীন ভাষ্যকারগণ একই সম্মিলিত শাস্ত্ররূপে উভয় মীমাংসার ভাষ্য করিয়াছেন।

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১, ১০৬ অনু, ব সা প-সং।

(২) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় ; স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদরহিত।

(৩) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু তাঁহার সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ না থাকিলেও স্বগত ভেদ আছে। ব্রহ্মের সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর-স্বরূপ জীব ও জগৎ তাঁহার স্বগতভেদ। পর-ব্রহ্মের দেহ ও দেহীতে ভেদ না থাকায় অদ্বিতীয়ত্বের হানি হয় না।

৪) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ।

(৪) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে ব্রহ্ম স্বভাবতঃই সর্বদোষ-বিবর্জিত নিখিলগুণের আকর। তাঁহার সেই গুণ প্রাকৃত গুণ নহে, নির্গুণত্বাদি-জ্ঞাপক শ্রুতিসমূহ ব্রহ্মের প্রাকৃত গুণ নিরাস করিয়া অপ্রাকৃত গুণগ্রামের কথাই বলিয়াছেন। আর তিনি নির্বিশেষও নহেন, জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি তাঁহার বিশেষধর্ম এবং চেতনাচেতন-সমন্বিত জগতও তাঁহার বিশেষণভূত শরীর।

(৫) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে জীব ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্ব এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম।

(৫) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে জীব কিছুতেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব হইতে পারে না ; জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত অণু-অংশ, আর ব্রহ্ম—বিভু ; জীব অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি আর ব্রহ্ম—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও জগতের কর্তা।

(৬) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে বুদ্ধিরূপ উপাধির বিনাশে, ঘট ভগ্ন হইলে যেরূপ ঘটাকাশ মহাকাশে মিলিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ জীবও পরব্রহ্মে মিলিয়া এক হইয়া যায়।

(৬) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে বৃক্ষে লীন পক্ষীর ন্যায় জীব ব্রহ্মগত হইয়াও মুক্তিদশায়ও পৃথক্ অস্তিত্ব সংরক্ষণ এবং ব্রহ্মানন্দানুভব করে।

(৭) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে মায়া ও অবিদ্যা একই পদার্থ, কেবল উভয়ের ভিন্ন নাম। মায়া ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতে নানাপ্রকার বিবর্ত-কার্য উৎপন্ন করে।

(৭) শ্রীরামানুজের মতে মায়া শ্রীভগবানের শক্তি, তাঁহার অধীনা, আর অজ্ঞান হইল জ্ঞানের অভাব; উহা জীবাশ্রিত, জীবকেই মোহিত করে। অনন্তজ্ঞানাধার ব্রহ্মকে অজ্ঞান স্পর্শও করিতে পারে না। যে অজ্ঞানের দ্বারা জীব সংসারে আবদ্ধ হয়, ভগবানে শরণাগত হইলে তাহা অনায়াসেই অন্তর্হিত হয়।

(৮) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে এই জগৎ-প্রপঞ্চ—মিথ্যা, মায়াময়; জগৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত, মায়া ঈশ্বরের শক্তি হইলেও তাহা অনির্বচনীয়া অর্থাৎ তাহা সৎ কি অসৎ কিম্বা সদসৎ কিছুই বলা যায় না।

(৮) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে এই জগৎ অনিত্য হইলেও মিথ্যা নহে, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্প-ভ্রান্তির ন্যায় বিবর্ত বা অসত্য নহে। এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্মেরই শরীরস্থানীয়, সুতরাং কখনই মিথ্যা হইতে পারে না; আর ব্রহ্মের শক্তি মায়া যখন ব্রহ্মেরই আশ্রিতা, তখন তাহাও অনির্বচনীয়া হইতে পারে না।

(৯) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে 'তৎ ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যের শ্রবণ-মননাদির ফলে ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং জীব, স্বরূপোপলব্ধি করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি'—এই ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৯) শ্রীরামানুজাচার্যের মতে 'ত্বম্'-পদে জীব-শরীরক (জীব যাঁহার শরীর-স্থানীয়, সেই) ব্রহ্ম; জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন 'ত্বম্'-পদবাচ্য 'জীব' ও 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মের অভেদ।[১] 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বাক্যটি জীবের চিৎস্বরূপের জ্ঞাপক, শরীরী ব্রহ্মের চিচ্ছরীর বিজাতীয় বস্তু নহে,

---

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১, ১০৬ অনু; ২।৩।৪৫ ব সা প-সং।

তাহা হইতে অভিন্ন। একমাত্র প্রপত্তি হইতে যে ভগবৎ-প্রসাদ লাভ হয়, তদ্দ্বারাই জীবের মঙ্গল হয়। জীব উন্মত্ত হইয়া আপনাকে ব্রহ্ম-ভাবনা করিলে বিদ্রোহী প্রজার ন্যায় দণ্ডই লাভ করে, মুক্তি-লাভ ত দূরের কথা।

শ্রীরামানুজোত্তর বেদান্ত-সাহিত্য ও ইতিহাস

শ্রীকূরেশের পুত্র শ্রীপরাশর ভট্ট শ্রীরামানুজাচার্যের পরে আচার্যের গাদীর উত্তরাধিকারী হ'ন। শ্রীরামানুজের প্রধান ৭৪ জন শিষ্যের মধ্যে অনেকেই সুপণ্ডিত ও বেদান্তবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁহারা প্রবল শাস্ত্রযুক্তির দ্বারা কেবলাদ্বৈতমতবাদ খণ্ডন করেন। শ্রীরামানুজের শিষ্য শ্রীযজ্ঞমূর্তি তামিল ভাষায় জ্ঞানসার ও প্রমেয়সার-নামক দুইটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীপরাশর ভট্টের পর বেদান্তী শ্রীমাধব দাস তৎপরে প্রথম লোকাচার্য (নামান্তর নম্বুরী বরদরাজ বা কলিবৈরী) আচার্যের গাদী প্রাপ্ত হন। শ্রীরামানুজের পূর্বাশ্রমের শ্যালক দেবরাজাচার্য একজন বিশিষ্ট বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'বিম্বতত্ত্বপ্রকাশিকা' রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতিগণের প্রতিবিম্ববাদ খণ্ডন করেন। ইনি শ্রুত-প্রকাশিকা-টীকাকার শ্রীসুদর্শনাচার্যের গুরু। ইঁহার পুত্র শ্রীবরদবিষ্ণু মিশ্র (নামান্তর বাৎস্যবরদ) একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক আচার্য হ'ন। ইনি তত্ত্বনির্ণয়-গ্রন্থে কেবলাদ্বৈত মত খণ্ডন করেন।

শ্রীকূরেশের পুত্র শ্রীরামপিল্লাইর (নামান্তর বেদব্যাস ভট্টের) পুত্র বাগ্‌বিজয় ভট্ট 'ক্ষমাষোড়শীস্তব' রচনা করেন।[১] বাগ্‌বিজয়ের সুযোগ্য পুত্রই শ্রীভাষ্যের শ্রুতপ্রকাশিকা-টীকাকার শ্রীসুদর্শনাচার্য শ্রীবেঙ্কটনাথ (বেদান্তদেশিক) এবং তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যে কুমার বেদান্তদেশিক বহু বৈদান্তিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

১। প্রপন্নামৃত ১২০।২৪ শ্লোক, মুম্বই-বেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮২৯ শকাব্দ।

আলবরগণ ছিলেন অনেকটা ভজনানন্দী এবং সংকীর্তনমুখে ভজন-শিক্ষার প্রচারক। কিন্তু শ্রীযামুনাচার্যের সময় হইতে শ্রীসম্প্রদায়ে বেদান্ত-বিচারযুগের সূচনা হয় অর্থাৎ বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া স্বমতপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীভাষ্য রচিত হইবার পর এই চেষ্টা পূর্ণতম আকার ধারণ করে। সুদর্শনাচার্য-রচিত শ্রুতপ্রকাশিকার পূর্বেও শ্রীরামানুজাচার্যের শিষ্য শ্রীরামমিশ্রদেশিক (শ্রীযামুনাচার্যের গুরু হইতে পৃথগ্ ব্যক্তি) শ্রীভাষ্যের উপর 'শ্রীভাষ্যবিবৃতি'-নামক একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীবীররাঘবদাসের ভাবপ্রকাশিকা, খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শ্রীশঠকোপাচার্যের লিখিত ভাষ্যপ্রকাশিকাদূষণোদ্ধার, শ্রুতপ্রকাশিকার উপর বাধূল-গোত্রীয় শ্রীনিবাসের তুলিকা-টীকা, শ্রুতপ্রকাশিকার সংক্ষেপ-স্বরূপ শ্রুতপ্রকাশিকা-সারসংগ্রহ, বাৎস্যবরদের তত্ত্বসার, শ্রীবীররাঘবদাসের রত্নসারিণী, শ্রীবেঙ্কটাচার্যের তাৎপর্য-দীপিকা (শ্রীভাষ্যের ভাষ্য), শ্রীবেঙ্কট-নাথের তত্ত্বটীকা, মেঘনাদারীকৃত ন্যায়-প্রকাশিকা, পরকাল যতির মিত-প্রকাশিকা, পরকালের শিষ্য রঙ্গরামানুজকৃত মূল-ভাব-প্রকাশিকা (শ্রীভাষ্যের তাৎপর্য), শ্রীনিবাসাচার্যের ব্রহ্মবিদ্যাকৌমুদী, শ্রীলক্ষ্মণাচার্যের গুরুভাব-প্রকাশিকা (শ্রুতপ্রকাশিকার ভাষ্য), তৎপরে গুরুভাব-প্রকাশিকাব্যাখ্যা, শ্রীসুদর্শনসূরির শ্রুতিদীপিকা (শ্রীভাষ্যের টীকা), অন্নয়ার্যের ছাত্র শ্রীশৈল শ্রীনিবাসের তত্ত্বমার্তণ্ড (শ্রীভাষ্যের সারসংক্ষেপ), জিজ্ঞাসাদর্পণ, ন্যায়-দ্যু-মণি-দীপিকা, ন্যায়-দ্যু-মণিসংগ্রহ, সিদ্ধান্ত-চিন্তামণি (শঙ্করের নির্বিশেষ ব্রহ্মকারণবাদ-খণ্ডনপর), দেশিকাচার্যের প্রয়োগ-রত্নমালা, নারায়ণমুনির ভাব-প্রদীপিকা, পুরুষোত্তমাচার্যের সুবোধিনী, বীররাঘবদাসের তাৎপর্যদীপিকা, শ্রীনিবাসতাতাচার্যের লঘু-প্রকাশিকা, শ্রীবৎসাঙ্ক শ্রীনিবাসের শ্রীভাষ্যসারার্থ-সংগ্রহ, শ্রীশঠকোপ-দাসের ব্রহ্মসূত্রার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ ও নিবন্ধসমূহ, শ্রীভাষ্যের

ভাষ্য, টীকা, ব্যাখ্যা, বিবৃতি ও সংক্ষিপ্তসাররূপে রচিত হইয়াছিল। শ্রীরঙ্গাচার্যের 'শ্রীবৎস-সিদ্ধান্তসার', অপ্পয়দীক্ষিতের (১৫৫৪—১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে) ন্যায়-মুখ-মালিকা (শ্রীরামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্তমূলক), রঙ্গরামানুজের শারীরক-শাস্ত্রার্থ-দীপিকা (ব্রহ্মসূত্রের বিশিষ্টাদ্বৈতপর ব্যাখ্যা), বিষয়-ব্যাখ্যা-দীপিকা, উপনিষদ্-ভাষ্য, ন্যায়-সিদ্ধাঞ্জন-ব্যাখ্যা এবং মহাচার্যের পারাশর্য-বিজয় (রামানুজ-বেদান্তের উপর সন্দর্ভ), ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যোপন্যাস (শ্রীভাষ্যের সিদ্ধান্ত অবলম্বনে), ব্রহ্মবিদ্যাবিজয়, বেদান্ত-বিজয়, রহস্যত্রয়মীমাংসা, রামানুজ-চরিত-চুলুক, অষ্টাদশরহস্যার্থ-নির্ণয়, চণ্ডমারুত (বেঙ্কটনাথের শতদূষণীর টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থ এবং মহাচার্যের ছাত্র শ্রীনিবাসের যতীন্দ্রমতদীপিকা, বিজয়েন্দ্র-ভিক্ষুর শারীরকমীমাংসা-বৃত্তি, রঘুনাথার্যের শারীরক-শাস্ত্র-সঙ্গতিসার, সুন্দররাজদেশিকের ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্য-ব্যাখ্যা, বেঙ্কটাচার্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য-পূর্বপক্ষসংগ্রহ-কারিকা (সংস্কৃত পদ্যে), শ্রীভাষ্যসার প্রভৃতি গ্রন্থ বৈদান্তিক বিশ্বে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। শ্রীভাষ্যের উপর আরও কতকগুলি টীকা ও ভাষ্য পাওয়া যায়, কিন্তু রচয়িতার নাম সঠিকভাবে পাওয়া যায় না; যথা ব্রহ্মসূত্রভাষ্য-সংগ্রহবিবরণ, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যারম্ভপ্রয়োজন-সমর্থন, শ্রীভাষ্যবর্তিকা ইত্যাদি।

শ্রীবেঙ্কটনাথের অধিকরণসারাবলী ও মঙ্গাচার্য শ্রীনিবাসের অধিকরণ-সারার্থদীপিকা, বেঙ্কটনাথপুত্র বরদনাথের অধিকার-চিন্তামণি এবং অজ্ঞাতনামা লেখকের অধিকরণযুক্তিবিলাস প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবেদান্তের অধিকরণমূলক গ্রন্থসমূহ তৎসম্প্রদায়ের বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীরামানুজাচার্যের ভাষ্যের অনুসরণে শ্রীজগন্নাথ যতি ব্রহ্মসূত্রদীপিকা নামক ব্রহ্মসূত্রের একটি বৃত্তি রচনা করেন। শ্রীসুদর্শন সূরি (বাৎস্যবরদের ছাত্র) শ্রীরামানুজের বেদার্থ-সংগ্রহের তাৎপর্য-দীপিকা-নাম্নী একটি টীকা রচনা করেন। শ্রীরামানুজের বেদান্তদীপের উপর শ্রীঅহোবলরঘুনাথ

যতি একটী টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীরামানুজের গদ্যত্রয়ের উপর শ্রীসুদর্শনাচার্য একটি টীকা রচনা করেন। ইহার পরে শ্রীকৃষ্ণপাদ আচার্যও উহার একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীবেঙ্কটনাথ শ্রীরামানুজের গীতাভাষ্যের উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীলোকাচার্য পিল্লাই (২য় লোকাচার্য)—ইনি শ্রীকৃষ্ণপাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও প্রথম সৌম্যজামাতৃমুনির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।[১] ইনি তত্ত্বত্রয়, তত্ত্বশেখর, শ্রীবচনভূষণ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন ও স্বমতের পুষ্টি সাধন করেন। শ্রুতপ্রকাশিকাকার শ্রীসুদর্শনাচার্যও বিখ্যাত বেদান্ত-দেশিকের সমসাময়িক ছিলেন।[২]

প্রথম শ্রীসৌম্যজামাতৃমুনি (নামান্তর বাদিকেশরী)—শ্রীকৃষ্ণ-পাদের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি দিব্যপ্রবন্ধের উপর দীপ-প্রকাশ-ভাষ্য প্রভৃতি রচনা করেন।[৩]

দ্বিতীয় শ্রীসৌম্যজামাতৃমুনি (নামান্তর বরবরমুনি, পূর্বাশ্রমের নাম যতীন্দ্রপ্রবণ)—পিল্লাই লোকাচার্যের শিষ্য শ্রীশৈলেশ, তাঁহার শিষ্য বরবরমুনি। বিরক্ত বেষ গ্রহণ করিবার পর সৌম্যজামাতৃমুনি নামে প্রসিদ্ধ হ'ন। ইঁহারই সময় শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে তেঙ্গলই ও বড়গলই বিভাগ হয় এবং ইনিই তেঙ্গলই মতস্থ বৈষ্ণবগণের আশ্রয়স্থল হ'ন।[৪] তিনি দ্রবিড়-বেদান্তে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং মণিপ্রবাল (সংস্কৃত ও তামিলমিশ্র) ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীরামানুজদাস (২য়) এবং তৎপুত্র শ্রীবিষ্ণুচিত্ত। তাঁহার অগণিত শিষ্যের মধ্যে নিম্নলিখিত আটজন বিশেষ বিখ্যাত বেদান্তাচার্য হইয়া-

---

১। প্রপন্নামৃত ১২০ অ, ২,৩ শ্লোক; ২। Vide, T. A. Gopinath Rao's Lecture, p 41; ৩। প্রপন্নামৃত ১২০।৬; ৪। বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃতি, ১ম খণ্ড, ৮৮ পৃঃ, 'লোকাচার্য'-শব্দ দ্রষ্টব্য।

ছিলেন—(১) ভট্টনাথ, (২) শ্রীনিবাস যতি, (৩) দেবরাজ গুরু, (৪) বাধূলবরদনারায়ণ গুরু, (৫) প্রতিবাদিভয়ঙ্কর, (৬) রামানুজদাস গুরু, (৭) সূত ও (৮) শ্রীবানাচল যোগীন্দ্র।[১] দক্ষিণ ভারতের রাজন্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই সৌম্যজামাতৃমুনির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যতিরাজ-বিংশতি, গীতাতাৎপর্য-দীপ (গীতার টীকা), শ্রীভাষ্যার্থ, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ভাষ্য, পরতত্ত্বনির্ণয় এবং পিল্লাইলোকাচার্যকৃত তত্ত্বত্রয়, রহস্যত্রয়, শ্রীবচনভূষণ এবং প্রথম সৌম্যজামাতৃমুনিকৃত 'আচার্যহৃদয়'-নামক গ্রন্থের উপর তিনি টীকা রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সংস্কৃত ও তামিলভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় রামানুজাচার্য বলিয়া প্রসিদ্ধ।

বরদাচার্যনড়াডুম্মল—ইনি তত্ত্বসার ও সারার্থচতুষ্টয় গ্রন্থ লিখিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন।

শ্রীসুদর্শনাচার্য (বরদাচার্যের শিষ্য)—কূরেশের পুত্র পরাশর ভট্ট ও রামপিল্লাই। রামপিল্লাইর পুত্র বাগ্‌বিজয়। ইঁহার পুত্রই সুদর্শনাচার্য বা শ্রুতপ্রকাশিকাচার্য। ইনি শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্য ও বেদার্থ-সংগ্রহের উপর যথাক্রমে শ্রুতপ্রকাশিকা ও তাৎপর্য-দীপিকা টীকা রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন করেন। ইনি বৃদ্ধকালে 'শ্রুতপ্রকাশিকা' টীকা এবং বেদাচার্য ও পরাশর ভট্ট-নামক স্বীয় পুত্রদ্বয়কে যবনদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষার্থ শ্রীবেদান্তদেশিকের হস্তে সমর্পণ করেন।[২]

শ্রীবীররাঘবাচার্য—ইনি সুদর্শনাচার্যের গুরুদেব বরদাচার্যের অন্যতম শিষ্য। ইনি 'তত্ত্বসার' গ্রন্থের উপর রত্নপ্রসারিণী-নাম্নী টীকা রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন করেন।

শ্রীশৈলগুরুর পুত্র ও শিষ্য-পরিচয় প্রদানকারী এক শ্রীবীররাঘবাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীমদ্ভাগবতচন্দ্র-চন্দ্রিকা টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহা

১। প্রপন্নামৃত ১।২২।২১—৪০ ; ২। ঐ ১২০।২৪—২৯, ১২১।৬—৮ শ্লোক।

মুদ্রিত হইয়াছে।[১] ইহা ছাড়া প্রয়োগ-চন্দ্রিকা, প্রয়োগদর্পণ, সচ্চরিত্র-সুধানিধি প্রভৃতি গ্রন্থসমূহও ইঁহার রচিত বলিয়া প্রচারিত আছে।[২]

বাদিহংসাম্বুবাচার্য বা ২য় রামানুজাচার্য[৩]—ইনি বেঙ্কটনাথের মাতুল ও গুরুদেব। আত্রেয় পদ্মনাভাচার্য ইঁহার পিতৃদেব। ইনি 'ন্যায়কুলিশ' গ্রন্থ লিখিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন।

বরদবিষ্ণু আচার্য—ইনি সুদর্শনাচার্যের রচিত শ্রুতপ্রকাশিকার উপর 'ভাবপ্রকাশিকা' টীকা রচনার দ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টা-দ্বৈতমত পরিপুষ্ট করেন।

শ্রীবেদান্তমহাদেশিকাচার্য বা বেঙ্কটনাথাচার্য (কবিতার্কিকসিংহ)—শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন যে, শ্রীবেঙ্কটাচার্যপাদ শ্রীবৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রুতি-স্মৃতিবিশারদ মুখ্যতম পণ্ডিত ছিলেন।[৪] ইনি ১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চীর অন্তর্বর্তী কোনও গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিব্রাজকরূপে ভারতের সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভজনময় আদর্শচরিত্র ও অভূতপূর্ব পাণ্ডিত্যপ্রতিভাপ্রসূতা মহিয়সী লেখনীর দ্বারা তিনি কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডবিখণ্ডিত এবং স্বসম্প্রদায়কে জয়শ্রীমণ্ডিত করিয়াছেন। সর্বদর্শন-সংগ্রহকারও বেদান্তদেশিকের গ্রন্থ হইতে বিশিষ্টা-দ্বৈতমত উদ্ধার করিয়াছেন।[৫] বেদান্তদেশিক শ্রীভাষ্যের উপর তত্ত্বটীকা-নামক একটি টীকা রচনা করিয়াছিলেন। বেদান্তদেশিকের সময়েই আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর (১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে) দাক্ষিণাত্য

১। শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস হইতে, ১৯৬৪ সংবৎ, দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত ও নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবত, ১২শ স্কন্ধের শ্রীবীররাঘব-কৃত টীকার উপসংহার ও পুষ্পিকা দ্রষ্টব্য ; ২। Vide, Aufrecht's Catalogus Catalogorum. VoL. I, p 595. ; ৩। প্রপন্নামৃত ১২০।১৭,১৮,২২,২৩ ; ৪। "বেঙ্কটাচার্যপাদাঃ শ্রীবৈষ্ণবসম্প্রদায়িনো মুখ্যতমাস্তদাদিভিঃ বুধৈঃ শ্রুতিস্মৃত্যভিজ্ঞৈঃ" ইত্যাদি—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৫।১৮ শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য ; ৫। সর্বদর্শনসংগ্রহে শ্রীরামানুজদর্শন, ১১৯ পৃঃ, মহেশপাল-সং, ১৯৫০ সংবত।

আক্রমণ করেন। ১৩২৬ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ শ্রীরঙ্গমে প্রবেশ করিয়া উক্ত নগরী ও মন্দির লুণ্ঠন এবং লোকহত্যা করিতে থাকে। বেদান্ত-দেশিক শ্রীরঙ্গনাথকে লোকাচার্যের সহায়তায় বনপথে তিরুপতিতে

কবিতার্কিকসিংহ শ্রীবেদান্তমহাদেশিকাচার্য

স্থানান্তরিত করেন এবং শ্রীসুদর্শনাচার্যের শ্রুতপ্রকাশিকা-টীকা ও তাঁহার (শ্রীসুদর্শন সূরির) দুই পুত্রসহ যাদবাদ্রিতে গমন করেন। পরে গোপ্পন্নার্য[১]

১। (ক) দোড্ডাচার্যের 'বেদান্তদেশিকবৈভবপ্রকাশিকা' হইতে জানা যায়—বিজয়নগরাধিপতি কম্পন্ন উদৈয়র সেনজি বা গিন্‌জি-নামক স্থানে গোপ্পন্নার্য-নামক শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণকে শাসনকর্তারূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। —বৈষ্ণবমঞ্জুষাসমাহৃতি—১ম খণ্ড ৭০ পৃঃ, দোড্ডাচার্য-শব্দ দ্রষ্টব্য ৪৩৫ গৌরাব্দ।

(খ) Vide—T. A. Gopinath Rao's Lecture, P 41.

নামক এক পরাক্রমশালী শ্রীবৈষ্ণবব্রাহ্মণ শাসনকর্তার সহায়তায় যবন-দিগকে দলন করিয়া শ্রীরঙ্গনাথকে পুনরায় শ্রীরঙ্গমে আনয়নপূর্ব্বক ১৩৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করেন।[১] এই বৎসরই ইনি বৈকুণ্ঠবিজয় করেন। কথিত হয়, শ্রীবেদান্তমহাদেশিকাচার্যের আদর্শ বৈষ্ণবতা, পাণ্ডিত্য ও নিরপেক্ষতা দর্শন করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের বিদ্যারণ্য ও দ্বৈত-বাদি-সম্প্রদায়ের অক্ষোভ্যতীর্থ তাঁহাদের শাস্ত্রবিচারের মধ্যস্থরূপে শ্রীবেদান্তদেশিককে বরণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবেদান্তদেশিক-রচিত গ্রন্থাবলী—(১) স্তোত্রাবলী (১—৩২টি স্তোত্র), (২) শ্রীভাষ্যের 'অধিকরণ-সারাবলী', (৩) শতদূষণী, (৪) মীমাংসা-পাদুকা, (৫) সেশ্বরমীমাংসা, (৬) ন্যায়-পরিশুদ্ধি, (৭) ন্যায়-সিদ্ধাঞ্জন, (৮) তত্ত্বমুক্তাকলাপ (সর্বার্থসিদ্ধিটীকা), (৯) হংস-সন্দেশ, (১০) সুভাষিতনীবী, (১১) যাদবাভ্যুদয়, (১২) সঙ্কল্পসূর্যোদয়, (১৩) ঈশা-বাস্যোপনিষদ্ভাষ্য, (১৪) শ্রীযামুনরচিত চতুঃশ্লোকীর ভাষ্য, (১৫) স্তোত্র-রত্নভাষ্য, (১৬) গদ্যভাষ্য, (১৭) গীতার্থ-সংগ্রহরক্ষা, (১৮) গীতাভাষ্যতাৎপর্য-চন্দ্রিকা, (১৯) তত্ত্বটীকা (২০) নিক্ষেপরক্ষা, (২১) সচ্চরিত্ররক্ষা, (২২) পাঞ্চরাত্র-রক্ষা। এতদ্ব্যতীত (১) যজ্ঞোপবীত-প্রতিষ্ঠা, (২) বৈশ্বদেব-কারিকা, (৩) ভূগোল-নির্ণয় (সব্যাখ্যা), (৪) ভগবদারাধন-প্রয়োগ-কারিকা প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থও তাঁহার নামে আরোপিত হয়।[২]

বেদান্তদেশিক স্বকৃত শতদূষণী-গ্রন্থে শঙ্কর-মায়াবাদের বিরুদ্ধে শত-প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বর্তমানে মুদ্রিতাকারে যে শতদূষণী

১। প্রপন্নামৃত ১২১,১২২ অধ্যায়; শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরের প্রথম প্রাকারের পূর্বভিত্তিতে বেদান্তদেশিক-প্রণীত দুইটি শ্লোক উৎকীর্ণ আছে—ইহা প্রপন্নামৃতে (১২২।১০) উল্লিখিত থাকিলেও আমরা অনুসন্ধান করিয়া শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে উহা দেখিতে পাই নাই, স্থানান্তরিত হইয়াছে; ২। অণ্ণঙ্গরাচার্য-সম্পাদিত এবং কাঞ্চী হইতে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত বেদান্তদেশিকগ্রন্থমালা, ভূমিকা, ৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

গ্রন্থ পাওয়া যায়, তাহাতে শঙ্করমতের ৬৬ প্রকার দোষের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীশ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে উক্ত শতদূষণী-গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন।[১]

বেদান্তদেশিকের পরম্পরা—১। রামানুজ, ২। যতিশেখর ভারতী, ৩। বরদাচার্য, ৪। কিড়ম্বিরামানুজপিল্লান, ৫। বেদান্তদেশিক।

শ্রীকুমার বেদান্তাচার্য—বেদান্তদেশিকের পুত্রও একজন পরম বৈদান্তিক ছিলেন। তিনিই কুমার বেদান্তাচার্য, বরদগুরু আচার্য, বরদ রায়, বরদ-দেশিকাচার্য প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।[২] তিনি তাঁহার পিতৃদেবের তত্ত্বত্রয়-চুলুক(তামিল)-গ্রন্থের উপর সংস্কৃত গদ্যে তত্ত্বত্রয়চুলুক-সংগ্রহ-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত ব্যবহারিক-সত্যত্বখণ্ডন, রহস্য-ত্রয়চুলুক, ফলভেদ-খণ্ডন, রহস্যত্রয়-সারার্থসংগ্রহ, ন্যাসতিলকব্যাখ্যা, অধিকরণ-চিন্তামণি, আরাধন-সংগ্রহ, প্রপত্তিকারিকা প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনিও প্রবলভাবে কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীরঙ্গরামানুজাচার্য—ইনি বাৎস্য অনন্তাচার্য, তাতাচার্য ও পরকাল যতির শিষ্য ও ছাত্র ছিলেন। ইনি শ্রীভাষ্যের উপর মূলভাবপ্রকাশিকা এবং ন্যায়সিদ্ধাঞ্জনের উপর ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন-ব্যাখ্যা রচনা করেন। এতদ্-ব্যতীত দ্রমিড়োপনিষদ্ভাষ্য, বিষয়ব্যাখ্যাদীপিকা, রামানুজসিদ্ধান্তসার এবং দশোপনিষদের ভাষ্য ইঁহার রচিত। ইনি ব্রহ্মসূত্রের উপর শারীরক-শাস্ত্রার্থদীপিকা-নামক একটী ভাষ্যও রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার দ্বারাও কেবলাদ্বৈত মতবাদ বিশেষভাবে নিরস্ত হয়।

শ্রীঅনন্তাচার্য—ইনি মেলুকোটে আবির্ভূত হন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া তীব্রভাবে কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও স্বসম্প্রদায়ের ঔজ্জ্বল্যসাধন করেন। ইঁহার রচিত জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, প্রতিজ্ঞাবাদার্থ, ব্রহ্মপদশক্তিবাদ,

---

১। শ্রীসংক্ষেপবৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।২; ২। প্রপন্নামৃত ১২২।১৩,১৬ দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মলক্ষণ-নিরূপণ, বিষয়তাবাদ, মোক্ষকারণতাবাদ, শরীরবাদ, শাস্ত্রারম্ভ-সমর্থন, শাস্ত্রৈক্যবাদ, সংবিদেকাত্ম্যানুমাননিরাস, বাদার্থ, সমাসবাদ, সামানাধিকরণবাদ, সিদ্ধাঞ্জনবাদ প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দোদ্দয় মহাচার্য শ্রীরামানুজদাস (নামান্তর তাতাচার্য)—পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ইনি শ্রীভাষ্যের উপর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যোপন্যাস রচনা করেন। ইনি 'পারাশর্যবিজয়'-গ্রন্থে শ্রীশঙ্কর, শ্রীমধ্ব এবং অন্যান্য ভাষ্যকারগণের মত যে ব্রহ্মসূত্রনিষ্ঠ নহে, তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইনি বেদান্তদেশিকের শত-দূষণীর চণ্ডমারুত-টীকা রচনা করিয়া অদ্বৈতমতের উপর প্রচণ্ড আঘাত করেন[১] এবং অদ্বৈতবিদ্যাবিজয়-গ্রন্থে শঙ্করের কেবলাভেদবাদ ও মধ্বের কেবল-ভেদবাদ কেবল শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করেন। ইঁহার অন্যান্য গ্রন্থ—সদ্বিদ্যাবিজয়, বেদান্তবিজয়, ব্রহ্মবিদ্যাবিজয়, পরিকরবিজয়, রামানুজ-চরিত-চুলুক, রহস্যত্রয়-মীমাংসাভাষ্য, উপনিষদ্‌মঙ্গলদীপিকা ইত্যাদি।

শ্রীসুদর্শনগুরু—ইনি দোদ্দয় মহাচার্যের শিষ্য। কেহ কেহ বলেন, উপ-নিষদ্‌মঙ্গলদীপিকা ইঁহারই রচিত। ইনিও কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন।

শ্রীবরদনায়ক সূরি—ইনি চিদচিদীশ্বরতত্ত্ব-নিরূপণ-গ্রন্থে কেবলাদ্বৈত-বাদের খণ্ডন করিয়া বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীনিবাসাচার্য—শ্রীসম্প্রদায়ে কয়েকজন শ্রীনিবাসাচার্যের নাম পাওয়া যায়। তাঁহাদের প্রত্যেকেই বহু বেদান্ত-গ্রন্থ রচনা করিয়া খণ্ডন ও মণ্ডনকার্য করিয়াছেন। দেবরাজাচার্যের পুত্র ও বেঙ্কটনাথের ছাত্র শ্রীনিবাসদাস ন্যায়সার, শতদূষণীব্যাখ্যা-সহস্রকিরণী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, এই শ্রীনিবাসই বিশিষ্টাদ্বৈতসিদ্ধান্ত, কৈবল্যশতদূষণী, দুরুপদেশধিক্কার, ন্যাসবিদ্যাবিজয়, মুক্তিশব্দবিচার, সিদ্ধি-উপায়-সুদর্শন প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

১। প্রপন্নামৃত ১২৬।১৫,১৬ দ্রষ্টব্য।

অপর এক শ্রীনিবাস অধিকরণসারার্থ-দীপিকা রচনা করিয়াছেন। মহাচার্যের শিষ্য এবং গোবিন্দাচার্যের পুত্র অন্য এক শ্রীনিবাস শ্রুত-প্রকাশিকার উপর টীকা এবং যতীন্দ্রমতদীপিকা-গ্রন্থের রচয়িতা। কেবলা-দ্বৈতবাদী ধর্মরাজের বেদান্ত-পরিভাষার খণ্ডন ও রামানুজমতের সারসংগ্রহ যতীন্দ্রমতদীপিকা-গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত গ্রন্থ-রচনাকালে তিনি নিম্ন-লিখিত গ্রন্থসমূহের নাম করিয়াছেন[১],—(১) চণ্ডমারুত, (২) তত্ত্বত্রয়, (৩) তত্ত্বত্রয়চুলুক, (৪) তত্ত্বত্রয়নিরূপণ, (৫) তত্ত্বদীপন, (৬) তত্ত্বনির্ণয়, (৭) তত্ত্বরত্নাকর, (৮) দ্রবিড়ভাষ্য, (৯) ন্যায়কুলিশ, (১০) ন্যায়তত্ত্ব (১১) ন্যায়-পরিশুদ্ধি, (১২) ন্যায়সার, (১৩) ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন, (১৪) ন্যায়সুদর্শন, (১৫) পরমতভঙ্গ, (১৬) পারাশর্যবিজয়, (১৭) প্রজ্ঞাপরিত্রাণ, (১৮) প্রমেয়-সংগ্রহ, (১৯) বেদান্তদীপ, (২০) বেদান্তবিজয়, (২১) বেদান্তসার, (২২) বেদার্থসংগ্রহ, (২৩) ভাষ্যবিবরণ, (২৪) মানযাথাত্ম্যনির্ণয়, (২৫) শ্রীভাষ্য, (২৬) শ্রুতপ্রকাশিকা, (২৭) ষড়র্থসংক্ষেপ, (২৮) সঙ্গতিমালা, (২৯) সর্বার্থ-সিদ্ধি (৩০) সিদ্ধিত্রয়।

আর একজন শ্রীনিবাস নত্ব-তত্ত্ব-পরিত্রাণ-নামক গ্রন্থের রচয়িতা। শ্রীনিবাসরাঘবদাস-নামক এক রামানুজ পণ্ডিত রামানুজসিদ্ধান্ত-সংগ্রহ-নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীনিবাসতাতাচার্য—ইনি শ্রীশৈল বা শঠমর্ষণবংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং মাধ্বমতের বিরুদ্ধে 'আনন্দতারতম্যবাদ-খণ্ডন' নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি লঘুভাবপ্রকাশিকা, শ্রীশৈলযোগীন্দ্র, ত্যাগ-শব্দার্থ-টিপ্পনী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শৈল শ্রীনিবাস—শ্রীনিবাস তাতাচার্যের পুত্র এবং কৌণ্ডিণ্য শ্রীনিবাস দীক্ষিতের শিষ্য ও অন্নয়ার্য দীক্ষিতের ভ্রাতা। ইনি তত্ত্বমার্তণ্ড-গ্রন্থে

১। যতীন্দ্রমতদীপিকার উপসংহার ৪৬ পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ১৯০৭ খ্রীঃ।

ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং অরুণাধিকরণ-সরণি-বিবরণীতে শঙ্করের আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা খণ্ডন করিয়াছেন। ইনি জ্ঞানরত্ন-প্রকাশিকা, অদ্বৈতবনকুঠার, বিরোধ-নিরোধভাষ্য-পাদুকা প্রভৃতি গ্রন্থে কেবলাদ্বৈত-বাদ ও অন্যান্য মত খণ্ডন করেন এবং সিদ্ধান্তচিন্তামণি, ভেদ-দর্পণ, ভেদমণি, সারদর্পণ, মুক্তিদর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরামানুজ-সিদ্ধান্ত ও জীব-ব্রহ্মের সম্বন্ধ বিবৃত করেন।

বুচ্চি শ্রীবেঙ্কটাচার্য—তাতাচার্যের আত্মজ শ্রীনিবাসাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র। ইনি বেদান্তকারিকা-গ্রন্থে কেবলাদ্বৈতমত খণ্ডন করেন।

শ্রীঅনন্তাচার্য—ইনি চণ্ডমারুতকার মহাচার্য বা তাতাচার্যের চতুর্থ অধস্তন রঙ্গনাথার্যের শিষ্য এবং অন্ধ্রপূর্ণের বংশোদ্ভূত। ইনি সংস্কৃত পদ্যে ১২৬ অধ্যায়াত্মক প্রপন্নামৃত-নামক চরিত-গ্রন্থ রচনা করেন।[১] এই গ্রন্থ পিন্‌পল্‌গিয়জীয়র-কর্তৃক সংস্কৃত ও তামিল-মিশ্র ভাষায় রচিত গুরুপরম্পরাপ্রভাবম্-নামক গ্রন্থের আক্ষরিক সংস্কৃত পদ্যানুবাদ বলিয়া গোপীনাথ রাও[২] উল্লেখ করিয়াছেন। প্রপন্নামৃতে প্রাচীন আলবরগণ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামানুজ ও তৎসম্প্রদায়ের বহু বৈষ্ণবের পরিচয় ও ইতিহাস পাওয়া যায়। শ্রীঅনন্তাচার্যের পঞ্চম ঊর্ধ্বতন গুরু চণ্ড-মারুতকার মহাচার্য বা তাতাচার্য প্রসিদ্ধ কেবলাদ্বৈতী অপ্পয়দীক্ষিতের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, ইহা প্রপন্নামৃতে উল্লিখিত আছে।[৩]

মহীশূর অনন্তাচার্য—শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও দার্শনিক বৈদান্তিক পণ্ডিত। ইঁহার রচিত ন্যায়ভাস্করে মধুসূদন সরস্বতীর রচিত 'অদ্বৈতসিদ্ধি'র যুক্তিসমূহ খণ্ডিত হইয়াছে। শৃঙ্গেরীমঠের ভূতপূর্ব মঠাধীশ সচ্চিদানন্দশিবাভিনব-বিদ্যানৃসিংহভারতীর পিতা শতকোটি

১। প্রপন্নামৃত ১২৬।১৮—৬৩তম শ্লোক ও গ্রন্থের উপসংহার-শ্লোক দ্রষ্টব্য; ২। Vide—T. A. Gopinath Rao's Lecture, P 57.; ৩। প্রপন্নামৃত ১২৬।১৩—১৬তম শ্লোক।

রামশাস্ত্রীর সহিত বিচার করিয়া (১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে) অনন্তাচার্য কেবলা-দ্বৈত মত খণ্ডন করেন। তাঁহার রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়—নব-তত্ত্ব-বিভূষণ, শতকোটিখণ্ডন, ন্যায়ভাস্কর, আচার-লোচন (বিধবা-বিবাহের প্রতিবাদ), শাস্ত্রারম্ভ-সমর্থন, নির্বিশেষ-প্রমাণাভ্যুদাস, ব্রহ্মলক্ষণবাদ, জ্ঞানযাথার্থ্যবাদ, ঈক্ষতে-অধিকরণ-বিচার, প্রতিজ্ঞাবাদ, আকাশাধিকরণ-বিচার, শ্রীভাষ্য-ভাবাঙ্কুর, লঘু-সামান্যাধিকরণবাদ, গুরুসামান্যাধিকরণবাদ, বিধিসুধাকর, সুদর্শনসুরদ্রুম, ভেদবাদ, তৎকতুর্ন্যায়বিচার, দৃশ্যত্বানুমাননিরাস।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীরামমিশ্র শাস্ত্রী শ্রীসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট বৈদান্তিক কাশীবাসী পণ্ডিত ছিলেন। ইনি রামানুজের বেদার্থসার-সংগ্রহের উপর স্নেহপূর্তি-নামক টীকা রচনা করিয়া অপ্পয়-দীক্ষিতের সিদ্ধান্তলেশ-সংগ্রহ নামক গ্রন্থের খণ্ডন করেন।

কাঞ্চীর প্রতিবাদিভয়ঙ্কর শ্রীঅনন্তাচার্য—ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কাশীর রাজেশ্বর শাস্ত্রী ও বিশ্বেশ্বর শাস্ত্রী-প্রমুখ কেবলাদ্বৈতী পণ্ডিত-গণের সহিত লিখিতভাবে বিচার করেন এবং বেদান্ত ও মীমাংসা-সম্বন্ধে শাস্ত্রত্ব-মীমাংসা-নামক একটি বিচারপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদী মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রীর শাস্ত্রদীপিকার ভূমিকায় লিখিত বেদান্ত ও মীমাংসার এক শাস্ত্রোক্ত খণ্ডনের খণ্ডন করেন।

এখনও শ্রীকূর্মম্, শ্রীসিংহাচলম্, বেঙ্কটাচলম্, মহাবলীপুরম্, শ্রীবিষ্ণু-কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম্, শ্রীমুষ্ণম্, মায়াভরম্, কুম্ভকোণম্, পেরেম্বুদুর, তোতাদ্রি, নয়ত্রিপদী প্রভৃতি শ্রীবৈষ্ণবতীর্থে দুই-একজন বিশিষ্টাদ্বৈতী বৈদান্তিক পণ্ডিত দেখা যায়। শ্রীমথুরার প্রয়াগঘাটের মঠাধীশ শ্রীপরাঙ্কুশাচার্য শ্রীসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং বহু গ্রন্থের সম্পাদক ও রচয়িতা।

(৩) শ্রীমধ্বাচার্য-চরিত

দক্ষিণকানাড়া-জিলার ম্যাঙ্গালোর সহর হইতে প্রায় ৩৬ মাইল উত্তরে এবং আরবসাগরের তট হইতে প্রায় ৩ মাইল পূর্বদিকে উড়ুপী নগর।[১] উড়ুপী হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্বদক্ষিণ-কোণে পাপনাশিনী (উদীয়াবর নদীর সহিত মিলিত) নদীর তীরে বিমানগিরি-নামক পর্বত। বিমানগিরি হইতে প্রায় এক মাইল পূর্বদিকে পাজকাক্ষেত্রে[২] ১১৬০ শকাব্দায় (=১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) শ্রীমধ্বাচার্য আবির্ভূত হ'ন।

শিবাল্লী-ব্রাহ্মণবংশীয় মধ্যগেহ নারায়ণভট্টের ঔরসে ও বেদবতীর গর্ভে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব-তিথিতে (বিজয়া দশমীতে) শ্রীবাসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতাকে না জানাইয়াই দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি অচ্যুতপ্রেক্ষের নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং সন্ন্যাসনাম পূর্ণপ্রজ্ঞতীর্থ ও পরে অভিষেকান্তে আনন্দতীর্থ এবং আচার্যত্ব প্রকাশ করিয়া শ্রীমধ্বাচার্য নামে ভূষিত হ'ন।

শ্রীমধ্বাচার্য শ্রীবদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার আদেশে ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন—এইরূপ ঐতিহ্য শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে প্রচারিত আছে। শ্রীমধ্ব তিনটি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন,—(১) শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ বা সূত্রভাষ্যম্—এই ভাষ্যটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে অন্যমতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই; কেবল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে; (২) অনুব্যাখ্যানম্ বা অনুভাষ্যম্—ইহা শ্লোকাকারে রচিত, ইহাতে পূর্ববর্তী মতবাদাচার্যগণের মতবাদ খণ্ডনপূর্বক স্বমত স্থাপিত হইয়াছে; (৩) অণুভাষ্যম্—ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য শ্লোকাকারে সংক্ষেপে গুম্ফিত।

১। ম্যাঙ্গালোর হইতে কারকল (Karkala) হইয়া সরাসরি ৫৭ মাইল পার্বত্য-পথে মোটরবাসে উড়ুপী যাওয়া যায়; ২। 'মাসিক প্রবাসী' পত্রে (ভাদ্র, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) 'শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-স্থান' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

উড়ুপী হইতে প্রায় ৪ মাইল পশ্চিমে আরবসমুদ্রের উপকূলে মাল্‌পী বন্দরের নিকটে নৌকামধ্যে দ্বারকার গোপী-সরোবরের তট হইতে এক বণিক্ কর্তৃক আনীত গোপীচন্দনপিণ্ডের অভ্যন্তরে শ্রীমধ্ব দধিমন্থনদণ্ডধৃক্

তত্ত্ববাদগুরু শ্রীমধ্বাচার্য

নর্তকগোপাল শ্রীকৃষ্ণমূর্তি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীবিগ্রহকে উড়ুপীতে আনয়নপূর্বক প্রাচীন শ্রীঅনন্তেশ্বর-মন্দিরের পূর্বোত্তরভাগে এক বৃহৎ সরোবরের (পরে শ্রীমধ্বসরোবর নামে খ্যাত) পশ্চিমতীরে প্রতিষ্ঠিত করেন। উড়ুপীর

অভিমুখে আসিতে আসিতেই সেই শ্রীকৃষ্ণমূর্তির উদ্দেশ্যে তিনি 'শ্রীমদ্‌-দ্বাদশস্তোত্র'-নামক মধুর স্তবগুচ্ছ রচনা করিয়াছিলেন।

প্রতিভূ অষ্টমঠ

শ্রীমধ্বাচার্য তাঁহার ৮জন শিষ্যকে একই সময় কণ্বতীর্থে সন্ন্যাস প্রদান করেন। এই ৮ জন, সন্ন্যাসবেদীর চতুর্দিক্ হইতে দুই দুই জন

উড়ুপীর শ্রীকৃষ্ণমন্দির ও গোপুরম্

করিয়া বহির্গত হ'ন। প্রত্যেক সন্ন্যাসিযুগল দ্বন্দ্বমঠের অধিকারী বলিয়া পরিচিত হ'ন। এই ৮জন সন্ন্যাসীকে শ্রীমধ্বাচার্য পৃথক্ পৃথক্ শ্রীবিগ্রহ এবং উড়ুপীর নর্তক-গোপালের সেবা প্রদান করেন। পরবর্তিকালে উক্ত অষ্ট-সন্ন্যাসীর অধস্তনগণ উড়ুপীনগরের বাহিরে গিয়া বিভিন্ন স্থানে শ্রীমধ্বপ্রদত্ত শ্রীমূর্তিসহ বাস করিয়া ধনাঢ্য সম্প্রদায়ের নিকট হইতে যে যে স্থানে দেবত্তর ভূসম্পত্তি লাভ করেন, সেই সকল স্থানের নামানুসারে উড়ুপীর প্রসিদ্ধ প্রতিভূ অষ্টমঠের নামকরণ হয়।[১] উড়ুপীতে শ্রীঅনন্তেশ্বর ও শ্রীচন্দ্রমৌলীশ্বর মন্দিরের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া উক্ত ৮টি প্রতিভূমঠ অবস্থিত। উহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	উড়ুপীতে প্রতিভূমঠ	শ্রীমধ্বশিষ্যের নাম	শ্রীমধ্বদত্ত শ্রীমূর্তি
দ্বন্দ্বমঠ	পলিমার	শ্রীহৃষীকেশতীর্থ	শ্রীরামচন্দ্র
	অদমার	শ্রীনরহরিতীর্থ	(শ্রীকালীয়মর্দন) শ্রীকৃষ্ণ
”	কৃষ্ণাপুর	শ্রীজনার্দনতীর্থ	” শ্রীকৃষ্ণ
	পুত্তিগে	শ্রীউপেন্দ্রতীর্থ	শ্রীবিট্ঠল
”	শীরুরু	শ্রীবামনতীর্থ	শ্রীবিট্ঠল
	সোদে	শ্রীবিষ্ণুতীর্থ	শ্রীভূবরাহ
”	কাণূরু	শ্রীরামতীর্থ	শ্রীনরসিংহ
	পেজাবর	শ্রীঅধোক্ষজতীর্থ	শ্রীবিট্ঠল

শ্রীমধ্বাচার্য মায়াবাদের (শূন্যবাদের = অতত্ত্ববাদের) বিরুদ্ধে তত্ত্ববাদ প্রচার করায় তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায় তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায় নামে খ্যাত এবং তিনি বায়ুর তৃতীয় অবতার (প্রথম অবতার শ্রীহনূমান্, দ্বিতীয়—শ্রীভীমসেন, তৃতীয়—শ্রীমধ্ব) বলিয়া সেই সম্প্রদায়ে পূজিত হ'ন।

শ্রীমধ্বাচার্য ৭৯ বৎসর বয়সে মাঘী শুক্লা নবমী তিথিতে শিষ্যগণের নিকট ঐতরেয়োপনিষদ্‌ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে করিতে স্বধামগমন করেন।

১। গ্রন্থকার-সম্পাদিত শ্রীমধ্বাচার্য (২য়-সং)-গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

শ্রীমধ্বাচার্যের রচিত গ্রন্থাবলী—(১) গীতাভাষ্য, (২) ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, (৩) অণুভাষ্য, (৪) অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান, (৫) প্রমাণলক্ষণ, (৬) কথা-লক্ষণ, (৭) উপাধি-খণ্ডন, (৮) মায়াবাদ-খণ্ডন, (৯) প্রপঞ্চ-মিথ্যাত্বানুমান-খণ্ডন, (১০) তত্ত্বসংখ্যান, (১১) তত্ত্ববিবেক, (১২) তত্ত্বোদ্যোত, (১৩) কর্ম-নির্ণয়, (১৪) শ্রীমদ্‌বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়, (১৫) ঋগ্‌ভাষ্য, (১৬) ঐতরেয়-ভাষ্য, (১৭) বৃহদারণ্যকভাষ্য, (১৮) ছান্দোগ্যভাষ্য, (১৯) তৈত্তিরীয়োপ-নিষদ্‌ভাষ্য, (২০) ঈশাবাস্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২১) কাঠকোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২২) অথর্বণোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২৩) মাণ্ডূক্যোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২৪) ষট্‌প্রশ্নোপ-নিষদ্‌ভাষ্য, (২৫) তলবকারোপনিষদ্‌ভাষ্য, (২৬) শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-তাৎপর্যনির্ণয়, (২৭) শ্রীমন্ন্যায়বিবরণ, (২৮) নরসিংহ-নখস্তোত্র, (২৯) যমক-ভারত, (৩০) দ্বাদশস্তোত্র, (৩১) শ্রীকৃষ্ণামৃতমহার্ণব, (৩২) তন্ত্রসার-সংগ্রহ, (৩৩) সদাচার-স্মৃতি, (৩৪) শ্রীমদ্ভাগবত-তাৎপর্য, (৩৫) শ্রীমন্‌-মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয়, (৩৬) যতি-প্রণবকল্প, (৩৭) জয়ন্তী-নির্ণয়, (৩৮) শ্রীকৃষ্ণস্তুতি।

গুরুপরম্পরা—(১) শ্রীহংসরূপী বিষ্ণু, (২) চতুর্মুখ ব্রহ্মা, (৩) চতুঃসন, (৪) দুর্বাসা, (৫) জ্ঞাননিধিতীর্থ, (৬) সত্যপ্রজ্ঞতীর্থ, (৭) প্রাজ্ঞতীর্থ, (৮) অচ্যুতপ্রেক্ষতীর্থ, (৯) আনন্দতীর্থ শ্রীমধ্বাচার্য।

শ্রীমধ্বের মতবাদ

শ্রীমধ্বের মতবাদ **দ্বৈতবাদ** নামে খ্যাত। ইহার নামান্তর স্বতন্ত্রা-স্বতন্ত্রবাদ, স্বাভাবিক-ভেদবাদ, কেবলভেদবাদ, তত্ত্ববাদ। 'স্বতন্ত্র' ও 'পরতন্ত্র'-ভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব—স্বতন্ত্রতত্ত্ব 'ঈশ্বর' হইতে পরতন্ত্র-তত্ত্বসমূহের নিত্য 'ভেদ'; 'জীবে ঈশ্বরে, জীবে জীবে, ঈশ্বরে জড়ে, জীবে জড়ে, জড়ে জড়ে',—এই পঞ্চ 'ভেদ' বা 'দ্বৈত' নিত্য, সত্য ও অনাদি[১]।

১। তত্ত্ববিবেক ১ম শ্লোক, ম ভা তা নি ১।৭০,৭১ ; বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়ে পরমশ্রুতি।

ভাষ্য—(১) শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (সর্বাপেক্ষা বৃহৎ), (২) অনুভাষ্য বা অনুব্যাখ্যান (শ্লোকাকারে রচিত), (৩) অণুভাষ্য (শ্লোকাকারে অধিকরণ-তাৎপর্য)।

শ্রীমধ্বমত-সংক্ষেপ

তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ে প্রচারিত নিম্নলিখিত প্রাচীন শ্লোকটিতে শ্রীমধ্বাচার্যের মতসংক্ষেপ দৃষ্ট হয়—

> শ্রীমন্মধ্বমতে হরিঃ পরতমঃ সত্যং জগত্তত্ত্বতো
> ভেদো জীবগণা হরেরনুচরা নীচোচ্চভাবং গতাঃ।
> মুক্তির্নৈজসুখানুভূতিরমলা ভক্তিশ্চ তৎসাধন-
> মক্ষাদিত্রিতয়ং প্রমাণমখিলাম্নায়ৈকবেদ্যো হরিঃ॥[১]

শ্রীমন্মধ্বাচার্যের মতে শ্রীবিষ্ণুই পরতত্ত্ব; জগৎ—সত্য; ঈশ্বর, জীব ও জড়ে তত্ত্বতঃ নিত্যভেদ; জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর; জীবগণের মধ্যে পরস্পর অধিকারের তারতম্য বর্তমান; স্বরূপগত আনন্দের অনুভূতিই মুক্তি; অমলা ভক্তিই সেই মুক্তিরূপ প্রয়োজনের সাধন; শব্দ, অনুমান ও প্রত্যক্ষ—এই তিনটি প্রমাণ; শ্রীহরি অখিল-আম্নায়বেদ্য অর্থাৎ সমস্ত বেদ ও বেদমূলক শাস্ত্রের গম্য।

ব্রহ্ম—বিষ্ণুই 'ব্রহ্ম'-শব্দবাচ্য[২]; অন্যত্র 'ব্রহ্ম'-শব্দের প্রয়োগ অসম্পূর্ণ ও উপচারমাত্র[৩]; যাঁহা হইতে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জ্ঞান-অজ্ঞান, বন্ধ ও মোক্ষ হয়, তিনি 'ব্রহ্ম'[৪]; আনন্দপ্রচুর বলিয়া তিনি আনন্দময়; তিনি—অচিন্ত্য, অনন্ত ঐশ্বর্যশালী, সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র-তত্ত্ব[৫]; 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' একই তত্ত্ব।[৬] ব্রহ্ম জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদানকারণ নহেন।[৭]

১। ডক্টর কৃষ্ণমূর্তি শর্মা ও শ্রীনাগরাজ রাও-প্রমুখ গবেষকগণের মতে এই শ্লোকটি ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাসরায়ের রচিত; ২। সূ ভা ১।১।১; ৩। ঐ ১।১।১২,১৭; ৪। ঐ ১।১।৩; ৫। ঐ ১।১।১৩—১৫; ৬। ঐ ১।১।২২; ৭। ব্রহ্মসূত্র ১।৪।২৭—শ্রীমধ্বভাষ্য ও শ্রীজয়তীর্থ টীকা দ্রষ্টব্য।

জীব—পরতন্ত্রতত্ত্বমধ্যে 'চেতন'স্বরূপ, ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, সত্য, অনন্ত ও অণুপরিমাণ ; শ্রীহরির নিত্য অনুচর ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ বদ্ধজীব।[১] জীব বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ।[২]

জগৎ—সৎ, জড় ও অস্বতন্ত্র ; জগৎ—'সত্য' ও ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ 'ভিন্ন' ; জগৎ—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপূর্বিকা সৃষ্টি, সুতরাং 'সত্য' ; বিশ্ব—'সত্য', বিষ্ণুর বশবর্তী ও ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্তমান।[৩]

মায়া—'মুখ্যা' মায়া শ্রীহরির 'শক্তি', আর 'অমুখ্যা' মায়া—'প্রকৃতি'[৪] ; মায়া—ত্রিগুণা।[৫]

কেবলভেদবাদে পঞ্চভেদ নিত্য

শ্রীমন্মধ্বাচার্য (১) 'জীবেশ্বরে' ভেদ, (২) 'জীবে জীবে' পরস্পর ভেদ, (৩) 'ঈশ্বরে জড়ে' ভেদ, (৪) 'জীবে জড়ে' ভেদ ও (৫) 'জড়ে জড়ে' পরস্পর ভেদ—এই 'পঞ্চভেদ' স্বীকার করেন।

> জীবেশয়োর্ভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম্।
> জড়েশয়োর্জড়ানাং চ জড়জীবভিদা তথা ॥
> পঞ্চ ভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্বাবস্থাসু নিত্যশঃ।
> মুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতম্যং চ সর্বদা ॥[৬]

এই পঞ্চভেদ' সর্বাবস্থাতেই 'নিত্য'। মুক্তিতেও জীবেশ্বরে 'নিত্য ভেদ' থাকিবে। শ্রীমন্মধ্বাচার্য কোথাও কোথাও 'ভেদাভেদবাদ' ও পরতত্ত্বের অচিন্ত্যশক্তির প্রমাণ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

১। ম ভা তা নি ১।৭০,৭১, 'বিষ্ণুতত্ত্ববিনির্ণয়' ১ প ; ২। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ২।৩।৪৭, 'অণুভাষ্য'—রাঘবেন্দ্রযতিকৃত টীকা ২।৩।৫ ; ৩। ম ভা তা নি ১।৬৯, 'তত্ত্বোদ্যোত' ও মাণ্ডূক্যভাষ্য ; ৪। ভাগবত-তাৎপর্য ২।৫।১২-১৩ ; ৫। ঐ ১১।৩।১৭ ; ৬। ম ভা তা নি ১।৭০,৭১

তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি।
ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ॥
কার্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা। ইতি।[১]

পরমেশ্বরের শক্তিহেতুই জীবসমূহে ও চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও (তত্তদ্‌-বিষয়গত) ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্তমান ; যেহেতু অন্যত্র (তত্তদ্‌বিষয়ে) ভেদ ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্তকারণ (ব্রহ্ম) ব্যতীত কার্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞাতব্য।

বস্তুতঃ শ্রীমধ্বাচার্য ভেদাভেদকে মুখ্যতঃ স্বীকার করেন নাই। তিনি কেবলভেদই স্বীকার করিয়াছেন ; তবে যেখানে স্পষ্ট অভেদ-শ্রুতির অন্য কোনরূপ অর্থান্তর করা যায় না, তথায়ই ঐরূপ অভেদোক্তির দ্বারা জীবের অংশত্ব সূচিত হইয়াছে, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। "যতো ভেদেন চাস্যায়মভেদেন চ গীয়তে। অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং **ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ**॥"[২] শ্রীজয়তীর্থ টীকায় যথা—"অতঃ শ্রুতিদ্বয়ান্যথানুপপত্ত্যা ভেদমঙ্গীকৃত্যাভেদস্থানেঽংশত্বং বক্তব্যমিতিভাবঃ।" দ্বিতীয় মধ্বাচার্য নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজস্বামী যুক্তিমল্লিকার ভেদসৌরভে বলিয়াছেন,— তত্ত্ববাদিসিদ্ধান্তমতে[৩] (১) অভিন্নাংশ বা স্বরূপাংশ, (২) ভিন্নাংশ ও (৩) ভিন্নাভিন্নাংশ, এই তিন প্রকার অংশ কথিত হয়। (১) মৎস্যাদি অবতারগণ অভিন্নাংশ বা স্বরূপাংশ অর্থাৎ শ্রীভগবানের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন ; আর (২) জীব—ব্রহ্মগত সর্বজ্ঞতাদি ধর্মের অভাবহেতু ভিন্নাংশ ; (৩) ভিন্নাভিন্নাংশত্ব কেবলমাত্র পটতন্তু প্রভৃতি জড়বস্তুতেই থাকে। তন্তুসত্ত্বেও পটনাশহেতু ভেদ এবং তন্তুনাশে পটনাশহেতু অভেদ সিদ্ধ হইয়া থাকে। তন্তু পটের সহিত অর্ধসমভাববিশিষ্ট বলিয়া

১। ভা ১১।৭।৫১তম শ্লোকের মাধ্বভাষ্য(শ্রীভাগবত-তাৎপর্য)-ধৃত ব্রহ্মতর্ক-বাক্য ;
২। ব্র সূ ২।৩।৪৩—পূর্ণপ্রজ্ঞভাষ্য, ৩। ব্রহ্মসূত্র ২।৩ ৪৭—শ্রীমধ্বভাষ্য দ্রষ্টব্য।

উভয়ের মধ্যে ভেদাভেদ বর্তমান রহিয়াছে। এই ভেদাভেদ জড়বস্তুতেই হয়, চিদ্বস্তুতে হয় না।[১]

শ্রীশঙ্কর, শ্রীভাস্কর, শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্ব-মতের মধ্যে পার্থক্য

১। (ক) শ্রীশঙ্কর এক ব্যতীত দ্বিতীয় তত্ত্ব স্বীকার করেন না। শঙ্করের সগুণব্রহ্ম মিথ্যা, নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য।

(খ) শ্রীভাস্করের মতে ব্রহ্ম দ্বিরূপ—(১) কারণরূপ ও (২) কার্যরূপ। কারণরূপে ব্রহ্ম—এক অদ্বিতীয় ও কার্যরূপে (জীব ও জগদ্রূপে)—বহু।

(গ) শ্রীরামানুজ এক অদ্বয়তত্ত্ব স্বীকার করিয়া তাহা চিদচিদ্-বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন।

(ঘ) শ্রীমধ্বাচার্য স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব স্বীকার করেন। স্বতন্ত্রতত্ত্ব-পরমেশ্বর হইতে পরতন্ত্রতত্ত্বসমূহের নিত্য ভেদ। দ্বৈত বা ভেদ—নিত্য, সত্য ও অনাদি।

২। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে জীব—অবিদ্যোপাধিক, ভ্রান্ত ব্রহ্ম। বুদ্ধি-উপাধি-হেতু পরিকল্পিতস্বরূপ-ব্যতীত পরমার্থতঃ জীবের অস্তিত্ব নাই।

(খ) শ্রীভাস্করের মতে জীব—স্বাভাবিক অবস্থায় ব্রহ্ম বা বিভু, আর সংসারদশায় ব্রহ্মের অংশ; তাহার ভোক্তৃশক্তি অণু, জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব—ঔপাধিক।

(গ) শ্রীরামানুজ-মতে জীব—বিশেষ্যস্বরূপ পরমাত্মার বিশেষণরূপ অংশ। জীব—শরীরী ব্রহ্মের শরীর; এজন্যই স্থলবিশেষে জীব ও ব্রহ্মের অভেদনির্দেশ। জীব, পরিমাণে—অণু, সংখ্যায়—অসংখ্য ও অনন্ত, প্রকারে—বদ্ধ ও মুক্ত।

১। যুক্তিমল্লিকা, ভেদসৌরভ ৬২৩—৬২৬ শ্লোক।

(ঘ) শ্রীমধ্বমতে জীব—পরতন্ত্রতত্ত্বমধ্যে চেতনস্বরূপ ; ব্রহ্ম হইতে নিত্য ভিন্ন, বিভিন্নাংশ বা প্রতিবিম্বাংশ। জীব—সত্য, অনন্ত ও অণু-পরিমাণ।

৩। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে জগৎ—ব্রহ্মের বিবর্ত, সুতরাং মিথ্যা ; জগতের ব্যবহারিক সত্তা মাত্র—পারমার্থিক সত্তা নাই।

(খ) শ্রীভাস্করের মতে জগৎ—সৎ, মিথ্যা নহে ; কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য। জগৎ—জীবের ন্যায় কেবল সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, প্রলয়কালে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়।

(গ) শ্রীরামানুজমতে শরীরী ব্রহ্মের স্থূল শরীর—জগৎ, সুতরাং সত্য ; রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ অসত্য নহে।

(ঘ) শ্রীমধ্বমতে জগৎ—ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন। জগৎ—সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের জ্ঞানপূর্বিকা সৃষ্টি ; সুতরাং সত্য। জগৎ—বিষ্ণুর বশবর্তী এবং ইহার নিত্যতা প্রবাহক্রমে বর্তমান।

৪। (ক) আচার্য শ্রীশঙ্করের মতে তত্ত্বমসি-বাক্যের 'তৎ' ও 'ত্বম্'-পদের সামানাধিকরণ্যরূপ সম্বন্ধ—সুতরাং উহা জীব ও ব্রহ্মের সম্পূর্ণ ঐক্যবোধক।

(খ) শ্রীভাস্করের মতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্য স্বরূপাববোধক।

(গ) শ্রীরামানুজমতে জীব যখন ব্রহ্মেরই শরীর, তখন 'ত্বং'-পদবাচ্য জীব ও 'তৎ'-পদবাচ্য ব্রহ্মের অভিন্নতা। 'ত্বং' শব্দের অর্থ জীবের অন্তর্যামী পরমাত্মা, এই পরমাত্মা ব্রহ্ম (তৎ) হইতে অভিন্ন।[1]

(ঘ) শ্রীমধ্বাচার্য 'তত্ত্বমসি' এই পাঠটিই স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন—স আত্মাতত্ত্বমসি[2] = স আত্মা + অতত্ত্বমসি ; অতএব 'ভেদ'।

১। শ্রীভাষ্য ১।১।১৩ ; ২। ছান্দোগ্য ৬।৮—১৬

"অতত্ত্বমসীতি ভেদস্ত নবকৃত্বোঽভ্যাসাচ্চ ভেদব্যপদেশাৎ।"[১] শ্রীমধ্বাচার্য বলেন, ছান্দোগ্যোপনিষদে শ্বেতকেতুকে 'অতত্ত্বমসি', ইহা দৃষ্টান্তের সহিত নয়বার বলিয়া জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদোপদেশ করা হইয়াছে। সামসংহিতায়ও 'অতত্ত্বমসি'-পাঠ পাওয়া যায়। সেই প্রমাণ শ্রীমধ্বাচার্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ভাষ্যে উদ্ধার করিয়াছেন। ন্যায়ামৃতে 'স আত্মা-তত্ত্বমসি'র বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে।[২] শ্রীমধ্বমতাবলম্বী নারায়ণভট্টশিষ্য তত্ত্বমুক্তাবলীকার গৌড়পূর্ণানন্দ 'তস্ত ত্বমসি' অর্থাৎ তাঁহার তুমি (তুমি পরমাত্মার দাস বা তদীয়) এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৩] যুক্তিমল্লিকায় বাদিরাজ স্বামী বলেন,—উদ্দালক প্রথমে সদৃষ্টান্ত ভেদের প্রস্তাব করিয়া পুনরায় তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কিরূপে ঐক্য বলিতে পারেন? শ্রুতিমধ্যে অতত্ত্বমসি এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে লক্ষণার আবশ্যক হয় না এবং ঐক্যের শঙ্কাও থাকে না।[৪] তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য অপারমার্থিক ঐক্য এবং পারমার্থিক ভেদই বলিয়া থাকে। 'তৎ'-পদে ব্রহ্মই বাচ্য এবং 'ত্বং'-পদে তুমিই বাচ্য—এইরূপ ব্যবস্থাই আমাদের অভীষ্ট।[৫] 'তত্ত্ব-মসি'-বাক্যে যদ্যপি ঐক্যোক্তি কথঞ্চিৎ প্রতীত হয়, তথাপি 'অতত্ত্বমসি' এইরূপ পদচ্ছেদ করিলে উক্ত শ্রুতি ঐক্যার্থে পদক্ষেপই করিতে পারে না। অতএব কেবলাদ্বৈতবাদীর কথিত মহাবাক্যসমূহে মিথ্যাত্ব এবং ঐক্যসিদ্ধি না হইয়া ভেদ-সত্যত্ব এবং জগৎসত্যত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে।[৬]

৫। (ক) শ্রীশঙ্করমতে ব্রহ্ম—জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। নির্বিশেষ-ব্রহ্ম কি করিয়া উপাদানকারণ[৭] হইতে পারে, ইহা লইয়া কেবলা-

১। শ্রীমধ্বকৃত ছান্দোগ্যভাষ্য ৬।১৬, কুম্ভকোণম্-সং, ১৮৩৩ শকাব্দা; ২। ন্যায়ামৃত ২।২৮, কুম্ভকোণম্-সং, ১৮২৯ শকাব্দা; ৩। তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ-শতদূষণী, ৫—১৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য; ৪। যুক্তিমল্লিকা, ভেদসৌরভ, ১০০৩—১০০৫ শ্লোক; ৫। ঐ, ঐ, ৩২১ শ্লোক; ৬। ঐ, ঐ ৮৮২, ৮৮৩ এবং বিশ্বসৌরভ ১০৩৫, ১০৩৬ শ্লোক; ৭। ব্র সূ ১।৪।২৩—শাঙ্করভাষ্য।

দ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ে নানাপ্রকার মত উপস্থাপিত করা হইয়াছে—[১] ভ্রম-কল্পিত সর্পের উপাদানকারণ রজ্জুর ন্যায় ভ্রমকল্পিত জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম ; [২] ব্রহ্মবিবর্ত জগতের আশ্রয় হওয়ায়, ব্রহ্ম অপরিণামী উপাদানকারণ ; [৩] মায়াবিজড়িত ব্রহ্মই জগতের অপরিণামী উপাদান বা বিবর্তকারণ ইত্যাদি।

(খ) ভাস্করের মতেও ব্রহ্ম—নিমিত্তকারণ ও উপাদানকারণ। পরমাত্মা —সূর্যরশ্মির ন্যায় স্বীয় অচিন্ত্য-অনন্তশক্তি সৃষ্টিস্থিতি-কালে বিক্ষেপ এবং প্রলয়কালে উপসংহার করেন।[১]

(গ) শ্রীরামানুজের মতেও ব্রহ্মই নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। সৃষ্টির পূর্বে—নাম ও রূপ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম, চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম-শরীররূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে ; সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম সেই স্বীয় শরীর-স্থানীয় নাম-রূপাদি বিষয়গুলিকে পৃথগ্‌রূপে পরিণত করেন এবং স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই তন্মধ্যে প্রবেশ করেন।[২]

(ঘ) শ্রীমধ্বমতে ব্রহ্ম—নিমিত্তকারণমাত্র, উপাদানকারণ নহেন।[৩] কুম্ভকার ও কুম্ভের উপাদান মৃত্তিকা যেরূপ একই বস্তু হইতে পারে না, সেরূপ জগতের স্রষ্টা ও জগতের উপাদান একই তত্ত্ব হইতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম স্রষ্টা বলিয়া নিমিত্তকারণ, আর মায়া বা প্রকৃতি যাহা সূক্ষ্মরেণুময়ী বা তন্তুবায়ের তন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মতমা, তাহাই জগতের উপাদানকারণ। সেই রেণু বা তন্তুবৎ সূক্ষ্মতম উপাদান নৈয়ায়িকগণের পরমাণু হইতেও অসংখ্য গুণে ক্ষুদ্রতম চূর্ণবৎ পদার্থ। সেই উপাদান হইতেই ভগবান্ বিশ্ব নির্মাণ করেন।[৪]

১। ব্র সূ ১।৪।২৫—ভাস্করভাষ্য ; ২। ঐ ১।৪।২৭ ; ৩। ঐ ১।৪।২৭—শ্রীমধ্ব-ভাষ্যের শ্রীজয়তীর্থ-টীকা ; ৪। যুক্তিমল্লিকার ভাব-বিলাসিনী-টীকা, কুম্ভকোণম্-সং, ১৭৯—১৮৯ পৃঃ।

জগন্মিথ্যাত্ববাদী মায়াবাদী যে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ বলেন, তাহাতে 'মাথা নাই তা'র মাথা ব্যথা', এইরূপই এক নীতি স্বীকৃত হইয়া পড়ে। আর তত্ত্ববাদীর পক্ষে ব্রহ্মকে জগতের উপাদানকারণ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের সহিত জগতের অনাদি ও অত্যন্ত ভেদ থাকে না। কিন্তু শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করিলে অর্থাৎ চিন্তামণি ও অয়স্কান্তাদি মণির দ্বারা সর্বার্থপ্রসব ও লৌহচালনাদির ন্যায়, সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তির সমাশ্রয় পরমাত্মার অচিন্ত্যশক্তির দ্বারাই জগদাদি কার্যরূপে পরিণত হয়; স্বরূপ-ব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্য-শক্তির দ্বারা পরিণাম হইয়া থাকে, তাহাতে স্বরূপের পরিণাম হয় না। মায়াখ্যপরিণামশক্তি দুই প্রকার—(১) নিমিত্তাংশ-মায়া ও (২) উপাদানাংশ-প্রধান, তন্মধ্যে কেবলা শক্তি—নিমিত্ত ও তদ্ব্যূহময়ী শক্তি—উপাদান;—শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের এই সিদ্ধান্তে ব্রহ্মের উপাদান ও নিমিত্ত-কারণত্বের সুবৈজ্ঞানিক সমন্বয় দৃষ্ট হয়।[১]

শ্রীমধ্বোত্তর তত্ত্ববাদি-সাহিত্য

শ্রীমধ্বাচার্য স্বয়ং দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এবং বহু গ্রন্থ রচনা ও লুপ্ত প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ উদ্ধার করিয়া শঙ্করমায়াবাদ খণ্ডন করেন। কথিত হয়, দক্ষিণ-কানাড়া জেলার কট্টতল-নামক গ্রামে শ্রীমধ্বাচার্যের গ্রন্থাগার মৃত্তিকার অভ্যন্তরে স্থাপিত রহিয়াছে। উড়ুপীর নর্তকগোপাল-প্রাপ্তির পূর্ব হইতে তথায় শ্রীমধ্ব-পূজিত শ্রীশ্রীরুক্মিণী-সত্যভামা ও গোবৃন্দের সহিত বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ অদমারমঠের অধীনস্থ মঠে পূজিত হইতেছেন।[২]

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৪৮—৫৫ অনু, বহরমপুর-সং, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। ২। Vide, B. N. Krishnamurti Sarma's article on 'Anent the Underground Library of Sri Madhvacarya at Kattatala'—The Annals of the B. O. R. I., Poona, Vol. XVI, Parts 1-11, 1935, P. 152.

শ্রীবিষ্ণুতীর্থ (১২৫৪—১৩২০ খ্রীঃ)[১]—ইনি শ্রীমধ্বাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং পরে শ্রীমধ্বের দীক্ষা-শিষ্য, সন্ন্যাসী ও সোদেমঠের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যতিধর্ম-নামক চারি অধ্যায় ও ৬৬০ শ্লোকাত্মক একটি গ্রন্থে সন্ন্যাসিগণের কর্তব্য ও সদাচারাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীহৃষীকেশতীর্থ (১২৮০—১৩৩০ খ্রীঃ)—ইনি 'সম্প্রদায়-পদ্ধতি'-গ্রন্থে শ্রীমধ্বের পূর্ব-চরিত এবং তৎপ্রবর্তিত পূজাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্য (১২৫৮—১৩২০ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীমধ্বের সাক্ষাৎ গৃহস্থ শিষ্য, পূর্বে কেবলাদ্বৈতী বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার রচিত তত্ত্বপ্রদীপ, সূত্রভাষ্য-টীকা, বায়ু-স্তুতি, বিষ্ণু-স্তুতি, উষাহরণকাব্য প্রভৃতি তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীনারায়ণ পণ্ডিতাচার্য—ত্রিবিক্রম পণ্ডিতের পুত্র, গৃহস্থ। ইঁহার রচিত শ্রীমধ্ববিজয়, শ্রীমধ্ববিজয়টীকা—ভাবপ্রকাশিকা, অনুমধ্ববিজয়, মণি-মঞ্জরী, নৃসিংহস্তুতি, শিবস্তুতি, নয়চন্দ্রিকা, সংগ্রহ-রামায়ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

শ্রীত্রৈবিক্রমার্য দাস—নারায়ণ পণ্ডিতাচার্যের পুত্র ও শিষ্য, ইনি মধ্বের অণুভাষ্যের উপর আনন্দমাতা-নামক টীকা রচনা করেন।

শ্রীকল্যাণীদেবী—শ্রীমধ্বাচার্যের পূর্বাশ্রমের ভগ্নী শ্রীকল্যাণীদেবী অষ্ট-শ্লোকাত্মক শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র, অণুবায়ুস্তুতি ও লঘুতারতম্য-স্তোত্র-নামক তিনটি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[২] কেহ কেহ ত্রিবিক্রম পণ্ডিতা-চার্যের কন্যা ও নারায়ণ পণ্ডিতাচার্যের (শ্রীমধ্ববিজয়ের লেখক) ভগ্নী

১। শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের আচার্যগণের তারিখগুলি ডক্টর বি, এন, কৃষ্ণমূর্তি শর্মার লিখিত প্রবন্ধসমূহ হইতে (The Annals of B. O. R. I. Vol. XIX, Part IV, 1939) গৃহীত হইয়াছে; ২। Vide, B. N. Krishnamurti Sarma's article on 'The Post-Madhva Period' published in the Annals of B. O. R. I. Vol. XIX, Pt. IV, 1939, P 355.

আর এক কল্যাণীদেবী তারতম্য-স্তোত্রের রচয়িত্রী বলিয়া আমাদিগকে জানাইয়াছেন।[1] ডক্টর কৃষ্ণমূর্তি শর্মার মতে ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্যের ভগিনী কল্যাণীদেবী ষট্‌-শ্লোকাত্মক 'লঘুবায়ুস্তুতি' লিখিয়াছিলেন। ইহা স্তোত্রমহোদধি-নামক মাধ্বস্তোত্র-সংগ্রহ-গ্রন্থের প্রমাণ হইতে তিনি উদ্ধার করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য—ত্রিবিক্রম পণ্ডিতাচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং ইনি শ্রীমধ্বের গ্রন্থাগারিক ছিলেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের অধিকরণাবলীর 'সম্বন্ধদীপিকা'-নাম্নী একটি সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা করেন।

শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ, পূর্বনাম শোভন ভট্ট (১৩১৮—১৩২৪ খ্রীঃ)—ইনি মধ্বসম্প্রদায়ের প্রাচীনতম টীকাকার বলিয়া কথিত। কারণ, ইনি শ্রী-মধ্বের দশপ্রকরণ, ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য (সূত্রপ্রস্থান) ও গীতাপ্রস্থানের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। তদ্রচিত সূত্রপ্রস্থানের টীকার নাম—সত্তর্কদীপাবলী। মধ্বকৃত অণুভাষ্যের উপর আর একটি বৃহৎ টীকাও ইনি রচনা করেন, উহার নাম সন্ন্যায়রত্নাবলী। তদ্রচিত গীতাভাষ্য-ভাবদীপিকা, গীতা-তাৎপর্য-নির্ণয়-প্রকাশিকা প্রভৃতি হস্ত-লিখিত পুঁথি দৃষ্ট হয়।

শ্রীনরহরি তীর্থ (১৩২৪—১৩৩৩ খ্রীঃ)—ইঁহার নামে ১৫ খানি গ্রন্থ আরোপিত হয়, তন্মধ্যে মাত্র দুইখানি পুঁথি পাওয়া যায়। ইনি শ্রীমধ্বা-চার্যের দশপ্রকরণের টীকা, শ্রীগীতাভাষ্য-ভাবপ্রকাশিকার টীকা, যমক-ভারতটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীমাধব তীর্থ (১৩৩৩—১৩৫০ খ্রীঃ)—শ্রীমধ্বাচার্য হইতে তৃতীয় অধস্তন ও শ্রীমধ্বাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য, ইঁহার পূর্বনাম বিষ্ণুশাস্ত্রী। ইনি ঋক্‌, যজুঃ ও সামবেদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই।

১। উড়ুপীর বর্তমান (১৯৫২ খ্রীঃ) কাণুরু-মঠের মঠাধীশ শ্রীবিদ্যাসমুদ্রতীর্থ স্বামীজী।

শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থ (১৩৫০—১৩৬৫ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীমধ্বাচার্যের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকারী মঠাধীশ-শিষ্যচতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তি। ইঁহার পূর্ব-নাম গোবিন্দ শাস্ত্রী। ইনি 'মাধ্বতত্ত্বসারসংগ্রহ'-নামক একখানি মাত্র গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

প্রসিদ্ধি এই—উত্তরাদিমঠাধীশ শ্রীঅক্ষোভ্য তীর্থ, শৃঙ্গেরীমঠাধীশ প্রসিদ্ধ বিদ্যারণ্যকে শাস্ত্র-যুদ্ধে আহ্বান করেন। শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের শ্রীবেদান্তদেশিক তাহাতে মধ্যস্থরূপে বৃত হন। দ্বৈতবেদান্ত ও মাধ্বন্যায়ে অসামান্য পারদর্শী শ্রীঅক্ষোভ্য মুনি একমাত্র 'তত্ত্বমসি'-বাক্যের বিচার দ্বারাই বিদ্যারণ্যকে বিচার-যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহা প্রবাদের মত একটি শ্লোকাকারে বিদ্বৎ-সমাজে প্রচারিত আছে, যথা—

অসিনা তত্ত্বমসিনা পরজীবপ্রভেদিনা।
বিদ্যারণ্যমহারণ্যমক্ষোভ্যমুনিরচ্ছিনৎ ॥[১]

অর্থাৎ পরমেশ্বর ও জীবের প্রভেদকারী তত্ত্বমসি-বাক্যরূপ তরবারির দ্বারা অক্ষোভ্যমুনি বিদ্যারণ্য-নামক বৃহদ্ অরণ্যকে ছেদন করিয়াছিলেন।

১। মহীশূরের বিখ্যাত কোলার স্বর্ণখনি হইতে কএক মাইল দক্ষিণপূর্ব-ভাগে মূলবাগল-নামক স্থানে এই বিচার হইয়াছিল। ইহা শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মহাচার্য(খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী)-কৃত বেদান্তদেশিকবৈভব-প্রকাশিকা এবং ব্রহ্মতন্ত্র-স্বতন্ত্রজীয়ড়(তৃতীয়)-কৃত গ্রন্থে (খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী) তথা মধ্বসম্প্রদায়ের শ্রী-ব্যাসতীর্থ(শ্রীজয়তীর্থের শিষ্য)-কৃত 'জয়তীর্থ-বিজয়ে' (২।৫৪—৬৮ শ্লোক), সঙ্কর্ষণা-চার্যকৃত (অপর) 'জয়তীর্থ-বিজয়ে' ও 'রাঘবেন্দ্রবিজয়'-নামক গ্রন্থে (১৭শ খৃঃ) উল্লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত মূলবাগলে এতদুপলক্ষে যে জয়স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছিল, সেই প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। এতৎসম্বন্ধে বি, এন্, কৃষ্ণমূর্তি শর্মার লিখিত প্রবন্ধ—Journal of the Annamalai University, Vol. V, No. 1, Pp 103—107 এবং The Annals of B. O. R. I. Vol. XIX, Pt. IV. 1939, Pp 384—385 দ্রষ্টব্য।

শ্রীজয়তীর্থ (অপর নাম টীকাচার্য)—উত্তরাদিমঠের মঠাধীশ ও শ্রীমধ্ব হইতে আচার্য-পরম্পরায় ৬ষ্ঠ অধস্তন (বস্তুতঃ চতুর্থ অধস্তন)। ইনি ন্যায়সুধা, তত্ত্বপ্রকাশিকা, দশ-প্রকরণ-টীকা, ষট্প্রশ্নটীকা, ঈশাবাস্য-টীকা, গীতাভাষ্য-টীকা, গীতাতাৎপর্যনির্ণয়-টীকা, ভাগবত-তাৎপর্য-টীকা, ঋগ্‌ভাষ্যটীকা, ন্যায়-বিবরণ-টীকা, প্রমাণ-পদ্ধতি, বাদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও তত্ত্ববাদের মণ্ডন করেন।

শ্রীবিদ্যাধিরাজ তীর্থ (১৩৮৮—১৪১২ খ্রীঃ)—জয়তীর্থের সাক্ষাৎ শিষ্য ও উত্তরাধিকারী মঠাধীশ। ইঁহার রচিত ছান্দোগ্যভাষ্য-টীকা, গীতাবিবৃতি, বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ।

শ্রীব্যাসতীর্থ (১৩৭০—১৪০০ খ্রীঃ)—ইনি ন্যায়ামৃতকার হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং তাঁহার পূর্বে আবির্ভূত ও শ্রীজয়তীর্থের সাক্ষাৎ শিষ্য। ইনি মঠাধীশত্ব লাভ করেন নাই। ঈশ ও প্রশ্নোপনিষৎ ব্যতীত দশোপ-নিষদের মধ্যে আটটি উপনিষদের টীকা, শ্রীমধ্বের মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ের উপর টীকা, জয়তীর্থবিজয় প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত।

শ্রীবিষ্ণুদাসাচার্য (১৩৯০—১৪৪০ খ্রীঃ)—ইনি রাজেন্দ্র তীর্থের (১৪১২—১৪৩০ খ্রীঃ) ছাত্র ছিলেন এবং 'ষড়্‌দর্শনীবল্লভ' (ষড়্‌দর্শনবেত্তা) নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত বাদরত্নাবলী গ্রন্থের কথাই শুনা যায়। এই গ্রন্থের নিম্নলিখিত শ্লোকটি প্রসিদ্ধ—

বিশ্বং সত্যং হরিঃ কর্তা জীবোঽন্যঃ পরমার্থতঃ।
বেদঃ সত্যং প্রমাণং চেত্যেবং ব্যাসমতস্থিতিঃ॥

শ্রীবিদ্যানিধি তীর্থ (১৪৩৫—১৪৪৪ খ্রীঃ)—রামচন্দ্র তীর্থের শিষ্য, ইনি শ্রীগীতার একটি ভাষ্য লিখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

শ্রীব্রহ্মণ্যতীর্থ (১৪৬০—১৪৭৭ খ্রীঃ)—ইঁহারই শিষ্য—ন্যায়ামৃতকার প্রসিদ্ধ ব্যাসরায়। ইনি শ্রীজয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকার উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

শ্রীপাদরায়, নামান্তর শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তীর্থ (১৪৬০—১৪৮৬ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীপদ্মনাভ তীর্থ-প্রতিষ্ঠিত মূলবাগলমঠের মঠাধীশ হইয়াছিলেন এবং শ্রীজয়তীর্থের ন্যায়সুধার উপর ন্যায়সুধোপন্যাস-বাগ্‌বজ্র-নামক একটি ভাষ্য রচনা করেন।

শ্রীবিজয়ধ্বজ তীর্থ (১৪৩১—১৪৫৫ খ্রীঃ)—পেজাবর-মঠীয় যতি ও শ্রীমধ্ব হইতে সপ্তম অধস্তন। ইনি শ্রীমন্‌মধ্বাচার্য-রচিত শ্রীভাগবত-তাৎপর্যের ব্যাখ্যা (পদরত্নাবলী), যমকভারতটীকা, দশাবতারহরিগাথা-স্তোত্র, শ্রীকৃষ্ণাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি শ্রীমহেন্দ্রতীর্থের শিষ্য।[১]

শ্রীব্যাসতীর্থ (১৪৬০—১৫৩৯ খ্রীঃ)—শ্রীমধ্ব হইতে ১৭শ অধস্তন এবং বিজয়নগর-রাজ কৃষ্ণদেবাচার্যের গুরু ছিলেন বলিয়া কথিত। ইনি তর্কতাণ্ডব, তাৎপর্য-চন্দ্রিকা, ন্যায়ামৃত, ভেদোজ্জীবন, খণ্ডনত্রয়-মন্দার-মঞ্জরী, তত্ত্ববিবেক-মন্দার-মঞ্জরী প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের সমসাময়িক তত্ত্ববাদাচার্য। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীতত্ত্ব-সন্দর্ভে শ্রীবিজয়ধ্বজ ও শ্রীব্যাসতীর্থকে 'বেদবেদার্থবিৎ-শ্রেষ্ঠ' বলিয়াছেন এবং সর্বসম্বাদিনী ও বৈষ্ণবতোষণীতে ন্যায়ামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

শ্রীব্যাসরায় চারি খণ্ডাত্মক তর্কতাণ্ডবে গঙ্গেশোপাধ্যায়প্রমুখ নব্য-ন্যায়াচার্যগণের প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপামান ও শব্দ—এই চারি প্রকার প্রমাণের লক্ষণেরই দোষ ও অসম্পূর্ণতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

কেবলাদ্বৈতবাদিগণকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, শ্রীব্যাসরায়ের ন্যায়ামৃত কেবলাদ্বৈতচিন্তাস্রোতে দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে। বাস্তবিকই জয়তীর্থের ন্যায়সুধা ও বাদাবলীর বিচারশৈলীর অনুসরণ করিয়া ব্যাসতীর্থ যে পরিচ্ছেদ-চতুষ্টয়াত্মক ন্যায়ামৃত গ্রন্থ

১। পদরত্নাবলী টীকার মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য ; ২। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ১১ পৃঃ, পরমাত্ম-সন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৮৩ পৃঃ ও শ্রীসংক্ষিপ্ত-বৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।২, ৫০৮ পৃঃ।

রচনা করিয়াছেন[১], তাহাতে স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্য এবং তদনুগত পদ্মপাদ, প্রকাশাত্মযতি, আনন্দবোধ, চিৎসুখাচার্য-প্রমুখ কেবলাদ্বৈতবাদাচার্যগণের সমস্ত যুক্তিজাল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পঞ্চপাদিকা, পঞ্চপাদিকা-বিবরণ, ভামতী, কল্পতরু, খণ্ডনখণ্ডখাদ্য, ন্যায়মকরন্দ, তত্ত্বপ্রদীপিকা প্রভৃতি

ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাসতীর্থ বা শ্রীব্যাসরায়

১। ন্যায়ামৃত—(টি, আর, কৃষ্ণাচার্য-কর্তৃক কুম্ভকোণম্ হইতে প্রকাশিত ও মুম্বই নির্ণয়-সাগর প্রেসে মুদ্রিত, ১৮২৯ শকাব্দ) দ্রষ্টব্য।

কেবলাদ্বৈত-সাহিত্য-সাগর আলোড়নপূর্বক ব্যাসরায় সকলপ্রকার কেবলা-দ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া মধ্বাচার্যের মতকে বিজয়শ্রী-মণ্ডিত করিয়াছিলেন।

কেবলাদ্বৈতমতে পাঁচ প্রকার মিথ্যার সংজ্ঞা দৃষ্ট হয়—(১) পদ্মপাদ বলেন, যাহা সদসদ্‌বিলক্ষণ তাহাই মিথ্যা; (২) প্রকাশাত্মযতি বলেন, যাহা তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে নিবৃত্ত হয় তাহাই মিথ্যা; তাঁহারই মতান্তরে (৩) যে বস্তুর যাহা আশ্রয় সেই আশ্রয়েই যদি সেই বস্তুর অত্যন্তাভাব হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তু মিথ্যা; (৪) চিৎসুখাচার্য বলেন, বস্তুর অত্যন্তা-ভাবের অধিকরণে যে বস্তুর প্রতীতি হয়, উহা মিথ্যা; (৫) আনন্দবোধ বলেন, যাহা সদ্‌ভিন্ন (সদ্‌বিবিক্ত) তাহাই মিথ্যা। ব্যাসরায় এই পাঁচ-প্রকার মিথ্যাত্ববাদ সূক্ষ্ম ন্যায়যুক্তিদ্বারা, উহাদের বহু দোষ প্রদর্শন পূর্বক খণ্ডন করিয়াছেন। ইনি কেবলাদ্বৈতিগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন— তোমাদের জগৎ-'মিথ্যাত্বটি কি মিথ্যা, না সত্য? তোমরা মিথ্যাত্বকে সত্যও বলিতে পার না, মিথ্যাও বলিতে পার না।[১] মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তবে তোমাদের অদ্বৈতবাদ টিকে না। কারণ, অদ্বিতীয় সত্য ব্রহ্মের পার্শ্বেই জগতের মিথ্যাত্ব বলিয়া আর একটি সত্য উপস্থিত হয়; আর যদি জগতের মিথ্যাত্ব মিথ্যা হয়, তবে জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয়।[২] শ্রীমধুসূদন অদ্বৈতসিদ্ধিতে এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি 'গলে গৃহীত' ন্যায়ে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে বাধ্য হইয়া প্রচ্ছন্নভাবে জগতকে সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং কেবলাদ্বৈত মতবাদ অসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। জগতের মিথ্যাত্বের যদি মিথ্যাত্বই স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে জগতের সত্যত্বই স্বীকৃত হইল। নৈয়ায়িক পরিভাষার চাতুরীতে সহজ সত্য

১। ন্যায়ামৃত ১।১—মিথ্যাত্ব-নিরুক্তিভঙ্গ-প্রকরণ, কুম্ভকোণম্‌-সং; ২। ঐ ১।২—সামান্যতো মিথ্যাত্ব-ভঙ্গপ্রকরণ, ঐ-সং।

আচ্ছাদন করা যায় না। জগন্মিথ্যাত্বের মিথ্যাত্ব স্থাপিত হইলেও জগতের সত্যতা প্রমাণিত হয় না, ইহা অদ্বৈতসিদ্ধিতে ন্যায়-ফক্কিকার বাগ্‌বৈখরীর মধ্যে প্রদর্শিত হইলেও শ্রীমধ্ব ও শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের পরবর্তী আচার্যগণ তাহা নিঃশেষে খণ্ডন করিয়াছেন।

দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ ও সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ

১। জগন্মিথ্যাত্ববাদ স্থাপন করিতে গিয়া আরও অনেক প্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীব্যাসরায় বলিয়াছেন,—জগতের সত্যতা-বিষয়ে মানবমাত্রেরই ধ্রুব বিশ্বাস দৃষ্ট হয়। 'এই সেই বস্তু, যাহা আমি ও আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, যাহা আমার ও আমাদের বাস্তব জীবনের শত শত প্রয়োজন সাধন করিয়াছে'—এইরূপ জাগতিক বস্তুসম্বন্ধে সকলেরই জ্ঞানের উদয় হইতে দেখা যায়। অতএব এই প্রপঞ্চ-সৃষ্টিকে মিথ্যা বা দৃষ্টিকালেই উদ্ভূত ভ্রমমাত্র কিরূপে বলা যায়? ইহার উত্তরে শ্রীমধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন যে, জীব যাহা দেখিতেছে, তাহা জীব নিজেই নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ সাময়িকভাবে সৃষ্ট করে। ইহারই নাম 'দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ' অর্থাৎ দৃষ্টিই বা জ্ঞানবিশেষই সৃষ্টি; দৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি নাই। মণ্ডনমিশ্রের ব্রহ্মসিদ্ধিতে, প্রকাশানন্দ সরস্বতীর বেদান্তসিদ্ধান্ত-মুক্তা-বলীতে, অমলানন্দের বেদান্তকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদের স্বীকার দৃষ্ট হয়। ইহার অপর নাম—'একজীববাদ'। অহং-অভিমানী দ্রষ্টা জীবই একমাত্র প্রাণবান্ ও সক্রিয়, আর পরিদৃশ্যমান সমস্ত জীব ও জগতই স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর ন্যায় নির্জীব ও নিষ্ক্রিয়। এক দ্রষ্টা জীব ব্যতীত দ্বিতীয় জীব নাই—এইজন্যই ইহার নাম 'একজীববাদ। জীবই নিজ অজ্ঞানবশে জগতের—উপাদান ও নিমিত্ত; দেহভেদে জীবভেদের ভ্রান্তি হয়। গুরু, শাস্ত্র, সাধন সবই—স্বকল্পিত। এই মতানুসারে এখনও কাহারো মোক্ষ হয় নাই।

২। চিৎসুখাচার্য-প্রমুখ কেবলাদ্বৈতবাদী আচার্যগণ দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ সমর্থন করেন নাই। তাঁহরা সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। শেষোক্ত মতে দৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি থাকে, সৃষ্ট বস্তুর উপর দৃষ্টি পড়িলে জ্ঞান হয়। এই মতবাদিগণ বলেন, যদি দৃষ্টির পূর্বে সৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে বেদোক্ত যাগ, যজ্ঞ, উপাসনা এবং উপাসনালভ্য জ্ঞেয় বস্তু ব্রহ্ম বা প্রয়োজন মোক্ষ—সমস্তই মিথ্যা হইয়া পড়ে। আর বেদ—মিথ্যা বিষয় প্রতিপাদন করায় তাহাও অপ্রমাণ ও মিথ্যা হইয়া পড়ে। এই সৃষ্টি-দৃষ্টিবাদ স্বীকার করিলে জগতের মিথ্যাত্ব রক্ষা করা যায় না এবং ন্যায়ামৃতকারের প্রবল যুক্তিও এড়াইবার উপায় থাকে না ; এজন্য মধুসূদন সরস্বতীকেও দৃষ্টিসৃষ্টি-বাদই স্বীকার করিয়া বলিতে হইয়াছে যে, এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে কোন সত্যতা নাই। বিশ্বের সত্যতা প্রতীতিকালেই মাত্র সাময়িকভাবে সত্য-রূপে প্রতিভাত। এইরূপে দ্বৈতবাদিগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কেবলাদ্বৈতিগণের মধ্যে পরস্পর বহু বিবদমান মতের সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীবাদিরাজ তীর্থ (১৪৮০—১৬০০ খ্রীঃ)—ইনিও প্রবলভাবে শঙ্কর-মায়াবাদ খণ্ডন করায় দ্বিতীয় মধ্বাচার্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। ইনি সোদে-মঠীয় আচার্য-পরম্পরায় শ্রীমধ্বাচার্য হইতে ১৬শ অধস্তন। যুক্তিমল্লিকা, সুধাটিপ্পনী, তত্ত্বপ্রকাশিকা-টিপ্পনী, সমগ্র মহাভারত-টীকা (লক্ষালঙ্কার), সরসভারতীবিলাস, পাষণ্ডমতখণ্ডন, অধিকরণনামাবলি, মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয়-টীকা, রুক্মিণীশবিজয়কাব্য, তীর্থপ্রবন্ধ, জৈনমত-খণ্ডন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা এবং ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া ইনি নাস্তিক্য-মতবাদসমূহ খণ্ডবিখণ্ডিত ও স্বসম্প্রদায়কে শ্রীমণ্ডিত করেন এবং তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের অনেক সাম্প্রদায়িক আচার-পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন ও পরি-বর্ধনাদি করেন। ইনি প্রাকৃত কর্ণাটক পদ্যে ভগবানের মাহাত্ম্য ও শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত প্রচার এবং শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন-সম্প্রদায় গঠন করেন। শ্রীহয়-

গ্রীব-বিষ্ণু বাদিরাজের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠভাগ হইতে স্কন্ধদ্বয়ে পাদদ্বয় স্থাপন করিয়া আচার্যের মস্তকস্থ পাত্র হইতে পক্ক চণক (সিদ্ধ ছোলা) ভোজন করিতেন। শ্রীবাদিরাজ পূর্বাশ্রমে উডুপীর নিকটেই এক গ্রামে অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। অপূর্ব পাণ্ডিত্য-প্রতিভাবলে দিগ্বিজয় করিয়া এত অধিক পরিমাণ স্বর্ণ-

শ্রীবাদিরাজ তীর্থ (দ্বিতীয় শ্রীমধ্বাচার্য নামে খ্যাত)
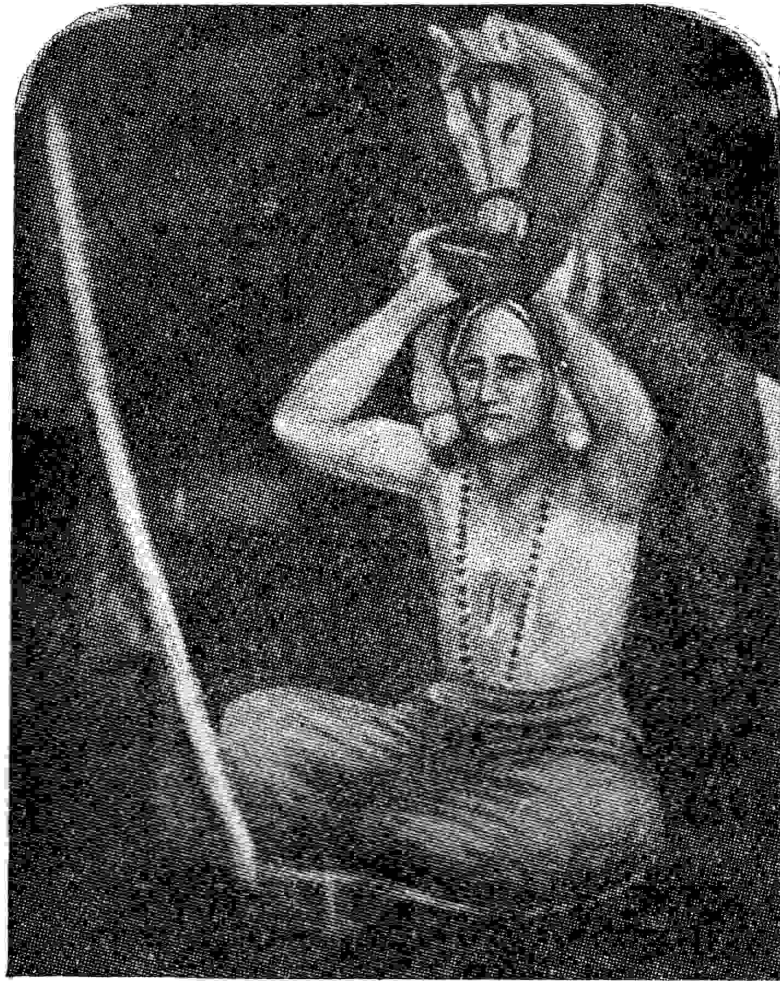
ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণমন্দিরকে স্বর্ণের দ্বারা মণ্ডিত করিতে উদ্যোগী হ'ন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নাদেশ-দ্বারা কলিকালে স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করিতে নিষেধ করেন। উড়ুপীর অষ্টমঠের মধ্যে বাদিরাজস্বামীর পর সোদেমঠ সর্বাপেক্ষা ধনশালী হইয়াছে।

শ্রীসোমনাথ কবি (১৪৮০—১৫৪০ খ্রীঃ)—ইনি চম্পূর আকারে সংস্কৃত ভাষায় ন্যায়ামৃতকার ব্যাসরায়ের চরিত লিখিয়া খ্যাত হইয়াছেন।

শ্রীবিজয়ীন্দ্র তীর্থ (১৫১৪—১৫৯৫ খ্রীঃ)—ইনি ন্যায়ামৃতকার শ্রীব্যাস তীর্থের শিষ্য বলিয়া কথিত। ইঁহার পূর্বনাম বিট্‌ঠলাচার্য। ইনি দশ-প্রকরণের টীকা, সূত্রপ্রস্থানের টীকা, মধ্বতন্ত্রনবমঞ্জরী, শ্রীমধ্বকৃত দশোপ-নিষদ্‌ভাষ্যের উপর টীকা এবং ব্যাসত্রয়ের উপর টীকা, ব্যাসরায়ের চন্দ্রিকার উপর ন্যায়মৌক্তিকমালা, তর্কতাণ্ডবের উপর যুক্তিরত্নাকর, জয়তীর্থের প্রমাণপদ্ধতির উপর প্রমাণপদ্ধতিব্যাখ্যা, অধিকরণমালা, চন্দ্রিকোদাহৃত-ন্যায়বিবরণ, অপ্পয়দীক্ষিতের মধ্বতন্ত্রমুখমর্দনের প্রতিবাদ-মূলক অপ্পয়কপোলচপেটিকা বা মধ্বতন্ত্রমুখভূষণ, চক্রমীমাংসা, ভেদবিদ্যা-বিলাস, ন্যায়মুকুর, পরতত্ত্বপ্রকাশিকা, ন্যায়সংগ্রহ, সিদ্ধান্তসারাসারবিবেক, আনন্দতারতম্যবাদার্থ(শ্রীসম্প্রদায়ের শঠমর্ষণকুলোদ্ভূত শ্রীনিবাসের আনন্দ-তারতম্যখণ্ডনের খণ্ডন), ন্যায়াধ্বদীপিকা, শ্রুতি-তাৎপর্যকৌমুদী, উপ-সংহার-বিজয়, ন্যায়পঞ্চকমালা, বাগ্‌বৈখরী, নারায়ণ-সর্বার্থনির্বচনম্, প্রণবদর্পণখণ্ডনম্ পিষ্টপশু-মীমাংসা, সুভদ্রা-ধনঞ্জয় (নাটক), উভয়গ্রাস-রাহুদয় (প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের প্রতিবাদমূলক রূপক-নাটক), অদ্বৈত-শিক্ষা, শ্রুত্যর্থসার প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতমত খণ্ডন ও দ্বৈতমতের মণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীরঘূত্তম তীর্থ (১৫৫৭—১৫৯৬ খ্রীঃ)—উত্তরাদি-মঠীয় যতি, বাদি-রাজের সমসাময়িক। তদ্রচিত বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়টীকা-ভাববোধ, তত্ত্বপ্রকাশিকা-ভাববোধ, ন্যায়বিবরণটীকা, ন্যায়রত্নসম্বন্ধদীপিকা, বিবরণোদ্ধার, বৃহদা-রণ্যক-ভাষ্যটীকা ও গীতাভাষ্য-প্রমেয়দীপিকা-ভাববোধ প্রসিদ্ধ।

শ্রীবেদেশ ভিক্ষু (১৫৭০—১৬২০ খ্রীঃ)—ইনি রঘূত্তম তীর্থের শিষ্য এবং বেদব্যাসতীর্থের উত্তরাধিকারী। ইঁহার রচিত তত্ত্বোদ্যোতপঞ্চিকা,

শ্রীমধ্বকৃত আত্রেয়, ছান্দোগ্য, কঠ ও কেনোপনিষদ্ভাষ্যের উপর টীকা, প্রমাণপদ্ধতিব্যাখ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ে বিশেষ আদৃত।

শ্রীবিশ্বেশ্বর তীর্থ (১৬০০ খ্রীঃ)—শ্রীমধ্বের আত্রেয়োপনিষদ্ভাষ্যের উপর ইনি টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীসুধীন্দ্রতীর্থ (১৫৯৬—১৬২৩ খ্রীঃ)—বিজয়ীন্দ্র তীর্থের শিষ্য। ইনি অলঙ্কারমঞ্জরী, অলঙ্কারনিকষ, সাহিত্যসাম্রাজ্য, সুভদ্রাপরিণয় প্রভৃতি অলঙ্কার ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীকম্বালু রামচন্দ্রতীর্থ (১৬২৭—১৬৭০ খ্রীঃ)—শ্রীব্যাসরায়-মঠীয় মঠাধীশ। ইনি শ্রীজয়তীর্থের ন্যায়সুধা ও ঋগ্বেদ-ভাষ্যের টীকা এবং আত্রেয়োপনিষদ্ভাষ্য ও তত্ত্ববিবেক-টীকার উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীবিদ্যাধীশ তীর্থ (১৬১৯—১৬৩১ খ্রীঃ)—উত্তরাদিমঠীয় মঠাধীশ। শ্রীজয়তীর্থের প্রমাণলক্ষণটীকার উপর ভাষ্য, বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়টীকা ও কথা-লক্ষণটীকার উপর ভাষ্য, তলবকারভাষ্যের টীকা, দ্বৈতবাদার্থ, জন্মাষ্টমী-নির্ণয়, বিষ্ণুপঞ্চকব্রতনির্ণয়, তিথিত্রয়নির্ণয় প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

শ্রীকেশবাচার্য (১৬০৫—১৬৬০ খ্রীঃ)—কেহ কেহ ইঁহাকে বিদ্যাধীশ তীর্থের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মনে করেন। কেশবাচার্যের নামে ১৬ খানি গ্রন্থ আরোপিত হয়। তত্ত্বোদ্যোতটীকার ভাষ্য, বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয়টীকা, তত্ত্ব-সংখ্যানের টীকা, ব্যাখ্যার্থমঞ্জরী, প্রমেয়দীপিকার উপর টীকা, শ্রীজয়-তীর্থের ঋগ্ভাষ্যের উপর টীকা, শ্রীব্যাসরায়ের তাৎপর্যচন্দ্রিকার উপর টীকা, শেষ-ব্যাখ্যার্থচন্দ্রিকা প্রভৃতি ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীবিদর-বল্লী শ্রীনিবাসতীর্থ (১৫৯০—১৬৪০ খ্রীঃ)—কোন কোন মতে ইনি যদুপতি আচার্যের শিষ্য ও আত্মীয় ছিলেন এবং গৃহস্থ হইলেও শ্রীরাঘবেন্দ্র স্বামী ইঁহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া তীর্থ উপাধি দান

করেন। ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। দশপ্রকরণপ্রস্থান, সূত্রপ্রস্থান, উপনিষদ্‌প্রস্থান ও গীতাপ্রস্থান—শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের এই চারি প্রস্থানের উপরই তাঁহার গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

শ্রীলক্ষ্মীনাথ তীর্থ (১৬৪৩—১৬৬৩ খ্রীঃ)—ব্যাসরায়-মঠীয় মঠাধীশ, ইনি ন্যায়ামৃতের উপর একটি সুন্দর ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

শ্রীকুণ্ডলগিরি সূরি—শ্রীলক্ষ্মীনাথের শিষ্য। ইনি শ্রীভট্টোজী দীক্ষিতের অদ্বৈতকৌস্তুভের খণ্ডন, শ্রীজয়তীর্থের তত্ত্বপ্রকাশিকা ও ন্যায়সুধার টীকা, মহাভারত-তাৎপর্যনির্ণয়-টীকা, তত্ত্বোদ্যোত-টীকার টীকা, ভাষ্যার্থদীপিকা (মধ্বের ব্রহ্ম-সূত্রভাষ্যের টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীছলারি নৃসিংহাচার্য—উত্তরাদি-মঠীয় শ্রীসত্যনাথ তীর্থের (১৬৪৮—১৬৭৪ খ্রীঃ) সমসাময়িক এবং ছলারি নারায়ণাচার্যের পুত্র ও গৃহস্থ। ইনি মধ্বাচার্যের তত্ত্বসংখ্যান, সদাচারস্মৃতি, ঈশোপনিষৎ, প্রশ্নোপনিষৎ প্রভৃতির উপর টীকা রচনা করেন এবং প্রমাণপদ্ধতি, সংগ্রহ-রামায়ণ, শিবস্তুতি, দ্বাদশস্তোত্র, যমকভারতের উপরও টীকা রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভাগবত-তাৎপর্য ও ঋগ্‌ভাষ্যের টীকার টীকা ইনি লিখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। ইঁহার রচিত স্মৃত্যর্থসাগর মাধ্বস্মৃতিবিষয়ক এবং শাব্দিকা-কণ্ঠমণি বৈদিক ব্যাকরণ-বিষয়ক গ্রন্থ।

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ (১৬২৩—১৬৭১ খ্রীঃ)—ইনি মন্ত্রালয়মঠের মঠাধীশাচার্য ছিলেন। দক্ষিণভারতের বেলারী-জেলায় আদনি-তালুকে মন্ত্রালয়-নামক স্থানে মূল মঠ অবস্থিত। শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থ পূর্বে গৃহস্থ ছিলেন। ইনি শ্রীমধ্বাচার্যকৃত অণুভাষ্যের উপর তত্ত্বমঞ্জরীটীকা রচনা করিয়া মূল অণুভাষ্যের প্রত্যেক শব্দকে ভাষ্যরূপে স্থাপিত ও প্রমাণিত করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সুধাপরিমল, তত্ত্বপ্রকাশিকাভাবদীপ, তন্ত্রদীপিকা, মন্ত্রার্থ-মঞ্জরী, পুরুষসূক্তটীকা, দশোপনিষৎখণ্ডার্থ, গীতাবিবৃতি, দশপ্রকরণ-টীকা-

টিপ্পনী, পদ্ধতিটিপ্পনী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রচারিত হইলে মায়াবাদের প্রভাব আরও ক্ষীণ হইয়া পড়ে।

শ্রীবিশ্বপতি তীর্থ—মধ্ববিজয়টীকা, মণিমঞ্জরীটীকা, তীর্থপ্রবন্ধটীকা, রুক্মিণীশবিজয়টীকা, পঞ্চস্তুতিটীকা, সংগ্রহ-রামায়ণটীকা, রামসন্দেশটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

মন্ত্রালয়-মঠাধীশ শ্রীরাঘবেন্দ্র তীর্থস্বামী

শ্রীযদুপত্যাচার্য (১৫৮০—১৬৩০ খ্রীঃ)—ইনি ন্যায়সুধাটিপ্পনী গ্রন্থ রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদ নিরাস করেন। ইঁহার রচিত শ্রীমধ্বকৃত তত্ত্ব-সংখ্যান, তত্ত্বোদ্যোত, যমকভারত ও শ্রীভাগবত-তাৎপর্যের টীকা প্রভৃতি গ্রন্থও উল্লেখযোগ্য। ইনি শ্রীবেদেশ ভিক্ষুর বিখ্যাত শিষ্য।

শ্রীরামাচার্য (১৫৬৬—১৬১৬ খ্রীঃ)—গৃহস্থ ও উত্তরাদি-মঠীয় শ্রীরঘূত্তম তীর্থের শিষ্য। ইনি ন্যায়ামৃত-টীকাতরঙ্গিণী রচনা করিয়া মধুসূদন-সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধির খণ্ডন করেন।

শ্রীসত্যনাথ যতি (১৬৪৮—১৬৭৪ খ্রীঃ)—উত্তরাদি-মঠীয় মঠাধীশ, ইনি আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক ও বিধর্মিগণের দ্বারা নির্যাতিত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত। ইনি কর্মনির্ণয়ের টীকা, কর্মপ্রকাশিকা, পরশু (মায়াবাদ-খণ্ডন), অভিনব-চন্দ্রিকা, ঋগ্‌ভাষ্য-টিপ্পনী, অভিনবামৃত, অপ্পয়-দীক্ষিতের মধ্বমতমুখমর্দনের খণ্ডনপর 'অভিনব-গদা', অভিনবতর্কতাণ্ডব, বিজয়মালা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদখণ্ডন ও স্বসম্প্রদায়ের মতপুষ্টি করিয়াছেন।

শ্রীবনমালী মিশ্র (১৬৫০—১৭০০ খ্রীঃ)—উত্তর প্রদেশের কোন ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। ইনি অদ্বৈতসিদ্ধির সমর্থক মায়াবাদী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীর গুরুচন্দ্রিকার খণ্ডনপর তরঙ্গিণীসৌরভ লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া ইঁহার রচিত গ্রন্থ—গীতা-নিগূঢ়ার্থচন্দ্রিকা (শ্রীগীতার টীকা), মধ্বমুখালঙ্কার, চণ্ডমারুত, ন্যায়ামৃতসৌগন্ধ (অদ্বৈতসিদ্ধি ও ব্রহ্মা-নন্দীয় মতের খণ্ডন), বেদান্ত-সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, শ্রুতিসিদ্ধান্তপ্রকাশ, বিষ্ণু-তত্ত্বপ্রকাশ, ভক্তিরত্নাকর, মারুতমণ্ডন, জীবেশ্বরাভেদধিক্কার (কেবলা-দ্বৈতী নৃসিংহাশ্রমের ভেদধিক্কারের প্রতিবাদ), প্রমাণসংগ্রহ, অভিনব-পরিমল, বেদান্তদীপিকা ইত্যাদি।

শ্রীছলারি শেষাচার্য—ইঁহার রচিত অণুভাষ্য-টীকা এবং তত্ত্বসংখ্যান, কর্মনির্ণয়, প্রশ্নোপনিষৎ, তন্ত্রসার-সংগ্রহ, বায়ুস্তুতি, মধ্ববিজয়, নখস্তোত্র, প্রমাণচন্দ্রিকা প্রভৃতির উপর টীকা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীছলারি সঙ্কর্ষণাচার্য—শ্রীছলারি শেষাচার্যের পুত্র। ইনি জয়তীর্থ-বিজয় ও সত্যনাথাভ্যুদয়-গ্রন্থ লিখিয়া তত্ত্ববাদ-সম্প্রদায়ে বিশেষ

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীসত্যাভিনব তীর্থ (১৬৭৫—১৭০৬ খ্রীঃ)—শ্রীসত্যনাথ তীর্থের পরে মঠাধীশ হন। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের দুর্ঘটভাবদীপিকা নামক টীকা ও মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ের একটি টীকা রচনা করেন।

শ্রীসুমতীন্দ্র তীর্থ (১৬৯২—১৭২৫ খ্রীঃ)—রাঘবেন্দ্র-মঠীয় যতি ও রাঘবেন্দ্র হইতে তৃতীয় অধস্তন। ইনি তন্ত্রসারের টীকা, শ্রীজয়তীর্থের গ্রন্থের উপর বিভিন্ন টীকা রচনা করিয়াছেন এবং কাব্য ও অলঙ্কার-বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে সুধীন্দ্র তীর্থের অলঙ্কার-মঞ্জরীর উপর মধুধারা-টীকা, ত্রিবিক্রম পণ্ডিতের উষাহরণকাব্যের উপর রসিকরঞ্জিনী ও জয়ঘোষণা প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীরঘুনাথ তীর্থ (১৬৯৫—১৭৪২ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীজয়তীর্থের তত্ত্ব-প্রকাশিকার উপর 'শেষচন্দ্রিকা'-টীকা (ব্যাসরায়ের তাৎপর্যচন্দ্রিকার পূর্তিরূপে) রচনা করিয়া শেষচন্দ্রিকাচার্য নামে খ্যাত হন। এতদ্ব্যতীত পদার্থবিবেক, তত্ত্বকর্ণিকা প্রভৃতি তাঁহার আরও কতিপয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে।

শ্রীবাদীন্দ্র তীর্থ (১৭২৮—১৭৪৩ খ্রীঃ)—ইঁহার রচিত গুরুগুণস্তব (রাঘবেন্দ্র স্বামীর স্তুতিমূলক), তত্ত্বোদ্যোতের টীকা, বিষ্ণুসৌভাগ্যশিখরিণী প্রভৃতি তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শ্রীজগন্নাথ তীর্থ (১৭২৫—১৭৬০ খ্রীঃ)—ব্যাসরায়-মঠীয় মঠাধীশ। ইনি ঋগ্‌ভাষ্যের টীকার টীকা ব্যতীত সূত্রদীপিকা ও ভাষ্যদীপিকা-নামক গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ চক্রবর্তী (খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী ?)—ইনি বঙ্গদেশীয় দ্বৈতমতাবলম্বী নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন এবং নারায়ণ ভট্টের শিষ্য

বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।[১] ইঁহার তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী (১২০ শ্লোকাত্মক)-নামক গ্রন্থ কাশীর পণ্ডিত-পত্রিকায় ও তৎপরে সজ্জনতোষণী-পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছিল। শ্রীনিবাস সূরি তাঁহার শ্রীমদ্-ভাগবতের টীকায় (১০।৮৭।৩১) তত্ত্বমুক্তাবলীর ৮২—৮৪তম শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় ইহা ইংরাজী অনুবাদের সহিত প্রকাশিত হইয়াছে।[২] তত্ত্বমুক্তাবলীতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাক্য উপাসনার্থ বা ভূতশুদ্ধিপর-বাক্য এবং 'তত্ত্বমসি' = তস্য + ত্বম্ + অসি, অর্থাৎ তদীয়ত্ব-বাচক বলিয়া তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন। অফ্রেৎ সাহেব গৌড়পূর্ণানন্দের আরও দুইখানি গ্রন্থের নাম করিয়াছেন—(১) যোগবাশিষ্ঠসারটীকা ও (২) শতদূষণীযামুন।

শ্রীসত্যধর্ম তীর্থ (১৭৯৮—১৮৩০ খ্রীঃ)—দ্বিতীয় পেশোয়া বাজিরাও-এর (১৭৯৫—১৮১৮ খ্রীঃ) সমসাময়িক ছিলেন। ইনি প্রায় দশখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত তত্ত্বসংখ্যানের টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীমদ্ভাগবতেরও টিপ্পনী ইনি রচনা করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীনিবাস তীর্থ (গৃহস্থ)—দশপ্রকরণটিপ্পনী, ন্যায়ামৃতটিপ্পনী, সুধা-টিপ্পনী, তৈত্তিরীয়টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদ খণ্ডন করেন।

পূর্বোক্ত আচার্যগণ ব্যাসকূটের (বিচারক-শ্রেণীর) অন্তর্ভুক্ত বৈদান্তিক আচার্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীহরিভক্তিসার প্রভৃতি গ্রন্থলেখক শ্রীকনকদাস

১। কেহ কেহ বলেন, এই নারায়ণ ভট্ট শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপাদের প্রশিষ্য ছিলেন এবং ইনি ১৬শ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে প্রকট ছিলেন। কিন্তু মধ্ব-সম্প্রদায়ের গবেষক ডক্টর বি. এন. কৃষ্ণমূর্তিশর্মা গৌড়পূর্ণানন্দ চক্রবর্তীকে খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন—Vide, The Proceedings and Transactions of the Ninth Oriental Conference held at Trivandrum, 1937, pp 593—94; ২। J. R. A. S. (New Series) XV, pp. 137—173 of 1883.

এবং শ্রীব্যাসরায়-শিষ্য শ্রীপুরন্দর দাস-প্রমুখ (মাতৃভাষায়) ভজন-গীতি-লেখকগণ দাসকূটের (ভজনানন্দি-শ্রেণীর) অন্তর্গত বলিয়া খ্যাত।

বর্তমানে উড়ুপীতে অদমারমঠের মঠাধীশ শ্রীবিবুধপ্রিয় তীর্থ ও কাণূরুমঠের মঠাধীশ শ্রীবিদ্যাসমুদ্র তীর্থ মধ্বশাস্ত্রে বিশেষ পণ্ডিত ব্যক্তি। কন্যাকুমারিকা, তিরুবত্তর, ত্রিবাঙ্কুর, কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি স্থানেও মাধ্ব-পণ্ডিতগণ বাস করেন দেখিতে পাওয়া যায়।

মায়াবাদ-খণ্ডন ও কেবলভেদবাদ-স্থাপন

শ্রীমধ্বাচার্য ও তদনুগত সম্প্রদায় বেদান্তশাস্ত্রবিচার, ন্যায়ের সূক্ষ্ম যুক্তি ও সাধারণ যুক্তির দ্বারা শঙ্কর-মায়াবাদের অসংখ্যপ্রকার দোষ ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। নিম্নে অতি সংক্ষেপে মাত্র কয়েকটি খণ্ডন প্রকাশিত হইল—

(১) ন্যায়ামৃতে শ্রীব্যাসতীর্থ বলেন,—ব্রহ্ম-শব্দটি বৃহত্ত্বধর্মের সূচক। বেদে ও শ্রুতিতে সর্বত্রই ব্রহ্মের বিশেষধর্মের কথা শ্রুত হয়। যদি ব্রহ্ম সমস্ত গুণশূন্যই হন, তাহা হইলে ব্রহ্ম একটী শূন্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ বাস্তব বস্তুমাত্রেই গুণবিশিষ্ট।

(২) ব্রহ্ম—বেদকর্তা ও জগৎস্রষ্টা ; সুতরাং তিনি নিরাকার ও ও নির্বিশেষ হইতে পারেন না। সর্বশক্তিমান্ পরতত্ত্বের দেহ বা স্থান প্রাকৃত নহে, তাহা অপ্রাকৃত ও নিত্য—ইহা শব্দপ্রমাণেই জানা যায়।

(৩) গুণ—পরমেশ্বরের অধীন, কিন্তু পরমেশ্বর গুণের অধীন নহেন ; সুতরাং গুণ—পরমেশ্বরের বন্ধনকারক হইতে পারে না।

(৪) ভার্যা যেরূপ নিজের পতিকে প্রসব করিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞানকল্পিত জীবও অজ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না এবং জীবাশ্রিত অজ্ঞান জীবকে সৃষ্টি করিতে পারে না। মায়াবাদীর মতে জীবসিদ্ধি

হইলে তদীয় আধাররূপে অজ্ঞানসিদ্ধি এবং অজ্ঞানসিদ্ধি হইলে তাহার কল্পনীয় জীবসিদ্ধি সম্ভবপর বলিয়া অন্যোহন্যাশ্রয় দোষ হইয়া থাকে।[১]

(৫) মায়া—প্রকৃতিরই অংশভূতা, সত্যা এবং জীবাশ্রিতা। কারাগৃহে আবদ্ধ রাজা যেরূপ কারাবদ্ধ অন্য পুরুষের মুক্তিদানে অসমর্থ, সেইরূপ ঈশ্বর মায়াবদ্ধ হইলে মায়াবদ্ধ জীবের মুক্তিদানে সমর্থ হইতে পারেন না ; অতএব উভয়বিধ মায়ার অতীত ভগবানই জীবের মুক্তিদাতা।[২]

(৬) অন্ধ—অন্য ব্যক্তি বা বস্তুকে না জানিলেও নিজেকে জানিয়া থাকে। মায়াবাদিমতে ব্রহ্ম—নিজেকেও জানেন না বলিয়া মায়াবাদীর ব্রহ্ম অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ এবং স্বরূপ-জ্ঞানাভাবহেতু ঘটপট-সদৃশ।[৩]

(৭) "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃহদারণ্যক ৪।৪।১৯) অর্থাৎ এই ব্রহ্মে কোনও প্রকার ভেদ নাই। এই বাক্য, ব্রহ্মের সহিত তদীয়জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি স্বরূপসিদ্ধ গুণ ও বিগ্রহের অভেদ বর্তমান—ইহাই প্রতিপাদন করিতেছে। উক্ত শ্রুতি ব্রহ্মের অভিন্ন স্বগুণসমূহের নিষেধ করেন নাই ; যদি তাঁহার সর্বধর্ম এই শ্রুতিদ্বারা নিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলে জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যরূপ (মায়াবাদীর অভিমত) ধর্মও নিষিদ্ধ হয়।[৪]

(৮) প্রকৃত সিংহ ও চিত্রিত সিংহের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান, বিম্ব-প্রতিবিম্বের মধ্যেও সেইরূপ ব্যবধান বর্তমান। বিম্ব-প্রতিবিম্বের যদি ঐক্য হয়, তাহা হইলে তপ্ত জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত মুখও দগ্ধ হইতে পারে—এইরূপ কাংস্যনিবদ্ধদর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইলে মুখেও তজ্জন্য ক্ষত হইতে পারে।[৫]

(৯) ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাস প্রথমসূত্রে অধিকারী প্রভৃতির সদ্ভাব, গুরু ও শিষ্যের সম্ভাবনা, বক্তা ও শ্রোতার মন, দেহ, গৃহাদির উপদ্রবাভাব,

১। যুক্তিমল্লিকা, শুদ্ধিসৌরভ ৮৩ ও ৮৪ শ্লোক ; ২। ঐ, ঐ ১৮৯—১৯২ শ্লোক ; ৩। ঐ, ঐ ২৩৮ শ্লোক ; ৪। ঐ, গুণসৌরভ ৫৮১ ও ৫৮২ শ্লোক ; ৫। ঐ, ভেদসৌরভ, ১৫৫২ ও ১৫৫৩ শ্লোক।

নিজের উপযুক্ত দেশ, কাল, অন্নের বিদ্যমানতা, ফলের উদ্ভব, মীমাংসা করিবার যোগ্য শ্রুতিবচনের অস্তিত্ব এবং মীমাংসাদর্শনরূপ শাস্ত্রের উপযোগিতা প্রভৃতি হেতুমূলে 'সদেব সৌম্য' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মমীমাংসা কর্তব্য—এইরূপ সূত্র করিলেন। যিনি এইরূপ সূত্র করিলেন, তিনি কখনও জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন না। যিনি জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গের হেতুরূপ প্রদীপকে প্রজ্বলিত করিলেন, তিনি কিরূপে স্বপ্রদত্ত দীপে তৈলের অভাব কল্পনা করিতে পারেন ?[১]

(১০) ব্রহ্মসূত্রকার "স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ"[২]—স্থিতি (শ্বেতাশ্বতর ৪।৬-শ্রুতি অনুযায়ী পরমাত্মার সাক্ষিরূপে অবস্থিতি) এবং অদন (জীবের কর্মফল-ভোগহেতুও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ)—এই সূত্রে জীবের কর্মফলের ভোগ এবং পরমাত্মার সাক্ষিরূপে স্থিতিরূপ যুক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণন করিয়াছেন। এইরূপ "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে"[৩]—শারীরশ্চ (জীবও অন্তর্যামিশব্দবাচ্য হইতে পারে না) উভয়ে (যজুর্বেদের কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন উভয় শাখাতেই) এনং (জীবকে) ভেদেন (পরমাত্মা হইতে পৃথগ্রূপেই নির্দেশ করিয়াছে)—এই সূত্রে কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিন শাখীয় সংবাদানুসারে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদ স্থাপিত হইয়াছে। "ভেদব্যপদেশাচ্চ"[৪]—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের নির্দেশহেতু) চ (ও) [ব্রহ্ম জীব হইতে ভিন্ন] ; "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ"[৫]—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখবশতঃ) চ (ও) অন্যঃ (জীব হইতে পৃথক্)—এই সূত্রদ্বয়েও ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ কথিত হইয়াছে। "বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ"[৬]—বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ (বিশেষণ ও ভেদের নির্দেশহেতুও) নেতরৌ (প্রকৃতি ও বিরিঞ্চিকে [মুক্তাত্মাকে] পরব্রহ্ম বলা যায় না)—

১। যুক্তিমল্লিকা, বিশ্বসৌরভ ২৯৮—৩০১ শ্লোক ; ২। ব্র সূ ১।৩।৭ ; ৩। ঐ, ১।২।২০ ; ৪। ঐ ১।১।১৭ ; ৫। ঐ ১।১।২১ ; ৬। ঐ ১।২।২২

এই সূত্রে ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি বিশেষণদ্বারা এবং চতুর্মুখাদিরও সৃষ্টিকর্তৃত্ব-নিবন্ধন চতুর্মুখ এবং প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মের ভেদ স্থিরীকৃত হইয়াছে। "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ"[১]—অনুপপত্তেঃ (পরমেশ্বর-বিষয়ে উক্ত গুণসমূহ জীবে সঙ্গত হয় না বলিয়াও) শারীরঃ (জীব) ন (পরব্রহ্ম নহে), "নেতরোঽনুপপত্তেঃ"[২]—ইতর (অপর—ব্রহ্মা প্রভৃতি মুক্তাত্মা) ন (শ্রুতিকথিত আনন্দময় নহে) অনুপপত্তেঃ (যুক্তিসঙ্গত হয় না বলিয়া)—এই সূত্রদ্বয়েও জীব ও ব্রহ্মের ভেদ সাধিত হইয়াছে। "ন প্রতীকেন হি সঃ"[৩]—প্রতীকেন (প্রতীকরূপে) সঃ (পরমেশ্বর) হি (নিশ্চিতই) ন (উপাস্য নহে); কিন্তু প্রতীকে অবস্থিতরূপে পরমাত্মা উপাস্য—এই সূত্রে প্রতীক-সকল হইতে স্পষ্টরূপে ব্রহ্মের ভেদ বলা হইয়াছে। ছান্দোগ্যোপনিষদে নাম হইতে প্রাণ পর্যন্ত ষোড়শ দেবতা প্রতীকরূপে প্রসিদ্ধ; যদি এইরূপ দেবগণের সহিতই ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যাদির সহিত অভেদ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? "মুক্তোপসৃপ্যং ব্যপদেশাৎ"[৪]—মুক্তোপসৃপ্যং (ব্রহ্ম মুক্তপুরুষের প্রাপ্য) ব্যপদেশাৎ (যেহেতু ইহা শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে), "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন"[৫]—সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোঃ (সুষুপ্তি ও উৎক্রমণ [দেহত্যাগ]-অবস্থায়) ভেদেন (জীব ও পরমাত্মার ভেদ শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে বলিয়া জীব ও পরমাত্মা এক নহে)—এই সূত্রদ্বয়েও মুক্তজন-প্রাপ্যত্ব এবং সুষুপ্তি ও উৎক্রান্তির নিয়ামকত্বরূপ লক্ষণদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। "পৃথগুপদেশাৎ"[৬]—পৃথগুপদেশাৎ (জ্ঞান ও জ্ঞাতার পার্থক্য শ্রুতিতে উপদিষ্ট হওয়ায়) উভয়ের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে, "সম্পদ্যাবিহায় স্বেন শব্দাৎ"[৭]—সম্পদ্য (ব্রহ্মকে সম্যগ্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া) অবিহায় (অতিক্রম না করিয়া) [মুক্তপুরুষ আনন্দ

১। ব্র সূ ১।২।৩; ২। ঐ ১।১।১৬; ৩। ঐ ৪।১।৪; ৪। ঐ ১।৩।২; ৫। ঐ, ১।৩।৪২; ৬। ঐ ২।৩।২৭; ৭। ঐ, ৪।৪।১

উপভোগ করেন] স্বেন শব্দাৎ (শ্রুতিতে স্বরূপে অবস্থানের সহিত—এই শব্দ-প্রয়োগহেতু)—এই সূত্রদ্বয়ে ভেদ নির্দেশ এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্ম-প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ প্রতিপাদনপূর্বক ভেদ ব্যবস্থিত হইয়াছে। "জগদ্ব্যাপার-বর্জম্"[১] —জগদ্ব্যাপার (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় নিয়মনাদি কার্য) বর্জম্ (ব্যতীত) [মুক্তপুরুষের অন্যান্য ঐশ্বর্য লাভ হয়]—এই সূত্রেও জীবের ব্রহ্মতুল্য নিরবধিক ঐশ্বর্যের নিষেধ করিয়া একমাত্র বিষ্ণুরই জগৎকর্তৃত্ব সাধিত হইয়াছে, অতএব জগৎকর্তা বিষ্ণু জীব হইতে ভিন্নই—বেদব্যাস বহুসূত্রে এইরূপে ভেদের উচ্চকীর্তন করিয়াছেন।[২]

(৪) শ্রীকণ্ঠাচার্য-চরিত

শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শ্রীকণ্ঠের অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। শ্রীকণ্ঠাচার্য তাঁহার ভাষ্যের মঙ্গলাচরণের পঞ্চমশ্লোকে লিখিয়াছেন,—

ব্যাসসূত্রমিদং নেত্রং বিদুষাং ব্রহ্মদর্শনে।
পূর্বাচার্যৈঃ কলুষিতং শ্রীকণ্ঠেন প্রসাদ্যতে ॥[৩]

অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন-বিষয়ে বিদ্বদ্গণের চক্ষুস্বরূপ এই ব্যাসসূত্র পূর্বাচার্য-গণের দ্বারা কলুষিত হইয়াছে দেখিয়া শ্রীকণ্ঠ ইঁহার নির্মলতা-সম্পাদন করিতেছেন। এইস্থানে 'পূর্বাচার্যৈঃ'-পদে শ্রীকণ্ঠভাষ্যের ব্যাখ্যাকার অপ্পয়দীক্ষিত শাঙ্করভাষ্য ও রামানুজভাষ্য হইতে বিভিন্ন বাক্য উদ্ধার করিয়া উহাদের অসঙ্গতি ও কষ্টকল্পনাদি-দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, আধুনিক ভাষ্যাদির প্রণয়নকারিগণের পূর্বপূর্ব উপদেশক-দিগকে লক্ষ্য করিয়াই উক্ত বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে।

১। ব্র সূ ৪।৪।১৭; ২। যুক্তিমল্লিকা, ভেদসৌরভ, ২১২—২২১ শ্লোক; ৩। উক্ত 'পূর্বাচার্য'-স্থানে অপ্পয়দীক্ষিত 'বৃদ্ধবৈদ্য'-পাঠান্তরেরও উল্লেখ করিয়াছেন—শ্রীকণ্ঠভাষ্যের অপ্পয়দীক্ষিতকৃত 'শিবার্কমণিদীপিকা'-ব্যাখ্যা ১২ পৃঃ (হালাস্যনাথ শাস্ত্রি-কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ভারতীমন্দির সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, কুম্ভকোণম্, ১৯০৮ খ্রীঃ)।

শ্রীকণ্ঠ স্বয়ং ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত্যধিকরণে[১] 'ব্রহ্ম উপাদানকারণ হইতে পারেন না'—ইহা শ্রীমধ্ব ও তদনুগত শ্রীজয়তীর্থ-প্রমুখ আচার্যগণের দৃষ্টান্ত ও যুক্তি উদ্ধার করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। "ন হি ঘটং নির্মিমাণঃ কুলালঃ স্বয়মেব মৃৎপিণ্ডীভূয় ঘটং করোতি পটং বা কুবিন্দঃ"[২] অর্থাৎ ঘটনির্মাণরত কুম্ভকার স্বয়ংই মৃৎপিণ্ডে পরিণত হইয়া ঘট প্রস্তুত করে না, অথবা তন্তুবায়ও সূত্রে পরিণত হইয়া বস্ত্র বয়ন করে না—ইত্যাদি দৃষ্টান্ত ও যুক্তিগুলি তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের বিভিন্ন দার্শনিক আচার্যের গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। বিশেষতঃ শ্রীমধ্ব ও শ্রীমধ্বানুগ-সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব অস্বীকার করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, শ্রীকণ্ঠ শ্রীমধ্বের পরে আবির্ভূত হইয়া শ্রীরামানুজের মতের অনুকরণে স্বমত কল্পনা করিয়াছেন। শ্রীকণ্ঠভাষ্যের সম্পাদক শৈব হালাস্যনাথ শাস্ত্রী[৩], এই সকল প্রমাণের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সম্ভবতঃ স্বসম্প্রদায়ের প্রাচীনতমতা প্রদর্শনকল্পে শ্রীকণ্ঠকে শ্রীশঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী বেদান্তাচার্যরূপে স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীকণ্ঠের ভাষ্য পাঠ করিলে, যে কেহ, উহাতে শঙ্করভাষ্যের বহু বাক্য ও মতের খণ্ডন এবং শ্রীরামানুজাচার্যের হুবহু অনুকরণ দেখিতে পারেন।

শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের বি, এন, কৃষ্ণমুর্তিশর্মা 'On the Date of Srikantha'-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীকণ্ঠের অভ্যুদয়কাল শ্রীমধ্বাচার্যের পূর্বে নির্দেশকল্পে নিম্নলিখিত যুক্তি দিয়াছেন,—(১) শ্রীমধ্ব ব্রহ্মসূত্রের আনন্দময়াধিকরণে শিবের আনন্দময়ত্ব ও পরতমত্ব নিরাস করিয়া বিষ্ণুর আনন্দময়ত্ব ও পরতমত্ব স্থাপন করিয়াছেন। (২) শ্রীজয়তীর্থ ন্যায়-সুধায় শ্রীকণ্ঠের ব্যবহৃত 'অভিযুক্ত' পরিভাষাটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং

১। ব্র সূ ১।৪।২৩—২৮; ২। ঐ ১।৪।২৩—শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ৫৫৭ পৃঃ; ৩। হালাস্যনাথ শাস্ত্রিকৃত শ্রীকণ্ঠভাষ্যের ভূমিকার প্রথম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) শ্রীব্যাসতীর্থ-কৃত তাৎপর্যচন্দ্রিকার উপর শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থের চন্দ্রিকা-প্রকাশ হইতে জানা যায় যে, শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মধ্বমতে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু কৃষ্ণমূর্তিশর্মার উক্ত মত নিম্নলিখিতকারণে সমর্থনযোগ্য হইবে কিনা বিচার্য—(১) শ্রীমধ্বকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।১ ও ১।১।৪) এবং উহাদের তত্ত্বপ্রকাশিকা-টীকায় তথা আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যায় পাশুপত-শাস্ত্রোক্ত মতেরই খণ্ডন দৃষ্ট হয়. তথায় সুস্পষ্টভাবে শৈবাদি-পুরাণ ও পাশুপতশাস্ত্রোক্ত মত বলিয়া উল্লেখ আছে। (২) 'অভিযুক্ত' পরিভাষাটি শ্রীকণ্ঠের নির্মিত পরিভাষা নহে। শ্রীকণ্ঠের বহু পূর্বে ভর্তৃহরিকৃত বাক্যপদীয়ে (১।৩৪ শ্লোকে) এবং কেবলাদ্বৈতবাদিগণের বহুগ্রন্থে 'অভিযুক্ত' পরিভাষাটি দৃষ্ট হয় (শ্রীসর্বসম্বাদিনী ৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। (৩) শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি (১৬২৩—১৬৭১ খ্রীঃ) শ্রীমধ্বের বহু পরের আচার্য; সুতরাং তিনি প্রসঙ্গক্রমে শৈববিশিষ্টাদ্বৈতবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া তাহা শ্রীমধ্বাচার্যকর্তৃক শৈবাদিপুরাণোক্ত মতবাদ খণ্ডনের সহিত একাকার করিতে হইবে, ইহাও সঙ্গত মনে হয় না।

শ্রীকণ্ঠ শৈব-যোগী ছিলেন বলিয়া জানা যায়।[১] তিনি স্বকৃত ভাষ্যের প্রারম্ভে শৈবসম্প্রদায়ের প্রথম আচার্য শ্বেতাচার্যের বন্দনা করিয়াছেন।[২]

শ্রীকণ্ঠের মতবাদ

শ্রীকণ্ঠাচার্যের মতবাদ শ্রীরামানুজাচার্যের সিদ্ধান্তেরই অনেকটা অনুকরণ। ইহার নাম **বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদ**।

শ্রীকণ্ঠ শ্রীরামানুজের কথিত পরমতত্ত্ব শ্রীনারায়ণের স্থানে শিবকে পরতত্ত্ব বলিয়াছেন। শিবই—পরব্রহ্ম। তিনি সমস্ত প্রতিবন্ধক ও কলঙ্করহিত, নিরতিশয় জ্ঞানানন্দাদি-শক্তিবিশিষ্ট।[৩] সেই সর্বজ্ঞ ও

১। অপ্পয়দীক্ষিতকৃত শিবার্কমণিদীপিকার মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য; ২। ব্র সূ শ্রীকণ্ঠ-ভাষ্য, মঙ্গলাচরণ, ৪র্থ শ্লোক দ্রষ্টব্য; ৩। "নিরস্তসমস্তোপপ্লব-কলঙ্ক-নিরতিশয়জ্ঞানানন্দাদি-শক্তি-মহিমাতিশয়বত্ত্বং হি ব্রহ্মত্বম্।"—ব্র সূ ১।১।১,—শ্রীকণ্ঠভাষ্য ৮৯ পৃঃ।

শক্তিমান্ ব্রহ্মের চিদচিৎশক্তিবিশিষ্টতাই স্বাভাবিক। তিনি কখনও নির্বিশেষ নহেন।[১] তিনি যুগপৎ ভীষণ ও মধুর। চিৎ ও অচিৎ—শিবের শক্তিবিশেষ। চিচ্ছক্তি—জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এবং অচিৎ শক্তি—পঞ্চমহাভূতের সমাহার; এই অষ্টরূপী চিৎ ও অচিৎ—ব্রহ্মের শরীর স্থানীয়। অথবা চিৎ ও অচিৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বা গুণও বলা যাইতে পারে। এইরূপ চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্ম—কারণাবস্থা ও কার্যাবস্থাদ্বয়বিশিষ্ট। কারণাবস্থায় বা প্রলয়কালে চিৎ ও অচিৎ—অনভিব্যক্ত সূক্ষ্মশক্তিরূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে এবং কার্যাবস্থায় নামরূপযুক্ত প্রপঞ্চরূপে অভিব্যক্ত হয়। শিব—জগতের নিমিত্ত ও উপাদানকারণ। তিনি নিরুপাধিক পরমৈশ্বর্যবান্ বলিয়া—ঈশান। তিনি পশু (জীব) ও পাশের (মায়ার) ঈশ্বর বলিয়া—'পশুপতি'। জীবের পাশপটল বিধ্বস্ত হইলে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি ঘটে। শ্রীকণ্ঠের মতে জীব—ব্রহ্মের কার্য; কার্য ও কারণের অভিন্নতা-বিষয়ে সজাতীয় ও বিজাতীয়-ভেদরহিত হইলেও স্বগত-ভেদ বিদ্যমান। শ্রীকণ্ঠের মতে আত্মা—বিভু অর্থাৎ ব্যাপক, কিন্তু প্রতি শরীরে ভিন্ন।

শ্রীকণ্ঠের মতে শিবের পরমা শক্তিতেই জগতের বীজ নিহিত রহিয়াছে। সেই পরমা শক্তিই চিচ্ছক্তি। সূক্ষ্ম চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মই কারণ এবং স্থূল চিদচিদ্‌বিশিষ্ট ব্রহ্মই তাহার কার্য।[২]

তত্ত্বমসি-বাক্য উপাসনাপর। বেদ শিববাক্য বলিয়া অভ্রান্ত, শ্রুতিই প্রমাণ। শ্রুতির অনুকূল অনুমান প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে। ধর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা উভয়েই একযোগে এক শাস্ত্র।

শ্রীকণ্ঠের মতে শিবত্ব-প্রাপ্তিই মুক্তি। মুক্তিই সাধ্য বা উপাসনার ফল।[৩]

১। "চিদচিৎপ্রপঞ্চরূপশক্তিবিশিষ্টত্বং স্বাভাবিকমেব ব্রহ্মণঃ কদাচিদপি ন নির্বিশেষত্বমিত্যনেন সিদ্ধম্।"—ব্র সূ ১।১।২, শ্রীকণ্ঠভাষ্য, ১২৪ পৃঃ; ২। "সূক্ষ্ম-চিদচিদ্বিশিষ্টং ব্রহ্ম কারণং স্থূলচিদচিদ্বিশিষ্টং তৎকার্যম্"—ঐ, ১।১।২, ১৩৫ পৃঃ; ৩। ঐ, ১।১।১, ৯১—৯৫ পৃঃ।

শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও শ্রীকণ্ঠের মতের পরস্পর পার্থক্য

শ্রীকণ্ঠাচার্য শ্রীরামানুজাচার্যের বিশিষ্টাদ্বৈতমতের ছায়া গ্রহণ করিয়া স্বীয় মত গঠন করিলেও এবং নির্বিশেষভাব অস্বীকার করিয়া শঙ্কর-মতের কতকটা প্রতিযোগী মত প্রচার করিলেও শ্রীরামানুজাচার্যের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে শঙ্কর-মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীকণ্ঠ—আত্মাকে বিভু বলেন ; কিন্তু শ্রীরামানুজমতে আত্মা অণু। শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্তাত্মা—উপাস্যবস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ শিবত্ব প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু শ্রীরামানুজমতে মুক্তাত্মাও শ্রীনারায়ণ-সেবক। শ্রীকণ্ঠের মতে মুক্ত জীব ব্রহ্মসম ঐশ্বর্য লাভ করে, তখন আর শিবের দাস্য থাকে না। শ্রীরামানুজ সর্বাবস্থায় জীবের নিত্য দাস্য স্বীকার করেন।

শ্রীশঙ্করাচার্যের সহিত শ্রীকণ্ঠের কয়েকটি বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীকণ্ঠ - পরিণামবাদী আর শঙ্কর—বিবর্তবাদী। শ্রীকণ্ঠের মতে জগৎ—সত্য ; শঙ্করের মতে জগৎ—মিথ্যা। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্মের সগুণত্ব ও সবিশেষত্ব পারমার্থিক ; শঙ্করের মতে সগুণত্ব ও সবিশেষত্ব মায়িক। শ্রীকণ্ঠের মতে ব্রহ্ম--সক্রিয়, শঙ্করের মতে ব্রহ্ম—নিষ্ক্রিয়।

শ্রীকণ্ঠ—ব্রহ্মে নির্বিশেষত্ব সিদ্ধ নহে এবং সবিশেষত্বই স্বাভাবিক বলিলেও অহংগ্রহোপাসনা অর্থাৎ উপাসকের উপাস্যবস্তুরূপে পরিণতি স্বীকার এবং নিত্য ভগবদ্দাস্য অস্বীকার করায় এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শঙ্করমতেরই গ্রাহক হইয়া পড়িয়াছেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ সবিশেষ উপাসনার দুই প্রকার শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন[১]—(১) সৎ-সবিশেষ ও (২) অসৎ-সবিশেষ। সৎ-সবিশেষ

১। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ২৮৬তম অনু, ১৪৬ পৃঃ।

আবার দুইভাগে বিভক্ত—(ক) পরমাত্মনিষ্ঠোপাসনা বা ভক্তিবিশেষ-যোগ (যোগমিশ্রা ভক্তি) এবং (খ) ভগবন্নিষ্ঠোপাসনা বা শুদ্ধা ভক্তি। পরমাত্মনিষ্ঠোপাসনা দুই প্রকার—(ক) ব্যষ্টি-অন্তর্যামী বা পরমাত্মার (অনিরুদ্ধ বিষ্ণুর) উপাসনা ও (খ) সমষ্টি-জীবান্তর্যামীর (গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর) উপাসনা। **অসৎ-সবিশেষ** তিন প্রকার—[ক] **শ্রীবিষ্ণু ব্যতীত অন্যাকারে ঈশ্বরজ্ঞান** (শ্রীকণ্ঠাদির বা বীরশৈবগণের মত), [খ] নিরাকারে ঈশ্বরজ্ঞান (হিরণ্যকশিপুর মত), ও [গ] অহংগ্রহোপাসনা। এই শেষোক্ত অহংগ্রহোপাসনা আবার দুই প্রকার—[ক] বিষয়বিগ্রহাভিমান (পৌণ্ড্রক-বাসুদেব ইত্যাদি), [খ] আশ্রয়-বিগ্রহাভিমান (নিজেকে নন্দ-যশোদাদি মনে করা-রূপ চরম পাষণ্ডতা)।

শ্রীকণ্ঠের রচিত গ্রন্থ

শ্রীকণ্ঠ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এবং মৃগেন্দ্রসংহিতার বৃত্তি রচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়। অপ্পয়দীক্ষিত (১৫৫৪—১৬২৬ খ্রীঃ)[১] শ্রীকণ্ঠের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যের উপর শিবার্কমণিদীপিকা-নামক ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন। ঐ ব্যাখ্যায় অপ্পয়দীক্ষিত শঙ্করমতও খণ্ডন করিয়াছেন।

শ্রীকণ্ঠ ও তদনুগ-গণ

মহীশূরের দক্ষিণে কেদারেশ্বর-শিবমন্দিরের গুরুপ্রণালী হইতে জানা যায় যে, ইঁহাদের প্রথম গুরুর নাম—কেদারশক্তি। ইঁহার শিষ্যের নাম—শ্রীকণ্ঠ। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই শ্রীকণ্ঠই শৈব-বিশিষ্টাদ্বৈত-মতবাদ প্রপঞ্চিত করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। শ্রীকণ্ঠের শিষ্যের নাম—সোমেশ্বর, তাঁহার শিষ্য গৌতম, তাঁহার শিষ্য বামাশক্তি ও তাঁহার শিষ্য জ্ঞানশক্তি।

১। Vide—A History of Classical Sanskrit Literature, Poona (1937) by Krishnamacari, Pp. 225, 226.

(৫) শ্রীবিষ্ণুস্বামি-চরিত

শ্রীবিষ্ণুস্বামী শুদ্ধাদ্বৈতমতবাদ-প্রবর্তক আচার্য ছিলেন, এইরূপ ঐতিহ্য প্রচারিত আছে। আরও একটি প্রচলিত মত এই যে, সেই শুদ্ধাদ্বৈতবাদ পরে শ্রীবল্লভাচার্য পুনরুজ্জীবিত করেন।

শ্রীশ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত[১] ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণের টীকায়[২] এবং মাধবাচার্য সর্বদর্শন-সংগ্রহে[৩] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতের উল্লেখ করিয়াছেন। কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থকারের রচিত সকলাচার্যমত-সংগ্রহ[৪]-নামক পুস্তকে যথাক্রমে শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বাদিত্য ও শ্রীমধ্বাচার্যের মত-সংক্ষেপ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামিমতের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা শ্রীবল্লভাচার্যের প্রপঞ্চিত মতবাদেরই অনুবাদমাত্র। শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত শ্রীবল্লভ-দিগ্বিজয়-গ্রন্থের দ্বিতীয় অবচ্ছেদে শ্রীবল্লভাচার্যকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অধস্তনাচার্যরূপে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর একটি ধারাবাহিক ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রাচীন দ্রাবিড়দেশান্তর্গত পাণ্ড্যদেশের রাজা পাণ্ড্যবিজয়ের পুরোহিত শ্রীদেবস্বামীর পুত্রই শ্রীবিষ্ণুর অবতার—আদি শ্রীবিষ্ণুস্বামি। শ্রীবিষ্ণু-স্বামীর শিষ্যপারম্পর্যে সাতশত আচার্যের পরে শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী-নামক দ্বিতীয় বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয় হয়। তিনি দ্বারকাতে দ্বারকাধীশ স্থাপন করেন। শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী কাঞ্চীতে গমন করিয়া দ্রাবিড়-যতিরাজ শ্রীবিল্বমঙ্গলকে স্বীয় অধস্তন আচার্যের পদে অভিষিক্ত করেন। শ্রীবিল্ব-মঙ্গল শ্রীদেবমঙ্গলকে স্বীয় অধস্তন আচার্যরূপে স্থাপন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে

১। ভাবার্থ-দীপিকা ১।৭।৬; ৩।১২।১,২; ১০।৮৭।২১; ২। আত্মপ্রকাশটীকা ১।১২।৭০; ৩। রসেশ্বর-দর্শন ২৫ ও ২৬ অনু; ৪। শ্রীবল্লভাচার্যসম্প্রদায়ের রত্নগোপাল ভট্ট-কর্তৃক কাশী (চৌখাম্বা) হইতে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত।

গমন করেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে একটি মহা-বৃক্ষে যোগবলে সাত শত বৎসর বাস করেন। এই সাত শত বৎসরের মধ্যে শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামীর আম্নায়ে শ্রীপ্রভুবিষ্ণুস্বামি-নামক তৃতীয় বিষ্ণু-স্বামীর অভ্যুদয় হয়। তিনি শ্রীভর্গশ্রীকান্তমিশ্র, শ্রীগর্ভশ্রীকান্তমিশ্র, শ্রীসত্ত্ববোধি পণ্ডিত, শ্রীসোমগিরি-প্রমুখ সন্ন্যাসিগণকে শ্রীনৃসিংহ উপাসনায় রত করেন। শ্রীপ্রভু-বিষ্ণুস্বামী বা তৃতীয় বিষ্ণুস্বামীর গৃহস্থশিষ্য-পারম্পর্যে শ্রীলক্ষ্মণ ভট্টের পুত্র শ্রীবল্লভভট্ট (প্রসিদ্ধ শ্রীবল্লভাচার্য) আবির্ভূত হন।

শ্রীবল্লভাচার্য স্বরচিত কোন গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে সম্প্রদায়-প্রবর্তক বলিয়া উল্লেখ করেন নাই বরং তিনি স্বকৃত শ্রীমদ্ভাগবত-টীকায়[১] শ্রীবিষ্ণু স্বামীর মতাবলম্বিগণকে নিম্নস্তরে (তামস ভক্তরূপে) স্থাপন করিয়া নিজের মতের স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব (নির্গুণতা) প্রতিপাদন করিয়াছেন।

'রামপটল'[২] নামক একখানি পুস্তকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাওয়া যায়। উহাতে বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের ধর্মশালা—বিষ্ণু-কাঞ্চী, ক্ষেত্র—মার্কণ্ড, মুক্তি—সাযুজ্য, উপাস্য—কমলা সহ শ্রীজগন্নাথ, মন্ত্র—শ্রীতুলসী, আচার্য—শ্রীবামদেব, ধাম—শ্রীপুরুষোত্তম, বেদ—যজুঃ, গোত্র—অচ্যুত ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব-গণের পঞ্চসংস্কারের কথাও উহাতে উক্ত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণে[৩] উক্ত হইয়াছে যে কলিঞ্জর নগরে শিবদত্তের পুত্র শ্রীবিষ্ণুশর্মা ভাদ্রী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুকেই সর্বেশ্বর, বিশ্বকারণ

১। "সাম্প্রতং বিষ্ণুস্বামানুসারিণঃ, তত্ত্ববাদিনঃ, রামানুজাশ্চেতি তমোরজঃসত্ত্বৈ-র্ভিন্নাঃ। অস্মৎপ্রতিপাদিতশ্চ নৈর্গুণ্যঃ।"—ভা ৩।৩২।৩৭-ধৃত শ্রীবল্লভাচার্যকৃত সুবোধিনীটীকা দ্রষ্টব্য ; ২। রামপটলের প্রণেতার নাম পাওয়া যায় না। 'রামায়েৎ'-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ ইহাকে প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন পুঁথি বলিয়া মনে করেন।—'শ্রীরামপটল' (ব্রহ্মচারী ভগবদাচার্য কর্তৃক-সম্পাদিত, বরদা, ১৯৩৩ খ্রীঃ) ৬৫—৬৭ পৃঃ ; ৩। ভবিষ্যপুরাণ, প্রতিসর্গপর্বের ৪র্থ খণ্ডে ৮ম অধ্যায়, ৫১—৫৬তম শ্লোক, মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৩২ শকাব্দ।

ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে আরাধনা ও প্রচার করিয়াছিলেন ; এই জন্য তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আধুনিক কোন কোন গবেষক শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যের গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহের মঙ্গলাচরণে মাধবাচার্য 'সর্বজ্ঞবিষ্ণুগুরুমন্বহমাশ্রয়েঽহম্' এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন। শৃঙ্গেরীমঠাধিপতি হইবার পূর্বে ইঁহার নাম শ্রীবিষ্ণুস্বামী ছিল। ইনি ১২২৮—১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ ছিলেন।[১]

কেহ কেহ মনে করেন, বিষ্ণুস্বামী মৎস্যেন্দ্রনাথের নামান্তর। গোরখ-সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথকে 'মহাবিষ্ণু সাঁঈ' বলা হইয়াছে। ক্ষীরসমুদ্র-সমীপে পার্বতীকে শঙ্কর যে জ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া শ্রবণ করেন। ঐ জ্ঞানধারা জ্ঞানেশ্বর পর্যন্ত চলিয়া আসে। এই স্থলে বিষ্ণুস্বামী বলিতে মৎস্যেন্দ্রনাথকে বুঝায়।[২]

ডক্টর ফর্কুহার অনুমান করেন, শ্রীবিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে আবির্ভূত হ'ন এবং তিনি শ্রীমধ্বেরই ন্যায় দ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণ-উপাসক। শ্রীমধ্ব শ্রীরাধার উপাসনা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু-স্বামী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা স্বীকার করিয়াছেন।[৩] সাম্প্র-দায়িক কিংবদন্তী—শ্রীবিষ্ণুস্বামী বেদান্তসূত্রভাষ্য, শ্রীগীতাভাষ্য, শ্রীমদ্-ভাগবতভাষ্য, বিষ্ণুরহস্য ও তত্ত্বত্রয়-নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[৪]

১। Vide—'The Vishnuswami Riddle' by Rai Bahadur Amarnath Ray, B.A.—The Annals of the B. O. R. I., Poona, Vol. XIV, Pts. III & IV, Pp. 174—177, April—July 1933; ২। শ্রীকাশীবাসী ম ম ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়-কর্তৃক ১৯।৭।৫২ তারিখে গ্রন্থকারের নিকট লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত; ৩। Vide, An Outline of the Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, 1920, P 238; ৪। Ibid, Bibliography, Vishnusvami Literature, P 375.

অনেকেই শ্রীবল্লভাচার্য বা তৎসম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়-প্রবর্তক আদি-বিষ্ণুস্বামীকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। ফর্কুহার সাহেব যে উদয়পুরের নিকট কাঁক্‌রৌলীতে ও ভরতপুরের নিকট কাম্যবনে বিষ্ণুস্বামীর শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্য বিদ্যমান্ আছে বলিয়া লিখিয়াছেন,[১] উহাও ঐরূপ ভ্রমোত্থিত উক্তি। আমরা শ্রীবল্লভাচার্যের অধস্তনগণের গাদী নাথদ্বারে ও তৎসংলগ্ন কাঁক্‌রৌলী এবং কাম্যবনে গমন করিয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে অবগত হইয়াছি যে, ঐ সকল স্থানের শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানস্থ শ্রীবল্লভাচার্যকৃত সুবোধিনী-টীকাকেই সম্প্রদায়-প্রবর্তক বিষ্ণুস্বামিকৃত টীকা বলিয়া ভ্রম করা হইয়াছে। কিষণগড়-রাজ্যের অন্তর্গত সলিমাবাদে নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের প্রধান গাদীর পুঁথি-শালায় ১২৫-সংখ্যক পুঁথি 'তত্ত্বপ্রদীপ' শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত বলিয়া লিখিত আছে। বস্তুতঃ উহাও শ্রীবল্লভাচার্যেরই রচিত গ্রন্থ।[২]

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ স্বকৃত-টীকায়[৩] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিবার কালে "তদুক্তং সর্বজ্ঞসূক্তৌ"—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে 'সর্বজ্ঞসূক্তি'-নামক শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বা বৃত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'সূক্তি'-শব্দের অর্থ—সু + উক্তি = সূক্তি = সদুক্তি = সুসিদ্ধান্তপর বা গম্ভীরার্থ ব্যঞ্জক বাক্য। ভাষ্যের সংজ্ঞা পৃথক্। শ্রীধরস্বামিপাদ তৎকৃত ভাবার্থদীপিকায় (৪।১।২৫) সূক্ত-শব্দে গম্ভীরার্থ বলিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে[৪] (২।১০৯।১) 'সূক্তি'-শব্দে বেদলক্ষণ সুবচনকে বুঝাইয়াছে। অতএব মনে হয়, 'সর্বজ্ঞসূক্তি' বলিতে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর গম্ভীরার্থবাক্য বা বেদলক্ষণ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যই হইবে।

১। Ibid, Pp. 304, 305 ; ২। 'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ৪র্থ পৃঃ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ খ্রীঃ ; ৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকা (১।১২।৭০) ; ৪। আর, নারায়ণস্বামী আয়ার-প্রকাশিত, মান্দ্রাজ, ১৯৩৩ খৃীঃ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত

শুদ্ধাদ্বৈতবাদই[১] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তনুর ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকারপূর্বক জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত।

ভাষ্যের নাম—সর্বজ্ঞসূক্তি (?)

ব্রহ্ম—সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহ।[২]

জীব—পরমাত্মার মায়ার দ্বারা সম্যক্ আবৃত, সংক্লেশ-নিকরাকর, মায়ালাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) হইয়াও দুঃখের আধার[৩]; জীব—বদ্ধ ও মুক্তভেদে দ্বিবিধ; মুক্ত জীব ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ ধারণ-পূর্বক নিত্যতনু ভগবানের সেবা করেন; মুক্তজীব সংখ্যায় বহু।[৪]

মায়া—ঈশ্বরাধীনা, জীব-পীড়নকারিণী ও 'অবিদ্যা'পদবাচ্যা।[৫]

শ্রীবিদ্যাশঙ্কর ও শুদ্ধাদ্বৈতমত-প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামী

সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যের গুরু শৃঙ্গেরীমঠাধীশ শ্রীবিদ্যাশঙ্কর কি শ্রীশ্রীধরস্বামিপ্রোক্ত শ্রীবিষ্ণুস্বামী? শ্রীবিদ্যাশঙ্করের মত যে শঙ্কর-মায়াবাদ বা নির্বিশেষবাদ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা শৃঙ্গেরীতে বিদ্যাশঙ্করের সমাধিমন্দির-দর্শনকালে স্থানীয় মঠাধীশ ও অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে জানিয়াছি যে, বিদ্যাশঙ্কর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাক্যের প্রতীকরূপে শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছিলেন; তিনি শঙ্করমত-

---

১। ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য ও সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মত দ্রষ্টব্য; ২। সর্বদর্শনসংগ্রহ, ২৫তম অনু-ধৃত 'সাকারসিদ্ধি'; ৩। ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬ সংখ্যাধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য; ৪। ঐ, ১০.৮৭।২১-সংখ্যাধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য (?)। ৫। ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য ও আত্ম-প্রকাশটীকা ১।১২।৭০-ধৃত সর্বজ্ঞসূক্তি।

অবলম্বী 'অহংগ্রহোপাসক' ছিলেন। অপরদিকে সর্বদর্শনসংগ্রহকার বলিয়াছেন,—"বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্য শরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ—"সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্। নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতমিতি॥"[১] —শ্রীবিষ্ণুস্বামিমতাবলম্বিগণ নৃপঞ্চাস্যের (পঞ্চাস্য = সিংহ) অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের সাকারসিদ্ধি-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, —যিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ এবং নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে পূর্ণানন্দৈকবিগ্রহ, সেই শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মত শ্রীনৃসিংহকে বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের উদ্ধৃতির মধ্যেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর যে মত পাওয়া যায়, তাহা হইতেও জানা যায় যে শ্রীবিষ্ণুস্বামী সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি স্বীকার করিয়াছেন।[২] শ্রীধর শ্রী বিষ্ণুস্বামীর বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের একা, স্বরূপভূতা শক্তিই হ্লাদিনী বা আহ্লাদকরী, সন্ধিনী বা সন্ততা ও সম্বিৎ বা বিদ্যাশক্তি। সেই স্বরূপশক্তি একমাত্র সর্বাধিষ্ঠানস্বরূপ পরমেশ্বরেই বর্তমান, জীবে স্বরূপশক্তি নাই, আর গুণময়ী শক্তিও পরমেশ্বরে নাই।[৩]

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত বিচার করিলে তাঁহাকে শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ মায়াবাদী বিদ্যাশঙ্কর বলিয়া কিছুতেই নির্ধারণ করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, সর্বজ্ঞ-শ্রীবিষ্ণুস্বামী যদি সর্বদর্শন-সংগ্রহকারের গুরুই হইবেন, তাহা হইলে সেই বিখ্যাত গুরুর মত রসেশ্বর-দর্শনের[৪] বিবৃতি-প্রসঙ্গে মাধবাচার্য প্রদান করিবেন কেন? সর্বদর্শনসংগ্রহের সর্বশেষে

১। সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন, ২৫ অনু; ২। শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত (বিষ্ণুপুরাণ ১৷১২৷৭০ সংখ্যার) আত্মপ্রকাশটীকা ও ভাবার্থ-দীপিকা (ভা ১৷৭৷৬)-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য দ্রষ্টব্য। ৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, আত্মপ্রকাশ টীকা—১৷১২৷৬৯ দ্রষ্টব্য; ৪। সর্বদর্শন-সংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন, মহেশ পাল-সং, ২৫ অনু ১৯৫০ সংবৎ।

পাতঞ্জল-দর্শনের উপসংহারে মাধবাচার্য লিখিয়াছেন,—"ইতঃপরং সর্ব-দর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতমিত্যত্রোপেক্ষিতমিতি।"[১] অর্থাৎ ইহার পর সর্বদর্শনের শিরোমণিস্বরূপ শাঙ্করদর্শন অন্যত্র লিখিত হওয়ায় এস্থানে (সর্বদর্শনসংগ্রহে) তাহা পরিত্যক্ত হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায়, মাধবাচার্য শঙ্করমতাবলম্বী। যদি তাঁহার শঙ্করমতা-বলম্বী গুরুর মত রসেশ্বরদর্শনে উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামীর মতই হইবে, তবে তিনি বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া তৎসহিত নিজের গুরুর পরিচয় দিতেন ; অথবা বিষ্ণুস্বামীর মতানুসরণ করিয়া মঙ্গলাচরণে নৃপঞ্চাস্যের (শ্রীনৃসিংহের) বন্দনাদি করিতেন, কিংবা শ্রীশ্রীধরস্বামীর ন্যায় পূর্বগুরু শ্রীশঙ্করের সম্প্রদায়-বিশুদ্ধির জন্য শ্রীবিষ্ণু-স্বামী যদি কোনো মতবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেন।

কেহ কেহ সর্বদর্শন-সংগ্রহকারকে পঞ্চদশীর রচয়িতা বলিয়াছেন।[২] ঐমত স্বীকার করিলেও সর্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবের গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত রসেশ্বরদর্শনে উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামীর মতের সহিত এক হইতে পারে না। পঞ্চদশীর মায়াবাদ এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রপঞ্চিত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পৃথক্।

মনুসংহিতার মেধাতিথিকৃত ভাষ্যে[৩] (কোবর) বিষ্ণুস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি পূর্বমীমাংসার ভাষ্যকার ছিলেন। কেহ কেহ 'কোবর'-শব্দ হইতে ইনি কাবেরীর তটবাসী ছিলেন, মনে করেন।[৪]

১। রসেশ্বরদর্শন, ৪০৬ পৃঃ ; ও The Sarva-Darsana-Samgraha (Eng. Translation) by E. B. Cowell & A. E. Gough, P. 273, footnote, London, 1914 ; ২। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ২য় ভাগ—প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, ৬১৭ পৃঃ বরিশাল, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ; ৩। "অথো যাবতী কাচিৎ ফলশ্রুতিঃ সা সর্বার্থবাদ ইতি কোবর-বিষ্ণুস্বামী"—মনুসংহিতা ৯।২৫৩—মেধাতিথিকৃত ভাষ্য, বসুমতী ৪র্থ-সং, কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ; ৪। Vide, P. V. Kane's History of Dharma-Sastra, B. O. R. I , Vol. 1, p 271, Poona 1930.

বিজ্ঞানেশ্বরের (১০৭০—১১০০ খ্রীঃ) মিতাক্ষরায় মেধাতিথির ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] অতএব মেধাতিথিভাষ্যোক্ত বিষ্ণুস্বামী নিশ্চয়ই তৎ-পূর্বের ব্যক্তি। বরদরাজের (খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী ?) তার্কিক-রক্ষা'র উপর লঘুদীপিকাটীকাকার জ্ঞানপূর্ণ উপসংহারে শ্রীযজ্ঞেশ্বর-হরির পুত্র স্ব-গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে নমস্কার করিয়াছেন।[২] মুকুন্দবনের শিষ্য যোগী আনন্দ-বন তৎসঙ্কলিত শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকায় গুরুপরম্পরা-বন্দনার মধ্যে গৌড়-পাদ, গোবিন্দ, শঙ্করাচার্য ও তদনুগ সুরেশ্বরাদির বন্দনার পর শ্রীবিষ্ণু-স্বামীকে শঙ্করসম্প্রদায় হইতে ভিন্নমার্গ-প্রদর্শক এবং বিষ্ণুভক্তির প্রবর্তক মহাসিদ্ধপুরুষরূপে বর্ণন করিয়াছেন।[৩] হিন্দীভক্তমাল-গ্রন্থকার নাভাজী[৪] (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত জ্ঞানদেবকে (১২৭৫ খ্রীঃ ?) 'বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীজ্ঞানদেব কোথাও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই, বরং শ্রীজ্ঞানদেব একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ গুরুপরম্পরা প্রদান করিয়াছেন।[৫]

মনুসংহিতার মেধাতিথি-ভাষ্যোক্ত শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্বের ব্যক্তি—ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়, আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। শৃঙ্গেরীমঠাম্নায় হইতে জানা যায়, শ্রীবিদ্যাশঙ্কর

১। Ibid, p 290 ; ২। "শ্রীযজ্ঞেশ্বরহরেঃ সূনুং শ্রীবিষ্ণুস্বামি-গুরুং নুমঃ"—লঘুদীপিকাটীকার উপসংহার-শ্লোক, পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ-কর্তৃক সম্পাদিত ('পণ্ডিত' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত) ৩৬৪ পৃঃ, ১৯০৩ খৃঃ ; ৩। "নিত্যাদিত্যান্ মহাসিদ্ধান্ **মার্গান্তরদৃশঃ প্রভূন্। শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামি**রাজান্ **বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তকান্**। বন্দেঽহং প্রভুরাজাংশ্চ বিষ্ণুস্বামিকুমারকান্ ॥"—শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকা, ২য় পটল, ৯৬ পৃঃ, গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য-সম্পাদিত-সং, কলিকাতা এবং মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ৫২ পৃঃ ১৯২৫ খৃীঃ, ; ৪। নাভাজীকৃত শ্রীভক্তমাল, ৪৩ সংখ্যা, ৩৬৩ পৃঃ, নবলকিশোর প্রেস্ লক্ষ্ণৌ, ১৯১৩ খৃীঃ ; ৫। Vide, Prof. Ranade's Mysticism, in Maharastra, pp 47, 48.

খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর (১২২৮খ্রীঃ সন্ন্যাসকাল) ব্যক্তি ; সুতরাং শ্রীবিদ্যা-শঙ্কর ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। শঙ্কর-সম্প্রদায়ী আনন্দবন শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকায় স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন যে, শঙ্করসম্প্রদায় হইতে শ্রীবিষ্ণুস্বামী ভিন্নপথপ্রদর্শক ও বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তক ; কিন্তু শৃঙ্গেরীমঠাধীশ শ্রীবিদ্যাশঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ হইতে মার্গান্তর-প্রদর্শক বা বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তক নহেন। লঘুদীপিকা-টীকাকার জ্ঞানপূর্ণের সহিত কোনোরূপে জ্ঞানদেবের নামের একাকার হইয়া পড়িয়াছে কি না তাহাও বিবেচ্য। যেভাবেই হউক, শ্রীবিদ্যাশঙ্কর কোনোরূপেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামী নহেন।

শঙ্কর-কেবলাদ্বৈতবাদ ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পার্থক্য

১। (ক) শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের নামান্তর নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয়তত্ত্ব, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র।

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদে পরমেশ্বরের শুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তনুর ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকারপূর্বক জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত।

২। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে নির্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব ; সবিশেষ, সাকার ও গুণশালী হইলেই তাহা মায়িক, অনিত্য, ব্যবহারিক ও মিথ্যা—তাহা চরমতত্ত্ব নহে।

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে সৎ-চিৎ-নিত্য-নিজাচিন্ত্য-পূর্ণানন্দৈক-বিগ্রহ নৃপঞ্চাস্য—চরমতত্ত্ব ; তাঁহার তনু নিত্য সচ্চিদানন্দ ; তাহা কখনও মায়িক, ঔপাধিক বা অনিত্য নহে ; তাহা পারমার্থিক বাস্তবসত্য। পরতত্ত্ব—নিত্য সাকার। ইহাই 'সাকারসিদ্ধি'র সিদ্ধান্ত।

৩। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে মায়া—অনির্বাচ্যা ; মায়া—শ্রৌতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বচনীয়া ও লৌকিকদৃষ্টিতে বাস্তব।[১]

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে মায়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীনা ; মায়া জীবকে পীড়ন করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্পর্শও করিতে পারে না। পরমেশ্বরের মধ্যে মায়া নাই, জীবের মধ্যেও পরমেশ্বরের মুখ্যা স্বরূপশক্তি নাই।

৪। (ক) শ্রীশঙ্কর-মতে অবিদ্যোপাধিক ভ্রান্তব্রহ্মই জীব ; পরমার্থতঃ জীব-নামক কোনো বস্তুরই সত্তা নাই।

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে জীব—পরমাত্মার মায়াদ্বারা আবৃত, মায়া-লাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) হইয়াও দুঃখের আধার। মুক্ত জীবগণ ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ-ধারণপূর্বক নিত্য-তনু সবিশেষ শ্রীভগবানের সেবা করেন।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শিষ্যবর্গ ও সাহিত্য

সর্বদর্শন-সংগ্রহকারের রসেশ্বরদর্শনে[২] উক্ত হইয়াছে যে, গর্ভশ্রীকান্ত মিশ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শ্রীচরণাশ্রিত ছিলেন। সাকারসিদ্ধি-নামক গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্মত শ্রীনৃপঞ্চাস্যের তত্ত্ব বর্ণিত আছে। ইহাদ্বারা মনে হয়, সাকারসিদ্ধি-নামক গ্রন্থটি শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর কতিপয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন এবং কতিপয় বাক্য সর্বজ্ঞসূক্তির অন্তর্গত বলিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র যদুনাথজীর নামে আরোপিত বল্লভদিগ্বিজয়ে প্রভুবিষ্ণুস্বামীর শিষ্যপারম্পর্যে বিল্বমঙ্গল, ভর্গশ্রীকান্তমিশ্র, গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র, সত্ত্ববোধি-পণ্ডিত, সোমগিরি-যতি, নরহরি-প্রমুখ নৃসিংহভক্তের নাম দৃষ্ট হয়।[৩]

১। পঞ্চদশী ৬।১২৮—১৩০, বঙ্গবাসী-সং, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ; ২। সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বর-দর্শন, ২৫,২৬ অনু, ২২৪, ২২৫ পৃঃ (মহেশপাল-সং, ১৯৫০ সংবৎ) ; ৩। সংস্কৃত শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়, ২য় অবচ্ছেদ. নির্ণয়সাগর-সং, ১৯৭৫ সংবৎ।

ডক্টর ফকুহার[1] খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয়-কাল অনুমান করিয়া বিষ্ণুস্বামি-সাহিত্যের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহের নাম করিয়াছেন—(১) শ্রীগীতাভাষ্য, (২) বেদান্তসূত্রভাষ্য, (৩) শ্রীমদ্-ভাগবতভাষ্য, (৪) বিষ্ণুরহস্য, (৫) তত্ত্বত্রয়, শ্রীকান্তমিশ্রের (৬) সাকার-সিদ্ধি, শ্রীবিল্বমঙ্গলের (৭) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীবরদরাজের (৮) ভাগবত-লঘুটীকা (কাশী সংস্কৃত কলেজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি)।

(৬) শ্রীনিম্বার্কাচার্য-চরিত

কথিত হয়, তৈলঙ্গদেশের মুঙ্গেরপত্তন বা মঙ্গীপাটন[2] নগরে তৈলঙ্গ-ব্রাহ্মণবংশে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীআরুণি মুনি[3] ও মাতার নাম শ্রীজয়ন্তী দেবী[4]। কার্তিকী পূর্ণিমা-তিথির[5] সন্ধ্যাকালে শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অবতাররূপে তিনি আবির্ভূত হন। নিম্ববৃক্ষারূঢ় হইয়া ইনি যোগবলে সূর্যকে অস্তাচল-গমন হইতে প্রতিরোধ করিয়া সূর্যাস্তের পূর্বে অতিথি যতিগণের সৎকার করায় নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক নামে খ্যাত হ'ন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

১। An outline of the Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, P. 375, Bombay 1920; ২। মতান্তরে তৈলঙ্গদেশে দেব-নদীর তীরস্থ সুদর্শন-আশ্রমে, অন্য মতে শ্রীগোবর্ধনে নিম্বগ্রামে, অন্য আর এক মতে যমুনার তীরে শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভাব। ডক্টর আর, জি, ভাণ্ডারকার বেলারী জেলার নিম্বপুরকে 'নিম্বগ্রাম' মনে করেন—Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, P 88, Poona, 1928; ৩। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়িগণের মতে (ভা ১।১৯।১১ শ্লোকে) পরীক্ষিৎ-সভায় আগত অরুণ মুনির বংশধরই এই আরুণি; ৪। শ্রীনিম্বার্কাচার্যকৃত দশশ্লোকীর শ্রীহরিব্যাসদেবকৃত 'সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি'-টীকায় শ্রীনিম্বার্কের পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ ও মাতার নাম শ্রীসরস্বতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে—মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫খ্রীঃ; ৫। মতান্তরে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া।

শিলালিপিতে নিম্বার্কের উল্লেখ

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। হায়দারাবাদের (দাক্ষিণাত্য) অন্তর্গত আদিলাবাদ হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি স্থানে আবিষ্কৃত জয়নাদ বা জয়নাথ-শিলালিপিতে দেখা যায় যে, উদয়াদিত্যের (বিক্রম সম্বৎ ১১১৬—১১৪৩= খ্রীঃ ১০৬০—১০৮৭) বিশেষ প্রিয় কর্মচারী লোলার্কের (নামান্তর অর্জুনের) পত্নী পদ্মাবতী ব্রহ্মত্তর-ভূমিতে 'নিম্বাদিত্যপ্রাসাদ' নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[১] ইহা হইতে অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্বে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাবকাল নির্ধারিত হইতে পারে।

আমরা উক্ত শিলালিপির[২] মূল পাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ শিলালিপির প্রারম্ভেই নিম্নলিখিত বাক্য উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

ওঁ নমঃ **সূর্যায়** ॥

অকালেঽপি রবের্বারে **নিম্বপুণ্যোদ্‌গমৈরয়ম্।**

প্রত্যয়ং পূরয়ন্ **ভানু**র্নিরত্যয়মুপাস্যতাম্ ॥

অর্থাৎ যিনি সকলের অভীষ্ট পূরণ করেন, সেই এই সূর্যকে অকালেও অর্থাৎ নিষিদ্ধকালেও রবিবারে নিম্ববৃক্ষের পবিত্র পত্রপুষ্পাদি-দ্বারা অপতিতভাবে উপাসনা কর।

শিলালেখের সর্বশেষ শ্লোকটি এই,—

তৎপত্নী পদ্মপত্রায়তনয়নযুগা পদ্মসঙ্কাশবক্ত্রা।

নাম্না **পদ্মাবতী**তি ত্রিজগতীবিদিতা রাগতঃ শ্বেতপদ্মা।

১। 'The Dynastic History of Northern India' (Early Mediaeval Period) by Dr. H. C. Roy, Vol. II, Pp 876—878, C. U. Press 1936;

২। Vide, The Annual Report of the Archaeological Department of H. E. H the Nizam's Dominions for 1927—28 A.D. pp 23, 24 (published in 1930) and Plate G.

এতস্মিন্নগ্রহারে হঠহৃতকলুষে কারয়ামাস **নিম্বা-**
দিত্যপ্রাসাদ * * *[১] চন্দ্রার্কা ॥

ইনি কোন্ নিম্বার্ক?

উক্ত শিলালেখে প্রথমেই সূর্যের প্রণাম এবং সূর্যের প্রশস্তিমুখে তাঁহার উপাসনার বিধি উক্ত হইয়াছে। উদয়াদিত্য, লোলার্ক প্রভৃতি নামগুলি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা সূর্যোপাসক ছিলেন। প্রাচীনকালে হিন্দুমহিলাগণ ধর্ম (পুণ্য) ও পতির পরমায়ু কামনা করিয়া সূর্যের উপাসনা করিতেন। এই জন্যই হয়ত লোলার্কের সহধর্মিণী অগ্রহারে (ব্রহ্মত্তর-ভূমিতে) নিম্বাদিত্য-নামক সূর্যবিশেষের প্রাসাদ (মন্দির) নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, নিম্ব-বৃক্ষ ও তজ্জাত পত্রপুষ্পাদি সূর্যের বিশেষ প্রিয়। তজ্জন্য নিম্বও সূর্যের প্রতীকরূপে নমস্য—"নিম্বঞ্চ সূর্যদেবস্য বল্লভং দুর্লভং তথা।"[২]

হেমাদ্রি (১২৬০—১৩০৯ খ্রীঃ) স্বকৃত চতুর্বর্গচিন্তামণি-গ্রন্থের ব্রত-খণ্ডে সূর্যব্রত-প্রসঙ্গে ভবিষ্যপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া সূর্য-বিশেষের নামই নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য এইরূপ জানাইয়াছেন। সেই শ্লোকটি এইরূপ—

উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণৈঃ।
নিম্বার্কো ভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনাৎ।[৩]

১। তারকাচিহ্নিত অংশের অক্ষরসমূহ শিলালিপিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এজন্য পাঠোদ্ধার করা যায় নাই; ২। ভবিষ্যপুরাণ—উত্তরপর্ব ৮৮ অধ্যায়, ৫—৭ শ্লোক, বেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৩২ শকাব্দ; ৩। চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড ১১শ অ, ৭৮৪ পৃঃ, Published by A. S. B., 1878.

নির্ণয়সিন্ধু-গ্রন্থের নিম্বাদিত্য

পরবর্তিকালে কমলাকর ভট্টের নির্ণয়সিন্ধুগ্রন্থে (১৬৬৮ সংবতে=১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত)[১] হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণির ব্রতখণ্ডধৃত ভবিষ্য-পুরাণের বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে।[২] সেই স্থানে নির্ণয়সিন্ধুকার "নিম্বাদিত্যোপাসকাঃ"—নিম্বাদিত্যের উপাসকগণ বলিতে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অনুগত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেন নাই। নিম্বার্ক-নামক সূর্যবিশেষের উপাসকগণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন অর্থাৎ এই নিম্বার্কোপাসকগণ সৌর—বৈষ্ণব নহেন। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে মৎস্যপুরাণোক্ত মুক্তিসপ্তমী-ব্রতপ্রসঙ্গে সূর্যের ভক্তগণের পালনীয় ব্রতোপবাসের ব্যবস্থাপ্রদান-উদ্দেশে ভবিষ্য-পুরাণের উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। চতুর্বর্গচিন্তামণি ও নির্ণয়সিন্ধু, উভয় গ্রন্থেই—"পূর্বে প্রকুর্যাদ্দিবসে দ্বিতীয়ে **দিনেশভক্তোঽথ** তদা ব্রতার্থী।"[৩] এই বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কমলাকর ভট্ট এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন—**"ইদানীং ক্বাপি নিম্বার্কোপাসনাভাবাচ্চে**তি সংক্ষেপঃ।" অর্থাৎ সম্প্রতি কোথাও নিম্বার্কের উপাসনা প্রচলিত নাই বলিয়া ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নির্ণয়সিন্ধু-গ্রন্থের সময়ে কোথাও দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রী-

---

১। (ক) "বসু-ঋতু-ঋতু-ভূ-মিতে (১৬৬৮) গতেঽব্দে, নরপতিবিক্রমতোঽথ যতি রৌদ্রে। তপতি শিবতিথৌ সমাপিতোঽয়ং"—নির্ণয়সিন্ধু, উপসংহার ৬ষ্ঠ শ্লোক, মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৪৯ শকাব্দ; (খ) History of Classical Sanskrit Literature-গ্রন্থের সম্পাদক Dr. M. Krishnamachariar তাঁহার গ্রন্থের Indexএ (940) লিখিয়াছেন—কমলাকর 'wrote Nirnayasindhu in 1616, not 1612;

২। নির্ণয়সিন্ধু, ২য় পরিচ্ছেদে ৯৩ পৃষ্ঠায় 'ভাদ্রে জন্মাষ্টমী জয়ন্তী-নিরূপণ-প্রসঙ্গ';

৩। (ক) চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড ১১ অ, ৭৮৪ পৃঃ, A. S. B-সং, ১৮৭৮ খ্রীঃ; (খ) নির্ণয়সিন্ধু, ২য় পরিচ্ছেদে ভাদ্র-জন্মাষ্টমীপ্রসঙ্গ ৯৩ পৃঃ—মুম্বই, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৪৯ শকাব্দ।

নিম্বার্কের উপাসনার অস্তিত্ব ছিল না, ইহা কিরূপে বলা যায়? **হেমাদ্রিও সুস্পষ্টভাবে দিনেশভক্ত-শব্দের অর্থ—'সূর্যভক্ত' করিয়াছেন।** অতএব হেমাদ্রি বা কমলাকর ভট্ট যে নিম্বাদিত্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আচার্য শ্রীনিম্বাদিত্য নহেন, ইহা প্রকৃষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। সুতরাং জয়নাদ-শিলালিপি বা নির্ণয়সিন্ধু-গ্রন্থে যে নিম্বার্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে আচার্য শ্রীনিম্বাদিত্যের আবির্ভাবকাল নিরূপিত হইতে পারে না।

নিম্বার্কের নামে আরোপিত স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথিতে নিম্বার্ক-নামাঙ্কিত ভবিষ্যপুরাণ-শ্লোক

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় (পুঁথি নং III G 136, ২য় পত্র) বঙ্গাক্ষরে (১১৯৬ শকাব্দায়[১]) লিখিত (১—৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) 'স্বধর্মাধ্ব-বোধ' (শ্রীনিম্বার্কাচার্যের রচিত বলিয়া উপক্রম-শ্লোকে ও পুষ্পিকায় উল্লিখিত) নামক হস্তলিখিত-পুঁথিতেও ভবিষ্যপুরাণের উক্ত শ্লোকটি সামান্য পাঠান্তর-সহ উদ্ধৃত হইয়াছে; যথা—"সর্বাপ্যৌদয়িকী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে। নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থ-প্রদায়কঃ॥ ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ।"

স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথির পরবর্তী বাক্যসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহা অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হইয়াছে। কারণ, উহাতে শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে শ্রীসুদর্শনাবতার, চতুর্ব্যূহ-পরম্পরা-প্রবর্তক প্রভৃতি বহু বাক্যে বন্দনা করা হইয়াছে। স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথির (A. S. B. পুঁথি নং I B 24) দ্বিতীয় পঞ্চক (নাগরাক্ষরে ১৮৬৪ সংবতে লিখিত ও ১—৯৭ পত্রে সম্পূর্ণ) স্বভূবংশ্য রামচন্দ্র-বিরচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

১। Notices of Sanskrit Mss. by Rajendralal Mitra, Vol. III, PP 183—187, Calcutta 1876, No. 1216. যে স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথির বিবরণ আছে, উহার লিপিকাল ১৭১৫ শক (=১৭৯৩ খ্রীঃ)।

উক্ত সংখ্যার নাগরাক্ষরে লিখিত ঔদুম্বরী-সংহিতা বা ব্রতপঞ্চকনির্ণয়-নামক আর একটি পুঁথি শ্রীনিম্বার্ক-শিষ্য উদুম্বর ঋষি-কর্তৃক রচিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই যথেষ্ট প্রমাণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকোক্ত নিম্বার্ক—সূর্যদেব ; তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীনিম্বার্ক নহেন। স্বধর্মাধ্ববোধ-গ্রন্থটি আচার্য শ্রীনিম্বাদিত্যের দ্বারা প্রণীত হইয়া থাকিলে তিনি কখনো সূর্যের প্রশস্তি বা পূজার বিধিসূচক শ্লোকের দ্বারা নিজের পরিচয় দিতেন না। এজন্য এ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আর যদি শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে নিম্বার্ক-নামক সূর্যের অবতার বলিয়াই কেহ স্থাপন করেন, তাহা হইলেও ভবিষ্যপুরাণের বাক্যের ব্যাখ্যায় শ্রীকমলাকর ভট্ট (১৬১২ খ্রীঃ) যে ১৭শ শতাব্দীতেও কোথাও নিম্বার্কের উপাসনা প্রচলিত ছিল না বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য ১৭শ শতাব্দীর পরের ব্যক্তি হইয়া পড়েন।

'আচার্যচরিত-গ্রন্থে' আরোপিত মতের বিচার

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজী তৎসম্পাদিত শ্রীপুরুষোত্তমাচার্যকৃত 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা'র[১] এবং কাশী হইতে প্রকাশিত শ্রীদেবাচার্যকৃত 'সিদ্ধান্তজাহ্নবী' (ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি) ও তদুপরি শ্রীসুন্দরভট্টকৃত 'সিদ্ধান্তসেতুকা'-টীকা[২] গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, যুগরুদ্রেন্দু (অর্থাৎ ১১১২) বিক্রমসংবতে (=১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) দেবাচার্যের আবির্ভাব-কাল বলিয়া তৎসম্প্রদায়ের বেদান্তকেশরী শ্রীঅনন্তরামকৃত গদ্যাত্মক আচার্যচরিত-নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

১। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—কাশী, চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালা, ১৯০৮ খ্রীঃ ; ২। সসেতুকা সিদ্ধান্তজাহ্নবীর ভূমিকা, ২য় পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা ১৯০৬ খ্রীঃ।

শ্রীদেবাচার্য তৎকৃত সিদ্ধান্তজাহ্নবীতে শঙ্করমত,[১] ভাস্করমত[২], রামানুজমত[৩] ও মধ্বমতের[৪] খণ্ডন করিয়া স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীদেবাচার্য শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনমুখে মধ্বানুগ-সম্প্রদায়ের কেবল-ভেদবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদত্রয়শূন্যং সর্ববিশেষবিনির্মুক্ত-মনুভূতিমাত্রং ব্রহ্ম সর্ববেদান্তপ্রতিপাদ্যম্, ইতি প্রাপ্তে প্রাহুরন্যে—অযুক্তং চৈতদ্, ভেদবিষয়কবাক্যসহস্রবিরোধাৎ।"[৫]

শ্রীদেবাচার্যের উক্ত বৃত্তির উপর তাঁহার সাক্ষাৎ-শিষ্য শ্রীসুন্দরভট্ট সেতুকা-টীকায় বলিতেছেন,—"ইত্যুক্তপ্রকারেণ মায়াবাদিনির্ণয়ে প্রাপ্তে সতি এতদযুক্তং চেত্যন্যে ভেদবাদিনো **মাধ্বাঃ** প্রাহুরিত্যন্বয়ঃ।"[৬]

তাৎপর্য এই যে, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদত্রয়শূন্য সর্ববিশেষ-বিনির্মুক্ত চিন্মাত্র ব্রহ্মই সর্ববেদান্তের প্রতিপাদ্য—এইরূপ মায়াবাদিগণ নির্ণয় করিলে অন্য ভেদবাদী বৈদান্তিকগণ অর্থাৎ **মাধ্বগণ** বলিয়াছেন যে ইহা অযুক্ত ; কারণ কেবলাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে ভেদবিষয়ক সহস্র সহস্র শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই স্থানে স্বয়ং শ্রীসুন্দর-ভট্ট ভেদবাদী বলিতে 'মাধ্ব'গণকেই টীকায় নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীসুন্দরভট্ট শ্রীদেবাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য ও সমসাময়িক। শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাবকাল—১২৩৮ খ্রীঃ এবং তাঁহার অপ্রকটকাল—১৩১৭ খ্রীঃ।[৭]

১। শ্রীদেবাচার্যকৃত 'সিদ্ধান্তজাহ্নবী'—পণ্ডিত কিশোরদাসকৃত ভূমিকাসহ, ২৯,৩০, ৩৩ ইত্যাদি পৃঃ ; কাশী, চৌখাম্বা, ১৯০৬ খৃীঃ ; ২। ঐ, ৩০, ৩৭ ইত্যাদি পৃঃ ; ৩। ঐ ৪২—৪৪ ইত্যাদি পৃঃ ; ৪। ঐ, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪২ ইত্যাদি পৃঃ ; ৫। ঐ, ৩৩ পৃঃ ; ৬। ঐ, ৩৪ পৃঃ ; ৭। ১৯৫৩ খৃীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উডুপীতে Madhva Philosophical Conferenceএর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে অখিলভারত মাধ্ব-মহামণ্ডল শ্রীমধ্বের আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল ঐরূপই স্থির করিয়াছেন।

শ্রীসুন্দরভট্ট **'মাধ্ব'**-শব্দ ব্যবহার করিয়া শ্রীমধ্বাচার্যের পরবর্তী আচার্য-গণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বাচার্যের অব্যবহিত পরবর্তি-বৈদান্তিক-টীকাচার্য শ্রীজয়তীর্থ-প্রমুখ আচার্যগণকেও যদি 'মাধ্ব'-শব্দের লক্ষ্যীভূত আচার্যরূপে ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রায় ১৫শ শতাব্দীতে দেবাচার্যের সময় ধরিতে হয়। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গবেষক ডক্টর বি, এন, কৃষ্ণমূর্তিশর্মা শ্রীজয়-তীর্থের অপ্রকটকাল **১৩৮৮ খ্রীঃ** বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আর সেই যুগে মাধ্বগণের গ্রন্থাদির প্রচার হইতেও উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় পণ্ডিত কিশোরদাসজী শ্রীঅনন্তরামের আচার্যচরিতে লিখিত **১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দ** শ্রীদেবাচার্যের আবির্ভাবকাল বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কতটা নির্ভরযোগ্য সুধী পাঠক-গণেরই বিচার্য। শ্রীসুন্দরভট্টের টীকানুসারে শ্রীদেবাচার্য শ্রীমধ্বের শিষ্য-গণেরও পরবর্তী—ইহা নিশ্চিত; এখন তিনি কত পরবর্তী তাহাই নির্ণেয়।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের বেদান্তপারিজাতসৌরভ-ভাষ্যের উপর তাঁহার সাক্ষাৎ-শিষ্য (সুতরাং সমসাময়িক) শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যের বেদান্তকৌস্তুভ-ভাষ্যেও কেবলাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদের কোনো কোনো সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল মত-বাদাচার্যের অনুরূপ বাক্য ও পরিভাষাসমূহও বেদান্তকৌস্তুভ-ভাষ্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, "বিচিত্র-শক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ।"—(মাধ্বভাষ্য ২।১।২৮) শ্রুতিটি বর্তমানে উপলভ্যমান শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পাঠে পাওয়া যায় না এবং "জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ"—(মাধ্বভাষ্য ১।২।১২) অন্য কোনো প্রচলিত শ্রুতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। শ্রীমধ্বাচার্য ও তত্ত্ব-বাদিসম্প্রদায়ের গ্রন্থেই বিশেষভাবে ঐ দুইটি বাক্য যথাক্রমে শ্বেতাশ্বতর

ও সচ্চিদানন্দবিগ্রহরূপে আরাধনা ও প্রচার করিয়াছিলেন ; এই জন্য তিনি শ্রীবিষ্ণুস্বামী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আধুনিক কোন কোন গবেষক শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যের গুরু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বদর্শনসংগ্রহের মঙ্গলাচরণে মাধবাচার্য 'সর্বজ্ঞবিষ্ণুগুরুমন্বহমাশ্রয়েঽহম্' এইরূপ বন্দনা করিয়াছেন। শৃঙ্গেরীমঠাধিপতি হইবার পূর্বে ইঁহার নাম শ্রীবিষ্ণুস্বামী ছিল। ইনি ১২২৮—১৩৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ ছিলেন।[১]

কেহ কেহ মনে করেন, বিষ্ণুস্বামী মৎস্যেন্দ্রনাথের নামান্তর। গোরখ-সম্প্রদায়ের কোন গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্রনাথকে 'মহাবিষ্ণু সাঁঈ' বলা হইয়াছে। ক্ষীরসমুদ্র-সমীপে পার্বতীকে শঙ্কর যে জ্ঞান উপদেশ করেন, তাহা বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া শ্রবণ করেন। ঐ জ্ঞানধারা জ্ঞানেশ্বর পর্যন্ত চলিয়া আসে। এই স্থলে বিষ্ণুস্বামী বলিতে মৎস্যেন্দ্রনাথকে বুঝায়।[২]

ডক্টর ফর্কুহার অনুমান করেন, শ্রীবিষ্ণুস্বামী দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে আবির্ভূত হ'ন এবং তিনি শ্রীমধ্বেরই ন্যায় দ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণ-উপাসক। শ্রীমধ্ব শ্রীরাধার উপাসনা গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু-স্বামী শ্রীরাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা স্বীকার করিয়াছেন।[৩] সাম্প্র-দায়িক কিংবদন্তী—শ্রীবিষ্ণুস্বামী বেদান্তসূত্রভাষ্য, শ্রীগীতাভাষ্য, শ্রীমদ্-ভাগবতভাষ্য, বিষ্ণুরহস্য ও তত্ত্বত্রয়-নামক গ্রন্থ রচনা করেন।[৪]

১। Vide—'The Vishnuswami Riddle' by Rai Bahadur Amarnath Ray, B.A.—The Annals of the B. O. R. I., Poona, Vol. XIV, Pts. III & IV, Pp. 174—177, April—July 1933 ; ২। শ্রীকাশীবাসী ম ম ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়-কর্তৃক ১৯।৭।৫২ তারিখে গ্রন্থকারের নিকট লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত ; ৩। Vide, An Outline of the Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, 1920, P 238 ; ৪। Ibid, Bibliography, Vishnusvami Literature, P 375.

অনেকেই শ্রীবল্লভাচার্য বা তৎসম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়-প্রবর্তক আদি-বিষ্ণুস্বামীকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। ফর্কুহার সাহেব যে উদয়পুরের নিকট কাঁক্‌রৌলীতে ও ভরতপুরের নিকট কাম্যবনে বিষ্ণুস্বামীর শ্রীমদ্ভাগবত-ভাষ্য বিদ্যমান্ আছে বলিয়া লিখিয়াছেন,[১] উহাও ঐরূপ ভ্রমোত্থিত উক্তি। আমরা শ্রীবল্লভাচার্যের অধস্তনগণের গাদী নাথদ্বারে ও তৎসংলগ্ন কাঁক্‌রৌলী এবং কাম্যবনে গমন করিয়া প্রত্যক্ষপ্রমাণ হইতে অবগত হইয়াছি যে, ঐ সকল স্থানের শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানস্থ শ্রীবল্লভাচার্যকৃত সুবোধিনী-টীকাকেই সম্প্রদায়-প্রবর্তক বিষ্ণুস্বামিকৃত টীকা বলিয়া ভ্রম করা হইয়াছে। কিষণগড়-রাজ্যের অন্তর্গত সলিমাবাদে নিম্বাদিত্য-সম্প্রদায়ের প্রধান গাদীর পুঁথি-শালায় ১২৫-সংখ্যক পুঁথি 'তত্ত্বপ্রদীপ' শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত বলিয়া লিখিত আছে। বস্তুতঃ উহাও শ্রীবল্লভাচার্যেরই রচিত গ্রন্থ।[২]

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ স্বকৃত-টীকায়[৩] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিবার কালে "তদুক্তং সর্বজ্ঞসূক্তৌ"—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে 'সর্বজ্ঞসূক্তি'-নামক শ্রীবিষ্ণুস্বামিকৃত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য বা বৃত্তি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'সূক্তি'-শব্দের অর্থ—সু + উক্তি = সূক্তি = সদুক্তি = সুসিদ্ধান্তপর বা গম্ভীরার্থ ব্যঞ্জক বাক্য। ভাষ্যের সংজ্ঞা পৃথক্। শ্রীধরস্বামিপাদ তৎকৃত ভাবার্থদীপিকায় (৪।১।২৫) সূক্ত-শব্দে গম্ভীরার্থ বলিয়াছেন। বাল্মীকি-রামায়ণে[৪] (২।১০৯।১) 'সূক্তি'-শব্দে বেদলক্ষণ সুবচনকে বুঝাইয়াছে। অতএব মনে হয়, 'সর্বজ্ঞসূক্তি' বলিতে শ্রীবিষ্ণুস্বামীর গম্ভীরার্থবাক্য বা বেদলক্ষণ সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বাক্যই হইবে।

১। Ibid, Pp. 304, 305 ; ২। 'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ৪র্থ পৃঃ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ খ্রীঃ ; ৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণটীকা (১।১২।৭০) ; ৪। আর, নারায়ণস্বামী আয়ার-প্রকাশিত, মান্দ্রাজ, ১৯৩৩ খ্রীঃ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত

শুদ্ধাদ্বৈতবাদই[১] শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাতে ঈশ্বরের শুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তনুর ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকারপূর্বক জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত।

ভাষ্যের নাম—সর্বজ্ঞসূক্তি (?)

ব্রহ্ম—সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহ।[২]

জীব—পরমাত্মার মায়ার দ্বারা সম্যক্ আবৃত, সংক্লেশ-নিকরাকর, মায়ালাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) হইয়াও দুঃখের আধার[৩]; জীব—বদ্ধ ও মুক্তভেদে দ্বিবিধ; মুক্ত জীব ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ ধারণ-পূর্বক নিত্যতনু ভগবানের সেবা করেন; মুক্তজীব সংখ্যায় বহু।[৪]

মায়া—ঈশ্বরাধীনা, জীব-পীড়নকারিণী ও 'অবিদ্যা'পদবাচ্যা।[৫]

শ্রীবিদ্যাশঙ্কর ও শুদ্ধাদ্বৈতমত-প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামী

সর্বদর্শনসংগ্রহকার মাধবাচার্যের গুরু শৃঙ্গেরীমঠাধীশ শ্রীবিদ্যাশঙ্কর কি শ্রীশ্রীধরস্বামিপ্রোক্ত শ্রীবিষ্ণুস্বামী? শ্রীবিদ্যাশঙ্করের মত যে শঙ্কর-মায়াবাদ বা নির্বিশেষবাদ, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমরা শৃঙ্গেরীতে বিদ্যাশঙ্করের সমাধিমন্দির-দর্শনকালে স্থানীয় মঠাধীশ ও অন্যান্য পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে জানিয়াছি যে, বিদ্যাশঙ্কর 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাক্যের প্রতীকরূপে শিবলিঙ্গে পরিণত হইয়াছিলেন; তিনি শঙ্করমত-

---

১। ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য ও সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-মত দ্রষ্টব্য; ২। সর্বদর্শনসংগ্রহ, ২৫তম অনু-ধৃত 'সাকারসিদ্ধি'; ৩। ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬ সংখ্যাধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য; ৪। ঐ, ১০।৮৭।২১-সংখ্যাধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য (?)। ৫। ভাবার্থদীপিকা ১।৭।৬-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য ও আত্ম-প্রকাশটীকা ১।১২।৭০-ধৃত সর্বজ্ঞসূক্তি।

অবলম্বী 'অহংগ্রহোপাসক' ছিলেন। অপরদিকে সর্বদর্শনসংগ্রহকার বলিয়াছেন,—"বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্য শরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ—"সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্। নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতমিতি॥""[১] —শ্রীবিষ্ণুস্বামিমতাবলম্বিগণ নৃপঞ্চাস্যের (পঞ্চাস্য = সিংহ) অর্থাৎ শ্রীনৃসিংহবিগ্রহের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের সাকারসিদ্ধি-গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, —যিনি সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, নিত্যস্বরূপ এবং নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে পূর্ণানন্দৈকবিগ্রহ, সেই শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মত শ্রীনৃসিংহকে বন্দনা করি।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের উদ্ধৃতির মধ্যেও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর যে মত পাওয়া যায়, তাহা হইতেও জানা যায় যে শ্রীবিষ্ণুস্বামী সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তি স্বীকার করিয়াছেন।[২] শ্রীধর শ্রীবিষ্ণুস্বামীর বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধার করিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন,—ঈশ্বরের একা, স্বরূপভূতা শক্তিই হ্লাদিনী বা আহ্লাদকরী, সন্ধিনী বা সন্ততা ও সম্বিৎ বা বিদ্যাশক্তি। সেই স্বরূপশক্তি একমাত্র সর্বাধিষ্ঠানস্বরূপ পরমেশ্বরেই বর্তমান, জীবে স্বরূপশক্তি নাই, আর গুণময়ী শক্তিও পরমেশ্বরে নাই।[৩]

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর উপরি-উক্ত সিদ্ধান্ত বিচার করিলে তাঁহাকে শৃঙ্গেরী-মঠাধীশ মায়াবাদী বিদ্যাশঙ্কর বলিয়া কিছুতেই নির্ধারণ করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, সর্বজ্ঞ-শ্রীবিষ্ণুস্বামী যদি সর্বদর্শন-সংগ্রহকারের গুরুই হইবেন, তাহা হইলে সেই বিখ্যাত গুরুর মত রসেশ্বর-দর্শনের[৪] বিবৃতি-প্রসঙ্গে মাধবাচার্য প্রদান করিবেন কেন? সর্বদর্শনসংগ্রহের সর্বশেষে

১। সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন, ২৫ অনু; ২। শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত (বিষ্ণুপুরাণ ১।১২।৭০ সংখ্যার) আত্মপ্রকাশটীকা ও ভাবার্থ-দীপিকা (ভা ১।৭.৬)-ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-বাক্য দ্রষ্টব্য। ৩। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, আত্মপ্রকাশ টীকা—১।১২.৬৯ দ্রষ্টব্য; ৪। সর্বদর্শন-সংগ্রহে রসেশ্বরদর্শন, মহেশ পাল-সং, ২৫ অনু ১৯৫০ সংবৎ।

পাতঞ্জল-দর্শনের উপসংহারে মাধবাচার্য লিখিয়াছেন,—"ইতঃপরং সর্বদর্শনশিরোমণিভূতং শাঙ্করদর্শনমন্যত্র লিখিতমিত্যত্রোপেক্ষিতমিতি।"[১] অর্থাৎ ইহার পর সর্বদর্শনের শিরোমণিস্বরূপ শাঙ্করদর্শন অন্যত্র লিখিত হওয়ায় এস্থানে (সর্বদর্শনসংগ্রহে) তাহা পরিত্যক্ত হইল। ইহা হইতে স্পষ্টই জানা যায়, মাধবাচার্য শঙ্করমতাবলম্বী। যদি তাঁহার শঙ্করমতাবলম্বী গুরুর মত রসেশ্বরদর্শনে উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামীর মতই হইবে, তবে তিনি বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র প্রভৃতির নামোল্লেখ করিয়া তৎসহিত নিজের গুরুর পরিচয় দিতেন; অথবা বিষ্ণুস্বামীর মতানুসরণ করিয়া মঙ্গলাচরণে নৃপঞ্চাস্যের (শ্রীনৃসিংহের) বন্দনাদি করিতেন, কিংবা শ্রীশ্রীধরস্বামীর ন্যায় পূর্বগুরু শ্রীশঙ্করের সম্প্রদায়-বিশুদ্ধির জন্য শ্রী বিষ্ণুস্বামী যদি কোনো মতবৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহা বলিতেন।

কেহ কেহ সর্বদর্শন-সংগ্রহকারকে পঞ্চদশীর রচয়িতা বলিয়াছেন।[২] ঐমত স্বীকার করিলেও সর্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবের গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মত রসেশ্বরদর্শনে উদ্ধৃত বিষ্ণুস্বামীর মতের সহিত এক হইতে পারে না। পঞ্চদশীর মায়াবাদ এবং শ্রীবিষ্ণুস্বামি-প্রপঞ্চিত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ পৃথক্‌।

মনুসংহিতার মেধাতিথিকৃত ভাষ্যে[৩] (কোবর) বিষ্ণুস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইনি পূর্বমীমাংসার ভাষ্যকার ছিলেন। কেহ কেহ 'কোবর'-শব্দ হইতে ইনি কাবেরীর তটবাসী ছিলেন, মনে করেন।[৪]

১। রসেশ্বরদর্শন, ৪০৬ পৃঃ; ও The Sarva-Darsana-Samgraha (Eng. Translation) by E. B. Cowell & A. E. Gough, P. 273, footnote, London, 1914; ২। বেদান্তদর্শনের ইতিহাস, ২য় ভাগ—প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী, ৬১৭ পৃঃ বরিশাল, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ,; ৩। "অথো যাবতী কাচিৎ ফলশ্রুতিঃ সা সর্বার্থবাদ ইতি কোবর-বিষ্ণুস্বামী"—মনুসংহিতা ৯।২৫৩—মেধাতিথিকৃত ভাষ্য, বসুমতী ৪র্থ-সং, কলিকাতা, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ; ৪। Vide, P. V. Kane's History of Dharma-Sastra, B. O. R. I, Vol. 1, p 271, Poona 1930.

বিজ্ঞানেশ্বরের (১০৭০—১১০০ খ্রীঃ) মিতাক্ষরায় মেধাতিথির ভাষ্য উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] অতএব মেধাতিথিভাষ্যোক্ত বিষ্ণুস্বামী নিশ্চয়ই তৎ-পূর্বের ব্যক্তি। বরদরাজের (খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দী ?) তার্কিক-রক্ষা'র উপর লঘুদীপিকাটীকাকার জ্ঞানপূর্ণ উপসংহারে শ্রীযজ্ঞেশ্বর-হরির পুত্র স্ব-গুরু শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে নমস্কার করিয়াছেন।[২] মুকুন্দবনের শিষ্য যোগী আনন্দ-বন তৎসঙ্কলিত শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকায় গুরুপরম্পরা-বন্দনার মধ্যে গৌড়-পাদ, গোবিন্দ, শঙ্করাচার্য ও তদনুগ সুরেশ্বরাদির বন্দনার পর শ্রীবিষ্ণু-স্বামীকে শঙ্করসম্প্রদায় হইতে ভিন্নমার্গ-প্রদর্শক এবং বিষ্ণুভক্তির প্রবর্তক মহাসিদ্ধপুরুষরূপে বর্ণন করিয়াছেন।[৩] হিন্দীভক্তমাল-গ্রন্থকার নাভাজী[৪] (খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে) মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত জ্ঞানদেবকে (১২৭৫ খ্রীঃ ?) 'বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীজ্ঞানদেব কোথাও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই, বরং শ্রীজ্ঞানদেব একটি সম্পূর্ণ পৃথক্ গুরুপরম্পরা প্রদান করিয়াছেন।[৫]

মনুসংহিতার মেধাতিথি-ভাষ্যোক্ত শ্রীবিষ্ণুস্বামী যে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্বের ব্যক্তি—ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়, আমরা পূর্বে প্রদর্শন করিয়াছি। শৃঙ্গেরীমঠাম্নায় হইতে জানা যায়, শ্রীবিদ্যাশঙ্কর

১। Ibid, p 290 ; ২। "শ্রীযজ্ঞেশ্বরহরেঃ সূনুং শ্রীবিষ্ণুস্বামি-গুরুং নুমঃ"—লঘুদীপিকাটীকার উপসংহার-শ্লোক, পণ্ডিত বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ-কর্তৃক সম্পাদিত ('পণ্ডিত' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত) ৩৬৪ পৃঃ, ১৯০৩ খৃঃ ; ৩। "নিত্যাদিত্যান্ মহাসিদ্ধান্ **মার্গান্তরদৃশঃ প্রভূন্। শ্রীমদ্বিষ্ণুস্বামি**রাজান্ **বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তকান্**। বন্দেঽহং প্রভুরাজাংশ্চ বিষ্ণুস্বামিকুমারকান্ ॥"—শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকা, ২য় পটল, ৯৬ পৃঃ, গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য-সম্পাদিত-সং, কলিকাতা এবং মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ৫২ পৃঃ ১৯২৫ খৃঃ, ; ৪। নাভাজীকৃত শ্রীভক্তমাল, ৪৩ সংখ্যা, ৩৬৩ পৃঃ, নবলকিশোর প্রেস্ লক্ষ্ণৌ, ১৯১৩ খৃঃ ; ৫। Vide, Prof. Ranade's Mysticism, in Maharastra, pp 47, 48.

খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর (১২২৮খ্রীঃ সন্ন্যাসকাল) ব্যক্তি ; সুতরাং শ্রীবিদ্যা-শঙ্কর ও শ্রীবিষ্ণুস্বামী কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারেন না। শঙ্কর-সম্প্রদায়ী আনন্দবন শ্রীরামার্চনচন্দ্রিকায় স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন' যে, শঙ্করসম্প্রদায় হইতে শ্রীবিষ্ণুস্বামী ভিন্নপথপ্রদর্শক ও বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তক ; কিন্তু শৃঙ্গেরীমঠাধীশ শ্রীবিদ্যাশঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ হইতে মার্গান্তর-প্রদর্শক বা বিষ্ণুভক্তি-প্রবর্তক নহেন। লঘুদীপিকা-টীকাকার জ্ঞানপূর্ণের সহিত কোনোরূপে জ্ঞানদেবের নামের একাকার হইয়া পড়িয়াছে কি না তাহাও বিবেচ্য। যেভাবেই হউক, শ্রীবিদ্যাশঙ্কর কোনোরূপেই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়প্রবর্তক শ্রীবিষ্ণুস্বামী নহেন।

শঙ্কর-কেবলাদ্বৈতবাদ ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদের পার্থক্য

১। (ক) শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদের নামান্তর নির্বিশেষবস্ত্বৈক্যবাদ। ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বা অদ্বিতীয়তত্ত্ব, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিবর্তমাত্র।

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদে পরমেশ্বরের শুদ্ধত্ব এবং ভগবত্তনুর ও ভজনকারিগণের শুদ্ধত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকারপূর্বক জীব, জগৎ ও মায়ার তদাশ্রয়ত্বরূপে অদ্বয়ত্ব স্বীকৃত।

২। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে নির্বিশেষ, নিরাকার ও নির্গুণ ব্রহ্মই পরতত্ত্ব ; সবিশেষ, সাকার ও গুণশালী হইলেই তাহা মায়িক, অনিত্য, ব্যবহারিক ও মিথ্যা—তাহা চরমতত্ত্ব নহে।

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে সৎ-চিৎ-নিত্য-নিজাচিন্ত্য-পূর্ণানন্দৈক-বিগ্রহ নৃপঞ্চাস্য—চরমতত্ত্ব ; তাঁহার তনু নিত্য সচ্চিদানন্দ ; তাহা কখনও মায়িক, ঔপাধিক বা অনিত্য নহে ; তাহা পারমার্থিক বাস্তবসত্য। পরতত্ত্ব—নিত্য সাকার। ইহাই 'সাকারসিদ্ধি'র সিদ্ধান্ত।

৩। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে মায়া—অনির্বাচ্যা; মায়া—শ্রৌতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বচনীয়া ও লৌকিকদৃষ্টিতে বাস্তব।[১]

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে মায়া সম্পূর্ণ ঈশ্বরাধীনা; মায়া জীবকে পীড়ন করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্পর্শও করিতে পারে না। পরমেশ্বরের মধ্যে মায়া নাই, জীবের মধ্যেও পরমেশ্বরের মুখ্যা স্বরূপশক্তি নাই।

৪। (ক) শ্রীশঙ্কর-মতে অবিদ্যোপাধিক ভ্রান্তব্রহ্মই জীব; পরমার্থতঃ জীব-নামক কোনো বস্তুরই সত্তা নাই।

(খ) শ্রীবিষ্ণুস্বামীর মতে জীব—পরমাত্মার মায়াদ্বারা আবৃত, মায়া-লাঞ্ছিত, স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চেতন) হইয়াও দুঃখের আধার। মুক্ত জীবগণ ভগবদিচ্ছায় নিত্যবিগ্রহ-ধারণপূর্বক নিত্য-তনু সবিশেষ শ্রীভগবানের সেবা করেন।

শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শিষ্যবর্গ ও সাহিত্য

সর্বদর্শন-সংগ্রহকারের রসেশ্বরদর্শনে[২] উক্ত হইয়াছে যে, গর্ভশ্রীকান্ত মিশ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীর শ্রীচরণাশ্রিত ছিলেন। সাকারসিদ্ধি-নামক গ্রন্থে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্মত শ্রীনৃপঞ্চাস্যের তত্ত্ব বর্ণিত আছে। ইহাদ্বারা মনে হয়, সাকারসিদ্ধি-নামক গ্রন্থটি শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ শ্রীবিষ্ণুস্বামীর কতিপয় বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন এবং কতিপয় বাক্য সর্বজ্ঞসূক্তির অন্তর্গত বলিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্যের পৌত্র যদুনাথজীর নামে আরোপিত বল্লভদিগ্বিজয়ে প্রভুবিষ্ণুস্বামীর শিষ্যপারম্পর্যে বিল্বমঙ্গল, ভর্গশ্রীকান্তমিশ্র, গর্ভশ্রীকান্তমিশ্র, সত্ত্ববোধি-পণ্ডিত, সোমগিরি-যতি, নরহরি-প্রমুখ নৃসিংহভক্তের নাম দৃষ্ট হয়।[৩]

১। পঞ্চদশী ৬।১২৮—১৩০, বঙ্গবাসী-সং, ১৩১১ বঙ্গাব্দ ; ২। সর্বদর্শনসংগ্রহে রসেশ্বর-দর্শন, ২৫,২৬ অনু, ২২৪, ২২৫ পৃঃ (মহেশপাল-সং, ১৯৫০ সংবৎ) ; ৩। সংস্কৃত শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়, ২য় অবচ্ছেদ. নির্ণয়সাগর-সং, ১৯৭৫ সংবৎ।

ডক্টর ফর্কুহার[১] খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুস্বামীর অভ্যুদয়-কাল অনুমান করিয়া বিষ্ণুস্বামি-সাহিত্যের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থ-সমূহের নাম করিয়াছেন—(১) শ্রীগীতাভাষ্য, (২) বেদান্তসূত্রভাষ্য, (৩) শ্রীমদ্-ভাগবতভাষ্য, (৪) বিষ্ণুরহস্য, (৫) তত্ত্বত্রয়, শ্রীকান্তমিশ্রের (৬) সাকার-সিদ্ধি, শ্রীবিল্বমঙ্গলের (৭) শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত, শ্রীবরদরাজের (৮) ভাগবত-লঘুটীকা (কাশী সংস্কৃত কলেজ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি)।

(৬) শ্রীনিম্বার্কাচার্য-চরিত

কথিত হয়, তৈলঙ্গদেশের মুঙ্গেরপত্তন বা মঙ্গীপাটন[২] নগরে তৈলঙ্গ-ব্রাহ্মণবংশে শ্রীনিম্বার্কের আবির্ভাব হয়। তাঁহার পিতার নাম শ্রীআরুণি মুনি[৩] ও মাতার নাম শ্রীজয়ন্তী দেবী[৪]। কার্তিকী পূর্ণিমা-তিথির[৫] সন্ধ্যাকালে শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শনচক্রের অবতাররূপে তিনি আবির্ভূত হন। নিম্ববৃক্ষারূঢ় হইয়া ইনি যোগবলে সূর্যকে অস্তাচল-গমন হইতে প্রতিরোধ করিয়া সূর্যাস্তের পূর্বে অতিথি যতিগণের সৎকার করায় নিম্বাদিত্য বা নিম্বার্ক নামে খ্যাত হ'ন, এইরূপ কিংবদন্তী আছে।

১। An outline of the Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, P. 375, Bombay 1920 ; ২। মতান্তরে তৈলঙ্গদেশে দেব-নদীর তীরস্থ সুদর্শন-আশ্রমে, অন্য মতে শ্রীগোবর্ধনে নিম্বগ্রামে, অন্য আর এক মতে যমুনার তীরে শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভাব। ডক্টর আর, জি, ভাণ্ডারকার বেলারী জেলার নিম্বপুরকে 'নিম্বগ্রাম' মনে করেন—Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems, P 88, Poona, 1928 ; ৩। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়িগণের মতে (ভা ১।১৯।১১ শ্লোকে) পরীক্ষিৎ-সভায় আগত অরুণ মুনির বংশধরই এই আরুণি ; ৪। শ্রীনিম্বার্কাচার্যকৃত দশশ্লোকীর শ্রীহরিব্যাসদেবকৃত 'সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি'-টীকায় শ্রীনিম্বার্কের পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ ও মাতার নাম শ্রীসরস্বতী বলিয়া উক্ত হইয়াছে—মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫খ্রীঃ ; ৫। মতান্তরে বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়া।

শিলালিপিতে নিম্বার্কের উল্লেখ

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাব-কাল নির্ণয় করা সুকঠিন। হায়দারা-বাদের (দাক্ষিণাত্য) অন্তর্গত আদিলাবাদ হইতে প্রায় ৬ মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে অবস্থিত একটি স্থানে আবিষ্কৃত জয়নাদ বা জয়নাথ-শিলা-লিপিতে দেখা যায় যে, উদয়াদিত্যের (বিক্রম সম্বৎ ১১১৬—১১৪৩= খ্রীঃ ১০৬০—১০৮৭) বিশেষ প্রিয় কর্মচারী লোলার্কের (নামান্তর অর্জুনের) পত্নী পদ্মাবতী ব্রহ্মত্তর-ভূমিতে 'নিম্বাদিত্যপ্রাসাদ' নির্মাণ করাইয়াছিলেন।[১] ইহা হইতে অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর পূর্বে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের আবির্ভাবকাল নির্ধারিত হইতে পারে।

আমরা উক্ত শিলালিপির[২] মূল পাঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ শিলালিপির প্রারম্ভেই নিম্নলিখিত বাক্য উৎকীর্ণ রহিয়াছে—

ওঁ নমঃ **সূর্যায়** ॥

অকালেঽপি রবের্বারে **নিম্বপুণ্যোদ্গমৈরয়ম্।**

প্রত্যয়ং পূরয়ন্ **ভানু**র্নিরত্যয়মুপাস্ততাম্ ॥

অর্থাৎ যিনি সকলের অভীষ্ট পূরণ করেন, সেই এই সূর্যকে অকালেও অর্থাৎ নিষিদ্ধকালেও রবিবারে নিম্ববৃক্ষের পবিত্র পত্রপুষ্পাদি-দ্বারা অপতিতভাবে উপাসনা কর।

শিলালেখের সর্বশেষ শ্লোকটি এই,—

তৎপত্নী পদ্মপত্রায়তনয়নযুগা পদ্মসঙ্কাশবক্ত্রা

নাম্না **পদ্মাবতী**তি ত্রিজগতীবিদিতা রাগতঃ শ্বেতপদ্মা।

১। 'The Dynastic History of Northern India' (Eatly Mediaeval Period) by Dr. H. C. Roy, Vol. II, Pp 876—878, C. U. Press 1936;

২। Vide, The Annual Report of the Archaeological Department of H. E. H the Nizam's Dominions for 1927—28 A.D. pp 23, 24 (published in 1930) and Plate G.

এতস্মিন্নগ্রহারে হঠহৃতকলুষে কারয়ামাস **নিম্বা-**
দিত্যপ্রাসাদ * * *[1] চন্দ্রার্কা ॥

ইনি কোন্ নিম্বার্ক ?

উক্ত শিলালেখে প্রথমেই সূর্যের প্রণাম এবং সূর্যের প্রশস্তিমুখে তাঁহার উপাসনার বিধি উক্ত হইয়াছে। উদয়াদিত্য, লোলার্ক প্রভৃতি নামগুলি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা সূর্যোপাসক ছিলেন। প্রাচীনকালে হিন্দুমহিলাগণ ধর্ম (পুণ্য) ও পতির পরমায়ু কামনা করিয়া সূর্যের উপাসনা করিতেন। এই জন্যই হয়ত লোলার্কের সহধর্মিণী অগ্রহারে (ব্রহ্মত্তর-ভূমিতে) নিম্বাদিত্য-নামক সূর্যবিশেষের প্রাসাদ (মন্দির) নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, নিম্ব-বৃক্ষ ও তজ্জাত পত্রপুষ্পাদি সূর্যের বিশেষ প্রিয়। তজ্জন্য নিম্বও সূর্যের প্রতীকরূপে নমস্য—"নিম্বঞ্চ সূর্যদেবস্য বল্লভং দুর্লভং তথা।"[2]

হেমাদ্রি (১২৬০—১৩০৯ খ্রীঃ) স্বকৃত চতুর্বর্গচিন্তামণি-গ্রন্থের ব্রত-খণ্ডে সূর্যব্রত-প্রসঙ্গে ভবিষ্যপুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া সূর্য-বিশেষের নামই নিম্বার্ক বা নিম্বাদিত্য এইরূপ জানাইয়াছেন। সেই শ্লোকটি এইরূপ—

উদয়ব্যাপিনী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণৈঃ।
নিম্বার্কো ভগবানেষাং বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনাৎ।[3]

১। তারকাচিহ্নিত অংশের অক্ষরসমূহ শিলালিপিতে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এজন্য পাঠোদ্ধার করা যায় নাই ; ২। ভবিষ্যপুরাণ—উত্তরপর্ব ৮৮ অধ্যায়, ৫—৭ শ্লোক, বেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৩২ শকাব্দ ; ৩। চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড ১১শ অ, ৭৮৪ পৃঃ, Published by A. S. B., 1878.

নির্ণয়সিন্ধু-গ্রন্থের নিম্বাদিত্য

পরবর্তিকালে কমলাকর ভট্টের নির্ণয়সিন্ধুগ্রন্থে (১৬৬৮ সংবতে=১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত)[১] হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণির ব্রতখণ্ডধৃত ভবিষ্য-পুরাণের বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে।[২] সেই স্থানে নির্ণয়সিন্ধুকার "নিম্বাদিত্যোপাসকাঃ"—নিম্বাদিত্যের উপাসকগণ বলিতে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অনুগত সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করেন নাই। নিম্বার্ক-নামক সূর্যবিশেষের উপাসকগণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন অর্থাৎ এই নিম্বার্কোপাসকগণ সৌর—বৈষ্ণব নহেন। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে মৎস্যপুরাণোক্ত মুক্তিসপ্তমী-ব্রতপ্রসঙ্গে সূর্যের ভক্তগণের পালনীয় ব্রতোপবাসের ব্যবস্থাপ্রদান-উদ্দেশে ভবিষ্য-পুরাণের উক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে। চতুর্বর্গচিন্তামণি ও নির্ণয়সিন্ধু, উভয় গ্রন্থেই—"পূর্বে প্রকুর্যাদ্দিবসে দ্বিতীয়ে **দিনেশভক্তোঽথ** তদা ব্রতার্থী।"[৩] এই বাক্যটি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কমলাকর ভট্ট এই প্রসঙ্গের উপসংহারে বলিয়াছেন—**"ইদানীং ক্বাপি নিম্বার্কোপাসনাভাবাচ্চেতি** সংক্ষেপঃ।" অর্থাৎ সম্প্রতি কোথাও নিম্বার্কের উপাসনা প্রচলিত নাই বলিয়া ইহা সংক্ষেপে উক্ত হইল। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নির্ণয়সিন্ধু-গ্রন্থের সময়ে কোথাও দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রী-

---

১। (ক) "বসু-ঋতু-ঋতু-ভূ-মিতে (১৬৬৮) গতেঽব্দে, নরপতিবিক্রমতোঽথ যতি রৌদ্রে। তপতি শিবতিথৌ সমাপিতোঽয়ং"—নির্ণয়সিন্ধু, উপসংহার ৬ষ্ঠ শ্লোক, মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৪৯ শকাব্দ ; (খ) History of Classical Sanskrit Literature-গ্রন্থের সম্পাদক Dr. M. Krishnamachariar তাঁহার গ্রন্থের Indexএ (940) লিখিয়াছেন—কমলাকর 'wrote Nirnayasindhu in 1616, not 1612 ;

২। নির্ণয়সিন্ধু, ২য় পরিচ্ছেদে ৯৩ পৃষ্ঠায় 'ভাদ্রে জন্মাষ্টমী জয়ন্তী-নিরূপণ-প্রসঙ্গ' ;

৩। (ক) চতুর্বর্গচিন্তামণি, ব্রতখণ্ড ১১ অ, ৭৮৪ পৃঃ, A. S. B-সং, ১৮৭৮ খৃীঃ ; (খ) নির্ণয়সিন্ধু, ২য় পরিচ্ছেদে ভাদ্র-জন্মাষ্টমীপ্রসঙ্গ ৯৩ পৃঃ—মুম্বই, শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৪৯ শকাব্দ।

নিম্বার্কের উপাসনার অস্তিত্ব ছিল না, ইহা কিরূপে বলা যায়? **হেমাদ্রিও সুস্পষ্টভাবে দিনেশভক্ত-শব্দের অর্থ—'সূর্যভক্ত' করিয়াছেন।** অতএব হেমাদ্রি বা কমলাকর ভট্ট যে নিম্বাদিত্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আচার্য শ্রীনিম্বাদিত্য নহেন, ইহা প্রকৃষ্টরূপেই প্রমাণিত হয়। সুতরাং জয়নাদ-শিলালিপি বা নির্ণয়সিন্ধু-গ্রন্থে যে নিম্বার্কের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে আচার্য শ্রীনিম্বাদিত্যের আবির্ভাবকাল নিরূপিত হইতে পারে না।

নিম্বার্কের নামে আরোপিত স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথিতে নিম্বার্ক-নামাঙ্কিত ভবিষ্যপুরাণ-শ্লোক

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায় (পুঁথি নং III G 136, ২য় পত্র) বঙ্গাক্ষরে (১৭১৬ শকাব্দায়[১]) লিখিত (১—৭০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) 'স্বধর্মাধ্ব-বোধ' (শ্রীনিম্বার্কাচার্যের রচিত বলিয়া উপক্রম-শ্লোকে ও পুষ্পিকায় উল্লিখিত) নামক হস্তলিখিত-পুঁথিতেও ভবিষ্যপুরাণের উক্ত শ্লোকটি সামান্য পাঠান্তর-সহ উদ্ধৃত হইয়াছে ; যথা—"সর্বাপ্যৌদয়িকী গ্রাহ্যা কুলে তিথিরুপোষণে। নিম্বার্কো ভগবান্ যেষাং বাঞ্ছিতার্থ-প্রদায়কঃ॥ ইতি ভবিষ্যোক্তেঃ।"

স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথির পরবর্তী বাক্যসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহা অপর কোন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হইয়াছে। কারণ, উহাতে শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে শ্রীসুদর্শনাবতার, চতুর্ব্যূহ-পরম্পরা-প্রবর্তক প্রভৃতি বহু বাক্যে বন্দনা করা হইয়াছে। স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথির (A. S. B. পুঁথি নং I B 24) দ্বিতীয় পঞ্চক (নাগরাক্ষরে ১৮৬৪ সংবতে লিখিত ও ১—৯৭ পত্রে সম্পূর্ণ) স্বভূবংশ্য রামচন্দ্র-বিরচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

১। Notices of Sanskrit Mss. by Rajendralal Mitra, Vol. III, PP 183—187, Calcutta 1876, No. 1216. যে স্বধর্মাধ্ববোধ-পুঁথির বিবরণ আছে, উহার লিপিকাল ১৭১৫ শক (=১৭৯৩ খ্রীঃ)।

উক্ত সংখ্যার নাগরাক্ষরে লিখিত ঔদুম্বরী-সংহিতা বা ব্রতপঞ্চকনির্ণয়-নামক আর একটি পুঁথি শ্রীনিম্বার্ক-শিষ্য উদুম্বর ঋষি-কর্তৃক রচিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বেই যথেষ্ট প্রমাণের সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভবিষ্যপুরাণের শ্লোকোক্ত নিম্বার্ক—সূর্যদেব; তিনি দ্বৈতাদ্বৈতবাদাচার্য শ্রীনিম্বার্ক নহেন। স্বধর্মাধ্ববোধ-গ্রন্থটি আচার্য শ্রীনিম্বাদিত্যের দ্বারা প্রণীত হইয়া থাকিলে তিনি কখনো সূর্যের প্রশস্তি বা পূজার বিধিসূচক শ্লোকের দ্বারা নিজের পরিচয় দিতেন না। এজন্য এ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

আর যদি শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে নিম্বার্ক-নামক সূর্যের অবতার বলিয়াই কেহ স্থাপন করেন, তাহা হইলেও ভবিষ্যপুরাণের বাক্যের ব্যাখ্যায় শ্রীকমলাকর ভট্ট (১৬১২ খ্রীঃ) যে ১৭শ শতাব্দীতেও কোথাও নিম্বার্কের উপাসনা প্রচলিত ছিল না বলিয়াছেন, তাহাতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য ১৭শ শতাব্দীর পরের ব্যক্তি হইয়া পড়েন।

'আচার্যচরিত-গ্রন্থে' আরোপিত মতের বিচার

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজী তৎসম্পাদিত শ্রীপুরুষোত্তমাচার্যকৃত 'বেদান্তরত্নমঞ্জুষা'র[১] এবং কাশী হইতে প্রকাশিত শ্রীদেবাচার্যকৃত 'সিদ্ধান্তজাহ্নবী' (ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি) ও তদুপরি শ্রীসুন্দরভট্টকৃত 'সিদ্ধান্তসেতুকা'-টীকা[২] গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, যুগরুদ্রেন্দু (অর্থাৎ ১১১২) বিক্রমসংবতে (=১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দে) দেবাচার্যের আবির্ভাব-কাল বলিয়া তৎসম্প্রদায়ের বেদান্তকেশরী শ্রীঅনন্তরামকৃত গদ্যাত্মক আচার্যচরিত-নামক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

১। বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—কাশী, চৌখাম্বা-সংস্কৃতগ্রন্থমালা, ১৯০৮ খ্রীঃ ; ২। সসেতুকা সিদ্ধান্তজাহ্নবীর ভূমিকা, ২য় পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা ১৯০৬ খ্রীঃ।

শ্রীদেবাচার্য তৎকৃত সিদ্ধান্তজাহ্নবীতে শঙ্করমত,[১] ভাস্করমত[২], রামানুজমত[৩] ও মধ্বমতের[৪] খণ্ডন করিয়া স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ-স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীদেবাচার্য শ্রীশঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনমুখে মধ্বানুগ-সম্প্রদায়ের কেবল-ভেদবাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন,—"সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদত্রয়শূন্যং সর্ববিশেষবিনির্মুক্ত-মনুভূতিমাত্রং ব্রহ্ম সর্ববেদান্তপ্রতিপাদ্যম্, ইতি প্রাপ্তে প্রাহুরন্যে—অযুক্তং চৈতদ্, ভেদবিষয়কবাক্যসহস্রবিরোধাৎ।"[৫]

শ্রীদেবাচার্যের উক্ত বৃত্তির উপর তাঁহার সাক্ষাৎ-শিষ্য শ্রীসুন্দরভট্ট সেতুকা-টীকায় বলিতেছেন,—"ইত্যুক্তপ্রকারেণ মায়াবাদিনির্ণয়ে প্রাপ্তে সতি এতদযুক্তং চেত্যন্যে ভেদবাদিনো **মাধ্বাঃ** প্রাহুরিত্যন্বয়ঃ।"[৬]

তাৎপর্য এই যে, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদত্রয়শূন্য সর্ববিশেষ-বিনির্মুক্ত চিন্মাত্র ব্রহ্মই সর্ববেদান্তের প্রতিপাদ্য—এইরূপ মায়াবাদিগণ নির্ণয় করিলে অন্য ভেদবাদী বৈদান্তিকগণ অর্থাৎ **মাধ্বগণ** বলিয়াছেন যে ইহা অযুক্ত; কারণ কেবলাদ্বৈতবাদ স্বীকার করিলে ভেদবিষয়ক সহস্র সহস্র শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এই স্থানে স্বয়ং শ্রীসুন্দর-ভট্ট ভেদবাদী বলিতে 'মাধ্ব'গণকেই টীকায় নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীসুন্দরভট্ট শ্রীদেবাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য ও সমসাময়িক। শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাবকাল—১২৩৮ খ্রীঃ এবং তাঁহার অপ্রকটকাল—১৩১৭ খ্রীঃ।[৭]

১। শ্রীদেবাচার্যকৃত 'সিদ্ধান্তজাহ্নবী'—পণ্ডিত কিশোরদাসকৃত ভূমিকাসহ, ২৯,৩০, ৩৩ ইত্যাদি পৃঃ; কাশী, চোখাম্বা, ১৯০৬ খৃীঃ; ২। ঐ, ৩০, ৩৭ ইত্যাদি পৃঃ; ৩। ঐ ৪২—৪৪ ইত্যাদি পৃঃ; ৪। ঐ, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪২ ইত্যাদি পৃঃ; ৫। ঐ, ৩৩ পৃঃ; ৬। ঐ, ৩৪ পৃঃ; ৭। ১৯৫৩ খৃীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উড়ুপীতে Madhva Philosophical Conferenceএর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে অখিলভারত মাধ্ব-মহামণ্ডল শ্রীমধ্বের আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল ঐরূপই স্থির করিয়াছেন।

শ্রীসুন্দরভট্ট **'মাধ্ব'**-শব্দ ব্যবহার করিয়া শ্রীমধ্বাচার্যের পরবর্তী আচার্যগণকেই লক্ষ্য করিয়াছেন।

শ্রীমধ্বাচার্যের অব্যবহিত পরবর্তি-বৈদান্তিক-টীকাচার্য শ্রীজয়তীর্থ-প্রমুখ আচার্যগণকেও যদি 'মাধ্ব'-শব্দের লক্ষ্যীভূত আচার্যরূপে ধরা যায়, তাহা হইলেও প্রায় ১৫শ শতাব্দীতে দেবাচার্যের সময় ধরিতে হয়। শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ গবেষক ডক্টর বি, এন, কৃষ্ণমূর্তিশর্মা শ্রীজয়তীর্থের অপ্রকটকাল **১৩৮৮ খ্রীঃ** বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আর সেই যুগে মাধ্বগণের গ্রন্থাদির প্রচার হইতেও উপযুক্ত সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় পণ্ডিত কিশোরদাসজী শ্রীঅনন্তরামের আচার্যচরিতে লিখিত **১০৫৬ খ্রীষ্টাব্দ** শ্রীদেবাচার্যের আবির্ভাবকাল বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কতটা নির্ভরযোগ্য সুধী পাঠকগণেরই বিচার্য। শ্রীসুন্দরভট্টের টীকানুসারে শ্রীদেবাচার্য শ্রীমধ্বের শিষ্যগণেরও পরবর্তী—ইহা নিশ্চিত ; এখন তিনি কত পরবর্তী তাহাই নির্ণেয়।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের বেদান্তপারিজাতসৌরভ-ভাষ্যের উপর তাঁহার সাক্ষাৎ-শিষ্য (সুতরাং সমসাময়িক) শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যের বেদান্তকৌস্তভ-ভাষ্যেও কেবলাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত প্রভৃতি মতবাদের কোনো কোনো সিদ্ধান্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল মতবাদাচার্যের অনুরূপ বাক্য ও পরিভাষাসমূহও বেদান্তকৌস্তভ-ভাষ্যের স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ।"—(মাধ্বভাষ্য ২।১।২৮) শ্রুতিটি বর্তমানে উপলভ্যমান শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের পাঠে পাওয়া যায় না এবং "জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ"—(মাধ্বভাষ্য ১।২।১২) অন্য কোনো প্রচলিত শ্রুতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না। শ্রীমধ্বাচার্য ও তত্ত্ববাদিসম্প্রদায়ের গ্রন্থেই বিশেষভাবে ঐ দুইটি বাক্য যথাক্রমে শ্বেতাশ্বতর

ও ভাল্লবেয় শ্রুতির মন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে ; এজন্য শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদ ঐরূপ শ্রুতিমন্ত্রকে 'শ্রীমধ্বাচার্যধৃতা শ্রুতি' বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন।[১] শ্রীনিবাসাচার্য তাঁহার কৌস্তুভ-ভাষ্যে[২] উক্ত মন্ত্রদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রুতির নামোল্লেখ করেন নাই।

স্বয়ং শ্রীনিম্বার্কের ভাষ্যেও শ্রীরামানুজীয় ও মাধ্ব দর্শনের ভাব ও ভাষাদির অনুকরণ প্রস্ফুটিত রহিয়াছে বলিয়া আধুনিক গবেষকগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—"Even the style of Nimbarka's *bhasya* in many places shows that it was modelled upon the style of approach adopted by Ramanuja in his bhasya. This is an additional corroboration of the fact that Nimbarka must have lived after Ramanuja."[৩]

শ্রীঅনন্তরাম খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবের জগাধরী-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কি প্রমাণবলে তাঁহার বহুপুরুষ-পূর্বের দেবাচার্যের সময় নির্ণয় করিলেন, তৎসম্বন্ধে কিছু প্রকাশ নাই। শ্রীঅনন্ত-রামের উক্তি অপেক্ষা শ্রীদেবাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য শ্রীসুন্দর-ভট্টের বাক্য নিশ্চয়ই অধিক প্রামাণিক।

ধ্রুবঘাটের শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের মত

অপরদিকে শ্রীবৃন্দাবনস্থ ধ্রুবঘাটের নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অধস্তনগণের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে শ্রীনিম্বার্কাচার্য আবির্ভূত হ'ন। আবার শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনেকে এরূপও মনে করেন যে, 'শ্রীনিম্বার্কাচার্য

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসম্বাদিনী, ৭৭ ও ৭০ পৃঃ ; ২। ব্র সূ ১।৪।২৬ ও ১।১।১ —বেদান্তকৌস্তুভভাষ্য, ৩৫৭ ও ১৩ পৃঃ, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, শ্রীবৃন্দাবন, দ্রষ্টব্য ; ৩। (ক) A Hist. of Indian Phil., Vol. III, by Dr. S. N. Dasgupta, P. 400 ; (খ) উৎপত্ত্যসম্ভবাধিকরণে নিম্বার্ক মধ্বের ন্যায় শক্তিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।

যখন শ্রীনারদের সাক্ষাৎ-শিষ্য ছিলেন, তখন শ্রীনিম্বার্কের সময় গৌতম-বুদ্ধাদিরও আবির্ভাবের (প্রায় ৫৬৬ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) বহু পূর্বে। বর্তমানে ৫০৪৭—৪৮ নিম্বার্ক-সংবৎ চলিতেছে।[১] কিন্তু শুনা যায়, শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীমধ্বাচার্য (যদিও উভয়ের আবির্ভাবকালের মধ্যে কএক শতাব্দী ব্যবধান, তথাপি), উভয়েই শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীনারদ ও শ্রীব্যাস-প্রমুখ মহাভাগবতগণ ত্রিকালসিদ্ধ ও নিত্য অমর। শ্রীমধ্বাচার্য বদরিকাশ্রমে শ্রীব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া মাধ্বগণ ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমধ্বের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিতে কোনও আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকে উল্লেখ

শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীকৃষ্ণমিশ্র-যতি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদকে রূপকভাবে সাজাইয়া প্রবোধচন্দ্রোদয়-নামক একটি নাটকে (খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে)[২] অন্যান্য মতবাদের সহিত দ্বৈতাদ্বৈত-মতেরও নিন্দা করিয়াছেন। ইহা হইতে নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ উক্ত দ্বৈতাদ্বৈতমতের দ্বারা নিম্বার্কাচার্যের মতবাদই লক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক-মত অন্ততঃ পক্ষে আরও ২।১ শতাব্দী-পূর্বে প্রচলিত ছিল, ইহা বলিতে চাহেন।[৩] বস্তুতঃ প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে মীমাংসকগণের প্রতীক অহঙ্কার বলিতেছে,—"এতে **ত্রিদণ্ড**ব্যপদেশ-জীবিনো দ্বৈতাদ্বৈতমার্গপরিভ্রষ্টা এব।"[৪] অর্থাৎ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের ছলনার

১। মাসিক প্রবাসী-পত্রে, (বৈশাখ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ) শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ-লিখিত 'বাংলার মন্দির' (৪) শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩৩ পৃঃ; ২। Vide, A History of Sans. Literature, Vol. 1, p. 481, by Dr. S. N. Dasgupta & Dr. S. K. De, C. U. 1947; ৩। 'শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য'-প্রবন্ধ—'শ্রীসুদর্শন' (ত্রৈমাসিক-পত্র) বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ৩০, ৩১ পৃঃ, পাদটীকা; ৪। কৃষ্ণমিশ্র যতি-প্রণীত প্রবোধ-চন্দ্রোদয়-নাটক, গোবিন্দামৃত-কৃত নাটকাভরণটীকা-সহ ২।৫ (৪৬ পৃঃ)—কে, সাম্ব-শিব শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ত্রিবাঙ্কুর ১৯৩৬ খ্রীঃ।

দ্বারা উদরভরণকারী এই সকল দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ব্যক্তি ভেদ ও অভেদ, উভয়বাদী হওয়ায় কোনমতেই স্থিতিলাভ করিতে পারিতেছেন না।[১] এইস্থানে ত্রিদণ্ডব্যপদেশজীবী দ্বৈতাদ্বৈতপন্থী বলিতে ভাস্করাচার্য ও তদনুগত সম্প্রদায়কে বুঝাইতেছে। উদয়নাচার্যের ন্যায়কুসুমাঞ্জলি হইতে জানা যায়, ভাস্করাচার্য বৈদান্তিক ত্রিদণ্ডী ছিলেন।[২] ভাস্করের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেও ত্রিদণ্ডের প্রশংসা দৃষ্ট হয়।[৩] শ্রীরামানুজ শ্রীকৃষ্ণমিশ্রেরও পূর্ববর্তী। শ্রীরামানুজও ভাস্করের ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন।[৪]

ভাষ্যকারগণের মধ্যে প্রাচীনতমতার বিচার

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের অনেকেই সমস্ত ভাষ্যকার আচার্যের পূর্বে শ্রীনিম্বার্কের সময় স্থাপন করিবার জন্য দুইটি প্রধান যুক্তি দিয়া থাকেন—(১) শ্রীনিম্বার্ককৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে অন্য কোন মতের খণ্ডন নাই, সুতরাং শ্রীনিম্বার্ক সর্বপ্রাচীনতম আচার্য; (২) শ্রীশঙ্করাচার্য শ্রীনিম্বার্কের প্রায় অবিকল ভাষা উদ্ধার করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন।[৫] এই দুইটি যুক্তির প্রথমটির প্রতিপক্ষে কেহ কেহ বলিয়াছেন,—শ্রীনিম্বার্কের রচিত 'সবিশেষ-নির্বিশেষ-স্তবরাজ'-গ্রন্থের মধ্যে শঙ্কর ও তৎপরবর্তী কেবলাদ্বৈতী আচার্যগণের কতিপয় মতবাদের (যথা নির্গুণবাদ, দৃষ্টি-

---

১। "দ্বৈতাদ্বৈত-মার্গপরিভ্রষ্টা ইতি। ভেদাভেদবাদিত্বান্নৈকত্রাপি স্থিতিং লভন্ত ইত্যর্থ।"—গোবিন্দামৃতকৃত নাটকাভরণটীকা, ঐ-সং ৪৬ পৃঃ; ২। ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ২য় স্তবক, ৮১ অনু ১৩৭ পৃঃ, বীররাঘবাচার্য শিরোমণি-সম্পাদিত, তিরুপতি ১৯৪১ খ্রীঃ; ৩। ভাস্করভাষ্য ৩।৪।২৬; ৪। শ্রীভাষ্য ১।১।৪,২৩,২৪ অনু, ৩১৮—৩২২ পৃঃ, বঁসা প-সং, ১৩২২ বঙ্গাব্দ; ৫। (ক) এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত 'সুদর্শন-পত্রে' (বৈশাখ, ১৩৪৫ ও বৈশাখ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) শ্রীসতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, এম্-এ, বি-এল-লিখিত 'শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য' ও শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্যের সময় প্রবন্ধদ্বয় এবং (খ) কলিকাতা হইতে প্রকাশিত শ্রীসুদর্শন-পত্রে (ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) 'শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্যের সময়'-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টিবাদ, ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়-বিষয়ত্ব ইত্যাদি) উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রী-নিম্বার্কের সমসাময়িক ও তাঁহার শিষ্য শ্রীনিবাসও 'বেদান্তকারিকাবলী'[১] গ্রন্থে প্রতিবিম্ববাদের উল্লেখ করিয়াছেন। দ্বিতীয় যুক্তিটির প্রতিপক্ষে অনেকে বলিয়াছেন যে ভেদাভেদ-দার্শনিক-মতবাদ ব্রহ্মসূত্র গুম্ফিত হইবার পূর্বেও প্রচারিত ছিল। শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বপ্রমুখ আচার্য-গণের ভাষা, পরিভাষা ও ভাবের যথেষ্ট উল্লেখ শ্রীনিম্বার্কাচার্যের সম-সাময়িক শ্রীনিবাসের ভাষ্যে দৃষ্ট হয়।

অনেক গবেষক ইহাও বলিয়াছেন,—বৈদান্তিক আচার্যগণের মধ্যে অনেকেই, এমন কি ব্রহ্মসূত্রকার পর্যন্ত স্বমতের সমর্থক বা প্রতিপক্ষরূপে পূর্বাচার্য বা সমসাময়িক আচার্যগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যসম্প্রদায়ের কোনো প্রাচীন ভাষ্যকারাচার্যই, এমন কি শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামিগণও স্বমত-পোষক বা প্রতিপক্ষরূপে শ্রীনিম্বার্কের বা তাঁহার বেদান্তভাষ্যের নাম উল্লেখ করেন নাই।[২] শ্রীভাস্করাচার্য[৩] যদি শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়েরই অন্তর্গত হ'ন, তবে তিনিই বা মূলসম্প্রদায়-প্রবর্তক শ্রীনিম্ব-ভাস্করের নাম কোথাও উল্লেখ করিলেন না কেন? আর শ্রীনিম্বার্কভাষ্য বোধায়নবৃত্তির ন্যায়ই যদি ব্রহ্মসূত্রের একটি স্বতন্ত্রা বৃত্তিই[৪] হয়, তাহা

১। Vide, Dr. Roma Bose's Eng. Translation of Nimbarka & of Srinivasa's Commentaries on the Brahmasutras, Vol. III, p. 15 (A. S. B., Cal. 1943); ২। (a) Vide, Dr. Farquhar's 'An Outline of the Religious Literature of India', p. 305 (1920); (b) Dr. Dasgupta's His. of Ind. Phil. Vol. III, P. 400 (1940); ৩। কেহ কেহ বলিয়াছেন,—ভাস্করাচার্য ও নিম্বার্কাচার্য নাম দুইটি একার্থবোধক এবং উভয়ে একমত প্রচারক, অতএব ভাস্করাচার্য ও নিম্বার্কাচার্য একই ব্যক্তি; ৪। শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী-মহাশয়-লিখিত প্রবন্ধ ('শ্রীসুদর্শন', ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ও ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা এবং ঐ, ১৪২ পৃঃ, ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) দ্রষ্টব্য।

হইলেও ত' পরবর্তী কালের বৈদান্তিক আচার্যগণ (শ্রীযামুনাচার্য, শ্রীরামানুজ-প্রমুখ আচার্যগণের ন্যায় অন্ততঃ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্যগণ) শ্রীনিম্বার্কের উক্ত বৃত্তির নামোল্লেখ অবশ্যই করিতেন। আর শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দকার শ্রীজয়দেব (খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী) যদি নিম্বার্কাচার্য হইতে ৪৬ তম অধস্তন[১] হ'ন, তবে তিনিও মঙ্গলাচরণে বা কোথাও পূর্বাচার্য শ্রীনিম্বার্কের নামোল্লেখ বা বন্দনাদি করিতেন।

নিম্বার্কসম্প্রদায়-সম্বন্ধে মনিয়র্ উইলিয়মস্ সাহেব "the least important of the six Vaishnava Sects, but the first in chronological order"[২]—অর্থাৎ শ্রীনিম্বানন্দিগণ ৬টি[৩] বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বল্পতম গুরুত্ববিশিষ্ট হইলেও কালনির্দেশক ক্রমবিচারে প্রথম—এইরূপ যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লওয়া অথবা ঐ মতের প্রতিপক্ষে ডক্টর ফর্কুহার, ডক্টর হল্, রাজেন্দ্রলাল মিত্র-প্রমুখ গবেষকগণের কথিত শ্রীবল্লভাচার্যেরও পরবর্তী[৪] বলিয়া শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়কে স্বীকার করা সমীচীন কি না, তাহাও ভাবিবার কথা। মনিয়র্ উইলিয়মস্ সাহেব বৈষ্ণবাচার্যগণসম্বন্ধে অধিকাংশ কথাই কিংবদন্তী হইতে লিখিয়াছেন,

---

১। (ক) নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের 'নিজমতসিদ্ধান্ত'-নামক হিন্দী পুস্তকে লিখিত; (খ) 'শ্রীসুদর্শন', ১৪৪ পৃঃ ফাল্গুন, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ ; ২। 'Hinduism' by Monier Williams, pp. 138,139, London (1877) ; ৩। শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্ব, শ্রীরামানন্দী, শ্রীবল্লভ ও শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায় ; ৪। (ক) Vide, An Outline of the Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, p. 305, 1920 ; (খ) Notices of Sanskrit Mss. by Dr. R. L. Mittra, VoL. III, published under orders of the Govt. of Bengal, Calcutta 1876 ; (গ) রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহরায় বিদ্যার্ণব, এম-এ-প্রণীত 'হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি'—২য় খণ্ড, ৩৪৬ পৃষ্ঠায় (কলিকাতা ১৯৪৪ খৃীঃ) উক্ত হইয়াছে যে, '**নিম্বার্কাচার্য** দ্বৈতাদ্বৈত মত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার **জন্ম ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দে**।

দেখা যায়।[১] তিনি কখনো শ্রীনিম্বার্কাচার্যকে জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্যের সহিত অভিন্ন, কখনো সূর্যের অবতার প্রভৃতি বিভিন্ন মতানুসারে উল্লেখ করিয়া পরে শ্রীনিম্বার্কের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—'যদিও কথিত হয় যে, নিম্বার্ক বেদের (?) ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি সেই সম্প্রদায়ের কোনো নিজস্ব সাহিত্য নাই।[২] যে গবেষক শ্রীনিম্বার্কাচার্যের প্রসিদ্ধ বেদান্তভাষ্য বা তৎসম্প্রদায়ের কোনো সাহিত্যেরই সংবাদ রাখেন না, তাঁহার একটিমাত্র কিংবদন্তীমূলক মন্তব্য কতটা নির্ভরযোগ্য তাহা নিরপেক্ষ সুধীগণের বিচার্য।

কোনো আচার্যের প্রপঞ্চে আবির্ভাবের প্রাচীনতা বা অর্বাচীনতার উপর তাঁহার মাহাত্ম্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতে পারে না। অতএব যে পর্যন্ত শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অভ্যুদয়কাল-সম্বন্ধে কোনো অকাট্য প্রমাণ পাওয়া না যায়, সে পর্যন্ত মস্তিষ্কের বিবদমান যুক্তি-তর্কের বিস্তার না করিয়া আচার্যের অন্যান্য অবদান-সম্বন্ধে আলোচনা করাই মঙ্গলজনক।

গুরুপরম্পরা—(১) শ্রীহংস, (২) শ্রীচতুঃসন, (৩) শ্রীনারদ, (৪) শ্রীনিম্বাদিত্যাচার্য। শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়—চতুঃসন-সম্প্রদায়, হংস-সম্প্রদায় বা প্রচলিত আখ্যায় 'নিমায়েৎ' বা নিম্বানন্দী নামে কথিত হ'ন।

শ্রীনিম্বার্ক-রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীনিম্বার্কাচার্য ব্রহ্মসূত্রের 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ'-নামক একটি সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচারিত আছে। উক্ত

১। মনিয়র্ উইলিয়মস্ শ্রীবল্লভাচার্যের পুষ্টিমার্গের অর্থ লিখিয়াছেন (১৪৪ পৃঃ),—**Pustimarga**—'The way of eating, drinking and enjoying one-self' অর্থাৎ যথেচ্ছ আহার, পান ও ভোগের দ্বারা আত্মপোষণের পথই পুষ্টিমার্গ;

২। Although **Nimbarka** is said to have written a Commentary on the Veda, **this sect is not possessed of any literature of their own**—'Hindusim' by Monier Williams, p. 139 (1877 Ed).

ভাষ্যে সাংখ্যাদি মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা দৃষ্ট হইলেও অন্যান্য ভাষ্যকারগণের ন্যায় পরমত-খণ্ডনের প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। ভাষ্যের ভাষাও সরল। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিম্বার্ক দশশ্লোকী(নামান্তর সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্তকামধেনু)-নামক নিজমত-সংক্ষিপ্তসারাত্মক দশটি সরল শ্লোকও রচনা করিয়াছেন। তাঁহার রচিত সবিশেষ-নির্বিশেষ-শ্রীকৃষ্ণ-স্তবরাজে (পঞ্চবিংশতি-শ্লোকাত্মক শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রে) নির্গুণবাদ, দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ, ব্রহ্মের অজ্ঞানাশ্রয়ত্ব-বিষয়ত্ববাদাদি কেবলাদ্বৈতমতের বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তের সমালোচনা দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত শ্রীনিম্বার্কের নামে রহস্য-মীমাংসা, প্রাতঃস্মরণস্তোত্র, ঐতিহ্যতত্ত্বরাদ্ধান্ত, পঞ্চসংস্কারপ্রমাণবিধি, সদাচারপ্রকাশ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাষ্য, প্রপত্তিচিন্তামণি, শ্রুতিসিদ্ধান্ত, স্বধর্মাধ্ববোধ প্রভৃতি আরও কতিপয় গ্রন্থ আরোপিত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পুস্তকেরই অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।

এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে স্বধর্মাধ্ববোধের দুইটি পুঁথি (No. I. B. 24 এবং III G. 136—যথাক্রমে নাগর ও বঙ্গাক্ষরে লিখিত এবং নিম্বার্কের রচিত বলিয়া উল্লিখিত) রক্ষিত আছে। পূর্বে বলা হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের আদিতে শ্রীনিম্বার্ককে অবতাররূপে বর্ণন এবং উপসংহারে শ্রীনিম্বাদিত্যের বন্দনাদি থাকায় উহা তাঁহার অনুগ-সম্প্রদায়েরই রচনা বলিয়া মনে হয়। 'মধ্ব-মুখ-মর্দন'-নামক পুস্তকে শ্রীনিম্বার্কাচার্য মধ্বমত খণ্ডন করিয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন গবেষক উল্লেখ করিয়াছেন।[২] কিন্তু উক্ত পুঁথির অস্তিত্ব বর্তমানে অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে।[৩] অপ্পয়দীক্ষিত

১। বেদান্তপারিজাতসৌরভ, তর্কপাদ ২।২; ২। The North West Provinces' Catalogue, Vedanta 21—Notices of Sanskrit Mss. by Dr. R. L Mittra, Vol. III, P 187, Calcutta 1876; ৩। গ্রন্থকার-কর্তৃক লিখিত 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' গ্রন্থের ভূমিকা ৸৵০ ও ১৲ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(১৫৫০—১৬২২ খ্রীঃ) 'মধ্বতন্ত্র-মুখমর্দন' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীনিম্বার্কের রচিত মধ্বমুখমর্দন-নামক কোন পুস্তকের অস্তিত্ব ও প্রচার থাকিলে তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায় হইতে নিশ্চয়ই উহার প্রতিবাদ হইত। আমরা পূর্বে বলিয়াছি, শ্রীব্যাসরায়ের শিষ্য শ্রীবিজয়ীন্দ্রতীর্থ (১৫১৪—১৫৯৫ খ্রীঃ) তদ্রচিত মধ্বতন্ত্রমুখভূষণ (নামান্তর মাধ্বাধ্বকণ্টকোদ্ধার) এবং উত্তরাদি-মঠীয় শ্রীসত্যনাথ-যতি (১৬৪৮—১৬৭৪ খ্রীঃ) তৎকৃত 'অভিনবগদা'-গ্রন্থে অপ্পয়দীক্ষিতের মধ্বতন্ত্রমুখমর্দনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাদি-সম্প্রদায় মধ্বমতের বিরুদ্ধে যখনই যাহা কিছু বলিয়াছেন, ন্যায়শাস্ত্রকুশল তত্ত্ববাদিসম্প্রদায় তখনই তাহার প্রতিবাদ করিতে পশ্চাৎপদ হ'ন নাই। শ্রীনিম্বার্ক বেদের টীকা রচনা করিয়াছিলেন—এইরূপ কিংবদন্তী আছে। বস্তুতঃ এরূপ কোন গ্রন্থের অস্তিত্ব অদ্যাপি দৃষ্ট হয় নাই।

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের মতবাদ

শ্রীনিম্বার্কের মত **বাস্তব বা স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ** নামে পরিচিত। ব্রহ্ম ও জীবজগৎ স্বরূপতঃ ও ধর্মতঃ ভিন্নাভিন্ন; এই 'ভেদ' ও 'অভেদ' সমভাবে সত্য (বাস্তব), নিত্য, অবিরুদ্ধ ও স্বাভাবিক[১]—ইহাই উক্ত মতের সার।

ভাষ্যের নাম—বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভ।

ব্রহ্ম—অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক, স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতি দ্বারা বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোত্তমই ব্রহ্ম। স্বভাবতঃ নিরস্তসমস্তদোষ, অশেষকল্যাণগুণৈকরাশি-ব্যূহযুক্ত শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।[৩] জীব—পরমাত্মার

১। ব্র সূ ১।১।৪, ২।৩।৪২, ৩।২।২৭, ২৮—নিম্বার্ক-ভাষ্য; ব্র সূ ২।৩।৪২—শ্রীনিবাসাচার্যকৃত ভাষ্য; ২। ঐ, ১।১।১—নিম্বার্কভাষ্য; ৩। বেদান্তকামধেনু, ৪র্থ শ্লোক।

অংশ ; জীবাত্মা ও পরমাত্মায় অংশ-অংশি-ভাব—'ভেদাভেদ' সম্বন্ধ[১] ; জীব-পরমাত্মায় স্বাভাবিক ভেদাভেদ[২] : জীব – জ্ঞানস্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন : জীব—জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও জ্ঞানবান্, কর্তা, ভোক্তা, অজ, নিত্য, অণু, বহু ও অনন্ত ;[৩] বদ্ধ ও মুক্ত'-ভেদে জীব দুই শ্রেণীর।[৪]

জগৎ—কার্য, ব্রহ্ম—'কারণ' ; ব্রহ্ম—'শক্তিমান্', 'জীব' ও 'জগৎ' তাঁহার শক্তিদ্বয় ; ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে স্বভাব ও ধর্মগত ভেদ বর্তমান ; ব্রহ্ম—চেতন. অস্থূল অজড়, নিত্যশুদ্ধ ; জগৎ—অচেতন, স্থূল, জড় ও অশুদ্ধ ; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগতে স্বাভাবিক 'ভেদ', আবার উভয়ে স্বাভাবিক 'অভেদ'ও সমভাবে সত্য। কার্য—কারণাত্মক, কারণ-সত্তাময় ও কারণাশ্রয়ী বলিয়া কার্য-'জগৎ' কারণ-'ব্রহ্ম' হইতে অভিন্ন ; 'জগৎ'—প্রকৃতির পরিণাম এবং প্রকৃতি—ব্রহ্মের 'অংশ' ও 'শক্তি'; জগৎ—সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের সূক্ষ্ম-শক্তিরূপে এবং সৃষ্টিকালে ব্রহ্মের বাস্তব-পরিণামরূপে নিত্য সত্য।[৫]

মায়া—প্রধানাদি-পদবাচ্যা ও ত্রিগুণময়ী।[৬]

শ্রীশঙ্কর, শ্রীভাস্কর ও শ্রীনিম্বার্কের পরস্পর মত-বৈশিষ্ট্য

শ্রীশঙ্করাচার্য—কেবলাদ্বৈতবাদী, ভাস্করাচার্য—ঔপাধিক বা ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী এবং শ্রীনিম্বার্ক—বাস্তব বা স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী। শ্রীশঙ্কর নির্বিশেষ, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার শুদ্ধজ্ঞানমাত্রকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রীভাস্কর নিরাকারকে শুদ্ধকারণরূপ বলিলেও ব্রহ্মের কার্যরূপ জীব ও প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করেন।

১। ব্র সূ ২।৩।৪২—নিম্বার্ক-ভাষ্য ; ২। ঐ ঐ ; ৩। ঐ ২।৩।৪৩,৪৪ ঐ ; ঐ ২।৩।১৮, ১৯ ঐ ; ৪। বেদান্ত-কামধেনু ১,২ ; ৫। সূত্রভাষ্য ১।৪।৮,১০, ২।১।১৪—১৯,২৩,২৬, ২৭ ; ৬। বেদান্ত-কামধেনু, ৩য় শ্লোক।

কিন্তু নিম্বার্ক অনন্ত, অচিন্ত্য, স্বাভাবিক স্বরূপ, গুণ ও শক্তি প্রভৃতি-দ্বারা বৃহত্তম রমাকান্ত পুরুষোত্তমকেই পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্ম বলিয়াছেন। ভাস্কর ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন—শ্রীনিম্বার্কের ন্যায় কৃষ্ণ, পুরুষোত্তম বা তাঁহার স্বরূপশক্তির (শ্রীরাধার) নাম উল্লেখ করেন নাই। শ্রীভাস্করাচার্য শ্রীনিম্বার্কের ন্যায় ব্রহ্মের সৌন্দর্য ও মাধুর্য, পুরুষোত্তমতা, অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্রহত্ব প্রভৃতির কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ভাস্করের ব্রহ্ম-বিচারে কোন নিত্য অপ্রাকৃত, সবিশেষ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত নাই ; তাহা শঙ্করের নির্বিশেষবাদেরই আর একটি রূপ। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ বেদান্তাচার্য শ্রীদেবাচার্য ও শ্রীসুন্দরভট্ট, উভয়েই স্ব-স্ব-ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি ও টীকায় ভাস্কর-মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

ভাস্কর জীবের অণুত্ব ও বহুত্ব, উভয়কেই ঔপাধিক বলিয়াছেন, অর্থাৎ জীব ব্রহ্মেরই ন্যায় বিভু, দেহেতে আবদ্ধ হইয়া সাময়িকভাবে অণুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং বদ্ধ-দশায়ই জীবের বহুত্ব ও পার্থক্য লক্ষিত হয় ; মুক্তাত্মা—ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং আর বহুত্ব থাকে না। কিন্তু নিম্বার্কের মত ইহার বিপরীত—জীবের অণুত্ব ও বহুত্ব স্বাভাবিক ও নিত্য ; প্রলয়কালেও ব্রহ্মে লীন জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, মুক্তিদশায়ও মুক্ত জীবাত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, অণু ও বহু। জীব সর্বাবস্থায়ই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন, এবং কোন কালেই ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয় না। নিম্বার্কের মতে জগৎও জীবেরই ন্যায় সর্বাবস্থাতেই ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন ; কিন্তু ভাস্করের মতে জগৎ—জীবের ন্যায় কেবল সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম হইতে ভিন্নাভিন্ন। নিম্বার্কের মতে ভেদ ও অভেদ সর্বকালে ও সর্বাবস্থায় সমানভাবে বর্তমান ; কিন্তু ভাস্করের মতে ভেদ—আদি ও অন্তের মধ্যবর্তী এবং অল্পকালস্থায়ী, আর অভেদই চিরস্থায়ী ও নিত্য।

এতদ্ব্যতীত নিম্বার্ক ও ভাস্করের সাধন ও সাধ্যগত-বিচারে সম্পূর্ণ ভেদ দৃষ্ট হয়। নিরাকার কারণ-ব্রহ্মের উপাসনাই ভাস্করের মতে শ্রেষ্ঠ

উপাসনা। ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ বা অহংগ্রহোপাসনাকেই ভাস্কর সদ্যোমুক্তি-লাভের কারণ বলিয়াছেন। ইহা শঙ্করের নির্বিশেষ-বাদের একটি প্রচ্ছন্নরূপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভাস্করাচার্যকে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের অন্তর্গত করিতে গেলে শ্রীনিম্বার্কের দশশ্লোকীকে বিসর্জন দিতে হয়। পরন্তু বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিম্বার্ক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব, প্রপত্তি ও অনন্যা ভক্তির উত্তম-সাধনত্ব এবং ভক্তি-রসকেই প্রাপ্য ফল বলিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্কোত্তর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য

শ্রীনিম্বার্কাচার্যের শিষ্য শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য—বেদান্তকৌস্তুভ (বেদান্ত-পারিজাত-সৌরভের ভাবার্থপ্রকাশ), লঘুস্তবরাজস্তোত্র, স্তবপঞ্চকমাহাত্ম্য ও বেদান্তকারিকাবলী (শ্রীনিম্বার্কের মতবিবৃতি ও পরমতখণ্ডনযুক্ত)-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া মায়াবাদাদি খণ্ডন ও স্বসম্প্রদায়ের মতের পুষ্টি-সাধন করেন। তাঁহার নামে আরও কতিপয় গ্রন্থ আরোপিত হয়, কিন্তু উহাদের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না।

শ্রীবিশ্বাচার্য—ইনি শ্রীনিবাসাচার্যের শিষ্য। পঞ্চধাতী-স্তোত্র (সপ্ত-স্তোত্র-সমন্বিত গুরুপ্রশস্তি)-গ্রন্থ মাত্র রচনা করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য (বিশ্বাচার্যের শিষ্য)—বেদান্তরত্নমঞ্জুষা (নিম্বার্কের দশশ্লোকীর ভাষ্য) ও সিদ্ধান্তক্ষীরার্ণব (আরোপিত মাত্র)-গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বসম্প্রদায়ের মত বিবৃত করেন। বেদান্তরত্নমঞ্জুষায় প্রতিবিম্ববাদ, অবচ্ছেদবাদ, একজীববাদ, সর্বজ্ঞতাবাদ প্রভৃতি মতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীদেবাচার্য—ইনি বেদান্তসিদ্ধান্ত-জাহ্নবী-নামক ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। ইহা কাশী, চৌখাম্বা হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসুন্দরভট্টকৃত সেতুকাটীকার সহিত চতুঃসূত্রী পর্যন্ত প্রকাশিত হয়, পরে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মসূত্রের ৫ম সূত্র হইতে প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদপর্যন্ত কেবল সিদ্ধান্ত-

জাহ্নবী মুদ্রিত হয়। অনেকে মনে করেন, হয়ত মাত্র চতুঃসূত্রীর উপরই সিদ্ধান্তজাহ্নবী রচিত হইয়াছিল ; কারণ চতুঃসূত্রী পর্যন্তই সেতুকা-টীকা পাওয়া যায়। শ্রীদেবাচার্য শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ ও তত্ত্ববাদিগণের মত-খণ্ডনের চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীসুন্দরভট্ট—ইনি দেবাচার্যের সাক্ষাৎ-শিষ্য এবং ব্রহ্মসূত্রের চতুঃ-সূত্রীর দেবাচার্যকৃত সিদ্ধান্তজাহ্নবী-ভাষ্যের উপর 'সিদ্ধান্ত-সেতুকা'-টীকা রচনা করেন। নিম্বার্কের নামে আরোপিত 'মন্ত্রার্থরহস্যষোড়শী'র উপর মন্ত্রার্থরহস্য-নামক একটি টীকাও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামচন্দ্র ভট্ট—ইনি শ্রীনিম্বার্কের পর ষোড়শ অধস্তন। ইঁহার রচিত সদ্ধর্মাববোধ-পুঁথি সলিমাবাদ-গাদীতে রক্ষিত আছে।[১]

শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্ট—ইনি সলিমাবাদগাদীর আচার্য-পরম্পরামতে শ্রীনিম্বার্কের পরে উনত্রিংশৎ আচার্য হইয়াছিলেন। কথিত হয়, ইনি তৎকালীন পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া 'দিগ্বিজয়ী' উপাধি লাভ করেন এবং কাশ্মীরদেশের শৈবাচার্যগণকে তর্কে পরাস্ত করিয়া কেশবকাশ্মীরী নামে খ্যাত হন। ইনি বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা (শ্রীনিবাসের বেদান্তকৌস্তুভের বিবৃতি), তত্ত্বপ্রকাশিকা (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা), শ্রীগোবিন্দশরণাগতি-স্তোত্র, যমুনাস্তোত্র (একবিংশতি শ্লোকাত্মক যমুনা-স্তব) রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক গ্রন্থ তাঁহার নামে আরোপিত হয়। সলিমাবাদগাদীতে ভূচক্রদিগ্বিজয়ী নামক একটি পুঁথি আছে। উহার রচয়িতা শ্রীকেশবকাশ্মীরী অথবা তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ অন্য কেহ রচনা করিয়াছেন কি না, জানা যায় নাই। কৌস্তুভ-প্রভা ও তত্ত্বপ্রকাশিকায় ইনি সুতীব্রভাবে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়াছেন

১। গৌড়ীয়, সাপ্তাহিক-পত্র, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১৭শ সংখ্যা, ৪,৫ পৃঃ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৯২৭ খৃীঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীকেশবভট্ট কৌস্তুভপ্রভার মঙ্গলাচরণে শ্রীমুকুন্দকে গুরু এবং শ্রীগীতার টীকার মঙ্গলাচরণে গাঙ্গলভট্টকে গুরু বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন।

ক্রমদীপিকা-নামক একখানি বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থ শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্টের নামে আরোপিত দেখা যায়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ও শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদ 'শ্রীহরিভক্তিবিলাসে' শ্রীকেশবাচার্যবিরচিত[১] শ্রীক্রমদীপিকাকে গোপালোপাসনা-বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২] উক্ত ক্রমদীপিকার বহু শ্লোক শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে এবং উক্ত ক্রমদীপিকা-অনুসারে দীক্ষাবিধি (২য় বিলাস), গোপালদেবের অর্চ্চন-প্রণালী (৫ম বিলাস), পুরশ্চরণ-বিধি (১৭শ বিলাস) প্রভৃতি গুম্ফিত হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামিপাদও শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে ক্রমদীপিকার (৩।২৭) শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন।[৩] শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায়[৪] শ্রীক্রম-দীপিকা-কার শ্রীকেশবাচার্যের কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয় প্রদান করেন নাই, অথচ শ্রীল সনাতন শ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায় ও শ্রীবৈষ্ণব-তোষণী প্রভৃতি গ্রন্থে এবং শ্রীরূপ, শ্রীজীব, শ্রীরঘুনাথাদি গোস্বামিবৃন্দ সকলেই তাঁহাদের বিবিধ-গ্রন্থে শ্রীবেদান্তদেশিকাচার্য শ্রীজয়তীর্থ, শ্রীবিজয়ধ্বজ, শ্রীব্যাসতীর্থ প্রভৃতি আচার্যগণের নামের সহিত তাঁহাদের সম্প্রদায়ের পরিচয়, এমন কি, সমসাময়িক শ্রীবল্লভাচার্য ও তৎপুত্র শ্রীবিট্‌ঠলাচার্যের পুষ্টিমার্গ ও তাঁহাদের নাম একাধিক স্থানে উল্লেখ করিতে ত্রুটি করেন নাই। এসিয়াটিক্ সোসাইটির হস্তলিখিত সংস্কৃত-পুঁথির বিবরণের[৫] মধ্যে ক্রমদীপিকার ৬ খানি পুঁথির পরিচয় আছে। তন্মধ্যে

১। শ্রীহরিভক্তিবিলাস, ৫ম বিলাস—২য় শ্লোক; ২। ঐ ১৭।১৬; ৩। শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি, স্থায়িভাব-প্রকরণ, ৮০ সংখ্যা; ৪। শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৫।২—দিগ্‌দর্শিনী-টীকা; ৫। A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Mss. of R. A. S. B. Vol. VIII, Pt. II, (Tantra Manuscripts) Pp. 642—646, Calcutta 1940.

১০৭৭৭ নং পুঁথিটি ১৫৪০ শকাব্দায় (=১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গাক্ষরে লিখিত তালপত্রের জীর্ণ পুঁথি ও সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহাতে প্রথম ও অষ্টম পটলের পুষ্পিকায় এইরূপ লিখিত আছে,—"ইতি শ্রীকেশবাচার্যবিরচিতায়াং ক্রমদীপিকায়াং প্রথমঃ (অষ্টমঃ) পটলঃ॥" ক্রমদীপিকার ৮ম পটলের উপসংহারে চক্রবন্ধে "ক্রমদীপিকেয়ং কেশবেন কৃতা"—এইরূপ গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্তার নামের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র প্রাচ্য গ্রন্থাগারের অন্তর্গত সংস্কৃত মুদ্রিত-পুস্তক ও হস্তলিখিত-পুঁথির তালিকায়[১] পাঁচটী ক্রমদীপিকার পুঁথি এবং ক্রম-দীপিকার একটি টীকার উল্লেখ আছে। প্রথমোক্ত পাঁচটীর মধ্যে দুইটি সটীক—একটি গোবিন্দ-বিদ্যাবিনোদের টীকা, আর একটি স্বরূপাচার্যের[২] ছাত্র মাধবাচার্যের টীকা সহিত। ষষ্ঠ পুঁথিটি ক্রমদীপিকার লঘুদীপিকা-নাম্নী টীকা; কিন্তু মূল সমস্ত গ্রন্থগুলিই শ্রীকেশবাচার্যের রচিত বলিয়া কথিত এবং অষ্টমপটলের উপসংহারে চক্রবন্ধে গ্রন্থের নাম ও গ্রন্থকর্তার নাম 'কেশব' মাত্র পাওয়া যায়।

বহুদিবস পূর্বে কলিকাতা হইতে রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় তৎ-সম্পাদিত 'বিবিধ তন্ত্রসংগ্রহ'-গ্রন্থমালার মধ্যে বঙ্গাক্ষরে যে ক্রমদীপিকা মুদ্রিত করিয়াছিলেন তাহাতেও কেবল চক্রবন্ধে 'কেশব' নাম ব্যতীত মঙ্গলাচরণে বা পুষ্পিকায় শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্টের নামোল্লেখ নাই। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশী, চৌখাম্বা—সংস্কৃত গ্রন্থমালার[৩] মধ্যে গোবিন্দ ভট্টাচার্য-কৃত টীকার সহিত যে সংস্করণটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেই সর্বপ্রথমে নামপত্রে (Title-page), গ্রন্থারম্ভের শিরোদেশে ও

১। Catalogue of Printed Books and Manuscripts in Sanskrit belonging to the Oriental Library of A. S. B. Calcutta 1899; ২। ঐ, Index of Authors, p. 15; ৩। শ্রীক্রমদীপিকা, কাশী, চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ১৯১৭ খ্রীঃ।

গ্রন্থের শেষে পুষ্পিকায় "শ্রীমন্ মহামহোপাধ্যায় কেশবকাশ্মীরীভট্ট গোস্বামিবিরচিতা ক্রমদীপিকা" এবং বিষয়সূচীর প্রথমে "শ্রীভগবন্নিম্বার্ক-মহামুনীন্দ্রপাদপীঠাধি-কৃত জগদ্‌বিজয়ি-শ্রীকেশবভট্টাচার্যপ্রণীতা" প্রভৃতি কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই গ্রন্থ কোন্ পুঁথি অবলম্বনে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার কিছুই উল্লেখ নাই।

জম্মু ও কাশ্মীর-গভর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ব ও গবেষণা-বিভাগ হইতে রামচন্দ্র কাক ও হরভট্ট শাস্ত্রীর সম্পাদকতায় যে ক্রমদীপিকাগ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে,[১] তাহাতেও চক্রবন্ধে গ্রন্থ ও গ্রন্থকর্তা শ্রীকেশবের নাম-মাত্র আছে। কাশ্মীরদেশীয় সম্পাদক-সঙ্ঘের দিক্ হইতেও শ্রীকেশবকাশ্মীরী-ভট্ট-কৃত বলিয়া কোন প্রকার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না।

ক্রমদীপিকা—শ্রীগোপালোপাসনা-বিষয়ক অষ্টপটল(অধ্যায়)-যুক্ত একটি বৈষ্ণবতন্ত্র-গ্রন্থ। 'সারদাতিলকে'র টীকাকার গোবিন্দবিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য, জগন্নাথসুত গোবিন্দশর্মা (ইঁহার টীকার নাম কর্পূরবর্তি), ভৈরব ত্রিপাঠী, স্বরূপাচার্যের ছাত্র শ্রীমাধবাচার্য, শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ পণ্ডিতগণ ক্রমদীপিকার টীকা রচনা করিয়াছেন। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তৎকৃত পদ্যাবলীতে শ্রীকেশব-ভট্টাচার্যের একটি শ্লোক চয়ন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইনিই ক্রমদীপিকাকার শ্রীকেশবাচার্য, যাঁহার আর একটি শ্লোক শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে আহৃত হইয়াছে।[২] ডক্টর এম, কৃষ্ণমাচারী শ্রীবিল্ব-মঙ্গলের রচিত ক্রমদীপিকা-নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] ক্রমদীপিকার বহু হস্তলিখিত পুঁথি বিভিন্নস্থানে রক্ষিত আছে।

১। Vide—Kramadipika (A Tantric Text) Edited with Introduction by Ramachandra Kak, Director of Archaeological & Research Dept, Jammu & Kashmir Govt, and Harabhatta Shastri, Srinagar 1929 ; ২। শ্রীপদ্যাবলী ৩৮২ সংখ্যা ; ৩। History of Classical Sanskrit Literature—Dr. M. Krishnamachariar, P. 336, Madras 1937, Sec. 291.

কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এবং ভারতের বিভিন্নস্থানে রক্ষিত পুঁথি ব্যতীত প্যারিসে একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। অফ্রেতের তালিকায়ও গ্রন্থকারের নাম কেশবাচার্য দেখা যায়।

P. V. Kane ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থের তালিকার মধ্যে কেশবাচার্য-রচিত অষ্টপটলাত্মক কৃষ্ণোপাসনাবিষয়ক ক্রমদীপিকাগ্রন্থের কেশবভট্ট গোস্বামী ও গোবিন্দভট্ট-কৃত টীকার উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তথায় নিত্যানন্দ-কৃত এক ক্রমদীপিকারও উল্লেখ দৃষ্ট হয়।[১]

শ্রীকেশবকাশ্মীরী তৎকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের মঙ্গলাচরণে আচার্য শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীসুন্দরভট্ট ও স্বীয় গুরু শ্রীমুকুন্দকে এবং উপসংহারেও শ্রীমুকুন্দকে বন্দনা করিয়াছেন। শ্রীগীতার টীকায়ও মঙ্গলাচরণে শ্রীনিম্বার্কাচার্য, শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য ও শ্রীগাঙ্গলভট্টকে বন্দনাদি করিয়াছেন এবং উপসংহারেও শ্রীনিম্বার্কের বন্দনা করিয়া শ্রীকেশবভট্ট-কর্তৃক গীতা-ব্যাখ্যা রচিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাপন করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমদীপিকার কোন পুঁথিতেই বা মুদ্রিত গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ বা উপসংহারে শ্রীনিম্বার্কাচার্যের বা শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের কোনো আচার্যের বা শ্রীকেশবভট্টের গুরুদেবের কোনপ্রকার নামোল্লেখ পাওয়া যায় না।

শ্রীনিম্বার্কসম্প্রদায়ের পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজী শ্রীবৃন্দাবনস্থ দেবকীনন্দন-প্রেস হইতে নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারীর সম্পাদকত্বে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীকেশবকাশ্মীরী-রচিত শ্রীগীতাভাষ্যের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, শ্রীকেশবভারতী-কৃত ক্রমদীপিকার 'তিলক'-নামক টীকা ১৪৫০ শকাব্দায় কাশ্মীরদেশীয় পণ্ডিত বিদ্যাধরাচার্য (শ্রীকেশবকাশ্মীরীর দ্বারা পরাজিত ও তাঁহার শিষ্য হইবার পর)-কর্তৃক রচিত হইয়াছে। শ্রীকেশবকাশ্মীরীভট্ট আন্ধ্রদেশীয় মুকুন্দভট্টের পুত্র ছিলেন। তিনি শাস্ত্রযুদ্ধে

১। Vide—History of Dharmasastra by P. V. Kane, Vol. 1, p. 537, B. O. R. I., Poona, 1930.

সমগ্র ভারত বিজয় করিয়া 'কেশবভারতী'-আখ্যা লাভ করেন এবং ইহার পরে কাশ্মীরে বাস করায় কেশবকাশ্মীরী নামে খ্যাত হ'ন। উক্ত কেশবভারতীই শ্রীচৈতন্যদেবকে অষ্টাদশাক্ষরীয় গোপালমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। হুগলী জেলার আলাটী হইতে প্রকাশিত 'গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাস' পুস্তকেও ঐ মতের কতকটা ভ্রমাত্মক অনু-করণ দৃষ্ট হয়।[১] বর্তমান গ্রন্থ লিখিবার সময়ও এই জাতীয় কথা একটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ হইতেই শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীগয়াধামে দীক্ষাগ্রহণ-লীলা এবং তৎপরে কাটোয়ায় (১৪৩২ শকাব্দায়) শ্রীকেশবভারতীপাদের নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রকট করিয়াছেন—ইহা সমস্ত প্রামাণিক গ্রন্থ ও ইতিহাসের দ্বারা চির-সমর্থিত। সেই শ্রীকেশবভারতী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের একদণ্ডী সন্ন্যাসী ছিলেন—ইহা স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শঙ্কর-সম্প্রদায়ের শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীও ভারতী-সম্প্রদায়ের আলোচনা-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছিলেন। নীলাচলে শ্রীগোপীনাথাচার্য এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যও এই পরিচয় দিয়া-ছিলেন।[৩] বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন খাটুন্দি গ্রামে শ্রীকেশবভারতীর পূর্বাশ্রম ছিল ; ইনি আন্ধ্রদেশীয় বা কাশ্মীরবাসী নহেন। শ্রীকেশবভারতীর ভ্রাতা শ্রীবলভদ্রের বংশধরগণ অদ্যাপি বঙ্গদেশে বর্তমান আছেন। সেই খাটুন্দি-পাটবাড়ীর অধিকারিসূত্রে যাঁহারা বর্তমান আছেন, এখনও তাঁহারা তথায় দেবসেবা নির্বাহ

১। গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাস, ২য় সং—মধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি-সম্পাদিত, ১৫২ পৃঃ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ; ২। "নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ত্রয়স্ত্রিংশত্তম আচার্য কেশবভারতী চৈতন্য-দেবের গুরু ছিলেন"—'প্রবাসী'(বৈশাখ, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ)-পত্রে শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ-লিখিত বাংলার মন্দির (৪), ৩৩ পৃঃ ; ৩। চৈ চ আ ৭।৬৪—৬৭ ; ঐ, ম ৬।৭০—৭৩

করিতেছেন।[১] পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজীর কথিত শ্রীকেশবভারতী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরুর লীলাকারী শ্রীকেশবভারতীর মধ্যে সর্ব-বিষয়ে পার্থক্য রহিয়াছে।

পার্থক্য-নির্দেশ

শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের 'শ্রীকেশবভারতী'	শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাসগুরুলীলাকারী 'শ্রীকেশবভারতী'
১। দিগ্‌বিজয়ের উপাধি	১। সন্ন্যাসের নাম
২। ভট্ট-উপাধিধৃক্ গৃহস্থ (?)	২। ভারতী-উপাধিধৃক্ সন্ন্যাসী
৩। আন্ধ্রদেশীয়	৩। বঙ্গদেশীয়
৪। শৌক্রবংশাদির পরিচয় নাই	৪। পূর্ব-পরিচয় ও ভ্রাতৃ-বংশ-পরম্পরা বর্তমান
৫। নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের ২৯শৎ অধস্তন আচার্য	৫। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের উদাসীন সন্ন্যাসী এবং ভক্তিকল্প-তরুর নয়টি মূলের অন্যতম
৬। মঠাধীশ	৬। যাযাবর
৭। ব্রহ্মসূত্রাদির ভাষ্যকার	৭। সেরূপ কোন পরিচয় নাই
৮। 'ভারতী-নামটি উপযুক্ত প্রমাণহীন ও অপ্রসিদ্ধ	৮। অসংখ্য প্রমাণ-সমর্থিত সুপ্র-সিদ্ধ ও সর্ববাদিসম্মত

সংস্কৃত-সাহিত্যে বহুসংখ্যক কেশবভট্টের নাম পাওয়া যায়। বিশ্ব-কোষ অভিধানে এগার জন কেশব-ভট্টের নাম দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ক্রম-দীপিকাকার শ্রীকেশবভট্ট হইতে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীকেশব-কাশ্মীরীর এবং শ্রীকেশবভারতীর পার্থক্য সম্প্রকাশিত রহিয়াছে।[২]

১। বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি, ২য় সংখ্যা, ৪৩৬ গৌরাব্দ, ১৭—২৬ পৃঃ 'কেশবভারতী' অনু দ্রষ্টব্য; ২। বিশ্বকোষ অভিধানে কেশবভট্ট-শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত সংস্কৃত-পুঁথির বিবরণে ক্রমদীপিকার বহু টীকার নাম ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু পণ্ডিত শ্রীকিশোরদাসজীর কথিত কাশ্মীরী বিদ্যাধরাচার্যের কৃত তিলকটীকার অস্তিত্ব-বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

শ্রীশ্রীভট্ট—শ্রীকেশবকাশ্মীরীর সাক্ষাৎ-শিষ্য। ইঁহার শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তি-স্তোত্র-নামক পঞ্চবিংশতিশ্লোকাত্মক একটি স্তব মাত্র পাওয়া যায়।

শ্রীহরিব্যাসদেবজী—শ্রীশ্রীভট্টের শিষ্য, ইনি সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি (শ্রীনিম্বার্কের দশশ্লোকীর ভাষ্য), প্রেমভক্তি-বিবর্ধিনী (শ্রীসুন্দরভট্টের শ্রীনিম্বার্ক-শতনাম-স্তোত্রের টীকা), অর্থপঞ্চক (শ্রীনিম্বার্ক-দশশ্লোকীর দশম শ্লোকোক্ত জ্ঞেয় পঞ্চার্থের ব্যাখ্যা), সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি (দশশ্লোকীর টীকা), মহাবাণী-পঞ্চরত্ন[1] (হিন্দীভাষায়) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া পরমতখণ্ডন ও স্বমতমণ্ডন—উভয় কার্যই করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থে এবং মহাবাণীপঞ্চরত্ন প্রভৃতি হিন্দী সাহিত্যে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর কথিত ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চ পদার্থ[2], স্বতন্ত্র ও পরতন্ত্রভেদে দ্বিবিধ তত্ত্ব[3], ষড়্‌বিধ তাৎপর্যের দ্বারা পারমার্থিক ভেদস্থাপন[4], পরতত্ত্বে অভেদ-সত্ত্বেও ভেদপ্রতিনিধি-বিশেষের স্বীকার[5] ইত্যাদি এবং শ্রীনিম্বার্ক-প্রপঞ্চিত

১। Vide—'The Twelfth Report on the Search of the Hindi Manuscripts' for the years 1923—1925 by Rai Bahadur Dr. Hiralal, Vol. I, Allahabad 1944; ২। "ঈশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্মাণি পঞ্চৈবার্থাঃ শাস্ত্রেষু মন্তব্যাঃ"—সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, ৪র্থ শ্লোকের ভাষ্য. ২২পৃঃ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খ্রীঃ; ৩। "তত্ত্বং দ্বিবিধং—স্বতন্ত্রং পরতন্ত্রং চ, স্বতন্ত্রে হরিঃ অন্যদস্বতন্ত্রম্" —সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলি, ১ম পরিচ্ছেদ, ১ম শ্লোক-ব্যাখ্যা, ২১ পৃঃ, ব্রজেন্দ্র প্রেস, বৃন্দাবন ১৯৮৩ সংবৎ; ৪। "ষড়্‌বিধতাৎপর্যলিঙ্গোপেতশ্রুতিগম্যো ভেদঃ পরমার্থসন্নেব ভবতি" —ঐ, ২৭ পৃঃ; ৫। "বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ন ভেদঃ। স চ ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্যং প্রত্যাপয়ন্ দৃষ্টঃ।"—সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, ১ম শ্লোকের ভাষ্য, ৯ পৃঃ।

মতকে শুদ্ধাদ্বৈত মত বলিয়া স্থাপনের প্রয়াসে[১] শ্রীবলদেবের অনুকরণ ও পূর্ণপ্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের পূর্বাচার্যগণ অপ্রাকৃতকে পঞ্চম পদার্থের অন্তর্গতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু শ্রীহরিব্যাসদেব শ্রীবলদেবের অনুকরণে কর্মকে পঞ্চম পদার্থরূপে নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্তরত্ন[২] ও শ্রীহরিব্যাসের সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলির[৩] মধ্যে সিদ্ধান্ত, শব্দ ও পরিভাষাগত যথেষ্ট ঐক্য দৃষ্ট হয়।

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী শ্রীনিম্বার্কের অধস্তনাচার্য শ্রীহরিব্যাসদেব কেবলভেদবাদী শ্রীমধ্বের আনুগত্যকারী শ্রীবলদেবের সহিত সুর মিশাইয়া বলিয়াছেন,—"পরমিতি জীবাদিতত্ত্বেভ্যো ভিন্নমিতি **নিম্বার্কস্য শুদ্ধং দ্বৈতমেবাভিমতম্।**[৪] * * এবং (ভেদাভেদৌ) জীবেশয়োশ্চেতি নিখিলানি বচাংসি সমঞ্জসানীতি কল্পয়ন্তি তদিদমতিতুচ্ছম্। **চিজ্জড়য়োর্ভেদস্য চাভেদস্য চ স্বাভাবিকত্বে ব্যাঘাতাৎ।** জড়াভেদং সাধয়তাং পুংসাং জাড্যাপত্ত্যা স্বব্যাঘাতাচ্চ। জীবেশয়োঃ স্বরূপাভেদে জীবস্য জগৎকর্তৃত্বাদিকমীশস্য দুঃখভাবত্বং চাংশেন স্যাৎ। * * * **তস্মাৎ তুচ্ছমেতদ্ভেদাভেদ-সমর্থনমিতি।** * * **তস্মাদুক্তং দ্বৈতমেব সাধীয়ঃ** ॥[৫]

সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলির উপসংহারে শ্রীহরিব্যাস নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে শ্রীনিম্বার্কমতের সিদ্ধান্তসার জ্ঞাপন করিয়াছেন,—

ব্রহ্ম সত্যং জগৎ সত্যং **সত্যং ভেদম**পি ব্রুবন্।
নিম্বার্কো ভগবান্ বিদ্ভিঃ সত্যবাদী নিগদ্যতে ॥[৬]

১। "জীবাদিতত্ত্বেভ্যো ভিন্নমিতি **নিম্বার্কস্য শুদ্ধং দ্বৈতমেবাভিমতম্**" —ঐ ২২ পৃঃ ; ২। সটীক-সিদ্ধান্তরত্ন, অষ্টমপাদ, ২৭,২৮ অনু—শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ-সম্পাদিত, কাশী ১৯২৭ খ্রীঃ ; ৩। শ্রীহরিব্যাসকৃত সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি, চতুর্থ-শ্লোক-ব্যাখ্যা, ২৭—২৯ পৃঃ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খ্রীঃ দ্রষ্টব্য ; ৪। সিদ্ধান্ত-কুসুমাঞ্জলি, চতুর্থ শ্লোক-ব্যাখ্যা, ২২ পৃঃ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খ্রীঃ ; ৫। ঐ ২৭—২৯ পৃঃ ; ৬। ঐ, ৩৯ পৃঃ।

শ্রীদেবাচার্য, শ্রীসুন্দরভট্ট-প্রমুখ আচার্যগণ শ্রীমধ্বাচার্যের শুদ্ধদ্বৈত-বাদকে সম্পূর্ণ নিরাস করিয়া স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীহরিব্যাস শুদ্ধদ্বৈতই শ্রীনিম্বার্কাচার্যের অভিপ্রেত বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ববিষয়ে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের শ্রীপুরুষোত্তম-প্রমুখ আচার্যগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অতিক্রম করিয়া শ্রীহরিব্যাসদেব হুবহু গৌড়ীয় সিদ্ধান্তের অনুকরণ করিয়াছেন—ইহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। এজন্য ডক্টর রমা বসুও বিশেষ বিচার করিয়া বলিয়াছেন,—"Harivyasadeva's doctrine has much in common with that of Baladeva. It is probable that he was influenced by the school of Baladeva.[১] * * * Harivyasadeva was deeply influenced by the Madhva and Caitanya schools of thought.[২] * * * We conclude, therefore, Harivyasadeva was deeply influenced by the Caitanya movement."[৩]

পরশুরাম, নামান্তর পরশুদেব (স্বভূদেবাচার্য, পুরুষোত্তমপ্রসাদ-বৈষ্ণব প্রথম ?)—হরিব্যাসদেবের সাক্ষাৎশিষ্য ছিলেন বলিয়া কথিত হ'ন। ইনি শ্রীনিম্বার্কের সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজের উপর শ্রুত্যন্তকল্পবল্লী-নামক টীকা রচনা করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদের অধিকাংশ মতবাদগুলি এবং বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ প্রভৃতি পরমতবাদসমূহের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

হরিবংশ (পুরুষোত্তমপ্রসাদ-বৈষ্ণব দ্বিতীয় ?)—শ্রুত্যন্তসুর-দ্রুম (সবিশেষ-নির্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণস্তবরাজের বিস্তৃত ভাষ্য), অধ্যাত্মশুদ্ধা-

১। Doctrines Of Nimbarka and his followers by Dr. Roma Bose, M. A., D. Phil. (Oxon.), Vol. III, P. 133, Calcutta 1943 ; ২। Ibid, p. 138 ; ৩। Ibid, p. 140.

তরঙ্গিণী (লঘু-স্তবরাজ-স্তোত্রের ভাষ্য বা টীকা), মুকুন্দ-মহিমা-স্তব, পরতত্ত্বনির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীমাধব-মুকুন্দ—পরপক্ষগিরিবজ্র-নামক গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া মাধব-মুকুন্দের নাম প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল বা চরিত-সম্বন্ধে কিছুই সঠিকভাবে জানা যায় না। পরপক্ষগিরিবজ্রে কেবলাদ্বৈতবাদই হইল প্রতিপক্ষরূপ পর্বত; উহার ভেদকারি-বজ্ররূপে মাধব-মুকুন্দের ন্যায়যুক্তি ও সূক্ষ্মবিচার বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

শ্রীবনমালী মিশ্র—শ্রীবৃন্দাবনের নিকট কোন এক গণ্ডগ্রামে ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'বেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ'-নামক সপ্ত-অধ্যায়াত্মক-গ্রন্থে নিম্বার্কসম্প্রদায়ের মত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীশুকদেব—ইনি সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তপ্রদীপ-নামক দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্তানুযায়ী টীকা রচনা করিয়াছেন; টীকার প্রারম্ভে ও উপসংহারে শ্রীনিম্বভাস্কর ও পূর্বাচার্যগণের বন্দনা আছে।

শ্রীঅনন্তরাম—বেদান্ততত্ত্ববোধ (গদ্যাংশ), বেদান্তরত্নমালা, তত্ত্ব-সিদ্ধান্তবিন্দু (২৫টি শ্লোক), শ্রুতিসিদ্ধান্তরত্নমালা, বেদান্তসার-পদ্যমালা (২৫টি শ্লোক), শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভূষণ-স্তোত্র (১২টি শ্লোক), শ্রীমুকুন্দ-শরণাপত্তি-স্তোত্র (১৭টি শ্লোক), আচার্য-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীনিম্বার্কশরণজী—সংক্ষেপ-পদ্ধতি-গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীগোপেশ্বরশরণজী—চৌষট্টি-প্রশ্ন (গ্রন্থ) রচনা করেন।

(৭) শ্রীরামানন্দ-স্বামিচরিত

প্রয়াগবাসী কাশ্যপ-গোত্রীয় এক কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণের গৃহে ১৩৫৬ বিক্রমসংবতে (= ১৩০০ খ্রীঃ) মাঘ মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীর বৃহস্পতিবারে

শ্রীরামানন্দ প্রয়াগধামে আবির্ভূত হন।[১] কোন কোন গবেষকগণের মতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শ্রীরামানন্দের আবির্ভাবকাল।[২] কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামানন্দের পূর্বনাম ছিল শ্রীরামদত্ত। তিনি প্রয়াগ হইতে কাশীতে গমন করিয়া শঙ্কর-বেদান্ত-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং শঙ্করসম্প্রদায় হইতে একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'রামভারতী' নামে পরিচিত হ'ন।[৩] তৎপরে শ্রীরামানুজসম্প্রদায়ের শ্রীরাঘবানন্দস্বামীর সঙ্গফলে শ্রীবৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া শ্রীরাঘবানন্দের নিকট হইতে ষড়ক্ষর রাম-মন্ত্র ও পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া 'রামানন্দদাস' নাম প্রাপ্ত হ'ন। শ্রীরামানন্দ যোগসাধনার দ্বারা অনেকপ্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। গঙ্গারোণগড়ের রাজা পীপাজী (১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম)[৪] শ্রীরামানন্দের আশ্রিত হইয়া রাজ্যাদি পরিত্যাগপূর্বক শ্রীরামানন্দের অনুগমন করেন। শ্রীরামানন্দ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া জৈনাদি অবৈদিক মতসমূহ খণ্ডন করেন এবং পরে কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথায় স্থায়িভাবে বাস করেন। বার্তিকপ্রকাশ ও রামানন্দ-দিগ্‌বিজয়ের মতে শ্রীরামানন্দ ১৪৮ বৎসর জগতে প্রকট ছিলেন। ১৫০৫ বিক্রম-সংবতে (=১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে) বৈশাখী শুক্লা তৃতীয়ায় অযোধ্যায় তাঁহার

১। ইহা নাভাজীকৃত হিন্দীভক্তমালের বার্তিকপ্রকাশ-টীকাকার (২৭৩ পৃঃ) ও শ্রীরামানন্দদিগ্বিজয়ের (১৫ পৃঃ) রচয়িতা ত্রিবেদী ভগবদ্দাস ব্রহ্মচারীর মত, কিন্তু শ্রীরামানন্দের আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে নানাপ্রকার মতভেদ আছে; ২। ডক্টর ফর্কুহার ১৪০০—১৪৭০ খ্রীঃ নিরূপণ করিয়াছেন—Vide, An Outline of Religious Literature of India by Dr. J. N. Farquhar, 1920, p. 381; ৩। শ্রীগোপালদাসজীকৃত 'বৈষ্ণবধর্মরত্নাকর' (সংস্কৃত ও হিন্দী)—মুম্বই লক্ষ্মী-বেঙ্কটেশ্বর-সং, ৮৪ ও ৯৮ পৃঃ, ১৮৫৪ শকাব্দা দ্রষ্টব্য; ৪। Vide, An Outline of the Religious Literature of India by Dr J. N. Farquhar 1920, p. 381.

তিরোভাব হয়। শ্রীরামানন্দ-জন্মোৎসবলেখকের[১] মতে ১৪৬৭ বিক্রম-সংবতে (= ১৪১০ খ্রীঃ) চৈত্রী শুক্লা তৃতীয়ায় রামানন্দের নির্বাণ হয়।

গুরুপরম্পরা—বার্তিকপ্রকাশ-টীকায়[২] শ্রীরামানুজ হইতে শ্রীরামানন্দ পর্যন্ত নিম্নলিখিতক্রমে গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে,—(১) শ্রীরামানুজাচার্য, (২) গোবিন্দ, (৩) কূরেশ, (৪) পরাশর, (৫) নিগমান্ত-যোগী, (৬) লোকাচার্য, (৭) দেবাধিপাচার্য, (৮) শৈলেশ, (৯) বরবরমুনি, (১০) পুরুষোত্তম, (১১) গঙ্গাধর, (১২) সদাচার্য, (১৩) রামেশ্বর, (১৪) দ্বারানন্দ, (১৫) দেবানন্দ, (১৬) শ্যামানন্দ, (১৭) শ্রুতানন্দ, (১৮) নিত্যানন্দ, (১৯) পূর্ণানন্দ, (২০) শ্রিয়ানন্দ, (২১) হরিয়ানন্দ, (২২) রাঘবানন্দ ও (২৩) রামানন্দ।

গুজরাটী ভাষায় লিখিত রামানন্দ-ধর্মপ্রকাশ-নামক শ্রীরামানন্দ-চরিত-গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীরামানন্দ কাশীতে গিরিজাশঙ্কর-নামক এক শৈবসন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-সংস্কার লাভ করিয়া 'রাম-ভারতী' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। যখন শ্রীরামানন্দ শিষ্যবর্গসহ দক্ষিণদেশে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন, সেই সময় দাক্ষিণাত্য-বাসী শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্যগণ শ্রীরামানন্দকে পতিতোপদেষ্টা অর্থাৎ শ্রীরামানুজাচার্যের মত হইতে স্বতন্ত্র মনে করিয়া স্ব-সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইহাতে শ্রীরাঘবানন্দজী, শিষ্য শ্রীরামানন্দকে তাঁহার নিজনামেই স্বতন্ত্র-সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে বলেন। কিন্তু

১। শ্রীরামানন্দ-জন্মোৎসব (অগস্ত্য-সংহিতান্তর্গত) পণ্ডিত রামনারায়ণদাসজীকৃত ভাষাটীকাসহ, ৪৯ পৃঃ, রণহর পুস্তকালয়, ডাকোর ১৮২৮ শকাব্দা; ২। সীতারাম-শরণভগবান্‌প্রসাদকৃত বার্তিকপ্রকাশ (নাভাজীকৃত হিন্দীভক্তমালের উপর প্রিয়াদাস-জীর 'ভক্তিরসবোধিনী' বা কবিত্তটীকার টীকা)—সটীক-শ্রীভক্তমাল, ২৬৬ পৃঃ, লক্ষ্ণৌ নবলকিশোর প্রেস, ১৯১৩ খৃীঃ।

আর এক শ্রেণীর শ্রীরামানন্দিগণ ইহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, শ্রীরামানন্দ—শ্রীরামাবতার, সুতরাং তিনি ঊর্ধ্বতন আচার্যের অধীনতা স্বীকার না করিয়াই স্বতন্ত্র-সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে পারেন।

শ্রীরামানন্দকৃত গ্রন্থাবলী

রামানন্দিগণ বলেন, শ্রীরামানন্দস্বামী বিশিষ্টাদ্বৈতমত প্রতিপাদক 'আনন্দভাষ্য' নামে ব্রহ্মসূত্রের এক ভাষ্য এবং বৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর-নামক আর একটি দার্শনিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, উভয় গ্রন্থই মুদ্রিত হইয়াছিল। রামানন্দিগণের মতে শ্রীরামানন্দ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। 'রামরক্ষা'-নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থও শ্রীরামানন্দস্বামীর নামে আরোপিত হয়। রামকবীর হিন্দীতে উক্ত গ্রন্থের ভাষানুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রামতাপিন্যুপনিষদ্, বাল্মীকি-রামায়ণ, অগস্ত্য-সংহিতা, অধ্যাত্মরামায়ণ, অদ্ভুতরামায়ণ, রামপটল, রামপদ্ধতি, রাম-সহস্রনাম, রামস্তবরাজ প্রভৃতি গ্রন্থ রামানন্দিসম্প্রদায়ের মতপোষক প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীনারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্বত-পঞ্চরাত্রকেও শ্রীরামানন্দ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীরামানন্দের নামে আরোপিত মতবাদ

শ্রীরামানন্দস্বামী বলেন,—ব্রহ্মমীমাংসাবিষয়ে বিশিষ্টাদ্বৈত সিদ্ধান্তই সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণাদি-শাস্ত্রে সমন্বিত হয়; কেবলা-দ্বৈতমতে সমস্ত শাস্ত্রের সমন্বয় হয় না। "এবঞ্চাখিলশ্রুতিস্মৃতীতিহাস-পুরাণ-সামঞ্জস্যাদুপপত্তিবলাচ্চ বিশিষ্টাদ্বৈতমেবাস্য ব্রহ্মমীমাংসা-শাস্ত্রস্য বিষয়ো ন তু কেবলাদ্বৈতম্।"[১]

১। (ক) ব্র সূ ১।১।১—আনন্দভাষ্য; (খ) রামদাসগৌড়সম্পাদিত 'হিন্দুত্ব' (১ম সং, কাশী ১৯৯৫ বিক্রমসংবৎ) নামক-গ্রন্থে 'স্বামী রামানন্দজী'-প্রবন্ধ (৬৮৪—৬৮৭ পৃঃ) এবং পণ্ডিত শ্রীবৈষ্ণবদাস ত্রিবেদী, ন্যায়রত্ন, বেদান্ততীর্থ-লিখিত 'কল্যাণ'-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃতি-অবলম্বনে।

ব্রহ্ম—শ্রীরামচন্দ্রই ব্রহ্মশব্দবাচ্য ; তিনি মহাপুরুষাদি-শব্দের দ্বারা বিদিত, নিখিল দোষ হইতে নিত্য নির্মুক্ত এবং অসমোর্ধ্ব, অশেষ, অসংখ্য কল্যাণগুণের আকর শ্রীভগবান্। তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্, জগতের কারণ এবং একাধারে নির্গুণ ও সগুণ। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"-সূত্রে সেই শ্রীরামই জগৎকারণ-ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন। 'সগুণ' বলিতে তিনি দিব্য বা অতিমর্ত্যগুণশালী, আর 'নির্গুণ' বলিতে তাঁহা হইতে সত্ত্বাদি-প্রাকৃতগুণসমূহ নিত্য নির্গত, ইহাই বুঝায়। নিকৃষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃত গুণের রাহিত্যই তাঁহার নির্গুণতা আর দিব্য-গুণশালিতাই তাঁহার সগুণতা। নির্গুণতা—প্রাকৃতগুণনিষেধক এবং সগুণতা—অপ্রাকৃতগুণব্যঞ্জক। এইরূপে সমগ্র বেদান্তদর্শনে সগুণ ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন, যথা—

ব্রহ্মশব্দশ্চ মহাপুরুষাদিপদবেদনীয়-নিরস্তনিখিলদোষমনবধিকাতি-শয়াসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণগণং ভগবন্তং শ্রীরামমাহ।[১]

এবঞ্চ সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমজ্জগৎকারণনির্গুণসগুণাদিপদবাচ্যং শ্রীরামতত্ত্বং তদেব জগৎকারণং ব্রহ্মেত্যুচ্যতেঽনেন সূত্রেণ।[২]

নির্গতা নিকৃষ্টাঃ সত্ত্বাদয়ঃ প্রাকৃতা গুণা যস্মাত্তন্নির্গুণমিতি ব্যুৎপত্তে-র্নিকৃষ্টগুণরাহিত্যমেব নির্গুণত্বম্।[৩]

দিব্যগুণবত্ত্বেন চ সগুণত্বমিত্যুভয়থৈকস্যৈব ব্রহ্মণো নির্দেশ ইতি ন কিঞ্চিদনুপপন্নম্।[৪]

এবঞ্চাস্যাঃ শারীরকব্রহ্মমীমাংসায়া উপক্রমোপসংহারয়োর্ব্রহ্মণঃ শেষিত্ব-সগুণত্বাদিপ্রতিপাদকতয়া তন্মধ্যভূতানামপি সূত্রাণাং সন্দংশপতিত-ন্যায়েন তৎপ্রতিপাদকত্বমেবেতি মন্তব্যম্।[৫]

১। ব্র সূ ১।১।১—আনন্দভাষ্য; ২। ঐ, ১।১।২ ঐ; ৩। ঐ; ৪। ঐ; ৫। ঐ, রামদাসগৌড়-সম্পাদিত হিন্দুত্ব-নামক হিন্দী-গ্রন্থে 'স্বামী রামানন্দজী'-প্রবন্ধধৃত আনন্দভাষ্যের উদ্ধৃতি, ৬৮৫, ৬৮৬ পৃঃ, কাশী ১৯৯৫ সম্বৎ।

শ্রীরামানন্দস্বামীর মতে শ্রীরামচন্দ্রই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। জীবগণের বহুত্ব ও তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ বর্তমান। জীবের স্বরূপতঃ অণুত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকৃত। শ্রীরামানন্দস্বামী বিবর্তবাদ অর্থাৎ জগন্মিথ্যাত্ববাদ ও অনির্বাচ্য-বাদকে খণ্ডন এবং সৎখ্যাতিবাদ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কর্মকে ভক্তির অঙ্গ এবং ভক্তি ও প্রপত্তিকে মোক্ষের অব্যবহিত উপায় বলেন। তিনি সদ্যোমুক্তি স্বীকার করেন নাই এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব ও শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন।[১] শ্রীরামানন্দ ভক্তিকে উপায় বা সাধন এবং মোক্ষকে উপেয় বা সাধ্য বলায় তাঁহার মতকে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত বলা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে মোক্ষাভিসন্ধিরহিত ভক্তিরই সাধ্যত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীরামানন্দ বহুশিষ্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তাঁহার বিশিষ্ট শিষ্য দ্বাদশ জন। এই দ্বাদশজন শিষ্য শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের লেখকগণের মতে বিভিন্ন দেবতা ও দিব্যসূরির অবতার—(১) অনন্তানন্দ, (২) 'সুরানন্দ', (৩) সুখানন্দ, (৪) নরহরি, (৫) যোগানন্দ, (৬) পীপা, (৭) কবীর, (৮) ভবানন্দ, (৯) সেনভক্ত, (১০) ধনা, (১১) গালব ও (১২) রমাদাস বা রৌদাস।

শ্রীরামানন্দ-সম্প্রদায়ে শ্রীরামচন্দ্র মুক্তিদাতৃরূপেই পূজিত হ'ন। শ্রীরামানন্দের শিষ্য কবীরের মতে নির্বিশেষোপলব্ধিই চরম লক্ষ্য। এইজন্য আধুনিক রামানন্দিগণ দুইজন কবীরের কল্পনা করিয়া নির্বিশেষ-বাদী কবীরকে কবীরপন্থিদলের প্রবর্তক এবং পূর্ববর্তী মূল-কবীর বা শ্রীরামকবীরকে রামানন্দী বৈষ্ণব বলিয়াছেন।

১। রামদাসগৌড়-সম্পাদিত 'হিন্দুত্ব', ৬৮৪—৬৮৭ পৃঃ।

শ্রীরামানন্দের মত যে শ্রীরামানুজাচর্যের সিদ্ধান্ত, উপাসনা-প্রণালী ও আচার-বিচার হইতে পার্থক্য লাভ করিয়াছে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সমধিকরূপে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনাই প্রচলিত। কিন্তু শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ে শ্রীসীতা-রামের উপাসনাই মুখ্যভাবে প্রবর্তিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত রামানন্দি-সম্প্রদায়ে শুদ্ধভক্তির পরিবর্তে নির্বিশেষ মত প্রবিষ্ট হইয়াছে। এতৎ-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরামদাস বিশ্বাসের বৃত্তান্ত আলোচ্য।[১]

শ্রীরামানন্দোত্তর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য

সংস্কৃতভাষা অপেক্ষা হিন্দীভাষায়ই অধিকতরভাবে রামানন্দি-সম্প্রদায়ের সাহিত্য দৃষ্ট হয়। শ্রীরামানন্দের শিষ্য পীপা, রৌদাস, সেন-প্রমুখ ভক্তগণের লিখিত স্তোত্র ও দোঁহাদি এবং পরবর্তিকালে তৎ-সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ কবি শ্রীতুলসীদাস(১৫৩২—১৬২৩ খ্রীঃ)[২]-লিখিত দোঁহা, গীতাবলী, রামচরিতমানস (তুলসী-রামায়ণ), বিনয়-পত্রিকা প্রভৃতি হিন্দীগ্রন্থ, নাভাজী(১৬০০ খ্রীঃ)-লিখিত হিন্দীভক্তমাল, মুলুকদাস (১৫৭৪—১৬৮২ খ্রীঃ)-লিখিত কবিতাবলী, প্রিয়াদাস (১৭১২ খ্রীঃ)-লিখিত নাভাজীর হিন্দীভক্তমালের উপর ভক্তিরসবোধিনী-টীকা প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ প্রচারিত হইয়াছে।

১। চৈ চ অ ১৩।১০৯,১১০;

২। শ্রীতুলসীদাস—শ্রীরামানন্দস্বামীর পর সপ্তম অধস্তন বলিয়া কথিত। শ্রীরামানন্দের শিষ্য—(১) সুরসুরানন্দ, (২) মাধবানন্দ, (৩) গরীবানন্দ, (৪) লক্ষ্মীদাস, (৫) গোস্বামিদাস, (৬) নরহরিদাস ও (৭) তুলসীদাস। মতান্তরে ইনি ১৫৫৪ সংবৎ=১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রয়াগের নিকটবর্তী বাঁদা জিলার রাজাপুর (?) গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া কাশীতে বিদ্যাধ্যয়ন ও তৎপরে বিবাহ করেন। অত্যন্ত স্ত্রৈণ বলিয়া স্ত্রী ভর্ৎসনা করায় সংসার ত্যাগ এবং তীর্থভ্রমণ করিবার পর অযোধ্যায় আসিয়া ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামচরিতমানস রচনা আরম্ভ করেন। ১৬২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুলসীদাসের কাশীলাভ হয়।

(৮) শ্রীবল্লভাচার্য-চরিত

১৫২৯ বিক্রমাব্দে (=১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে), মতান্তরে[১] ১৫৩৫ বিক্রমাব্দে (=১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) বৈশাখী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে মধ্যপ্রদেশের রায়-পুরের নিকট চম্পারণ্য-নামক বনে শ্রীবল্লভভট্ট আবির্ভূত হ'ন। শ্রীবল্লভের পিতার নাম—লক্ষ্মণভট্ট ও মাতার নাম—যল্লমাগারু। লক্ষ্মণভট্ট যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখার ভরদ্বাজ-গোত্রীয় আন্ধ্র-ব্রাহ্মণ ছিলেন।

লক্ষ্মণভট্ট আদি-বাসস্থান ত্যাগ করিয়া শ্রীকাশীধামে হনূমানঘাটে আসিয়া বাস করেন। মুসলমানগণের দ্বারা কাশী আক্রমণের জনরব শুনিয়া সাত মাসের গর্ভবতী পত্নীসহ স্বদেশাভিমুখে পলায়নকালে পথে চম্পারণ্যে শ্রীবল্লভের আবির্ভাব হয়। বল্লভ শৈশবকালে শ্রীকাশীধামে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্র বা শ্রীমাধবানন্দ-যতির নিকট বৈষ্ণব-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দক্ষিণদেশে বিভিন্ন তীর্থ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বল্লভ বিজয়নগরে মাতুলের গৃহে উপস্থিত হ'ন এবং বিজয়নগরের রাজসভায় সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববাদাচার্য শ্রীব্যাসতীর্থের সহিত শ্রীবল্লভের সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীবল্লভ তথায় মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতবাদ স্থাপন করেন এবং রাজা কৃষ্ণদেব শ্রীব্যাসতীর্থের সভাপতিত্বে শ্রীবল্লভভট্টের 'কনকাভিষেক' সম্পাদন ও আচার্য-পদবী প্রদান করেন। শ্রীবল্লভ দিগ্বিজয় করিবার জন্য সমগ্র ভারতবর্ষ তিনবার পর্যটন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার পর্যটনের পর ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি কাশীতে বিবাহ করেন। কাশীর ন্যায় তীর্থ-স্থানে গৃহস্থাশ্রমী হইয়া বাস করা সঙ্গত নহে বিচার করিয়া তিনি প্রয়াগে ত্রিবেণীর অপর পারে আড়াইল-গ্রামে গিয়া বাসস্থান নির্মাণ করেন।

১। See the 'Birth-date of Vallabhacarya' by G. H. Bhatt, M. A., published in the 'Proceedings and Transactions of the Ninth A. I. O, C., Trivandrum 1937' pp. 595—599.

নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে বল্লভ শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীগোবর্ধনে আগমন করেন এবং পূর্ণমল্ল-নামক এক বণিককে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া
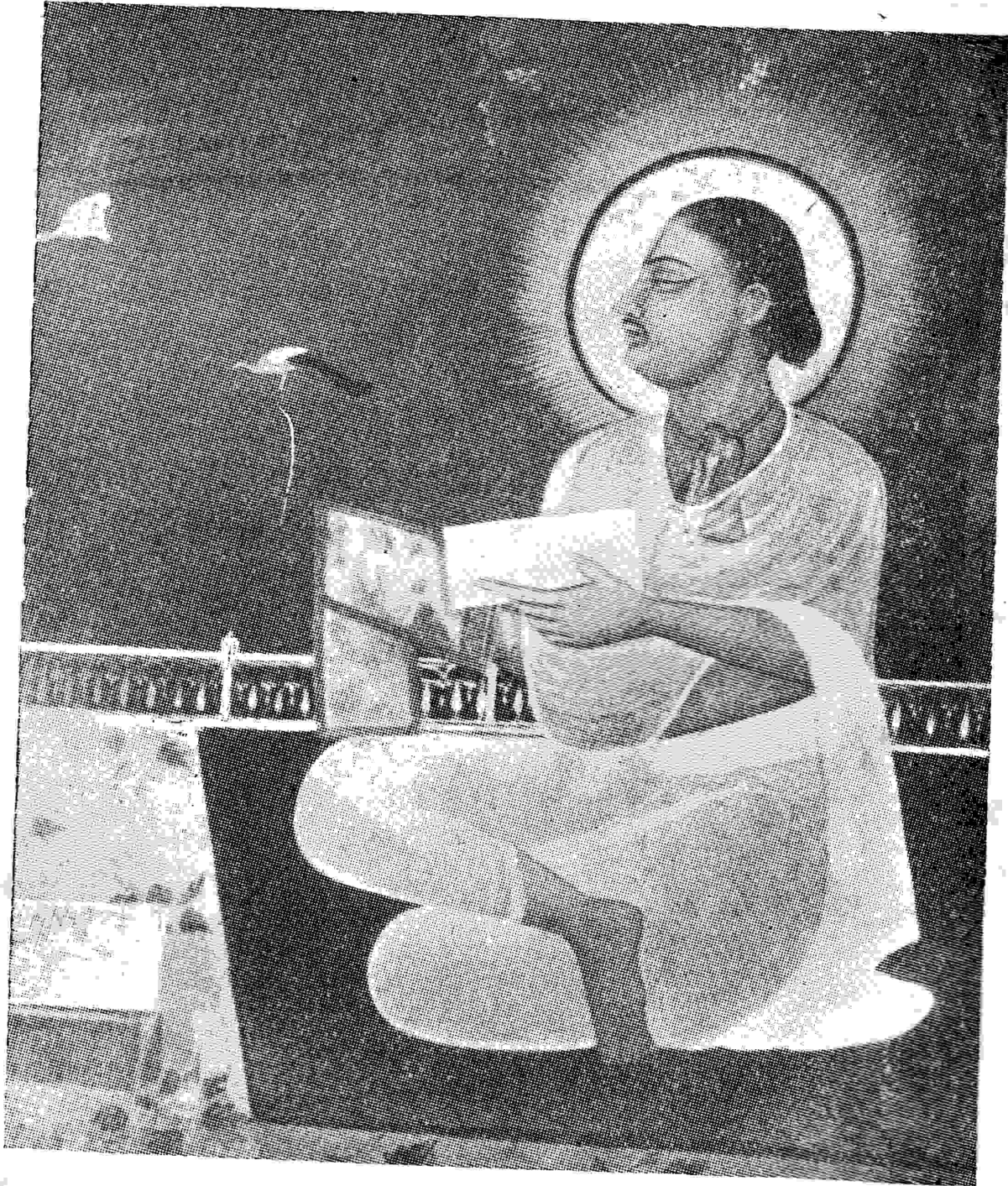
শুদ্ধাদ্বৈতমত-প্রচারক শ্রীবল্লভাচার্য

তাঁহার দ্বারা গোবর্ধন-পর্বতের উপর এক মন্দির নির্মাণ করান। তথা হইতে পুনরায় কাশীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া পঞ্চগঙ্গাঘাটে কাশীর মায়াবাদী

সন্ন্যাসিগণকে তিনি শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন। ইহার পর বল্লভ গোকুলে বাসস্থান স্থাপন করিয়া শ্রীগোবর্ধনপর্বতস্থ নূতন মন্দিরে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের পূর্বাবিষ্কৃত শ্রীগোপালকে পুনঃসংস্থাপন করেন এবং পুরীপাদের গৌড়ীয় শিষ্যগণকে শ্রীগোবর্ধনজীর সেবায় পূর্ববৎ অধিষ্ঠিত রাখেন। ইহার পর তিনি সপত্নীক আড়াইলগ্রামে আসিয়া বাসকালে ১৪৩২ শকাব্দায় (=১৫১০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার প্রথম পুত্র শ্রীগোপীনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে তিনি ব্রজমণ্ডল, বারাণসী, পুরী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়া সকুটুম্ব চরণাদ্রিতে গমন করেন। তথায় ১৪৩৭ শকাব্দায় (=১৫১৫ খ্রীঃ) শ্রীবল্লভাচার্যের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিট্‌ঠলনাথ আবির্ভূত হ'ন। শ্রীবল্লভ আড়াইলে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের 'সুবোধিনী'-টীকা সম্পূর্ণ করেন এবং একাদশের টীকা আরম্ভ করেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব আড়াইল-গ্রামে শ্রীবল্লভাচার্যের গৃহে পদার্পণপূর্বক সপুত্রক শ্রীবল্লভকে কৃপা ও মহাভাগবত শ্রীরঘুপতি উপাধ্যায়ের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া-ছিলেন।[১] ইহার পর পুনরায় শ্রীবল্লভ পুরীতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব 'শ্রীকৃষ্ণনামের অর্থ একমাত্র শ্রীশ্যামসুন্দর-শ্রীযশোদানন্দন এবং শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষার্থ উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণই পরমধর্ম তথা শ্রীধরস্বামিপাদকে লঙ্ঘন না করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের অনুশীলন করাই কর্তব্য' প্রভৃতি বিষয়ে কৃপোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। বৎসল-রসে শ্রীকৃষ্ণোপাসক শ্রীবল্লভভট্ট শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধরের নিকট হইতে কিশোরগোপাল-মন্ত্র গ্রহণপূর্বক মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হন।[২]

১। (ক) চৈ চ ম ১৯।৮৪ ; (খ) আমেদাবাদ বীরবিজয় প্রেস হইতে লল্লুভাই ছগনমল দেশাই-কর্তৃক ১৯৯০ সম্বতে মুদ্রিত 'শ্রীবল্লভাচার্যজীকী নিজবার্তা'-নামক পুস্তকে এবং কাঁকরোলী বিদ্যাবিভাগ হইতে প্রকাশিত 'সম্প্রদায়-প্রদীপে' (৮০ পৃঃ) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের আড়াইল-গ্রামে পদার্পণের কথা লিপিবদ্ধ আছে ; ২। চৈ চ অ ৭।১৬৭

সংস্কৃত 'বল্লভদিগ্বিজয়ে'র মতে শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীমাধবেন্দ্র-যতির নিকট ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া 'পূর্ণানন্দ' সন্ন্যাস-নাম প্রাপ্ত হ'ন এবং কাশীর হনূমানঘাটে সন্ন্যাসগ্রহণ-দিবস হইতে চত্বারিংশত্তম দিবসে গঙ্গায় নাভি-মাত্র জলে অবস্থানপূর্বক শ্রীভগবানের ধ্যান করিতে করিতে ১৫৮৭ সংবতে (=১৫৩১ খ্রীঃ) আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথির মধ্যাহ্নকালে অন্তর্হিত হ'ন। সেই সময় শ্রীগোপীনাথজী নিকটে ছিলেন। শ্রীগোপী-নাথ শ্রীগোবর্ধনস্থ শ্রীনাথজীর সেবা করেন এবং পরে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া তথায় অন্তর্হিত হ'ন।

গুরুপরম্পরা[১]—শ্রীনারায়ণ, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস, আদি-শ্রীবিষ্ণুস্বামী (ত্রিদণ্ডিহংস) ও তৎপরে ৭০০ আচার্য, শ্রীরাজবিষ্ণুস্বামী (২য়, ইনিও আন্ধ্র ত্রিদণ্ডি), শ্রীবিল্বমঙ্গল[২], শ্রীদেবমঙ্গল, শ্রীপ্রভু-বিষ্ণুস্বামী (৩য়), শ্রীগোবিন্দাচার্য, শ্রীবল্লভদীক্ষিত, শ্রীযজ্ঞনারায়ণ-ভট্ট, শ্রীগদাধর সোম-যাজী, শ্রীগণপতিভট্ট, শ্রীবালংভট্ট, শ্রীলক্ষ্মণভট্ট ও শ্রীবল্লভাচার্য।

শ্রীবল্লভাচার্য বেদান্তের অর্থনির্ণয়বিষয়ে শ্রীব্যাসদেবকেই গুরু বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন,—"ব্যাসোঽস্মাকং গুরুঃ"[৩] এবং তিনি সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট হইতে শ্রাবণী শুক্লা একাদশীতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই প্রচার করিয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন,—

শ্রাবণস্যামলে পক্ষে একাদশ্যা মহানিশি।
সাক্ষাদ্‌ভগবতা প্রোক্তং তদক্ষরশ উচ্যতে ॥[৪]

১। শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত শ্রীবল্লভদিগ্বিজয়, ১ম ও ২য় অবচ্ছেদ, শ্রীনাথদ্বার ১৯৭৫ সংবৎ; ২। শ্রীবল্লভাচার্য তৎকৃত তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধের ১।১০০ শ্লোকের স্বকৃত প্রকাশাখ্য-ব্যাখ্যায় শ্রীবিল্বমঙ্গলকে মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং বিল্বমঙ্গল হইতে স্বমতের পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন—'তত্ত্বার্থদীপ', হরিশঙ্কর ওঙ্কারজী শাস্ত্রি-সম্পাদিত, ১৬৫,১৬৬ পৃঃ, মুম্বই ১৯৪৩ খ্রীঃ; ৩। তত্ত্বদীপনিবন্ধ, শাস্ত্রার্থপ্রকরণ, ৮৩ শ্লোকের প্রকাশটীকা; ৪। শ্রীবল্লভাচার্যকৃত সিদ্ধান্তরহস্য, ১ম শ্লোক।

শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীবল্লভকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগ বলিয়াছেন, অপর এক শ্রেণী শ্রীবল্লভের গ্রন্থধৃত-মত হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপেই মনে করেন।[১]

শ্রীবল্লভ-গ্রন্থাবলী

শ্রীবল্লভাচার্য ৮৪ খানি[২] গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি বর্তমানে পাওয়া যায়। শ্রীবল্লভাচার্যের সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত-ভাষায় রচিত। শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, জৈমিনি-সূত্রভাষ্য বা পূর্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্য (ইহার খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুঁথি বোম্বাই-স্থিত পণ্ডিত গট্টুলালজীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে), শ্রীসুবোধিনী (শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা—প্রথম তিন স্কন্ধের সম্পূর্ণ টীকা, চতুর্থ স্কন্ধের ছয়টি অধ্যায়ের টীকা, দশম স্কন্ধের সম্পূর্ণ টীকা এবং একাদশ স্কন্ধের চারিটি অধ্যায়ের টীকা মাত্র পাওয়া যায়), শ্রীমদ্-ভাগবতের 'সূক্ষ্মটীকা', তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ('শাস্ত্রার্থ', 'সর্বনির্ণয়' ও 'ভাগবতার্থ'-নামক তিনটি প্রকরণে বিভক্ত), স্বকৃত তত্ত্বার্থ-দীপ-নিবন্ধের 'প্রকাশ'-নামক ব্যাখ্যা, ষোড়শগ্রন্থ (—শ্রীযমুনাষ্টক, বালবোধ, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, পুষ্টিপ্রবাহ-মর্যাদা-ভেদ, বিবেক-ধৈর্যাশ্রয়, সিদ্ধান্ত-রহস্য, নবরত্ন, অন্তঃকরণ-প্রবোধ, শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়, চতুঃশ্লোকী, ভক্তিবর্ধিনী, পঞ্চপদ্য, সন্ন্যাস-নির্ণয়, নিরোধ-লক্ষণ, সেবাফল, জলভেদ), পত্রাবলম্বন, শ্রুতি-গীতা, শিক্ষা-শ্লোক, শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য, শ্রীমধুরাষ্টক, শ্রীকৃষ্ণজন্মপত্রিকা, পুরুষোত্তম-নামসহস্র, সেবাফল-বিবরণ, পরিবৃঢ়াষ্টক, শ্রীনন্দকুমারাষ্টক,

---

১। Vide, the article 'Visnusvami and Vallabhacarya' by Prof. G. H. Bhatt, M.A., pp. 449—465, published in the Proceedings and Transactions of the Seventh A. I. C. C., Baroda, Dec. 1933 (Oriental Institute, Baroda 1935); ২। ৮৪ সংখ্যাটি বল্লভ-সম্প্রদায়ের একটি বিশেষত্ব বা বিশিষ্টভাবজ্ঞাপক সংখ্যা, সুতরাং ৮৪ সংখ্যক গ্রন্থ বলিতে বহু গ্রন্থ—এই অর্থও হইতে পারে।

শ্রীগিরিরাজধার্যাষ্টক, শ্রীকৃষ্ণাষ্টক, শ্রীগোপীজনবল্লভাষ্টক, পঞ্চশ্লোকী, গায়ত্রীভাষ্য, ত্রিবিধলীলানামাবলী, শ্রীভগবৎপীঠিকা ইত্যাদি।

শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, জৈমিনিসূত্র-ভাষ্য ও সুবোধিনী—এই তিনখানি গ্রন্থই বর্তমানে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন যে, শ্রীবল্লভাচার্য 'অণুভাষ্য'-গ্রন্থ সম্পূর্ণ রচনা করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র পণ্ডিত শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী অণুভাষ্যের অসম্পূর্ণ পুঁথি (তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ত্রয়স্ত্রিংশৎ-সূত্র পর্যন্ত) সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবশিষ্ট অংশের ভাষ্য তিনি স্বয়ং রচনা করিয়া 'অণুভাষ্য'-গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। শ্রীমূলচন্দ্র তুলসীদাস তেলীবালা-প্রমুখ কাহারও কাহারও মতে শ্রীবল্লভাচার্য প্রথমে 'বৃহদ্‌ভাষ্য' নামে শ্রীব্রহ্মসূত্রের একটি বিস্তৃত ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু আচার্যের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীনাথজীর বিধবা পত্নী শ্রীবল্লভকৃত গ্রন্থ-রাজির পুঁথিসমূহ সংগোপন করিয়া ফেলেন বলিয়া শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী উহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং ঐ গ্রন্থসমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

শ্রীবল্লভাচার্যের সিদ্ধান্ত

ব্রহ্ম—বেদান্তে যিনি 'ব্রহ্ম', স্মৃতিতে তিনি 'পরমাত্মা', শ্রীভাগবতে তিনিই 'ভগবান্'[১]; জ্ঞানমার্গীয় সাধনে—ব্রহ্ম'-স্ফূর্তি, মর্যাদামার্গীয় ভক্তিতে—'পরমাত্ম'-স্ফূর্তি এবং শুদ্ধপ্রেমে—'ভগবৎ'-স্ফূর্তি। মূলপুরুষ ভগবানের চারিটি স্বরূপ—প্রথম ভগবান্ 'শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমস্বরূপ', দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'অক্ষর-ব্রহ্ম', তন্মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানিগণের জ্ঞানমার্গে—নির্বিশেষতুল্য স্ফূর্তি, ভক্তগণের—ব্যাপি-বৈকুণ্ঠরূপস্ফূর্তি এবং চতুর্থ—অন্তর্যামিস্বরূপ।[২]

১। তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধ ১।৬; ২। শ্রীবালকৃষ্ণভট্টকৃত প্রমেয়রত্নার্ণবে মূলস্বরূপ-নিরূপণ ১১—১৫ পৃঃ, কাশী-সং ১৯০৬ খ্রীঃ।

মায়া—পরব্রহ্মের 'শক্তি', তাহার 'ব্যামোহিকা' (জীব-মোহন-কারিণী) ও 'আচ্ছাদিকা'(সত্যপ্রতিম অসত্যরচনার দ্বারা সত্য-আচ্ছাদনকারিণী)-ভেদে দ্বিবিধা বৃত্তি; স্বপ্নসৃষ্টি, ঐন্দ্রজালিক-সৃষ্টি, বিবর্ত-সৃষ্টি—এই তিনটি মায়াজন্য সৃষ্টি; কিন্তু জগৎ-সৃষ্টি ব্রহ্মজন্য সৃষ্টি।[১]

জীব—বহুভবনেচ্ছু সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের তিরোভূত-আনন্দাংশরূপ 'চিদংশ'[২], নিত্য সত্য; পরিমাণে অণু, সংখ্যায় বহু ও অনন্ত, উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন, কর্তা, ভোক্তা, জ্ঞাতা, আনন্দাংশের তিরোভাবহেতু মায়ার বশীভূত; অগ্ন্যংশ বিস্ফুলিঙ্গসমূহের দাহকত্বহেতু অগ্নিসংজ্ঞাবৎ জীবে প্রমাতৃত্বজ্ঞাতৃত্বাদি ভগবদ্ধর্ম-নিবন্ধন জীবের 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞা। ভগবৎকৃপায় জীবে তিরোভূত-আনন্দাংশের আবির্ভাব হইলে ব্যাপকতাধর্ম লাভ হয় অর্থাৎ কাষ্ঠে অনল-প্রবেশের ন্যায় জীব ব্রহ্মাত্মক হয়, জীবের প্রতি লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু অণুত্ব-স্বরূপ নষ্ট হয় না।[৩]

জগৎ—ভগবৎকার্য, ভগবদ্রূপ, ভগবানের মায়াশক্তিদ্বারা রচিত; জগদ্রূপ-কার্যের উপাদান ও নিমিত্তকারণ—ব্রহ্ম; মায়া—জগৎকারণ নহে; ব্রহ্মই জগৎকার্যরূপে অবিকৃত-পরিণামপ্রাপ্ত; জগৎ—ব্রহ্মের ন্যায় নিত্য সত্য[৪]; সৃষ্টির পূর্বে জগদ্রূপ-কার্য সর্বকারণ-ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে, সৃষ্টির পরে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।[৫]

মর্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ

শ্রীবল্লভাচার্য বলিয়াছেন, 'ভক্তিপথ—মর্যাদা ও পুষ্টি-ভেদে দ্বিবিধ। শাস্ত্রীয় অনুশাসন-অনুযায়ী যে বৈধীভক্তি, তাহাই মর্যাদা-মার্গ; আর শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার ভক্তের অনুগ্রহমাত্র-লাভৈকহেতুকা যে ভক্তি তাহাই

১। সুবোধিনী ২।৯।৩৩; ২। ত দী নি ১।২৭—৩০; ৩। অণুভাষ্য ২।৩।২০,৪৩—৪৫,৪৮,৫০; ত দী নি ১।৫৩,৫৪; ৪। ত দী নি ১।২৩; ৫। অণুভাষ্য ১।১।৩; ত দী নি ১।২৩,২৪

পুষ্টিমার্গ।' শ্রীরূপগোস্বামি-প্রভুপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীবল্লভাচার্যের কথিত উক্ত 'মর্যাদামার্গ' ও 'পুষ্টিমার্গ'কে যথাক্রমে স্বসম্প্রদায়ের 'বৈধী' ও 'রাগানুগা' ভক্তির সহিত তুলনা করিয়াছেন।[১] শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "পোষণং তদনুগ্রহঃ"[২]—এই বাক্যানুসারে শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহরূপা ভক্তিই শ্রীবল্লভ-প্রপঞ্চিত পুষ্টি-ভক্তি। শ্রীগৌড়ীয়রসিকগণের সিদ্ধান্তসম্মত শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত পুষ্টি-পরাকাষ্ঠার অধিকতর উৎকর্ষ শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে,—"পোষণেঽপি তদেব মুখ্যং প্রয়োজনম্। পোষণ-শব্দেন হ্যনুগ্রহ উচ্যতে, তস্য চ পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্তিঃ স্বপ্রীতিদান এব।"[৩]

শ্রীবল্লভাচার্যের মতের কএকটি বৈশিষ্ট্য

১। শ্রীবল্লভ বেদের পূর্বকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড, উভয়কেই সংযুক্তভাবে স্বীকার করেন। শ্রীজৈমিনি বেদের কেবল পূর্বকাণ্ডকে স্বীকার করিয়া উত্তরকাণ্ডকে ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য পূর্বকাণ্ডকে বর্জন করিয়া উত্তরকাণ্ডকে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবল্লভাচার্য বলেন, ইহাতে পূর্ণাঙ্গ-বেদের অঙ্গকে ছিন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহার মতে বেদের উভয় কাণ্ডই পরস্পর সহযোগী এবং উত্তরোত্তর পূর্বপূর্বের মীমাংসক, যেমন—শ্রুতির "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা"[৪]-মন্ত্র পাঠ করিয়া যদি কেহ পরব্রহ্মকে হস্তপদাদিহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন, তবে তাঁহাকে শ্রীগীতার "সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ"[৫]-বাক্যের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে। আবার যদি শ্রীগীতার কোন বাক্যে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মসূত্রোক্ত সিদ্ধান্তাবলম্বনে উহা নিরাকরণ করিতে হইবে। যদি ব্রহ্মসূত্রের কোন সিদ্ধান্তে সংশয় উপস্থিত হয়, তবে তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের সমাধিভাষাদ্বারা পরিষ্কার করিতে হইবে। একই পরব্রহ্ম বেদের

১। ভ র সি ১।২।২৬৯,৩০৯; ২। ভা ২।১০।৪; ৩। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১৭ অনু, ১৮ পৃঃ; ৪। শ্বেতাশ্ব ৩।১৯; ৫। শ্রীগীতা ১৩।১৩

পূর্বকাণ্ডে যজ্ঞরূপে, উত্তরকাণ্ডে ব্রহ্মরূপে ও স্মৃতিতে পরমাত্মরূপে এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতে ভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পূর্বকাণ্ডে যজ্ঞরূপী ভগবান্ যেরূপ পরব্রহ্মের আংশিক প্রকাশ, উত্তরকাণ্ডে তাঁহার কেবলজ্ঞানস্বরূপটিও তদ্রূপ আংশিক প্রতীতিমাত্র, আর শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের পূর্ণপ্রতীতি প্রকটিত হইয়াছে।[১]

২। চিত্তপ্রসন্নতাদ্বারা কর্মনিষ্ঠা, সর্বজ্ঞতাদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা ও শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্নতাদ্বারা ভক্তিনিষ্ঠা পরীক্ষিত হয়।[২]

৩। জগৎ ও সংসার—এক নহে। জগৎ (পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ)—ব্রহ্মের কার্য, আর সংসার (জন্মমরণ-প্রবাহ)—জীবগত অবিদ্যারচিত। সংসারের উৎপত্তি ও লয় আছে, কিন্তু জগতের আবির্ভাব ও তিরোভাব-মাত্র হয়। সংসারের শেষ আছে, কিন্তু জগতের শেষ নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন আত্মরতীচ্ছু হইয়া জড়-জীবাত্মক প্রপঞ্চে তিরোহিত-চিদানন্দাংশ প্রকট করান, তখন প্রপঞ্চ শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়।[৩]

৪। পরব্রহ্ম—স্বরূপলক্ষণে সচ্চিদানন্দময়, সাকার, সর্বব্যাপী, সর্ব-শক্তিমান্, স্বতন্ত্র, ত্রিবিধভেদরহিত, সর্বাধার, মায়াধীশ, জগতের সমবায়ী ও নিমিত্তকারণ, সর্ববিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়, যুক্তির অগোচর, আবির্ভাব ও তিরোভাব-শক্তিশালী, স্বেচ্ছায় প্রকাশশীল, পরমকাষ্ঠাপন্ন, পুরুষোত্তম-শব্দবাচ্য নিত্যলীল শ্রীকৃষ্ণ।[৪] এই পরব্রহ্মই বহুভবনেচ্ছায় সকল-কারণ-কারণভূত অক্ষরব্রহ্মরূপে এবং সর্বনিয়মনাদি-কার্যসিদ্ধির জন্য সূর্যমণ্ডলে, পৃথিবীতে ও অধিদেবতাদিতে মুখ্য অন্তর্যামিরূপে আবির্ভূত হ'ন।[৫] অক্ষর ব্রহ্মের সদংশ হইতে জগৎ, চিদংশ হইতে অনন্ত জীব ও

১। শ্রীবল্লভাচার্য-বিরচিত সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধ, শাস্ত্রার্থপ্রকরণ, ৬—১২ শ্লোক ; ২। ঐ ১৭ শ্লোক ; ৩। ঐ ২৩,২৪ শ্লোক ; ৪। সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ—১।৪৪,৬৫—৭৭, ২।১, ৩।১১৭ ; সিদ্ধান্তমুক্তাবলী—৩ শ্লোক ; অণুভাষ্য—৩।২।২৪ ; ৫। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ—২।১২১

আনন্দাংশ হইতে অন্তর্যামিস্বরূপ এবং স্বভাব, কাল ও কর্ম প্রকাশিত হয়। অক্ষর-ব্রহ্মই আনন্দময়ের পুচ্ছ, পরমাত্মা ইত্যাদি রূপে কথিত হ'ন। ইনিই জ্ঞানিগণের উপাস্য এবং জ্ঞানমার্গীয় মুক্তজীব এই অক্ষর-সাযুজ্য প্রাপ্ত হ'ন।[১]

৫। জ্ঞানমার্গের সাধ্য—অক্ষর-ব্রহ্মে লয়; ইহাকে মায়াবাদিগণ ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মানন্দ বলে। ভক্তির সাধ্য—স্বরূপানন্দ বা সাযুজ্য; ইহাতে জীবের জীবত্বের লয় হয় না। জীবে যে আনন্দ-ভাবটি গুপ্ত থাকে, তাহাই ব্যক্ত হয়; ইহাকেই ব্রহ্মভাব বা সাযুজ্য বলে। বল্লভাচার্যের মতে ভক্তিই—সাধন, সাযুজ্য বা ব্রহ্মভাব—সাধ্য।[২]

৬। 'তত্ত্বমসি'-মন্ত্র জীবাত্মার সহিত পরব্রহ্মের ঐক্য বা প্রতিবিম্ব-বাদ স্থাপন করে না। শঙ্করাচার্য তৎ (ব্রহ্ম)+ত্বম্ (জীব)+অসি এবং মধ্বাচার্য অতৎ+ত্বম্+অসি—এইরূপভাবে তত্ত্বমসি ও অতত্ত্বমসি পাঠ নির্ণয় করেন। কিন্তু শ্রীবল্লভাচার্য তত্ত্বম্+অসি=তস্য ভাবস্ত্বং ভবসি—এইরূপ অর্থ করেন।[৩] অমাত্যে রাজপদ-প্রয়োগবৎ প্রজ্ঞা-দ্রষ্টৃত্বাদি ব্রহ্মগুণসারসম্পন্ন জীবে জড়বৈলক্ষণ্যকারী 'তত্ত্বমসি'[৪]-বাক্য শ্রুতির খণ্ডিতাংশমাত্র—মহাবাক্য নহে, পরন্তু "ঐতদাত্ম্যমিদং * * * তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো"—এই সম্পূর্ণ বাক্যই 'মহাবাক্য', তদ্দ্বারা জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব, সত্যত্ব এবং জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব (সাম্যত্ব নহে) জ্ঞাপিত হইতেছে। 'তত্ত্বমসি'-শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের গুণসাম্যজ্ঞাপক অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বপ্রধান গুণই আনন্দ—জীবে সেই আনন্দময়তা সুপ্ত আছে, যখন তাহা জীবে ব্যক্ত হয়, তখনই তাহাতে ব্রহ্মসাম্যতা প্রকাশিত হয়। জাগতিক

১। সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ—১।২৫,২৬, ২।৯৮—১০৩,১২১ : সুবোধিনী—১২।৪।২১,২।৭।৪৭ ; ২। সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ১।৪২,৪৬,৫০,৫১ শ্লোক ; ৩। ঐ, ৬১ শ্লোক ; ৪। অণুভাষ্য.২।৩।২৯

অবস্থানে জীবে সেই আনন্দ-গুণটি তিরোহিত, কিন্তু জীব আনন্দহীন নহে, আনন্দ তাহাতে অনুস্যূত আছে, যেরূপ—বালকে পুংস্ত্ব শিশুকালে অনুস্যূত থাকে বলিয়াই যৌবনে তাহা ব্যক্ত হয়।

৭। যিনি বৈদিক গৌণমুখ্য-জ্ঞানযুক্ত প্রেমের সহিত শ্রবণাদি ভক্তিদ্বারা হরির সেবা করেন, তিনি ভক্তিমার্গে উত্তম। যাঁহার জ্ঞানের সহিত ভক্তি আছে, কিন্তু প্রেম নাই—তিনি মধ্যম। যাঁহার শাস্ত্রার্থ-জ্ঞানাভাব অথচ যিনি প্রেমের সহিত ভজন করেন, তিনি অবম এবং যাঁহার প্রেম ও জ্ঞান, উভয়ই নাই অথচ সেবা করেন, তাঁহার সেই ভক্তি-প্রয়াস পাপঘ্ন ও ধর্মজনক হইলেও তাহা প্রকৃত ভক্তি নহে। অতএব ভক্তির সহিত জ্ঞান ও প্রীতি অবস্থান করিবে। সুতরাং বল্লভাচার্যের মতে বৈরাগ্য, জ্ঞান, যোগ, তপস্যা ও প্রেম উত্তমা ভক্তির অঙ্গ।[১]

৮। প্রথমে বৈরাগ্য (বিষয়বিতৃষ্ণা), তৎপরে সাংখ্যজ্ঞান (নিত্যা-নিত্যবস্তুবিবেক-পূর্বক সর্বপরিত্যাগ), তদনন্তর একান্তে অষ্টাঙ্গযোগ, তদ-নন্তর তপ (বিচারপূর্বক আলোচনা বা একাগ্রভাবে স্থিতি), অনন্তর ভক্তি অর্থাৎ নিরন্তর ভাবনাদ্বারা পরমপ্রেম। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই পঞ্চপর্বা বিদ্যা-দ্বারা হরির সাক্ষাৎকার ও তাঁহাতে প্রবেশ লাভ করেন। ইহাই মর্যাদা-মার্গীয় সাধনসম্পত্তি এবং এই সাধনের মোক্ষই সাধ্য। যিনি মুক্ত হন, তিনি স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে লয় অথবা ব্রহ্মভাব (জীব-স্বরূপে তিরোহিত-আনন্দাংশের আবির্ভাব) প্রাপ্ত হ'ন। একমাত্র হরিসেবাতেই উক্ত সাযুজ্য বা ব্রহ্মভাব লাভ হয়। মুক্ত জীব একমাত্র আত্মাতেই আনন্দানুভব করেন। কিন্তু স্বতন্ত্রভক্ত অর্থাৎ পুষ্টি-মার্গীয় ভক্তগণের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা সর্বেন্দ্রিয়ে, অন্তঃকরণে ও স্বরূপে

১। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপনিবন্ধে শাস্ত্রার্থপ্রকরণ, ১০১—১০৩ শ্লোক।

আনন্দানুভব করেন। এজন্য এইপ্রকার ভক্তগণের পক্ষে জীবন্মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎকৃপার সহিত গৃহাশ্রমই শ্রেষ্ঠ।[১]

৯। যদি তপ ও বৈরাগ্যের সহিত শ্রবণাদি-ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়; তবে তাহার ফলস্বরূপ জন্মান্তরে জ্ঞানলাভ হয় এবং যদি তপ, বৈরাগ্য ও যোগযুক্ত শ্রবণাদি অনুষ্ঠিত হয়, তবে প্রেমফল লাভ হয়। আর উক্ত পঞ্চাঙ্গ ব্যতীত কেবল শ্রবণকীর্তনাদির যে পরমপুরুষার্থসাধকত্ব নিরূপিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা ভগবানের মাহাত্ম্যই নিরূপিত হয়।[২]

১০। সর্বপ্রকারে শ্রীকৃষ্ণের গুণালাপ, তাঁহার নামোচ্চারণ, আদরের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাধন। শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণ, তিলকের দ্বারা উর্ধ্ব পুণ্ড্র ধারণ, কণ্ঠে শ্রীতুলসীকাষ্ঠ-মালাধারণ, অবিদ্ধা একাদশীব্রত, কৃষ্ণজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রত ~~উদযাপন~~ পালন গৃহস্থগণের পক্ষেও বিশেষ কর্তব্য। সমস্ত বর্ণিগণের পক্ষেই তীর্থপর্যটন শ্রেষ্ঠ। পাঁচটি অবস্থায় তীর্থপর্যটনের উপকারিতা আছে—(১) মানসিক অশান্তি, (২) শ্রীহরির অর্চনে অযোগ্যতা, (৩) বিঘ্ন বা প্রতিকূল অবস্থার সম্ভাবনা, (৪) সাংসারিক কর্তব্যের বাহুল্য, (৫) অপরের দ্বারা নির্যাতিত হইবার

১। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধে শাস্ত্রার্থ-প্রকরণ—৪৫,৪৬,৫০,৫১, সর্বনির্ণয়প্রকরণ—২২৮—২৪৬ শ্লোক;

২। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপনিবন্ধে শাস্ত্রার্থপ্রকরণ ১০৩ শ্লোক—

তপোবৈরাগ্যযোগে তু জ্ঞানং তস্য ফলিষ্যতি।
যোগযোগে তথা প্রেম স্তুতিমাত্রং ততোঽন্যথা॥

তপো বৈরাগ্যসহিতং চেৎ শ্রবণাদিকং ভবেৎ, তদা জন্মান্তরে জ্ঞানং ভবিষ্যতীতি জ্ঞাতব্যম্। যোগসহিতভজনে প্রেম। প্রথমস্য মধ্যমত্বং, মধ্যমস্যোত্তমত্বমিতি ক্রমঃ। মার্গাঙ্গাভাবে কেবলশ্রবণাদীনাং যৎ পরমপুরুষার্থসাধকত্বং নিরূপ্যতে তৎ ভগবৎ-স্তোত্র-নিরূপণম্।

আশঙ্কা। এই সকল ব্যাপারে সাধক স্থিরচিত্তে হরিসেবা করিতে পারেন না, সুতরাং তীর্থপর্যটনে চিত্তশুদ্ধি ও হরিসেবার সুযোগ হইতে পারে।[১]

সর্বাত্মদ্বারা গৃহ ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া একাত্মভাবে হরিভজন করাই শ্রেয়ঃ। যদি তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উহা-দিগকে কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত করিতে হইবে। অহৈতুকভাবে সর্বপ্রযত্নে সর্বদা আদরের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র অনুশীলন করিতে হইবে। কিন্তু প্রাণ কণ্ঠাগত হইলেও বৃত্তির জন্য ভাগবতপাঠ করিবে না। কোন ক্রমেই শ্রীমদ্ভাগবত পঠন-পাঠনকে জীবিকায় পরিণত করিবে না।[২]

শ্রীশঙ্কর ও শ্রীবল্লভের মতের তুলনা

১। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্য 'জীব' ও 'জগতে'র মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপন করেন। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই (কারণ) মায়িক উপাধিদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া প্রত্যক্ষ(প্রতীয়মান)-সত্য জীব ও জগদ্রূপ (কার্য)-দ্বৈতভাব সৃষ্টি করে।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্য ব্রহ্মের (কারণের) ন্যায় জীব ও জগতের (কার্যের) নিত্যসত্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া মায়িক উপাধিরহিত অর্থাৎ শুদ্ধ ব্রহ্মের একত্ব স্থাপন করেন। শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের (কারণের) অদ্বিতীয়ত্ব স্থাপনের জন্য জীব ও জগতের (কার্যের) মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্মের মায়িক উপাধিগ্রহণের (অশুদ্ধতার) কোনই প্রয়োজন নাই। মায়িক উপাধি-রহিত শুদ্ধব্রহ্মই তাঁহারই ন্যায় নিত্যসত্য জীব ও জগতে পরিণত

১। সপ্রকাশতত্ত্বার্থদীপনিবন্ধে সর্বনির্ণয়প্রকরণ—২৪৬,২৪৭ শ্লোক; ২। ঐ, ২৫১—২৫৪ শ্লোক;

"অথবা সর্বদা শাস্ত্রং শ্রীভাগবতমাদরাৎ। পঠনীয়ং প্রযত্নেন সর্বহেতুবিবর্জিতম্॥ বৃত্ত্যর্থং নৈব যুঞ্জীত প্রাণৈঃ কণ্ঠগতৈরপি। তদভাবে যথৈব স্যাৎ তথা নির্বাহমাচরেৎ॥ ত্রয়াণাং যেন কেনাপি ভজন্ কৃষ্ণমবাপ্নুয়াৎ॥"—ঐ, ২৬৩,২৬৪ শ্লোক।

হইয়া এক অদ্বিতীয় তত্ত্বরূপে অবস্থান করেন। জীব ও জগৎ—ব্রহ্মই, তাহা দ্বিতীয় বস্তু নহে, সুতরাং অদ্বয়ত্বের কোনই ব্যাঘাত হয় না।

২। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে সৎ, চিৎ ও আনন্দই 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম কেবল সৎ বা সত্তা, কেবল চিৎ বা জ্ঞান এবং কেবল আনন্দ।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যমতে সৎ, চিৎ ও আনন্দ—ব্রহ্মের 'স্বরূপ' ও 'গুণ'। ব্রহ্ম—কেবল সত্তা নহেন, তিনি—সত্তাবান্; কেবল জ্ঞান নহেন, তিনি—সর্বজ্ঞ; কেবল আনন্দ নহেন, তিনি—আনন্দময়।

৩। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে সমস্ত ভেদ-প্রতীতিই মিথ্যা, জগতের কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য পারমার্থিক 'সত্য'—জগৎ ও জীব 'মিথ্যা'।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের ইচ্ছাসঞ্জাত ভেদ-প্রতীতি মিথ্যা নহে। ঘট-পটাদি বা জগৎ ও জীব—ব্রহ্মের বহু ভবনেচ্ছা হইতে ব্রহ্মেরই সৃষ্টি। সুতরাং তাহাদের সত্তা রজ্জুতে সর্পভ্রান্তিবৎ বিবর্ত বা মিথ্যা হইতে পারে না। জগৎ নিত্যসত্য, সংসার ('আমি', 'আমার'-অভিমান)—যাহা অবিদ্যাকৃত, তাহা মিথ্যা।

৪। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে আত্মা—এক অদ্বিতীয়।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে আত্মা—বহু ও অনন্ত।

৫। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে আত্মাই 'ব্রহ্ম' বলিয়া 'বিভু'।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে আত্মা কখনও ব্রহ্ম নহে, ইহা অণু; তবে আত্মা যখন ব্রহ্মভাব-প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা ব্রহ্মের বিভুত্বগুণ লাভ করে।

৬। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে ব্রহ্ম—নির্গুণ; সগুণ-ব্রহ্ম, শবল-ব্রহ্ম বা ঈশ্বর—মায়াকৃত, তাহা ব্যবহারিক সত্যমাত্র; উপাসনার জন্য সগুণ-ব্রহ্মের কল্পনা, সুতরাং তাহা নির্গুণ-ব্রহ্মের গৌণপ্রতীতি।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে নির্গুণ ও সগুণ-ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। প্রাকৃতগুণরহিত বলিয়া ব্রহ্ম—'নির্গুণ' নামে অভিহিত এবং অপ্রাকৃত কল্যাণগুণগ্রামবিশিষ্ট বলিয়া তিনি 'সগুণ' নামে কথিত। ব্রহ্ম—সমস্ত বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়। সুতরাং একাধারে সগুণতা ও নির্গুণতা ব্রহ্মে সম্ভব। 'অপাণিপাদঃ'শ্রুতি তাঁহার প্রাকৃত পাণিপাদ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত হস্তপদ ও গুণের বিষয় কীর্তন করেন।

৭। (ক) শ্রীশঙ্কর-মতে ব্রহ্ম—'কেবলজ্ঞান', জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় নহেন।

(খ) শ্রীবল্লভ-মতে ব্রহ্ম—চিন্মাত্র নহেন, তিনি সমস্তই ; আনন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ অর্থাৎ তিনি রসস্বরূপ, রসাত্মক, সদানন্দ।

৮। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে জগতের সৃষ্টি ও লয়—মায়াকৃত।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের আবির্ভাব-শক্তিদ্বারা জগতের 'সৃষ্টি' এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা জগতের 'লয়'। আবির্ভাব-শক্তি ব্রহ্ম হইতে নিত্যসত্য জগৎকে প্রকাশিত করেন এবং তিরোভাব-শক্তি নিত্যসত্য জগৎকে ব্রহ্মে লীন করিয়া অপ্রকাশিত রাখে।

৯। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে 'মোক্ষ'-অর্থে চিন্মাত্রোপলব্ধি অর্থাৎ নাম-রূপবিহীন কেবল-বিশুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব। ব্রহ্ম-জ্ঞানের দ্বারা মিথ্যাত্বজ্ঞানরূপ দ্বৈতভাব বা মায়িক উপাধি বিনষ্ট হয়, তাহাই মোক্ষের সাধক।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে ব্রহ্মের সহিত সংযোগ বা সাযুজ্যই মোক্ষ ; তদ্দ্বারা নামরূপবিহীন চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়া যাইতে হয় না, তাহা পরব্রহ্মে 'গুণাতীত প্রবেশ', সাক্ষাদ্‌ভগবদ্‌ভজনোপযোগী ভগবদ্বিভূত্যাত্মক-দেহেন্দ্রিয়-প্রাণান্তঃকরণ-জীবাত্মকস্বরূপ-প্রাপ্তি এবং পূর্ণানন্দাত্মক পুরুষোত্তমের সহিত মনোবাক্যের অবিষয় আনন্দের উপলব্ধি ও তদ্রূপ আনন্দময়তা প্রাপ্তি। জীবের ব্রহ্মে লয়ের দ্বারা জীবত্বের নাশ হয় না।

জীবে আনন্দময় পুরুষোত্তমের প্রবেশ হইলে পুরুষোত্তম রসাত্মক বলিয়া জীবও আনন্দাত্মক হ'ন এবং অন্তঃ ও বহিঃসাক্ষাৎকার লাভে ধন্য হ'ন।

১০। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্যের মতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ সাধন।

(খ) শ্রীবল্লভাচার্যের মতে 'ভক্তিই' শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তি—সাধনরূপা ও সাধ্যরূপা ভেদে দ্বিবিধা। সাধ্যরূপা ভক্তিই প্রেমলক্ষণা বা নিগু'ণা ভক্তি। ভক্তিপথে ভগবানের কৃপাই মুখ্য। কৃপা বা অনুগ্রহকেই পোষণ বা 'পুষ্টি' বলে। ভক্তি বা কৃপার পথই 'পুষ্টিমার্গ'। যেখানে প্রীতি, সেখানে পুষ্টি অর্থাৎ ভগবদনুগ্রহ।

১১। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্য শব্দপ্রমাণরূপে বেদ, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতাকে স্বীকার করেন।

(খ) শ্রীবল্লভ বেদ, ব্রহ্মসূত্র, গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের সমাধি-ভাষা[১] এবং এই চারি প্রমাণের অবিরোধী পুরাণাদিকে স্বীকার করেন।

১২। (ক) শ্রীশঙ্করের মতে নির্বিশেষ ব্রহ্মই পারমার্থিক তত্ত্ব; সবিশেষ পরমাত্মা, ভগবান্ বা শ্রীকৃষ্ণ নিম্নস্তরের ঔপাধিক তত্ত্ব।

(খ) শ্রীবল্লভের মতে ব্রহ্ম এক অদ্বয়তত্ত্ব; তিনি বেদের পূর্বকাণ্ডে 'যজ্ঞ', উত্তরকাণ্ডে 'ব্রহ্ম', স্মৃতিতে 'পরমাত্মা' ও শ্রীভাগবতে 'শ্রীভগবান্' নামে কথিত। ইঁহারা একাধিক বা পৃথক্ তত্ত্ব অথবা ঔপাধিক বা ব্রহ্ম হইতে নিম্নস্তরের নহেন। সকলেই পারমার্থিক অদ্বয়তত্ত্ব।

১। শ্রীবল্লভাচার্যের মতে শ্রীমদ্ভাগবতের ত্রিবিধভাষা—(১) লোকভাষা, (২) পরমতভাষা, (৩) সমাধিভাষা। লোকভাষায় যুদ্ধ-বিগ্রহ-স্থান-কাল-পাত্রাদির বিষয় বর্ণিত, পরমতভাষায় অপরের মত বিবৃত হইয়াছে, আর সমাধিভাষায় ("সমাধৌ স্বয়মনুভূয় নিরূপিতং সা সমাধিভাষা।") স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবের উপলব্ধি বা সাক্ষাদ্দর্শন বর্ণিত, ইহা অভ্রান্ত।

শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরাচার্য

শ্রীবল্লভাচার্যের প্রথম আত্মজ শ্রীগোপীনাথজী শ্রীপুরীধামে অপ্রকট হইলে শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর (শ্রীবল্লভের দ্বিতীয় পুত্র) আচার্যগাদীতে উপবেশন করেন। গোপীনাথের বিধবা পত্নী ঈর্ষাযুক্তা হইয়া শ্রীবিট্‌ঠলনাথকে নানা-ভাবে উদ্বেগ দিবার চেষ্টা করেন এবং শ্রীবল্লভাচার্যের হস্তলিখিত পুঁথি-

শ্রীবল্লভাচার্যের কনিষ্ঠ তনয় শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরজী

সমূহ ও ধনাদি গোপন ও নষ্ট করিয়া ফেলেন। পারিবারিক অশান্তিতে শ্রীবিট্‌ঠল ১৬২২ সংবতে আড়াইল-গ্রাম চিরতরে পরিত্যাগ করিয়া শ্রী-গোকুলে গিয়া স্থায়িভাবে বাস করেন। ১৬২২—১৬৪২ সংবতের (= ১৫৬৬—১৫৮৬ খ্রীঃ) মধ্যে বাদ্‌শাহ আক্‌বর, বীরবল, টোডরমল প্রভৃতির

সহিত শ্রীবিট্‌ঠলনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। আকবর শ্রীবিট্‌ঠলনাথকে গোকুল ও যতিপুরার গ্রামসমূহ দান করেন। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের দুই পত্নীর গর্ভে সাতটি পুত্র ও চারিটী কন্যা হয়। শ্রীবিট্‌ঠলনাথ ১৬৪২ সংবতে (=১৫৮৬ খ্রীঃ) পরলোক গমন করেন।

শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর পরমভাগবত ও পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে 'সাক্ষাদ্ ভগবান্' বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যানুচর শ্রীব্রজবাসী শ্রীরূপগোস্বামিপ্রমুখ আচার্যবৃন্দ শ্রীমথুরায় শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বর-গৃহে গমন করিয়া প্রায় একমাসকাল শ্রীবিট্‌ঠলের পূজিত (শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীপাদের) শ্রীগোপাল দর্শন করিয়াছিলেন।[১] শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীস্তবাবলীতে শ্রীশ্রীগোপালরাজস্তোত্রে (১৩, ১৪ শ্লোকে) শ্রীগোপালকে 'শ্রীবিট্‌ঠলপ্রেমপুঞ্জঃ' ও 'শ্রীবিট্‌ঠলস্তোরুসখ্যৈঃ' ইত্যাদি পদে স্তব করিয়াছেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরও 'শ্রীগোপাল-দেবাষ্টকে' শ্রীগোপালদেবের প্রতি শ্রীবল্লভাচার্যের ভক্তির প্রশংসা করিয়াছেন।[২] শ্রীনরহরি চক্রবর্তিঠাকুর শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীবিট্‌ঠলদেবের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবিগ্রহের সেবার কথা বর্ণন করিয়াছেন।[৩] শ্রীবিট্‌ঠলে শ্রীগৌড়ীয় গোস্বামিগণের সঙ্গপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। তিনি শ্রীরাধিকার উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিয়া তদ্‌বিষয়ে স্তোত্রাদি রচনা করেন।

শ্রীবল্লভোত্তর সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ও ইতিহাস
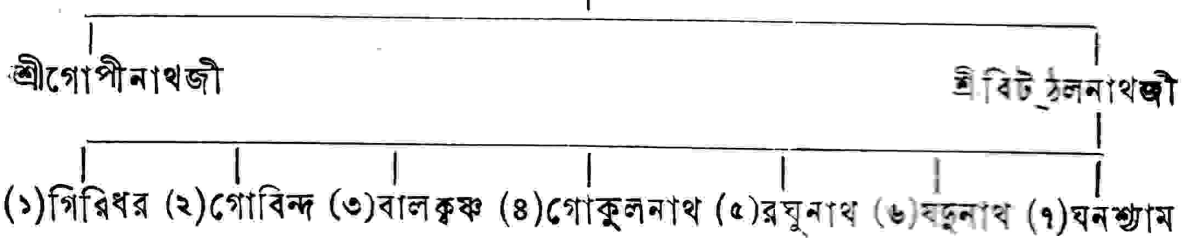
১। চৈ চ ম ১৮।৪৬—৫৪ ; ২। শ্রীস্তবামৃতলহরী ১০।৭ ; ৩। শ্রীভক্তিরত্নাকর ৫।৮০৪—৮১৭

মথুরার হোলীদরজা (Hardinge-gate) হইতে বিশ্রামঘাটের দিকে যাইতে উত্তর দিকে তুলসী-চবুতারা নামক মহল্লার সংলগ্ন সাতঘরা-পল্লীতে শ্রীবিট্ঠলনাথের সাতপুত্র বাস করিতেন। সপ্তভ্রাতার গৃহের পল্লী বলিয়া উহার নাম সাতঘরা হইয়াছে। অদ্যাপি সেই নাম প্রচলিত আছে। এই সাতঘরা-মহল্লায় শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের গৃহে ম্লেচ্ছ-ভয়ের ছল উঠাইয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ-প্রকটিত শ্রীগোপালদেব শ্রীগোবর্ধন হইতে আসিয়া কিছুকাল (কিংবদন্তী—ফাল্গুনী কৃষ্ণসপ্তমী হইতে নৃসিংহচতুর্দশী পর্যন্ত) অবস্থান করিয়াছিলেন। এই স্থানেই শ্রীরূপ ও শ্রীরূপানুগ গোস্বামিবৃন্দ প্রত্যহ এক মাসকাল শ্রীগোপালদেবের দর্শন করিয়াছিলেন।[১]

শ্রীগোপালদেব পুনরায় শ্রীগোবর্ধনে অধিষ্ঠিত হ'ন। ইহার পর যখন ঔরঙ্গজেব মাৎসর্যপর ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইয়া শ্রীমথুরামণ্ডল হইতে শ্রীকৃষ্ণের সেবা উৎখাত করিবার দুরাশা পোষণ করিতেছিলেন, সেই সময় প্রায় (১৬৬৯খ্রীঃ, মতান্তরে ১৬৭১খ্রীঃ) উদয়পুরের রাণা বীরকেশরী রাজসিংহ শ্রীগোবর্ধনস্থ শ্রীগোপালদেবকে মেবারে আনিবার যত্ন করেন। কোটা ও রামপুরার পথ দিয়া শ্রীগোবর্ধন-নাথজীকে রথে করিয়া মেবারে আনা হইতেছিল। পথে 'সিহাড়'নামক গ্রামে রথচক্র বসিয়া যায়। স্থানীয় জায়গীরদারের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীনাথজীকে রথ হইতে নামাইয়া উক্ত গ্রামেই স্থাপন করা হয় এবং উপযুক্ত সময়ে শ্রীমন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া শ্রীনাথজীর যথাবিহিত সেবার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীনাথজীর নাম হইতে সিহাড়-গ্রামের নাম শ্রীনাথদ্বার হইয়াছে।[২]

১। গৌড়ীয়, সাপ্তাহিকপত্র, ১৩শ বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য ; ২। (ক) Vide, Tod's Annals of Rajasthan, 2nd Ed. Vol. 1, p. 451, Madras 1873 ; (খ) W. W. Hunter's Imperial Gazetteer of India, Vol. X, 2nd Ed. P. 240, London 1886. দিল্লী-আমেদাবাদ লাইনে মাড়োয়ার-জংশনে ট্রেন বদল করিয়া মাড়োয়ার-মৌলী লাইনে নাথদ্বাররোড্ ষ্টেশন, তথা হইতে নাথদ্বার-নগরী বা মন্দির প্রায় ৬ মাইল।

শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের ৫ম অধস্তন বড়দাউজী মহারাজের সময় শ্রীনাথজী শ্রীমথুরামণ্ডল হইতে মেবারে বিজয়-লীলা করেন।

শ্রীগোপীনাথজী—'সাধনদীপিকা', 'সেবা-পদ্ধতি' এবং আরও কয়েকটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীবিট্‌ঠলনাথজী—(২য় পুত্র) নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলী রচনা করেন,—শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যপূর্তি (তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদের চতুস্ত্রিংশৎ-সূত্র হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত), বিবৃতি-প্রকাশ (শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত 'সুবোধিনী'র টিপ্পনী), নিবন্ধ-প্রকাশ-পূর্তি (শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত 'তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধের' 'শ্রীভাগবতার্থ'-প্রকরণের 'প্রকাশ' ব্যাখ্যার সম্পূর্তি), বিদ্বন্মণ্ডন, সর্বোত্তম-স্তোত্র, শ্রীবল্লভাষ্টক, ললিতত্রিভঙ্গী-স্তোত্র, শ্রীযমুনাষ্টপদী, ভুজঙ্গপ্রয়াতাষ্টক, শ্রীগোকুলেশ-স্তোত্র, শ্রীস্বামিনীস্তোত্র, শ্রীস্বামিন্যষ্টক, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমামৃত-স্তোত্র-টীকা, ভক্তিহংস, ভক্তিহেতুনির্ণয়, বিজ্ঞপ্তি (শ্রীনাথ-জীর উদ্দেশে লিখিত প্রার্থনা), শৃঙ্গার-রসমণ্ডন, স্বপ্নদর্শন, প্রবোধ, রসসর্বস্ব, গীতগোবিন্দ-প্রথমাষ্টপদী-বিবৃতি (শ্রীগীতগোবিন্দ-টীকা), পুষ্টিপ্রবাহ-মর্যাদার টীকা, সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর টীকা, শ্রীযমুনাষ্টক-বিবৃতি, শ্রীমধুরাষ্টক-টীকা, ন্যাসাদেশবিবরণ (ন্যাসাদেশের-টীকা), শ্রীগোকুলাষ্টক, গুপ্তরস, রীতি-বৃত্তি-লক্ষণ, শ্রীরাধাপ্রার্থনাচতুঃশ্লোকী, অষ্টাক্ষর-নিরূপণ, পত্রাবলী (স্বাত্মজগণের প্রতি পত্র), ব্রজচর্যাষ্টপদী, শ্রীস্বামিনীপ্রার্থনা, দানলীলাষ্টক, রক্ষাস্মরণ, বৃত্তচতুঃশ্লোকী, দ্বিতীয়া চতুঃশ্লোকী ইত্যাদি।

শ্রীদ্বারকেশজী—শ্রীবিট্‌ঠলাচার্যের ছাত্র, ইনি শ্রীবল্লভের সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলীর উপর টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীমুরলীধর (শ্রীবিট্‌ঠলাচার্যের ছাত্র ও শিষ্য)—ইনি শ্রীবল্লভাচার্যের বেদান্তভাষ্যের উপর ভাষ্য-টীকা এবং ভক্তিচিন্তামণি, ভগবন্নাম-দর্পণ, ভগবন্নাম-বৈভব, পরতত্ত্বাঞ্জন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীব্রজনাথ ভট্ট—ইনি শ্রীব্রহ্মসূত্রের মরীচিকা-টীকা এবং শ্রীবল্লভাচার্যের সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী—শ্রীব্রজনাথের পুত্র ও শ্রীবল্লভাচার্যের ছাত্র ছিলেন। ইনিও পিতার মরীচিকাটীকার অনুসরণে ভাবপ্রকাশিকা-নামক একটি সংক্ষিপ্ত ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি রচনা করিয়াছেন। ইনি শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজের গুরু (ব্রহ্মসম্বন্ধদাতা) ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

শ্রীগোকুলনাথজী, নামান্তর শ্রীবল্লভ—শ্রীবিট্‌ঠলাচার্যের চতুর্থ পুত্র (১৫৫০ খ্রীঃ জন্ম), ইনি প্রপঞ্চসারভেদ-গ্রন্থ এবং সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, নিরোধ-লক্ষণ, মধুরাষ্টক, সর্বোত্তমস্তোত্র, বল্লভাষ্টক, গায়ত্রী-ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থের উপর টীকা রচনা করেন। শ্রীবল্লভাচার্যের 'ষোড়শ' গ্রন্থের উপরও ইনি টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার রচিত বচনামৃতে পুষ্টিমার্গের নানাপ্রকার বিচার ও আচারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীগোকুলনাথজীই শ্রীবল্লভাচার্য ও শ্রীবিট্‌ঠলের পর বর্তমান পুষ্টিমার্গীয় ভাবধারা ও আচারাদির প্রবর্তক।

শ্রীবিট্‌ঠল রায়—শ্রীগোকুলনাথের তনয়, ইনি জীবস্বরূপ-নির্ণয়, ব্রহ্মস্বরূপ-নির্ণয়, জীব-ব্রহ্মৈক্য নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরঘুনাথজী (১৫৫৫ খ্রীঃ, শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরের পঞ্চম পুত্র)—ইনি শ্রীবল্লভাচার্যের ভক্তিহংসের উপর নামচন্দ্রিকা-টীকা, শ্রীপুরুষোত্তম-স্তোত্র ও শ্রীবল্লভাষ্টক প্রভৃতির উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীদেবকীনন্দন (১৫৭০ খ্রীঃ)—শ্রীরঘুনাথজীর পুত্র, ইনি শ্রীবল্লভাচার্যের বালবোধের 'প্রকাশ'টীকা ও রসাব্ধি-কাব্য রচনা করেন।

শ্রীপীতাম্বর (শ্রীবিট্‌ঠলের [৩য় পুত্রের ধারায়] প্রপৌত্র ও শ্রীবিট্‌ঠলের শিষ্য)—ইনি অবতারবাদাবলী, ভক্তিরসত্ববাদ, শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ী-

প্রকাশ ও দ্রব্যশুদ্ধি-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। দ্রব্যশুদ্ধি ও পুষ্টি-প্রবাহমর্যাদা-নামক গ্রন্থদ্বয়ের টীকাও ইনি লিখিয়াছিলেন।

বিদ্বৎকেশরী শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ (১৬৬৮ খ্রীঃ আবির্ভাব)—শ্রীবিট্‌ঠলের তৃতীয় পুত্র শ্রীবালকৃষ্ণের পঞ্চমাধস্তন ও শ্রীপীতাম্বর-তনয়।

বিদ্বৎকেশরী শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ

ইনি সুবোধিনীপ্রকাশ (শ্রীবল্লভাচার্যকৃত শ্রীভাগবতের সুবোধিনীটীকার উপর টীকা), উপনিষদ্-দীপিকা, বল্লভাচার্যের তত্ত্বার্থ-দীপনিবন্ধের 'প্রকাশ'-নামক ভাষ্যের উপর আবরণ-ভঙ্গ-নামক টীকা, প্রার্থনা-রত্নাকর, ভক্তিহংস-বিবেক, উৎসব-প্রতান, সুবর্ণ-সূত্র ('বিদ্বন্মণ্ডন' গ্রন্থের টীকা) এবং ষোড়শ-

শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীবল্লভকে শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগ বলিয়াছেন, অপর এক শ্রেণী শ্রীবল্লভের গ্রন্থধৃত-মত হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-প্রবর্তকরূপেই মনে করেন।[১]

শ্রীবল্লভ-গ্রন্থাবলী

শ্রীবল্লভাচার্য ৮৪ খানি[২] গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, কিন্তু তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানি বর্তমানে পাওয়া যায়। শ্রীবল্লভাচার্যের সমস্ত গ্রন্থই সংস্কৃত-ভাষায় রচিত। শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্য, জৈমিনি-সূত্রভাষ্য বা পূর্বমীমাংসাদর্শনের ভাষ্য (ইহার খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুঁথি বোম্বাই-স্থিত পণ্ডিত গট্টুলালজীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে), শ্রীসুবোধিনী (শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা—প্রথম তিন স্কন্ধের সম্পূর্ণ টীকা, চতুর্থ স্কন্ধের ছয়টি অধ্যায়ের টীকা, দশম স্কন্ধের সম্পূর্ণ টীকা এবং একাদশ স্কন্ধের চারিটি অধ্যায়ের টীকা মাত্র পাওয়া যায়), শ্রীমদ্-ভাগবতের 'সূক্ষ্মটীকা', তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধ ('শাস্ত্রার্থ', 'সর্বনির্ণয়' ও 'ভাগবতার্থ'-নামক তিনটি প্রকরণে বিভক্ত), স্বকৃত তত্ত্বার্থ-দীপ-নিবন্ধের 'প্রকাশ'-নামক ব্যাখ্যা, ষোড়শগ্রন্থ (—শ্রীযমুনাষ্টক, বালবোধ, সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী, পুষ্টিপ্রবাহ-মর্যাদা-ভেদ, বিবেক-ধৈর্যাশ্রয়, সিদ্ধান্ত-রহস্য, নবরত্ন, অন্তঃকরণ-প্রবোধ, শ্রীকৃষ্ণাশ্রয়, চতুঃশ্লোকী, ভক্তিবর্ধিনী, পঞ্চপদ্য, সন্ন্যাস-নির্ণয়, নিরোধ-লক্ষণ, সেবাফল, জলভেদ), পত্রাবলম্বন, শ্রুতি-গীতা, শিক্ষা-শ্লোক, শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য, শ্রীমধুরাষ্টক, শ্রীকৃষ্ণজন্মপত্রিকা, পুরুষোত্তম-নামসহস্র, সেবাফল-বিবরণ, পরিবৃঢ়াষ্টক, শ্রীনন্দকুমারাষ্টক,

১। Vide, the article 'Visnusvami and Vallabhacarya' by Prof. G. H. Bhatt, M.A., pp. 449—465, published in the Proceedings and Transactions of the Seventh A. I. C. C., Baroda, Dec. 1933 (Oriental Institute, Baroda 1935); ২। ৮৪ সংখ্যাটি বল্লভ-সম্প্রদায়ের একটি বিশেষত্ব বা বিশিষ্টভাবজ্ঞাপক সংখ্যা, সুতরাং ৮৪ সংখ্যক গ্রন্থ বলিতে বহু গ্রন্থ—এই অর্থও হইতে পারে।

গ্রন্থ-বিবৃতি-নামক গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ২৪টি ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন-বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইল—মূর্তিপূজাবাদ, মালাধারণবাদ, ঊর্ধ্ব-পুণ্ড্রধারণবাদ, শঙ্খচক্রধারণবাদ, প্রতিবিম্ববাদ, জীব-প্রতিবিম্বত্বখণ্ডনবাদ, সৃষ্টি-ভেদবাদ, খ্যাতিবাদ, ভেদাভেদস্বরূপনির্ণয়, অন্ধকারবাদ, বেদান্তাধিকরণমালা ইত্যাদি। ইনি শ্রীবল্লভকৃত সেবাফল, সন্ন্যাস-নির্ণয়, নিরোধ-লক্ষণ, ফলভেদ প্রভৃতি গ্রন্থের টীকা এবং শ্রীবিট্ঠলের ভক্তিহংস-নামক গ্রন্থের উপরও তীর্থভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত বিট্ঠলের গায়ত্রী-ভাষ্যের অনুভাষ্য এবং গীতার ভাষ্য প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত হয়, ইনি নয় লক্ষ শ্লোক রচনা করিয়া অপ্পয়-দীক্ষিতাদি কেবলাদ্বৈতী পণ্ডিতগণের বিজেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি বল্লভ-সম্প্রদায়ের একজন প্রধান স্তম্ভস্বরূপ।

শ্রীকল্যাণরায় (১৫৭১ খ্রীঃ)—শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র গোবিন্দের পুত্র। ইনি শ্রীবল্লভাচার্যকৃত ফলভেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর উপর টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীগোকুলোৎসব (১৫৮০ খ্রীঃ)—শ্রীকল্যাণরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইনি ত্রিবিধনামাবলীবৃত্তি-নাম্নী টীকা রচনা করিয়াছেন।

শ্রীজয়গোপাল ভট্ট—শ্রীবিট্ঠলের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীগোবিন্দাত্মজ শ্রীকল্যাণরায়ের শিষ্য। ইনি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ ও শ্রীবল্লভের সেবাফলের উপর টীকা রচনা করেন।

শ্রীহরিরায়—ইনি শ্রীবিট্ঠলনাথের দ্বিতীয় তনয় গোবিন্দের আত্মজ শ্রীকল্যাণরায়ের পুত্র অর্থাৎ শ্রীবিট্ঠলের প্রপৌত্র এবং শ্রীগোকুলনাথের (শ্রীবিট্ঠলের ৪র্থ পুত্রের) শিষ্য। শ্রীহরিরায় ১৫৯১ খ্রীঃ হইতে ১৭১১ খ্রীঃ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ১২০ বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া স্বসম্প্রদায়ের বহু গ্রন্থ

রচনা করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীবল্লভাচার্যের পরেই গ্রন্থকাররূপে তৎসম্প্রদায়ে শ্রীহরিরায়ের স্থান। তাঁহার রচিত শিক্ষাপত্র (তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোপেশ্বরের নিকট পুষ্টি-মার্গের বিভিন্ন বিষয়ে

পুষ্টিমার্গীয় শ্রীহরিরায়াচার্য

লিখিত ৪১খানি পত্র) বল্লভ-সম্প্রদায়ে বিশেষ আদৃত। এই শিক্ষাপত্রে বল্লভ-সম্প্রদায়ে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের অনুকরণে সর্বপ্রথম পারকীয়-ভক্তিসিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয়।[১]

১। Vide, Sri Vallabhacharya by Bhai Manilal C. Parekh, Rajkot 1943, Pp. 308, 309.

শ্রীগোপেশ্বরজী (১৫৯২ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীহরিরায়ের শিক্ষাপত্রের উপর হিন্দীভাষায় টীকা ও সুবোধিনী-বুভুত্রবোধিনী টীকা রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীঘনশ্যাম (১৫৭৪ খ্রীঃ)—শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র, ইনি শ্রীবিট্ঠলকৃত মধুরাষ্টক-বিবৃতির উপর টীকা করিয়াছেন।

শ্রীগোপেশ (১৫৯৮ খ্রীঃ)—শ্রীঘনশ্যামজীর পুত্র, ইনি শ্রীবল্লভাচার্য-কৃত নিরোধলক্ষণ, সেবাফল ও সন্ন্যাসনির্ণয়ের টীকা করিয়াছেন।

যোগী শ্রীগোপেশ্বরজী (১৭৮০ খ্রীঃ)—শ্রীবিট্ঠলের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীগোবিন্দরায়ের পৌত্র। শ্রীগোবিন্দরায়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম শ্রীগোকুলোৎসব, তাঁহারই পুত্র যোগী শ্রীগোপেশ্বর। ইনি শ্রীবল্লভ-কৃত অণুভাষ্যের উপর শ্রীপুরুষোত্তমজী-কৃত 'প্রকাশ'টীকার 'রশ্মি'-নামক টীকা রচনা করেন এবং পূর্বমীমাংসাসূত্রের টীকা, তৈত্তিরীয়-সংহিতার টীকাও (নবার্থী) রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত বাদকথা, আত্মবাদ, ভক্তিমার্তণ্ড, চতুর্থাধিকরণমালা এবং পুরুষোত্তমাচার্যের বেদান্তাধিকরণমালার উপর টীকা রচনার কথাও শুনা যায়।

শ্রীগিরিধর (১৭৯০ খ্রীঃ)—ইনি শ্রীবিট্ঠলেশ্বরের 'বিদ্বন্মণ্ডন'গ্রন্থের অনুসরণে শুদ্ধাদ্বৈতমার্তণ্ড ও প্রপঞ্চবাদ গ্রন্থ রচনা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—শ্রীগিরিধরের ছাত্র, ইনি সিদ্ধান্ত-মার্তণ্ডের প্রকাশাখ্য-ভাষ্য এবং 'শুদ্ধাদ্বৈত-পরিষ্কার'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শ্রীব্রজরাজ—ইনি নিরোধলক্ষণের টীকা লিখিয়াছেন।

শ্রীবল্লভ-কৃত অণুভাষ্যের বিস্তার

শ্রীবল্লভাচার্যের অণুভাষ্যের উপর অনেকগুলি ভাষ্য, টীকা ও বৃত্তি রচিত হইয়াছিল। শ্রীবিট্ঠলেশ্বরও পিতার অণুভাষ্যের পূর্তি করিতে গিয়া একরূপ ভাষ্যকার ও টীকাকারেরই কার্য করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজই অণুভাষ্যের প্রথম ভাষ্যকাররূপে 'ভাষ্যপ্রকাশ'-

নামক ভাষ্য রচনা করেন। শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজের ভাষ্যে শঙ্কর, ভাস্কর, রামানুজ, মধ্ব, বিজ্ঞানভিক্ষু ও শৈব মতবাদের সমালোচনা দৃষ্ট হয়। শ্রীপুরুষোত্তমের পূর্বে তাঁহার গুরু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজী অণুভাষ্যের উপর ভাবপ্রকাশিকা-নামক একটি টীকার খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজ উহার রূপ দান করেন। শ্রীমথুরানাথজী ও শ্রীমুরলীধরজী (উভয়েই শ্রীবল্লভাচার্যের অধস্তন) অণুভাষ্যের উপর যথাক্রমে প্রকাশ ও সিদ্ধান্তপ্রদীপ-নামক ভাষ্য প্রণয়ন করেন। শ্রীবল্লভজীর পুত্র বালকৃষ্ণজী (১৬৮৯ খ্রীঃ, কোটায় অভ্যুদয়) অণুভাষ্যের উপর 'বাগীশপ্রসাদ'-টীকা রচনা করেন। শ্রীব্রজনাথজী ও শ্রীগিরিধরজী অণুভাষ্যের উপর যথাক্রমে 'বেদান্তসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা' (নামান্তর প্রভা) ও 'প্রদীপ'-নামক দুইটি অসম্পূর্ণ টীকা করিয়াছিলেন। শ্রীলালুভট্টজীও অণুভাষ্যের উপর 'যোজনা' বা 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা' নামে অসম্পূর্ণ টীকা রচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'প্রভা' ও 'যোজনা'-টীকায় শ্রীপুরুষোত্তম মহারাজেরই টীকার অনেকটা অনুকরণ দৃষ্ট হয়। ইহার পর যোগী শ্রীগোপেশ্বরজী শ্রীপুরুষোত্তমজীর ভাষ্যপ্রকাশের উপর 'রশ্মি'-নামক একটি বিস্তৃত টীকা রচনা করিয়া শ্রীবল্লভকৃত অণুভাষ্য বুঝিবার পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। যোগী শ্রীগোপেশ্বরের সমসাময়িক শ্রীইচ্ছারাম ভট্টজী অণুভাষ্যের উপর 'প্রদীপ'-নামক আর একটি সম্পূর্ণ টীকা রচনা করেন। অণুভাষ্যের উপর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রজীর 'ভাবপ্রকাশিকা' বৃত্তি ব্যতীত শ্রীব্রজনাথ ভট্টজী-লিখিত 'মরীচিকা'-নামক আর একটি ক্ষুদ্র বৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৃত্তিটি জয়পুরের মহারাজ জয়সিংহের ইচ্ছানুসারে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের অনুকরণ ও যথেষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত অণুভাষ্যের কয়েকটি অধিকরণমালাও প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীলালুভট্টের শিক্ষাশিষ্য শ্রীনির্ভয়রামভট্ট

অণুভাষ্যের অধিকরণের একটি তাৎপর্যসার লিখিয়াছেন। কোটাস্থ শ্রী-মথুরেশজীর গ্রন্থাগারে 'অণুভাষ্যতত্ত্ব'-নামক একখানি বেদান্ত-গ্রন্থের কথা মূলচন্দ্র তুলসীদাস তেলীবালা উল্লেখ করিয়াছেন।[১] শ্রীবল্লভদেব-নামক এক ব্যক্তি অণুভাষ্যের অনুসরণে বেদান্তকৌমুদী, রঘুনাথজীর পুত্র শ্রীব্রজ-নাথজী কারিকার মধ্যে অধিকরণের অর্থ এবং শ্রীদেবকীনন্দনজী (শ্রীবিট্‌ঠলনাথের পৌত্র) অণুভাষ্যের উপর কারিকা রচনা করিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্বে মুম্বই বড় মন্দিরের শ্রীগোকুলনাথজী মহারাজ সংস্কৃত ও গুজরাটী ভাষায় পুষ্টিমার্গীয় কএকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। বল্লভসম্প্রদায়ে দার্শনিক সাহিত্যের সংখ্যা নিতান্ত কম নহে। শুনা যায়, এখনও কিছু গ্রন্থ অমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ব্রজভাষা ও গুজ্‌রাটীভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের ভজন-বিষয়ক গীতি ও কএকখানি জীবনচরিত-গ্রন্থ পাওয়া যায়। পুষ্টিমার্গীয় দোসোবাবন বৈষ্ণবনকী বার্তা, চৌরাশী বৈষ্ণবনকী বার্তা, শ্রীনাথজীকী-প্রাকট্যবার্তা, বল্লভাখ্যান-মূলপুরুষ, হিন্দী বল্লভ-দিগ্বিজয় প্রভৃতি কএকখানি গ্রন্থে নানাপ্রকার ঐতিহাসিক বিপর্যয়, অসঙ্গতি ও বিচিত্র কল্পনার অবতারণা থাকিলেও তৎসম্প্রদায়ের ইতিহাস ও মতবাদ পাওয়া যায়। শ্রীবিট্‌ঠলেশ্বরজীর ষষ্ঠ পুত্র শ্রীযদুনাথজীর নামে আরোপিত সংস্কৃত বল্লভ-দিগ্বিজয় আধুনিক গ্রন্থ বলিয়া তৎসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[২] গদাধরদাস দ্বিবেদীকৃত 'সম্প্রদায়-প্রদীপে'ও ঐতিহাসিক অসঙ্গতি ও কাল্পনিক মত দৃষ্ট হয়। যাহা হউক, শ্রীবল্লভা-চার্যের পরেও পুষ্টিমার্গীয় সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি হইয়াছিল।

১। Vide, Introduction of Sri Brahmasutra Anubhasya of Sri Vallabhacharya by M. T. Telivala, P. 11, Bombay 1926; ২। Vide—'The Birth-date of Vallabhacharya' by G. H. Bhatt M.A., published in the 'Proceedings and Transactions of the Ninth All India Oriental Conference', Trivandrum 1937, p. 600.

(৯) শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু-চরিত

শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া জানা যায়। ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে[১] বেদান্তশাস্ত্রের অধিকারি-নির্ণয়-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন,—'গৃহস্থ হইতে ত্রিদণ্ডী পর্যন্ত – নিকৃষ্ট অধিকারী এবং পরমহংস – উত্তমাধিকারী। বিষ্ণুধর্মসংহিতার প্রমাণানুসারে 'ভিক্ষু' চারি প্রকার—কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। ইঁহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে কুটীচক ও বহূদক হইলেন বিবিদিষু সন্ন্যাসী এবং হংস (জীবাত্মনিষ্ঠ) ও পরমহংস (পরমাত্মনিষ্ঠ) হইলেন বিদ্বৎসন্ন্যাসী। সংবর্তক, আরুণি, শ্বেতকেতু, দুর্বাসা, ঋভু, জড়ভরত, দত্তাত্রেয়-প্রমুখ মুনিগণ—পরমহংস-পদবাচ্য।' ইহা হইতে জানা যায়, শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ কোনো ভিক্ষু-সন্ন্যাসীর অভিমানকারী।

কথিত হয়, বিজ্ঞানভিক্ষু যোগসূত্র-বৃত্তিকার ভাবা-গণেশ দীক্ষিতের গুরু ছিলেন। বিজ্ঞানভিক্ষু স্বকৃত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যে সাংখ্যসূত্র-বৃত্তিকার অনিরুদ্ধের মত উদ্ধার করিয়াছেন। মহাদেবের সাংখ্যসূত্রবৃত্তিতে বিজ্ঞানভিক্ষুর মত উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত গ্রন্থাবলী

ইনি ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য ব্যতীত কঠ, তৈত্তিরীয়, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, কৈবল্য, মৈত্রেয় ও শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি কএকখানি উপনিষদের 'আলোক'-নামক ভাষ্য এবং উপদেশরত্নমালা, শ্রীগীতাভাষ্য, সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, সাংখ্যসারবিবেক (সাংখ্যের প্রকরণগ্রন্থ, গদ্য ও পদ্যে রচিত), ব্রহ্মাদর্শ, যোগবার্তিক (পাতঞ্জল-যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যের টীকা) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

১। বিজ্ঞানামৃতভাষ্য ১.১.১ (২৮,২৯ পৃঃ) কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃতগ্রন্থমালা-সং।

শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুর মত

বিজ্ঞানভিক্ষুর মত একপ্রকার **ভেদাভেদবাদ**। অবিভাগ বা অভেদই আদি ও অন্তে বিদ্যমান, স্বাভাবিক ও নিত্য বলিয়া সত্য ; আর বিভাগ বা ভেদ মধ্যবর্তিকালে পরিচ্ছিন্নরূপে বর্তমান বলিয়া নৈমিত্তিক।[১]

বেদান্তভাষ্যের নাম—বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য।

ব্রহ্ম—চিদচিচ্ছক্তিযুক্ত চিন্মাত্ররূপ, পরমেশ্বর, অন্তর্লীন-প্রকৃতিপুরুষাদি অখিল-শক্তিবিশিষ্ট, বিশুদ্ধসত্ত্বাখ্য মায়া-উপাধি-বিশিষ্ট, ক্লেশকর্ম-বিপাকাশয়ের দ্বারা অনভিভূত চেতনবিশেষ। ব্রহ্ম—জগৎকর্তা, জগতের অধিষ্ঠানকারণ অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মে জীব ও জগৎ অবিভক্তরূপে বিদ্যমান থাকে এবং সেই আধার হইতেই প্রকৃতিপুরুষরূপ উপাদানকারণ কার্যাকারে পরিণত হয়।[২] ব্রহ্ম—অবিকারী চিন্মাত্ররূপে বিদ্যমান থাকিয়াও জগতের অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদানকারণরূপে উপলব্ধ হ'ন। ব্রহ্ম সর্বশক্তিবিশিষ্ট বলিয়াই সেই সেই উপাধিদ্বারা জগতের সর্বপ্রকার কারণত্বও ব্রহ্মে সম্ভব হয়। এই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অবিরুদ্ধভাবে বৈশেষিক ও সাংখ্যশাস্ত্রের সম্মত। অন্যোন্যাভাব-লক্ষণ ভেদের দ্বারা জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ঈশ্বরই ব্রহ্ম-শব্দের বাচ্য।[৩]

জীব—সূর্য ও তাহার কিরণের ন্যায় ব্রহ্মের অংশ। জীব ও ঈশ্বরের এই অংশাংশিভাবে বিভাগ ও অবিভাগরূপ ভেদাভেদ—শ্রুতি-সিদ্ধ। তবে এইমাত্র বিশেষ যে—অবিভাগই (অভেদই) আদি ও অন্তে অনুগমন করে এবং স্বাভাবিক ও নিত্য বলিয়া সত্য। আর বিভাগ (ভেদ) মাধ্যমিক অবস্থায় স্বল্পকালমাত্র স্থায়ী বলিয়া নৈমিত্তিক।[৪]

১। বিজ্ঞানভিক্ষুভাষ্য ১।১।২, ৬১ পৃঃ ; ২। বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য ১।১।২ (৩২ পৃঃ), কাশী চৌখাম্বা-সং ; ৩। ঐ ৬১ পৃঃ ; ৪। ঐ ৬১ পৃঃ।

জগৎ—নাম ও রূপের সহিত প্রকাশিত, চেতনাচেতনরূপ, অচিন্ত্য-রচনাত্মক ও জন্মাদি ষড়্‌বিকারাত্মক। জগৎ—অব্যক্তরূপে নিত্য, ব্যক্ত-রূপে অনিত্য কিন্তু সত্য—ব্রহ্মের সাক্ষাৎ-পরিণাম কিংবা বিবর্ত নহে।[১]

বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,—বেদান্তশাস্ত্রে (২য় অধ্যায়ের ৩য় পাদে) সাংখ্য ও যোগশাস্ত্রের ন্যায় মহদাদি-ক্রমেই সৃষ্টি-প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, প্রকৃতি-স্বাতন্ত্র্যবাদী সাংখ্য ও যোগিগণ বলেন—পুরুষার্থ-প্রযুক্তা প্রকৃতি স্বয়ংই চুম্বকের সহিত লৌহের ন্যায় পুরুষের সহিত অর্থাৎ আত্মজীবের সহিত সংযুক্ত হয়; আর আমরা প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ ঈশ্বর-কর্তৃক সাধিত হয়, ইহা স্বীকার করি।[২]

শ্রীশঙ্কর ও শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু

১। বিজ্ঞানভিক্ষু শঙ্কর-কথিত সাধন-সম্পত্তিচতুষ্টয় লাভের পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকারের কথা স্বীকার করেন নাই। তিনি প্রথম-ব্রহ্মসূত্রের 'অথ'-শব্দ উচ্চারণমাত্রই মঙ্গলবাচক ও প্রকরণ-নিরূপণ-বাচক এবং 'অতঃ'-শব্দ ব্রহ্মবিচারের আনুষঙ্গিকরূপেই জীব ও জগতের নিরূপণবাচক—ইহা বলিয়াছেন।

২। শ্রীশঙ্করাচার্যের কথিত প্রাদেশিক বাক্যকে মহাবাক্যরূপে স্বীকার না করিয়া বিজ্ঞানভিক্ষু আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র ব্রহ্ম-সূত্রকেই মহাবাক্য বলিয়াছেন।[৩] তাঁহার মতে ব্রহ্মসূত্রের সূত্রসমূহ—নির্ণয়-গ্রন্থ বা সিদ্ধান্তস্বরূপ, কোনটিই শিষ্যের পূর্বপক্ষস্বরূপ নহে।[৪]

৩। বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে ঈশ্বর সশক্তিক হইলেও নির্গুণ, কিন্তু শ্রীশঙ্করের মতে সশক্তিক হইলে ব্রহ্মের আর নির্গুণতা থাকে না—ব্রহ্ম সগুণ ও মায়িক হইয়া পড়েন।

১। বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য ১।১।২ (৩১, ৩৩ পৃঃ); ২। ঐ ১।১।২ (৩৪ পৃঃ); ৩। ঐ, ১।১।১; ৪। ব্র সূ ১।১।১—বিজ্ঞানামৃতভাষ্য ৪, ২৭ পৃঃ।

৪। শ্রীশঙ্করের মতবাদের সুতীব্রভাবে নিন্দা করিয়া ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্কর যেরূপ চরমে শঙ্করের আদর্শে বিলীন হইয়াছেন, তদ্রূপ বিজ্ঞানভিক্ষুও শঙ্কর-মতবাদকে যথেষ্ট নিন্দা[১] করিয়া চরমে শঙ্করের আদর্শেরই গ্রাহক হইয়াছেন। বিজ্ঞানভিক্ষু চিন্মাত্র-স্বরূপ ব্রহ্মকে চরমতত্ত্বরূপে নির্ধারণ করিয়া শ্রীনারায়ণাদি ভগবদবতারগণকে 'লৌকিক ব্রহ্ম' বা 'উপাধিমাত্রপর'রূপে বর্ণন এবং ঈশ্বরতত্ত্বে ভেদ কল্পনা করিয়াছেন।[২]

বিজ্ঞানভিক্ষু ঔপচারিক ভেদাভেদবাদী ভাস্করের মতের ও শ্রীনিম্বার্কাচার্যের মতের কিছু কিছু অনুসরণ ও অনুকরণ করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মসূত্রের প্রথমসূত্রেই শঙ্কর মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ কেহ বিজ্ঞানভিক্ষুকে সমন্বয়বাদী (Syncretist) বা চয়নবাদী (Eclectic) মনে করেন। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ তাঁহাকে দ্বৈতবাদী ও বৈষ্ণবমতাবলম্বীও বলেন, আবার কেহ কেহ প্রচ্ছন্নসাংখ্যবাদীও বলিয়া থাকেন।

বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে কর্মবিশিষ্ট জ্ঞানই মোক্ষের সাধন এবং সমুদ্রের সহিত নদনদীমিলনের ন্যায় অনন্যত্বরূপে আত্যন্তিক লয়ই মুক্তি।[৩]

(১০) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-চরিত

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বরজেলায় রেমুণার নিকটে কোন গ্রামে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হ'ন। তাঁহার আবির্ভাবের ঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তিনি ১৬৮৬ শকাব্দায়

১। বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যের প্রারম্ভেই (মঙ্গলাচরণের পরই) শ্রীপদ্মপুরাণের শ্লোকোদ্ধার করিয়া মায়াবাদ-মতকে বৌদ্ধমত বলিয়া তীব্রভাবে নিন্দা করা হইয়াছে। —বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য (পণ্ডিত ঢুণ্ডিরাজ শাস্ত্রি-সম্পাদিত ৪,৫ পৃঃ, কাশী চৌখাম্বা বিদ্যাবিলাস প্রেস, ১৯২৮ খ্রীঃ); ২। বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য ১।১।৫, ১৩৫ পৃঃ; ৩। ব্র সূ ৪।৪।৪ —বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্য।

(=১৭৬৪ খ্রীঃ) শ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার টীকা রচনা করেন[১] অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীঃ) পরেও তিনি প্রকট ছিলেন।

শ্রীবলদেব চিল্কাহ্রদের অপর পারে কোনো বিদ্বদ্‌বসতি-স্থলে ব্যাকরণ, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদ অধ্যয়নের পর মহীশূরে গিয়া বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। এই সময় তিনি তত্ত্ববাদি(মাধ্ব)-সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তৎসম্প্রদায়ভুক্ত হ'ন। শ্রীবলদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলীকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তত্ত্ববাদিমঠে অবস্থান করেন। কিছুকাল পরে শ্রীরসিকানন্দ মুরারির প্রশিষ্য কান্যকুব্জবাসী পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদরের নিকটে শ্রীষট্-সন্দর্ভ অধ্যয়ন করিয়া শ্রীবলদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হ'ন এবং শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[২]

শ্রীবলদেব বিরক্ত শ্রীপীতাম্বরদাসের নিকট ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তি-পাদের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ বলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, তাঁহার শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দ, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ, তাঁহার দীক্ষা-শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ (শ্রীরসিকানন্দের পৌত্র), শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য শ্রীরাধাদামোদর। শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যই শ্রী-বলদেব বিদ্যাভূষণ। তিনি পরে বিরক্ত বৈষ্ণববেশ গ্রহণ করিয়া 'একান্তি-গোবিন্দদাস' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্যামসুন্দর-

---

১। শ্রীরূপগোস্বামিকৃত স্তবমালার 'উৎকলিকাবল্লরী'-নামক স্তবের 'স্তবমালা-বিভূষণ'-টীকার উপসংহারে শ্রীবলদেব, "ষড়শীত্যুত্তর ষোড়শশতীগণিতে তস্ত (১৬৮৬) শাকে তু টীকায়া নিষ্পত্তিঃ।"—এইরূপ লিখিয়াছেন। —শ্রীস্তবমালা, শ্রীবলদেব-বিরচিত-ভাষ্যসহ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯০৩ খ্রীঃ; ২। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী-পত্রিকায়' সিদ্ধান্তরত্ন বা বেদান্ত-পীঠক'-প্রবন্ধ, ৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ দ্রষ্টব্য।

বিগ্রহ শ্রীবলদেব-প্রভুর স্থাপিত। শ্রীবলদেবের দুইজন প্রধান শিষ্য শ্রীউদ্ধবদাস[১] বা উদ্ধরদাস ও শ্রীনন্দনমিশ্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

শ্রীবলদেব-গ্রন্থাবলী

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন—শ্রীগোবিন্দভাষ্য (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য), সিদ্ধান্তরত্ন (ভাষ্যপীঠক), বেদান্তস্যমন্তক[২], প্রমেয়রত্নাবলী, সিদ্ধান্তদর্পণ, সাহিত্যকৌমুদী, কাব্যকৌস্তুভ, ব্যাকরণ-কৌমুদী[৩], পদকৌস্তুভ, বৈষ্ণবানন্দিনী (শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা), গোপাল-তাপিনী-ভাষ্য, ঈশাদিদশোপনিষদ্-ভাষ্য[৪], গীতাভূষণভাষ্য, শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নাম-ভাষ্য (নামার্থসুধা), শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতটিপ্পনী—'সারঙ্গরঙ্গদা', তত্ত্বসন্দর্ভটীকা, স্তবমালা-বিভূষণ-ভাষ্য (শ্রীরূপগোস্বামিপাদের স্তবমালার উপর), নাটকচন্দ্রিকা-টীকা (দুষ্প্রাপ্য), ছন্দঃকৌস্তুভ-ভাষ্য, শ্রীশ্যামানন্দ-শতক-টীকা, চন্দ্রালোক-টীকা (দুষ্প্রাপ্য)[৫], সাহিত্যকৌমুদী-টীকা—কৃষ্ণা-নন্দিনী, শ্রীগোবিন্দভাষ্য-টীকা—'সূক্ষ্মা', সিদ্ধান্তরত্নটীকা—'সূক্ষ্মা'।

১। শ্রীউদ্ধবদাসকৃত উপাসনা-পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত পরম্পরাটি পাওয়া যায়—"ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি। শ্রীমদ্**গৌরীদাস**সংজ্ঞঃ পণ্ডিতঃ খ্যাত-ভূতলঃ॥ **হৃদয়ানন্দচৈতন্যঃ শ্রীশ্যামানন্দ** বিগ্রহঃ। **রসিকানন্দ** গোস্বামী **নয়নানন্দ**দেবকঃ॥ **রাধাদামোদরো** দেবো **শ্রীবিদ্যাভূষণ**াত্মকঃ। এষাং পাদসরোজানি ধ্যায়**ত্যুদ্ধবদাসকঃ**॥"—১৮৯৭ খ্রীঃ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-যন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণকৃত 'সাহিত্যকৌমুদী' গ্রন্থের ভূমিকাধৃত ; ২। বেদান্তস্যমন্তক—কেহ কেহ শ্রীরাধাদামোদরের রচিত বলেন ; ৩। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য ; ৪। ঈশোপনিষদ্-ভাষ্য ব্যতীত অন্যান্য উপনিষদের ভাষ্য এখনও অনাবিষ্কৃত ; ৫। পীযূষবর্ষ-উপাধিধৃক্ শ্রীজয়দেবকৃত-চন্দ্রালোকের (অলঙ্কারগ্রন্থ) টীকা। **শ্রীভোজদেববামাত্মজ** (শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামদেবীসুত শ্রীজয়দেবকস্য—শ্রীগীতগোবিন্দ ১২।৩০), দ্বাদশ-সর্গাত্মক মহাকাব্য **শ্রীগীতগোবিন্দের রচয়িতা শ্রীজয়দেব** গোস্বামী হইতে **মহাদেব-সুমিত্রাত্মজ (মহাদেবঃ** সত্রপ্রমুখমখ-বিদ্যৈকচতুরঃ **সুমিত্রা** তদ্ভক্তিপ্রণিহিতমতির্যস্য **পিতরৌ**—চন্দ্রালোক ১।১৬) দশ-ময়ূখাত্মক **চন্দ্রালোক-রচয়িতা** পীযূষবর্ষোপাধি-ধৃক্ **জয়দেব ভিন্ন ব্যক্তি**।

শ্রীগোবিন্দভাষ্য-রচনা

শ্রীবৃন্দাবন হইতে স্থানান্তরিত শ্রীরূপগোস্বামিপাদ-প্রকটিত শ্রী-গোবিন্দজীর তদানীন্তন অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র জয়পুরের অনতিদূরে গল্‌তা-পর্বতে[১] শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের (মতান্তরে শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের) পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিয়া তাঁহাদের কুতর্ক ('গৌড়ীয়গণের নিজস্ব ব্রহ্মসূত্রভাষ্য নাই') খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে শ্রীবলদেব গোবিন্দভাষ্য-নামক ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়া 'বিদ্যাভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হ'ন। তখন শ্রীবল্লভ-সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর ব্যক্তি আপনাদিগকে লুপ্ত শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়ের অনুগত বলিয়া পরিচয় দিতে ছিলেন।[২] শ্রীনিম্বার্কাচার্যের দার্শনিক সাহিত্যের স্বল্পপ্রচার এবং তাহাও অনেকটা গৌড়ীয়সিদ্ধান্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ছিল।[৩] শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায় বা তদন্তর্গত বলিয়া পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ে শ্রীকৃষ্ণোপাসনা স্বীকৃত ছিল না এবং তাঁহারাই বিতর্ক আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রচলিত চারি

১। রাজস্থানের জয়পুর নগর হইতে প্রায় একক্রোশ পূর্বাভিমুখে 'গল্‌তা' পর্বত। শ্রীনারদ-শিষ্য গালব মুনির আশ্রম এই পর্বতের উপরে বিরাজমান ছিল বলিয়া ইহার নাম 'গল্‌তা'। উত্তরে রাজস্থানে গল্‌তা ও দক্ষিণে তোতাদ্রি (নেঙ্গুনেড়ি,—তিনেভেলি হইতে দশক্রোশ)—শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের দুইটি প্রধান গাদী। হিন্দীভক্তমালের বার্তিকপ্রকাশটীকা (২৮৯ পৃঃ) হইতে জানা যায়, অম্বরের রাজা পৃথ্বীরাজ শ্রীরামানন্দস্বামীর প্রশিষ্য পৈহারীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে উক্ত রাজা গল্‌তাপর্বতকে রামানন্দি বৈরাগি-সম্প্রদায়ের গাদীরূপে পরিণত করেন। কথিত হয়, গল্‌তাপর্বতের নীচে যে শ্রীবিজয়গোপাল-মূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন, তাহা শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুর স্থাপিত। বর্তমানে এই শ্রীমূর্তির সেবা শ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে; ২। সিদ্ধান্তরত্নম্ [R. No. 2989 Govt. Oriental Mss. Library, Madras] ও কাশী সংস্কৃতকলেজ-সং ৮।২৯,৩০, সূক্ষ্মাটীকা ৩৪৬—৩৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য; ৩। এই গ্রন্থে শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়ের 'শ্রীহরিব্যাস' শীর্ষক অনু দ্রষ্টব্য।

সম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণোপাসক শ্রীমধ্বের অনুগ-সম্প্রদায়, যাহাতে স্বয়ং শ্রীবলদেবও পূর্বে প্রবিষ্ট ছিলেন, সেই মধ্ব-সম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত হওয়া সমীচীন মনে করিয়া এবং মধ্বমতকে
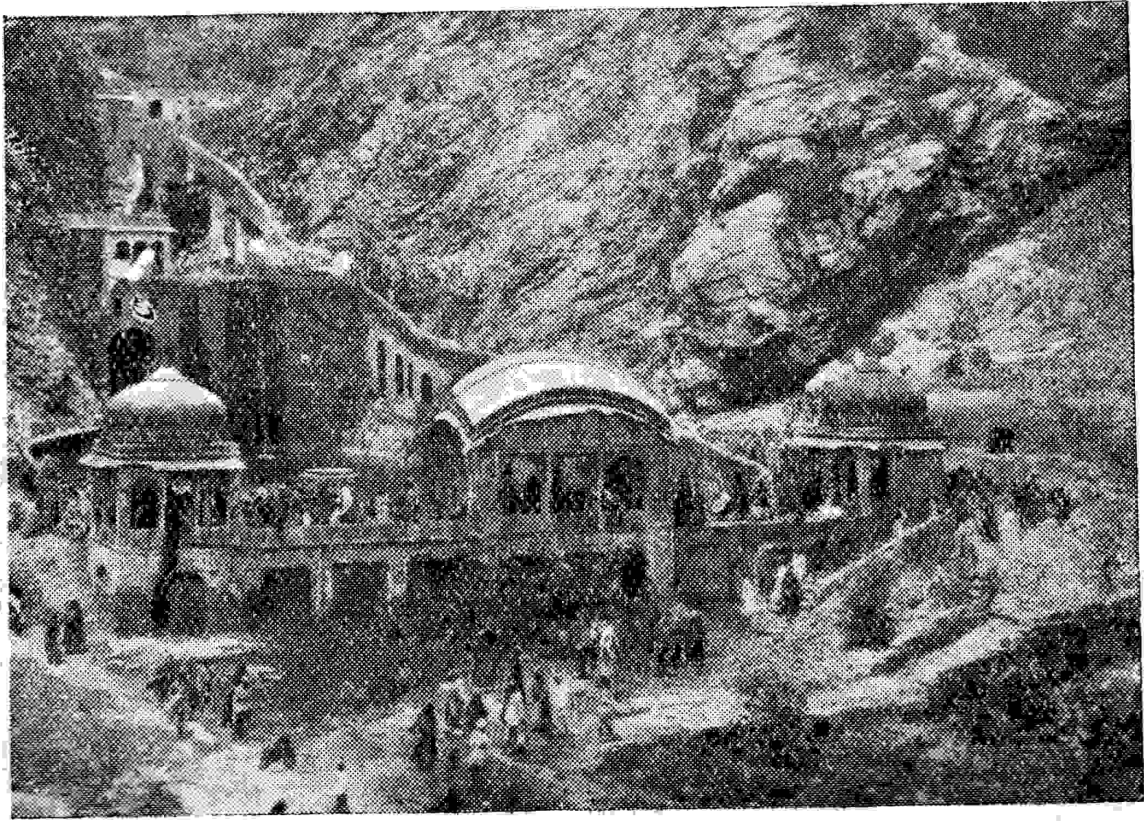
জয়পুরে গল্‌তাপর্বত—এইস্থানে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভু অন্য সম্প্রদায়ীর কুতর্ক নিরাস করেন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও তদনুগ গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া শ্রীবলদেব গোবিন্দভাষ্যে স্বগুরুপরম্পরা প্রদর্শন করেন।[১]

১। স্বধামগত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ 'বৈষ্ণব-সাহিত্য'-প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য সার্বভৌমের অলঙ্কারকৌস্তুভটীকায় জানা যায় যে, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ উৎকলদেশীয় * * * ছিলেন। ইনি মাধ্বমতের অনেক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া প্রচুর পাণ্ডিত্য লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করার জন্য 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা' নিজে রচনা করিয়া শ্রীকর্ণপূরের নামে প্রচার করেন।"—বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের বিবরণী, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ, কাশীমবাজার, 'বৈষ্ণব-সাহিত্য' প্রবন্ধ ১২॥০ পৃঃ।

শ্রীবলদেবের সিদ্ধান্ত

ব্রহ্ম—বিভু, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, সার্বজ্ঞ্যাদিগুণযুক্ত, পুরুষোত্তম, অচিন্ত্য অনন্ত গুণ ও শক্তির আধার, সর্বেশ্বরেশ্বর[১]; ব্রহ্ম—'সগুণ' ও 'নির্গুণ'; সগুণ—অপ্রাকৃত গুণবান্ ও নির্গুণ শব্দে প্রাকৃত গুণহীন; ব্রহ্ম—স্বরূপানুবন্ধী অপ্রাকৃত-অনন্ত-গুণরত্নাকর[২]; ব্রহ্মের 'গুণ' ও 'শক্তি' ব্রহ্ম হইতে 'অভিন্ন'; ব্রহ্ম—যুগপৎ 'সৎ' ও 'সত্ত্বাবান্', 'জ্ঞান ও জ্ঞাতা', 'আনন্দ ও আনন্দময়'; ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণ ও শক্তির মধ্যে ভেদ নাই, বিশেষ আছে মাত্র; 'বিশেষ'—আপাতভেদের প্রতীতিকারক।[৩]

মায়া—বিচিত্রসৃষ্টিকরী পারমেশ্বরী 'শক্তি'; ঐ শক্তি—'সত্য'। মায়া অনির্বাচ্যা নহে; অনির্বাচ্যত্বের অর্থ 'সদসদ্বিলক্ষণ' নহে; মায়ার সদসদ্বিলক্ষণ-অর্থ কোথায়ও দৃষ্ট হয় না। 'মায়া'-শব্দের সূক্ষ্ম-অর্থেও অনির্বাচ্যতা যুক্ত নহে, যেহেতু মায়াশব্দ দম্ভাদি নানা অর্থেরও বাচক; বাচ্যবস্তু-মাত্রই মিথ্যা হইলে বেদের অপ্রামাণ্যহেতু নাস্তিকতাপত্তি হয়।[৪]

জীব—অণু-চৈতন্য, নিত্য, বহু ও অনন্ত, পরমাত্মার 'অংশ', 'ভগবদ্দাস'। জীবসমূহ স্বরূপতঃ অভিন্ন বা সকলেই জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতা, কর্তা, ভোক্তা ও অণু হইলেও কর্ম ও সাধনানুসারে ভিন্ন; মুক্তজীবগণও

সাংখ্যতীর্থের এই উক্তিটির সত্যতা ভবিষ্যতে অনুসন্ধিৎসুগণ নির্ণয় করিবেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় শ্রীকৃষ্ণদেবসার্বভৌমকৃত উক্ত টীকার একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। উহার সংখ্যা—২৩৯৪ (অলঙ্কার Vol. III, pp. 99—102)। এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি অসম্পূর্ণ টীকার পুঁথি আছে, সংখ্যা—২৩৬৩ ও ৩৪৭১। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে উক্ত পুঁথি লইয়া গবেষণা করিবার নানাপ্রকার প্রতিবন্ধক থাকায় আমাদের চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

১। বেদান্তস্যমন্তক, ২য় কিরণ, ২—৮ অনু; ২। সিদ্ধান্তরত্ন ৪।৫—১১ অনু; ৩। ঐ, ১।১৭—১৯; ৪। ঐ, ৬।৫৪

ভক্তির তারতম্যানুসারে পরস্পর ভিন্ন। নিত্যমুক্ত, বদ্ধমুক্ত ও বদ্ধ-ভেদে জীব—ত্রিবিধ[১] ; জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব ও ব্রহ্মব্যাপ্যত্বহেতু তাহার ব্রহ্মাত্মকতা ; বস্তুতঃ জীব স্বয়ং 'ব্রহ্ম' নহে[২], ব্রহ্মের শক্তিরূপে তদংশ[৩]।

জগৎ—সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের শক্তির কার্যনিবন্ধন সত্য। জগতের জন্মাদি ইহার অনিত্যত্বজ্ঞাপক ; 'সত্যত্ব'—নিত্যানিত্যসাধারণ অর্থাৎ সত্য বস্তুও অনিত্য হইতে পারে। অতএব জগৎ সত্য হইয়াও অনিত্য[৪] ; জগৎ ব্রহ্মাধীন বলিয়া 'ব্রহ্মস্বরূপ'[৫]।

ব্রহ্মসাম্যই 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্যের উদ্দেশ্য, ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ ভেদরাহিত্য নহে[৬] ; ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি-দ্বারা ভেদেই অভেদজ্ঞান-বোধক ; ব্রহ্মাধীন বলিয়া ব্রহ্মাভিন্ন—এই অভেদবাদ ভক্তিরই প্রকার-বিশেষ, ভূতশুদ্ধিবৎ ভক্তিযোগেরই প্রকাশবিশেষ—'সচ্চিদানন্দা-কারোঽসি'[৭] অর্থাৎ বিভু-চৈতন্যসেবক বলিয়া অণু-সচ্চিদানন্দাকার।

শ্রীগোবিন্দভাষ্যের অবতরণিকার সংক্ষিপ্ত মর্ম

দ্বাপরযুগে বেদসমূহ সংগুপ্ত হইলে, সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্রহ্মাদি-দেবতাগণের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমবিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হ'ন। তিনি বেদের উদ্ধার ও বিভাগ করিয়া বেদের প্রকৃত অর্থজ্ঞাপক চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্র আবিষ্কার করেন—এইরূপ কথা স্কন্দপুরাণে পাওয়া যায়। বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন—(১) কর্মই নিখিল-পুরুষার্থের কারণ, বিষ্ণু কর্মেরই অঙ্গ, স্বর্গাদি-কর্মফল নিত্য, (২) জীব ও প্রকৃতিই স্বয়ং কর্তা, (৩) পরিচ্ছিন্ন, প্রতিবিম্বিত বা ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব এবং 'স্বয়ং চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম'—এই প্রকার জ্ঞানেই জীবের সংসারনিবৃত্তি বা মুক্তি ইত্যাদি আপাত-

---

১। বেদান্তস্যমন্তক, ৩য় কিরণ ; ২। সিদ্ধান্তরত্ন ৬।২৮, ৮।১—১৫ ; ৩। ঐ ৮।১৪ ; ৪। ঐ, ৬।৪৩ ; ৫। ঐ, ৬।২৭ ; ৬। ঐ, ৬।২২ ; ৭। গোবিন্দভাষ্য ৩।৩।৪৯, তত্ত্ব-সন্দর্ভ-টীকা ৪৩ অনু।

প্রতীয়মান অর্থই বেদবাক্যের তাৎপর্য। পরন্তু বেদান্তসূত্রে এই সকল মতকে পূর্বপক্ষ করিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর স্বাতন্ত্র্য, সর্বকর্তৃত্ব, সর্বজ্ঞতা, মুক্তিদাতৃত্ব ও বিজ্ঞানস্বরূপত্ব নিরূপিত হইয়াছে। ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পাঁচটি তত্ত্ব বা পদার্থের কথা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ঈশ্বর—বিভুচৈতন্য (পূর্ণচৈতন্য) এবং জীব—অণুচৈতন্য (বিভিন্নাংশ), উভয়ই নিত্যজ্ঞানাদিগুণবিশিষ্ট ও অস্মংশব্দবাচ্য। ঈশ্বর—স্বতন্ত্র ও স্বরূপশক্তিমান। তিনি প্রকৃত্যাদিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ও উহাদিগকে নিয়মিত করিয়া জগতের সৃষ্টিদ্বারা জীবের ভোগ ও মুক্তি প্রদান করেন। ঈশ্বর এক ও বহুভাবে অভিন্ন হইয়াও গুণ ও গুণী এবং দেহ ও দেহিভাবে জ্ঞানীর প্রতীতির বিষয় হ'ন। ঈশ্বর ব্যাপক হইয়াও ভক্তিগ্রাহ্য। তিনি একরস হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ বিতরণ করেন। জীব—বহু ও নানাবস্থাপন্ন। ঈশ্বরের প্রতি বিমুখতাই জীবের বন্ধনের কারণ। সাধুশাস্ত্রকৃপায় পরমেশ্বরের প্রতি উন্মুখ হইলে জীব আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থাই—প্রকৃতি; উহা তমোমায়াদি-শব্দবাচ্যা। প্রকৃতি ঈশ্বরের ঈক্ষণে ক্ষুব্ধা হইয়া বিচিত্র জগৎ উৎপাদন করে। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্র প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগের কারণভূত, ক্ষণ হইতে পরার্ধ পর্যন্ত উপাধিবিশিষ্ট, চক্রবৎ-পরিবর্তনশীল, প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্তভূত জড়দ্রব্যবিশেষের নাম—কাল। ঈশ্বরাদি পদার্থচতুষ্টয়—নিত্য। 'নিত্যেরও নিত্য', 'চেতনেরও চেতন', 'সৃষ্টির পূর্বে সৎ ছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ-দ্বারা ঈশ্বরের নিত্যত্ব প্রমাণিত হয়। জীবাদি সমস্তই ঈশ্বরবশ্য। 'এই ঈশ্বর—বিশ্বকর্তা, বিশ্ববেত্তা ও জীবাত্মারও উপাদান; তিনি সর্ববেত্তা; তিনি কালকর্তা; তিনি প্রশস্তগুণাবলী-সমন্বিত; তিনি নিখিলকলাকুশল; তিনি প্রকৃতি

ও জীবের পতি; তিনি সত্ত্বাদি-গুণেরও ঈশ্বর এবং সংসারের বন্ধ, স্থিতি ও মুক্তির হেতুভূত' ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। কর্ম—জড়-পদার্থ অদৃষ্টাদিশব্দব্যপদেশ্য, অনাদি ও বিনশ্বর। জীবাদি পদার্থচতুষ্টয় ব্রহ্মেরই শক্তি; অতএব সশক্তিক ব্রহ্মই অদ্বিতীয় বস্তু। এই সমস্ত বিষয়ই এই চতুরধ্যায়ী ব্রহ্মসূত্রে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্রই ব্রহ্মসূত্রের স্বতঃসিদ্ধ ভাষ্যস্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—'শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগে সমাধিলব্ধ নির্মল মনে পূর্ণপুরুষ ভগবান্ ও দূরে অপাশ্রিতরূপে অবস্থিতা মায়াকে দর্শন করিলেন। জীব চেতনস্বরূপা পরা প্রকৃতি হইয়াও ঐ মায়াদ্বারা বিমোহিত হইয়া আপনাকে ত্রিগুণাত্মক বোধ করেন এবং তজ্জন্যই অনর্থগ্রস্ত হ'ন। অধোক্ষজ ভগবানে ভক্তিযোগই অনর্থের একমাত্র নিবারক। দ্রব্য, কাল, কর্ম, স্বভাব ও জীব—যাঁহার অনুগ্রহে কার্যক্ষম হয় এবং যিনি উপেক্ষা করিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তিনিই পরমপুরুষ। এই সকল বিষয় অজ্ঞান জীবগণকে বিজ্ঞাপন করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবতের আবিষ্কার করেন।' শ্রীমদ্ভাগবত যে ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, তাহা গরুড়পুরাণেও উক্ত হইয়াছে—'ইহা ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ, মহাভারতের অর্থনির্ণয়কারী, গায়ত্রীভাষ্যরূপ, বেদের তাৎপর্যের দ্বারা পরিপুষ্ট, পুরাণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্তৃক প্রকাশিত।'

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যসম্মত অধিকরণ ও সূত্র-সংখ্যা

শ্রীব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে নানাবিধ শ্রুতিসমূহের ব্রহ্মে সমন্বয় করা হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম সমন্বয়াধ্যায়। ইহাতে সর্বসমেত (৩১+৩৩+৪৩+২৮=) ১৩৫টি সূত্র আছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে ১১টি অধিকরণে ৩১টি সূত্র, ২য় পাদে ৭টি অধিকরণে ৩৩টি সূত্র, ৩য় পাদে ১১টি অধিকরণে ৪৩টি সূত্র এবং ৪র্থ পাদে ৮টি অধিকরণে ২৮টি সূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৫৪টি অধিকরণে (৩৭+৪৫+৫১+২২=) ১৫৫টি সূত্র আছে। তন্মধ্যে প্রথম পাদে ৩৭টি সূত্রে স্বপক্ষে স্মৃতিতর্কাদি-বিরোধের পরিহার, দ্বিতীয় পাদে ৪৫টি সূত্রে পরপক্ষে দোষারোপ, ৩য় পাদে ৫১টি সূত্রে সর্বেশ্বর হইতে তত্ত্বসমূহের উৎপত্তি এবং ৪র্থ পাদে ২২টি সূত্রে ভূতবিষয়ক শ্রুতিবিরোধের পরিহার করা হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ২য় অধ্যায়ে ১৫৬টি সূত্র ; টীকার সিদ্ধান্তও ঐরূপই।

তৃতীয় অধ্যায়ে ৭১টি অধিকরণে (২৮+৪২+৬৮+৫২=) ১৯০টি সূত্র আছে। তন্মধ্যে ১ম পাদে ৫টি অধিকরণে ২৮টি সূত্রে এবং ২য় পাদে ১৭টি অধিকরণে ৪২টি সূত্রে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনভূত প্রাপ্যেতরবিতৃষ্ণা এবং প্রাপ্যতৃষ্ণা প্রদর্শন, ৩য় পাদে ৩৩টি অধিকরণে ৬৮টি সূত্রে ভগবদ্‌গুণ-নিরূপণ এবং ৪র্থ পাদে ১৬টি অধিকরণে ৫২টি সূত্রে বিদ্যার নিখিলপুরুষার্থ-হেতুত্বের বর্ণন রহিয়াছে। এই অধ্যায়ে সাধনতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত অধ্যায়ের নাম সাধনাধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম পাদে ১৩টি অধিকরণে ১৯টি সূত্র, ২য় পাদে ১০টি অধিকরণে ২১টি সূত্র, ৩য় পাদে ৯টি অধিকরণে ১৬টি সূত্র এবং ৪র্থ পাদে ১১টি অধিকরণে ২২টি সূত্র—এইরূপে ইহাতে সর্বসমেত (১৯+২১+১৬+২২=) ৭৮টি সূত্র এবং ৪৩টি অধিকরণ আছে। ঐ সকল সূত্রে জীবের সাধনফল বিচারিত হইয়াছে বলিয়া এই অধ্যায়ের নাম ফলাধ্যায়। চারিটি অধ্যায়ের মোট সূত্রসংখ্যা—(১৩৫+১৫৬+১৯০+৭৮=) ৫৫৯

শ্রীশ্রীজীবপাদ ও শ্রীমদ্ বলদেবের সিদ্ধান্ত-বৈশিষ্ট্য

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ একই অদ্বিতীয় পরতত্ত্ব হইতেই তাঁহার শক্তি-বৈচিত্রীক্রমে জীব ও প্রকৃতি প্রভৃতির প্রাকট্য স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীবলদেব ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—এই পঞ্চতত্ত্বের উল্লেখ

করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীবলদেব 'গোবিন্দভাষ্যের' প্রারম্ভে বলিয়াছেন,—"চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাদেকং শক্তিমদ্‌ব্রহ্মেত্যদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতি।" অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম—পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া উক্ত হইলেও ইহাদের মধ্যে জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম, এই চারিটি পদার্থ ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া 'শক্তিমদ্‌ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়ই', এই সিদ্ধান্তেরও সঙ্গতি হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের শিক্ষানুসারে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, তদনুগত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ, শ্রীল চক্রবর্তিঠাকুর—সকলেই শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের সিদ্ধান্ত ও প্রমাণাবলম্বনে[১] জীবকে 'তটস্থা শক্তি' বলিয়াছেন; কিন্তু শ্রীবলদেব শ্রীমধ্বাচার্যের বা তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তানুসারে স্বাংশ শক্তিমত্তত্ত্ব হইতে জীবকে ভিন্নরূপে প্রদর্শনার্থ বিভিন্নাংশ[২] বলিয়া উল্লেখ করিলেও জীবকে 'তটস্থা শক্তি' বলিয়া নির্দেশ করেন নাই। গৌড়ীয়-গোস্বামিবর্গের অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা শক্তির বিশ্লেষণও শ্রীবলদেবের সাহিত্যে সেরূপ দৃষ্ট হয় না।

গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, বেদান্তস্যমন্তক, প্রমেয়রত্নাবলী ও শ্রীগীতাভূষণভাষ্যে[৩] সর্বত্রই শ্রীবলদেব তত্ত্ববাদিগণের অনুবর্তনে যে ভেদপ্রতিনিধি 'বিশেষ' পরিভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা একমাত্র স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদরহিত শ্রীভগবৎস্বরূপেই সীমাবদ্ধ। ইহা শ্রীভগবচ্ছক্তি জীব বা শক্তিপরিণত জগতের সহিত পরতত্ত্বের সম্বন্ধ-জ্ঞাপক কোনও বিচার নহে।[৪] শ্রীবলদেব শ্রীশ্রীজীবপাদের ন্যায় শক্তি-সিদ্ধান্তের

১। পরমাত্মসন্দর্ভ ৩৭,৩৯ অনু; ২। "স্মরন্তি চ"—(ব্র সূ ২।৩।৪৭) ভাষ্যে শ্রীমধ্বাচার্য ও তৎসম্প্রদায়ের অনুগত হইয়া শ্রীবলদেব জীবকে বিভিন্নাংশ বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন; ৩। শ্রীগীতাভূষণভাষ্য—১।১, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং; ৪। সিদ্ধান্তরত্ন

সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া স্পষ্টভাবে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহার বিচারে ভেদ-সিদ্ধান্তই অধিকতর স্পষ্ট।[১]

পরব্রহ্মের পরা শক্তির ত্রিবিধা বৃত্তি—(১) সন্ধিনী, (২) সম্বিৎ ও (৩) হ্লাদিনী। পরা শক্তির সম্বিৎপ্রধানা বৃত্তিই—বাগ্‌দেবী এবং হ্লাদ-প্রধানা বৃত্তি—লক্ষ্মী। এই সিদ্ধান্তদ্বারা শ্রীবলদেব শ্রীবিষ্ণুর অনপায়িনী নিজশক্তি শ্রীলক্ষ্মীর জীবকোটিত্ব নিরাস করিয়াছেন।[২]

শ্রীবলদেব শ্রীভাস্করাচার্যের 'ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ' তথা শ্রী-নিম্বার্কের 'স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ' পূর্বাচার্যগণের যুক্তি-অবলম্বনে খণ্ডন করিয়াছেন।[৩] তিনি শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেবলাদ্বৈতবাদ এবং বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়িগণের 'শুদ্ধাদ্বৈতবাদ'ও নিরাস করিয়া তত্ত্ববাদিগণের দ্বৈত-বাদে'রই নির্দোষত্ব স্থাপন ও আদর করিয়াছেন; যথা—সিদ্ধান্তরত্নের ৮।২৯,৩০ অনুচ্ছেদের 'সূক্ষ্মা'-টীকায়—"কেচিৎ স্বকল্পনায়া নির্মূলত্বং দূষণ-মপনিনীষবো বিষ্ণুস্বাম্যনুযায়িনম্মন্যা নবীনা এবেত্যর্থঃ। * * উভয়ে হ্যেতে কেবলাদ্বৈতে সদোষত্বাৎ, কেবলে দ্বৈতে চ নির্দোষেঽপি তদ্বাদি-শিষ্যতাপত্তিলাঞ্ছনভয়াদরুচয়ঃ স্বাতন্ত্র্যেচ্ছবঃ কৌলিকাঃ সন্নিহিতাশ্চেৎ-তত্ত্ববাদিভিস্তাড়নীয়াঃ।"[৪]

অর্থাৎ কেহ কেহ আপনাদিগের কল্পনার অমূলকতা-দোষ দূর করিবার জন্য নিজদিগকে বিষ্ণুস্বামীর অনুগত মনে করেন—বস্তুতঃ ইঁহারা নবীন। * * * এই উভয় পক্ষই (ভেদাভেদবাদী ও

১। সিদ্ধান্তরত্ন ৮।২৪ (শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সং, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ, কলিকাতা); বেদান্তস্যমন্তক—৩।১৫ (ঐ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ); ২। বেদান্তস্যমন্তক ২।২১; ৩। সিদ্ধান্তরত্ন ৮।২৭,২৮; ৪। ঐ, (R. No. 2989, Govt. Oriental Mss. Library, Madras ও সংস্কৃতকলেজ-সং, ১৯২৪, ১৯২৭ খ্রীঃ, কাশী) ৮।২৯,৩০; সূক্ষ্মাটীকা ৩৪৬—৩৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদী) কেবলাদ্বৈতবাদে দোষযুক্ততা-হেতু এবং কেবলদ্বৈতবাদ নির্দোষ হইলেও সেই মতস্থ উপদেশকের শিষ্যত্বগ্রহণরূপ লাঞ্ছনার ভয়ে উভয়ই অরুচিকর-হেতু, স্বাধীনমতবাদে অভিলাষী হইয়া পাষণ্ড হইয়া পড়েন এবং তত্ত্ববাদিগণের সমীপস্থ হইলে তাড়নযোগ্য হ'ন।

(১১) শ্রীরামনারায়ণ মিশ্রের 'সূক্ষ্মতমা' বৃত্তি

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের পূর্বে শ্রীধাম বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-ঘেরার শিষ্যবংশে শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র ব্রহ্মসূত্রের সূক্ষ্মতমা-নাম্নী একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। হরিদ্বারের সন্নিকটস্থ সাহারাণপুর জেলার দেববন বা দেববন্দ্য-গ্রামনিবাসী গৌড়-ব্রাহ্মণকুমার শ্রীগোপীনাথকে শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামিপাদ শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়া স্বপূজিত শ্রীরাধারমণ-শ্রীবিগ্রহের সেবার ভার সমর্পণ করায় ইনি শ্রীগোপীনাথ পূজারি-গোস্বামী নামে খ্যাত হ'ন। শ্রীগোপীনাথ পূজারী দারপরিগ্রহ করেন নাই। শ্রীগোপীনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীদামোদরদাস সস্ত্রীক শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন এবং শ্রীগোপীনাথের কৃপাভিষিক্ত হ'ন। শ্রীগোপী-নাথ স্বীয় অপ্রকটকালে শ্রীদামোদরদাসকে শ্রীরাধারমণের সেবাভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীদামোদরের তিনপুত্র—শ্রীহরিনাথ, শ্রী-মথুরানাথ ও শ্রীহরিরাম। এই শ্রীহরিনাথের শিষ্যই সূক্ষ্মতমানাম্নী ব্রহ্মসূত্র-বৃত্তির রচয়িতা—শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র। উক্ত বৃত্তির উপসংহারে, তৎকৃত রাসপঞ্চাধ্যায়-টীকার মঙ্গলাচরণে ও বায়ুপুরাণোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়-নামক অধ্যায়ের প্রভা-টীকায় শ্রীরামনারায়ণ তাঁহার জনকের নাম—সুচেত রামরাজ, উপনয়ন-গুরুর নাম—ভবানীদাস শর্ম্মা, শাস্ত্রগুরুর নাম—রামসিংহ ও দীক্ষাগুরুর নাম—হরিনাথ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন।[১]

১। (ক) "সদ্গুরুর্দর্শিতো যেন হরিনাথপ্রদর্শকঃ। সুচেতরামরাজাখ্যং ভবঘ্নভবদং ভজে॥"—রাসপঞ্চাধ্যায়-টীকা 'ভাবভাববিভাবিকা'র মঙ্গলাচরণে ৩য় শ্লোক, শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ—নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, ৪২৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ, কলিকাতা;

শ্রীরামনারায়ণমিশ্র-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ের ভাবভাব-বিভাবিকা-নাম্নী একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা এবং বায়ুপুরাণোক্ত শতানন্দ-গৌতম-সংবাদের শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়-নামক অধ্যায়ের উপর 'প্রভা'নাম্নী টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। উহাদের পুষ্পিকায় শ্রীরামনারায়ণ শ্রীসুচেতরাম-রাজ-তনুজা, চন্দ্রভাগা-নাম্নী বিষ্ণুসখী বলিয়া স্বীয় স্বরূপের পরিচয় দিয়াছেন।[১] শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ের টীকায় তিনি শ্রীশঙ্করাচার্য, শ্রীমধ্বাচার্য, শ্রীশ্রীধরস্বামী, শ্রীবল্লভাচার্য, শ্রীশ্রীসনাতন-রূপ-শ্রীজীবগোস্বামিপাদ, এমন কি, নানকের পর্যন্ত বন্দনা করিয়াছেন। উক্ত টীকারই মঙ্গলাচরণের শেষ দিকে তদ্রচিত একটি শ্রীরাধাষ্টক সংযুক্ত হইয়াছে। তিনি যমক ও অনুপ্রাস-প্রিয় ছিলেন। 'প্রভা'টীকায় তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের অবতারিত্ব এবং তৎপার্ষদগণের বিভিন্নস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রীবৃন্দাবনবাসী স্বধামগত বনমালিলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকট শ্রীরামনারায়ণ মিশ্রকৃত সূক্ষ্মতমাবৃত্তির হস্তলিখিত পুঁথির একটি নকল ছিল। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধারমণ-মন্দিরে মূল হস্তলিখিত পুঁথিটি রক্ষিত আছে বলিয়া আমরা শুনিয়াছি। আমাদের নিকট ঐ বৃত্তির একটি নকল আছে। বৃত্তিটি সংক্ষিপ্ত হইলেও সম্পূর্ণ। অতিশয় সংক্ষিপ্ত বলিয়া উহার নাম সূক্ষ্মতমা। বৃত্তির প্রারম্ভে কেবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন দৃষ্ট হয়।

খ) "হরিনাথমহং বন্দে হরিনামপ্রদং গুরুম্। ভবানীদাসশর্মাণং গায়ত্রীব্রতদং ভজে॥ বোধদং রামসিংহাখ্যং বিদ্যানন্দ-প্রদায়কং। সদাসুখমহং বন্দে সদাসুখকরং গুরুম্॥ সুচেতরামরাজানং প্রেমপাত্রৈক জন্মদং। তাতং নত্বা যথাপ্রজ্ঞং ব্যাখ্যেয়ং ক্রিয়তে ময়া॥"—বায়ুপুরাণোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ের 'প্রভা'টীকার মঙ্গলাচরণের ৮—১০ শ্লোক—শ্রীহরিদাসদাস-সম্পাদিত, ৪৫৮ শ্রীগৌরাব্দ, শ্রীনবদ্বীপ; ১। "শ্রীমদ্-রাজসুচেতরামতনুজা শ্রীচন্দ্রভাগাভিধা, যাহং বিষ্ণুসখী শুভাং কৃতবতী ব্যাখ্যাং সদানন্দদাম্॥"—শ্রীবায়ুপুরাণোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ের প্রভাটীকার উপসংহারে প্রথমশ্লোক—শ্রীহরিদাসদাস-সম্পাদিত, ৪৫৮ গৌরাব্দ, শ্রীনবদ্বীপ।

উক্ত বৃত্তিকার 'ব্রহ্ম'শব্দ সর্বত্র বিষ্ণুবাচকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে শ্রীকৃষ্ণবাচকও করিয়াছেন। বৃত্তিতে জীবের সহিত বিষ্ণুর ভেদাভেদ-সম্বন্ধ[1] আশঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার মতে বিষ্ণুর অংশবৎ অংশই জীব; মুখ্য অংশ অসম্ভব—এই কারণে জীব স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও ঔপাধিক ভেদহেতু অংশই জীব। "অতঃ স্বরূপেণাভেদেঽপ্যৌপাধিকভেদাদংশো জীবঃ।"[2]

উক্ত বৃত্তিকারের মতে জীব অণু নহে—বিভু, জ্ঞানস্বরূপ ও বিষ্ণ্বাত্মক। "তস্মাদাত্মা বিভুর্জ্ঞানস্বরূপো বিষ্ণ্বাত্মক এব, নাণুঃ।"[3] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, জীব—বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, ভেদ—ঔপাধিক। "জীবেশ্বরাণ্যৌপাধিকভেদে ন তদ্দোষানুপপত্তিঃ।"[4] জগৎ—কারণরূপ বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, কার্য—বাচারম্ভনমাত্র (নামমাত্র বিকার অতথ্য), কারণেরই সত্যত্ব :—"প্রপঞ্চস্য তস্মাৎ কারণাদ্বিষ্ণোরনন্যত্বমেব, কার্যস্য বাচারম্ভনমাত্রত্ব-শব্দাদাদি-পদাৎ কারণস্যৈব সত্যত্বশব্দাৎ।"[5] শ্রীরাম-নারায়ণের প্রপঞ্চিত এইরূপ কতিপয় মতবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথিত ও শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্ত হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই মনে হয়।

(১২) অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণির সমঞ্জসাবৃত্তি

লক্ষ্মীনারায়ণাত্মজরূপে পরিচয় প্রদানকারী অনূপনারায়ণ তর্কশিরো-মণি ভট্টাচার্য ব্রহ্মসূত্রের 'সমঞ্জসা'-নামক একটি বৃত্তি রচনা করিয়াছেন। এই বৃত্তি একান্তী বৈষ্ণবগণের আনন্দ-সম্পাদনে সমর্থা বলিয়া বৃত্তিকার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বৃত্তির উপসংহারে শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের প্রতি কৃপাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে স্বকৃত বৃত্তিটি শ্রদ্ধোপহাররূপে

১। ব্র সূ ৩।২।২৭—৩০ বৃত্তি দ্রষ্টব্য; ২। ঐ, ২।৩।৪৪ বৃত্তি; ৩। ঐ, ২।৩।৩৩; ৪। ঐ, ২।১।২৩; ৫। ঐ, ২।১।১৪

প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। কেহ কেহ অনূপনারায়ণের পিতা লক্ষ্মীনারায়ণকে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলার সমসাময়িক ব্যক্তি[১], কেহ বা অনূপনারায়ণকে শ্রীশ্রীজীব-গোস্বামিপাদের পূর্বে শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারী ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি-লেখক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।[২]

সমঞ্জসাবৃত্তির উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায়—

> কৃষ্ণপ্রেমসুধাব্ধিমগ্নমনসো **রূপস্বরূপাদয়ো**
> জাতা যৎকৃপয়ৈব সংপ্রতি বয়ং সর্বে কৃতার্থা যতঃ।
> এষা বৃত্তিরনন্যবৈষ্ণবমনোমোদায় সাধীয়সী
> **শ্রীচৈতন্যহরে**র্দয়াময়তনোস্তস্যোপহারায়তাম্॥

অর্থাৎ যাঁহার কৃপাবলে শ্রীরূপ ও শ্রীস্বরূপপ্রমুখ ভক্তগণ কৃষ্ণপ্রেম-সুধাসমুদ্রে চিত্ত নিমগ্ন করিতে পারিয়াছেন এবং এইক্ষণে আমরা সকলেও যাঁহা হইতে কৃতার্থ হইতেছি, একান্তী বৈষ্ণবগণের চিত্তে আনন্দসম্পাদনে সমর্থা এই বৃত্তিটি সেই দয়াময়-শ্রীবিগ্রহধারী শ্রীগৌরহরিকে উপহার-রূপে প্রদত্ত হউক।

সম্পূর্ণ বৃত্তির শেষে এই পুষ্পিকা দৃষ্ট হয়,—"শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নাভিধান-মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রোক্ত-জয়াখ্য-ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমদনূপনারায়ণ-তর্কশিরোমণি-ভট্টাচার্য-বিরচিতায়াং সমঞ্জসায়াং বৃত্তৌ চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ সমাপ্তঃ॥"

কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্যপরিষদে ১ হইতে ৬৯ পত্রে বঙ্গাক্ষরে লিখিত সমঞ্জসাবৃত্তির একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আছে। উক্ত পুঁথির নম্বর—স ৮৫৫। পুঁথির শেষে নিম্নোক্ত একটি শ্লোকে লিপিকার, লিপিকাল ও স্থানের এইরূপ উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—

১। "Anupanarayana Tarkasiromoni, son of Lakshminarayan, a later contemporary of Chaitanya"—New Catalogus Catalogorum, Vol. 1, p. 163, Madras University 1949; ২। রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত অদ্বৈতসিদ্ধি-ভূমিকা, ৫১ পৃঃ, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ, কলিকাতা।

এক-নেত্র-সপ্ত-চন্দ্র-শাকমান-সংখ্যকে
শঙ্করাত্তশেষ-নন্দ-দণ্ডিনৈষ লিখ্যতে।
ভাদ্রমাস-নেত্র-সংখ্য-বাসরে স্ম জীবকে
পঞ্চক্রোশ-মধ্যদেশ-গারুড়েশ-মাঠকে ॥

অর্থাৎ ১৭৩১ শকাব্দে, ২রা ভাদ্র, বৃহস্পতিবারে পঞ্চক্রোশের মধ্যস্থিত গারুড়েশ-মঠে শঙ্করানন্দদণ্ডি-কর্তৃক ইহা লিখিত হইতেছে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিশালায় আর একটি অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়। ঐ পুঁথির নং—১৩৬৭। বৃত্তিটি দ্বৈতসিদ্ধান্তপর ; কোনও কোনও সূত্রের ব্যাখ্যায় শ্রীমধ্বাচার্যের ভাষ্যের অনুসরণ দৃষ্ট হয়। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের কোনো কথা স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। "অভাবং বাদরিঃ আহ হি এবম্"—এই ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় সমঞ্জসা-বৃত্তিতে এইরূপ লিখিত আছে,—"মুক্তস্য দেহাদ্যভাবং বাদরিরাহ। এবং 'দেহে-ন্দ্রিয়াসুহীনানাং বৈকুণ্ঠপুরবাসিনাম্' ইতি স্মৃতৌ, বৈকুণ্ঠপুরবাসত্বপ্রাকৃতা-চিন্ত্যশক্তেঃ।" এই বৃত্তিতে জীব ও পরমেশ্বরের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ, ভক্তির নিত্য অভিধেয়ত্ব ও প্রয়োজনরূপে বৈকুণ্ঠধামে গতি প্রপঞ্চিত হইয়াছে।[১]

অনূপনারায়ণ ব্রহ্মসূত্রের সমঞ্জসাবৃত্তি, শ্রীমদ্ভাগবতের বিদ্বদ্বিনোদিনী-সূচিকা, শ্রীকৃষ্ণলীলাপর পঞ্চদশ-সর্গাত্মক আমোদকাব্য ও শ্রীসীতাশতক-কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[২]

১। ব্র সূ ৪।৪ ১০ ; ২। (ক) Vide, New Catalogus Catalogorum, Vol. 1 (1949) published by Madras University, p. 163 ; (খ) Amoda —R. A. S. B. Descriptive Catalogue H. P. Sastri Vol. VII, Kavya No. 5198. Also see Introduction of Vol. VII, p. XII ; (গ) Samanjasa Britti on Brahma Sutra—Proceedings R. A. S. B. 1865, p. 687 ; See also Annals B. O. R. I., X. p. 119 ; (ঘ) Sita-Sataka-Stotra—Sanskrit Collections, Benares 1897—1901, p. 9

বঙ্গীয়-এসিয়াটিক-সোসাইটির পুঁথিশালায় অনূপনারায়ণের রচিত বিদ্বদ্বিনোদিনীর (শ্রীমদ্ভাগবত-সূচিকার) একটি পুঁথি রক্ষিত আছে।[১] পুঁথিটি সংক্ষিপ্ত, ৫টি পত্রেই সম্পূর্ণ। ইহাতে শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদের ভাবার্থ-দীপিকার প্রতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে অধ্যায়-কথাসারব্যঞ্জক শ্লোকের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি অধ্যায়ের সার কেবল শ্লোকমধ্যে গুম্ফিত হইয়াছে। অনূপনারায়ণকৃত অন্যান্য গ্রন্থে, যথা—সমঞ্জসাবৃত্তি বা আমোদ-কাব্যের উপসংহারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের নাম পাওয়া যায়; কিন্তু বিদ্বদ্বিনোদিনীতে শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ, শ্রীতুলসীদাস, শ্রীপ্রয়াগদাস-প্রমুখ সাধুগণের নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই তুলসীদাস শ্রীরামানন্দিসম্প্রদায়ের শ্রীরামচরিতমানসরচয়িতা কবি শ্রীতুলসীদাস। নাভাজীকৃত হিন্দীভক্তমালে[২] রামানন্দিসম্প্রদায়ের শ্রীসীতারামোপাসক যোগী শ্রীপ্রয়াগদাসজীর (পৈহারী কৃষ্ণদাসজীর শিষ্য অগ্রদাস, তচ্ছিষ্য প্রয়াগদাস) কথা পাওয়া যায়। বিদ্বদ্বিনোদিনীর উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোক ও পুষ্পিকাটি দৃষ্ট হয়,—"শ্রীমান্ সমকৃতানূপ-নারায়ণ-শিরোমণিঃ। বিদ্বদ্বিনোদিনী-নাম-শ্রীভাগবত-সূচনীম্॥ শ্রীসনাতনরূপাখ্যাস্তুলসীদাস-মুখ্যকাঃ। শ্রীপ্রয়াগদাসমুখ্যাঃ সন্তঃ সন্তু সদা হৃদি॥ ইতি শ্রীঅনূপ-নারায়ণ-তর্কশিরোমণি-বিরচিতা বিদ্বদ্বিনোদিনী-নাম-শ্রীভাগবতস্য সূচিকা সমাপ্তা॥" অর্থাৎ শ্রীমান্ অনূপনারায়ণ শিরোমণি বিদ্বদ্বিনোদিনী-নামক শ্রীমদ্ভাগবতার্থ-সূচিকা সম্পাদন করিলেন। শ্রীশ্রীসনাতন ও শ্রীশ্রীরূপ যাঁহাদের মধ্যে মুখ্য, শ্রীতুলসীদাস যাঁহাদের মুখ্য ও শ্রীপ্রয়াগদাস যাঁহাদের মুখ্য—সেইসকল সাধুগণ সর্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থান করুন।

১। A. S. B. নং ১১৩১ (প্রাচীন সংখ্যা), বর্তমান সংখ্যা—A. S. B. MSS, III E, 209; ২। শ্রীভক্তমাল (সটিক ও বার্তিকপ্রকাশসহ) ৬২৯, ৮১৯, ৮৪৭ পৃঃ, নবলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ-সং, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দ দ্রষ্টব্য।

অনূপনারায়ণকৃত পঞ্চদশসর্গাত্মক 'আমোদ'কাব্যেও শ্রীচৈতন্যদেবের এবং শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপের নামোল্লেখসহ একটি শ্লোক দৃষ্ট হয়,—

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসুধাব্ধিমগ্নমনসো. রূপস্বরূপাদয়ো
জাতা যৎকৃপয়ৈব সম্প্রতি বয়ং সর্বে কৃতার্থা যতঃ।
শ্রীচৈতন্যহরের্দয়াময়তনোস্তস্যোপহারো গুরোঃ
গ্রন্থঃ স্যাৎ মিহিরস্য দীপবদসাবামোদ-নামা লঘুঃ ॥[১]

উক্ত আমোদ-কাব্যের ১ম সর্গের শেষে অনূপনারায়ণ স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়া লিখিয়াছেন,—

শ্রীলা কৃষ্ণকথামৃতং করুণয়া লক্ষ্ম্যগ্রনারায়ণা-
পত্যং পায়য়তি স্ম চম্পকলতা যানূপনারায়ণম্।
গ্রন্থে তৎকরুণা-কণেন জনিতে ধীমন্মনোমন্দরং
সর্গোঽয়ং প্রথমো হরিপ্রণয়িতা দুগ্ধাব্ধিমগ্নং ক্রিয়াৎ ॥

অর্থাৎ যে শ্রীযুক্তা চম্পকলতা কৃপাপূর্বক লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র অনূপ-নারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণকথাসুধা পান করাইতেন, তাঁহার করুণার লেশজাত এই গ্রন্থের শ্রীহরিপ্রীতিসম্পাদক প্রথমসর্গ বিজ্ঞজনের চিত্তরূপ মন্দর-শৈলকে ক্ষীরোদ-সমুদ্রে মগ্ন করুক।

অনূপনারায়ণকৃত সীতাশতক-পুঁথিটি কাশীর গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-কলেজের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। ঐ পুঁথিটি দশ পাতায় সম্পূর্ণ। কিন্তু তন্মধ্যে ৮ম ও ৯ম পত্রদ্বয় নাই। বর্তমানে ঐ পুঁথির নূতন সংখ্যা —প্রাঃ (৩৩)। সীতাশতক-কাব্যটি শ্রীজানকীর সম্বন্ধে লিখিত। পুঁথিটির উপসংহারে নিম্নলিখিত শ্লোক ও পুষ্পিকাটি পাওয়া যায়—

তর্কালঙ্কৃতি-পণ্ডিতেন্দ্রপদবীমাসাদিতো দৈবতো
যো বর্ষান্তরনায়কৈরপি গতো বিদ্যাবহাদুর্গিরা।

১। এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি নং ৫১৯৮ 'আমোদ', ৪৫ পত্রের ২য় পৃঃ।

কাশীনাথবিচক্ষণস্য সদসি স্থিত্বা করোচ্ছ্রীমতঃ
শ্রীসীতাশতকাভিধামৃতকৃৎত্বয়ানূপনারায়ণঃ ॥[১]

শ্রীমদনূপনারায়ণশর্মাখ্য তর্কশিরোমণিনেদং রচিতং সীতাশতকং সম্পূর্ণম্। সতাং মোদেহস্ত ওমিতি। শ্রীঅনূপনারায়ণ-দেবশর্মতর্কশিরোমণিভট্টাচার্য-বিরচিতং সীতাশতকাখ্যং কাব্যং সম্পূর্ণম্। ১৮৬২ সম্বৎ।

উপসংহার-শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ—'যিনি দেবপ্রসাদে অন্যবর্ষীয় নেতৃবৃন্দের দ্বারা তর্কালঙ্কার-পণ্ডিতেন্দ্র-উপাধি এবং বাক্যদ্বারা বিদ্যাবাহাদুর-খ্যাতি লাভ করিয়াছেন (অর্থাৎ যাঁহাকে বিলাতের রাজকীয় পুরুষগণ তর্কালঙ্কার-পণ্ডিতেন্দ্র-উপাধি দিয়াছিলেন এবং মুখে যাঁহাকে বিদ্যাবাহাদুর বলা হইত), সেই বিচক্ষণ শ্রীমান্ কাশীনাথের সভায় থাকিয়া অনূপনারায়ণ সীতাশতক-নামক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কাশী গভর্ণমেণ্ট-সংস্কৃতকলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ, ডি-লিট্ মহাশয় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে উক্ত শ্লোকের 'বর্ষান্তরনায়ক' পদটি Duncan সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। তিনি Lord Cornwallisর সময় (১৭৮৬—১৭৯৩ খ্রীঃ) Political Resident ছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যোগে কাশীর সংস্কৃতকলেজ স্থাপিত হয়। George Nicholls-প্রণীত 'History of the Sanskrit College, Benares' (১৮৪৮ খ্রীঃ)-নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, 'সর্বশাস্ত্রগুরু তর্কালঙ্কার পণ্ডিতেন্দ্র-বিদ্যাবাহাদুর'-উপাধিযুক্ত কাশীনাথ ১৭৯১—১৮০১ খ্রীঃ পর্যন্ত সংস্কৃত-কলেজের সর্বপ্রথম Principal, Director বা Rector ছিলেন।[২]

১। শেষোক্ত চরণটিতে লিপিকর-প্রমাদ আছে বলিয়া মনে হয়। ২। 'History of the Sanskrit College, Benares' (Printed by the Supdt. Govt. Press, U. P., Allahabad 1907)-গ্রন্থের ভূমিকায় George Nicholls, Hd. master Benares College লিখিয়াছেন—(1848) "The first Principal

শ্রীঅনূপনারায়ণ কাশীনাথের সভাসদ্ বলিয়া নিজেকে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি কাশীনাথের সমসাময়িক; শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক বা শ্রীজীবগোস্বামিপাদের পূর্ববর্তী নহেন। সিদ্ধান্তের দিক্ হইতেও অনূপনারায়ণ শ্রীচৈতন্যমতাবলম্বী নহেন। শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁহার দুইএকজন পার্ষদের প্রতি অনূপনারায়ণের ব্যক্তিগত সাধারণ শ্রদ্ধা থাকিলেও রামানন্দী সাধুগণের প্রতিও তাঁহার সেইরূপ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সীতাশতকাদি-কাব্য লিখিয়া শ্রীসীতারাম-উপাসনার প্রতিও নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার 'সমঞ্জসাবৃত্তি' দ্বৈতসিদ্ধান্ত-পর, অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্তপর নহে।

শক্তিভাষ্য

কিছুদিন পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে ব্রহ্মসূত্রের 'শক্তিভাষ্য'-নামক একটি ভাষ্যে একপ্রকার শাক্তবাদ 'স্বরূপাদ্বৈতবাদ' নামে প্রচারিত হইয়াছে। উক্ত মতে শক্তিই হইলেন—চিৎ ও অচিৎ (নিত্যসম্মিলিত), পুরুষ ও প্রকৃতিস্বরূপ ব্রহ্ম। শক্তিই—ব্রহ্ম, চিন্মাত্র শিব—নিরুপাধিক চৈতন্য বা পুরুষ আর প্রকৃতি হইল—অচিন্মাত্র। প্রকৃতি ও পুরুষ—দুই হইলেও উভয়স্থিত কার্যজননীসত্তা এক, যেমন—তুষ ও তণ্ডুল উভয় মিশ্রণেই ধান্য। শক্তিরূপ ব্রহ্মের প্রথম পরিণামই বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বস্থিত বীজভূত-

---

or Director of the College was Sero Shastri Guru Tarkalankar Cashinath Pandit Inder Bedea Behadar" (সাহেবের উচ্চারণবশতঃই ঐরূপ বানানগুলি দৃষ্ট হয়)। পণ্ডিত শ্রীযুত শিবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, বি-এ, বিদ্যারত্ন মহাশয় কাশী-সংস্কৃতকলেজের বর্তমান প্রিন্সিপ্যাল মহাশয়ের নিকট হইতে উক্ত গ্রন্থের মূল পুঁথি ও মুদ্রিত গ্রন্থ প্রভৃতি আলোচনা করিয়া কৃপাপূর্বক আমাদিগকে এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ও আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, অনূপনারায়ণ বঙ্গদেশীয় বারেন্দ্রশ্রেণীর সান্যালবংশের ব্যক্তি। তাঁহার অভ্যুদয়কাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে, তিনি কাশীতে বাস করিয়াছিলেন।

রূপাদি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত সাকারব্রহ্মই নারায়ণ ইত্যাদি। অসংখ্য জীবও ব্যষ্টিবুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইয়াই উৎপন্ন। এই মত বিবর্তবাদ বা মায়াবাদকে শ্রুতিবিরোধী মত বলিয়া খণ্ডন করিলেও চরমে প্রচ্ছন্ন-ভাবে নির্বিশেষবাদের প্রভাবেই পতিত হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের উৎপত্ত্য-সম্ভবাধিকরণে শ্রীমধ্ব-শ্রীনিম্বার্ক-প্রমুখ আচার্যগণ শক্তিকারণবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা ছাড়া উক্ত শক্তিভাষ্যে শাক্তসম্প্রদায়েরও পরম্পরা-গত কোনো প্রাচীন মতই প্রকৃতভাবে প্রকাশিত হয় নাই। এজন্য ইহা একটি স্বতন্ত্র ও স্বকপোলকল্পিত অর্বাচীন মত বলিয়া শাক্তদর্শনের গবেষকগণও মন্তব্য করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীকাশীধামবাসী পণ্ডিত-প্রবর মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ, ডি-লিট্, মহাশয় 'Sakta Philosophy' শীর্ষক প্রবন্ধের টীকায় উক্ত মতবাদ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"P. Panchanan Tarkaratna attempted to bring into prominence what he regarded as the Sakta point of view in the history of Indian Philosophy * * * but it does not truly represent any of the traditional view-point of the Sakta-school."[১]

১। History of Philosophy : Eastern & Western, Vol. 1—Sakta Philosophy Notes, P. 425.—The Ministry of Education, Govt. of India, 1952.

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব ও বেদান্তভাষ্য

শ্রীচৈতন্য-চরিত

১৪০৭ শকাব্দার (=১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ=৮৯২ বঙ্গাব্দের) ২৩শে ফাল্গুন শনিবার, দোলপূর্ণিমার দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে আংশিক চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে উপচ্ছায়া-স্পর্শের সময় চতুর্দিকে শ্রীহরিনাম-সংকীর্তন প্রকট করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশচী-জগন্নাথমিশ্র-ভবনে শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হয়। শ্রীনবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিমাই, বিশ্বম্ভর, গৌর-সুন্দর, মহাপ্রভু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হ'ন। শ্রীনিমাই শ্রীগঙ্গা-দাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন এবং শ্রীনবদ্বীপবাসী শ্রীবল্লভাচার্যের কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। নিমাইর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দিকে বিঘোষিত হইলে, একদিন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপে আসিয়া শ্রী-নিমাইর সহিত বিচার আরম্ভ করেন এবং পরাজিত হইয়া তাঁহার শরণাগত হ'ন। শ্রীনিমাই 'বাদিসিংহ'খ্যাতি লাভ করেন। কিছুকাল পরে শ্রীলক্ষ্মী-দেবীর অন্তর্ধান হয় এবং পরে শ্রীনিমাই শ্রীসনাতনমিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণু-প্রিয়াদেবীকে বিবাহ করেন। শ্রীনিমাই পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার ছলে গয়া-ধামে গমন করিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ ও অদ্ভুত ভাবান্তরলীলা প্রকাশ করেন। আহার-বিহারে, শয়নে-স্বপনে অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিতে বিভাবিত শ্রীনিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণকে শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য কিছুই পড়াইতে না পারিয়া অধ্যাপন-লীলার পর্ব সমাপ্ত করেন এবং সকলকেই সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবার উপদেশ দেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রী-গদাধর পণ্ডিত, শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রী-নিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুর-প্রমুখ ভক্তগণের

সহিত মিলিত হইয়া সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন ; শ্রীহরিদাস-শ্রীনিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তের দ্বারা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণনামপ্রচার ; জগাই-মাধাই-প্রমুখ মহাপাপীর উদ্ধার ; শ্রীচন্দ্রশেখর-ভবনে নাট্যাভিনয় ; শ্রীবাসগৃহে প্রতিরাত্রে সংকীর্তনাদির অনুষ্ঠান-দ্বারা মহাপ্রভু সর্বক্ষণ শ্রীহরিভজনের আদর্শ প্রকট করেন। নবদ্বীপের তদানীন্তন কাজী উচ্চ হরিনাম-কীর্তনে
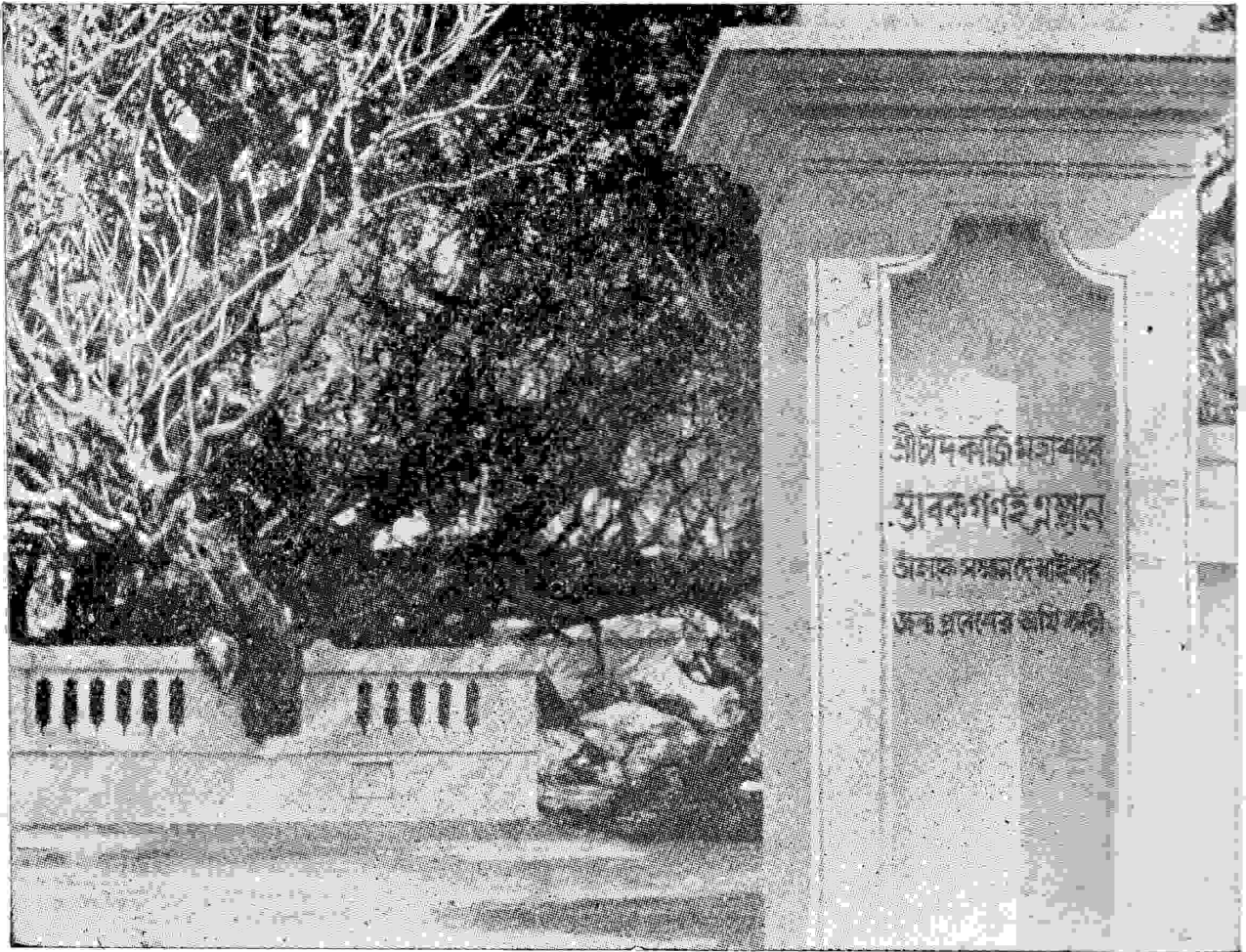
শ্রীগৌরকৃপালব্ধ কাজীর সমাধি (শ্রীনবদ্বীপ)

মহাপ্রভুর ভক্তগণকে বাধা প্রদান করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া একটি বিরাট নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রা গঠন করিয়া কাজীর গৃহে উপস্থিত হ'ন। ভবিষ্যতে হরিনাম-সংকীর্তনে কোন প্রকার বাধা প্রদান করিবেন না—কাজী স্বয়ং এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ন এবং তাঁহার বংশধরগণের প্রতিও সেইরূপ স্থায়ী আদেশ প্রদান করেন। কাজী

মহাপ্রভুর মুখোচ্চারিত শ্রীকৃষ্ণনামের অনুকীর্তন করিয়া প্রভুর কৃপায় অভিষিক্ত হ'ন। নবদ্বীপের তাৎকালিক বিমুখব্যক্তিগণ শ্রীমহাপ্রভুর করুণা বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার নিন্দাবাদ আরম্ভ করায় তাহাদেরও মঙ্গলের জন্য শ্রীনিমাই ১৪৩১ শকে (=১৫১০ খ্রীঃ=৯১৬ বঙ্গাব্দে) ২৯শে মাঘ, পূর্ণিমা তিথিতে কাটোয়ায় শ্রীকেশব-ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রকট করিয়া 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে খ্যাত হ'ন। পরে
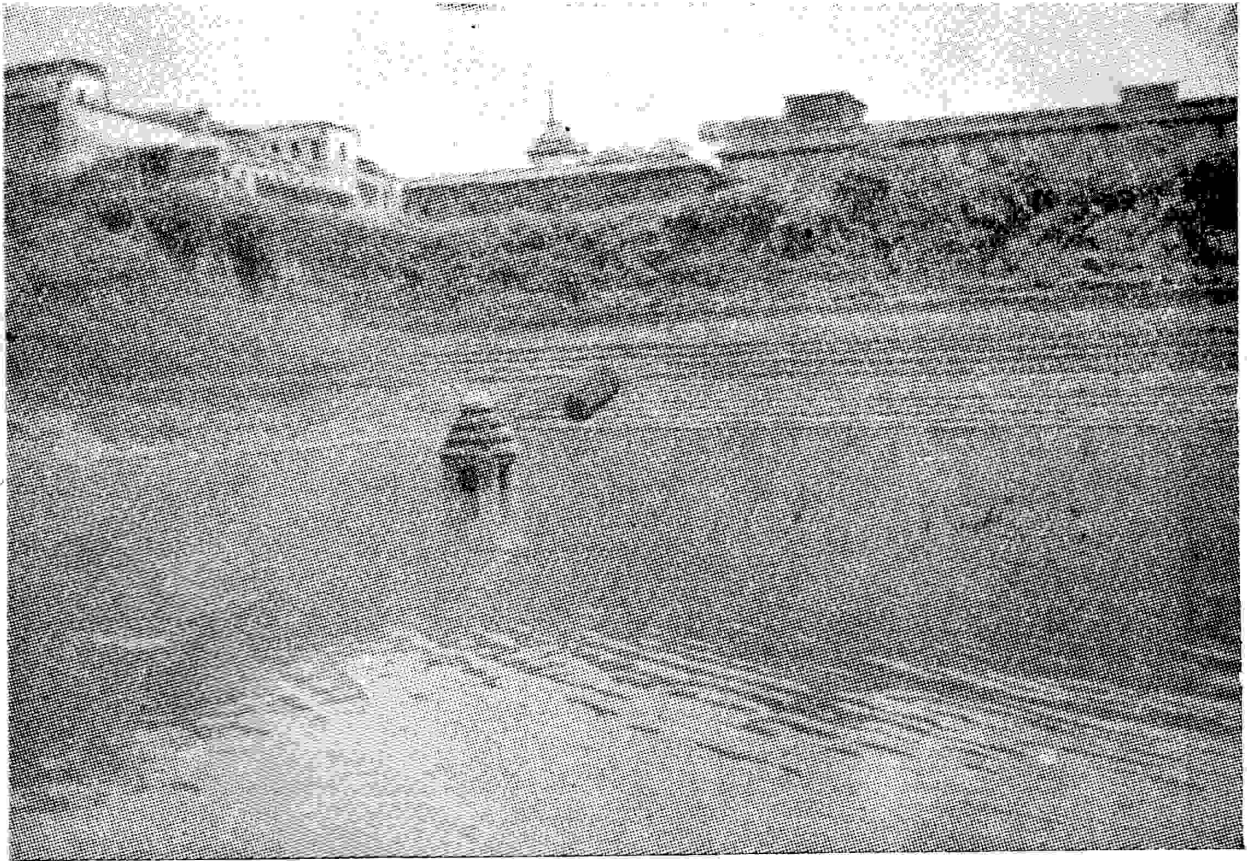
শ্রীপুরীধামে এই স্থানস্থ শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্য-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেব
বেদান্তের মায়াবাদভাষ্য খণ্ডন করিয়াছিলেন

তিনি পুরীতে গমন ও তথায় শ্রীসার্বভৌমভট্টাচার্যের সহিত মিলিত হ'ন। শ্রীসার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট শঙ্কর-শারীরকভাষ্য ব্যাখ্যা করিলে শ্রীমহাপ্রভু সাত দিন পর্যন্ত সম্পূর্ণ মৌন থাকেন। শ্রীসার্বভৌম উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অষ্টম দিবসে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলেন যে,

শ্রীব্যাসসূত্রের অর্থ সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু শাঙ্কর ভাষ্যে সেই নির্মল ও সহজ অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীসার্বভৌমের নিকট শাস্ত্রবিচার-যুক্তিদ্বারা মায়াবাদ খণ্ডন ও সার্বভৌমকে মায়াবাদ হইতে উদ্ধার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরী হইতে আলালনাথের পথে কন্যা-কুমারিকা পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণচ্ছলে শ্রীগোদাবরীতটে শ্রীরায়রামানন্দের নিকট সাধ্য-সাধনতত্ত্ববিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও নিজস্বরূপ প্রকট
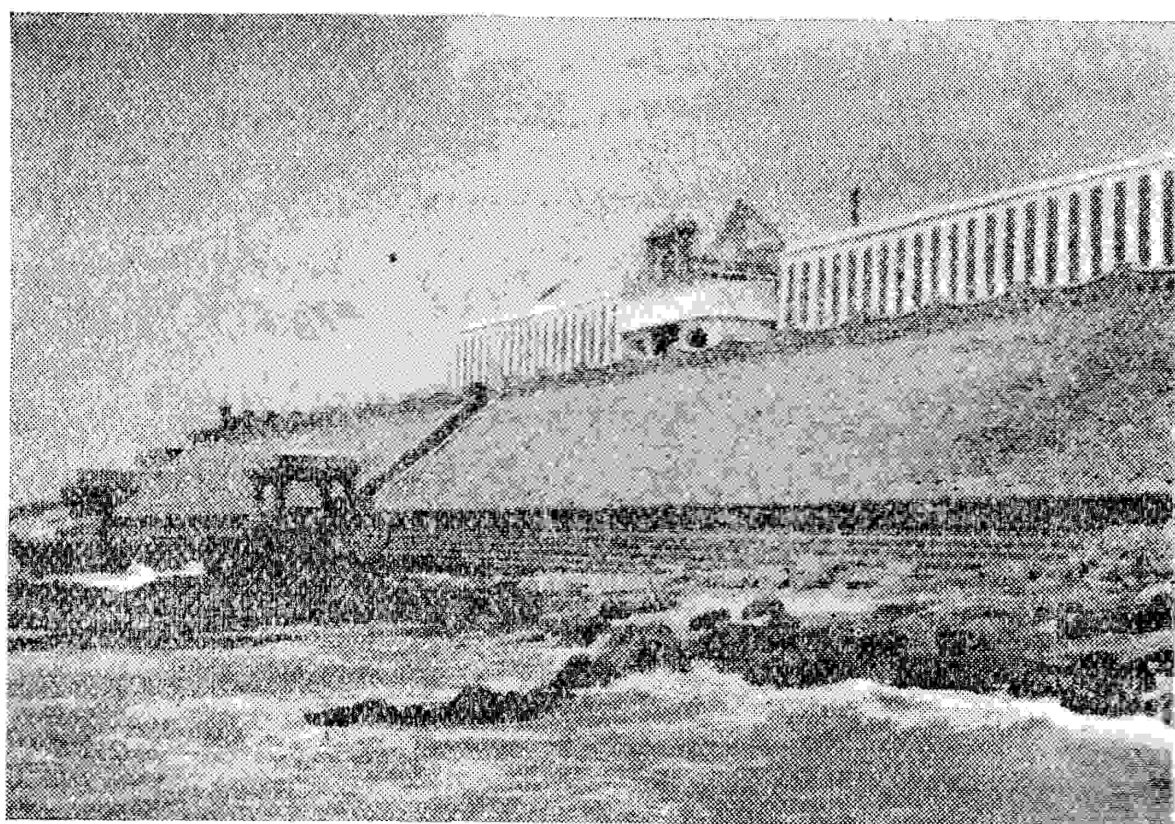
ভারতের সর্বদক্ষিণ-প্রান্তে ভারতমহাসাগর, আরবসাগর ও বঙ্গসাগরের সঙ্গমস্থলে শ্রীগৌরপদাঙ্কিত কন্যাকুমারিকাতীর্থ ও মন্দির

করেন এবং বৌদ্ধ, মায়াবাদী, রামানন্দী, তত্ত্ববাদী, শ্রীবৈষ্ণবাদি সমস্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকেই কৃপাভিষিক্ত করিয়া শ্রীভাগবত-সিদ্ধান্ত এবং ভজন-বিষয়ক শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত-নামক দুইখানি পুঁথি আবিষ্কারপূর্বক তৎপ্রতিলিপিসহ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করেন। পুরীতে ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের বিবিধ সেবার আদর্শ

প্রকট করেন। ইহার পর শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়দেশে গমনপূর্বক শ্রী-শ্রীরূপ-সনাতনকে রামকেলি হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসেন এবং শ্রীরঘুনাথকেও কৃপা করেন। পুরীতে ফিরিয়া একমাত্র শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্যকে সঙ্গে লইয়া ঝারিখণ্ড-বনপথে হিংস্র জন্তুগণকে কৃষ্ণনামে প্রেমোন্মত্ত করিয়া তিনি কাশী ও প্রয়াগ হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ এবং পুনরায় শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগ আসিবার পথে কয়েকজন পাঠানকে
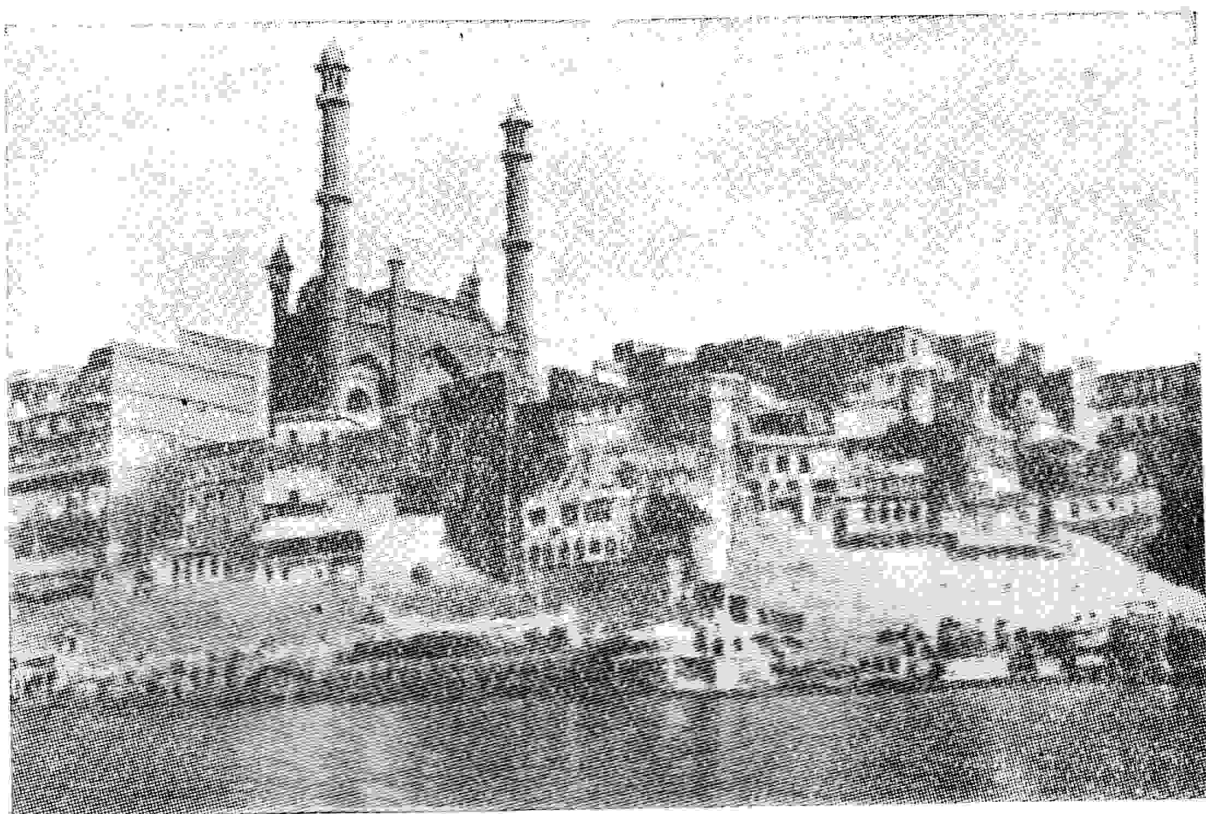
শ্রীকাশীধামে পঞ্চগঙ্গার তটে শ্রীবিন্দুমাধবের ধ্বজা—এই স্থানে
শ্রীচৈতন্যদেব সশিষ্য শ্রীপ্রকাশানন্দ-সরস্বতীর নিকট
ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন

ভাগবতধর্মে আকৃষ্ট ও মহাভাগবত করিয়াছিলেন। প্রয়াগে আগমনপূর্বক তথায় শ্রীরূপশিক্ষা ও শ্রীকাশীতে শ্রীসনাতনশিক্ষা প্রকট এবং শ্রী-প্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসীকে উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত বিস্তার করেন। পুনরায় তিনি নীলাচলে আগমন-

পূর্বক ছোট শ্রীহরিদাসের প্রতি শিক্ষাদান-লীলা এবং শ্রীবল্লভাচার্যের ও শ্রীরামচন্দ্রপুরীর সহিত যথাযোগ্য ব্যবহারের দ্বারা জগজ্জীবকে বিবিধ মঙ্গলময় শিক্ষা প্রদান করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহারই অগ্রদূতস্বরূপ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ ভক্তিকল্পতরুর প্রথমাঙ্কুররূপে জগতে প্রকটিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বিস্তার করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু, শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীপুণ্ডরীকবিদ্যানিধিপাদ, শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ, শ্রীপরমানন্দপুরীপাদ, শ্রীরঙ্গ-পুরীপাদ-প্রমুখ অতিমর্ত্য মহাপুরুষগণ সকলেই শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য ছিলেন। শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদের ভাষায় বলিতে গেলে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদ—

> পৃথিবীতে রোপণ করি' গেলা প্রেমাঙ্কুর।
> সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ—চৈতন্যঠাকুর ॥[১]

শ্রীপুরীধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে নির্যাণ লাভ করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রী-কৃষ্ণের বিরহোন্মাদে নানাপ্রকার অতিমর্ত্য অদ্ভুত ভাব প্রকট করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ৪৮ বৎসরকাল জগতে প্রকট থাকিয়া আব্রহ্মস্তম্ব সকল জীবকে তথা সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণকে শ্রীকৃষ্ণনাম-প্রেমরসে অবগাহন করাইয়া মহাবদান্যতার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 'শিক্ষাষ্টক'-নামক স্বরচিত আটটি শ্লোকে সমস্ত বেদ-বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের সার এবং জীবমাত্রেরই চরম ও পরম প্রয়োজনের কথা গ্রথিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার রচিত আরও কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শ্লোক শ্রীপদ্যাবলী, শ্রীচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি-গ্রন্থে সমাহৃত হইয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃত'-নামক একখানি গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে বলেন। শ্রী-

---

১। চৈ চ অ ৮।৩৪

চৈতন্যদেবের শক্তি-সঞ্চারিত হইয়াই শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-প্রমুখ গোস্বামি-পাদগণ সার্বভৌম শ্রীভাগবত-গৌড়ীয়-সাহিত্য প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু-কর্তৃক মায়াবাদভাষ্য খণ্ডন ও শ্রীব্যাস-সিদ্ধান্ত-স্থাপন

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর সহিত ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্য-সম্বন্ধে যে সকল বিচার ও সিদ্ধান্ত প্রকট করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হইল ঃ—

১। বেদান্তসূত্র—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের বাক্য। শ্রীনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসরূপে সেই বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন। শ্রীগীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্"[১]—আমি বেদান্তকর্তা ও বেদার্থ-জ্ঞাতা। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্"[২]—শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নব্যাসকে সাক্ষাৎ প্রভু নারায়ণ বলিয়া জানিবে। ভ্রম, অনবধানতা, অপরকে বঞ্চনা করিবার ইচ্ছা ও ইন্দ্রিয়ের অপটুতা প্রভৃতি দোষ ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাসের সূত্রে সেইরূপ কোন দোষই থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য হইলেন—শ্রুতিসমূহ; ব্রহ্মসূত্র—উপনিষদের প্রমাণের দ্বারা সমর্থিত। ব্রহ্মসূত্রের যে অর্থ—শব্দের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাই সহজে অবগত হওয়া যায়, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য গৌণ বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করায় ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে।[৩] শ্রীশঙ্করের দোষ নাই; তিনি শ্রীভগবানের আজ্ঞা পালন করিবার জন্যই ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থের আচ্ছাদন করিয়া গৌণার্থ করিয়াছেন।[৪] বস্তুতঃ "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"[৫]—

১। গীতা ১৫।১৫; ২। বিষ্ণুপুরাণ ৩।৪।৫, বঙ্গবাসী-সং; ৩। চৈ চ ম ৬।১৩৮; ৪। ঐ আ ৭।১১০; ৫। ব্র সূ ২।১।২৭

এই ব্রহ্মসূত্রেই উক্ত হইয়াছে, শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থ মানবযুক্তি বা মনীষার অতীত হইলেও তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আচার্য শঙ্কর কিরূপভাবে ব্রহ্মসূত্রের মুখ্য অর্থসমূহ আবরণ করিয়া গৌণার্থসমূহ সাধন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমন্মহাপ্রভু দেখাইতেছেন—

২। "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—ব্রহ্মসূত্রের এই প্রথম সূত্রটির মধ্যেই যে ব্রহ্ম-শব্দ, সেই ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থাৎ স্বাভাবিক অর্থে—শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণে শক্তিমান্ পরমেশ্বরই উদ্দিষ্ট হইয়াছেন, যথা—"(অথর্বশির উ ৩।৯) 'অথ কস্মাদুচ্যতে পরং ব্রহ্ম * * বৃংহতি বৃংহয়তি চ' ইতি শ্রুতেঃ, 'বৃহত্বাদ্‌বৃংহণত্বাচ্চ যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ' ইতি বিষ্ণুপুরাণাচ্চ[১]; অত্রাপি শক্তিমত্ত্বেন ব্রহ্ম-শব্দস্য পরমেশ্বর-বাচকত্বাৎ।"[২] শ্রুতিতে ব্রহ্ম-শব্দের যে প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ (বৃন্‌হ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে মন্‌-প্রত্যয় করিয়া ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন, বৃন্‌হ-ধাতুর অর্থ—বৃহত্ত্ব) কথিত হইয়াছে, তাহাই হইল মুখ্যার্থ। বৃংহতি অর্থাৎ যিনি নিজে বড় হ'ন এবং বৃংহয়তি—যিনি অপরকেও বড় করেন, তিনি ব্রহ্ম। এইস্থানে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ হইতে 'ব্রহ্ম যে শক্তিমান' তাহা জানা যায়। যিনি অপরকে বড় করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই বড় করিবার শক্তি আছে—ইহা কল্পনামূলক মন্তব্য নহে। ব্রহ্মসূত্রের উপজীব্য যে-শ্রুতি, তাহাও এই দুইটি অর্থই প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"[৩]—তাঁহার সমান বা তাঁহা অপেক্ষা বড় কিছু দেখা যায় না অর্থাৎ ব্রহ্ম অসমোর্ধ্ব বা বৃহত্তম তত্ত্ব। আবার এই মন্ত্রই পরের চরণে বলিতেছেন—"**পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী** জ্ঞানবলক্রিয়া চ,"[৪] অর্থাৎ এই পরব্রহ্মের যে পরা শক্তির বৈচিত্রীর কথা শুনা যায়, তাহা স্বাভাবিকী ও জ্ঞান-বল-ক্রিয়ারূপা। শ্রুতিমন্ত্রের এই অংশটি 'বৃংহয়তি' অর্থাৎ ব্রহ্মের যে অপরকেও বড় করিবার শক্তি আছে, তাহাই স্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন।

১। বি পু ১।১২।৫৭, ৩।৩।২১ ; ২। শ্রীক্রমসন্দর্ভ ১।১।১ ; ৩। শ্বেতাশ্ব ৬।৮ ; ৪। ঐ, ঐ।

'ব্রহ্ম'-শব্দের অর্থ—তত্ত্ব সর্ব-বৃহত্তম।
স্বরূপ-ঐশ্বর্য করি' নাহি যাঁর সম ॥[১]

'ব্রহ্ম'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত মুখ্যার্থ আচার্য শঙ্করও তাঁহার ভাষ্যে স্বীকার করিয়াছেন এবং ব্রহ্ম যে সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি-সমন্বিত তত্ত্ব, তাহাও স্বীকার করিয়াছেন—"অস্তি তাবন্নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাবং সর্বজ্ঞং **সর্ব-শক্তিসমন্বিতং ব্রহ্ম**। ব্রহ্মশব্দস্য হি ব্যুৎপাদ্যমানস্য নিত্যশুদ্ধত্বাদয়োঽর্থাঃ প্রতীয়ন্তে বৃহতের্ধাতোরর্থানুগমাৎ।"[২] অর্থাৎ বৃন্হ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রহ্ম—নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি-যুক্ত। ব্রহ্মের যে বৃহত্তমতা, তাহাই হইল ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণ। সুতরাং ব্রহ্ম—সবিশেষতত্ত্ব, "যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি"[৩], "রসো বৈ সঃ",[৪] "আনন্দং ব্রহ্ম",[৫] "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোঽশ্নুতে সর্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি।"[৬] ব্রহ্ম—সর্বজ্ঞ, সর্ববিদ্, রসস্বরূপ, আনন্দ, সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত। যিনি ব্রহ্মকে পরব্যোমে (তাঁহার ধামে) ও হৃদয়-গুহার মধ্যে অন্তর্যামিস্বরূপে নিহিত জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামসমূহকে ভোগ করেন। —এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে সবিশেষরূপেই স্থাপন করিয়াছেন। কারণ—সর্বজ্ঞতা, সত্যতা ও আনন্দ-ধর্ম নির্বিশেষ বস্তুর নাই। সর্বজ্ঞাদি-শব্দ বিশেষত্ব-বাচক। ব্রহ্ম যে চিদ্বিলাস বা লীলাময়, তাহাও বেদান্তসূত্রে উক্ত হইয়াছে, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"[৭]—লোকবৎ (অর্থাৎ লোকের ন্যায়) তু (কিন্তু) লীলাকৈবল্যম্ (লীলাই কেবল প্রয়োজন)। —এই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মের লীলাময়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লীলা দুই প্রকারের

১। চৈ চ ম ২৪।৬৬; ২। ব্র সূ ১।১।১—শঙ্কর-শারীরকভাষ্য; ৩। মুণ্ডক ২।২।৭; ৪। তৈত্তিরীয় ২।৭; ৫। বৃহদারণ্যক ৩।৯।২৮।৭; ৬। তৈত্তিরীয় ২।১।৩; ৭। ব্র সূ ২।১।৩৩

—একটি মায়াদ্বারা প্রদর্শিতা সৃষ্টিস্থিতিসংহার-ক্রিয়া—মায়িকী লীলা এবং অন্যটি তাঁহার শ্রীবিগ্রহচেষ্টা—হাস্য, বিলাস, খেলা, নৃত্য, যুদ্ধাদি স্বরূপশক্তিময়ী লীলা।[১] "স ঈক্ষত"[২] অর্থাৎ ব্রহ্ম—দর্শন করিলেন। "স ঐক্ষত"[৩]—তিনি পর্যালোচনা করিয়াছিলেন। "সোঽকাময়ত"[৪]—তিনি কামনা করিয়াছিলেন—ইত্যাদি বহু বহু শ্রুতিতে ব্রহ্মের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। সুতরাং 'ব্রহ্ম'-শব্দের মুখ্য অর্থ—অসমোর্ধ্ব অর্থাৎ বৃহত্তম ও চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ ভগবান্, যথা—

ব্রহ্ম-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, অনূর্ধ্ব সমান ॥[৫]

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কোন কোন শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্ম—নির্বিশেষ, নির্গুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মকে যে নির্বিশেষ ও নির্গুণ বলিয়াছেন, তাহা শ্রুতিরই অনুগত সিদ্ধান্ত। এই আশঙ্কার উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রুতি যে-স্থানে ব্রহ্মকে নিরাকার বা নির্গুণ বলিয়াছেন, সে-স্থানে ব্রহ্মের প্রাকৃত শরীর বা প্রাকৃত গুণ নাই; বস্তুতঃ অপ্রাকৃত তনু ও অপ্রাকৃত গুণ আছে'—ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্রুতি প্রাকৃতত্ব নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃতত্ব স্থাপন করিয়াছেন। "নির্গুণস্য—মধ্যপদলোপেন নির্গতা গুণেভ্যো গুণা যস্য তস্য, প্রাকৃতগুণাতীত-নিত্য-গুণস্য"[৬] অর্থাৎ নির্গুণপদটি মধ্যপদলোপে সমাসবদ্ধ—নির্গত [অর্থাৎ অতীত হইয়াছে প্রাকৃত] গুণসমূহ হইতে গুণ যাঁহার, তিনি নির্গুণ—প্রাকৃতগুণাতীত—নিত্যগুণবান্; অতএব নির্গুণ-অর্থে—প্রাকৃতগুণ-সম্পর্করহিত, নিখিল-কল্যাণগুণাধার।[৭] শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে যথা—

১। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১৫০ অনু; ২। ঐতরেয় ১।১।১; ৩। বৃহদারণ্যক ১।২।৫; ৪। ঐ ১।২।৪; ৫। চৈ চ আ ৭।১১১; ৬। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ—১৪৯ অনু; ৭। শ্রীসংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।১

যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥[১]

যে যে শ্রুতি ব্রহ্মকে বিশেষরহিত বলিয়া নির্দেশ করেন, সেই সেই শ্রুতি আবার সবিশেষই বলিয়া নির্ধারণ করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, উভয়বিধ শ্রুতির বিচার করিলে সবিশেষই বলবান্ হয়—

'নির্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
প্রাকৃত নিষেধি' করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন ॥[২]

ইহার প্রমাণস্বরূপ শ্রীমহাপ্রভু শ্রুতির মন্ত্র হইতে দেখাইতেছেন—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ব্রহ্মেতি।"[৩]—যাঁহা হইতেই (অপাদান) এই সমুদয় প্রাণী (ব্রহ্মা হইতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত), জাত হইয়া যাঁহার দ্বারা (করণ) জীবনধারণ করে, প্রলয়ে যাঁহাতে (অধিকরণ) প্রবেশ করে, তাঁহাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছুক হও। তিনি ব্রহ্ম।

'অপাদান', 'করণ', 'অধিকরণ'-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন ॥[৪]

৩। যিনি ঐশ্বর্যবান্, তিনি ভগবান্। শক্তি-বিচিত্রতাই—ঐশ্বর্য। ব্রহ্মের ঐশ্বর্যের কথা শ্রুতি প্রমাণ করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের মুখ্যার্থ—'ভগবান্'। ব্রহ্মের ঐশ্বর্য বা ভগবত্তা না থাকিলে শ্রুতি ব্রহ্মকে বিশ্বের অপাদান-কারক, করণ-কারক ও অধিকরণ-কারক বলিয়া বর্ণন করিতেন না। ব্রহ্ম—অপ্রাকৃত মন ও নয়নাদিবিশিষ্ট, ইহাও শ্রুতিমন্ত্রে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য-শ্রুতি বলিতেছেন, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি"[৫]—সেই সংস্বরূপ ব্রহ্ম ঈক্ষণ করিলেন এবং মনে করিলেন, 'আমি প্রজার (জীবের) নিমিত্ত তাহাদের অন্তর্যামিরূপে বহু হইব।'—এই শ্রুতি

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৬।৬৭ সংখ্যাধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-বচন ; ২। চৈ চ ম ৬।১৪১ ; ৩। তৈত্তিরীয় ৩।১ ; ৪। চৈ চ ম ৬।১৪৪ ; ৫। ছান্দোগ্য ৬।২।৩

হইতে জানা যায়, ব্রহ্ম—দৃষ্টির দ্বারা মায়াতে সৃষ্টি করিবার শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মের দৃষ্টিপ্রভাবে মায়া বা প্রকৃতি সৃষ্টি-সামর্থ্য লাভ করে। আর তিনি বহু ব্যষ্টি-জীবের অন্তর্যামী হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম যে-নয়নের দ্বারা দৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যে-মনের দ্বারা ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই নয়ন ও সেই মন নিশ্চয়ই প্রাকৃত নহে। কারণ, তখন প্রাকৃত সৃষ্টিই হয় নাই।[১]

"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।"[২] —সেই পরব্রহ্ম হস্তপদাদিশূন্য হইয়াও দ্রুত গমন করেন ও সর্ববস্তু গ্রহণ করেন, চক্ষুহীন হইয়াও সমস্ত দর্শন করেন এবং কর্ণহীন হইয়াও সকল বিষয় শ্রবণ করেন।—এই শ্রুতিমন্ত্রে ব্রহ্মের যে প্রাকৃত হস্তপদ ও চক্ষুকর্ণ নাই, তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুনরায়—তিনি দ্রুত গমন করেন, সর্ববস্তু গ্রহণ করেন, দর্শন করেন ও শ্রবণ করেন, ইহা জানাইয়া শ্রুতি পরব্রহ্মের অপ্রাকৃত হস্ত-পদ-চক্ষু-কর্ণাদির অস্তিত্বের কথা অর্থাৎ ব্রহ্ম যে সবিশেষবস্তু তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীবিগ্রহ —ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং পরমানন্দস্বরূপ। শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ একবাক্যে পরব্রহ্মের স্বতঃসিদ্ধ শক্তি-বৈচিত্রীর কথা স্বীকার করিয়াছেন। মুণ্ডক-শ্বেতাশ্বতরাদি[৩]শ্রুতি, শ্রীগীতা[৪], শ্রীবিষ্ণুপুরাণাদি[৫]র বাক্য তাহার প্রমাণ।

ব্রহ্মের অনন্তশক্তির কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে তিনটি শক্তি প্রধান—স্বরূপশক্তি, তটস্থাখ্যা জীবশক্তি ও অবিদ্যা বা মায়াশক্তি। অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির তিনটি বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি —মূর্তস্বরূপে ভগবৎপরিকর, ধাম ও লীলাপোষক চিদ্‌দ্রব্য-সম্ভাররূপে প্রকাশিত থাকিয়া ভগবানের সেবা করেন এবং অমূর্ত-শক্তিরূপে ভগবৎ-

১। চৈ চ ম ৬।১৪৫, ১৪৬ ; ২। শ্বেতাশ্ব ৩।১৯ ; ৩। মুণ্ডক ২।২।৭, শ্বেতাশ্ব ৬।৮, কেন ৩।১২ ; ৪। গীতা ৭।৫ ; ৫। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১, ১।১২।৬৯

স্বরূপে ও পরিকরাদির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের দ্বারা ভগবৎসুখানুসন্ধানময়ী লীলাদি নির্বাহ করাইয়া থাকেন। তটস্থা জীব-শক্তি—জীবরূপে অভিব্যক্ত হইয়া (১) নিত্যসিদ্ধ গরুড়াদি ভগবৎ-পরিকররূপে ভগবানের সেবা করেন,[১] (২) সাধনসিদ্ধ ভক্তরূপেও ভগবানের সেবা করেন। আর (৩) যাঁহারা নিত্যবদ্ধ অর্থাৎ অনাদিবহির্মুখ, তাঁহারাও স্বরূপতঃ নিত্যকৃষ্ণদাস। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য করিয়া ও সৃষ্ট-বিশ্বে বদ্ধজীবসমূহকে নিজ নিজ কর্মফলানুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ করাইয়া ব্যতিরেকভাবে ভগবানের সেবা করেন। শ্রী-ভগবানের স্বরূপ-শক্তির বিলাসই তাঁহার যড়্বিধ ঐশ্বর্যরূপে প্রকাশিত।

৪। অতএব ব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদির কারণ ; সুতরাং ব্রহ্ম—অনন্তশক্তিসম্পন্ন। ব্রহ্মের প্রাকৃত আকার নাই বটে, কিন্তু তাঁহার অপ্রাকৃত আকার আছে—এই সকল সিদ্ধান্ত ব্রহ্মসূত্র ও তাঁহার উপজীব্য শ্রুতি-সমূহ হইতে স্বাভাবিক শব্দ-শক্তিদ্বারাই প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কোন স্বকপোল-কল্পিত অর্থ করিতে হয় না। বেদের নিগূঢ় অর্থ মনীষা-দ্বারা বুঝা যায় না। পুরাণের বাক্যে বেদের অর্থ নিশ্চিত হয়। বেদের অর্থ যে শাস্ত্র পূরণ করেন, তাঁহার নাম—পুরাণ। ব্রহ্মসূত্রের দেবতা-ধিকরণভাষ্যে[২] শ্রীশঙ্করাচার্য এবং বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য ঋগ্‌বেদভাষ্যোপ-ক্রমণিকায়[৩] ইহা স্বীকার করিয়াছেন। পুরাণশ্রেষ্ঠ বেদান্তভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত—পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরতত্ত্বের স্বরূপ বলিতেছেন,—

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥[৪]

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ৪৭ অনু ; ২। ব্র সূ ১।৩।২৯,৩৩—শঙ্করভাষ্য ; ৩। ঋগ্-ভাষ্যোপক্রমণিকা—৩৮ পৃঃ, ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্ কর্তৃক প্রকাশিত, ১৮৫৫ শকাব্দা, কলিকাতা ; ৪। ভা ১০।১৪।৩২

অহো ! নন্দগোপ ও ব্রজবাসিগণের কি আশ্চর্য ভাগ্য ! কি আশ্চর্য ভাগ্য !! পরমানন্দস্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্র—কাহারও সখা, কাহারও পুত্র, কাহারও বাৎসল্যের পাত্র, কাহারও কান্ত—সকলেরই বন্ধু।

শ্রীশঙ্করাচার্য "অরূপবৎ এব হি তৎপ্রধানত্বাৎ"[১]—অরূপবৎ (ব্রহ্ম—রূপহীন) এব হি (ইহাই নিশ্চয়) তৎপ্রধানত্বাৎ (ব্রহ্মের অরূপবোধক বাক্যসমূহের তৎস্বরূপ-প্রতিপাদনই প্রধান উদ্দেশ্য) অর্থাৎ শ্রীশঙ্করাচার্য বলেন, 'শ্রুতির যে সকল মন্ত্রে ব্রহ্মকে অমূর্ত, অরূপ, অশব্দ প্রভৃতি বলা হইয়াছে, সেই সকল বাক্যের প্রধান উদ্দেশ্য—ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা ; আর যে সকল মন্ত্রে ব্রহ্মকে সবিশেষ বলা হইয়াছে, সেই সকল মন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য—ব্রহ্মকে কিরূপে উপাসনা করা উচিত, তাহা প্রতিপাদন করা ; ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা—সে সকল বাক্যের উদ্দেশ্য নহে।'

এই সূত্রের অর্থ শ্রীরামানুজপ্রমুখ আচার্যগণ এইরূপ করিয়াছেন—'অরূপবৎ' (রূপহীনের ন্যায়, অথবা ন-রূপবৎ, রূপবান্ বা বিগ্রহবিশিষ্ট নহেন, স্বয়ং বিগ্রহই তিনি, বিগ্রহই তাঁহার স্বরূপ—"দেহদেহিভিদা চাত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"[২]), (বিগ্রহই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই বিগ্রহ, এই নিশ্চয়করণের জন্য) 'এব' (শব্দের প্রয়োগ), 'তৎপ্রধানত্বাৎ' (—সেই বিগ্রহই প্রধান স্বরূপ বলিয়া, অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মকই বিগ্রহ এবং বিগ্রহাত্মকই ব্রহ্ম) ; কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, "স যথা সৈন্ধবঘনোঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নো রসঘন এবৈবং বা অরেঽয়মাত্মাঽনন্তরোঽবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব"[৩]—যেরূপ লবণ-পিণ্ডের সর্বত্রই লবণ, অন্তর ও বাহির সর্বত্রই লবণ, সমগ্রতাই রসঘন, হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি ! এইরূপই এই পরমাত্মা, অন্তর-বাহির সমগ্রই বিজ্ঞানস্বরূপ। 'সোনার তাল' বলিলে যেরূপ তাহার সমগ্রতাই স্বর্ণ বুঝায়, সেরূপ পরমেশ্বরের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহীতে কোনও ভেদ নাই।

১। ব্র সূ ৩।২।১৪ ; ২। শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃত ৩৩ পৃঃ, ১।৬১৯ সংখ্যাধৃত কৌর্ম-বচন ; ৩। বৃহদারণ্যক, ৪।৫।১৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সকল শ্রুতির মুখ্যার্থানুসারে এবং তৎসমর্থক বহু শাস্ত্র-প্রমাণানুসারে পরতত্ত্বকে সচ্চিদানন্দতনু এবং তাঁহার শ্রীবিগ্রহ, ধাম, পরিকর ও লীলাকে তাঁহারই স্বরূপশক্তির বিলাস বলিয়াছেন।

৫। জীব চেতন বলিয়া গীতাশাস্ত্রে সুস্পষ্টভাবে জীবকে পরা প্রকৃতি (উৎকৃষ্টা শক্তি) এবং মায়া জড়া বলিয়া উহাকে অপরা (নিকৃষ্টা) শক্তি বলা হইয়াছে।[১] শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মায়াকে ত্রিগুণময়ী ও জীবের পক্ষে 'দুরত্যয়া' বলিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেই জীব মায়া হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে, জানাইয়াছেন। সুতরাং মায়াবশ-যোগ্য জীবকে মায়াধীশ ঈশ্বরের সহিত অভেদ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা—গীতোপনিষদের বিরুদ্ধ মতবাদ। পরমেশ্বর—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, ইহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ একবাক্যে নির্ধারণ করিয়াছেন, কিন্তু মায়াবাদভাষ্যে সেই পরমেশ্বরের শ্রীবিগ্রহকে মায়াময়রূপ বলা হইয়াছে।[২]

৬। তৈত্তিরীয়োপনিষদে (২।৭) "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—তৎ (সেই ব্রহ্ম) স্বয়ং (নিজেই) আত্মানম্ (আপনাকে) অকুরুত (জগদ্রূপে পরিণত করিয়াছিলেন)—এই শ্রুতিমন্ত্রানুসারে শ্রীব্যাসদেবও ব্রহ্মসূত্র রচনা করিলেন—"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ"[৩]—আত্মকৃতেঃ (আপনাকেই জগদ্রূপে পরিণত করায়), পরিণামাৎ (পরিণাম হেতু) ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত কারণ নহে, উপাদানকারণও। মূলবস্তু নিজে অবিকৃত থাকিয়া যে অন্যরূপ ধারণ করে, সেই অন্যরূপকে তাহার 'পরিণাম' বলে। চিন্তামণি যেরূপ তাহার স্বাভাবিক বা স্বরূপগত ধর্মবশতঃ স্বর্ণ প্রসব করে, অথচ স্বয়ং অবিকৃতই থাকে, সেইরূপ পরব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিবশতঃই পরিণামাদি

১। গীতা ৭।৫ ; ২। "পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাবশাৎ **মায়াময়ং রূপং** সাধকানুগ্রহার্থম্"—ব্র সূ ১।১।২০—শঙ্করভাষ্য ; পঞ্চদশী—চিত্রদীপ ২০৬, ১০৩ সংখ্যা ; ৩। ব্র সূ ১।৪।২৬

সত্ত্বেও বিকারহীনই থাকেন ; কারণ নির্বিকারত্বই তাঁহার স্বভাব। আচার্য শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মসূত্রানুসারে প্রথমে পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া পরে বলিয়াছেন, পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হ'ন—"ব্রহ্মণ এব বিকারাত্মনাঽয়ং পরিণামঃ"[১] অর্থাৎ ব্রহ্মের বিকারাত্মতাবশতঃই এই পরিণাম। উপরি উক্ত শ্রুতিতে (তৈ ২।৭) এবং সেই শ্রুতির মীমাংসক ব্যাসসূত্রে (১।৪।২৬) সুস্পষ্টভাষায় যখন পরিণামবাদ স্বীকৃত হইয়াছে, তখন বিবর্তবাদ-কল্পনার কোনই অবকাশ নাই। কিন্তু মহামনীষী আচার্য শ্রীশঙ্কর—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"[২]—এই ব্রহ্মসূত্রটির বিস্তৃত ভাষ্য করিয়া বলিলেন,—মৃত্তিকার দৃষ্টান্ত দেখিয়া মনে করা উচিত নহে যে, জগৎ—ব্রহ্মের পরিণাম। ব্রহ্ম—নির্বিকার, তাঁহার পরিণাম হইতে পারে না। রজ্জুতে যেরূপ সর্পপ্রতীতি, ব্রহ্মে সেইরূপ জগৎপ্রতীতি হইতেছে। জগৎ—ব্রহ্মের পরিণতি নহে, ব্রহ্মে—জগদ্রূপ ভ্রান্ত প্রতীতি মাত্র। বস্তুতঃ স্বয়ং **শ্রীব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্ট-ভাষায় পরিণামবাদই স্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য (২।১।১৪ সূত্রের ভাষ্যে) তাহা শাস্ত্র-সম্মত নহে অর্থাৎ প্রকারান্তরে শ্রীব্যাসদেবকেই ভ্রান্ত বলিয়া স্বকপোলকল্পনাবলে বিবর্তবাদ** (যদ্রূপ সৎ রজ্জুর ভ্রান্ত প্রতীতি সর্প, তদ্রূপ সৎ ব্রহ্মের ভ্রান্ত প্রতীতি জগৎ—অসৎ ও মায়াময়) **স্থাপন-চেষ্টা করিলেন।** বিচিত্রশক্তি ব্রহ্মের শক্তি-পরিণামবাদ স্বীকার করিলে এরূপ কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। ইহা ব্রহ্মসূত্রেরই পরবর্তী সূত্রসমূহে প্রদর্শিত হইয়াছে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূল-ত্বাৎ"[৩], "আত্মনি চ এবং বিচিত্রাশ্চ হি।"[৪] —ব্রহ্মসূত্রদ্বয় বলিতেছেন, শ্রুতিবাক্য হইতেই ব্রহ্মের অলৌকিক স্বভাবের কথা জানা যায়।

১। ব্র সূ ১।৪।২৬—শঙ্করভাষ্য ; ২। ঐ, ২।১।১৪ ; ৩। ঐ, ২।১।২৭ ; ৪। ঐ, ২।১।২৮

ব্রহ্মেই এইরূপ স্বরূপানুবন্ধিনী বিচিত্রশক্তি আছে; সুতরাং ব্রহ্ম সেই অলৌকিক, অচিন্ত্য, বিচিত্রশক্তির প্রভাবে স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়াও জগদ্রূপে পরিণত হ'ন। বস্তুতঃ অনাত্মদেহে যে আত্মপ্রতীতি—তাহাই বিবর্ত। ব্রহ্মের মায়াশক্তিপ্রসূত জগৎ—সত্য হইয়াও নশ্বর।

৭। আচার্য শ্রীশঙ্কর 'তত্ত্বমসি'-মন্ত্রকেই মহাবাক্য বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,—'তত্ত্বমসি'শ্রুতি বেদের একটি একদেশবাচিকা উক্তি। বস্তুতঃ 'প্রণব'ই বেদের মূল। বেদ—সূক্ষ্মরূপে প্রণবেরই অন্তর্ভুক্ত। প্রণব—সাক্ষাৎ 'পরব্রহ্মস্বরূপ' বলিয়া শ্রুতিতে কথিত।[১] ব্রহ্ম যেইরূপ 'বিভু', প্রণবও সেইরূপ 'বিভু' বা বৃহত্তম বাক্য অর্থাৎ 'মহাবাক্য'। 'তত্ত্বমসি'র বাচক প্রণব—'ব্যাপক', 'তত্ত্বমসি' বাক্য—'ব্যাপ্য'; অতএব প্রণবই—যথার্থ 'মহাবাক্য'।

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ

৮। বেদান্তদর্শনের অনেক সুপ্রাচীন বৃত্তিকার ও ভাষ্যকার থাকিলেও ভগবদিচ্ছায় শ্রীরুদ্রদেব (শ্রীশঙ্কর) শ্রীশঙ্করাচার্যরূপে অবতারগ্রহণপূর্বক যোগমায়াসমাবৃত পরমেশ্বরকে গোপন রাখিবার জন্য ভগবদাদিষ্ট হইয়া বৌদ্ধমতবাদ নিরাস করিবার ছলে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদরূপ মায়াবাদ প্রচার করেন। ইহাতে সুদুর্লভ পরমেশ্বরতত্ত্ব আরও সমাবৃত হইয়া পড়েন।

বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত' নাস্তিক।
বেদাশ্রয় নাস্তিক্যবাদ বৌদ্ধকে অধিক ॥[২]

বৌদ্ধসম্প্রদায় বেদ না মানায় তাঁহাদিগকে মায়াবাদিসম্প্রদায় নাস্তিক বলেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াও বেদবিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। বেদে সচ্চিদানন্দতনু, অনন্ত-অচিন্ত্যশক্তি, অপ্রাকৃতগুণশালী পরতত্ত্বের কথা সুস্পষ্টভাবে থাকিলেও মায়াবাদ-ভাষ্যে

১। কঠ ১।২।১৫—১৭; ২। চৈ চ ম ৬।১৬৮

পরতত্ত্বের সেই স্বরূপকে ঔপাধিক, মায়াবচ্ছিন্ন বা প্রাকৃত বলা হইয়াছে। বেদে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব, জীবসমূহের চেতনত্ব ও নিত্যত্ব, আচার্য, শিষ্য, ভগবান্ ও ভক্তির নিত্যত্ব প্রভৃতি দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকৃত হইয়াছে। অবৈদিক মহাযান বৌদ্ধ মতেই জগতের মিথ্যাত্ব, জীব ও পরমেশ্বরের অনিত্যত্ব প্রভৃতি শূন্যবাদ প্রচারিত আছে। অতএব স্পষ্ট শূন্যবাদী, নিরীশ্বর, বেদনিন্দক বৌদ্ধ অপেক্ষা নির্বিশেষবাদীর প্রচ্ছন্ন বেদবিরোধী মায়াবাদ অধিকতর নাস্তিকতাপূর্ণ।

কেবল যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুই শ্রীশঙ্করাচার্যের প্রচারিত মায়াবাদকে বেদাশ্রয়-নাস্তিক্যবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিয়াছেন তাহা নহে, শ্রীরামানুজাচার্যেরও বহু পূর্বে আবির্ভূত ব্রহ্মসূত্রের প্রাচীন ভাষ্যকার ভাস্করাচার্য[১] যিনি প্রকৃতপ্রস্তাবে অভেদবাদকেই বাস্তব এবং ভেদকে ঔপাধিক (সাময়িক) বলিয়াছেন ; তিনিও তাঁহার ভাষ্যে মায়াবাদকে ব্রহ্মসূত্রার্থের আচ্ছাদক[২] বৌদ্ধমত বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন—

"তথা চ বাক্যং—পরিণামস্তু স্যাদ্ দধ্যাদিবদিতি বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং **মাহাযানিক-বৌদ্ধগাথিতং মায়াবাদং** ব্যাবর্ণয়ন্তো **লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি।**" "যে তু **বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিনস্তে**ঽপ্যনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তা বেদিতব্যাঃ"।[৩]

অর্থাৎ বাক্যটি এইরূপ— পরিণতি—দুগ্ধের দধিতে পরিবর্তিত হইবার অবস্থার তুল্য।' এই নিন্দিত অপ্রামাণিক 'মহাযান'নামক বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের পালিভাষায় কীর্তিত মায়াবাদ বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহারা (শাঙ্করগণ) সকল লোককে বিমোহিত করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা

১। ৮৪১ খৃষ্টাব্দে বাচস্পতিমিশ্র ব্র সূ ৩৷৩৷২৯—ভামতীটীকায় ভাস্করাচার্যের মত উদ্ধার করিয়াছেন, ইহা ভামতীটীকাকার অমলানন্দও উল্লেখ করিয়াছেন ; ২। ব্র সূ—ভাস্করভাষ্য-উপক্রম, ২য় শ্লোক ; ৩। ঐ, ১৷৪৷২৫,২৷২৷২৯—ভাস্করভাষ্য।

বৌদ্ধমতাশ্রিত মায়াবাদী, তাঁহারা এই (২।২।২৯ বৈধর্ম্যাচ্চ ইত্যাদি) সূত্রের বিচারদ্বারা বেদব্যাস-কর্তৃক খণ্ডিত হইলেন, বুঝিতে হইবে।

'লঙ্কাবতারসূত্র'—বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ, ইহা মায়াবাদিগণও স্বীকার করেন। সায়ণমাধব 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' বৌদ্ধ-দর্শনের বিবরণ উদ্ধার-প্রসঙ্গে লঙ্কাবতারের প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন।[১] লঙ্কাবতারসূত্রে মায়াসম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্ত দৃষ্ট হয়—"মায়া চ মহামতে বৈচিত্র্যাং ন অন্যা ন অনন্যা। যদি অন্যা স্যাৎ বৈচিত্র্যং মায়াহেতুকং ন স্যাৎ, অথ অনন্যা স্যাদ্ বৈচিত্র্যান্ মায়াবৈচিত্র্যয়োঃ ন স্যাৎ স চ দৃষ্টো বিভাগঃ তস্মান্ ন অন্যা ন অনন্যা।" অর্থাৎ হে মহামতে! বৈচিত্র্যহেতু মায়া ভিন্নাও নহে, অভিন্নাও নহে। যদি ভিন্না হইতেন, তবে মায়া-হেতুক বৈচিত্র্য থাকিত না। আর যদি অভিন্না হইতেন, তবে বৈচিত্র্য-হেতু মায়াবৈচিত্র্য থাকিত না। সেই বিভাগ দৃষ্ট হইয়াছে। অতএব তিনি অন্যাও নহেন, অনন্যাও নহেন। শ্রীশঙ্করাচার্য তাঁহার 'বিবেকচূড়া-মণি'তে মায়াসম্বন্ধে এই বৌদ্ধমতেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,—

সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো, ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো, মহাদ্ভুতানির্বচনীয়রূপা ॥[২]

সেই মায়া 'সৎ' বা 'অসৎ'—এই উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত নহেন, 'ভিন্ন' বা 'অভিন্ন'—এই উভয়েরই অন্তর্ভুক্ত নহেন, 'সঙ্গ' বা 'অসঙ্গ'—এই দুইয়ের স্বরূপ নহেন; তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত ও অনির্বচনীয়রূপা।

বৌদ্ধমতে পরিদৃশ্যমান জগৎ—স্বরূপতঃ মিথ্যা। যথা ধম্মপদে—

"সব্বে ধম্মা অনত্তা" তি যদা পঞ্ঞায় পস্সতি।
অথ নিব্বিন্দতী দুক্খে এস মগ্গো বিসুদ্ধিয়া ॥[৩]

১। সর্বদর্শন-সংগ্রহে বৌদ্ধদর্শন—৩১ পৃঃ, মহেশপাল-সং, ১৯৫০ সম্বৎ; ২। বিবেকচূড়ামণি ১১১ শ্লোক; ৩। ধম্মপদং ২৭৯ শ্লোক।

দৃশ্যবস্তুসকল—মিথ্যা। যিনি ইহা জানেন এবং দর্শন করেন, তিনি দুঃখে বিচলিত হ'ন না। ইহাই বিশুদ্ধি লাভের উপায়।

যথা বুব্বুলকং পস্সে যথা পস্সে মরীচিকং।[১]

এই জগৎকে বুদ্‌বুদ্ বা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় দর্শন কর।

'মহাযান'-বৌদ্ধগণ অর্থাৎ মাধ্যমিক ও যোগাচার-সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ-গণ—সর্বশূন্যবাদী ও বিজ্ঞানবাদী। মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ অসৎখ্যাতি-মতবাদ সমর্থন করেন। অসৎখ্যাতিবাদের মতে জগতের বাহ্য ও আন্তর—সমস্ত পদার্থই মিথ্যা। অসৎ বা শূন্যই—একমাত্র সত্য। সেই অসৎই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয়। এই অসতের খ্যাতি বা প্রতীতি বলিয়া ইহাকে 'অসৎখ্যাতি'-মত বলে। মায়াবাদের মধ্যে যে জগন্মিথ্যাত্ববাদ ও জগতের প্রাতিভাসিক সত্যত্ব বিচার দৃষ্ট হয়, তাহা মাধ্যমিক বৌদ্ধের 'অসৎখ্যাতি'-মতবাদেরই প্রতিধ্বনি। যোগাচার-বৌদ্ধগণের—আত্ম-খ্যাতিমতবাদ। তাহাতে বুদ্ধিরূপ বিজ্ঞানই আত্মা। তদতিরিক্ত আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই। বিজ্ঞানই বাহিরে বিষয়াকারে প্রতীত হয়। মায়াবাদ এই মতেরই প্রতিচ্ছায়া।

শ্রীশঙ্করাচার্যের পরমগুরু[২] গৌড়পাদ মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-কারিকার 'অলাতশান্তি'-নামক ৪র্থ প্রকরণে অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ বা সর্বশূন্যতা-বাদ প্রভৃতি বৌদ্ধমতসমূহই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন এবং বুদ্ধের প্রতি বহুবচন প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাকে তত্ত্বদ্রষ্টা বলিয়াছেন। 'বুদ্ধৈঃ প্রকীর্তি-তম্' (৪।৮৮), 'বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা' (৪।১৯) প্রভৃতি বাক্যে বুদ্ধের নাম পুনঃ পুনঃ উল্লেখ এবং বুদ্ধের প্রতি নমস্কার-শ্লোক রচনা করিয়া উহাতে বৌদ্ধসিদ্ধান্তের তত্ত্বসমূহ সংক্ষেপে বলিয়াছেন,—

১। ধম্মপদং ১৭০ শ্লোক; ২। "যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং **পরমগুরুমমুং** পাদপাতৈ নতোঽস্মি"—শঙ্করকৃত মাণ্ডূক্যকারিকা-ভাষ্যের উপসংহার, ২য় শ্লোকের শেষ চরণ; পুণা আনন্দাশ্রম-সং, ১৯১১ খ্রীঃ।

জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সংবুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্ ॥[১]

যিনি জ্ঞেয়াভিন্ন আকাশকল্প জ্ঞানের দ্বারা শূন্যোপম ধর্মবিষয়ে সংবুদ্ধ, সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠকে (মানব-শ্রেষ্ঠকে) বন্দনা করি।

এই স্থানে সংবুদ্ধ, গগনোপম, আকাশকল্প, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের অভিন্নতা প্রভৃতি শব্দের ও তত্ত্বের উল্লেখ থাকায় 'দ্বিপদাং বরম্' অর্থাৎ দ্বিপদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—এইবাক্যে গৌড়পাদ বুদ্ধকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ এইরূপই অভিমত প্রকাশ করেন। অবশ্য, শ্রীশঙ্করাচার্য নিজ পরমগুরু-দেবের ঐ স্তবোক্ত 'দ্বিপদাং বরম্' বাক্যকে "পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষোত্তমমিত্যভিপ্রায়ঃ"—এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় পরমগুরু গৌড়পাদ বুদ্ধকে নমস্কার করেন নাই, পুরুষোত্তমকে নমস্কার করিয়াছেন —এইরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য-প্রমুখ নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণ সংস্কৃত ও পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে দেখাইয়া-ছেন যে, 'দ্বিপদোত্তম' প্রভৃতি শব্দ বুদ্ধকে লক্ষ্য করিয়াই বৌদ্ধশাস্ত্রে বহুবার প্রযুক্ত হইয়াছে। আকাশকল্প জ্ঞান, গগনোপম ধর্ম প্রভৃতি শব্দ লইয়াও মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য বৌদ্ধশাস্ত্র হইতে বহু বিচার প্রদর্শন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে গৌড়পাদ বুদ্ধকেই স্তুতি করিয়া-ছেন ; শুধু স্তুতি নহে, ঐ স্তবে স্বল্পাক্ষরে যে মতবাদ প্রপঞ্চিত হইয়াছে, তাহা হুবহু বৌদ্ধ-মতেরই প্রতিধ্বনি।[২]

১। গৌড়পাদীয় মাণ্ডূক্যোপনিষৎ-কারিকা, ৪র্থ প্রকরণ, ১ম কারিকা, ঐ-সং ;

২। Vide, The Agama Sastra of Gaudapda—edited, translated and annotated by Sri Vidhusekhara Bhattacharya, Asutosh Prof. of Sanskrit, University of Calcutta 1943, Pp 83—93

'অলাতশান্তি'—এই শব্দটিই বৌদ্ধ পরিভাষা, বৌদ্ধশাস্ত্রে ঐ পারি-ভাষিক-শব্দটির বহুল প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। উপসংহারে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"Not only what we have seen above with regard to the first Karika, but also the whole chapter, as can be shown, is in favour of the Buddha."[১] অর্থাৎ কেবল যে গৌড়পাদের 'অলাতশান্তি'-প্রকরণের প্রথম কারিকাটিই বৌদ্ধমত-প্রতি-পাদক তাহা নহে, সমগ্র প্রকরণটিই (৪র্থ অধ্যায়টি) বৌদ্ধমতের অনুকূল।

ধর্মকীর্তি, বসুবন্ধু-প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যগণ যে সকল বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছিলেন, গৌড়পাদের সিদ্ধান্তে সেই সকল মতের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। অনেকে গৌড়পাদকে বৌদ্ধ বলিয়াই নির্দেশ করিয়াছেন।[২] কেবলাদ্বৈতবাদের সমর্থক আধুনিক পণ্ডিতগণও স্বীকার করেন যে, বুদ্ধ-প্রদর্শিত সর্বশূন্যতাবাদের সহিত তাঁহাদের কোন বিরোধ নাই।[৩]

শ্রীমধ্বাচার্য স্বকৃত ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে বরাহপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া শঙ্কর-মায়াবাদকে মোহশাস্ত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।[৪] শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদও শ্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীশিবপুরাণ ও শ্রীবরাহপুরাণের বাক্য উদ্ধার করিয়া সেই সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন।[৫] বিজ্ঞানভিক্ষুও স্বীয় সাংখ্য-

---

১। Ibid P. 93 ; ২। এই গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠার ২ (ক) পাদটীকায় ডক্টর সুরেন্দ্র-নাথ দাসগুপ্তের উক্তি দ্রষ্টব্য ; ৩। (ক) শ্রুতির **অসৎ-শব্দে** শূন্যবাদী **বৌদ্ধগণ শূন্যকে** বুঝিয়া থাকেন। **অদ্বৈত-বেদান্তিগণ** নিগু‍র্ণ নিরাকার **ব্রহ্মকেই অসৎ** বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।—'বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ', ১ম খণ্ড, ডাঃ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪২ খ্রীঃ, ৮৮ পৃঃ ; (খ) **বৌদ্ধ-প্রদর্শিত** অজাতিবাদ, উচ্ছেদবাদ বা **সর্বশূন্যতাবাদ** (নাস্তিত্ববাদ) প্রভৃতির সহিত **(শঙ্কর) বেদান্ত-সিদ্ধান্তের বিরোধ নাই**।—ঐ, ১৯৬ পৃঃ ; ৪। মধ্বভাষ্য ১।১।১ ; ৫। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ১৭ অনুচ্ছেদধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ড ৪২।১০৫,১০৬ ও বরাহপুরাণ ৭০।৩৫, ৩৬ শ্লোক।

প্রবচনভাষ্যের প্রারম্ভে মায়াবাদ যে আদৌ বেদান্ত-মত নহে, তাহা প্রদর্শনকল্পে প্রথমেই শ্রীবিষ্ণুপুরাণের[১] বাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—'ভগবদ্‌বিমুখ ব্যক্তিগণের মোহনের জন্য আস্তিকশাস্ত্রের মধ্যেও কোথাও কোথাও মোহজনক বাক্য ভগবানই সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। সাংখ্য, ন্যায়াদি পঞ্চদর্শনের মধ্যেও যাহা ভগবদ্‌বিশ্বাসের বিরুদ্ধাংশ, তাহা পরিবর্জন করিয়া শ্রীভগবান্ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে মায়াবাদের কোন অবকাশই নাই। ভগবানের আদেশেই শঙ্করাবতার বিমুখবঞ্চনের জন্য অসৎশাস্ত্র ও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমতরূপ মায়াবাদ প্রচার করিয়াছেন।'[২]

ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য শ্রীব্যাস-সম্মত ?

ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য শ্রীব্যাস-সম্মত ? ইহা লইয়া বিবদমান মানবমনীষার মধ্যে আন্দোলন বহুদিন হইতেই চলিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে এক মাসিকপত্রে[৩] এইরূপ একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে মধ্বভাষ্যে দোষসমষ্টি ১১০, বল্লভভাষ্যে ১০৪, নিম্বার্কভাষ্যে ৯১, রামানুজভাষ্যে ৮৬, বলদেবভাষ্যে ৪৪, বিজ্ঞানভিক্ষু-ভাষ্যে ৩১ ও শঙ্করভাষ্যে ২৪টি—এইরূপ গণনা করিয়া যে আচার্যের ভাষ্যে সর্বাপেক্ষা কম দোষ, সেই আচার্যের ভাষ্যই অর্থাৎ শঙ্কর-শারীরকই শাঙ্কর মতাবলম্বী লেখকের দ্বারা ব্যাসসম্মত-ভাষ্য বলিয়া প্রতিপাদনের চেষ্টা হইয়াছে।

সকল সম্প্রদায়েরই আচার্যগণ সমস্বরে মায়াবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং মায়াবাদ সম্পূর্ণ অবৈদিক মত এবং শ্রীব্যাসের অনভিপ্রেত

১। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৮৩, বঙ্গবাসী-সং ; ২। বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য, ১ম অ ৪,৫ পৃঃ—পণ্ডিত ঢুণ্ঢিরাজ শাস্ত্রি-সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা-সং, ১৯২৮ খ্রীঃ ; ৩। 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রে (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ)—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-লিখিত 'ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত ?'

সিদ্ধান্ত—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই সর্ববাদিসম্মত বিচারের বিরুদ্ধে কেবলাদ্বৈতবাদী অয্যণ্ণদীক্ষিত[1] স্বকৃত 'ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়'-গ্রন্থে বলিয়াছেন,—ভাস্কর, শ্রীকণ্ঠ, যাদবপ্রকাশ, রামানুজ, মধ্ব, বল্লভপ্রমুখ সকল ভাষ্যকারই অন্যমতে দোষারোপ করিয়া স্ব-স্ব-মতকে ব্যাসতাৎপর্যপর বলিয়াছেন; অথচ তাঁহাদের পরস্পরের মতের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। অপরদিকে দেখা যায়,—কপিল, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, জৈমিনি, পাশুপত, পাঞ্চরাত্র, বৌদ্ধ, অর্হৎ ও চার্বাকমতাবলম্বিগণ সকলেই কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। তাহা হইলে, সেই কেবলাদ্বৈতবাদটি কাহার মত? অয্যণ্ণদীক্ষিতের মতে—তাহা ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাস ব্যতীত আর কাহারো মত হইতে পারে না। দীক্ষিত বলেন, সাংখ্যসূত্রকার কপিলই এ বিষয়ে প্রধান মধ্যস্থ। সাংখ্যসূত্রে কেবলাদ্বৈতবাদের খণ্ডন দৃষ্ট হয়। শ্রীব্যাসদেব ব্যতীত অন্য কোন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির মত মহর্ষি কপিল খণ্ডন করিবার প্রয়াস করেন নাই। কপিল যখন কেবলাদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করিয়াছেন, তখন শ্রীব্যাসের মতই যে কেবলাদ্বৈত সিদ্ধান্ত—ইহাই প্রমাণিত হয়। অতএব ব্রহ্মসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যই একমাত্র ব্যাস-সম্মত ভাষ্য।

উক্ত অদ্ভুত যুক্তির নানাভাবে প্রতিবাদ হইয়াছে—কেহ বলিয়াছেন, সুপ্রাচীন পণ্ডিতগণের শাস্ত্রে সাংখ্যসূত্রের কোন উদ্ধৃতি পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্যের বহু পরে তৎসম্প্রদায়ের বিদ্যারণ্য সূতসংহিতার ব্যাখ্যা—'তাৎপর্যদীপিকা'য় ও তৎপরে অপ্পয়দীক্ষিত—'পরিমলে' সাংখ্যসূত্রের

১। ইনি যোগী সদাশিবেন্দ্র সরস্বতীর সমসাময়িক শ্রীধরবেঙ্কটেশ্বরার্যের শিষ্য। অয্যণ্ণদীক্ষিত স্বকৃত ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়ে (১৬ পৃঃ) বিদ্যারণ্য প্রমুখ শঙ্কর-মতাবলম্বিগণকে 'গুরুচরণাঃ' প্রভৃতি বাক্যে উল্লেখ করিয়াছেন। —জে, কে, বালসুব্রহ্মণ্যম্-সম্পাদিত ও শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাস মুদ্রালয়ে (১৯১০ খ্রীঃ) মুদ্রিত অয্যণ্ণদীক্ষিতকৃত ব্যাসতাৎপর্য-নির্ণয় দ্রষ্টব্য।

উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং পরবর্তিকালে রচিত সাংখ্যসূত্রেই অদ্বৈত-মত খণ্ডিত হইয়াছে। সাংখ্যশাস্ত্রপ্রণেতা 'আদি বিদ্বান্' কপিল বহু প্রাচীন। তিনি পরবর্তিকালীয় ব্যাসের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীব্যাসদেবই অসমোর্ধ্ব বেদপ্রমাণের দ্বারা মহর্ষি কপিলের নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, কেবলাদ্বৈতিগণের উদাহৃত কপিল-সূত্রে 'ব্যাস'শব্দের কোন প্রয়োগই নাই। কপিল যে সকল অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়াছেন, সেই সকল মতও বেদান্তসূত্রে পাওয়া যায় না। ব্যাস-সম্মত সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করাই যদি কপিলের উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে স্পষ্টভাবেই কপিলসূত্রে ব্যাসের সিদ্ধান্তসমূহের খণ্ডন থাকিত। মহর্ষি কপিল স্বীয় দ্বৈত-সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যে-সকল পূর্বপক্ষ উপস্থিত হইতে পারে, তাহাই পূর্ব হইতে মনে কল্পনা করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, কপিলের সময় যে-সকল অদ্বৈতবাদীর মত প্রচারিত ছিল, তাঁহাদেরই মত তিনি খণ্ডন করিয়াছেন; তখন ব্যাসসূত্রের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সূতসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণাদি-গ্রন্থে সূত ও জড়ভরতের যে কেবলাদ্বৈতমত প্রকাশিত ছিল, সেই মতই কপিল খণ্ডন করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রে যে কাশকৃৎস্ন-প্রমুখ বিভিন্ন প্রাচীন বৈদান্তিক আচার্যগণের নাম ও তাঁহাদের মতবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মতই কপিলসূত্রে খণ্ডিত হইয়াছে।

অয্যপ্পদীক্ষিত স্বয়ংই কুমারিলভট্টের 'বার্তিক' হইতে প্রমাণ[১] উদ্ধার করিয়া তৎকর্তৃক যে কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহাতে সুস্পষ্টভাবেই শূন্যবাদকেই কেবলাদ্বৈতবাদ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কপিলাদি সূত্রকারগণ যে কেবলাদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন,

---

১। অয্যপ্পদীক্ষিতকৃত ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়, ২৯ পৃঃ।

তাহা অধিকাংশই গৌতমবুদ্ধ-পূর্ব বা কোন কোন স্থলে গৌতমবুদ্ধোত্তর অবৈদিক শূন্যবাদ। উহার সহিত শাঙ্কর মায়াবাদের যথেষ্ট সাম্য আছে বলিয়াই অনেকে বৌদ্ধ-শূন্যবাদ-খণ্ডনকে শাঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের সহিত একাকার করিয়া ফেলিয়াছেন। অতএব কার্যতঃ অয্যপ্পদীক্ষিত বৌদ্ধমতকেই ব্যাসতাৎপর্য বলিয়া নির্ণয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন বা তাহাতে প্রশ্রয় দিয়াছেন।

অয্যপ্পদীক্ষিত আবার অন্যত্র বলিয়াছেন যে, কপিল ও জৈমিনি-প্রমুখ দর্শনাচার্যগণ প্রকৃতপ্রস্তাবে কেবলাদ্বৈতবাদীই ছিলেন।[১] কারণ শ্রীমদ্-ভাগবতে কপিল-দেবহূতি-সংবাদে[২] যে কপিলের মত এবং একাদশরুদ্র-সংহিতায় ব্যাস-জৈমিনি-সংবাদে যে জৈমিনির মত ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহারা কেবলাদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়াই প্রমাণিত হয়; কেবল অন্য অভিনিবেশবশতঃ দ্বৈতমত প্রপঞ্চিত করিয়াছেন।

সুধীসম্প্রদায়ের বিচার্য বিষয় এই যে—বিভিন্ন ভাষ্যকারাচার্য তথা কপিল, গৌতম-প্রমুখ পৃথক্ পৃথক্ দর্শনাচার্যগণের মধ্যেই যে কেবল পরস্পর মতভেদ আছে, তাহা নহে; এক কেবলাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের মধ্যেই দার্শনিক সিদ্ধান্তে পরস্পর যথেষ্ট মতভেদ দৃষ্ট হয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ের কেহ অবচ্ছেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন, কেহ উহার দোষ প্রদর্শনপূর্বক প্রতিবিম্ববাদ স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়েরই আবার কেহ প্রতিবিম্ববাদে নানাপ্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। কেহ দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ স্বীকার করিয়াছেন, কেহ তাহা খণ্ডন করিয়া সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ স্থাপন করিয়াছেন ইত্যাদি। ইহাও বহুভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শাঙ্কর কেবলাদ্বৈতবাদ—বৌদ্ধ শূন্যবাদেরই আর একটি রূপ। সুতরাং কপিল, জৈমিনি-প্রমুখ দর্শনাচার্যগণ-কর্তৃক অবৈদিক প্রাচীন বৌদ্ধবাদ বা

১। অযাপ্পদীক্ষিতকৃত ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়, ৪৪—৪৬ পৃঃ ; ২। ভা ৩।৩২।২৬,২৮

শূন্যবাদরূপ কেবলাদ্বৈতবাদ-খণ্ডনের দ্বারা ব্যাসের মত খণ্ডিত হইয়াছে বলিলে বেদবিভাগকর্তা ও বেদের সিদ্ধান্ত সমন্বয়কারী ব্যাসদেবকেই বেদবিরোধী প্রতিপন্ন করিতে হয়। আর কপিল শ্রীব্যাসের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন, এইরূপ কথা কোন প্রামাণিক শাস্ত্রেও উক্ত হয় নাই। অদ্বৈতবাদের সহিত মায়াবাদকে একাকার করিয়া মায়াবাদই ব্যাস-সিদ্ধান্তসম্মত বলিয়া স্থাপন করাও সত্যনিষ্ঠার পরিচায়ক নহে। অদ্বৈত-বাদ আর কেবলাদ্বৈতবাদ (নামান্তর—মায়াবাদ, বিবর্তবাদ, অনির্বাচ্য-বাদ) এক নহে। শ্রীরামানুজাচার্য-প্রমুখ প্রত্যেক আচার্যই (একমাত্র শ্রীমধ্বাচার্য ব্যতীত)—অদ্বৈতবাদী বা অদ্বয়তত্ত্ববাদী। শ্রীরামানুজ—বিশিষ্ট+অদ্বৈতবাদ, শ্রীবিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধ+অদ্বৈতবাদ, শ্রীনিম্বার্ক—স্বাভাবিক দ্বৈত+অদ্বৈতবাদ, শ্রীবল্লভাচার্য—শুদ্ধ+অদ্বৈতবাদ এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচর শ্রীগোস্বামিপাদগণও—অচিন্ত্য দ্বৈত+অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত প্রপঞ্চিত করিয়া অদ্বৈতসিদ্ধান্তকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। শ্রীগীতা, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে যে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত প্রকাশিত আছে, তাহা মায়াবাদ নহে। শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মের সত্যতা স্থাপন করিতে গিয়া কোথাও জগৎ ও জীবকে মিথ্যা বলেন নাই। এই মায়া-বাদ—অবৈদিক বৌদ্ধমতবাদের আদর্শে একমাত্র আচার্যশঙ্করের নিছক স্বকপোলকল্পিত মতবাদ। একমাত্র শঙ্করসম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণই উপরি-উক্ত অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্যগণকে বা সমস্ত সম্প্রদায়াচার্যকে দ্বৈতবাদী বলেন, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণাপ্রসূত বা অভিসন্ধিমূলক মনে হয়। শ্রীরামানুজ, শ্রীনিম্বার্ক, শ্রীবল্লভ, শ্রীজীবগোস্বামিপ্রমুখ আচার্যগণ যদ্রূপ কেবলাদ্বৈত-বাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তদ্রূপ কেবলদ্বৈতবাদও খণ্ডন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শুদ্ধদ্বৈতবাদী শ্রীমধ্বের ন্যায় জীব ও জগৎকে পৃথক্ তত্ত্বরূপে প্রতিপাদন করেন নাই। তিনি জীব ও জগৎকে শ্রুতি-

কথিত বিচিত্রশক্তি অদ্বয়তত্ত্ব পরব্রহ্মের শক্তির পরিণামরূপেই স্বীকার করিয়া অদ্বয়সিদ্ধান্তই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। শ্রুতির প্রতি মর্যাদা প্রদান করিতে বাধ্য হওয়ায় কেবলাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীপাদ শঙ্করও সর্বত্র কেবলাদ্বৈতবাদ রক্ষা করিতে পারেন নাই; তাঁহাকে ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিতে হইয়াছে।[১] শ্রীশঙ্কর-সম্প্রদায়ের শ্রীধরস্বামিপাদও ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়াছেন।[২] ঔডুলোমিপ্রমুখ প্রাগ্‌ব্যাসসূত্রযুগীয় বৈদান্তিকগণ ও শাণ্ডিল্যাদি[৩] সুপ্রাচীন ঋষিগণ ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তই স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হইয়াছে[৪] এবং 'শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ'-শ্রুতির দ্বারা যুগপৎ ভেদ ও অভেদ-সিদ্ধান্ত সমন্বিত হইয়াছে। এজন্য ঐ ভেদাভেদ-সিদ্ধান্তকেই শ্রীব্যাস-সম্মত সিদ্ধান্ত বলিয়া জানা যায়। ভেদ ও অভেদ, উভয়পর-শ্রুতিই সমভাবে ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণায়ক। কিন্তু একমাত্র শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যই শ্রুতি ও ব্যাসসূত্রের প্রমাণের বিরুদ্ধে স্বকপোলকল্পনাদ্বারা অভেদপর-শ্রুতিই—ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণায়ক এবং ভেদপর-শ্রুতি—নিম্নস্তরীয় বলিয়া বেদান্ত-বিরুদ্ধ মত স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অভেদশ্রুতিই—ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণায়ক, ভেদপর শ্রুতি—ব্যবহারিক বা ঔপাধিক মতস্থাপক, ইহা শ্রুতির বা ব্রহ্মসূত্রের কোথাও উক্ত হয় নাই।

অপ্যয়দীক্ষিত কেবলাদ্বৈতবাদের 'চশমা' লাগাইয়া শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে যে সকল শ্লোক বিক্ষিপ্তভাবে চয়ন করিয়া উহাদিগকে কেবলাদ্বৈত-সিদ্ধান্তপর বলিয়াছেন, তাহা কেবলাদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের শোধক শ্রীধরস্বামিপাদ-প্রমুখ আচার্যগণ অন্যচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। চতুঃশ্লোকী শ্রীমদ্ভাগবতে সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত ও শ্রীব্যাসতাৎপর্য

১। শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ষট্‌পদীস্তোত্রের ৩য় শ্লোক; ২। শ্রীভাবার্থদীপিকা ১।২২।১০,১১, সুবোধিনীটীকা ১০।১৬; ৩। শাণ্ডিল্যসূত্র ৫১ সংখ্যা; ৪। এই গ্রন্থের ২০৮,২০৯, ২১১—২১৭ পৃঃ এতৎসহ আলোচ্য।

নির্ণীত হইয়াছে। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবল্লভাচার্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের দ্বারাই কেবলাদ্বৈতবাদ নিরাস করিয়াছেন। শ্রীভগবৎকৃপাশক্তিতে অভিষিক্ত শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গোস্বামিপাদগণ একনিষ্ঠভাবে শ্রীমদ্ভাগবত-রসামৃতসিন্ধুতে অবগাহন-পূর্বক ষড়্‌বিধ লিঙ্গের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের যে তাৎপর্য নিরূপণ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবত-বিগ্রহ স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতে যে ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতেই প্রকৃত ব্যাস-তাৎপর্য নির্ণীত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাস-তাৎপর্য-নির্ণায়ক অদ্বিতীয় প্রমাণ বলিয়াই শ্রীশঙ্করাচার্য তৎকৃত 'গোবিন্দাষ্টক', 'যমুনাষ্টক' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতকে তটস্থভাবে স্পর্শ করিয়াছেন ; তাহা লইয়া অধিক আলোড়ন করেন নাই।

তর্কপথে শ্রীব্যাস-তাৎপর্য নির্ণেয় নহে ; শ্রীব্যাস-সিদ্ধান্ত স্বয়ং শ্রীব্যাসকর্তৃকই নির্ণীত

শ্রীশঙ্কর ও শ্রীমধ্ব-প্রমুখ ভাষ্যকারগণ তাঁহাদের ভাষ্য রচনার পূর্বে শ্রী-ব্যাসের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার আশয় অবগত হইয়াছিলেন, এইরূপ কথা তত্তৎ আচার্যের অনুগসম্প্রদায় স্বস্বসম্প্রদায়ের মতবাদ ব্যাস-সম্মত বলিয়া স্থাপনার্থ প্রচার করিয়াছেন এবং স্ব-স্ব-আচার্য-মনীষা, প্রতিভা ও যুক্তিতর্কজাত-মতকেই ব্যাসতাৎপর্য বলিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এবং তাঁহার শ্রীচরণানুচরগণই স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবের সিদ্ধান্তানুসরণে এক-নিষ্ঠভাবে শ্রীমদ্ভাগবতকে ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্য এবং শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তকেই অকৃত্রিম-ব্যাসতাৎপর্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। একদিকে অদ্বিতীয় মহাজন সর্বজ্ঞশিরোমণি স্বয়ংভগবান্ (১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সর্ব-প্রমাণচক্রবর্তী শ্রীমুখবাণী[১], অন্যদিকে (২) স্বয়ং শ্রীনারায়ণের শক্ত্যাবেশ-

---

১। চৈ চ ম ২৭।৯৫, ৯৮

অবতার শ্রীব্যাসদেবের প্রকটিত শাস্ত্রবাণী[১] এবং (৩) শ্রুতির মীমাংসা-রূপ ব্রহ্মসূত্রের সহজ ও সরল তাৎপর্য—স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তের সহিত সমন্বিত হইয়া ত্রিবেণীর ন্যায় শ্রীব্যাস-তাৎপর্যরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাতীর্থের আবিষ্কার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও শ্রীব্যাসতাৎপর্য প্রকটিত

শ্রীচৈতন্যচরণানুচরগণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেও শাস্ত্রবাক্যানুসারে শ্রীব্যাস-তাৎপর্য-নির্ণায়ক গ্রন্থরূপে স্বীকার করিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন,—"তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থ-সার-সংগ্রহভূতম্"[২]—এই শ্রীগীতাশাস্ত্র সমস্ত বেদার্থের সারসংগ্রহস্বরূপ। যখন শ্রীগীতা, শ্রীমদ্-ভাগবত প্রভৃতি শ্রীব্যাসপ্রকটিত শাস্ত্রের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের দ্বারাই ব্রহ্ম-সূত্রের তাৎপর্য নির্ণীত হয়, তখন স্বকপোলকল্পনা ও কুতর্কের কোনই প্রয়োজন নাই। শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের উপর শ্রীব্যাসশিষ্য শ্রীবোধায়নের প্রাচীনতম বৃত্তিকে স্বেচ্ছানুসারে কোথাও গ্রহণ এবং কোথাও বর্জন করিয়াছেন[৩], শ্রুতির বহু সুস্পষ্ট মন্ত্রসমূহকে এবং শ্রীব্যাসপ্রকটিত পুরাণ, স্মৃতি, ইতিহাসাদির আলোকে পরিদৃষ্ট উপনিষদের তাৎপর্যসমূহকে স্বমতবিরোধী বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন; এমন কি, স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব-কর্তৃক পুনঃ পুনঃ সুস্পষ্ট ভাষায় বিঘোষিত সূত্রসিদ্ধান্তকে পরিত্যাগ, অধিক কি, তাহাতে দোষ প্রদর্শনপূর্বক[৪] স্বকপোল-কল্পিত ও বৌদ্ধ মতপোষক নিরীশ্বর মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। এ বিষয়ে ভারতীয় প্রাচীন মহাজনগণ হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নিরপেক্ষ গবেষকগণ পর্যন্ত সকলেই একমত। এতৎসম্বন্ধে ভারতীয়

১। (ক) "অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ" ইত্যাদি গরুড়পুরাণবাক্য, (খ) "সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে"—ভাঃ২।১২।১৫; ২। শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত শ্রীগীতাভাষ্যের উপক্রম; ৩। ব্র সূ ১।১।১৯—শাঙ্করভাষ্য এবং ঐ সূত্রের ভামতী ও রত্নপ্রভা-টীকা দ্রষ্টব্য; ৪। ব্র সূ ১।১।১৯—শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

Suresvaracarya, in a hymn of praise to Sankara openly **declared,** of course as a point of merit in him, that he (**Sankara) gave us a correct interpretation of the Upanisads where Vyasa had failed.** It will be interesting to note here that **Dr. Thibaut** who translated Sankara's Sutrabhasya into English **held the view,** as a result of his study of the Sutras, **that the Sutras did not advocate the distinction of higher (Nirguna) and lower (Saguna) Brahma and that they did not support the theories of the falsity of the world, nor the identity of God and the soul as understood and preached by Sankara in the name of the eternal Upanisads.** * * A profound Sanskrit scholar of the traditional Advaita school, one Advaitananda Tirtha by name held the same views and wrote a commentary on the Vedanta-Sutras embodying them.

Why Sankara should play the double role of first accepting the Bhagavadgita and Vedanta-Sutras as his guide in the interpretation of the Upanisads and then try to evade their real and plain import wherever he found it inconvenient to follow them is a highly interesting question and has got to be faced.

He accordingly **entered into a sort of compromise with the Buddhists etc.** and developed a system of philosophy, which was intended to placate the intellectual Buddhists on the one hand and the Vedantins who believed in God on the other. **The attributeless God (Nirgunic Brahma) of Sankara is no better than the No-God of Buddha.** * * Such a God (Nirgunic Brahma) must easily be acceptable to Buddhists."

শ্রীঅরবিন্দ মায়াবাদের প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীগীতার পুরুষোত্তমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণই—পরাৎপরতত্ত্ব। তিনি—সবিশেষ। তিনি নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয় অক্ষর ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়।—"The highest secret of all, *uttamam rahasyam*, is the Purushottama. This is the supreme Divine, God, * * the Purushottama, as higher even than the still and immutable Brahman.[১] * * The Supreme is the Purushottama, eternal beyond all manifestation, infinite beyond all limitation by Time or Space or Causality or any of his numberless qualities and features. * * He is the supreme Soul and all souls are tireless flames of this one Soul."[২]

রবীন্দ্রনাথ 'নেতি নেতি'বাদের প্রতীক—'নির্বিশেষ নির্ব্যক্তিক শূন্যোপম ব্রহ্মই উপনিষদের প্রতিপাদ্য', এই প্রচলিত মতের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন[৩]—"We often hear the complaint that the Brahma of the Upanisads is described to us mostly as a bundle of negations. * * It has been said by some that the element of personality has altogether been ignored in the Brahma of the Upanisads. * * But then, what is the meaning of the exclamation : "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" ?[৪] I have known Him Who is the Supreme Person. Did not the sage who pronounced it at the same time proclaim that we are all 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'[৫], the sons of the Immortal ? Therefore, if we realise the Person as the ultimate reality which we know in everything that we know, we find our

১। Vide—Essays on the Gita, First Series by Sri Aurobindo, pp 173, 127, Calcutta 1944 ; ২। Ibid, Second Series, p 419, Cal. 1942 ; ৩। Foreword of Rabindranath Tagore in 'The Philosophy of the Upanisads' by S. Radhakrishnan, 2nd ed., pp XI—XIII, London 1935 ; ৪। শ্বেতাশ্ব ৩.৮ ; ৫। ঐ, ২।৫

own personality in the bosom of the eternal. There are numerous verses in the Upanisads which speak of immortality."[১]

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণও শঙ্কর-মায়াবাদ যে বৌদ্ধপ্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাহা স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন,[২]—"Gaudapada's work bears traces of **Buddhist influence**, especially of the Vijnana-vada and the Madhyamika Schools. **Gaudapada uses the very same arguments as the Vijnana-vadins do to prove the unreality of the external objects of perception. * * Both Samkara and Nagarjuna admit the unreality of the empirical world** based on distinctions (dvaita-mithyatva). But Samkara as a follower of the Vedanta tradition admits the reality of Brahman as the basis of the empirical world about which Nagarjuna is reticent".

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ আরও বলেন[৩] যে, শুদ্ধ কেবলাদ্বৈতবাদ উপনিষদের প্রতিপাদ্য নহে—"The Upanisads imply that the Isvara is practically one with Brahman. * * The Isa-Upanisad asks us to worship Brahman both in its manifested and unmanifested conditions. **It is not an abstract monism that the Upanisads offer us. There is difference but also identity.** Brahman is infinite not in the sense that it excludes the finite, but in the sense that it is the ground of all finites."

১। শ্বেতাশ্ব ৪।১৭ ; ২। Vedanta—the Advaita School, Samkara—History of Philosophy: Eastern and Western, Vol. 1, by His Excellency Prof. S. Radhakrishnan, Indian Ambassador, Moscow 1952, pp 273,274, 277 ; ৩। The Philosophy of the Upanisads—by S. Radhakrishnan, 2nd ed., pp 44,49, London 1935.

পূর্বাচার্যগণ শঙ্করমতকে যে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিয়াছেন, তাহা সমর্থন করিয়া দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলিয়াছেন[১]—"Sankara and his followers borrowed much of their dialectic form of criticism from the Buddhists. His Brahman was very much like the *Sunya of Nagarjuna*. It is difficult indeed to distinguish between pure being and pure non-being as a category. The debts of Sankara to the self-luminosity of the Vijnanavada Buddhism can hardly be overestimated. **There seems to be much truth in the accusations against Sankara by Vijnana Bhiksu and others that he was a hidden Buddhist himself.** I am led to think that Sankara's philosophy is largely a compound of Vijnanavada and Sunyavada Buddhism with the Upanisad notion of the permanence of self superadded."

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় শঙ্কর-মায়াবাদ-খণ্ডন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন[২]—"মায়াবাদে জগৎকে বিবর্তস্বরূপ বলিতে হয়, শ্রুতিতে আছে—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে'—যাঁহা হইতে এইসকল প্রাণীর উৎপত্তি, পাণিনিসূত্রানুসারে 'যতঃ' এই যে অপাদানে পঞ্চমী বিভক্তি, তাহা বিবর্তস্থলে হয় না, প্রকৃতি-বিকৃতি-স্থলেই হয়। সূত্র—'জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ' (পা ১।৪।৩০)। যদি বিবর্তস্থলেও পঞ্চমী হইত, তাহা হইলে 'রজ্জোঃ সর্প উৎপদ্যতে' (রজ্জু হইতে সর্প উৎপন্ন হয়) ইত্যাদি-রূপ প্রয়োগ থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। অতএব মায়াবাদ বা বিবর্তবাদ শ্রুতিসম্মত নহে।"

১। A History of Indian Philosophy, Vol. I, by Dr. S. N. Dasgupta, pp 493,494, Cambridge 1932 ; ২। শাক্তবাদ-সার ভাবানুবাদসহ ঈশাবাস্যোপনিষদ্ভাষ্য—ম ম পঞ্চানন তর্করত্ন, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ-প্রকাশিত, ভাটপাড়া।

পণ্ডিত শ্রীচারুকৃষ্ণদর্শনাচার্য মহাশয় স্বকৃত শ্রীগীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় ও ভাষ্যে লিখিয়াছেন[১]—"জগৎ মিথ্যা এরূপ একটি শব্দও বেদান্ত ও গীতায় দেখিতে পাই না, প্রত্যুত জগৎ সত্য এ কথা বেদান্তে বহু-স্থানে দেখা যায়, যথা—(মু ১।১।৮) "অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যম্" অর্থাৎ অন্ন হইতে মন, প্রাণ ও সত্য অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মিয়াছিল। (তৈ ২।৭।১) "ততো বৈ সদজায়ত", (ছা ৬।২।২) "কথমসতঃ সজ্জায়েত" অর্থাৎ তাঁহা হইতে সত্য বস্তু জন্মিয়াছিল, জগতের কারণ যদি অসৎ হয়, তা হ'লে তাহা হইতে সত্য জগৎ কি করিয়া হইবে? যে নাম ও রূপকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করা হইয়াছে; বেদান্ত কিন্তু সেই নাম ও রূপকে সত্যই বলিয়াছেন, "নাম-রূপে সত্যম্" অর্থাৎ নাম ও রূপ সত্য। 'ব্যবহারিক সত্য' ও 'প্রাতিভাসিক সত্য', এইরূপ একটি শব্দও বেদান্ত ও গীতাতে পাওয়া যায় না, একমাত্র বৌদ্ধশাস্ত্রে ঐ সকল কথা প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।[২] আমি জগতের সমগ্র লোককে আহ্বান করিতেছি তাঁহারা ঐ শব্দগুলি প্রামাণিক উপনিষদ্ ও বেদান্তদর্শন হইতে দেখাইয়া দিন।"

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী 'গীতায় অদ্বৈতবাদ'-প্রবন্ধে বহু যুক্তি প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,[৩]—"সমগ্র গীতাতে ইংরেজীতে যাকে বলে

১। শ্রীচারুকৃষ্ণদর্শনাচার্য-সম্পাদিত শ্রীগীতাভাষ্য ৯১ পৃঃ ও ভূমিকা ।৶০ পৃঃ; ২। (ক) "সংবৃতিঃ পরমার্থশ্চ সত্যদ্বয়মিদং মতম্। বুদ্ধেরগোচরস্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সংবৃতি-রুচ্যতে॥" "সংবৃতিশ্চ দ্বেধা তথ্যসংবৃতির্মিথ্যা সংবৃতিশ্চ"—বোধিচর্যাবতারপঞ্জিকা; (খ) "প্রমাণভূতং ব্যবহারসত্যং প্রমেয়ভূতং পরমার্থসত্যম্"—চন্দ্রকীর্তি। "ক্লেশাঃ কর্মাণি দেহাশ্চ কর্তারশ্চ ফলানি চ। গন্ধর্বনগরাকারা মরীচিজলসন্নিভাঃ॥"—নাগার্জুন। "দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্মদেশনা॥ লোকসংবৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ"—বৌদ্ধদর্শন; ৩। ভারতবর্ষ মাসিকপত্র (পৌষ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) ৪—৬ পৃঃ।

'Personal God'—সেই ভক্তের—ভগবানেরই জয়গাথা গীত হ'য়েছে। * * শাঙ্করীয় মায়াবাদের কোনো প্রমাণ শ্রীভগবদ্‌গীতায় নাই। গীতায় 'মায়া'-শব্দের অর্থ প্রকৃতি। শঙ্করও অবশ্য "মায়া" শব্দকে 'প্রকৃতি' অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর মতানুসারে, এই প্রকৃতি মিথ্যামাত্র এবং জগৎসৃষ্টিদ্বারা ব্রহ্ম জীবকে ছলনাই করেছেন মাত্র। কিন্তু গীতায় প্রকৃতিকে সাধারণ অর্থে গ্রহণ করা হ'য়েছে, মিথ্যা বা ছলনা অর্থে নয়। * * সাধনাবলীর দিক্ থেকেও শঙ্করের শুদ্ধজ্ঞানবাদের কোনো প্রমাণ গীতায় নেই। * * শুদ্ধজ্ঞানবাদী শঙ্করকে সেজন্য তাঁর গীতাভাষ্যে বহু স্থলেই কষ্টকল্পনা, অহৈতুকী শব্দ-সংযোজনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'য়েছে। * * গীতার কর্মযোগ-সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলির মত ভক্তিযোগ-মূলক শ্লোকগুলির অর্থ ব্যাখ্যাকালেও শঙ্করকে সমান অসুবিধায় পড়তে হ'য়েছে। এ সব ক্ষেত্রে, তিনি হয় নিরুপায় হয়ে, অতি স্বল্প কথায় 'ভজনম্ ভক্তিঃ' (৮।১০) বলে কোনো ব্যাখ্যা না করে (৯।১৪, ২৬।২৯ ইত্যাদি) সেরেছেন; নয় 'ভক্তি'-শব্দের অর্থ 'জ্ঞান' বলে গ্রহণ করতে বাধ্য হ'য়েছেন। * * স্বীয় শুদ্ধজ্ঞানবাদ রক্ষা করতে শঙ্করকে যথেষ্ট বেগ পেতে হ'য়েছে এবং অকারণ শব্দসংযোজন, এক শব্দের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক্ আর এক শব্দের একীকরণ, মুখ্যার্থকে গৌণার্থে গ্রহণ প্রভৃতি অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। রামানুজের ব্যাখ্যা এ সব ক্ষেত্রে অনেক অধিক মূলানুসারী ও গ্রহণযোগ্য।

এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ যে, এতে (গীতায়) শাঙ্করীয় অদ্বৈতবাদের স্থান নেই। গীতার ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অদ্বৈতবাদিগণের নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্বিশেষ ব্রহ্ম একেবারেই ন'ন। তিনি ক্ষরের অতীত, অক্ষর থেকেও উত্তম পুরুষোত্তম (১৬।১৮), তিনি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা (১৪।২৭)। এই পুরুষোত্তম নির্গুণ হয়েও সগুণ (১৩।১৪), বিশ্ববহির্ভূত হয়েও বিশ্বলীন (১০।৪৩),

অনন্ত অসীম হয়েও হৃদিস্থিত (১৩।১৭, ১৫।১৫), অজ অব্যয় হয়েও অবতাররূপে অবতীর্ণ (৪।৬)। সমগ্র জীবজগৎ তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়েও অংশরূপে ভিন্ন (১৫।১৭)। এরূপে গীতার 'পুরুষোত্তম' অদ্বৈত-বেদান্ত মতানুসারী, শুদ্ধজ্ঞান-লভ্য, নির্গুণ, নির্বিশেষ ব্রহ্ম বা Absolute ন'ন ; বৈষ্ণব-বেদান্ত-মতানুসারী কর্ম-জ্ঞান-ভক্তিলভ্য, সগুণ, সবিশেষ ঈশ্বর, **ভগবান্ বা Personal God—যাঁর স্থান কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মেরও উপরে।** শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সুবিখ্যাত "Essays on the Gita"তে সত্যই বলেছেন—

"But the **Gita is going to represent Ishwara, the Purushottama, as higher even than the still and immutable Brahman,** and the loss of ego in the impersonal comes in at the beginning as only a great initial and necessary step towards union with the Purushottama.[১] * * This is the supreme, Divine, God, Who possesses both the infinite and the finite, and in Whom the personal and the impersonal, the one Self and the many existences are united."[২]

এই মত সম্পূর্ণরূপে শঙ্করমত-বিরোধী ব'লে, শঙ্কর তাঁর অতুলনীয় ধীশক্তি ও তর্ককুশলতার সাহায্যেও তাঁ'র গীতাভাষ্যে অদ্বৈতমতবাদ-স্থাপনে সমর্থ হ'ন নি।"

১। Essays on the Gita, First Series—by Sri Aurobindo, p. 127, Calcutta 1944 ; ২। Ibid, p. 173.

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্মসূত্র ও গৌড়ীয়-গোস্বামিপাদগণ

শ্রীচৈতন্যানুশাসনগর্ভে অবস্থিত নিত্যসিদ্ধ আচার্য-গোস্বামিপ্রভুপাদগণ শ্রুতিশিরোভাগের নির্যাসস্বরূপ ব্রহ্ম-সূত্রের প্রণেতা শ্রীনারায়ণ-শক্ত্যা-বেশাবতার ভগবান্ শ্রীব্যাসদেবের শ্রীপাদপদ্মেই অদ্বিতীয় অভ্রান্ত স্বতঃসিদ্ধ বেদান্তভাষ্যকারের প্রতিষ্ঠা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন, ব্রহ্মসূত্রের শ্রীব্যাসপ্রকটিত স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত থাকিতে অন্যান্য স্বকপোলকল্পিত অর্বাচীন ভাষ্যসমূহ শ্রীমদ্-ভাগবতের অনুগত হইলেই আদরণীয়।[১] ইহাতে শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীমধ্বপ্রমুখ ঈশ্বরশক্ত্যাবিষ্ট লোকোত্তর আচার্যগণের প্রপঞ্চিত ভাষ্য পর্যন্ত বাদ পড়ে নাই। যদ্রূপ শ্রীব্যাসদেব 'আদি বিদ্বান্', সর্বজ্ঞ মহর্ষি কপিলের মতেরও যে যে অংশ শ্রুতির অনুগত নহে, সেই সকল অংশকে ব্যক্তি-বিশেষের কল্পিত মতবাদ বলিয়াই বর্জন করিয়াছেন[২] এবং ব্রহ্মসূত্রে একমাত্র শ্রুতিরই প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন; তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গোস্বামি-পাদগণও লোকোত্তর ভাষ্যকারাচার্যগণের মতসমূহের যে যে অংশ শ্রুতির অদ্বিতীয় সমন্বয়কারী শ্রীব্যাসসূত্রের স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের অনুগত নহে; সেই সকল মত স্বকপোলকল্পনাবলে যতই বলিষ্ঠ ও দিগ্বিজয়ী হউক না কেন, উহাদিগকে অর্বাচীন ব্যক্তিগত মতবাদ বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। শ্রীব্রহ্মসূত্র-মধ্যে স্বয়ং শ্রীব্যাসদেবও যেস্থানে তাঁহার নিজমত প্রকাশ করা অথবা অন্যান্য আচার্যগণের মতের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে যথাক্রমে নিজ-

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ৭ পৃঃ; ২। ব্র সূ ২।১।১

নাম ও অপরাপর আচার্যগণের নামোল্লেখ করিয়া তত্তৎ মতসমূহের প্রচার করিয়াছেন। আর যে স্থানে একমাত্র শ্রুতিসমূহেরই মীমাংসা করিয়াছেন, তথায় সূত্রসমূহের দ্বারাই তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য হইতে শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষু-প্রমুখ ভাষ্যকারগণের মতবাদ কল্পনা-জগতে এক একটি পরস্পর প্রতিযোগী প্রতিভাময়ী চিন্তাধারারূপে উদ্ভূত হইয়াছিল। ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শনে সেরূপ কল্পনাবিলাস বা শেমুষী-প্রতিভার প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটিত হয় নাই ; উহাতে আছে সনাতন শ্রৌত-সিদ্ধান্তের অব্যভিচারী অনুসরণ। এই অনুসরণের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য, তাহাই ইহার মৌলিকতা। ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন সেই শ্রৌত-মৌলিকতা-সম্পদ্ লইয়াই সমস্ত মতবাদাচার্যগণের মতকে সুসমন্বিত করিয়া শ্রীব্যাসের হৃদ্‌গত-তাৎপর্যের পথে অভিগমন করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্যগণকে এজন্য গতানুগতিক ভাষ্যকারগণের পর্যায়ে গণনা না করিয়া ব্যাসকৃত স্বতঃসিদ্ধভাষ্যের ব্যাখ্যাতৃরূপে গ্রহণ করাই উচিত। তাঁহাদের আবিষ্কৃত শ্রীমদ্ভাগবতামৃত, শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, শ্রীমদ্-ভাগবতসন্দর্ভ, শ্রীক্রমসন্দর্ভ, শ্রীসর্বসংবাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থ স্বকপোলকল্পিত স্বতন্ত্র ভাষ্য নহে। তাহা ব্রহ্মসূত্রকারের প্রকটিত স্বতঃসিদ্ধভাষ্য শ্রীমদ্-ভাগবতের সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তেরই অব্যভিচারী অনুসরণ ও অনুসন্ধানমূলক শ্রৌত ভাষ্য। তাহাতে যে অন্যান্য মতবাদাচার্যগণের মতকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা হইয়াছে, তাহাও নহে। এমন কি, শ্রীশঙ্করের ভাষ্যেও যে যে অংশ শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তের অনুকূল, তাহাও গৃহীত হইয়াছে।

একটি প্রধান সত্য কথা এই যে, শ্রীশঙ্কর-শ্রীরামানুজ-ভাষ্যাদি গ্রন্থের ন্যায় শ্রীভাগবতসন্দর্ভ ও শ্রীসর্বসংবাদিনী প্রভৃতি গৌড়ীয়াচার্যগ্রন্থমালা বিদ্বৎসমাজে সুষ্ঠুভাবে আলোচিত হয় নাই। স্বল্পসংখ্যক আধুনিক গবেষক যে প্রণালীতে শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের ঐ সকল গ্রন্থ আলোচনা

করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, গ্রন্থকার শ্রীভাগবতসন্দর্ভের প্রারম্ভেই সেই প্রণালীকে শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্ত উপলব্ধির পক্ষে অর্গলস্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন এবং ঐ জাতীয় পাঠকের প্রতি গ্রন্থকর্তা শপথপ্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থকারের এই শপথকে অমান্য করিয়া যে সকল পণ্ডিতন্মন্য গবেষক সন্দর্ভ ও শ্রীসর্বসংবাদিনী প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচনার অভিনয় বা সমালোচনা করিবার ধৃষ্টতা করিয়াছেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হইয়াছেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভুপাদ

শ্রীচৈতন্যদেবের মনোঽভীষ্ট-সংস্থাপক ষড়্ গোস্বামীর সর্বজ্যেষ্ঠ শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদ কর্ণাটাধিপতি 'সর্বজ্ঞ'-নামক ভরদ্বাজগোত্রীয় যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণ-বংশে শ্রীকুমারদেবের আত্মজরূপে ১৪১০ শকাব্দায় (=১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে[১]) আবির্ভূত হন। শ্রীসনাতন ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরূপ গৌড়েশ্বর হোসেনশাহের সভায় যথাক্রমে 'সাকর-মল্লিক' (Chief Secretary) ও 'দবীরখাস' (Private Secretary)-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গৌড়ের রামকেলি গ্রামে শ্রীগৌরহরির দর্শন-লাভ করিয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ বিষয়ত্যাগের জন্য অতি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়েন। রামকেলিতেই শ্রীমন্মহাপ্রভু দুই ভ্রাতার সাকর-মল্লিক ও দবীরখাস নাম মোচন করাইয়া শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ নাম রাখেন। শ্রীসনাতন অসুস্থতার ছল করিয়া রামকেলিতে স্বগৃহে পণ্ডিতগণের সহিত প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতে থাকেন। এই সময়ে অকস্মাৎ একদিন বাদ্শাহ্ হোসেনশাহ শ্রীসনাতনের গৃহে আসিয়া তাঁহাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিতে পা'ন এবং শ্রীসনাতনের আর রাজ-কার্য করিবার ইচ্ছা নাই জানিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। শ্রীরূপ

১। শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত 'গৌড়ীয়' সাপ্তাহিকপত্রে (৩০শে শ্রাবণ, ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ) তদ্রচিত 'শ্রীশ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু' প্রবন্ধ, ১৪ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

পূর্বেই রামকেলি হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি শ্রীসনাতনকে গুপ্তচরের দ্বারা একপত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-গমনের সংবাদ জ্ঞাপন করেন। রাজবন্দী শ্রীসনাতন কারাগার-রক্ষককে সাত হাজার মুদ্রা উৎকোচ প্রদান করিয়া ছদ্মবেশে কাশীতে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট চলিয়া আসেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনে শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীকাশীধামের দশাশ্বমেধ-ঘাটে 'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব' শিক্ষা দেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া অতিমর্ত্য দৈন্য, আর্তি ও কৃষ্ণবিরহ-ময় বৈরাগ্যের সহিত শ্রীকৃষ্ণভজন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মনোঽভীষ্ট প্রচার করেন। শ্রীসনাতন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনার্থ শ্রীনীলাচলে আগমন করিয়া নামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সহিত একত্র বাস এবং প্রভুর আজ্ঞায় পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরূপ, শ্রীরঘুনাথদাস, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপালভট্ট-প্রমুখ নিজ-জনগণের সহিত ঐকান্তিক শ্রীহরিভজন-লীলার আদর্শ প্রকট করেন। শ্রীসনাতন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীযমুনার তীরে 'আদিত্য-টিলা'-নামক স্থানে শ্রীমন্মদনগোপালদেবের সেবা প্রকট করেন। শ্রীসনাতনের রচিত গ্রন্থের মধ্যে—(১) শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ও তাঁহার দিগ্দর্শিনী টীকা, (২) শ্রীহরিভক্তিবিলাস (শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-পাদের দ্বারা সংক্ষেপে সমাহৃত ও শ্রীসনাতন-কর্তৃক সম্পূরিত, গুম্ফিত) ও তাঁহার দিগ্দর্শিনী টীকা, (৩) শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব এবং (৪) শ্রীভাগবত-দশমস্কন্ধের টীকা শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুপাদ

শ্রীরূপ ১৪১১ শকাব্দায় (=১৪৮৯ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৪১৫ শকাব্দা= ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে) আবির্ভূত হ'ন। গৌড়ের রামকেলি গ্রামে দবির্খাস্ (শ্রীরূপ) শ্রীগৌরহরির দর্শন লাভ করিয়া রামকেলি হইতে ফতেয়া-বাদে স্বগৃহে আগমন করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীঅনুপমের সহিত

প্রয়াগে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপস্থিত হ'ন। তথায় শ্রীরূপ শ্রীবল্লভাচার্যের সহিত পরিচিত হ'ন। শ্রীমহাপ্রভু শ্রীরূপে শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রয়াগের দশাশ্বমেধ-ঘাটে দশদিন যাবৎ কৃষ্ণতত্ত্ব, কৃষ্ণভক্তিতত্ত্ব ও রসতত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সেই সকল শিক্ষাই শ্রীরূপপাদ স্বরচিত বিভিন্ন গ্রন্থে প্রচার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিয়া অতিমর্ত্য ভজনলীলা প্রকট করেন। শ্রীরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ-দর্শনার্থ শ্রীনীলাচলে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্চারিত "যঃ কৌমারহরঃ"[১]-শ্লোকে প্রভুর হৃদ্‌গতভাব বুঝিতে পারিয়া শ্রীরূপ তদনুরূপ একটি শ্লোক ("প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ"[২] ইত্যাদি) রচনা করিয়াছিলেন এবং শ্রীবিদগ্ধমাধব ও শ্রীললিতমাধব-নাটক প্রণয়ন করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরামানন্দরায়-প্রমুখ অতিমর্ত্য রসিকগণের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকেশি-তীর্থোপকণ্ঠে শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন। শ্রীরূপের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ প্রচারিত আছে—(১) শ্রীহংসদূত, (২) শ্রীউদ্ধবসন্দেশ, (৩) শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি, (৪,৫) শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা (বৃহৎ ও লঘু), (৬) শ্রীস্তবমালা, (৭) শ্রীবিদগ্ধমাধব-নাটক, (৮) শ্রীললিতমাধব-নাটক, (৯) শ্রীদানকেলিকৌমুদী (ভাণিকা), (১০) শ্রীনাটকচন্দ্রিকা, (১১) শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, (১২) শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি, (১৩) প্রযুক্তাখ্যাত-চন্দ্রিকা, (১৪) শ্রীমথুরা-মাহাত্ম্য, (১৫) শ্রীপদ্যাবলী (সংগৃহীত কোষ-কাব্য), (১৬) সংক্ষিপ্ত(লঘু)-শ্রীভাগবতামৃত, (১৭) সামান্যবিরুদাবলী-লক্ষণ ও (১৮) শ্রীউপদেশামৃত।

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১।৭৮-ধৃত কাব্যপ্রকাশ (১।৪), সাহিত্যদর্পণ (১।১৩), শ্রীপদ্যাবলী (৩৮২) সংখ্যোক্ত শ্লোক; ২। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য ১।৭৯-ধৃত শ্রীপদ্যাবলী (৩৮৩) সংখ্যোক্ত শ্লোক।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুপাদ

শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন—শ্রীবল্লভ (নামান্তর—শ্রীঅনুপম)। শ্রীবল্লভের একমাত্র আত্মজ শ্রীশ্রীজীবপাদ বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপে[১] আনুমানিক ১৪৩৫—১৪৪৫ শকাব্দার (=১৫১৩—১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দের) মধ্যে আবির্ভূত হ'ন। শ্রীভক্তিরত্নাকরে[২] উল্লিখিত আছে,—যে সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনকে অঙ্গীকার করিবার জন্য শ্রীরামকেলি-গ্রামে গমন করেন, তখন শিশুবুদ্ধি শ্রীজীব গোপনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীজীব শৈশবকালে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকট শ্রীরামকেলি-গ্রামেই অবস্থান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই শ্রীজীব শ্রীমদ্ভাগবতে অনুরাগী ছিলেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার ও ন্যায়-মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্রে পারঙ্গত হ'ন। শ্রীজীবপ্রভু বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ হইতে ফতেয়াবাদ হইয়া শ্রীনবদ্বীপে আগমন করেন এবং শ্রীমন্নিত্যানন্দের অনুগমনে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা করেন। ইহার পর শ্রীজীব কাশীতে গমনপূর্বক শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের ছাত্র শ্রীমধুসূদন বাচস্পতির নিকট কিছুকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কিংবদন্তী এই যে,—'নীলাচলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের নিকট যে সকল বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই সকল বেদান্ত-বিচার শ্রীসার্বভৌম শ্রীমধুসূদনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।' শ্রীল জীবপাদ কাশীধাম হইতে শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের

১। পূর্বকালে পাবনা, ঢাকা জিলার দক্ষিণাংশ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ—চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল। বাক্‌লা বহুদিন পূর্বেই নদীগর্ভে গিয়াছে। আক্‌বরের সময় বাক্‌লা একটি স্বতন্ত্র সরকার ছিল—ইস্‌মাইলপুর, শ্রীরামপুর, শাহজাদপুর ও ইদিলপুর—এই চারি মহালে বিভক্ত ছিল। এই স্থানে শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের পিতৃদেব আসিয়া বাস করেন।—শ্রীহরিদাসদাসকৃত শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবতীর্থ, ১ম-সং, শ্রীধাম-নবদ্বীপ, ৪৬৫ শ্রীগৌরাব্দ, ৭১ পৃঃ; ২। শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৬৩৮, ৭৯১, ৭৯২ পদ্য।

একান্ত আশ্রিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং তদবধি শ্রীব্রজমণ্ডলেই বাস করিয়াছিলেন। শ্রীজীবের অতিমর্ত্ত্য, স্বাভাবিক পাণ্ডিত্য ও স্বতঃসিদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্তবিচার-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীরূপসনাতন গুরুদ্বয় নিজকৃত গ্রন্থাদি শ্রীজীবের দ্বারা শোধন করাইতেন।[১] শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ ১৪৭৬ শকাব্দায় 'শ্রী-বৈষ্ণবতোষণী' রচনা করেন। শ্রীসনাতনের আজ্ঞায় শ্রীজীবপাদ ১৫০০ শকাব্দায় ঐ গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ লিখিয়াছিলেন।[২] শ্রীরূপ-গোস্বামিপাদের অনুজ্ঞায় শ্রীশ্রীজীবপাদ 'শ্রীমাধবমহোৎসব'-গ্রন্থ রচনা করেন।[৩] শ্রীরূপগোস্বামিপাদই শ্রীজীবগোস্বামিপাদের দীক্ষাগুরু। শ্রীজীব শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের অনুশাসনগর্ভে অবস্থিত হইয়া শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামিপাদের কারিকা অবলম্বনে শ্রীভাগবতসন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদের রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহের প্রসিদ্ধি আছে—১। শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণ, ২। গণধাতু-সংগ্রহ, ৩। শ্রীগোপাল-বিরুদাবলী ৪। শ্রীভক্তিরসামৃতশেষ, ৫। শ্রীশ্রীমাধব-মহোৎসব, ৬। শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা-(পঞ্চমাধ্যায়)-টীকা—দিগ্‌দর্শিনী ৭। দুর্গমসঙ্গমনী (শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-টীকা), ৮। শ্রীলোচনরোচনী (শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি-টীকা), ৯। শ্রীগোপাল-চম্পূ (পূর্ব ও উত্তর চম্পূ), ১০। শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম, ১১—১৬। শ্রীভাগবত-সন্দর্ভ বা ষট্‌সন্দর্ভ—[(১) শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ, (২) শ্রীভগবৎসন্দর্ভ, (৩) শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ, (৪) শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ, (৫) শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, ও (৬)

১। সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণবতোষণীর উপসংহার দ্রষ্টব্য ; ২। "শাকে ষট্‌সপ্ততিমনৌ (১৪৭৬) পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা। সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈক (১৫০০) গণিতে তথা ॥" —সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, উপসংহার ; ৩। শ্রীশ্রীমাধব মহোৎসব (মহাকাব্য), ১ম উল্লাস, ৪র্থ শ্লোক।

শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ], ১৭। শ্রীক্রমসন্দর্ভ, ১৮। সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণবতোষণী, ১৯। শ্রীসর্বসংবাদিনী (তত্ত্ব-ভগবৎ-পরমাত্ম-শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যা), ২০। শ্রীসুখবোধিনী (শ্রীগোপালতাপিনী-টীকা), ২১। শ্রীপদ্মপুরাণস্থ শ্রীযোগসারস্তোত্র-টীকা, ২২। অগ্নিপুরাণস্থ গায়ত্রীব্যাখ্যা-বিবৃতি, ২৩। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চনদীপিকা, ২৪। সূত্রমালিকা, ২৫। শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্ন-সমাহার, ২৬। শ্রীরাধিকা-করপদ-চিহ্ন-সমাহৃতি, ২৭। শ্রীজাহ্নবাষ্টক[১], ২৮। শ্রীশ্রীস্তবমালা (শ্রীরূপপাদের রচিত ও শ্রীজীবপাদ কর্তৃক সংগৃহীত)।

ব্রহ্মসূত্রের চতুঃসূত্রী ও শ্রীমদ্ভাগবত-গৌড়ীয় দর্শন

ব্রহ্মসূত্রের যাহা প্রধান বা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা প্রথম চারি-সূত্রেই মুখবন্ধরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারিটি সূত্র অবলম্বনে বিভিন্ন মতবাদাচার্যগণ যে সকল বিভিন্ন মত উদ্ঘাটন করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বে আলোচিত হইয়াছে। এখন শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণানুচরগণের প্রপঞ্চিত শ্রীমদ্ভাগবতসিদ্ধান্তসম্মত ভাষ্য বা শ্রীমদ্ভাগবত-গৌড়ীয় দার্শনিক বিচার সংক্ষেপে আলোচিত হইতেছে :—

১। **অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা**[২]—অথ (অনন্তর—পূর্বমীমাংসা-কথিত কর্মকাণ্ড আলোচনার পর), অতঃ (এই হেতু—কর্মকাণ্ডের ফল অনিত্য, অস্থির ইত্যাদি জ্ঞানহেতু), ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (বৃহত্তমের জিজ্ঞাসা ; 'বৃহি'-ধাতু মন্ প্রত্যয়ে ব্রহ্ম-শব্দ নিষ্পন্ন, 'বৃহি'-ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব। নিরতিশয় বৃহত্ত্ব বা মহত্ত্ব একমাত্র পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত

১। মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত Madras Government Oriental Manuscripts' Library-র পুঁথি-তালিকার ৪র্থ খণ্ডের ৪৪৭১, ৪৪৭২ পৃষ্ঠায় 'শ্রীজাহ্নবাষ্টক' নামে একটি স্তোত্র (3053xনং পুঁথি) শ্রীল জীবগোস্বামিপাদের রচিত বলিয়া উল্লিখিত ; ২। ব্র সূ ১।১।১

আর কাহারও নাই। [গীতা ৭।৭] যিনি স্বয়ং বৃহৎ ও অপরকে বৃহৎ করিবার শক্তি ধারণ করেন, তাঁহাকেই অথর্বশিরঃ উপনিষৎ[১] ও বিষ্ণু-পুরাণাদি[২]-শাস্ত্র 'ব্রহ্ম' বলিয়াছেন। তিনিই পুরুষোত্তম। অসমোর্ধ্ব ও অসংখ্য কল্যাণগুণশালী ভগবানের [ব্রহ্মের] জিজ্ঞাসা [=ধ্যান—নিদি-ধ্যাসন] করা কর্তব্য)।

শ্রীমদ্ভাগবতের সর্বপ্রথম 'জন্মাদ্যস্য'শ্লোকের দ্বারা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মসূত্রের উক্ত প্রথম সূত্রটি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন[৩],—

"শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা-গ্রন্থ"—গরুড়পুরাণের এই উক্তি-অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতই ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিমভাষ্য বলিয়া উক্ত মহাপুরাণই সূত্রতাৎপর্যময় প্রথম অবতার। 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'-সূত্রের ব্যাখ্যায় প্রথমতঃ তেজ, বারি ও মৃত্তিকাদির পরস্পর বিনিময়হেতু তাহাদের নিত্য-সত্যতার অভাবে দৃশ্যবিশ্বের নশ্বরতা এবং পশ্চাৎ ব্রহ্মবস্তুর নিত্য পরমানন্দ সত্যস্বরূপতানিবন্ধন আমরা 'ভগবান্‌কে ধ্যান করি'—এইরূপ কথিত হইয়াছে। 'মুক্তপ্রগ্রহ' যোগবৃত্ত্যনুসারে বৃহত্ত্ববশতঃ ব্রহ্ম সর্বাত্মক ও তদতিরিক্ত তদ্বহির্ভূতরূপেও তিনিই বিরাজমান। শ্রীরামানুজাচার্যপাদ শ্রীভাষ্যে বলিয়াছেন—'সর্বত্র বৃহত্ত্বগুণের যোগবশতঃই ব্রহ্ম-শব্দ প্রযুক্ত হয়। ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থে ভগবান্‌ই লক্ষিতব্য। বৃহত্ত্ব যাঁহার স্বরূপ, যাঁহাতে গুণের অবধি নাই এবং যাঁহার গুণ অপেক্ষা অন্যত্র গুণাতিশয্য দেখা যায় না, ব্রহ্মশব্দের তাহাই মুখ্যার্থ; তিনি সর্বেশ্বর।' প্রচেতোগণ বলিয়াছেন—যাঁহার বিভূতির অন্ত নাই, তিনিই অনন্ত।[৪] অতএব বিবিধ, মনোহর, অনন্ত আকারবিশিষ্ট হইলেও সেই সেই আকার-সমূহের আশ্রয় ভগবানের পরমাদ্ভুত মুখ্যাকারই অভিব্যক্ত হইতেছেন।

১। অথর্বশিরঃ ৪।৯; ২। বিষ্ণু পু ১।১২।৫৭,৩।৩।২১; ৩। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ১০৫ অনু; ৪। ভা ৪।৩০।৩১

এই প্রকারে মূর্তিমত্তা সিদ্ধ হইলে তাঁহার বিষ্ণু প্রভৃতি নিত্যরূপ-বিশিষ্ট ভগবত্তাই "সত্যং পরং ধীমহি" বাক্যের পর-শব্দে সিদ্ধ হইতেছে। ব্রহ্মা ও শিবাদির পরবস্তু বলিয়া পর-শব্দে বিষ্ণুই শাস্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছেন। এখানে 'ধীমহি'-পদে জিজ্ঞাসাই ব্যাখ্যাত হইতেছে, যেহেতু 'ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা'-পদের তাৎপর্যরূপে তদীয় ধ্যানই উপলব্ধ হয়।

২। **জন্মাদ্যস্য যতঃ**[1]—জন্মাদি (সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়), অস্য (এই জগতের), যতঃ (যাঁহা হইতে) [তিনিই ব্রহ্ম]। জগতের মূল-কারণস্বরূপ সেই বস্তুকে তটস্থ-লক্ষণের দ্বারাও পরম সত্যরূপে প্রকাশ করিয়া, এই পরমহংস-সংহিতাকে ব্রহ্মসূত্রের প্রথম বিস্তৃত অর্থরূপে বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রকেই প্রথম অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন। 'জন্মাদি' বলিতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত অনেক কর্তা ও ভোক্তার দ্বারা সংযুক্ত সকল দেশকাল-নিমিত্ত-ক্রিয়াফলের আশ্রয়, মনের দ্বারা অচিন্ত্য বিবিধ বিচিত্র-রচনারূপ এই বিশ্বের জন্মাদি অচিন্ত্যশক্তিশালী উপাদানরূপ ও নিমিত্তস্বরূপ যাঁহা হইতে সজ্ঘটিত হয়, সেই পরম বস্তুকে আমরা ধ্যান করি। এস্থলে জন্মাদি—উপলক্ষণ, বিশেষণ নহে। সেজন্য তাঁহার ধ্যানকালে জগৎকর্তৃত্বরূপ ভাবের গ্রহণ হইবে না। শুদ্ধবস্তুরই ধ্যান অভিপ্রেত। আরও, এস্থলে পূর্বোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট বিশ্বের জন্মাদির তাদৃশ হেতু বলিয়া তাঁহার সর্বশক্তিত্ব, সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, এবং সর্বেশ্বরত্ব সূচিত হইতেছে। এবিষয়ে 'যিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ, যাঁহার জ্ঞানময় তপস্যা[2], যিনি সকলের বশকারক'[3] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও প্রমাণ রহিয়াছে। যাঁহারা বলেন যে, নির্বিশেষ-বস্তু-বিষয়েই জিজ্ঞাসা হইয়াছে, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় "জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের

১। ব্র সূ ১।১।২; ২। মুণ্ডক ১।১।৯; ৩। বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২

অসঙ্গতি প্রতিপন্ন হয়। কারণ—জগৎকর্তৃত্বাদি দ্বারা তদীয় সবিশেষত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। এইরূপ 'ব্রহ্ম'-শব্দের নিরতিশয় বৃহত্ত্ব ও বৃংহণত্বরূপ অর্থদ্বারাও তাঁহার তাদৃশ গুণ বা ধর্মেরই উপলব্ধি হয়। এই প্রকার পরপর সূত্র এবং সূত্রোদাহৃত শ্রুতিবাক্য-সমূহে ঈক্ষণাদির (দর্শন কর্তৃত্বাদির) সম্বন্ধ দর্শনহেতু কথিত সূত্রমালা ও তৎসম্পর্কে উদ্দিষ্ট শ্রুতিবচনসমূহ নির্বিশেষমত-নিরসনে প্রমাণ।

৩। **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**[১]—(ক) শাস্ত্র (বেদাদি শাস্ত্র) যোনিত্বাৎ (ব্রহ্মের প্রতিপাদক বা প্রমাণ অর্থাৎ স্বরূপজ্ঞানের কারণ—এই হেতু [যেহেতু শাস্ত্রই তদ্‌বিষয়ে প্রমাণ]) ; (খ) শাস্ত্রের যোনি (কারণ)—এই অর্থে শাস্ত্রযোনি অর্থাৎ ব্রহ্মই সকল শাস্ত্রের উৎপত্তিস্থল বলিয়া।

(ক) জগতের জন্মাদি-বিষয়ে ব্রহ্মের কারণতা কোথা হইতে প্রমাণিত ? তদুত্তরে বলিলেন,—শাস্ত্রই যোনি অর্থাৎ জ্ঞানের কারণ যাঁহার, তাঁহার ভাব—শাস্ত্রযোনিত্ব ; সেই হেতু। 'যাঁহা হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়'[২] ইত্যাদি শ্রুতি-শাস্ত্রের প্রামাণ্যহেতু। অন্য দর্শনের ন্যায় এই বিষয়ে তর্কের প্রমাণতা নাই ; কারণ তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই এবং ব্রহ্ম সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়াতীত হওয়ায় প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অগোচর। তর্কপন্থী দার্শনিকগণের (সাংখ্যাদির) মতে ঈশ্বর কর্তা হইতে পারেন না। কারণ, মুক্ত ব্যক্তিগণের ন্যায় ঈশ্বরের কোন বিষয়ের প্রয়োজন নাই। অতএব, ঈশ্বরের জগৎ-নির্মাণ করিবার কোনো হেতুও নাই। আরও, যে কোন দর্শনের অনুকূলভাবে ঈশ্বরানুমান অন্য দর্শনের প্রতিকূল যুক্তিদ্বারা খণ্ডিত হয় ; এজন্য পুরুষোত্তম একমাত্র শ্রুতি-প্রমাণদ্বারা নির্দিষ্ট। তিনি পরমব্রহ্মস্বরূপ, সর্বেশ্বর পুরুষোত্তম। শাস্ত্রও যখন অপর সর্বপ্রমাণে পরিদৃষ্ট সমস্ত বস্তুর বিজাতীয়রূপে, সর্বজ্ঞতা ও

১। ব্র সূ ১।১।৩ ; ২। তৈত্তিরীয় ৩।১।১

সত্যসঙ্কল্পতাদিসমন্বিত, সীমা ও তারতম্যরহিত, নিরতিশয়, অপরিমিত, উদার, বিচিত্র গুণের আধাররূপে এবং সর্ববিধ হেয়ভাব-বর্জিতরূপে তাঁহার স্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন প্রমাণান্তরদ্বারা নির্ণীত অপর বস্তুর সাধর্ম্য বা সাদৃশ্যানুসারে কোনো দোষের গন্ধ পর্যন্ত তাঁহাতে সম্ভাবিত হইতে পারে না।

(খ) ব্রহ্মই সকল শাস্ত্রের যোনি (কারণ বা উৎপত্তিস্থল)—এই প্রকার অর্থটি শ্রীমদ্ভাগবতের 'জন্মাদ্যস্য'-শ্লোকের "তেনে ব্রহ্ম হৃদা" বাক্যের মধ্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মই জগতের কারণ, প্রধান—জগতের কারণ নহে। এই বিষয় বিশদভাবে বলিবার জন্য "তেনে ব্রহ্ম হৃদা" প্রভৃতির অবতারণা। অন্তঃকরণদ্বারাই আদি কবি ব্রহ্মার নিকট বেদ আবির্ভূত হইয়াছিল, বাক্যদ্বারা হয় নাই। এস্থলে বৃহদ্বাচক ব্রহ্ম-শব্দদ্বারা তাঁহার সর্বজ্ঞানময়ত্ব জ্ঞাপিত হইয়াছে। 'হৃদা' এই পদদ্বারা অন্তর্যামিত্ব ও সর্বজ্ঞানময়ত্ব সূচিত হইয়াছে। 'আদিকবয়ে' এই পদদ্বারা তাঁহারই শিক্ষানিদানত্ব-মূলে শাস্ত্রযোনিত্ব সিদ্ধ হয়। এস্থলে শ্রুতিবাক্য যথা—'যিনি সৃষ্টির আদিতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে বেদসমূহকে প্রেরণ করেন, মুমুক্ষু আমি সেই আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক দেবতার শরণ গ্রহণ করি।'[১] মুক্তজীব বিশ্বের কারণ নহে, তজ্জন্য 'মুহ্যন্তি'-শব্দের প্রয়োগ। 'যে বেদে শেষাদি সূরিগণ পর্যন্তও মুহ্যমান হ'ন।' এতদ্দ্বারা শয়ন-লীলায় প্রকাশিত নিশ্বসিতময় বেদ[২] এবং ব্রহ্মাদির বিধানবিষয়ে দক্ষতম যে পদ্মনাভ, তাঁহার আদিমূর্তি ভগবান্ই অভিহিত হ'ন। "প্রচোদিতা যেন"[৩] ইত্যাদি পদ্যেও ইহাই বিবৃত হইয়াছে।

ব্রহ্মের শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? ইহার উত্তরে চতুর্থ-সূত্রে ভগবান্ শ্রীব্যাসদেব বলিতেছেন—

১। শ্বেতাশ্ব ৬।১৮; ২। বৃহদারণ্যক ২।৪।১০; ৩। ভা ২।৪।২২

৪। **তৎ তু সমন্বয়াৎ**[১] —(ক) তৎ তু (সেই শাস্ত্রপ্রমাণকত্ব ব্রহ্মেরই সম্ভব হয়, অন্যের নহে) [—কোথা হইতে?] সমন্বয়াৎ (শাস্ত্রীয় অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রমাণের দ্বারা উপপাদনই—সমন্বয়, সেই শাস্ত্রীয় সমন্বয় হইতে)। (খ) সমন্বয়াৎ (সম্যক্=সর্বতোমুখ, অন্বয়=ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ বেদার্থের সম্যক্‌জ্ঞান যাঁহা হইতে) তৎ তু (সেই,ব্রহ্মই শাস্ত্রযোনিরূপে নিশ্চিত হন, অন্যে নহে); [কারণ, জীবে সম্যক্ জ্ঞানই নাই এবং প্রধানও অচেতন বস্তু]।

(ক) ব্রহ্মই শ্রুতিসমূহের প্রতিপাদ্য বস্তু, যেহেতু তাঁহাতেই সকল বেদাদি বাক্যের সমন্বয় সম্ভবপর হয়—এই ন্যায়ানুসারে বেদবাক্য-সমূহের সমন্বয় অপেক্ষিতরূপে উপলব্ধ হইতেছে। আর, "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বম্" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত(১.২।১১)-বাক্যবর্ণিত পরতত্ত্বেই সমন্বয়ের পরাকাষ্ঠা গ্রাহ্য হয়। সেই তত্ত্বকে কেহ কেহ বস্তুর নির্বিশেষ ভাবমাত্ররূপেই. কেহ কেহ বা সৃষ্ট্যাদি শক্তিবিশিষ্টরূপেই মনে করিয়া 'ব্রহ্ম'-সংজ্ঞায় উল্লেখ করেন। পরন্তু শ্রীভাগবতগণ তাঁহাকে স্বাভাবিক শক্তিযোগে অনন্ত বিশেষভাবযুক্ত অনুভব করিয়া 'পরমাত্মা' ও 'ভগবান্' বলিয়া কীর্তন করেন। তন্মধ্যে কেবলমাত্র অন্তর্যামিত্বরূপ স্বশক্তিবিশিষ্টরূপে ভগবান্‌ই 'পরমাত্মা'; আর যাহা শুদ্ধ, পরিপূর্ণ ঐশ্বর্যাদি স্বরূপা, পরমধাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্বয়ংবিলাসশীলা এবং মায়া-শক্তির বশীকরণসমর্থা, সেই পরম স্বরূপশক্তির সহযোগেই সেই পরতত্ত্ব 'ভগবান্'-শব্দের বাচ্য হ'ন। এস্থলে শক্তি-স্বীকারহেতু কিরূপে অদ্বয়ত্ব সম্ভবপর হয়, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—যেহেতু শক্তিমত্তত্ত্ব হইতে পৃথগ্‌ভাবে শক্তির সত্তা নাই এবং শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের কোন কার্যকারিতা নাই, সেইহেতুই অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হয়। আর, শক্তি ও শক্তি-

---

১। ব্র সূ ১।১ ৪

মান ব্যতীত অন্য বস্তুর একান্ত অভাবহেতুও অদ্বয়ত্ব অব্যাহত হইতেছে। এইরূপেই 'ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়ই হ'ন।' যে ব্রহ্মবস্তুতে বেদসমূহের তাৎপর্য, সমন্বয় বা সঙ্গতি সর্ববাদিসম্মত, তিনি নির্বিশেষ তত্ত্ব হইলে বৈদিক শব্দসমূহ মুখ্যা, লক্ষণা বা গৌণী ইহাদের মধ্যে কোন্ বৃত্তির সাহায্যে কিরূপে তাঁহাকে প্রতিপাদন করিবে ? যেহেতু তাদৃশ বস্তুকে কোন বৃত্তিই অধিকার করিতে পারে না।[১]

(খ) শ্রুতি বলেন,—'তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে জানিবার কাহারও সামর্থ্য নাই।'[২] তদীয় সম্যগ্‌জ্ঞান ব্যতিরেকমুখে বুঝাইবার জন্য সকল জীবেরই তদীয় সম্যগ্‌জ্ঞানের অভাব "মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ" অর্থাৎ শেষাদি সূরিগণ যে শব্দব্রহ্মে মোহপ্রাপ্ত হন—এই বাক্যদ্বারা বলা হইয়াছে। স্বয়ং ভগবান্‌ও ইহা বিবৃত করিয়াছেন,—"কিং বিধত্তে"[৩] ইত্যাদি শ্লোকে 'আমা হইতে উৎপন্ন বেদশাস্ত্রের আমিই তাৎপর্যজ্ঞাতা, আমাতেই সর্ববেদসমন্বয় এবং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমিই পরম-প্রতিপাদ্য।'

ব্রহ্মসূত্রের পঞ্চম সূত্রটিও ভাগবত-গৌড়ীয়দার্শনিক সিদ্ধান্তের একটি মূল সূত্র। নিম্নে শ্রীভাগবত-সন্দর্ভানুযায়ী ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইল—

৫। **ঈক্ষতের্নাশব্দম্**[৪]—ঈক্ষতেঃ (ঈক্ষণরূপ ক্রিয়ার উল্লেখহেতু) অশব্দম্ (যদ্বিষয়ে শব্দ[বেদ]-প্রমাণের অভাব, তাহাই অশব্দ [আনুমানিক 'প্রধান']), ন (তাহা জগৎকারণরূপে প্রতিপাদ্য নহে)।[৫]

(ক) 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' এই সূত্র শ্রীমদ্ভাগবতের "অভিজ্ঞঃ স্বরাট্" এই বাক্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ছান্দোগ্যে (৬।২।১,৩) এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে—'হে সৌম্য ! এই দৃশ্যমান্ জগতের পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বর্তমান ছিলেন', 'তিনি ঈক্ষণ করিয়াছিলেন,—আমি বহু হইব,

---

১। সংক্ষিপ্ত শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ১০।৮৭।১ ; ২। শ্বেতাশ্ব ৩।১৯ ; ৩। ভা ১১।২১।৪২, ৪৩ ; ৪। ব্র সূ ১।১।৫ ; ৫। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ ১০৫ অনু।

প্রকৃষ্টরূপে জাত হইব' এবং 'তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন'—এই বাক্যে জগতের কারণরূপে সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'ও নির্দিষ্ট হউক ? না, তাহা নহে; যাহার সম্বন্ধে বৈদিক শব্দ প্রমাণ নাই, তাহাই অশব্দ বা অনুমান-সিদ্ধ 'প্রধান'। এস্থলে এই বাক্যের 'প্রধান' প্রতিপাদনে যোগ্যতা নাই। কি প্রকারে প্রধানের অশব্দত্ব ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এই শ্রুতিতে যে সচ্ছব্দবাচ্য—সৎপদার্থসম্বন্ধে ব্যাপার বা কার্যবিশেষবোধক ঈক্ষণ ক্রিয়ার প্রয়োগ আছে, তাহাই ইহার হেতু। কারণ 'ঈক্ষণ' অচেতন প্রধানে সম্ভব হয় না। অন্যত্রও (ঐতরেয় ১।১।১,২) সৃষ্টিপ্রসঙ্গে ঈক্ষাপূর্বক সৃষ্টির কথা জানা যায়—'তিনি আলোচনা করিলেন—আমি লোকসকল সৃষ্টি করিব ; তিনি এই সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন' ইত্যাদি। এখানে সৃষ্টির পূর্বে নিখিল সৃজ্য বস্তুবিষয়ে ব্রহ্মের যে বিচার, আলোচনা বা সঙ্কল্প তাহারই নাম ঈক্ষণ, আর ঈদৃশ ঈক্ষণহেতুই 'তিনি সর্বজ্ঞ' —ইহাই তাৎপর্য। তাহাই শ্রীমদ্ভাগবত 'অভিজ্ঞ' পদের দ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন। পুনরায় পূর্বপক্ষ হইতে পারে, তৎকালে "একমেবা-দ্বিতীয়ম্"[১] এই উক্তি থাকায় ব্রহ্মের ঈক্ষণ-সাধন সম্ভব হয় না ; তদুত্তরে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন, 'স্বরাট্—তিনি নিজ স্বরূপের দ্বারাই সেই প্রকারে বিরাজমান। শ্রুতিতেও (শ্বেতাশ্ব ৬।৮) উক্ত হইয়াছে—'তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা' ; আর শ্রুতিবাক্যে (বৃ ২।৪।১০) —'ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ প্রভৃতি এই ভগবানেরই নিশ্বাসস্বরূপ'—এইরূপ উক্তি হেতু ঈক্ষণের ন্যায় তাঁহার মূর্তিমত্ত্বও স্বাভাবিক, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

(খ) শ্রুতি বলেন,—'তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ ও অব্যয়।' তাহা হইলে তাঁহার শব্দযোনিত্ব কিরূপে সম্ভব ? তদুত্তরে বলিতেছেন,— ঈক্ষতেঃ (শব্দাত্মক ঈক্ষণক্রিয়ার উল্লেখহেতু) ন অশব্দম্ (বস্তুতঃ ব্রহ্ম—

১। ছান্দোগ্য ৬।২।১

অশব্দ নহেন)। শ্রুতিতে (ছান্দোগ্য ৬।২।১) উক্ত হইয়াছে,—'তিনি আলোচনা করিলেন—বহু হইব', সুতরাং এস্থলে 'বহু হইব'—এইরূপ শব্দাত্মক ঈক্ষণক্রিয়ার উল্লেখহেতু ব্রহ্ম অশব্দ নহেন। তজ্জন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—'অভিজ্ঞ' অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত 'বহু হইব' ইত্যাদি শব্দাত্মক বিচারে বিদগ্ধ। সেই ব্রহ্মের শব্দাদি শক্তিসমুদয় প্রাকৃত নহে, যেহেতু প্রকৃতিক্ষোভের পূর্বেও তাহাদিগের অস্তিত্ব ছিল, জানা যায়। তাহা হইলে ঐ শব্দাদি বিষয়ক শক্তিসমূহ তাঁহার স্বরূপভূতই—ইহা জানাইবার জন্য বলিতেছেন—'স্বরাট্'। এখানে পূর্বের ন্যায় তাদৃশ সগুণত্ব এবং তাঁহার মূর্তিমত্তাও সিদ্ধ হইল। ইহা সূত্রকার "অন্তস্তদ্ধর্মো-পদেশাৎ"[১] সূত্রেও জানাইয়াছেন। অতএব অশব্দত্ব প্রভৃতি বলিতে প্রাকৃত শব্দহীনত্বাদিকেই বুঝিতে হইবে।

মায়াবাদের প্রধান মতত্রয়-খণ্ডন

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ শাঙ্কর-মায়াবাদোত্থ তিনটি প্রধান মত এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আবার যে সকল মতভেদ আছে, তাহার সারসংগ্রহ ও উহার বিচার করিয়া ঐসমস্ত মতবাদ খণ্ডনপূর্বক শ্রীমদ্-ভাগবত-সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন[২]:—

১। মায়াবাদিগণের **প্রথম মতে,** অবিদ্যা—জীবাশ্রয়া এবং জীব বহুপ্রকার বলিয়া অবিদ্যাও বহুপ্রকার। অতএব অবিদ্যা, অবিদ্যা ও জীবের সম্বন্ধ, জীব ও জীবের বিভাগ—এই সকলই অনাদি। এই কারণে জীবের অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্ম শুক্তি-রজতের ন্যায় জগদ্রূপে বিবর্তিত হ'ন অর্থাৎ শুক্তিতে যেরূপ রৌপ্য-প্রতীতি হয়, তদ্রূপ জীবের অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মে জগৎ-প্রতীতি হয়।

১। ব্র সূ ১।১।২০ ; ২। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৬৪—৬৬ পৃঃ।

এ বিষয়ে (কেবলাদ্বৈতবাদিগণের) অপর দুই পক্ষ বলেন—উক্ত মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, (ক) 'জীবের অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মই ঈশ্বর'—ইহা স্বীকার করিলে অন্তর্যামি-শ্রুতির (বৃহদারণ্যক ৩।৭) সহিত বিরোধ হয় অর্থাৎ জীবের অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত ঈশ্বর আবার কিরূপে জীবের নিয়ামক (অন্তর্যামী) হইতে পারেন ?

(খ) আর যদি অবিদ্যা-সম্বদ্ধ জীব বহু এবং জীবের অজ্ঞানের দ্বারা জগৎ কল্পিত হয়'[১]—ইহা স্বীকার করা যায়, তবে যাহার অজ্ঞানদ্বারা যে মিথ্যাবস্তু কল্পিত হয়, তাহা একমাত্র তাহারই বুদ্ধিগোচর হয় বলিয়া প্রতি জীবের সম্বন্ধে এক একটি পৃথক্ পৃথক্ জগৎকল্পনার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

(গ) মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ ঈশ্বরসত্তা এবং অন্তর্যামি-শ্রুতিকথিত সর্বগতত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্বরূপসত্তা—এই উভয়বিধ সত্তা (অর্থাৎ একই বস্তুর দুইভাবে সত্তা) অসম্ভব ;[২] অর্থাৎ অন্তর্যামি-শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক ৩।৭) 'ঈশ্বর—পৃথিবী ও সমস্ত জীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও সকলের নিয়ন্তা', এইরূপ উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যদি মায়াবচ্ছিন্ন ও মায়াধীন হন, তবে তিনি কিরূপে সর্বগত ও সর্বনিয়ন্তা হইবেন ?

(ঘ) উক্ত মতে 'জীব-ভাবও অবিদ্যাকৃত এবং অবিদ্যা প্রভৃতি অনাদি'—ইহা স্বীকার করিলে 'জীব অবিদ্যার আশ্রয়' ইহাও সঙ্গত হয় না অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত (পরবর্তি-) জীব কখনও পূর্ববর্তি-অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না।

১। অপ্পয়দীক্ষিতকৃত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ৭ম অনু, ২২ পৃঃ—Vizianagram Sans Series, Vol. I. Pt. 1, Banaras 1890. ; ২। (ক) প্রকাশাত্মযতি-কৃত পঞ্চপাদিকাবিবরণ, প্রথম বর্ণক, ৬৫ পৃঃ—The Vizianagram Sans Series, Vol. III, pt. II, Banaras 1892 A. D. ; (খ) সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

এ বিষয়ে (কেবলাদ্বৈতবাদিগণের) অপর দুই পক্ষ বলেন—উক্ত মত সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না ; কারণ, (ক) 'জীবের অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্মই ঈশ্বর'—ইহা স্বীকার করিলে অন্তর্যামি-শ্রুতির (বৃহদারণ্যক ৩।৭) সহিত বিরোধ হয় অর্থাৎ জীবের অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত ঈশ্বর আবার কিরূপে জীবের নিয়ামক (অন্তর্যামী) হইতে পারেন ?

(খ) আর যদি অবিদ্যা-সম্বদ্ধ জীব বহু এবং জীবের অজ্ঞানের দ্বারা জগৎ কল্পিত হয়'[1]—ইহা স্বীকার করা যায়, তবে যাহার অজ্ঞানদ্বারা যে মিথ্যাবস্তু কল্পিত হয়, তাহা একমাত্র তাহারই বুদ্ধিগোচর হয় বলিয়া প্রতি জীবের সম্বন্ধে এক একটি পৃথক্ পৃথক্ জগৎকল্পনার প্রসঙ্গ উপস্থিত হইয়া পড়ে।

(গ) মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ ঈশ্বরসত্তা এবং অন্তর্যামি-শ্রুতিকথিত সর্বগতত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্বরূপসত্তা—এই উভয়বিধ সত্তা (অর্থাৎ একই বস্তুর দুইভাবে সত্তা) অসম্ভব ;[2] অর্থাৎ অন্তর্যামি-শ্রুতিতে (বৃহদারণ্যক ৩।৭) 'ঈশ্বর—পৃথিবী ও সমস্ত জীবের অভ্যন্তরে অবস্থিত থাকিয়াও সকলের নিয়ন্তা', এইরূপ উক্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যদি মায়াবচ্ছিন্ন ও মায়াধীন হন, তবে তিনি কিরূপে সর্বগত ও সর্বনিয়ন্তা হইবেন ?

(ঘ) উক্ত মতে 'জীব-ভাবও অবিদ্যাকৃত এবং অবিদ্যা প্রভৃতি অনাদি'—ইহা স্বীকার করিলে 'জীব অবিদ্যার আশ্রয়' ইহাও সঙ্গত হয় না অর্থাৎ অনাদি অবিদ্যার দ্বারা কল্পিত (পরবর্তি-) জীব কখনও পূর্ববর্তি-অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না।

১। অপ্পয়দীক্ষিতকৃত সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ৭ম অনু, ২২ পৃঃ—Vizianagram Sans Series, Vol. 1. Pt. 1, Banaras 1890. ; ২। (ক) প্রকাশাত্মযতি-কৃত পঞ্চপাদিকাবিবরণ, প্রথম বর্ণক, ৬৫ পৃঃ—The Vizianagram Sans Series, Vol. III, pt. II, Banaras 1892 A. D. ; (খ) সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

(ঙ) আরও যে বলা হইয়াছে—'অজ্ঞানের দ্বারা শুক্তিতে রৌপ্য বা রজ্জুতে সর্পপ্রতীতির ন্যায় ব্রহ্মে জগৎপ্রতীতি হইয়াছে'—ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, দৃষ্টান্তে যেমন শুক্তি ও রৌপ্য বা রজ্জু ও সর্প—ইহাদের কোনটিই অজ্ঞানের আশ্রয় নহে, পরন্তু দ্রষ্টৃরূপ তৃতীয় পদার্থের আশ্রিত অজ্ঞানের দ্বারা ঐ রৌপ্য বা সর্পরূপ মিথ্যাবস্তু কল্পিত হইতেছে, তেমনই ব্রহ্ম বা জগৎ—কোনটিই অজ্ঞানের আশ্রয় নহে এবং তৎকালে (জীব ও জগৎ কল্পিত হইবার পূর্বে) ব্রহ্মের দ্রষ্টা কেহ না থাকায় অজ্ঞান কাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব ও জগৎ কল্পনা করিবে ?

(চ) আর যদি 'জীব-ভাব অবিদ্যাকৃত এবং অবিদ্যা জীবাশ্রয়া'—ইহা স্বীকৃত হয়, তবে যেমন বীজ-পরম্পরা হইতে বৃক্ষ-পরম্পরা সৃষ্ট হয়, সেইরূপ অজ্ঞান-পরম্পরা হইতে জীব-পরম্পরার জন্ম স্বীকৃত হইয়া পড়ে। তদ্দ্বারা বীজবৃক্ষাদির ন্যায় জীবেরও আদি ও অন্ত অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশ এবং প্রতিজন্মে জীবের পার্থক্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বেদান্তে জীবের নিত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

২। মায়াবাদীর **দ্বিতীয় মতে**—অবিদ্যার মধ্যে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই ঈশ্বর এবং অবিদ্যার মধ্যে চৈতন্যের আভাসই জীব। প্রতিবিম্বরূপ ঈশ্বর ও আভাসরূপ জীব উভয়ই মিথ্যা। অতএব 'রজ্জুই সর্প', এস্থলে সর্পত্ব মিথ্যা হইলেও যেরূপ ব্যাবহারিকভাবে রজ্জু ও সর্পের সামানাধিকরণ্য (অর্থাৎ বাস্তবতা ও অবাস্তবতা একই আধারে) স্বীকৃত হয়, সেরূপ এস্থলেও জানিতে হইবে। নিষেধপ্রধানা শ্রুতিসমূহই ব্যতিরেকভাবে শুদ্ধ ব্রহ্ম-বস্তু উপপাদন করেন, এইজন্য ঐ সব শ্রুতি—মহাবাক্য। প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে জীব প্রভৃতি সমস্তই অবিদ্যায় লয়প্রাপ্ত হয়, আবার জাগ্রৎ জীব পুনরায় সমস্তই অবগত হইয়া থাকে। এইরূপে অজ্ঞাতবস্তুর সত্তা অস্বীকারহেতু (অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে জগতের অস্তিত্বের

অভাব-বৎ) ঈশ্বর (অবিদ্যার মধ্যে চৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপ)-প্রতিপাদনেও এইরূপ বিচারের কোন বিরোধ হয় না ; কারণ ঈশ্বর পূর্বজ্ঞাত বস্তু-বিষয়ক সংস্কারসমূহেরই অনুবর্তন করিয়া থাকেন।

এবিষয়েও (কেবলাদ্বৈতবাদীরই) অপর দুই পক্ষ প্রতিবাদ করিয়া বলেন—(ক) উক্ত মতে সুষুপ্তিতেই যদি জীবের বিনাশ হয়, তাহা হইলে ঐ নাশই জীবের মুক্তিস্বরূপ হইয়া পড়ে। অতএব পূর্বোক্ত মতবাদ স্বীকার্য হইতে পারে না।

(খ) আরও, ঐ মতে জ্ঞাতার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্টা অবিদ্যার আশ্রয়-নিরূপণ অসম্ভবহেতু অবিদ্যার নিত্যত্ব তদবস্থায়ই থাকিয়া যায়। আর 'ঈশ্বর জগৎসৃষ্টিকর্তা, তিনি সর্বজ্ঞ' ইত্যাদি বাক্য বেদান্তশাস্ত্রে প্রলাপ বাক্যের ন্যায় হইয়া পড়ে।

৩। মায়াবাদীর **তৃতীয় মতে**, অবিদ্যা—সত্ত্বরজস্তম, এই ত্রিগুণাত্মিকা ও ব্রহ্মাশ্রয়া। ঐ অবিদ্যাই আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া 'মায়া' নামেও কীর্তিত হয়। অবিদ্যার আবরণশক্তিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই হইল জীব এবং বিক্ষেপশক্তিতে চৈতন্যের প্রতিবিম্বই হইল ঈশ্বর। উপাধিগতরূপে এবং বিম্ব হইতে অভিন্নরূপে প্রতীয়মান প্রতিবিম্ব—বিম্বই। উপাধি প্রতিবিম্ব-পক্ষপাতী বলিয়া ঈশ্বর—'আমি জগৎ সৃষ্টি করিতেছি' এবং জীব—'ইহা আমি জানি না' —এইরূপ নিশ্চয় করিয়া থাকেন।[১] পূর্বপক্ষ হইতে পারে—'শুদ্ধ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মবস্তুতে অবিদ্যার সম্বন্ধ একটি বিরুদ্ধ ব্যাপার ; আর যদি বল বিরোধ হয় না, তাহা হইলে অবিদ্যা নিজাশ্রিতা হইয়াই চিরকাল অবস্থান করে, যেহেতু তাহার আর বিনাশকারী কেহ নাই'—ইহাও বলা অসঙ্গত। কারণ, যেমন মাধ্যাহ্নিক সূর্যে পেচক অন্ধকার কল্পনা

১। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ১৪ পৃষ্ঠাধৃত তত্ত্ববিবেক।

করিয়া নিজেও উহাকে অন্ধকার এবং অপরের পক্ষেও উহাকে অন্ধকার মনে করে, অবিদ্যাকেও সেইরূপ ব্রহ্মের আশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিলে আমি (অবিদ্যাগ্রস্ত জীব) ও আমার ন্যায় সকলেই অবিদ্যারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন (বস্তুতঃ অন্ধকার সত্য নহে) আছে, এইরূপ কল্পনায়ও কোন দোষ হয় না। আরও, সাক্ষী ঈশ্বর অবিদ্যার বিনাশক না হইয়া বরং উদ্ভাসক অর্থাৎ অবিদ্যার বৃত্তিসমূহের দ্যোতক হওয়ায় অবিদ্যা ঈশ্বরের অধীনেই বর্তমান থাকিয়া জীবসমূহের অনাদি অদৃষ্টবশতঃ যথাক্রমে রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণের আধিক্যের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কর্তৃক ষোলটি শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা মায়াবাদ-খণ্ডন*

খণ্ডন—(ক) প্রথমতঃ উক্তমতে অনাদিকাল হইতেই অনন্যাশ্রয়া (অন্য আশ্রয়ের অপেক্ষাহীনা) অবিদ্যা এবং অবিদ্যাদ্বারাই ব্রহ্মের জীবাদি দ্বৈতভাব কল্পিত হয় ; অথচ (অবিদ্যা দ্বারা কে কল্পনা করিবে) কল্পনাকারী দ্বিতীয় কেহ নাই—ইহা স্বীকৃত হওয়ায়, জীবাদি দ্বৈতভাব-কল্পনা অবিদ্যার স্বাভাবিক ধর্মরূপে পাওয়া যায়। যদি তাহাই হয় তবে অগ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় যাহা যাহার স্বাভাবিক ধর্ম, তাহা সে কখনই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়া ইহাতে উক্ত মতবাদিগণের নিজেদেরই কেবলাদ্বৈত-স্থাপনরূপ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়।

(খ) উক্তমতে মায়া ব্রহ্মাশ্রয়া অথচ ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তিমত্তা নাই, ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুও নাই ; যদি তাহাই হয়, তবে শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তির পৃথক্ সত্তা না থাকায় অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বাভাবিকী, আরোপিতা ও তটস্থা—এই ত্রিবিধ শক্তির কোনটিই না হওয়ায়, অবিদ্যা ষষ্ঠজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ন্যায় (অলীকবস্তুর ন্যায়) আত্যন্তিক সত্তাহীন হইয়া পড়ে।

* শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৬৫ পৃষ্ঠা।

(গ) তৃতীয়তঃ, উক্ত মতানুযায়ী অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যই প্রতিবিম্ব-ভাব[১] প্রাপ্ত হ'ন—ইহা স্বীকার করিলে সেই প্রতিবিম্বের কল্পনাকারী না থাকায় কে কল্পনা করিবে ? আর যদিই বা কল্পনাকারী ব্যতীতই কল্পনা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও যখন সেই অদ্বিতীয় শুদ্ধ চৈতন্যের সহিত অব্যবহিত ছটার বা দীপ্তির সম্বন্ধ নাই, তখন প্রতিবিম্বভাবও সম্ভবপর হয় না। যেমন—সূর্য দূরস্থ হইলেও পৃথিবীস্থ জলাদির নিকট পর্যন্ত সূর্যের কিরণাদির সম্বন্ধ বা সত্তা বর্তমান থাকাহেতুই জলাদিতে প্রতিবিম্ব সম্ভবপর, নতুবা সম্ভবপর হইত না; সেইরূপ অবিদ্যার সন্নিহিতরূপে [মায়াবাদীর মতে] ব্রহ্মের কোনোরূপ ছটা-সম্বন্ধ অসম্ভব বলিয়া অবিদ্যায় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব।

(ঘ) সুতরাং উক্তমতে ব্রহ্মে যদি অবিদ্যার সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই 'ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব' ইহাও সিদ্ধ হইতে পারে; পক্ষান্তরে ঐরূপ জীব-ভাবের সিদ্ধি হইলেই ব্রহ্মে উক্ত জীবকর্তৃক কল্পিত অবিদ্যার সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব উহাতে পরস্পরাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ ঘটিতেছে অর্থাৎ ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্পর্ক কল্পিত না হইলে জীব হয় না; আর জীব না হইলেও ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ কল্পনার সম্ভব হয় না। সুতরাং পরস্পরাশ্রয়-দোষ হইয়াছে।

(ঙ) উলূক (পেঁচা) যখন সূর্যে অন্ধকার কল্পনা করে, তখন সেই সূর্য ও অন্ধকার হইতে পৃথক্ তাহার (উলূকের) দৃষ্টিই (তৃতীয় পদার্থ) তাহার সহায়ক হয়। সেইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ যে জীব ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ কল্পনা করে, তাহার পক্ষেও পূর্ব হইতেই একটা পৃথক্ অবিদ্যার সহায়তা স্বীকার করিতে হয়। যখন সেই অবিদ্যার দ্বারাই জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতি বিবর্তের সিদ্ধি সম্ভবপর হয়, তখন প্রতিবিম্ববাদি-

---

১। সর্বজ্ঞাত্মমুনি, প্রকাশাত্মযতি ও বিদ্যারণ্যের মত আলোচ্য।

গণের কথিত জীবাদিরূপ প্রতিবিম্বের উপস্থাপক অপর একটি উপাধিরূপ অবিদ্যার কল্পনা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

(চ) মায়াবাদীর মতে 'ব্রহ্ম—জ্ঞানমাত্র, তিনি জ্ঞানবান্ নহেন'। যদি তাহাই হয়, তবে উক্ত ব্রহ্মে অবিদ্যার সম্বন্ধ-কল্পনা সম্ভবপর নহে। কারণ, জ্ঞানবানেই সাময়িকভাবে অজ্ঞান দৃষ্ট হয় এবং তাহা সম্ভবপরও বটে; কিন্তু কেবল-জ্ঞানমাত্র বস্তুতে অজ্ঞান দৃষ্টও হয় না, তাহা সম্ভব-পরও নহে। কারণ, জ্ঞান ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ।

(ছ) মায়াবাদী বলেন—'জ্ঞানমাত্র ব্রহ্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধ মিথ্যা কল্পনা-মাত্র'—যদি তাহাই হয়, তাহা হইলেও উক্ত মত সঙ্গত নহে; কারণ, মরুমরীচিকাতে কল্পিত জল যেরূপ কোন প্রয়োজন-সাধক হয় না, সেরূপ কাল্পনিক উপাধির সম্বন্ধদ্বারাও কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সিদ্ধ হইতে দেখা যায় না। সুতরাং ব্রহ্মে কাল্পনিক অবিদ্যাসম্বন্ধদ্বারা জীব বা ঈশ্বররূপ প্রতিবিম্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে না।

(জ) এখানে দৃষ্টান্তে (সূর্য ও জলগত তদীয় প্রতিবিম্বস্থলে) লোকব্যবহারে যেরূপ একহাত পরিমিত কাঠির দ্বারা পরিমাপ করিয়া আকাশের একদেশকে একহাত আকাশ বলা হয়, সেরূপ আকাশের একদেশরূপ অবয়ব স্বীকার করা হয় এবং সূর্যরশ্মির সহিত উহার তাদাত্ম্য-প্রাপ্তিহেতু ঐ আকাশের সহিত অব্যবহিত রশ্মির সম্বন্ধদ্বারা জলাদিতে যে আকাশের প্রতিবিম্ব প্রকাশ হয়, তাহা অতিশয় অসম্ভব নহে। কারণ, সূর্যরশ্মির সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত আকাশের অবয়ববিশেষ রূপধারণ করিয়াছে এবং উহাতে রশ্মির অব্যবহিত-সম্বন্ধও রহিয়াছে, আর এখানে প্রতিবিম্বাধার জলও রূপবান্। পরন্তু এই দৃষ্টান্তদ্বারা রূপহীন নিরবয়ব অদৃশ্য ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভব নহে। আর উপাধি (অবিদ্যা) যেহেতু রূপহীন, সেইহেতু তাহাতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব একান্তই অসম্ভব।

(ঝ) আর দর্পণাদিতে মুখাদির যে প্রতিবিম্ব, উহা দৃশ্য হওয়ায় উহার দ্রষ্টা উহা হইতে ভিন্ন হয়। পরন্তু উক্ত প্রতিবিম্ববাদে প্রতিবিম্বরূপ জীব ও ঈশ্বর এবং প্রতিবিম্বভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মের দ্রষ্টা অন্য কে হইবেন? আর যদি ইহারা ঐপ্রকারে দৃশ্য হন, তবে জগতের দৃশ্য পদার্থমাত্রই জড় বলিয়া ইঁহারাও জড় না হইবেন কেন?—ইত্যাদি অসঙ্গতি দৃষ্ট হয়। (সাধারণতঃ দার্শনিকমতে দৃশ্য পদার্থ মাত্রই জড়)।

(ঞ) যখন প্রতিবিম্ববস্তুতে নিজ উপাধির কল্পনা করা বা বিনাশ করার উপযোগী সামর্থ্য দেখা যায় না, তখন উক্ত মতে প্রতিবিম্বরূপ জীবও যে 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ নিজের যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা নিজের উপাধিস্বরূপ অবিদ্যাকে নষ্ট করিবে, ইহা অসঙ্গত। যখন জীবের পক্ষে নিজের উপাধিরূপ অবিদ্যাকেই বিনাশ করা সম্ভবপর নহে, তখন জীবের দ্বারা তৎপদার্থের (ব্রহ্মের) উপাধির (অবিদ্যার) নাশের কথা আর কি বলা যাইবে? (উক্ত মতে শুদ্ধ ব্রহ্মের আশ্রিত অজ্ঞানের নাশই মোক্ষ)[১]।

(ট) যখন বিম্ব ও প্রতিবিম্ব উভয়ের অধিষ্ঠান (বিম্বের অধিষ্ঠান আকাশ ও প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠান জল) পৃথক্, তখন উভয়ের ভেদ প্রত্যক্ষই উপলব্ধ হয়; প্রতিবিম্বের ক্ষোভকালে (অর্থাৎ জলাদির আলোড়নে জলমধ্যগত সূর্যের প্রতিবিম্ব ক্ষুব্ধ হইলেও সূর্যস্বরূপ) বিম্বের ক্ষোভ দৃষ্ট হয় না; আর বিম্ব অপেক্ষা সর্বদাই প্রতিবিম্বের বিপরীতভাবে উদয় দেখা যায়। আর কেবল দর্শনকারীর দৃষ্টি দর্পণাদি স্বচ্ছ বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া বিপরীতদিকে গমন করিলে ঐ বিপরীত দিকস্থ মুখাদিরূপ যে বিম্ববস্তু দেখা যায়, ঐ বিম্ব ও প্রতিবিম্ব এক নহে—ইত্যাদি কারণে প্রতিবিম্ব বিম্ব না হওয়ায় প্রতিবিম্বের (অর্থাৎ জীবের স্বরূপ) বিনাশই এখানে মোক্ষ হইয়া পড়ে।

১। সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ ১ম পরি, ৭ম অনু, ২১ পৃঃ, কাশী ১৮৯০ খ্রীঃ।

(ঠ) আর যেহেতু ঈশ্বর নিত্য বিদ্যাময় এবং জীব অনাদিকাল হইতেই 'আমি জানি না'—এইরূপ (নিত্য অবিদ্যাগ্রস্ত) অভিমান-বিশিষ্ট, সেইহেতু ব্রহ্মে বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাংশের সম্বন্ধ কল্পনা করা জীবের পক্ষে অযৌক্তিক বলিয়া ঈশ্বররূপ প্রতিবিম্বই সম্ভবপর হয় না।

(ড) উক্ত মতে অবিদ্যার আবরণশক্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য জীব ও বিক্ষেপশক্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই ঈশ্বর অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ উপাধিতে অবস্থিত। যদি তাহাই হয়, তবে 'ঈশ্বর সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত আছেন'—এই শ্রুতির (বৃহদারণ্যক ৩।৭) সহিত বিরোধ হয়।

(ঢ) আর পক্ষান্তরে, উপাধিদ্বয়কে দুগ্ধ ও জলের ন্যায় পরস্পর মিশ্রিতরূপে স্বীকার করিলে উহাতে একটি প্রতিবিম্বই সম্ভবপর হয়, তখন আর জীব ও ঈশ্বররূপ দুইটি প্রতিবিম্ব থাকে না।

(ণ) ঈশ্বরকে মায়াতে প্রতিবিম্বত চৈতন্যরূপে স্বীকার করিলে এবং তাঁহার পৃথক্ শক্তি স্বীকার না করিলে নিঃশক্তিক প্রতিবিম্বের ন্যায় ঈশ্বর-কর্তৃক মায়ার বশীকরণের শক্তির অভাবে ঈশ্বরের ঐশ্বর্যই অসিদ্ধ হয়।

(ত) বরং উক্ত মত স্বীকার করিলে জলগত চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব যেমন জলের অধীন-হেতু জলের আলোড়নে প্রতিবিম্বও ক্ষুব্ধ হয়, সেইরূপ উপাধির চেষ্টার আনুগত্য-হেতু ঈশ্বরও মায়ার বশীভূতই হ'ন।

আর অধিক বিচারে প্রয়োজন কি ? শ্রুতি ও পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের স্বরূপৈশ্বর্যকে মায়িকমাত্র বলিয়া স্বীকার করিলে পরমেশ্বর-নিন্দা-জনিত দুর্বার অনির্বচনীয় অগণিত মহাপাতকেরই প্রসঙ্গ ঘটে।

শ্রীশঙ্করাচার্যপাদও তাঁহার ভাষ্যে (ব্র সূ ৩।২।১৯) "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" এই সূত্রের দ্বারা প্রতিবিম্বভাব নিরাস করিয়া তৎপরবর্তী সূত্রের (৩।২।২০) দ্বারাই প্রতিবিম্বের সাদৃশ্যমাত্র স্থাপন করিয়াছেন।

সুতরাং (২।৩।৫০) "আভাস এব চ"-সূত্রেও সেই প্রকার প্রতিবিম্বের সাদৃশ্য স্বীকার করিতে হইবে। 'প্রতিবিম্বাভাস'শব্দের অর্থ—প্রতিবিম্বের তুল্য, বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব নহে।

ব্রহ্মসূত্রে বাস্তব-ভেদসিদ্ধান্ত

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রসমূহে ব্রহ্ম হইতে জীব-চৈতন্যসমূহের সুস্পষ্ট বাস্তব ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন।[১] ব্রহ্মসূত্রে জীবের মিথ্যাত্ব বা ব্রহ্মে জীবরূপ প্রতীতি (বিবর্ত) স্থাপিত হয় নাই।

১। **নেতরোঽনুপপত্তেঃ** (১।১।১৬)—ন (না) ইতরঃ (অপর মুক্তাত্মা) অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি-হেতু)। পরমাত্মা ব্যতীত জীবপদ-বাচ্য মুক্তাত্মাও মন্ত্রবর্ণে (মন্ত্রোক্তিতে)[২] কথিত আনন্দময় হইতে পারেন না। এই সূত্রে আনন্দময়ের জীবত্ব নিষেধপূর্বক পরব্রহ্মেরই আনন্দময়ত্ব সাধিত হইয়াছে।

২। **ভেদব্যপদেশাচ্চ** (১।১।১৭)—ভেদব্যপদেশাৎ (ভেদের উল্লেখ-হেতু) চ (ও)। (তৈ ২।৭।১) "রসো বৈ সঃ" (তিনি রসস্বরূপ) "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বা" ইত্যাদি শ্রুতিতে রসস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম ও তদীয় সেবাসুখের আস্বাদকর্তা জীবের পৃথক্ উল্লেখহেতু জীবাত্মা আনন্দময় হইতে পৃথক্। কল্পনাময় (ঔপচারিক) ভেদকে অবলম্বন করিলে উক্ত দুইটি সূত্রের ব্যাখ্যার সঙ্গতি হয় না; পরন্তু জীবাত্মা ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদ-স্বীকারেই এই সকল শ্রুতিতে (তৈ ২।৬।২, ২।৭।১ ইত্যাদি) কোনরূপ কষ্টকল্পনা করিতে হয় না।

৩। **বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ** (১।২।২)—বিবক্ষিতগুণোপপত্তেঃ (শ্রুতির অভিপ্রেত গুণসমূহের উপপত্তি বা সঙ্গতিহেতু) চ (ও)—শ্রুতি-কথিত[৩] সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহও পরব্রহ্মেই সুসঙ্গত হয়।

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৬৬—৭০ পৃঃ; ২। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"—তৈত্তিরীয় ২।১।৩; ৩। ছান্দোগ্য ৩।১৪।২

৪। **অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ** (১।২।৩)—অনুপপত্তেঃ (অসঙ্গতি-হেতু) তু (ও) ন (না) শারীরঃ (জীবাত্মা)—সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহ জীবে সঙ্গত হয় না। সুতরাং এই প্রকরণের অর্থ জীব হইতে পারে না।

এই উভয় সূত্রে জীবের গুণ হইতে অতিরিক্ত ও পারমার্থিক গুণ-সমূহ একমাত্র পরমেশ্বরেই প্রতিপন্ন হইতেছে ; কিন্তু জীবে তাহা সঙ্গত হয় না—ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। পরন্তু জীবই নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজের আত্মাতে জগৎকল্পনা করে—ইহাই কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত, আর সেই জগৎকল্পনার উপযোগিরূপে সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহ জগৎকর্তা ব্যতীত অন্যে সম্ভব হয় না বলিয়া জীবেই স্বীকৃত হইয়াছে। অনন্তর ঐ গুণসমূহ জীবেই সঙ্গত হয়, পরন্তু জীবকল্পিত অন্য পদার্থ অথবা নির্গুণ ব্রহ্মে উহা সঙ্গত হয় না—এইরূপ বলিলে পূর্বোক্ত সূত্র-দুইটির অর্থ-সঙ্গতি হইতে পারে না।

৫। **সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন, বৈশেষ্যাৎ** (১।২।৮)—সম্ভোগ-প্রাপ্তিঃ (জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সুখদুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি) [বল] ; ন (না), বৈশেষ্যাৎ (যেহেতু বিশেষত্ব আছে)। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মারও যদি শরীরমধ্যে অবস্থিতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ত' জীবের সহিত তাঁহারও নিশ্চয়ই সুখদুঃখ ভোগ হইতে পারে, ইহা যদি বল ; না—তাহা বলিতে পার না। কারণ, পরমাত্মার বিশেষত্ব বা পার্থক্য আছে। আরও বলি, সংবাদ (সংলাপ বা কথোপকথন) যেরূপ আর একজনের সহিতই হয়, সেই-রূপ সম্ভোগ-শব্দের অর্থও 'সহভোগ' ; ইহার অপর অর্থ হয় না। সূত্রোক্ত 'বৈশেষ্যাৎ' এই পদ-দ্বারাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়াই উহাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হইয়াছে, পরন্তু একই আত্মার অবস্থাভেদে বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয় নাই।

৬। **গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ** (১।২।১১)—গুহাং (হৃদয়ে) প্রবিষ্টৌ (প্রবিষ্ট দুইটি) হি (নিশ্চয়) আত্মানৌ (দুইটি আত্মা) তদ্দর্শনাৎ (যেহেতু শ্রুতিতে সেইরূপই দৃষ্ট হয়)। কঠোপ-নিষদে (১।৩।১) "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি মন্ত্রের "গুহাং প্রবিষ্টৌ" এই বাক্যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই উভয়েরই গুহা-প্রবেশের নির্দেশ পাওয়া যায়। সুতরাং "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" (তৈ ২।৬।২) এবং "অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি" (ছা ৬।৩।২) ইত্যাদি শ্রুতিতে—'পরমাত্মাই উপাধিতে প্রবিষ্ট হইয়া জীব-ভাব ধারণ করিয়াছেন'—কেবলাদ্বৈত-বাদিগণের এইরূপ ব্যাখ্যা, এই সূত্র-দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। যেহেতু সূত্রে পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়রূপেই প্রবেশ স্বীকৃত হইয়াছে। আর 'অনেন জীবেনাত্মনাঽনুপ্রবিশ্য' শ্রুতিতে সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি' প্রয়োগহেতু 'আমি এই জীবাত্মার সহিত অনু-প্রবেশ করিয়া'—এইরূপ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা এস্থলে অন্যপ্রকার ব্যাখ্যা করিতে গেলে নিম্নলিখিত সূত্রের সহিত বিরোধ ও অসঙ্গতি উপস্থিত হয়।

৭। **স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ** (১।৩।৬)—স্থিত্যদনাভ্যাং (স্থিতি—ঔদাসীন্য ও অদন—কর্মফলভোগ, এই উভয়ের দ্বারা) চ (ও)। যেহেতু 'দ্বা সুপর্ণা' (মু ৩।১।১, শ্বে ৪।৬) শ্রুতিতে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটি (পরমাত্মা) উদাসীন সাক্ষিরূপে অবস্থিত এবং অপরটি (জীবাত্মা) কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে, সেইহেতু জীব ও পরমাত্মা ভিন্ন। সুতরাং পূর্বসূত্রোক্ত শ্রুতির অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিলে জীব ও পরমাত্মগত অদন (কর্মফলভোগ) ও স্থিতি (সাক্ষিরূপে অবস্থান)—একত্র এই উভয় প্রকার নির্দেশ বিরোধপ্রাপ্ত হয়।[১]

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী—৬৭ পৃঃ।

৮। প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ (২।৩।৪৫)—প্রকাশাদিবৎ [জীবাত্মা] (প্রভা প্রভৃতির ন্যায়) এবং (এইরূপ) পরঃ (পরমাত্মা) ন (না); অর্থাৎ প্রভারূপ প্রকাশধর্মটি যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ সূর্য বা অগ্নি প্রভৃতির অংশ, সেইরূপ জীবও—ব্রহ্মের অংশ। জীব ব্রহ্মাংশ হইলেও জীবের স্বরূপ ও স্বভাব যে প্রকার, ব্রহ্মের স্বরূপ ও স্বভাব তদনুরূপ নহে; এজন্য পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার ভেদ।

৯। শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে (১।২।২০)—শারীরঃ (জীবাত্মা) চ (ও) [অন্তর্যামী নহে] হি (যেহেতু) উভয়েঽপি (কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন—উভয়শাখিগণই) [অন্তর্যামী হইতে] ভেদেন (পৃথগ্রূপে) এনং (এই জীবকে) অধীয়তে (পাঠ করিয়াছেন)।

১০। বিশেষণভেদ-ব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ (১।২।২২)—বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং (বিশেষণ ও ভেদের উল্লেখ-হেতু) চ (ও) ইতরৌ (জীব ও প্রধান) ন (ভূতযোনি নহে), [পরমেশ্বরই ভূতযোনি]।

১১। জগদ্বাচিত্বাৎ (১।৪।১৭)—[কৌষীতকি উপনিষদে (৪।১৮) 'যিনি পুরুষসকলের কর্তা, এই জগৎ যাঁহার কর্ম, তিনিই জ্ঞেয়' ইত্যাদি] জগদ্বাচিত্বাৎ (জগদ্বাচক শব্দের উল্লেখহেতু) [পরমেশ্বরই উপাস্য, জীব বা মুখ্যপ্রাণ নহে]।

১২। পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতম্, ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্যয়ৌ (৩।২।৫)—তু [জীব পরমেশ্বরের অংশ হইলেও] পরাভিধ্যানাৎ (পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ) তিরোহিতং (জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বর্যশক্তি তিরোহিত হইয়াছে), ততো হি (পরমেশ্বর হইতেই) অস্য বন্ধবিপর্যয়ৌ (এই জীবের বন্ধ ও মোক্ষ) অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা না করিলে বন্ধ এবং উপাসনা করিলে মোক্ষ।

১৩। **শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ** (১।১।৩০)—[কৌষীতকি উপনিষদে (৩.২) ইন্দ্র নিজেকে পরমেশ্বররূপে যে উপদেশ করিয়াছেন, তাহা] শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু ('তত্ত্বমসি' প্রভৃতি জীব ও পরমেশ্বরের চিৎস্বরূপে অভেদ-প্রতিপাদক শাস্ত্রদৃষ্টি-দ্বারাই) উপদেশঃ (ঐ উপদেশ সম্ভব হয়) বামদেববৎ (যেমন বামদেব বলিয়াছেন [বৃ ১।৪।১০], আমি—মনু ও সূর্য হইয়াছিলাম)।

১৪। **উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু** (১।৩।১৯)—[পূর্বে 'দহর' (ছা ৮।১।১) শ্রুতিবাক্যে 'দহর'-শব্দদ্বারা পরমেশ্বরই নির্ণীত হইয়াছেন, আর 'অপহত-পাপ্মত্ব' প্রভৃতি ধর্মের দ্বারা 'দহর' জীব নহেন, ইহাও বলা হইয়াছে] উত্তরাৎ (পরবর্তি-বাক্যে জীবেও ঐ সকল [পরমেশ্বরের] ধর্ম শুনা যায়) চেৎ (যদি বল) আবির্ভূতস্বরূপস্তু (তথায় স্বরূপদশা-প্রাপ্ত মুক্ত জীবকে বলা হইয়াছে) [কারণ, মুক্তজীবে পরমেশ্বরের প্রসাদে সাধারণ ধর্মসকল আংশিকভাবে আবির্ভূত হয়]।

১৫। **অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ** (১।৩।২০)—অন্যার্থশ্চ (অন্য প্রয়োজনেই) পরামর্শঃ (অনুসন্ধান করা হইয়াছে)। পরমেশ্বরের স্বরূপ-প্রদর্শনার্থই তটস্থলক্ষণের দ্বারা জীবের স্বরূপ পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করা হইয়াছে। সেখানেও (ছা ৮।১২।৩) জীব ও পরমাত্মার ভেদই দৃষ্ট হয়।

পূর্বপক্ষ হইতে পারে, জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন স্বীকার করিলে—"যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ" (২।৩।৭)—যাবদ্বিকারন্তু (যত কিছু বিকার বস্তু আছে, সেই সকলের) বিভাগঃ (ভেদ বা উৎপত্তি) লোকবৎ (লোক-ব্যবহারের ন্যায়) অর্থাৎ লোকব্যবহারে যাহা কিছু বিকারপ্রাপ্ত তাহাই বিভক্ত দেখা যায়—এই সূত্রের দ্বারা আত্মাকে বিকারী স্বীকার করিতে হয়। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—না, যেহেতু বিকারশীল লৌকিক বস্তু হইতে বিরুদ্ধ পৃথক্‌ধর্মসম্পন্ন—জীবাত্মা, আর

সেই বিরুদ্ধধর্মসম্পন্নতা স্বতঃসিদ্ধ—প্রমাণের অপেক্ষা ব্যতীত সিদ্ধ হয়। সেইহেতু 'ভেদ হইলেই বিকারী হইবে'—এই ন্যায় এখানে প্রযোজ্য নহে। এ বিষয়ে জীবাত্মার নিত্যত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিপ্রমাণও[১] আছে, এমন কি ঐ শ্রুতি দ্বারা বৈকুণ্ঠাদি বস্তু সকলেরও নিত্যত্ব উপদিষ্ট হয়।

১৬। **নাত্মা শ্রুতেনিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ** (২।৩।১৭)—ন (উৎপন্ন হয় না) আত্মা (জীবাত্মা) শ্রুতেঃ (শ্রুতিপ্রমাণহেতু) নিত্যত্বাচ্চ (যেহেতু নিত্যত্বও) তাভ্যঃ (সেই শ্রুতি হইতে জানা যায়)—এই সূত্রদ্বারাই পূর্বসূত্রের আশঙ্কা নিবারিত হইয়াছে।

সুতরাং শ্রুতির মীমাংসক ব্রহ্মসূত্রানুসারে সর্বতোভাবে সিদ্ধান্তিত হইল যে, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন ; আর জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ স্বীকার করিলে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞারও কোন হানি হয় না। কারণ, সমস্তই ব্রহ্মের শক্তি। সুতরাং জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ স্বীকার্য। শ্রুতিতে (শ্বে ১।১২, ১।৬) ভেদজ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং মুক্তিতেও ভেদ উপলব্ধ হয় (মু ৩।১।২)।[২]

১৭। **মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ** (১।৩।২)—মুক্তোপসৃপ্যং [ব্রহ্ম] (মুক্ত সাধুগণেরই প্রাপ্য) ব্যপদেশাৎ (নির্দেশহেতু)। ব্রহ্ম মুক্ত সাধুগণেরই প্রাপ্য—এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হয়। 'মুক্তগণের পরমগতি' ইত্যাদি বাক্যও ঐপ্রকার অর্থ প্রকাশ করে। অতএব তৈত্তিরীয় উপনিষদে মুক্তিকালেও ভেদ স্বীকার করিয়াই উক্ত হইয়াছে—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি"[৩] অর্থাৎ তিনি রস-স্বরূপ, এই রসকেই লাভ করিয়া জীব আনন্দী হ'ন। সুতরাং জীব ও পরমাত্মার ভেদই সর্বথা স্বীকার্য।

১। কঠোপনিষৎ ১।২।১৮, ২।২।১৩ ; শ্বেতাশ্বতর ৬.১৩, ১।৯ ; ২। শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৬৮ পৃঃ ; ৩। তৈত্তিরীয় ২।৭।১

অভেদ-শ্রুতির তাৎপর্য

এই প্রকার অভেদবাক্যেও জীব ও পরমাত্মা চিৎ-সম্বন্ধে একরূপ—ইহাই উপাসনা-বিশেষের জন্য বুঝাইতেছে; কিন্তু ইহাদ্বারা বস্তুর একত্ব বুঝায় না—"তদেবমভেদবাক্যং দ্বয়োশ্চিদ্রূপত্বাদিনৈবৈকাকারত্বং বোধয়ত্যুপাসনাবিশেষার্থম্ ; ন তু বস্ত্বৈক্যম্।"[১]

শ্রুতিতে ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকার নির্দেশের তাৎপর্য

"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তিশক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্‌ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ, চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদ-নির্দেশঃ ; একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তিবৈবিধ্য-দর্শনাদ্‌ভেদ-নির্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ।"[২] অর্থাৎ এই প্রকারে 'জীব—শক্তিমান্ ব্রহ্মের শক্তি', এই সিদ্ধান্তিত হওয়ায় শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পর অনুপ্রবেশহেতু, শক্তিমানের অভাবে শক্তির অভাব-প্রযুক্ত এবং জীব ও পরমাত্মার চিদ্ধর্মের অবৈশিষ্ট্যহেতু কোথাও অভেদ-নির্দেশ ; আর একই বস্তুতে শক্তির বিচিত্রতা নিবন্ধন ভেদ-নির্দেশও অসঙ্গত হয় না। যেমন, যমুনার জলপ্রবাহকে বলা হয়,—'তুমি কৃষ্ণ-পত্নী', আবার সূর্যমণ্ডলকে উদ্দেশ করিয়া বলা হয়,—'হে সূর্য ! তুমি ছায়ার পতি।' যমুনা—কৃষ্ণপত্নী ও সূর্য—ছায়ার পতি, ইহা প্রসিদ্ধি আছে। এইপ্রকার অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভেদসূচক সহস্র সহস্র প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ 'যমুনা' বলিলে যেরূপ যমুনার অধিষ্ঠাত্রীদেবীকেই বুঝায়, সেই প্রকার 'তত্ত্বমসি' (ছা ৬।৮।৭) প্রভৃতি বাক্যের অর্থও বুঝিতে হইবে। বৃহদা-রণ্যক-শ্রুতিতে 'পৃথিবী ও জীব প্রভৃতি—ব্রহ্মের অধিষ্ঠান' (বৃ ৩।৭।৩,

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৭০ পৃঃ ; ২। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে ৩৭ অনু।

শতপথ-ব্রা ১৪।৬।৭।৩০) বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইলেও অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় একবস্তু নহে—ইহাই সুসিদ্ধান্ত।[১]

শ্রীব্যাসসূত্রে পরিণামবাদই স্বীকৃত

ব্রহ্মসূত্রে স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব অতি স্পষ্ট ভাষায় পরিণামবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীশঙ্করাচার্যের বিবর্তবাদ শ্রীব্যাসতাৎপর্য নহে। ইহা শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মসূত্র হইতে প্রদর্শন করিতেছেন[২]—

১। **উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি** (২।১।২৪)—উপসংহারদর্শনাৎ (উপকরণ-সংগ্রহের নিয়ম দৃষ্ট হওয়ায়) ন (না—ব্রহ্ম জগৎকারণ নহেন) ইতি (ইহা) চেৎ (যদি বল), ন (না), ক্ষীরবৎ (দুগ্ধের ন্যায়) হি (নিশ্চয়)। এই জগতে শক্তিমান্ ব্যক্তিকেও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া কার্য করিতে দেখা যায়; অতএব অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সর্ব-শক্তিযুক্ত হইলেও উপযুক্ত উপকরণ না থাকায় তাঁহার সৃষ্টিকর্তৃত্ব উপপন্ন হইতে পারে না, এই আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন—না, ব্রহ্ম এক হইলেও তাঁহাতে উক্ত দোষ আশ্রয় করে না। যেমন, দুগ্ধ দধিরূপে এবং জল হিমানীরূপে পরিণত হয়, তাহাতে দ্রব্যান্তরের সাহায্যের অপেক্ষা নাই, তেমনি ব্রহ্ম হইতেও বিবিধ সৃষ্টি হয়। কারণ, ব্রহ্ম পরি-পূর্ণশক্তিমান্, সেইহেতু তাঁহার শক্তি-পূরণের জন্য কাহারও অপেক্ষা নাই। শ্রুতিও (শ্বে ৬।৮) বলেন—ব্রহ্মের স্বাভাবিক বিচিত্র শক্তিমত্তা-হেতু তাঁহা হইতে দুগ্ধের ন্যায় বিচিত্র পরিণাম উপপন্ন হয়।

২। **দেবাদিবদপি লোকে** (২।১।২৫)—দেবাদিবৎ (দেবতা প্রভৃতির ন্যায়) অপি (ও) লোকে (জগতে) [ব্রহ্ম—সংকল্পমাত্র সৃষ্টি করেন]। ব্রহ্ম হইতেই জগদুৎপন্ন হয়—এ সম্বন্ধে যেমন শ্রুতি-প্রমাণ আছে, বিকার ব্যতীতও ব্রহ্মের অবস্থান সম্বন্ধে তেমনই শ্রুতি-প্রমাণ (শুক্ল-যজুঃ-

---

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৭০ পৃঃ; ২। ঐ, ৭৫—৭৭ পৃঃ।

সং ৩।১।১৯, মুদ্গল ৩।১) আছে—'তিনি অজ হইয়াও বহুবিধ আকারে জন্মগ্রহণ করেন' ইত্যাদি। মন্ত্র, অর্থবাদ, ইতিহাস ও পুরাণাদিতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। দেব-পিতৃ-ঋষি-গন্ধর্ব—ইঁহারা স্বয়ং বিকৃত হন না, অথচ তাঁহাদিগ হইতে উপকরণ ব্যতীত ঐশ্বর্যবিশেষের যোগে বহুবিধ শরীর, বিচিত্র অট্টালিকা ও রথাদির সৃষ্টি হয়। ইহাতে তাঁহারা কোন উপাদান সংগ্রহ করেন না। এই সকল শব্দপ্রমাণে দৃষ্ট ও সন্নিহিত ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া অদৃষ্ট ও অসন্নিহিত কল্পনায় কল্পনাবাহুল্য দোষ ঘটে, এই নিমিত্ত সূত্রকার এই বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তাই বলিয়া দেবতাদের সৃষ্ট দ্রব্যাদি মায়িক নহে, দেবতারা স্বকীয় বিহারার্থই প্রাসাদাদি দ্রব্যসকল নির্মাণ করেন। ঐন্দ্রজালিকগণ ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবলে যাহা রচনা করেন, তাহা মিথ্যাই স্ফূর্তিমাত্র হয়, কিন্তু পরমাত্ম-বিষয়ে ঐ প্রকার ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি অযুক্ত। সুতরাং দেবাদির ন্যায় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা বিকারহীন ব্রহ্মেরই পরিণাম-রূপে জগৎ সিদ্ধ হইতেছে। এই জগতে এবং শাস্ত্রেও প্রসিদ্ধি আছে—চিন্তামণি স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই বিভিন্ন দ্রব্যসকল প্রসব করে।[1]

৩। **কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব-শব্দ-ব্যাকোপো বা** (২।১।২৬)—কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ (সম্পূর্ণ ব্রহ্মের পরিণাম সম্ভাবনা) বা (অথবা) নিরবয়বত্ব-শব্দ-ব্যাকোপঃ (ব্রহ্ম নিরবয়ব—এই শব্দের ব্যাঘাত) [হয়]। পূর্বপক্ষ বলিতেছেন,—(ক) "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং" (শ্বেতাশ্বতর ৬।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে নিরবয়বরূপে ব্রহ্মের প্রসিদ্ধি আছে। অতএব ব্রহ্মের একদেশ (অবয়ব) অসম্ভব। তাহা হইলে সমগ্র ব্রহ্মেরই জগদ্রূপে পরিণামের প্রসঙ্গ উপস্থিত হওয়ায় মূলেরই (কারণ-ব্রহ্মেরই) উচ্ছেদ ঘটে। ইহাতে দ্রষ্টব্যরূপে তাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশও ব্যর্থ হইয়া

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৭৬ পৃঃ।

পড়ে। আর ব্রহ্ম যে অজ, নির্বিকার ইত্যাদি তাহারও ব্যাঘাত হয়। (খ) পক্ষান্তরে, এই সকল দোষ পরিহার করিবার জন্য ব্রহ্মের অবয়ব স্বীকার করিলে 'ব্রহ্ম নিরবয়ব' এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে। আর এই জগতের সাবয়ব পদার্থমাত্রেরই বিনাশ হয় বলিয়া ব্রহ্মেরও অনিত্যত্ব হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে ব্রহ্মসূত্রই বলিতেছেন,—

৪। **শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ** (২।১।২৭)—শ্রুতেঃ (শ্রুতির) তু (পূর্বপক্ষনিবৃত্তি) শব্দমূলত্বাৎ (যেহেতু শব্দই মূল অর্থাৎ শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ)। পূর্ব সূত্রে যে যে পূর্বপক্ষ উত্থাপিত হইয়াছে, উহাদের পরিহারের জন্য এই সূত্রে 'তু'-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। আমাদের পক্ষে কোনও দোষের আশঙ্কা নাই। কারণ, আমরা শ্রুতিসিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী। আবার শ্রুতিসমূহ নিজ নিজ শব্দে যাহা বলিবেন—তাহাই মূল অর্থাৎ প্রকৃত অর্থ। তদ্ব্যতীত তর্কের দ্বারা যাহা উপস্থাপিত করা হইবে, তাহা শ্রৌত-তাৎপর্য বলিয়া গ্রহণ করা হইবে না। শ্রুতি—অপৌরুষেয়, সুতরাং তাঁহার স্বতঃপ্রামাণ্য এবং শ্রুতি পরম অলৌকিক বস্তুর প্রতিপাদনপরায়ণ বলিয়া তথায় লৌকিক জ্ঞান ও লৌকিক তর্কের প্রবেশাধিকার নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন,—'ব্রহ্ম নিরবয়ব হইলেও তাঁহার সর্বাংশে পরিণামের প্রসঙ্গ হয় না।' শ্রুতিতে যেরূপ ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তির কথা শুনা যায়, সেইরূপ অবিকারিরূপে ব্রহ্মের অবস্থানের কথাও শ্রুত হয়—"অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" (শুক্ল-যজুঃ ৩১।১৯)। এইরূপ অবিচিন্ত্যবিরুদ্ধধর্ম ও বিচিত্রশক্তি পরব্রহ্মে সম্ভব। তদ্বিষয়ে ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন,—

৫। **আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি** (২।১।২৮)—আত্মনি (পরমাত্মাতে) চ (ও) এবং (এইরূপ) বিচিত্রাঃ (নানাপ্রকার) চ (ও) হি (নিশ্চয়)। যেহেতু, ব্রহ্ম—পরম অলৌকিক বস্তু, সেইহেতু অচিন্ত্যশক্তি-

মত্তাও তাঁহাতে সম্ভবপর। প্রাকৃত চিন্তামণি প্রভৃতিতেও যখন ঐরূপ অতর্ক্যশক্তি দেখা যায় এবং প্রসিদ্ধিও আছে, তখন পরব্রহ্মে অবিচিন্ত্য-শক্তি থাকা নিশ্চয়ই অসম্ভব নহে। ত্রিদোষঘ্ন ওষধিবৎ পরস্পরবিরোধিগুণ-সকলের আধার-রূপিণী সেই অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা ব্রহ্মের নিরবয়বত্বাদি লক্ষণ বিদ্যমানেও সাবয়বত্বাদি লক্ষণও মীমাংসিত হয়। ব্রহ্মের সেই অচিন্ত্যশক্তিবিষয়ে শব্দপ্রমাণও বিদ্যমান রহিয়াছে। মাধ্বভাষ্যধৃত শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎশ্রুতি-মন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—'পরমপুরুষ—বিচিত্র-শক্তিমান্, সেই প্রকার শক্তি অন্য কাহারও নাই।' স্বতঃসিদ্ধভাষ্যস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতও (৩।৩৩।৩) বলেন, 'তিনি—আত্মা (পরমসাক্ষী) ঈশ্বর (স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়), অতর্ক্য অনন্তশক্তিমান্।' তথায় অন্য প্রকারে দ্বৈত-ভাব সম্ভবপর হয় না বলিয়া সেই দ্বৈতসিদ্ধির জন্যই ব্রহ্মে অজ্ঞানাদির কল্পনা করিতে হইবে—তাহা বলা যায় না; কারণ তাহা অসম্ভব। ব্রহ্মে অচিন্ত্যশক্তির বিদ্যমানতা যুক্তিলব্ধ ও শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া দ্বৈতের অন্যপ্রকারে অসিদ্ধির আশঙ্কাও দূরে অপসারিত হইল। সেইহেতু অচিন্ত্যশক্তিই দ্বৈতাপত্তির কারণরূপে পর্যবসিত হইয়াছে। অতএব নির্বিকারাদি স্বভাবে বিদ্যমান পরমাত্মারই অচিন্ত্যশক্তিবলে বিশ্বাকারে পরিণামাদি ঘটিয়া থাকে। যেরূপ চিন্তামণি উহার স্বরূপগত ধর্মবশতঃ সর্বপ্রয়োজন প্রসব করে এবং চুম্বক উহার স্বভাববশতঃই লৌহকে চালিত করে, কিন্তু তাহাদের স্বরূপগত কোন বিকার দৃষ্ট হয় না; সেইরূপ ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিবলে নিরবয়ব ও সাবয়ব উভয়রূপেই অবস্থিত হইয়া উক্ত শক্তিবলেই জগদ্রূপে পরিণত হইলেও নির্বিকারস্বভাবেই অবস্থান করেন—ইহাই শ্রৌতসিদ্ধান্ত। সেইহেতু তত্ত্বের অবিকৃতিসত্ত্বে তাহা হইতে অন্য পদার্থের যে উৎপত্তি—উহাই পরিণাম, তত্ত্বেরই অন্যরূপে উৎপত্তি পরিণাম নহে। যখন এই জগতে মণি-মন্ত্র-মহৌষধি প্রভৃতিতেও

তর্কের অগম্য, অথচ একমাত্র শাস্ত্রসিদ্ধ অচিন্ত্য-শক্তি দেখা যায়, তখন জাগতিক অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন সকল বস্তুরই মূলকারণ ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিমত্তা অবশ্যই সিদ্ধ হয়। তথায় শ্রুতগত যুগপৎ বিরুদ্ধধর্মের সমাধানের জন্য তাদৃশ শক্তিহীন শুক্তি-রজতাদির ন্যায় বিবর্তকে আশ্রয় করা নিতান্ত অযুক্ত।[১]

কেবল-পরমাত্মার নিমিত্তকারণত্ব ও শক্তিবিশিষ্ট-পরমাত্মার উপাদানকারণত্ব

৬। **প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (১।৪।২৪)**—প্রকৃতিঃ (উপাদানকারণ) চ (ও) প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ (প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের অবিরোধ হেতু)। এই প্রকারে সূক্ষ্মচিদ্‌বস্তুরূপ শুদ্ধজীবশক্তি ও সূক্ষ্ম-অচিদ্‌বস্তুরূপ অব্যক্তশক্তিবিশিষ্ট পরমাত্মা হইতে স্থূলচেতনরূপ আধ্যাত্মিক জীবসকল এবং স্থূল অচেতনরূপ পৃথিবী পর্যন্ত যাবতীয় বস্তু উৎপন্ন হয়, ইহা সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অনন্তর এই সূত্রে কেবল-পরমাত্মার নিমিত্ত-কারণত্ব ও শক্তিবিশিষ্ট-পরমাত্মার উপাদানকারণত্ব, এই উভয়রূপই প্রতিপাদিত হইতেছে এবং এই সিদ্ধান্তেই পরমাত্মার সার্বকালিক শুদ্ধত্বও সিদ্ধ হয়।[২]

কারণ হইতে কার্য অভিন্ন

সুতরাং স্থূলসূক্ষ্মচিদচিদ্‌বস্তুশক্তি-বিশিষ্টরূপে এক পরমপুরুষই কার্যাবস্থ ও কারণাবস্থ হইয়া থাকেন ; সেহেতু কারণ হইতে কার্য অভিন্ন। তাহাই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার দৃষ্টান্তের অপেক্ষায় বলিতেছেন (ছা ৬।১।৪)—'হে সৌম্য ! এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞান-দ্বারাই সর্বমৃণ্ময় দ্রব্য জ্ঞাত হওয়া যায়।' একই বস্তুর সঙ্কোচ-অবস্থায়

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৭৭ পৃঃ ; ২। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভে ৬০ অনু, ৩৩ পৃঃ।

কারণত্ব এবং বিকাশাবস্থায় কার্যত্ব। মৃত্তিকার বিকার ঘট, শরা প্রভৃতিও মৃত্তিকাই, তদ্ভিন্ন অপর কিছু নহে। সুতরাং কার্যবিজ্ঞান কারণ-বিজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। পরমকারণ পরমাত্মাসম্বন্ধেও এইরূপ।[১]

৭। **তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ** (২।১।১৪)—তদনন্যত্বং (সেই ব্রহ্ম হইতে জগতের অভিন্নত্ব) আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ (আরম্ভণ-শব্দ প্রভৃতি হইতে) [জানা যায়]। এই সূত্রে শক্তিমান ও শক্তির অভিন্নত্ব উক্ত। 'বাচারম্ভণম্' (ছা ৬।১।৪) ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা 'কারণ হইতে কার্যের অভিন্নত্ব এবং কার্য হইতে কারণের ভিন্নত্ব' সিদ্ধ হয়। অতএব জগৎকারণ-শক্তি-বিশিষ্ট পরমাত্মা হইতে কার্যরূপ জগৎ অভিন্নই এবং জগৎ হইতে পরমাত্মা ভিন্নই। এইহেতু তটস্থশক্তি জীবও পূর্ববৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন এবং জীব হইতে পরমাত্মা ভিন্ন। এইজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্" (ছা ৬।৮।৭) অর্থাৎ এই সব 'এতদাত্মক', "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছা ৩।১৪।১)—পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ নিশ্চয়ই ব্রহ্মস্বরূপ।

এইপ্রকারে ব্রহ্মসূত্রকার পরিণামবাদ স্বীকারপূর্বক বিশ্বের সত্যত্ব স্থাপন এবং কার্য ও কারণের অভিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। আর এই পরিণামবাদ স্বীকৃত হওয়ায় বিবর্তবাদ নিষেধের দ্বারা কেবলাদ্বৈতবাদও পরিত্যক্ত হইয়াছে।[২]

ব্রহ্মসূত্রে ভেদ ও অভেদ—উভয়ের সমন্বয়

১। **উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ** (৩।২।২৭)—উভয়ব্যপদেশাৎ (উভয়রূপে নির্দেশ-হেতু) তু (শ্রুতপ্রমাণে নির্ধারিত) অহিকুণ্ডলবৎ (সর্প ও সর্পের কুণ্ডলের ন্যায়) [ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা]। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ ২।১।২), "যঃ সর্বজ্ঞঃ" (মু ১।১।৯,২।২।৭),

---

১। শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী, ৭৮ পৃঃ; ২। শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৮০ পৃঃ।

"এষ এবাত্মা পরমানন্দঃ" (৩।২।২৭ মাধ্বভাষ্যধৃত), "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈ ২।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণে ব্রহ্ম—জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, তিনি আনন্দ-স্বরূপ ও আনন্দবান্—এই উভয় প্রকার নির্দেশ থাকায় ব্রহ্মের জ্ঞানাদি-স্বরূপ ও জ্ঞানাদিমৎ-স্বরূপ, উভয়ই সঙ্গত। সূত্রে 'তু' শব্দে 'শ্রুতিই এস্থলে প্রমাণ' ইহাই নির্ধারিত হইতেছে। অতএব ব্রহ্মের স্বরূপেই অভেদ ও ভেদ-নির্দেশরূপ উভয়লক্ষণ থাকায় সর্প ও তাহার কুণ্ডলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন—সর্প বলিলে এক অভিন্ন বস্তুকে বুঝায়, আবার কুণ্ডলীকৃত-অবস্থাদিভেদে একই সর্পের মধ্যে ভেদভাব প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব পূর্বোক্ত শ্রুতিসমূহেও একই ব্রহ্মবস্তুতে অভেদ ও ভেদ, উভয়ই অনুসন্ধেয়।[১]

২। **প্রকাশাশ্রয়বদ্ বা তেজস্ত্বাৎ** (৩।২।২৮)—বা (অথবা) প্রকাশাশ্রয়বৎ (সূর্যের প্রকাশ ও প্রকাশের আশ্রয় সূর্যের ন্যায়) তেজস্ত্বাৎ (উভয়েই তেজঃস্বরূপহেতু অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন)। তাৎপর্য এই যে—সূর্যের তেজঃ ও সেই তেজের আশ্রয় সূর্যের ন্যায়ই ব্রহ্মকে জানিবে। যেমন সূর্যের আলোক ও তাহার আশ্রয় সূর্য, ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত ভেদ নাই—উভয়েই তেজঃস্বরূপে অভিন্ন, অথচ ভেদনির্দেশ-যোগ্য অর্থাৎ যাহা আলোক, তাহা সূর্য নহে; তেমনি ব্রহ্ম ও তাহার শক্তির মধ্যে অভেদ ও ভেদ—এই উভয় সম্বন্ধই বিদ্যমান, ইহা শ্রুতিই নির্ধারণ করিতেছেন।[২]

ব্রহ্ম একাধারে—জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ ও আনন্দময়

৩। **পূর্ববদ্বা** (৩।২।২৯)—পূর্ববৎ (পূর্বের ন্যায়) বা (অথবা)। অথবা ["স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ" (ব্র সূ ২।৩।২০)—এই সূত্রে উল্লিখিত

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২০ পৃঃ; ২। ঐ, ঐ।

'উষ্ণ' শব্দের ন্যায়] পূর্বোক্ত সূত্রে (৩।২।২৮) কথিত 'প্রকাশ' ও 'আশ্রয়' এই শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বকথিত যে 'প্রকাশ'—ব্রহ্মকে সেই প্রকাশের মতই জানিবে। ইহাদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যেরূপ সূর্যাদির প্রকাশ একরূপ হইলেও তাহাতে নিজকে ও অপরকে প্রকাশ করিবার শক্তিও উপলব্ধ হয়; সেইরূপ ব্রহ্ম একমাত্র জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ হইলেও তাঁহাতে নিজ ও পরবিষয়ক জ্ঞান এবং নিজ ও পরের সম্বন্ধী আনন্দের হেতুভূত শক্তিও রহিয়াছে। তবে এখানে প্রকাশ অপেক্ষা বিশেষ এই যে, তিনি যখন 'নিজেই নিজকে জানেন', তখন তাঁহার স্বার্থস্ফূর্তিও রহিয়াছে, কিন্তু প্রকাশের ন্যায় কেবল পরের জন্য স্ফূর্তি নহে—ইহাই বিবেচ্য।[১]

ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে

৪। **প্রতিষেধাচ্চ** (৩।২।৩০)—প্রতিষেধাৎ (নিষেধ-হেতু) চ (ও)। পূর্বোক্ত সূত্র-তিনটি দ্বারা 'উভয়ব্যপদেশাৎ' সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়া এই সূত্রে অন্যান্য শ্রুতি হইতেও উক্ত সিদ্ধান্ত সাধন করা হইতেছে - এখানে ইহাও বলিতে হইবে না যে, ব্রহ্মের সর্বজ্ঞত্বাদি তাঁহা হইতে পৃথক্ বস্তু। যেহেতু শ্রুতি বলেন—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" (বৃ ৪।৪।১৯)—ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য পদার্থ নাই। শ্বেতাশ্বতরেও (৬।৮) উক্ত হইয়াছে—'তাঁহার কার্য বা কারণ নাই, তাঁহার সমান বা অধিকও কিছু দেখা যায় না, অথচ এই পরব্রহ্মের জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা স্বাভাবিকী বিচিত্রা পরাশক্তিও শ্রুত হয়।' সূত্রোক্ত 'চ'-শব্দদ্বারাও ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি নিষেধ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞানাদিশক্তিমত্তাই স্থাপিত হইয়াছে।[২] এই-জন্য একই তত্ত্বের স্বরূপত্ব এবং স্বরূপ অপরিত্যাগের দ্বারাই শক্তিত্বও সিদ্ধ হইয়া থাকে।

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২১ পৃঃ; ২। ঐ ২১ পৃঃ।

ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তি এবং শক্তিমান্ ও শক্তির অচিন্ত্যভেদাভেদ

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদও শ্রীবিষ্ণুপুরাণের (৬।৭।৫৩,৬৯) টীকায় বলিয়াছেন—'যে স্বরূপে তত্ত্ববস্তু সর্বপ্রকার ভেদ অস্তমিত করিয়া সত্তামাত্রে অবস্থান করেন, যিনি বাক্যের অগোচর, আত্মাতে অনুভবগম্য, সেই স্বরূপই 'ব্রহ্ম'নামে অভিহিত হ'ন। আবার এই স্বরূপই কার্যোন্মুখ অবস্থায় 'শক্তি'-নামেও অভিহিত হন; কিন্তু স্বভাবতঃ নহে।' তাহা হইলে বিশেষ্যরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ং শক্তিমান্. বিশেষণরূপ যে কার্যোন্মুখতা—উহাই তাঁহার শক্তি, আর কার্যক্ষমত্বই জগতের মূল এবং ক্ষমতারূপ এই শক্তিও নিত্যা—ইহাই অবগত হওয়া যায়।[১]

তথাপি শক্তিকে বস্তু হইতে অত্যন্ত ভিন্নরূপে নিরূপণ করা যায় না বলিয়া বস্তু হইতে শক্তির ভিন্নতা নাই—এই অভিপ্রায়েই ঐপ্রকার উক্তি হইয়াছে জানিতে হইবে। যদি কেহ বলেন—বস্তুই স্বীকৃত হউক তাঁহার শক্তি আবার কি? এইরূপ মত কিন্তু বেদান্তিগণের সম্মত নহে। আর যখন বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও মন্ত্রমহৌষধি-দ্বারা বস্তুর শক্তির স্তব্ধতা প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, সেইহেতুও ঐরূপ মত যুক্তিবিরুদ্ধ। সুতরাং শক্তিকে শক্তিমানের স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উভয়ের ভেদ এবং অত্যন্ত ভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উভয়ের অভেদও প্রতীত হইতেছে—এই প্রকারে শক্তি ও শক্তিমানের অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদ স্বীকৃত হইয়াছে।[২]

শক্তির স্বাভাবিক অচিন্ত্যত্ব "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (২।১।২৭) এই ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা (অপৌরুষেয় শব্দমূলা শ্রুতিদ্বারা) সমর্থিত। সুতরাং ব্রহ্মের ঐ শক্তিকে অজ্ঞানকল্পিতরূপে স্বীকার করা যায় না। যেস্থলে

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২১ পৃঃ; ২। ঐ, ২২ পৃঃ।

তর্কের অগম্যা অসম্ভবসম্ভবকারিণী স্বাভাবিকী শক্তি নাই, সেই স্থলেই অজ্ঞানকল্পিত শক্তির স্বীকার করা যায় এবং তাহা গৌরবের বিষয়ও হয়। পারিশেষ্য প্রমাণের দ্বারা তর্কের অগোচর শক্তিসমূহ একমাত্র ব্রহ্মেই পর্যবসিত হয়—ইহাই সাধু-সম্মত। যেহেতু ব্রহ্ম অলৌকিক বস্তু, সেইহেতু ঐপ্রকার শক্তিমত্তাও তাঁহাতেই সম্ভব এবং তাহা শ্রুতি ও পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ। সুতরাং তর্কাতীত শক্তিবিলাসী অদ্বিতীয়ব্রহ্মে অদ্বৈতখণ্ডন-বিদ্যাও প্রয়োগ করা উচিত নহে।[১]

এইভাবে শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্রহ্মসূত্রের দ্বারাই মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া অচিন্ত্যভেদাভেদসিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদসিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীগীতায়ও[২] প্রতিষ্ঠিত আছে। এজন্য ইহাই শ্রীব্যাসের হৃদ্‌গত সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সার্বভৌমসিদ্ধান্ত।

চতুঃসূত্রীর গৌড়ীয়রস-সিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা

১। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।[৩]—অথ (=অনন্তর=সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও পূর্বমীমাংসা-দর্শনে পরতত্ত্বের ও পরম-পুরুষার্থের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং মায়াবাদ-মতান্ধকারেও পরতত্ত্বের অসংখ্য-কল্যাণগুণগণমণ্ডিত পুরুষোত্তম-স্বরূপের সন্ধান ও বাস্তব বৈকুণ্ঠ-সুখের সন্ধান পাওয়া যায় না—ইহা আলোচনা করিবার পর, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব ও পরব্যোমাধিপ নারায়ণ-স্বরূপও এবং দ্বারকেশ, মথুরেশ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপও পরতত্ত্বের পূর্ণতম আবির্ভাব নহেন এবং তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মেও ভগবৎ-প্রীতির পূর্ণতমপ্রাকট্য (পর্যাপ্তি) নাই—অপ্রাকৃত গৌড়ীয়রসিক মহতের স্বতন্ত্রা কৃপায় ইহা অনুভব করিবার পর) অতঃ (=সেই গৌড়ীয়মহতের কৃপাহেতু) ব্রহ্মজিজ্ঞাসা (=ব্রহ্মের অর্থাৎ

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ৩৩, ৩৪ পৃঃ; ২। 'গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর' গ্রন্থে 'শ্রীগীতা ও শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম' শীর্ষক পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য; ৩। ব্র সূ ১।১।১

নন্দগোপকুল-মিত্র পূর্ণব্রহ্ম সনাতনের বা গোপবধূবিট-ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা অর্থাৎ পরম লোভময়ী ও আনুগত্যময়ী ভজন-পিপাসা বা আবেশ [নিদিধ্যাসন] উদিত হয়)।

সেই রসিকব্রহ্ম কিরূপ?—

২। **জন্মাদ্যস্য যতঃ**[১]—আদ্যস্য (=শৃঙ্গার-রসস্য [শ্রীজীবপাদ ও শ্রীচক্রবর্তিঠাকুর] অর্থাৎ আদিরসের বা পরমচমৎকারকারী উন্নত, উজ্জ্বল রসের) জন্ম (প্রাদুর্ভাব, প্রাকট্য) যতঃ (যে শ্রীরসিকব্রহ্ম হইতে অথবা "যাভ্যাং শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং" [শ্রীজীবপাদ ও শ্রীচক্রবর্তী]— যে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ হইতে অর্থাৎ যে রসিকব্রহ্ম বা যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল [রসরাজ-মহাভাব-মিলিত] স্বরূপ হইতে অপ্রাকৃত আদিরস বা উন্নত, উজ্জ্বল রসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে) [তিনিই পরম বিদ্বদ্রূঢ়িতে ব্রহ্মপদবাচ্য]।

৩। **শাস্ত্রযোনিত্বাৎ**[২]—(ক) [রসিকব্রহ্ম-সম্বন্ধে] যেহেতু বেদাদি শাস্ত্রই যোনি অর্থাৎ প্রমাণ—"রসো বৈ সঃ"[৩], "শ্যামাচ্ছবলং প্রপদ্যে শবলাচ্ছ্যামং প্রপদ্যে"[৪], "রাধয়া মাধবো দেবঃ"[৫], "যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাঽপাতয়ৎ"[৬], "অহোভাগ্যমহো * * পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্"[৭] ; (খ) অথবা শাস্ত্রের যোনি (কারণ, উদ্ভব-স্থান)—'কৃতে গ্রন্থে' (পা ৪।৩।১১৬) এই সূত্রানুসারে [ভগবতা কৃষ্ণেন কৃতঃ প্রণীতঃ ভাগবতঃ গ্রন্থঃ] শ্রীমদ্ভাগবতাদি রসময়ী শ্রুতির যোনি বা উদ্ভবস্থল—রসিকব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; (গ) অথবা শ্রীরসরাজ-মহাভাব-মিলিত-তনু হইতে যে অপ্রাকৃত আদিরসের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, ইহা শাস্ত্রেই ব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্যা স্বরূপশক্তির প্রতিপাদন হইতে জানা যায় ; (ঘ) অথবা 'তস্যেদম্' (পা ৪.৩.১২০) এই সূত্রানুসারে শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্র

১। ব্র সূ ১।১।২ ; ২। ব্র সূ ১।১।৩ ; ৩। তৈত্তিরীয় ২।৭ ; ৪। ছান্দোগ্য ৮।১৩।১ ; ৫। ঋক্‌পরিশিষ্টশ্রুতি ; ৬। বৃহদারণ্যক ১।৪।৩ ; ৭। ভা ১০।১৪।৩২

তাঁহার [শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের] প্রিয়তম কলত্র বা শক্তিরূপহেতু রসিক-ব্রহ্মের সহিত স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর সংযোগে উন্নতোজ্জ্বল-রসের উৎপত্তির কথা তাঁহাতেই [শ্রীমদ্ভাগবতেই] জানা যায়।

৪। **তত্তু সমন্বয়াৎ**—তৎ (তাহা) তু (কিন্তু) সমন্বয়াৎ (সম্যক্ রূপ অন্বয় অর্থাৎ অনুগমন হইতে) [জানা যায়] অর্থাৎ রসিক-ব্রহ্ম সর্বদা নিজ পরানন্দ-স্বরূপা শ্রীরাধার অনুগমন করেন বা তাঁহাতে আসক্ত হন [শ্রীজীবপাদ], ইহা হইতেই কিন্তু রসিকব্রহ্মের কথা সর্বতোভাবে জানা যায়। যথা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রীমদ্-ভাগবতে—"অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ"[১] ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত চতুঃসূত্রীর গূঢ়ব্যাখ্যাসমূহ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় মহদ্‌গণের বিশেষ কৃপায় তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে অকপট সেবোন্মুখচিত্তে জ্ঞাতব্য।

আনন্দময়াধিকরণ ও শ্রীশ্রীজীবপাদ

১। **আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ**[২]—[ব্রহ্মই] আনন্দময়ঃ (আনন্দময়-পদবাচ্য) অভ্যাসাৎ (যেহেতু পুনঃ পুনঃ তাঁহারই উল্লেখ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়)। "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ"[৩] অর্থাৎ সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষ অন্নরসময়—এই বাক্যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অন্নরসের দ্বারা গঠিত দেহকে যে পুরুষ বলিয়া মনে করে, ইহাই তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ বলিয়াছেন। ইহার পর শ্রুতি বলিয়াছেন—এই অন্নরসময় পুরুষের অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—প্রাণময়। প্রাণময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—মনোময়। মনোময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—বিজ্ঞানময়। বিজ্ঞানময় আত্মার অভ্যন্তরে আর একটি আত্মা আছেন, তিনি—আনন্দময়। সেই

১। ভা ১০।৩০।২৮ ; ২। ব্র সূ ১।১।১৩ (শ্রীরামানুজ), ১।১।১২ (শ্রীমধ্ব) ;
৩। তৈত্তিরীয় ২।১।৩

আনন্দময় অর্থাৎ ব্রহ্মের অনাদি ও অনন্ত সত্তা—তাঁহার অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব গুণের বাচক ; ব্রহ্মের জ্ঞানময়তা—তাঁহার জ্ঞাতৃত্ব ও সর্বজ্ঞতা গুণের বাচক এবং ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপতা—তাঁহার আনন্দময়ত্ব গুণের বাচক। অধিক কি, স্বয়ং ব্রহ্ম-শব্দটিও তাঁহার ব্যুৎপত্তিগত (বৃহি+মন্) অর্থে বৃহত্ত্বগুণবাচক অর্থাৎ যিনি স্বরূপতঃ ও গুণতঃ বৃহত্তম, তিনিই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অসংখ্য গুণসমূহের মধ্যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ মুখ্য বলিয়াই ব্রহ্মকে সংক্ষেপে সচ্চিদানন্দ বলা হয়।

শ্রীশঙ্করাচার্যের আশঙ্কা

শ্রীশঙ্করাচার্যের প্রতিজ্ঞা—তিনি ব্রহ্মকে নির্বিশেষ ও নির্গুণ করিবেনই ; ব্রহ্ম—নির্বিশেষ অর্থাৎ সকল বিশেষ অথবা সকল ভেদ(সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত)-রহিত ; আর ব্রহ্ম—নির্গুণ অর্থাৎ সকল বিশেষণ বা গুণরহিত। জাগতিক বস্তুর উৎকর্ষাদিগত আপেক্ষিকতা জগতের অতীত ব্রহ্মেও আশঙ্কা করিয়া শ্রীশঙ্কর বিচার করিয়াছেন—জগতে দ্রব্য ও গুণ, বিশেষ্য ও বিশেষণ যখন পরস্পর ভিন্ন এবং প্রত্যেক গুণ যখন দ্রব্যকে সীমাবদ্ধ করে, তখন জগদতীত ব্রহ্মেও গুণবিশেষের আরোপ করিলে ব্রহ্ম সসীম হইয়া পড়িবেন। শ্রীশঙ্কর বলেন,—ব্রহ্মকে যদি আনন্দময় বলা যায়, তাহা হইলে আনন্দ ব্যতীত অন্যান্য গুণসমূহ ব্রহ্মে নাই—ইহা সূচিত হইয়া পড়ে। তাহাতে অনন্ত, অসীম, নির্গুণ ব্রহ্ম—সান্ত, সসীম, সগুণ হইয়া পড়েন, নির্বিশেষ বিশেষণযুক্ত হইয়া সবিশেষ হইয়া পড়েন—এই শঙ্কান্বিত হইয়াই শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—ব্রহ্মকে আনন্দময় বলিলে যদি বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্ম বিকারী হইয়া পড়েন। আর যদি প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় বিবেচনা করা হয়, তাহা হইলেও ব্রাহ্মণপ্রচুর গ্রাম বলিলে যেরূপ তথায়

অন্য জাতিরও কিছু বাস বুঝা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মকে আনন্দপ্রচুর বলিলেও ব্রহ্মে অল্প দুঃখের সম্ভাবনা থাকে—এইরূপ প্রতিপাদন করিতে হয়।[১]

সুস্পষ্ট শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণের প্রতি শ্রীশঙ্করের অনাদর

শ্রুতিতে সুস্পষ্টভাবে "আত্মা আনন্দময়ঃ"[২], "প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ঃ"[৩], "রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি"[৪], "এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি"[৫] ইত্যাদি এবং শ্রীব্রহ্মসূত্রে "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"[৬] অর্থাৎ ব্রহ্মই আনন্দময়-পদবাচ্য—যেহেতু শ্রুতিসমূহে পুনঃ পুনঃ তাঁহারই উল্লেখ আছে; অতএব পরমাত্মা আনন্দময়, জীব আনন্দময় হইতে পারে না—ইত্যাদি উক্তি থাকা সত্ত্বেও শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য অনেক স্বকপোল-কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন। এমন কি, শ্রীব্যাসদেব যেন শ্রুতির অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া কোন কোন সূত্র (যে যে সূত্র শঙ্করের মনঃপূত হয় নাই) রচনা করিয়াছেন—ভঙ্গী ও চাতুরীর দ্বারা এইরূপ ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন। তৈত্তিরীয়োপনিষদে দেখা যায়—পরমাত্মাকে পুরুষরূপে বর্ণন করিয়া তাঁহার মস্তক, দক্ষিণ ও বাম বাহু, আত্মা, পুচ্ছ (নাভির অধোভাগ[৭]) ও প্রতিষ্ঠার (আশ্রয়ের) বর্ণন করা হইয়াছে এবং সর্বশেষে এই মন্ত্রটি আছে—"আত্মা আনন্দময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। * * * আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা।"[৮] এইস্থানে শ্রীশঙ্করাচার্য বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই স্বপ্রধানরূপে প্রতি-

---

১। ব্র সূ ১।১।১১,১৯; ২।১।১৪—শাঙ্করভাষ্য; ২। তৈত্তিরীয় ২।৫; ৩। মাণ্ডূক্য ৫; ৪। তৈত্তিরীয় ২।৭।১; ৫। ঐ ২।৮।৫; ৬। ব্র সূ ১।১।১২; ৭। (ক) শ্রীশঙ্করাচার্য তৈত্তিরীয় ২।১।৪ মন্ত্রের ভাষ্যে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন; (খ) শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়-শ্রীসর্বসংবাদিনী ৪৮ পৃ; ৮। তৈত্তিরীয় ২।৫

পাদন করা হইয়াছে, আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করা হয় নাই।[১]
শ্রীশ্রীজীবগোস্বমিপাদ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—তৈত্তিরীয় শ্রুতিমন্ত্রের এই অধিকরণে সর্বত্রই পুচ্ছকে অবয়বীর (পরব্রহ্মের) অবয়ব বা আনন্দময় পরব্রহ্মের নিম্নাঙ্গরূপেই বর্ণিত দেখা যায়। যদি আত্মা অর্থাৎ অবয়বী প্রধান না হইয়া পুচ্ছই (নিম্নাঙ্গই) প্রধান—এইরূপ কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সঙ্গতি হয় না; কারণ, উক্ত অধিকরণের প্রত্যেক মন্ত্রে কোথাও পৃথিবীকে, কোথাও মহত্তত্ত্ব প্রভৃতিকে পুচ্ছ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ সেই সকল মন্ত্র যেরূপ তত্তৎপুচ্ছমাত্রপর নহে, কিন্তু অন্নময়াদিপর, তদ্রূপ শেষোক্ত আনন্দময় প্রকরণও পুচ্ছমাত্রপর হইতে পারে না, আনন্দময়পরই হইবে।[২]

আচার্য শ্রীশঙ্কর এক যুক্তি দিয়াছেন যে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এইরূপ ক্রমে পঠিত শ্রুতিতে অন্নময় প্রভৃতি শব্দে ময়ট্ প্রত্যয় বিকারার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কেবল আনন্দময় শব্দের বেলা ময়ট্ প্রত্যয়টি প্রাচুর্যার্থে প্রযুক্ত—ইহা বলিলে 'অর্ধজরতী ন্যায়'ই স্বীকার করিতে হয়।[৩] অতএব অন্যান্য ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের ন্যায় আনন্দময় শব্দের ময়ট্ প্রত্যয়টিও বিকারার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কর্তৃক শ্রীশঙ্করমত-খণ্ডন

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন,—পূর্বে উদাহৃত আনন্দময়-পদের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হইতেই বুঝা যায় যে, অন্নময়াদির প্রবাহ ব্যতীতও ময়ট্-প্রত্যয়যুক্ত আনন্দময়পদ শ্রুতিতে বহুস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেইহেতু প্রাচুর্যার্থেই ময়ট্প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে, বিকারার্থে

১। শাঙ্কর-শারীরক ১।১।১৯; ১৮৭, ১৮৮ পৃ, কালীবর বেদান্তবাগীশ-সং; ২। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়-শ্রীসর্বসংবাদিনী ২৮ পৃ; ৩। ব্র সূ ১।১।১৯, শাঙ্কর শারীরক ১৮৬ পৃ।

নহে। আর আনন্দময়কে অন্নময়াদির প্রবাহে পতিতরূপে গ্রহণ করিলে শ্রীশঙ্করাচার্যপাদের গৃহীত "ব্রহ্ম পুচ্ছং" শ্রুতির 'পুচ্ছ'শব্দটিকেও পুচ্ছপ্রবাহে পতিতরূপে গ্রহণ করিতে হয়। 'ব্রহ্ম পুচ্ছং' শ্রুতির বেলায় দোষ না হইলে আনন্দময়ের বেলায় দোষ হয় কিরূপে? অর্থাৎ বিকারার্থদ্যোতক প্রবাহে আনন্দময়পদকে ফেলিতে গেলে (নির্বিশেষব্রহ্ম প্রতিপাদিকা) 'ব্রহ্ম পুচ্ছং' শ্রুতি তদন্তর্গত হওয়ায় সেই ব্রহ্মও বিকারী হইয়া পড়েন। এতদ্ব্যতীত অন্নময়াদি শব্দেও সর্বত্র বিকারার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্রীশঙ্করাচার্যের মতেও প্রাণময়-পদে ময়ট্‌প্রত্যয়ে বিকারার্থ পরিত্যক্ত হইয়া প্রাণ, অপান প্রভৃতির প্রাণ-বৃত্তির প্রাচুর্যহেতু প্রাচুর্যার্থে ময়ট্‌প্রত্যয় স্বীকৃত হইয়াছে।[১] প্রাণময় আত্মার "পৃথিবী পুচ্ছং"[২]—এই বাক্যেও পৃথিবী-অভিমানী দেবতায় প্রাণবিকারের অভাব আছে।[৩] আমাদের মতে কিন্তু অন্নরসময়পদের ময়ট্‌প্রত্যয়ও প্রাচুর্যার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে; কারণ, পাণিনিতে 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি'[৪] সূত্রদ্বারা বৈদিক প্রয়োগে বহুস্বরযুক্ত শব্দের উত্তর বিকারার্থে ময়ট্‌প্রত্যয় নিষেধ করা হইয়াছে। আর আনন্দ শব্দের দ্বারা শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীশঙ্করাচার্যও যখন শুদ্ধ ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করেন, তখন আনন্দময়-শব্দে শুদ্ধ ব্রহ্মের বিকার—এইরূপ অর্থ করিলে নির্বিকার ব্রহ্মে বিকার কল্পনা করা হয়।[৫] উক্ত শ্রুতিকথিত আনন্দকে (শ্রীশঙ্করমতানুযায়ী) লোকপ্রসিদ্ধ প্রাকৃত আনন্দ বলা যাইতে পারে না; কারণ, ইতঃপূর্বে মনোময় ও বিজ্ঞানময়ের ব্যাখ্যায় শব্দার্থ-বিচারে শাস্ত্রীয় পারমার্থিক প্রণালীরই অনুসরণ করা হইয়াছে, ব্যবহারিক প্রণালীর অনুসরণ করা হয় নাই। সেইহেতু

১। "প্রাণো বায়ুস্তন্ময়স্তৎপ্রায়স্তেন প্রাণময়ঃ"—তৈত্তিরীয় ২।২।৫—শাঙ্করভাষ্য; ২। তৈত্তিরীয় ২।২।৩; ৩। পৃথিবীদেবতাঽধ্যাত্মকস্য প্রাণস্য ধারয়িত্রী স্থিতিহেতুত্বাৎ—ঐ, শাঙ্করভাষ্য; ৪। পাণিনি ৪।৩।১৫০; ৫। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়-শ্রীসর্বসংবাদিনী ২৭, ২৮, ৪৮ পৃঃ।

তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এই আনন্দময়ের ব্যাখ্যায় 'আনন্দ'শব্দকে লৌকিক আনন্দরূপে ব্যাখ্যা করা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।[১] উক্ত অলৌকিক আনন্দরূপ ব্রহ্মই প্রিয়, মোদ, প্রমোদরূপ আনন্দবৈচিত্রীর সহিত অবয়বিরূপে প্রকাশিত আনন্দময় আত্মা বা পরব্রহ্ম এবং তিনিই প্রিয়মোদাদির ও 'ব্রহ্ম পুচ্ছং' মন্ত্রের প্রতিপাদ্য পুচ্ছরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মের (অবয়বের) প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত; কিন্তু আচার্য শ্রীশঙ্কর যে-ভাবে সূত্রভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে তিনি আনন্দময়ের অভ্যাস অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উল্লেখের দ্বারা যে অপ্রাকৃত সবিশেষ পরব্রহ্মই বোধিত হইতেছেন, তাহাতে নানাভাবে দোষ কল্পনা করিয়া শ্রুতি ও সূত্র উভয়ের পাঠ বর্জনপূর্বক আনন্দময়-স্থানে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই পাঠ এবং আনন্দময়াধিকরণ-স্থানে ব্রহ্মপুচ্ছাধিকরণ পাঠ করাই উচিত—এইরূপ জানাইয়াছেন।[২] শ্রীশঙ্করাচার্যের যুক্তি এই,—"ন চানন্দময়াভ্যাসঃ শ্রূয়তে। প্রাতিপদিকার্থমাত্রমেব হি সর্বত্রাভ্যস্যতে। * * * যদি চানন্দময়শব্দস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বং নিশ্চিতং ভবেৎ, তত উত্তরেষ্বানন্দমাত্রপ্রয়োগেষ্বপ্যানন্দময়াভ্যাসঃ কল্প্যেত, ন ত্বানন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমস্তি, প্রিয়শিরস্ত্বাদিভির্হেতুভিরিত্যবোচাম। * * * যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ইত্যাদি ব্রহ্মবিষয়ঃ প্রয়োগঃ, ন ত্বানন্দময়াভ্যাস ইত্যবগন্তব্যম্।" অর্থাৎ "আনন্দময় শুদ্ধ ব্রহ্ম নহেন বলিয়াই শ্রুতি আনন্দময়ের অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ বা উল্লেখ) না করিয়া আনন্দমাত্রের অভ্যাস করিয়াছেন। * * * যদি আনন্দময়ের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হইত, তাহা হইলে না হয়, আনন্দমাত্রের অভ্যাসকে (পুনঃ পুনঃ উল্লেখকে) আনন্দময়াভ্যাস বলিয়া কল্পনা করিতে পারিতেন। কিন্তু 'প্রিয়ই তাহার মস্তক' ইত্যাদি প্রকারে অবয়ব-সম্বন্ধ থাকায় আনন্দময়ের

১। ঐ, ২৫ পৃ; ২। ব্র সূ ১।১।১৯ ভামতী-টীকাসহ শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অব্রহ্মত্বই নিশ্চিত আছে। * * * এই সকল হেতুতে এবং "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পরব্রহ্মবিষয়ে আনন্দশব্দের প্রয়োগ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অন্যান্য শ্রুতিতেও আনন্দ ব্রহ্মই অভ্যস্ত হইয়াছেন, আনন্দময় অভ্যস্ত হয় নাই।"[১]

"ব্যাস ভ্রান্ত বলি' তার উঠাইল বিবাদ"

শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীশঙ্করাচার্যের এই স্বকপোলকল্পনার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শাঙ্করভাষ্য-পাঠে বোধ হয়, ব্রহ্ম-সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস শ্রুতির অর্থ-বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন—ইহাই যেন শ্রীশঙ্করাচার্যের নিগূঢ় অভিপ্রায়। তাই আচার্য শ্রীশঙ্কর শ্রীব্যাসের প্রমাদ ক্ষালন করিবার জন্য ভাষ্যকাররূপে স্বীয় চাতুরী-ব্যঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা আনন্দময়াধিকরণের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 'আনন্দময়ঃ' এই পদে "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" এই মন্ত্রোক্ত নির্বিশেষ ব্রহ্মকেই স্ব-প্রধানরূপে উপদেশ করা হইয়াছে। আর পরবর্তী "বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্যাৎ"[২] —এই সূত্রের বিকার-শব্দের অর্থ 'অবয়ব' এবং প্রাচুর্য-শব্দের অর্থ 'অবয়ব-সদৃশ' বলিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।[৩] শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যের এই ব্যাখ্যা স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীব্যাসদেবের শব্দজ্ঞান ছিল না; কারণ, শ্রীব্যাস যে শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার অর্থ শ্রুতিসম্মত নহে। পরন্তু বিকারার্থ ও প্রাচুর্যার্থেই 'ময়ট্' প্রত্যয় হয়। বিকার ও প্রাচুর্যকে উপলক্ষ্য করিয়া অন্য অর্থের (অবয়ব বা অবয়বসদৃশ রূপ অর্থের) কল্পনা হইতে পারে না—এই কথা বালকেও বুঝিতে পারে। অতএব স্বয়ং শ্রীনারায়ণের

১। কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ; ২। ব্র সূ ১।১।১৩; ৩। "বিকারশব্দোঽবয়বশব্দোঽভিপ্রেতঃ। * * প্রাচুর্যাদপ্যবয়বশব্দোপপত্তেঃ। প্রাচুর্যং প্রায়াপত্তিঃ—অবয়বপ্রায়ে বচনমিত্যর্থঃ।"—ব্র সূ ১।১।১৯ শাঙ্করভাষ্য, ১৯৫ পৃ, কালীবর বেদান্তবাগীশ-সং, কলিকাতা।

শক্ত্যাবেশাবতার বেদবিভাগকর্তা শ্রীব্যাসের শব্দবিন্যাসে শ্রীশঙ্করাচার্য যে ভ্রম আশঙ্কা করিয়া উহার মার্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা! আরও এক কথা, 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ'—এই সূত্রের ভাষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীশঙ্করাচার্য "প্রিয়শিরঃ" ইত্যাদি ব্রহ্মের অবয়ব নহে বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] আবার বিকার ও প্রাচুর্য-শব্দের অর্থও অবয়ব করিয়াছেন।[২] ইহাতে শ্রীশঙ্করের নিজ ব্যাখ্যাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। আরও "প্রিয়মেব শিরঃ" প্রভৃতি স্থলে 'প্রিয়' প্রভৃতি শব্দ-সমূহকে শ্রীশঙ্কর লৌকিক আনন্দ-বিশেষ বলিয়াই নির্ধারণ করিয়াছেন,[৩] বিজ্ঞানাদির ন্যায় ব্রহ্ম বলিয়া নির্ধারণ করেন নাই। বস্তুতঃ আনন্দময়ই পরব্রহ্ম, 'প্রিয়' প্রভৃতি শব্দ সেই পরব্রহ্মের স্বরূপ-প্রকাশবৈশিষ্ট্যরূপ অপ্রাকৃত আনন্দবৈচিত্র্য এবং 'পুচ্ছ'-শব্দের দ্বারা লক্ষিত ব্রহ্ম আনন্দময়ের নির্বিশেষ প্রকাশবিশেষ—ইহাই শ্রুতির তাৎপর্যরূপে ব্রহ্মসূত্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। পরমতত্ত্বের স্বাংশবৈশিষ্ট্য অবশ্য স্বীকার্য; নতুবা তত্ত্ববস্তুর স্বগত একদেশ অস্বীকার করিয়া অপর আর এক দেশের অঙ্গীকারে শ্রুতিবিরোধ হয়। অপ্রাকৃত অবয়ব স্বীকার করায় নিরবয়ব-শ্রুতির সহিতও বিরোধ হয় না, বরং সমন্বয়ই হয়।[৪]

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "আত্মা আনন্দময়ঃ * * ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা"—এই শ্রুতিবাক্যোক্ত পুচ্ছকে আনন্দময় পুরুষবিধ পরমাত্মার অসম্যক্ প্রকাশ নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে কল্পনা করা একটি স্বকপোল-কল্পনা। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যও তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-ভাষ্যে অন্নরসময় আত্মাকে শ্রুতির সিদ্ধান্তানুযায়ী পুরুষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"অয়ং দক্ষিণো বাহুঃ পূর্বাভিমুখস্য

১। ব্র সূ ১।১।১৯ শাঙ্কর-ভাষ্য, ১৮৮ পৃ; ২। ঐ ১।১।১৯, ঐ ১৯৫ পৃ; ৩। ঐ, ১।১।১৯, ১৯০ পৃ; ৪। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২৮ ও ২৯ পৃ।

দক্ষিণঃ পক্ষোঽয়ং সব্যো বাহুরুত্তরঃ পক্ষোঽয়ং মধ্যমো দেহভাগ আত্মা অঙ্গানাং মধ্যং হ্যেষামাত্মেতি শ্রুতেঃ। ইদমিতি **নাভেরধস্তাদ্‌যদঙ্গং তৎ পুচ্ছং** প্রতিষ্ঠা প্রতিতিষ্ঠত্যনয়েতি প্রতিষ্ঠা, পুচ্ছমিব **পুচ্ছমধোলম্বন**-সামান্যাদ্ যথা গোঃ পুচ্ছম্।”[১] শ্রুতির উক্তিকে অস্বীকার করা যায় না বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য ঐরূপ ব্যাখ্যা করিলেও উপসংহারে একটি স্বকপোল-কল্পনার প্রশ্রয় দিয়াছেন—“প্রাণময়াদীনাং রূপকত্বসিদ্ধিঃ।” অর্থাৎ প্রাণময়াদির বেলায় ‘রূপক’ভাবে বলা হইয়াছে। এইরূপ কথা কিন্তু শ্রুতিতে নাই। পুরুষ-শব্দটিকে শ্রুতির ভাষায় যথাযথ রক্ষা করিতে গেলে আনন্দময়ের বেলায় পাছে সবিশেষ পুরুষোত্তমের প্রতিষ্ঠা হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় শ্রীমৎশঙ্কর শ্রুতি যে কথা বলেন নাই, সেইরূপ অনেক কথার কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য নিজেই বলিয়াছেন,—‘নাভির অধঃস্থিত যে অঙ্গ, উহাই পুচ্ছ। আবার গোপুচ্ছের উদাহরণ দিয়া গো-রূপ অবয়বীর অধোভাগে লম্বমান যে অবয়ববিশেষ তাহাই পুচ্ছ—এইরূপও বলিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য যে তাৎপর্য স্বীকার করিয়াছেন, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-প্রমুখ আচার্যগণ সেই অর্থই গ্রহণ করিয়া “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মকে তদধিকরণস্থ আনন্দময় অবয়বী পুরুষের পুচ্ছ অর্থাৎ অসম্যক্ প্রকাশরূপ নির্বিশেষ স্বরূপ বা অবয়ব-বিশেষ বলিয়াছেন। সবিগ্রহ সূর্যের কিরণমণ্ডল যেরূপ নির্বিশেষ জ্যোতির্মাত্ররূপে, অথবা বহুদূর হইতে দৃষ্ট ধূমকেতু যেরূপ পুচ্ছের ন্যায় দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ ঐরূপ প্রতীতি সবিশেষ বস্তুর বাহ্য-প্রতীতি, তদ্রূপ আনন্দময় কর-চরণাত্মা পরমপুরুষ পরমাত্মার নির্বিশেষ প্রতীতিই হইল—ব্রহ্ম। শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা,[২] শ্রীমদ্‌ভাগবত,[৩] শ্রীব্রহ্মসংহিতাদি[৪] শাস্ত্রও এই

১। তৈত্তিরীয় ২।১।৪—শাঙ্করভাষ্য, মহেশ পাল-সং, কলিকাতা, ১৮০৫ শকাব্দ; ২। গীতা ১৪।২৭; ৩। ভা ২।৭।৪৭; ৪।৯।১০; ৮।২৪।৩৮; ১১।১৬।৩৭; ৪। শ্রীব্রহ্ম-সংহিতা ৫।৫১

সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।[১] এজন্য সূত্রকার শ্রীবেদব্যাস তাঁহার স্বতঃ-সিদ্ধ-ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবতে[২] আনন্দময় পরব্রহ্মকে "কেবলানুভবানন্দ-সন্দোহো নিরুপাধিকঃ"—এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন এবং স্বগত-ভেদ নিবারণ করিবার জন্য 'কেবল'-পদ, স্বরূপশক্তিবৈচিত্রী প্রদর্শন করিবার জন্য 'অনুভবানন্দ-সন্দোহ' ও মায়াতীত শুদ্ধত্ব প্রকাশ করিবার জন্য 'নিরুপাধিক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। অতএব আনন্দময় ঔপাধিক তত্ত্ব নহেন, তিনি অপ্রাকৃত অবয়বী, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।[৩]

আনন্দময়াধিকরণের গৌড়ীয়সিদ্ধান্তপর ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণীতে (১০।৮৭।১৭) শ্রীশ্রীল সনাতন গোস্বামি-পাদ উক্ত 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

'অন্নময়াদিষু'—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়—এই পঞ্চবিধ আত্মার মধ্যে যাহা চরম, সেই আনন্দময় আত্মা আপনিই হ'ন। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটিতে আত্মার অধ্যাসহেতুই (অর্থাৎ আত্মত্বের আরোপ হয় বলিয়াই) ইহাদিগকে এস্থলে আত্মা বলা হইয়াছে। সেই আনন্দময় আপনি কিরূপ ? তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া বলিতেছেন— 'অত্র' অর্থাৎ এই অন্নময় প্রভৃতির মধ্যে জীবগণের উপকারের জন্য অন্বয় (অনুপ্রবিষ্ট); কারণ, পরমানন্দস্বরূপ আপনা হইতেই জীব-গণের প্রাণাদি ব্যাপার উদ্ভূত হয়, ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। এইরূপে আপনি জীবগণের উপকারী। তন্মধ্যে 'অন্নময়' আত্মা এই স্থূল দেহই। 'প্রাণ-ময়' আত্মা—পঞ্চবিধ বৃত্তিবিশিষ্ট প্রাণ, যাহা অন্নময় অপেক্ষা অন্তরঙ্গ এবং যাহার নির্গমনে জীবের মৃত্যু বলা যায়। এই প্রাণরূপী জড় আত্মা অপেক্ষাও 'মনোময়' আত্মা অন্তরঙ্গ ; কারণ, চিৎসম্বন্ধহেতু ইহার

১। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৯৫—৯৭ অনু ; ২। ভা ১১।৯।১৮ ; ৩। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী ২৯ পৃঃ।

জ্ঞানসামর্থ্য বিদ্যমান। এই মনোময় আত্মা ইন্দ্রিয়রূপী। ইহা অপেক্ষা 'বিজ্ঞানময়' আত্মা অর্থাৎ 'জীব' অন্তরঙ্গ; যেহেতু বাহ্য ভোগাদি-বিষয়ে কর্তৃত্বহেতু পূর্ববর্তিগণের অপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব রহিয়াছে। পুনরায় বলিতেছেন—আপনি 'পুরুষবিধ' অর্থাৎ অন্নময়াদি পুরুষগণের ন্যায় আপনারও শিরঃ, পক্ষ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অথবা, যাহা হইতে অন্নময়াদি চতুর্বিধ পুরুষের 'বিধা' অর্থাৎ রচনা হইয়াছে, সেই আনন্দময় পঞ্চম আত্মা আপনিই হ'ন। 'আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ' (ব্র সূ ১।১।১২) এই ব্রহ্মসূত্রে এইরূপই নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপে সর্বতোভাবে প্রকৃতির সম্বন্ধরহিত ও পরিচ্ছেদাতীত পরমানন্দবস্তুই বিবক্ষিত হ'ন। 'আনন্দময়'—আনন্দপ্রচুর; প্রাচুর্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয় হইয়াছে। 'সূর্য—প্রকাশ-প্রচুর' এইরূপ বলিলে যেরূপ সূর্যে প্রকাশ-বিরোধী অপ্রকাশ-ভাবের সম্পর্ক প্রতীত হয় না, সেইরূপ 'আনন্দময়' অর্থাৎ আনন্দ প্রচুর—এইরূপ বলিলেও তাহাতে আনন্দবিরোধী দুঃখভাবের যৎকিঞ্চিৎ সম্পর্কও আশঙ্কিত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহার আনন্দৈকস্বরূপত্বের কোন হানি হয় না। অথবা, এ স্থলে শ্রুতিতে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ ইত্যাদি-রূপে আনন্দের যে সকল বিশেষ প্রকাশ উক্ত হইয়াছে, তদপেক্ষা আনন্দরূপ প্রকাশেরই প্রাচুর্যহেতু 'আনন্দময়'পদে **প্রাচুর্যার্থে 'ময়ট্' প্রত্যয়** সুসঙ্গতই হয়। অথবা, 'আনন্দময়'পদে **স্বরূপার্থে 'ময়ট্'** (অর্থাৎ তিনি আনন্দস্বরূপ)। তিনি **জীবন্মুক্ত, সেবক, গুরুজন, বয়স্য ও প্রেয়সীরূপ পঞ্চবিধ উপাসকগণের সম্বন্ধে যথাক্রমে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দস্বরূপে প্রকাশমান; আর, ঐ পঞ্চবিধ স্বরূপ যথাক্রমে তাঁহার পুচ্ছ, দক্ষিণপক্ষ, বামপক্ষ, শিরঃ ও আত্মরূপে নিরূপিত হন।** এ স্থলে অন্নময় প্রভৃতি পূর্ব পদার্থচতুষ্টয়ের উক্তি 'শাখাচন্দ্র-ন্যায়' অনুসারে (অর্থাৎ প্রথমতঃ স্থূলকে

অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মতত্ত্বে শিষ্যের বুদ্ধিকে উপনীত করিবার অভিপ্রায়েই) উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞানে আর্থিক ক্রমানুসারে এইরূপ ব্যাখ্যা হয়—জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর জীবন্মুক্তগণ ভক্তিশূন্য, নিজস্বরূপৈকনিষ্ঠ ও আত্মারাম। অপর জীবন্মুক্তগণ 'শান্ত ভক্ত'; তাঁহারা আত্মারামতা-সুখভাগী এবং ভগবৎকৃপায় শান্তরতির অধিকারী বলিয়া ভক্তগণের মধ্যে বিশেষ আদৃত নহেন। উক্ত দ্বিবিধ উপাসকগণের মধ্যে প্রায়শঃ তাঁহাদিগের আত্মার অভিন্নরূপে (অদ্বৈতভাবে) ভগবানের যে প্রাকট্য, তাদৃশ প্রকাশই **'ব্রহ্ম'**। তন্মধ্যে অদ্বৈতৈকনিষ্ঠ প্রথম উপাসকগণের সম্বন্ধে নিজ স্বরূপের নির্বিশেষভাবে চিদ্রূপ ব্রহ্মই প্রকাশিত হ'ন; পরন্তু দ্বিতীয় উপাসকগণের সম্বন্ধে চিদ্ঘনস্বরূপ মূর্তিমান পরব্রহ্মই প্রকাশিত হ'ন, কিন্তু ঘন বা অঘনভাবের বিশেষ বিবেক অর্থাৎ নির্ধারণ থাকে না। এই দ্বিবিধ স্বরূপই চিদ্রূপে এক বলিয়াই এস্থলে অভিন্নরূপে এক 'ব্রহ্ম' পদেই উল্লিখিত হইয়াছেন; আর, নির্বিশেষত্ব-নিবন্ধন স্বাদবিশেষের অভাবহেতু অনুত্তম অঙ্গ বলিয়া তাঁহাকে 'পুচ্ছ' বলা হইয়াছে। এই ব্রহ্মই পুচ্ছরূপে প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ মোদ প্রভৃতির আধার। যদিও আনন্দময়ই সকলের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ, তথাপি সেই নির্বিশেষ ও সবিশেষ তত্ত্বের বস্তুগত ঐক্যাভিপ্রায়েই ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা বলা হইল। অনন্তর ন্যূন, অধিক ও সাধারণরূপে ত্রিবিধ ভাব বলা হইতেছে। তন্মধ্যে যাঁহারা নিজেকে অতি নিকৃষ্ট এবং ভগবান্‌কে সর্বোৎকর্ষভাগী সর্বাধিকরূপে অবগত হইয়া তাঁহার উপাসনা করেন, ভয় ও গৌরব জ্ঞানাদিবশতঃ নম্রভাবাপন্ন সেই উপাসকগণ উত্তরোত্তর রুচিজনক ও স্ফূর্তিশীল এবং প্রীতিরতির সম্বন্ধীয় পরমাভীষ্ট প্রকৃষ্ট প্রেমের আস্বাদানরত হইলে তৎকালে তাঁহাদের তাদৃশ চমৎকারকারী আনন্দরূপে শ্রীভগবানের প্রকাশবিশেষই **'মোদ'**

নামে অভিহিত। পুচ্ছরূপী ব্রহ্ম অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্যহেতু তাঁহাকে দক্ষিণপক্ষ বলা হইল। যাঁহারা নিজেকে লালক ও পালক প্রভৃতিরূপে ভগবান্ অপেক্ষা অধিক এবং ভগবান্‌কে নিজের লাল্য ও অনুগ্রাহ্য প্রভৃতিরূপে নিজ অপেক্ষা ন্যূন জ্ঞান করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন, পুত্রাদিভাবের উপাসক সেই শ্রীযশোদা প্রভৃতি বাৎসল্যরসাশ্রিত ভক্তগণ বাৎসল্যরসের প্রকর্ষভূত প্রেমবিশেষ অনুভব করেন; আর তাঁহাদিগের নিকটে তাদৃশ পরমানন্দরূপে ভগবানের যে প্রকাশ-বিশেষ, উহাই—**'প্রমোদ'**। পূর্বাপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠতাহেতুই 'প্র'-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। যাঁহারা একত্র উপবেশন, শয়ন, ক্রীড়া, জয় ও পরাজয় প্রভৃতি ব্যাপারে ভগবানের সহিত অবিশেষভাবেই নিজের সাম্য এবং নিজের সহিত শ্রীভগবান্‌কে অন্যূন ও অনধিক জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন, শ্রীদাম প্রভৃতি বয়স্যগণই তাদৃশ ভক্ত। তাঁহারা ভয়, গৌরব বা অনুগ্রহাদি বুদ্ধিরহিত। তাঁহারা পরম স্বাদুতম মৈত্রী-ভাবাদি-পূর্ণ পরমপ্রণয়হেতু প্রাদুর্ভূত সখ্যরতির প্রকর্ষস্বরূপ উত্তম প্রেম অনুভব করিলে তাদৃশ ভাবানুসারে পরম প্রেমাস্পদরূপে ভগবানের যে প্রকাশবিশেষ, তাহাই **'প্রিয়'** শব্দদ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছে। পূর্বতত্ত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব-হেতু ইহাকে শিরঃ বলা হইয়াছে। এইরূপে চতুর্বিধ উপাসকের নিরূপণ হইয়াছে। সম্প্রতি পঞ্চম শ্রেণীর উপাসকগণের নিরূপণ হইতেছে। যাঁহারা শ্রীভগবান্‌কে পরমকান্ত, কন্দর্পকোটিরমণীয় এবং নিজ কোটি আত্মার ন্যায় প্রিয়-স্থানে উপাসনা করেন, শ্রীব্রজদেবী-প্রমুখ প্রেয়সীগণই সেই পঞ্চম শ্রেণীর উপাসক। তাঁহারা নিরন্তর অসমোর্ধ্ব মাধুরীপরিপূর্ণ অনুরাগরাশি সর্বদা আস্বাদন করিলে তাদৃশ মহাভাবের অনুকূল পরমপ্রেষ্ঠরূপে শ্রীভগবানের যে প্রকাশবিশেষ, তাহাই **'আনন্দ'** -নামে উক্ত হইয়াছে। 'মোদ' প্রভৃতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বহেতু এই আনন্দ

এস্থলে 'আত্মা' বলিয়া বর্ণিত হইতেছে। এইরূপ সিদ্ধান্তপক্ষে প্রথমতঃ 'সৎ' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।' এষু'—এই পঞ্চ প্রকাশের মধ্যেও সেইরূপ আপনি সৎ ও অসৎ অপেক্ষা 'পর'। 'সৎ'—অন্নময়াদি স্থূলত্রয়। 'অসৎ'—বিজ্ঞানময় জীবরূপ সূক্ষ্মতত্ত্ব। (আপনি) এই উভয়ের 'পর' অর্থাৎ ব্রহ্ম। এইরূপে পঞ্চবিধ তত্ত্বমধ্যে ব্রহ্মত্ব নির্ধারিত হইলে যাহা 'অবশেষ' অর্থাৎ অবশিষ্ট মোদ প্রভৃতি চারিটি তত্ত্ব, তাহাও আপনিই হ'ন। তন্মধ্যে সূর্যস্থানীয় ঘনানন্দমূর্তির রশ্মি-স্থানীয় ব্রহ্ম অমূর্ত, আর উক্ত ঘনানন্দ-মূর্তির প্রকাশস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং মোদ প্রভৃতি চতুষ্টয়—মূর্ত পদার্থ। এইরূপে শান্ত, প্রীত, বৎসল, প্রিয় ও উজ্জ্বল এই পঞ্চবিধ মুখ্যরসের বিষয়ীভূত শ্রীভগবান্ এক হইয়াও উপাসকগণের বৈচিত্র্যহেতু ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয় ও আনন্দ—এই পঞ্চ প্রকারে উক্ত হইয়াছেন; কিন্তু অতুলনীয় পরমঘন আনন্দরূপে অনুভবহেতু উক্তস্বরূপ এই 'রস'ই ভগবান্। আনন্দময়াধিকরণে শ্রুতিও (তৈ ২।৭।১) এইরূপ—'তিনি রসস্বরূপই হ'ন, আর তাঁহাকে রসরূপে অনুভব করিয়াই এই জীব আনন্দযুক্ত হ'ন।' উক্ত বিষয়টিকে যৎকিঞ্চিৎ বিশেষ অর্থযুক্তরূপে অনুকীর্তন করিয়াই উপসংহারে বলিতেছেন—'ঋতম্' ইত্যাদি। শ্রুত্যুক্ত প্রতিষ্ঠাস্থানীয় এই যে আনন্দময়, তিনিই 'ঋত' অর্থাৎ মূর্ত ও অমূর্ত সর্ববিধ প্রকাশস্বরূপ বলিয়া সকলের প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। শ্রীগীতাশাস্ত্রেও (১৪।২৬)—"স গুণান্" ইত্যাদি বাক্যের পর বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহহম্" (গীতা ১৪।২৭) ইত্যাদি। ইহার অর্থ—যিনি ব্রহ্মজ্ঞগণ-কর্তৃক নিজ হইতে অভিন্ন জ্ঞানে ও শান্তভক্তগণ-কর্তৃক ঘনীভূত ব্রহ্মজ্ঞানে উপাস্য এবং শ্রুতি-কর্তৃক পুচ্ছরূপে বর্ণিত, সেই ব্রহ্ম অর্থাৎ সর্বব্যাপক বস্তুর প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)-রূপে শ্যামোজ্জ্বল নিখিলানন্দমূর্তি আমিই বিরাজমান। ব্রহ্মসংহিতায়

(৫।৫১) আদিপুরুষ-রহস্যস্তবেও' বলিয়াছেন—"যস্য প্রভা প্রভবতঃ" ইত্যাদি। এইরূপ, ভক্তগণ কর্তৃক পরমাভীষ্ট দৈবতরূপে পরম আরাধ্য যে শাশ্বত ধর্ম—যাহা প্রীতিভক্তিরূপে খ্যাত, আমি তাহারও প্রতিষ্ঠা। এইরূপ 'মোদ' অর্থাৎ মদীয় প্রকাশ বিশেষের আমিই প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ এই মোদ-রূপে আমি সেবকগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। এইরূপ, গুরুজন কর্তৃক প্রগাঢ় বাৎসল্যের বিষয়রূপে অনুশীলিত 'অমৃত অব্যয়' বস্তুর অর্থাৎ সর্বদা একরূপে বর্তমান মাধুর্যের সারস্বরূপ 'প্রমোদ' নামক মদীয় প্রকাশবিশেষের আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পরম অচিন্ত্য সর্ববিধ ঐশ্বর্যাতিশয় দ্বারা পরিপূর্ণতা হেতু জগতের অনুগ্রাহক হইয়াও পূজ্যগণের নিকটে পরম অনুগ্রাহ্য প্রমোদ-রূপেই প্রতিষ্ঠিত হই। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাক্রমানুসারে সেবকগণের অনন্তর এই বৎসল ভক্তগণের নির্দেশ উচিত হইলেও গীতা-শাস্ত্রে শান্তভক্তগণের পশ্চাতে ইহাঁদের নির্দেশের কারণ এই যে—শান্ত ও বৎসল এই উভয় রসের আশ্রয়গণই পূজ্যরূপে সমান। আর, পরমপ্রিয়গণ ও পরম প্রেয়সীগণ যাহার অনুশীলন করেন, সেই ঐকান্তিক সুখের অর্থাৎ শ্রুতিকর্তৃক প্রিয় ও আনন্দ শব্দদ্বারা নির্দেশ্য পরম আত্যন্তিক সুখস্বরূপ মদীয় সর্বোত্তম প্রকাশ বিশেষেরও আমিই প্রতিষ্ঠা। অর্থাৎ পরমপ্রেষ্ঠবর্গ ও পরমপ্রেয়সীবর্গের মধ্যে আমি সর্বোৎকৃষ্ট প্রেষ্ঠরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছি। এই পঞ্চম তত্ত্ব অতি রহস্য বলিয়া এবং এস্থলে অর্জুন উপদেশের পাত্র বলিয়া উভয় তত্ত্বকেই অপৃথগ্‌রূপে যুগপৎ সূচনা করা হইয়াছে। কাহারও মতে মহাবৈকুণ্ঠাধিপতি শ্রীপুরুষোত্তমই 'আনন্দময়' শব্দবাচ্য এবং তাঁহারই চতুর্ব্যূহ প্রিয়, মোদ, প্রমোদ ও আনন্দ শব্দদ্বারা নির্দেশ্য হন। তাঁহার অমূর্ত স্বরূপই 'ব্রহ্ম'।[১]

১। শ্রীশ্রীসনাতনগোস্বামিপ্রভুপাদকৃত শ্রীশ্রীবৃহদ্‌বৈষ্ণবতোষণীর (১০।৮৭।১৭) অনুবাদ।

প্রতীক বলিয়া ধারণা করেন। কথিত হয়, খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কল্যাণের জৈন রাজা বিজ্জলের মন্ত্রী বসব (বৃষভ-শব্দের কণাড়ী-ভাষার অপভ্রংশ) প্রাচীন লিঙ্গায়েৎ-মতের সংস্কারসাধন করিয়া দাক্ষিণাত্যে বীর-শৈব বা লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করেন। বসব বীরশৈবগণের নিকট শিবানুচর নন্দীর অবতার বলিয়া পূজিত হ'ন। তাঁহার অনেক অলোকিকতার কথা শুনা যায়। এমন কি, তাঁহার নামানুসারে বীর শৈবগণের মধ্যে 'বসবপুরাণ' প্রচারিত হইয়াছে। ইহাদের মতে আগম, তন্ত্র ও নিগম (উপনিষৎ) একই বেদ-বৃক্ষের দুইটি শাখা।

বীরশৈব-দার্শনিকগণ 'স্থল'-নামক একটি স্বয়ংপ্রকাশ ও শাশ্বত সম্বিৎ-স্বরূপ চরমতত্ত্বের স্বীকার করেন। এই স্থল পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বের উদ্ভবস্থান ও আশ্রয়স্বরূপ। অনাদি ও অনন্ত সংবিৎস্বরূপ স্থলে সমস্ত গতি ও তর্ক-বিরোধের অবসান হয়।

বীরশৈবগণের দার্শনিক মত—বিশেষ-অদ্বৈত বা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। শক্তিই শিবের আত্মা, শক্তি ব্যতীত শিব—শবমাত্র। শিব ও শক্তি পরস্পর অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। শিব ও শক্তির অচ্ছেদ্য মিলনের প্রতীকই লিঙ্গ। যে তত্ত্বে বিশ্ব-প্রাণিগণ লীন ও যাহা হইতে প্রকাশিত হয়, তাহাই লিঙ্গ। বীরশৈবগণ ত্রিতত্ত্ব স্বীকার করেন—চিৎ, আত্মা ও প্রকৃতি। চিৎ বা চৈতন্যই আত্মার আত্মা ; তিনি প্রকৃতি ও আত্মা—উভয়েরই অন্তর্যামী ও নিয়ামক। চিৎ—জগতের নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি—উপাদান-কারণ। চিৎ—প্রীতি ও করুণার আধার। জীবের বন্ধন অনাদি হইলেও ইহার সমাপ্তি আছে এবং মুক্তির একটি নির্দিষ্ট আরম্ভ থাকিলেও ইহার শেষ নাই অর্থাৎ মুক্ত কখনও বন্ধনদশাগ্রস্ত হয় না ; যেরূপ—একটি আতা-ফল বৃক্ষ-শাখায় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তির দ্বারা অবস্থান করে এবং যখন ফলটি পাকিয়া যায় তখন উহা যে-পৃথিবী হইতে রস-সংগ্রহ করিয়া পক্কতা লাভ করিয়াছিল, তাহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট

ব্রহ্মসূত্রে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ অভিধেয়রূপে নির্ণীত

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্[১]—অপি (পূর্বসূত্রে ব্রহ্মকে অব্যক্ত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বলা হইয়াছে, তথাপি) সংরাধনে (সম্যক্ আরাধনায় পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়) প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ (ইহা শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে জানা যায়)—এই সূত্রে 'সংরাধন'-শব্দে সম্যক্ আরাধন বা সাক্ষাদ্ভক্তিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষ অর্থাৎ শ্রুতি এবং অনুমান অর্থাৎ স্মৃতি এ বিষয়ে প্রমাণ।[২] কঠ (২।১।১,১।২।২৩), মুণ্ডক (৩।২।৩), মাধ্বভাষ্য(৩।৩।৫৩)-ধৃতা মাঠর-শ্রুতি প্রভৃতি শ্রুতি এবং শ্রীগীতার বাক্যই (১১।৫৪, ১৮।৫৫ ইত্যাদি শ্লোক) প্রমাণ। 'সংরাধন'-শব্দের অর্থ যে ভক্তি, ইহা শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রমুখ সকল আচার্যই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্যপাদ বলেন,—"সংরাধনং ভক্তির্ধ্যানপ্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানম্"[৩]; শ্রীভাস্করাচার্য বলেন,—"সংরাধনং ভক্তির্ধ্যানাদিনা পরিচর্যা"[৪]; শ্রীরামানুজাচার্যপাদ বলেন,—"সংরাধনে—সম্যক্ প্রীণনে ভক্তিরূপাপন্নে নিদিধ্যাসনে এব অস্য সাক্ষাৎকারঃ"[৫] অর্থাৎ সংরাধন-শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরের সম্যক্ প্রীতিসাধক ভক্তিরূপে পরিণত নিরবচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি বা আবেশের দ্বারাই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। শ্রীরামানুজাচার্যপাদ পুনরায় বলিয়াছেন,—"ভক্তিরূপাপন্নমেবোপাসনং সংরাধনম্—তস্য প্রীণনমিতি"[৬] অর্থাৎ ভক্তিরূপে পরিণত উপাসনাই সংরাধন—তাঁহার (শ্রীভগবানের) প্রীতিসম্পাদন। শ্রীনিম্বার্ক বলেন,—"সংরাধনে ভক্তিযোগে ধ্যানে"[৭]; শ্রীবল্লভাচার্য বলেন,—"সংরাধনে সম্যক্ সেবায়াং ভগবত্তোষে জাতে দৃশ্যতে"[৮] অর্থাৎ সম্যক্ সেবাদ্বারা শ্রীভগবৎ-সন্তোষের আবির্ভাব হইলে তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়।

১। ব্র সূ ৩।২।২৪ ; ২। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৭৮, ১০১ অনু ; শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ৩ অনু ; ৩। ব্র সূ ৩।২।২৪—শাঙ্করভাষ্য ; ৪। ঐ—ভাস্করভাষ্য ; ৫,৬। ঐ—শ্রীভাষ্য ; ৭। ঐ—বেদান্তপারিজাত-সৌরভ ; ৮। ঐ—অণুভাষ্য।

শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্যগণ সংরাধন বা সম্যক্ আরাধনরূপা ভক্তিকে 'হ্লাদিনী'-নাম্নী শ্রীভগবৎ-স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা বলিয়া খ্যাপন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচরিতামৃতের পদ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত এইরূপে গ্রথিত করিয়াছেন,—"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। স্বরূপ-শক্তি—'হ্লাদিনী' নাম যাঁহার॥ হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন। হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ॥ হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেম-সার 'ভাব'। ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম 'মহাভাব'॥ মহাভাবস্বরূপা শ্রী-রাধা-ঠাকুরাণী। সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥ কৃষ্ণবাঞ্ছা-পূর্তিরূপ করে আরাধনে। অতএব 'রাধিকা' নাম পুরাণে বাখানে॥"[১] "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"[২] সুতরাং ব্রহ্মসূত্র 'সংরাধন' এবং সূত্রের অকৃত্রিম-ভাষ্যভূত শ্রীমদ্ভাগবত 'আরাধন'-শব্দে স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব হইলেও তাঁহার স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার কৃপাকটাক্ষ-স্নাত নিজ-জনের সেবাসঙ্গ-ফলে প্রত্যক্ষীকৃত হন; ইহা ঋক্‌পরিশিষ্ট, শ্রীগোপালতাপিনী প্রভৃতি শ্রুতি এবং বৃহদ্‌গৌতমীয়, মৎস্যপুরাণ, শ্রীসনৎকুমার-সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রমাণ হইতে জানা যায়।

ব্রহ্মসূত্রে ভক্তির নিত্যত্ব

আ প্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্[৩]—আ প্রায়ণাৎ (মুক্তি পর্যন্ত) তত্রাপি (মুক্তিতেও) হি (নিশ্চয়) দৃষ্টম্ (ভগবদুপাসনা দেখা যায়)। "যৎ সর্বে দেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ"[৪]—এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবাদ-গুরু শ্রীশঙ্করাচার্যও বলিয়াছেন,—'মুক্ত (সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত) পুরুষগণও স্বেচ্ছায় বিগ্রহ ধারণ করিয়া ভগবদ্ভজন করেন।' "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা * * * মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"[৫]—এই গীতাবাক্যেও ব্রহ্মভূত অর্থাৎ মুক্ত

১। চৈ চ আ ৪।৫৯,৬০,৬৮,৬৯,৮৭ ; ২। ভা ১০।৩০।২৮ ; ৩। ব্র সূ ৪।১।১২ ; ৪। নৃ পূ তা ২।৪।১৬ ; ৫। গীতা ১৮।৫৪

পুরুষকেই পরা ভক্তির অধিকারী বলা হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও[১] দৃষ্ট হয়,—'পাতাল-লোক শ্রীপ্রহ্লাদ ও শ্রীবলি-প্রমুখ মহাভাগবতগণের নিবাস-স্থান বলিয়া বিমুক্ত পুরুষমাত্রেরই প্রিয়।'[২]

শ্রীভগবন্নামের নিত্যত্ব

তস্য চ নিত্যত্বাৎ[৩]—তস্য (বেদসার-বর্ণাত্মক নামের) চ (ও) [নিত্যতা] নিত্যত্বাৎ (বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া)—বর্ণসমূহ নিত্য বলিয়া বেদের সারস্বরূপ বর্ণাত্মক শ্রীকৃষ্ণাদি নামেরও নিত্যতা সিদ্ধ হয়। বেদে (ঋক্‌সংহিতা ১।১৫৬।৩) ও শ্রুতিতে (ছান্দোগ্য ২।২৩।৩, মাণ্ডূক্য ১।১, গোপালতাপিনী পূ ৩০) শ্রীভগবন্নামের নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে।

পরমেশ্বরের অন্যান্য অবতারের ন্যায় এই শ্রীনামও তাঁহারই বর্ণরূপী অবতার—এই বিষয়টি সেই শ্রুতি-বলেই অঙ্গীকৃত হইয়াছে; আর শ্রী-ভগবানের সহিত অভেদ-হেতু এইরূপ উক্তি সম্ভবপরই হয়। তাদৃশ ভগবন্নামাদি কিরূপে পুরুষের ইন্দ্রিয়জন্য হইতে পারে? তদুত্তর—'যেমন শ্রীভগবানের কৃপায়ই নিখিল বেদ পুরুষের ইন্দ্রিয়াদিতে আবির্ভূত হ'ন—পরন্তু উহা পুরুষের ইন্দ্রিয়দ্বারা উৎপাদনের যোগ্য নহেন, সেইরূপ শ্রীভগবৎকৃপায়ই সেবোন্মুখ জিহ্বাদিতে শ্রীনাম স্বয়ং স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হ'ন।[৪]

ব্রহ্মসূত্রের প্রতিপাদ্য প্রয়োজন

১। **আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ**[৫]—আবৃত্তিঃ (কীর্তন বা অনুশীলন) অসকৃৎ (বারংবার) [কর্তব্য], উপদেশাৎ (শাস্ত্রের উপদেশপর বাক্য হইতে) [জানা যায়]। এই সূত্রটি শ্রীব্রহ্মসূত্রের ফলাধ্যায়ের প্রথম সূত্র। শ্রীনামের আবৃত্তি বা অনুশীলনই 'সাধন' ও 'সাধ্য'। নামাপরাধ থাকাকালে শ্রীনাম-ব্রহ্মের আবৃত্তির বিধান শাস্ত্রে যে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায়। সিদ্ধপুরুষগণও শ্রীনাম-ব্রহ্মের

১। বি পু. ২।৫।৭; ২। শ্রীভগবৎসন্দর্ভ ৭৮ অনু; ৩। ব্র সূ ২।৪।১৭; ৪। শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভ ৪৬ অনু; ৫। ব্র সূ ৪।১।১

আবৃত্তি করেন। ঐ আবৃত্তি প্রতিপদে সুখ-বিশেষেরই উদয় করায়। আর অসিদ্ধগণের যে আবৃত্তির নিয়ম, তাহা ফল-প্রাপ্তি পর্যন্ত অর্থাৎ অবিশ্রান্তভাবে নামের আবৃত্তি করিতে করিতে যখন শ্রীনামের কৃপায় তাঁহাদের অপরাধ দূর হয়, তখনই তাঁহাদের প্রয়োজন লাভ সম্ভব; আবৃত্তির অভাব হইলে ফলপ্রাপ্তির বাধক অপরাধ থাকিতে পারে।[১]

২। অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ[২]—অনাবৃত্তিঃ (অপ্রত্যাবর্তন) শব্দাৎ (শ্রুতি প্রমাণানুসারে) [দৃঢ়তার জন্য পুনরাবৃত্তি বা সমাপ্তিসূচক পুনরাবৃত্তি]। এই সূত্রটি ফলাধ্যায়ের সর্বশেষ সূত্র। "ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে" (ছা ৮।১৫।১) এবং শ্রীমদ্ভাগবত (৭।৪।২২) ও শ্রীগীতা (১৫।৬) ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে মুক্তপুরুষগণের কর্মাধীন জন্মের নিবৃত্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে মুক্তপুরুষগণের যে পুনরাবৃত্তির কথা শুনা যায়, তাহা প্রপঞ্চে ভগবদ্ধামসমূহের স্থিতি-অপেক্ষায় বা ভগবল্লীলা-কৌতুকের অপেক্ষায়ই জানিতে হইবে অর্থাৎ শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, শ্রীদ্বারকা, শ্রীঅযোধ্যাদি যে সকল ভগবদ্ধাম এই জগতে বিরাজমান আছেন, সেই সকল ধামে বিচরণ করিবার জন্য মুক্ত ভগবৎ-পরিকরগণও কখনো কখনো পরব্যোমস্থিত ভগবদ্ধাম হইতে অবতরণ এবং জয়-বিজয়ের ন্যায় কোন কোন পরিকর ভগবল্লীলা-কৌতুক-সম্পাদনের জন্য জগতে আগমন করেন। তাহা হইলেও তাঁহারা চিরকাল প্রপঞ্চে অবস্থান করেন না, পরে নিত্যসালোক্য প্রাপ্ত হ'ন।[৩]

শ্রীশ্রীসনাতন ও শ্রীশ্রীজীবপাদের শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী, শ্রীবৃহদ্-ভাগবতামৃত এবং সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে বহু ব্রহ্মসূত্র শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রভুও তাঁহাদের বিভিন্ন টীকার মধ্যে বহু ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা

১। শ্রীভক্তিসন্দর্ভ ১৫৩ অনু ; ২। ব্র সূ ৪।৪।২২ ; ৩। শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ ১০ অনু।

করিয়াছেন। শ্রীজীবপাদ তাঁহার সপ্তসন্দর্ভে ও শ্রীসর্বসংবাদিনীতে ব্রহ্মসূত্রের যে যে সূত্র উদ্ধার করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত-সিদ্ধান্তানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ-ধৃত ব্রহ্মসূত্র-সমূহ *

১।	অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ	(১।৩।২০)	৬	৪।	বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্ত-	(৩।২।২০)	২
২।	অম্বুবদগ্রহণাত্তু	(৩।২।১৯)	২	৫।	শাস্ত্রযোনিত্বাৎ	(১।১।৩)	১
৩।	তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ	(২।১।১১)	১	৬।	শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ	(২।১।২৭)	১

শ্রীভগবৎসন্দর্ভ-ধৃত

১।	অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ	(৪।৪।২৩)	৮২	১১।	প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্ববৎ	(৩।৩।৫২)	৩৯
২।	অপি চৈবমেকে	(৩।২।১৩)	৪২	১২।	যাবদধিকারমবস্থিতিঃ	(৩।৩।৩৩)	৬১
৩।	অপি সংরাধনে	(৩।২।২৪)	৭৮	১৩।	লোকবত্তু লীলা	(২।১।৩৩)	৪৬
৪।	আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ	(২।১।২৮)	১৫	১৪।	বিকরণত্বান্নেতি চেৎ	(২।১।৩১)	৪৭
৫।	আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ	(১।১।১২)	৯২	১৫।	বিকারাবর্তি চ তথাহি	(৪।৪।২০)	৭১
৬।	আ প্রায়ণাত্তত্রাপি	(৪।১।১২)	৭৮	১৬।	বৈধর্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ	(২।২।২৯)	৪০
৭।	তদধিগম উত্তরপূর্ব	(৪।১।১৩)	৭৮	১৭।	শাস্ত্রযোনিত্বাৎ	(১।১।৩)	৯৭
৮।	তস্য চ নিত্যত্বাৎ	(২।৪।১৭)	৪৬	১৮।	শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ	(২।১।২৭)	১৫, ৪০,৪৭,৯৭
৯।	ন ভেদাদিতি চেন্ন	(৩।২।১২)	৪২				
১০।	ন স্থানতোঽপি পরস্য	(৩।২।১১)	৪২	১৯।	সমাকর্ষাৎ	(১।৪।১৬)	৪৬

শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভ-ধৃত

১।	অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা	(১।১।১)	১০৫	৭।	আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ	(২।১।৮)	৫৮
২।	অন্তস্তদ্ধর্মোপদেশাৎ	(১।১।২০)	১০৫	৮।	আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ	(১।১।১২)	৭১,১০৫
৩।	অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ	(১।৩।২০)	১	৯।	আনুমানিকমপ্যে-	(১।৪।১)	৫৫
৪।	অম্বুবদগ্রহণাৎ	(৩।২।১৯)	৩৭	১০।	ঈক্ষতের্নাশব্দম্	(১।১।৫)	১০৫
৫।	অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন	(২।১।১৭)	১	১১।	উপপত্তেশ্চ	(৩।২।৩৬)	৩৭
৬।	আত্মগৃহীতিরিতরবৎ	(৩।৩।১৭)	১০৫	১২।	গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ	(১।২।১১)	১

---

* ব্রহ্মসূত্র, তৎস্থান-নির্দেশ ও শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ-কৃত গ্রন্থের যে যে অনুচ্ছেদে সূত্রের উল্লেখ বা ব্যাখ্যা আছে, তত্তদনুচ্ছেদ-সংখ্যা যথাক্রমে বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ-ধৃত

শ্রীভক্তিসন্দর্ভ-ধৃত

শ্রীপ্রীতিসন্দর্ভ-ধৃত

শ্রীক্রমসন্দর্ভ-ধৃত *

* ব্রহ্মসূত্র, তৎস্থান-নির্দেশ ও শ্রীমদ্ভাগবতের স্কন্ধ, অধ্যায় ও শ্লোক-সংখ্যা যথাক্রমে বুঝিতে হইবে।

শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্বসংবাদিনী-ধৃত*

শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় সর্বসংবাদিনী-ধৃত

* ব্রহ্মসূত্র, তৎস্থান-নির্দেশ ও গ্রন্থের পৃষ্ঠার সংখ্যা যথাক্রমে বুঝিতে হইবে।

শ্রীপরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্বসংবাদিনী-ধৃত

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভীয় সর্বসংবাদিনী-ধৃত

ষষ্ঠ অধ্যায়

কতিপয় স্বতন্ত্র দার্শনিক মতবাদ

বেদান্তদর্শনের একান্ত আনুগত্যের পরিচয় প্রদান না করিয়াও কতিপয় দার্শনিক ধর্ম্মমত প্রাচীনকাল হইতে ভারতে প্রচারিত রহিয়াছে। উক্ত মতবাদিগণ কতিপয় স্বতন্ত্র আগম বা তন্ত্রাদি হইতে স্ব-স্ব-মতবাদের উদ্ভব প্রদর্শন করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্ত, কাশ্মীরীয় শৈবমত, শাক্তেয়-মত প্রভৃতি মতবাদে যে সকল স্বতন্ত্র দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা অতি সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল।

শৈব-দর্শন

শৈবসম্প্রদায় একটি সুপ্রাচীন সম্প্রদায়। কেবল ভারতে নহে, ভারতের বাহিরেও বহু স্থানে শৈবধর্ম্মের প্রচার ও শৈব-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল।[১] ভারতের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে শৈবধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী হইয়াছে। তামিল শৈব-বাদই 'শৈবসিদ্ধান্ত' নামে বিদিত। শৈবসিদ্ধান্তের অর্থ—শৈববাদের চূড়ান্ত মীমাংসা। এই শৈবসিদ্ধান্ত অন্যান্য শৈব-মত হইতেও কোন কোন অংশে পৃথক্। আর কাশ্মীরীয় শৈবগণের মত শৈবসিদ্ধান্ত হইতে অনেকাংশেই পৃথক্[২] এবং পরবর্তিকালীয়।

কথিত হয়, পাশুপত শৈবগণই প্রাচীনতম। শ্রীমহাভারতে পাশুপত-শৈবগণের নাম দৃষ্ট হয়। শ্রীশঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে মাহেশ্বর-পাশুপত মত খণ্ডন করিয়াছেন।[৩] শ্রীরামানুজের শ্রীভাষ্যে[৪] কাপাল, কালামুখ, পাশুপত ও শৈব—এই চারি প্রকার শিবোপাসকের নাম দৃষ্ট হয়। ইহারা

১। 'A Historical sketch of Saivism' by K. A. Nilkanta Sastri, Madras University, p. 28 (—The Cultural Heritage of India, Vol. II); ২। 'The critical Examination of the Philosophy of Religion' by Sadhu Santinath, Vol. 1, page 78, Amalner 1938; ৩। শাঙ্কর-শারীরক ২।২।৩৭ ; ৪। শ্রীভাষ্য ২।২।৩৪

বেদ-বহির্ভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শঙ্কর-ভাষ্যের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও কাপালিক, কারুণিকসিদ্ধান্তী, পাশুপত ও শৈব—এই চতুর্বিধ শৈব-সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।[১] সর্বদর্শন-সংগ্রহকার চারিপ্রকার শৈবদর্শনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন—(১) নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন, (২) শৈবদর্শন, (৩) প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শন ও (৪) রসেশ্বর-দর্শন। কেহ কেহ মনে করেন, মহীশূরের কালামুখ-শৈবগণ নকুলীশ-শিবের উপাসক ছিলেন।

সর্বদর্শন-সংগ্রহকার নকুলীশ-পাশুপত-দর্শনের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন যে, বৈষ্ণবমতে বিষ্ণুর দাসত্ব করিতে হয় বলিয়া ঐ মত পরতন্ত্র ও দুঃখ-জনক। তাহাতে দুঃখের সীমা নাই বিবেচনা করিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে রুচি না হওয়ায় এবং শৈবমতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের ন্যায় হওয়া যায়, অনুমান করিয়া কোন কোন শৈবমতাবলম্বী পাশুপত-শাস্ত্রের আশ্রয় করেন। এই উক্তি হইতে জানা যায় যে, অনাদিকাল হইতে প্রকাশিত বৈষ্ণব-মতেরই প্রতিযোগী মতরূপে বিভিন্ন শৈবমতের আবির্ভাব হইয়া থাকিবে।

দক্ষিণভারতের শিবোপাসনার কথা সঙ্গম-যুগের প্রাচীন তামিল-সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়। আপ্পার, সম্বন্ধার, সুন্দরমূর্তি ও মাণিক্য-ভাস্কর-প্রমুখ শৈবাচার্যগণের নাম দক্ষিণভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধ।[২]

শৈবসিদ্ধান্তিগণের মতবাদ

শৈবদর্শনের মতে পতি (শিব), পশু (জীবাত্মা) ও পাশ (বন্ধন)—এই তিন প্রকার পদার্থ। শিবই পরমতত্ত্ব ও পতি। পশু-পদার্থ জীবাত্মা—ক্ষেত্রজ্ঞাদি পদবাচ্য, দেহাদি হইতে ভিন্ন, সর্বব্যাপক, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন, দুর্জ্ঞেয় ও কর্তৃস্বরূপ। জীব—বহু। এই পশু-পদার্থ তিন প্রকার—বিজ্ঞানাকল, প্রলয়াকল ও সকল। একমাত্র মলস্বরূপ পাশযুক্ত

১। ব্রহ্মসূত্র ২।২।৩৭ ভামতী টীকা (২৫১ পৃঃ—কালীবর বেদান্তবাগীশ-সং) দ্রষ্টব্য ;

২। এই সকল শৈবাচার্যগণের চরিত শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-রচিত 'শ্রীগৌরপদাঙ্কিত দক্ষিণাপথ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

জীবকে 'বিজ্ঞানাকল' বলে, মন ও কর্মরূপ পাশদ্বয়যুক্ত জীবকে 'প্রলয়াকল' এবং মল, কর্ম ও মায়াবদ্ধ জীবকে 'সকল' বলে।

পাশ-পদার্থ—মল, কর্ম, মায়া ও রোধশক্তি-ভেদে চারি প্রকার। স্বাভাবিক অশুচিই মল, ধর্মাধর্মের নাম কর্ম, প্রলয়াবস্থায় যাহাতে কার্যসমূহ লীন হয় এবং পুনর্বার সৃষ্টিকালে যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই মায়া। পুরুষ-গতিরোধক যে পাশ, তাহাই রোধশক্তি।

শৈব-সিদ্ধান্তে শিবই পরম তত্ত্ব। তিনি পাশ হরণ করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'হর', পরম মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া—'শিব' ; তিনি শিবঃ, শিবা ও শিবম্—এই তিন লিঙ্গেরই প্রতিপাদ্য। শিব—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, এই ত্রিমূর্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার—এই তিন অবস্থায় রুদ্র অবিকৃত থাকেন। কিন্তু ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সংহার বা প্রলয়কালে কোন কৃত্য নাই। দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্তিগণের মতে পরতত্ত্ব—নির্গুণ; ইহার অর্থ গুণহীন নহেন। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণের অতীত বলিয়াই তাঁহাকে নির্গুণ বলা হয়। শিব—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অতীত তুরীয় তত্ত্ব। তিনি জ্ঞানাতীত হইলেও অজ্ঞেয় নহেন। শিব বিশ্বান্তর্যামী হইয়াও বিশ্বাতিগ, তিনি বিশ্বরূপ এবং বিশ্বাধিক। শৈবসিদ্ধান্তিগণ ব্রহ্মপরিণামবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহারা প্রকৃতি-পরিণামবাদী। কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্যের ন্যায় প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলেন না। শিবই নিমিত্ত-কারণরূপে তাঁহার মায়া-শক্তিরূপ উপাদানকারণের সাহায্যে বিশ্ব সৃষ্টি করেন। মায়া দুই প্রকার—(১) শুদ্ধমায়া বা মহামায়া এবং (২) অশুদ্ধমায়া বা অধোমায়া। শুদ্ধমায়া হইতে নাদ (শিবতত্ত্ব), নাদ হইতে বিন্দু, বিন্দু হইতে সাদাখ্য, তাহা হইতে মাহেশ্বরী এবং তাহা হইতে শুদ্ধবিদ্যা প্রকাশিত হয়। আর অশুদ্ধমায়া হইতে কাল, নিয়তি, কলাদিক্রমে স্থূল পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। জীবাত্মার পক্ষে মায়া একটি পাশ। পাশের দ্বারা জীবাত্মা-সমূহের বন্ধন হয় বলিয়া তাহাদিগকে পশু বলা হয়।

যেরূপ দেহের সহিত দেহীর সম্বন্ধ, সেরূপ জীবের সহিত শিবের সম্বন্ধ। শৈবসিদ্ধান্তিগণের মতে সমষ্টিগতভাবে শিব হইতে জীবের ভেদ, কিন্তু স্বরূপে শিব হইতে অভিন্ন। শিবত্ব-লাভই—প্রয়োজন। শৈবসিদ্ধান্তিগণ অবতারবাদ স্বীকার করেন না, কিন্তু পরমেশ্বর শিব সশরীরে প্রকাশিত হইতে পারেন—এই সিদ্ধান্তে তাঁহাদের কোন প্রকার বাধা নাই। শিবের সেই সকল মূর্তি তাঁহার কৃপার অভিব্যক্তি, তাহা জড়াকার নহে।

শৈবসিদ্ধান্তিমত ও কাশ্মীরীয় শৈবমতের পার্থক্য

উভয় শৈবমতেই শিবত্বলাভই প্রয়োজন, কিন্তু কাশ্মীরীয় শৈবমত অনেকটা বিবর্তবাদের অনুরূপ ; আর দাক্ষিণাত্যের শৈব-সিদ্ধান্ত—জীব ও জগতের বাস্তবতা স্বীকার করেন। দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্তিগণ বলেন যে, শিব ও জীব দুইটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে, কিন্তু শিবে জীব নাই—ইহাও নহে অর্থাৎ তাঁহারা দুই নহেন (They are not two), কিন্তু তথায় দুই নাই—ইহাও নহে (Not, there are not two)।[১] কাশ্মীরীয় শৈব ও দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্তী—উভয়ই অদ্বৈত মত স্বীকার করিলেও উভয়ের ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। সিদ্ধান্তিগণের মতে জীব মুক্ত হইবার পরও জীবাত্মরূপেই অবস্থান করে। তাঁহারা বলেন, যদি মুক্তাবস্থায় জীবত্ব বিনাশই হইল, তাহা হইলে মুক্তিজনিত আনন্দ কে ভোগ করিবে? ঈশ্বর ত' নিত্যমুক্ত। ঈশ্বরে বন্ধন-দুঃখ ও বন্ধন-মুক্তির অনুভূতি নাই। জীবাত্মা ঈশ্বরজাতীয় বস্তু হইলেও সাক্ষাৎ ঈশ্বর নহে, পরন্তু ঈশ্বরের সেবক। বদ্ধাবস্থায় জীবাত্মা পাশের মাধ্যমে দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল ; আর মুক্তাবস্থায় পতি (শিবের) মাধ্যমে আনন্দের অভিজ্ঞতা লাভ করে।

১। 'The Philosophy of Saivism' by S. S. Suryanarayan Sastri of Madras University, p 45, published in the 'Cultural Heritage of India' Vol. II.

মুক্তাবস্থায় আর জীবের পাশ-জ্ঞান বা পশু-জ্ঞান নাই, কিন্তু পতি-জ্ঞান আছে। পতিজ্ঞান-অর্থে—আপনাকে পরমেশ্বররূপে অনুভব নহে, কিন্তু পরমেশ্বরের মাধ্যমে জীবাত্মরূপে অনুভব। মুক্ত জীবাত্মা মল হইতে নির্মুক্ত হইয়া শিবানন্দ ভোগ করে, কিন্তু একমাত্র শিবের আয়ত্তীকৃত যে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, তিরোভাব ও অনুগ্রহ-বিতরণ—এই পাঁচটির কর্তৃত্ব মুক্তজীবেরও লাভ হয় না। দাক্ষিণাত্য-শৈবসিদ্ধান্তিগণের মতে ইহাই অদ্বৈত সিদ্ধান্ত।[১]

দাক্ষিণাত্যের শৈবসিদ্ধান্ত সুপ্রাচীন ও কাশ্মীরীয় শৈবসিদ্ধান্ত অর্বাচীন। দাক্ষিণাত্য-শৈবসিদ্ধান্ত—দার্শনিক-চিন্তাপ্রধান, আর কাশ্মীরীয় শৈবসিদ্ধান্ত—আনুষ্ঠানিক-ধর্মপ্রধান। কাশ্মীরীয় শৈববাদে খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে শৈব স্ত্রকার বসুগুপ্ত (৮২৫ খ্রীঃ) হইতে দার্শনিক চিন্তা প্রকাশিত হয়। দাক্ষিণাত্যের শৈব-সিদ্ধান্তে শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি প্রভৃতি হইতে তাঁহাদের মত সমর্থিত হয়; কিন্তু কাশ্মীরীয় শৈববাদে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় না। কাশ্মীরীয় শৈবগণ চৌষট্টি সংখ্যক অদ্বৈত-শৈবাগম হইতে তাঁহাদের মত সমর্থন করেন। কাশ্মীরীয় শৈববাদ 'স্বাতন্ত্র্যবাদ' নামে খ্যাত। ইহাতে স্বাধীন ইচ্ছাই চরম তত্ত্বরূপে স্বীকৃত। ইহা আভাসবাদ, ত্রিকবাদ প্রভৃতি নামেও খ্যাত। ইহা অনেকটা যৌগিক ক্রিয়া এবং বৌদ্ধমতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।[২] বসুগুপ্ত, কল্লটভট্ট, সোমানন্দ, উৎপলাচার্য, অভিনবগুপ্ত-প্রমুখ শৈব কাশ্মীরী পণ্ডিতগণ কাশ্মীরীয় শৈব-দর্শনের পুষ্টিসাধন করেন। সোমানন্দ শক্ত্যদ্বয়বাদ এবং বৌদ্ধ ও জৈনবাদ, বেদান্তের কেবলাদ্বৈতবাদ তথা সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি মতবাদের সমালোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন। মাধবাচার্য সর্বদর্শন-সংগ্রহে যে প্রত্যভিজ্ঞা

১। 'History of Philosophy : Eastern & Western' Vol. I, pp. 378, 379 (sponsored by the Ministry of Education, Govt. of India, 1952); ২। Vide—'Kashmira Saivism'—Introduction, p. 381—'History of Philosophy : Eastern & Western', Vol. I. (Ministry of Education, Govt. of India, 1952).

শৈবদর্শনের কথা বলিয়াছেন, তাহা সোমানন্দই বিশেষভাবে প্রপঞ্চিত করেন।[১] সোমানন্দের শিষ্য উৎপলাচার্য ; ঈশ্বর 'প্রত্যভিজ্ঞাকারিকা' এবং তাহার উপর দুইটি টীকা রচনা করিয়া শিবাদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে বৌদ্ধগণের আপত্তিসমূহ খণ্ডন করেন। উৎপলাচার্যের প্রশিষ্য অভিনব গুপ্ত (৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে) কাশ্মীরীয় শৈবদর্শনে নূতন যুগের সূচনা করেন। তিনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁহার রচিত 'তন্ত্রালোক'—শৈবাচার ও দর্শনের একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। ইনি আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোকে'র উপর লোচনটীকা এবং ভরতের 'নাট্য-শাস্ত্রে'র উপর অভিনবভারতী-টীকা রচনা করেন। তিনি উৎপলাচার্যের শৈবাদ্বৈতমত-প্রতিপাদক গ্রন্থের উপর যে সকল টীকা রচনা করেন, তাহা প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া স্বীকৃত হয়। অভিনব গুপ্তের পর ক্ষেমরাজের (১০৪০ খ্রীষ্টাব্দে) 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের পুষ্টিসাধন করিয়াছে।

কাশ্মীরীয় শৈবদর্শন অনেকটা অনির্বাচ্যবাদ এবং বৌদ্ধ-শূন্যবাদের অনুরূপ। কেহ কেহ কাশ্মীরীয় শৈবদর্শনকে ভাববাদ ও বাস্তববাদ, উভয়ের সমন্বয়কারী 'বাস্তব-ভাববাদ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে শঙ্করোত্তর আভাসবাদের, অনির্বাচ্যবাদের এবং বৌদ্ধ-শূন্যবাদের তথা যোগমতের বিশেষ প্রভাব রহিয়াছে।

বীর শৈবদর্শন

ষড়রিপুর অবশীভূত নির্ভীক শিবসাধকই বীরশৈব নামে কথিত। বীরশৈবগণ গলদেশে বা বাহুতে শিবলিঙ্গ ধারণ করেন বলিয়া লিঙ্গায়েৎ নামেও পরিচিত।[২] এই লিঙ্গকে তাঁহারা প্রণবের প্রতীক অথবা পতি (শিব), পশু (জীব) এবং তাঁহাদের উভয়ের সম্বন্ধের কিংবা সৎ ও চিতের

১। সর্বদর্শন-সংগ্রহে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন ২০২ পৃঃ; মহেশপাল-সং, কলিকাতা, ১৯৫০ সংবৎ;

২। Vide, 'Virasaivaism' by Sri Kumar Swamiji—'History of Philosophy : Eastern & Western, Vol. I., p. 396

প্রতীক বলিয়া ধারণা করেন। কথিত হয়, খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কল্যাণের জৈন রাজা বিজ্জলের মন্ত্রী বসব (বৃষভ-শব্দের কণাড়ী-ভাষার অপভ্রংশ) প্রাচীন লিঙ্গায়েৎ-মতের সংস্কারসাধন করিয়া দাক্ষিণাত্যে বীর-শৈব বা লিঙ্গায়েৎ-সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করেন। বসব বীরশৈবগণের নিকট শিবানুচর নন্দীর অবতার বলিয়া পূজিত হ'ন। তাঁহার অনেক অলৌকিকতার কথা শুনা যায়। এমন কি, তাঁহার নামানুসারে বীর শৈবগণের মধ্যে 'বসবপুরাণ' প্রচারিত হইয়াছে। ইহাদের মতে আগম, তন্ত্র ও নিগম (উপনিষৎ) একই বেদ-বৃক্ষের দুইটি শাখা।

বীরশৈব-দার্শনিকগণ 'স্থল'-নামক একটি স্বয়ংপ্রকাশ ও শাশ্বত সম্বিৎ-স্বরূপ চরমতত্ত্বের স্বীকার করেন। এই স্থল পরিদৃশ্যমান অস্তিত্বের উদ্ভবস্থান ও আশ্রয়স্বরূপ। অনাদি ও অনন্ত সংবিৎস্বরূপ স্থলে সমস্ত গতি ও তর্ক-বিরোধের অবসান হয়।

বীরশৈবগণের দার্শনিক মত—বিশেষ-অদ্বৈত বা শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। শক্তিই শিবের আত্মা, শক্তি ব্যতীত শিব—শবমাত্র। শিব ও শক্তি পরস্পর অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধবিশিষ্ট। শিব ও শক্তির অচ্ছেদ্য মিলনের প্রতীকই লিঙ্গ। যে তত্ত্বে বিশ্ব-প্রাণিগণ লীন ও যাহা হইতে প্রকাশিত হয়, তাহাই লিঙ্গ। বীরশৈবগণ ত্রিতত্ত্ব স্বীকার করেন—চিৎ, আত্মা ও প্রকৃতি। চিৎ বা চৈতন্যই আত্মার আত্মা ; তিনি প্রকৃতি ও আত্মা—উভয়েরই অন্তর্যামী ও নিয়ামক। চিৎ—জগতের নিমিত্তকারণ এবং প্রকৃতি—উপাদান-কারণ। চিৎ—প্রীতি ও করুণার আধার। জীবের বন্ধন অনাদি হইলেও ইহার সমাপ্তি আছে এবং মুক্তির একটি নির্দিষ্ট আরম্ভ থাকিলেও ইহার শেষ নাই অর্থাৎ মুক্ত কখনও বন্ধনদশাগ্রস্ত হয় না ; যেরূপ—একটি আতা-ফল বৃক্ষ-শাখায় আকর্ষণ ও বিকর্ষণ-শক্তির দ্বারা অবস্থান করে এবং যখন ফলটি পাকিয়া যায় তখন উহা যে-পৃথিবী হইতে রস-সংগ্রহ করিয়া পক্কতা লাভ করিয়াছিল, তাহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট

হইয়া পতিত হয়, সেইরূপ জীব যতক্ষণ না সিদ্ধদশা লাভ করে, ততক্ষণ চৈতন্যের আকর্ষণ-সত্ত্বেও মায়ার বিকর্ষণেই সংলগ্ন হইয়া থাকে। সিদ্ধি লাভ করিলে, যে পরমেশ্বরের কৃপায় পুষ্ট হইয়াছে, তাঁহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাতেই বিশ্রান্তি লাভ করে। যখন আত্মা শিবের সহিত মিলিত হয়, তখন জগতের অর্থাৎ অসতের জ্ঞান হইতে নিবৃত্তি লাভ করে ; তখন কেবল পরমেশ্বরের বিদ্যমানতা ও আনন্দানুভব-ব্যতীত আর কোন দ্বৈত অনুভূতি থাকে না। বীরশৈব-দর্শনে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মায়াবাদ বা বিবর্তবাদ অথবা সগুণ ও নির্গুণ-ব্রহ্মবাদ স্বীকৃত হয় নাই বলিয়া তাঁহারা বলেন।[১]

লিঙ্গায়েৎগণের মতে লিঙ্গধারী নর-নারী উভয়ই সমান। যখন লিঙ্গায়েৎগণ সকলেই সমান, তখন তাহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতিভেদ, কোন প্রকার শৌচাশৌচ-বিচার—কিছুরই প্রয়োজনীয়তা নাই।

শাক্ত-দর্শন

শাক্তেয়-মতবাদ সুসম্বদ্ধ-দার্শনিক-চিন্তাধারারূপে কোন ভারতীয় দার্শনিক-গণের নিবন্ধ-গ্রন্থে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।[২] হরিভদ্রসূরির 'ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে' কিংবা শ্রীশঙ্করাচার্যের নামে আরোপিত 'সর্বসিদ্ধান্ত-সংগ্রহে', অথবা পরবর্তি-কালীয় মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' শাক্ত-মতকে দার্শনিক চিন্তারূপে কোনো স্থানই দেওয়া হয় নাই।

'ত্রিপুরারহস্যে'র জ্ঞানকাণ্ডে দার্শনিক আলোচনা দৃষ্ট হয়। কালে কালে অনেক প্রকার শাক্ত-সম্প্রদায়ের উদ্ভবও হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন,

---

১। T. H. M. Sadasivayya. M. A., B. L., (Madras Judicial Service)-লিখিত 'Virasaivism' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত—'The Religions of the World', Vol. I. (The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta 1938) pp. 433—440 ; ২। Saiva & Sakta Schools by M. M. Dr. Gopinath Kaviraj in 'History of Philosophy : Eastern & Western' by S. Radhakrishnan, Vol. I. pp. 401—425.

বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন যে সংশোধিত মহাযান-মত প্রচার করেন, তাহাতে শাক্তধর্মের বীজ পাওয়া যায়। শাক্ত-তন্ত্রসমূহে বেদের প্রাধান্য অস্বীকৃত হওয়ায়, এমন কি, স্থানে স্থানে বেদের নিন্দা ও অবৈদিক আচারসমূহের প্রচলন থাকায় শাক্ত-মতকে অনেকে অবৈদিক ও অ-ব্রাহ্মণ্যধর্ম বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। 'কুব্জিকামত-তন্ত্রে'র প্রমাণ হইতে জানা যায়, শাক্ত-মতের উৎপত্তি-স্থান ভারতের বাহিরে। বৌদ্ধ-মহাযানেরা সর্বত্র শক্তিপূজা প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত হয়, অবৈদিক শাক্তমত প্রথমে বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হ'ন নাই; কিন্তু কালক্রমে তাহা গৃহীত হয়। কুলালকাম্নায়তন্ত্রে শাক্তগণের 'দেবযান', 'পিতৃযান' ও 'মহাযান'—এই তিনটি সম্প্রদায়ের কথা উক্ত হইয়াছে। নেপালের শাক্ত-বৌদ্ধগণ বজ্রযান-সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া কথিত। শুনা যায়, নেপালে লক্ষ-শ্লোকাত্মক 'শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে'র প্রচার আছে। শক্তি-সাধকগণ দিব্য, বীর ও পশু—এই তিনটি ভাব আশ্রয় করেন। যে দিব্যভাবে দেবতাগণের সাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা 'দিব্যাচার'; যে বীরভাবে সাধক সাক্ষাৎ রুদ্র হইয়া যান, তাহার নাম 'বীরাচার' এবং যে পশুভাবে জ্ঞানসিদ্ধি হয়, তাহা 'পশ্বাচার'।

শাক্তগণ অনেকাংশে কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা-সম্প্রদায়ের অদ্বৈতবাদী শৈব-গণের অনুসরণ করিয়াছেন। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে ৩৬টি পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে; শাক্তগণও ৩৬টি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্যভিজ্ঞা-শৈবসম্প্রদায়ের মতে পরম-শিব স্বেচ্ছায় নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত হ'ন। যখন এই জীব স্বীয় শিবত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তখনই তাহার মোক্ষ হয়। শাক্ত-সম্প্রদায়ের 'ত্রিপুরারহস্য' ও উহার 'তাৎপর্যদীপিকা'-টীকায় এই

১। Vide, 'A Catalogue of Palm-Leaf & selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Napel by M. M. H. P. Sastri, Vol. I, pp. LXXIX—LXXXI Cal., 1905.

জাতীয় সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। ত্রিপুরারহস্যে 'প্রতিবিম্ব'বাদ স্বীকৃত হইয়াছে। এই মতে জগৎ—কল্পিত, ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই। শাঙ্কর-মায়াবাদি-গণের ন্যায় প্রতিবিম্ববাদি-শাক্তগণ জগতের পারমার্থিক সত্তা অস্বীকার করিলেও বিবর্তবাদ স্বীকার করেন নাই। ইঁহারা বলেন, যেরূপ দর্পণ স্বীয় নির্মলতা-শক্তির প্রভাবে নিজের মধ্যে প্রতিবিম্বকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ চৈতন্যস্বরূপ পরম-শিব তাঁহার শক্তির দ্বারা নিজের মধ্যে বিশ্ব-প্রপঞ্চকে প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত করেন। অন্য প্রতিবিম্ব বিম্বের অপেক্ষা করে; কিন্তু পরম-শিবে যে বিশ্ব-প্রপঞ্চ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা কোন বিম্বের অপেক্ষা করে না। পরম-শিবে বিশ্বপ্রপঞ্চ প্রতিবিম্বিত হইলেও পরম-শিবের কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হয় না। এই জ্ঞানস্বরূপ পরম-শিবের যে শক্তি, তাহাই তাঁহার স্ফুরণ এবং ইহাই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য। ইহাকে স্বাতন্ত্র্য-শক্তি বলা হয়।[১] ত্রিপুরারহস্যে এই শক্তি—'চিতি' (চৈতন্য) নামে কথিত। এই শক্তি পরম-শিব হইতে অভিন্ন—

ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
ন তত্ত্বতস্তয়োর্ভেদশ্চন্দ্রশ্চন্দ্রিকয়োরিব ॥[২]

শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ; তদুক্তম্ সার্বজ্ঞ্যাদিগুণোপেতামভিন্নামাত্মনঃ সদা।[৩]

ত্রিপুরাসম্প্রদায়ের শাক্তগণ সকলেই প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করেন নাই; ভাস্কররায় 'পরিণামবাদ' স্বীকার করিয়াছেন। তিনি চণ্ডীর গুপ্তবতী-নাম্নী টীকার প্রারম্ভে চণ্ডীদেবীকে পরব্রহ্মের পট্টমহিষী বলিয়াছেন। 'চণ্ড'-শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঙীষ্-প্রত্যয় করিয়া 'চণ্ডী'-শব্দটী সাধিত হইয়াছে। যিনি নির্গুণ স্বরূপে দেশ, কাল ও পাত্র—এই ত্রিবিধ ইয়ত্তা-দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন এবং কল্পিত স্বগুণরূপে অসাধারণ গুণশালী, সেই পরমেশ্বরই চণ্ড-শব্দের লক্ষীভূত বস্তু—ইহাই ভাস্কর রায়ের অভিমত। ভাস্কর রায়ের

১। ভাস্কর রায়-কৃত গুপ্তবতী-টীকা (চণ্ডী) ও তৎপ্রণীত বরিবস্যারহস্যপ্রকাশ ১।৩, ২।৬৭,৬৮ দ্রষ্টব্য; ২। শারদাতিলকের রাঘবভট্ট টীকায় (১।২) উদ্ধৃত; ৩। ঐ ঐ টীকা ১।১৫

উল্লিখিত 'রত্নপরীক্ষা'-নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—ব্রহ্ম-চৈতন্য দোষগন্ধ-বিহীন, নিত্য, নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ ও একমেবাদ্বিতীয়। এই অখণ্ড চৈতন্য মায়াবশে ধর্ম ও ধর্মী এই দ্বিবিধ ভেদবিশিষ্টরূপে প্রতিভাত হ'ন। সকল বিষয়ের অনুভূতি, সকল কার্যের অনুকূল জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়ারূপা শক্তি ও বিবিধ কল্যাণগুণই 'ধর্ম'। এই ধর্মের আশ্রয়ই 'ধর্মী'। তিনি এক ও জগতের পঞ্চবিধ সৃষ্টিকার্যের কর্তৃত্ব করেন। ধর্ম যখন পুরুষরূপে কল্পিত হ'ন, তখনই তিনি এই সৃষ্ট জগতের উপাদানভাব প্রাপ্ত হ'ন; আর দিব্যস্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলে তিনি নিজের আশ্রয়ভূত আদিকর্তার মহিষী বলিয়া বিবেচিত হন।

কেহ কেহ পঞ্চরাত্র-সিদ্ধান্তে, ত্রৈপুর সম্প্রদায়ের শাক্তগণের মতবাদে তথা প্রত্যভিজ্ঞা-শৈবসম্প্রদায়ের মতে শক্তির স্বীকৃতি দেখিয়া পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবগণকেও প্রকারান্তরে 'শাক্ত' নামে অভিহিত করিতে চাহেন। বস্তুতঃ, পঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবত—উভয়ই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরতত্ত্বের স্বরূপশক্তি স্বীকার করেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাঁহাদের চরম লক্ষ্য নির্বিশেষ বা নিঃশক্তিক ভাব নহে। সাধারণ শাক্ত-সম্প্রদায় কোথাও শক্তিকে পরম-শিবের শক্তি বা স্বাতন্ত্র্যশক্তি, কোথাও বা পরমপুরুষ বা শিবকে 'শব' এবং শক্তিরই প্রাধান্য বা স্বাতন্ত্র্য আবার কোথাও বা চিচ্ছক্তির সহিত জড়শক্তির, 'যোগমায়া'র সহিত 'মহামায়া'র একাকার করিয়াছেন। বিদ্ধশাক্তগণের মত শ্রুতি-কথিত পরব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির সিদ্ধান্ত হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। পাঞ্চরাত্রিক হউন, আর ভাগবতই হউন, বৈষ্ণবগণ স্বরূপ-শক্তিরই উপাসক। ভাগবত-গৌড়ীয়-দার্শনিকগণ স্বয়ংরূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ অদ্বয়তত্ত্বের অদ্বিতীয়া স্বয়ংরূপা স্বরূপশক্তি ও তাঁহার কায়ব্যূহেরই নিত্য আনুগত্যকারী বলিয়া শুদ্ধ-শাক্তপদবাচ্য বটে।

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বদর্শন ও বেদান্তদর্শন

বেদান্তদর্শন ও বিশ্বদর্শনের ক্রম-পারম্পর্য লইয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গবেষকগণ অনেক মস্তিষ্ক আলোড়ন করিয়াছেন। স্যর জন্ মার্শেল-প্রমুখ কএকজন পাশ্চাত্য-প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মতের প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ গবেষক-পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, সিন্ধু-উপত্যকার (মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার) সভ্যতা (৩০০০—২৫০০ খ্রীঃ পূর্ব)[১] অপেক্ষাও ঋগ্বেদীয় সভ্যতা প্রাচীনতর।[২] মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারের পূর্বেও ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বগত প্রমাণমূলে জানা গিয়াছে, স্মরণাতীত কাল হইতে ভারতের সহিত পাশ্চাত্য জগতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ থাকায় ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম-চিন্তাধারা অন্যান্য দেশেও বিস্তারিত হইয়াছিল।[৩]

জরথুস্ত্রের মতবাদ

কেহ কেহ পারস্যের জরথুস্ত্র-প্রচারিত ধর্ম হইতে ধর্মচিন্তার ইতিহাসের আরম্ভ কল্পনা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ঋক্-সূক্তের ভাষা, ছন্দঃ, রীতি, ব্যাকরণাদির সহিত জরথুস্ত্র-প্রণীত গাথাসমূহের অনেকাংশে ঐক্য আছে; সুতরাং ঋক্সূক্ত হইতেও ঐ সকল গাথা প্রাচীনতর বলিয়াই সম্ভবপর।[৪] কিন্তু এই মত বাস্তব তথ্য-দ্বারা সমর্থিত নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।[৫]

১। 'The Vedic Age'—'Bharatiya Vidyabhavan,' p. 197, London 1952; ২। Ibid, pp. 194,195; ৩। 'India & the Western World' by Dr. R. C. Majumdar, p. 611, published in 'The Age of Imperial Unity', Bombay 1953; ৪। History of Zoroastrianism by Dr. Dhalla, High priest of the Parsis, Karachi, India, p. 13, New York, 1938; ৫। "It has now been fully established that the civilization of the Gathas is a later reformed civilization of Iran"—'The Vedic Age'—Bharatiya Vidyabhavan, pp. 223—333, London 1952.

ভারতের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন,—"The idea of salvation as the liberation of the soul from the body is a central theme in the Orphic cult. Zeller admits that this idea originated in India, but nevertheless he held that the Greeks had derived it from Persia. Later research does not, however, indicate that such an idea of liberation or *moksa* was an essential element in Zarathushtra's faith. It would not, therefore, be unreasonable to suppose that this concept travelled from India to Greece and influenced the early Greek Schools directly or indirectly."[১]

জরথুস্ত্রের উদ্ভব-কাল লইয়া বহু মত-বিরোধ আছে। অনেকে আনুমানিক ভাবে ৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ হইতে ১০০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে পারস্যদেশে তাঁহার অভ্যুদয়-কাল নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'অহুরো মজ্‌দা' (জ্ঞানী প্রভু)[২] বহুগুণশালী পরমেশ্বর। জরথুস্ত্র অহুরো মজ্‌দার প্রাচীনতম দূত বলিয়া তৎসম্প্রদায়ে বিদিত। জরথুস্ত্র প্রত্যেক পদার্থকে সৎ ও অসৎ—দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। 'অহুরো মজ্‌দা' ও 'অহিমানে'র মধ্যে অর্থাৎ ভগবান্‌ ও শয়তানের মধ্যে সর্বক্ষণ সংগ্রাম চলিতেছে। 'কু' ও 'সু'র দ্বৈতবাদের উপর জরথুস্ত্রীয় ধর্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জরথুস্ত্র 'আবেস্তা'-ধর্মগ্রন্থের প্রচারক।

প্রাগ্‌-জরথুস্ত্রীয় যুগে ইরানের লোকেরা প্রকৃতি-পূজক ছিলেন। পরে তাঁহারা অগ্নি-উপাসক হ'ন। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, জরথুস্ত্রের মত

১। History of Philosophy : Eastern & Western—The Ministry of Education, Govt. of India, Vol. I, 1952, Introduction, pp. 23,24 ;

২। 'History of Zoroastrianism' by Dr. Dhalla, p. 34, New York 1938.

—নৈতিক মনোধর্মসমূহের অন্যতম ; এজন্যই ইহাকে Ethical dualism অর্থাৎ 'নৈতিক দ্বৈতবাদ' বলা হয়।

চৈনিক চিন্তাধারা

চৈনিক চিন্তাধারায় প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাকে দর্শন বলে, এরূপ বিচার অপেক্ষা নৈতিক, সামাজিক ও মানবীয় অভ্যুদয় এবং জীবনযাত্রোপযোগী চিন্তাস্রোতের প্রাবল্য দৃষ্ট হয়। বিশ্ব-প্রকৃতির প্রতি প্রীতি এবং সাধারণ নৈতিক বিচারই—তাহাদের ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তার প্রধান কথা। গৌতম-বুদ্ধ ও মহাবীরের প্রায় সমসাময়িক কালে চীনদেশে 'লাউৎজে'-নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে-ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার নাম 'তওবাদ' ('Taoism')। 'তও'-শব্দের আক্ষরিক অর্থ—'পথ'। কিন্তু তও-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ তও-শব্দে অনাম,অসত্তাত্মক ভাবকে লক্ষ্য করে। কথিত হয়, লাউৎজে ভারতবর্ষ পর্যটন করিতে আসিয়া ভারতীয় তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। লাউৎজের কিছু পরে কন্‌ফুচিও (Confucius) (৫৫১—৪৭৯ খ্রীঃ পূঃ) যে মত প্রচার করেন, তাহাও নৈতিকবাদ মাত্র।[১]

জাপ-চিন্তাস্রোত

অতিপূর্বে জাপানে সিণ্টো-প্রবর্তিত ধর্ম প্রচলিত ছিল। কথিত হয়, সিণ্টো সূর্য হইতে উৎপন্ন এবং প্রাচীন জাপ-রাজবংশের আদি-পুরুষ। জাপানে বৌদ্ধধর্ম ও চীনদেশীয় দার্শনিক কন্‌ফুচিও-প্রবর্তিত ধর্ম প্রবেশ করে। বর্তমানে তথায় বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যাই অধিক। জাপানে দর্শন-পদবাচ্য কোন মৌলিক চিন্তাধারার আবির্ভাব হয় নাই। দেবতা বা প্রকৃতির ইচ্ছানুযায়ী চলা উচিত—ইহাই জাপ-চিন্তাধারার মূল কথা।[২]

১। "Confucianism emphasized the social responsibilities of man, while Taoism emphasized what is natural and spontaneous in him."—Hist. of Phil : Eastern & Western, Vol. I. p. 562. (The Ministry of Education Govt. of India, 1952 ; ২। 'Japanese Thought' by Prof. D. T. Suzuki, Kamakura, Japan , Published in 'Hist. of Phil. : Eastern & Western —Vol. I, p. 606.

গ্রীক্‌দর্শনের অঙ্কুরোদ্গম

গ্রীসে যে-সময় যে-সকল দার্শনিক-চিন্তাস্রোতের অঙ্কুরোদ্গম হইয়াছে, তাহার বহু পূর্বে ভারতে সেই-সকল দার্শনিক-চিন্তার পূর্ণবিকসিত অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়।[১] ঐ পূর্ণবিকাশের যখন কোনও নিশ্চিত আদিম কাল নিরূপিত হয় নাই, তখন সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই তাহার বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। ডক্টর কে, এম, মুন্সী বলেন,—

"During the dawn of the 'Historic Period' placed between the tenth and the seventh centuries before Christ, there was a mighty up-heaval of the human spirit. Waves of intense activity passed over many lands where man had emerged from the Bronze Age. Zoroaster gave a new creed to Iran ; Confucius and Lao-tse taught in China ; Jews in their Babylonian captivity developed their tenacious faith in Jehova ; Greece emerged as the pioneer of European culture, and her philosophers began tackling the problems of life ; Rome was founded. At this time, a highly complex civilization and a noble culture had already been flourishing in India for centuries."[২]

১। (ক) 'The Philosophy of Ancient India' by Richard Garbe, Chicago 1897, pp. 33. 39 ; (খ) 'History of Philosophy : Eastern and Western'—Vol. I., London 1952, the Hon'ble Maulana Abul Kalam Azad's Introduction, p. 6 ; ২। 'The Age of Imperial Unity' Vol. II, Edited by Dr. R. C. Majumdar, Bharatiya Vidyabhavan, Bombay 1953, the Hon'ble Dr. K. M. Munshi's Foreword, p. XII.

প্রাক্-সক্রেটিস্-যুগ

বিশ্বপ্রকৃতির মূলান্বেষণই সক্রেটিসের পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মুখ্য লক্ষ্য ছিল। গ্রীসে থালিসের (Thales) [৬৪০—৫৫০ খ্রীঃ পূঃ] সময় হইতে এই চেষ্টা আরম্ভ হয়। থালিসের পূর্বে গ্রীসদেশে দার্শনিক প্রশ্নের সমাধানের জন্য দার্শনিক বিচার-প্রণালী গৃহীত হয় নাই। হোমার ও হেসিওদের (Hesiod) পৌরাণিক কাহিনীগুলি জগৎ-সমস্যার সমাধান বলিয়া বিবেচিত হইত। খ্রীঃপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পাইথাগোরাসের মত প্রচারিত হইলে জন্মান্তরবাদ, পাপকর্মের ফলভোগ ও নৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিশ্বাসের সূচনা হয়। জড়-প্রকৃতির মূলতত্ত্বগবেষণা পর্যন্ত থালিস্-প্রবর্তিত Ionic দার্শনিক-সম্প্রদায়ের গতি।

সংখ্যাবাদ

পাইথাগোরীয়গণের সংখ্যাবাদ (সংখ্যাই—বস্তুর স্বরূপ, সকল বস্তুর সার এবং জগতের মূলতত্ত্ব) পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের জগতের মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর হইলেও উহা একপ্রকার নৈতিক জড়বাদ। ইহার পর এলিয়াটিক দার্শনিকগণ (৫৭০ হইতে ৪৩০ খ্রীঃ পূঃ) প্রত্যক্ষ জগতকে কতকটা বর্জন করিয়া মূলতত্ত্ব-সন্ধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু ঐ দর্শনের প্রবর্তক ক্ষেণোফানিস্—'সত্যের আবিষ্কার অসম্ভব, অনুমান ভিন্ন কোথাও কিছুই নাই, সমস্ত পদার্থই মৃত্তিকা ও জল হইতে উৎপন্ন' ইত্যাদি মত প্রচার করিয়াছিলেন। এম্পিড্ক্লিজ (৪৯০—৪৩০ খ্রীঃ পূঃ) জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ—'ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ' এই চারিটি মৌলিক পদার্থ হইতে সাধিত হয় এবং 'ঈশ্বর'—বাক্যের অতীত চিন্তামাত্র, আত্মা—দেহ হইতে স্বতন্ত্র নহে ইত্যাদি যে সকল মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাও ভারতীয় চার্বাক, বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনের মতবাদসমূহের আংশিক বিকৃত প্রতিফলন এবং জড় বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণ ধারণাযুক্ত এক প্রকার আধ্যক্ষিক জড়বাদ।

লিউকিপ্পাস্ ও ডেমোক্রিটাস্ সূক্ষ্ম জড়ীয় পরমাণুকে জগতের মূল বলিয়া প্রচার করেন। শেষোক্ত ব্যক্তির মতে মন অথবা জীবাত্মা পরমাণুর দ্বারা গঠিত। ভারতীয় ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব গ্রীক্-পরমাণুবাদিগণের চিন্তার উপর বিস্তারিত হইয়াছিল। গ্রীক্-পরমাণুবাদ পরবর্তিকালীয় নিরীশ্বরবাদ ও প্রকৃতিবাদের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল।

আনক্সাগোরাস্ জড়ের পার্শ্বে—Nous ('নৌস'—বুদ্ধি বা মন) এই তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। জগতের নিশ্চল উপাদানের মধ্যে গতি-সৃষ্টি ব্যতীত 'নৌসে'র চেতনবৎ কোন কার্য নাই। এজন্য পাশ্চাত্য দার্শনিকগণও বলিয়াছেন,—'নৌসকে ঈশ্বর বলা যায় না'।

সোফিজম্

সোফিষ্টদিগের অন্যতম প্রোটাগোরাস্ (৪৪০ খ্রীঃ পূঃ) বলিয়াছিলেন,—"Man is the measure of all things"—মানুষই যাবতীয় বস্তুর বিচারের মানদণ্ড। সত্য একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। পরে সোফিষ্ট-দিগের অন্যতম গর্জিয়াস্ (৪৮৩—৩৭৫ খ্রীঃ পূঃ) অজ্ঞেয়বাদের আরও বিস্তার করেন।

সক্রেটিস্ (৪৭০—৩৯৯ খ্রীঃ পূঃ)

সক্রেটিস্ সংশয়বাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আরোহ-প্রণালীমূলক তর্ক-পদ্ধতি বা যুক্তিবাদের দ্বারা সত্যে পৌঁছিবার চেষ্টা করেন। কথোপকথনই ছিল তাঁহার আলোচনার রীতি। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ লেখেন নাই। তিনি বিরুদ্ধবাদীদের সহিত বিচারকালে আত্মপক্ষ-সমর্থনে যাহা বলিয়াছেন, তাঁহার শিষ্য প্লেটো ও ক্সেণোফন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সক্রেটিসের তর্ক-পদ্ধতি নিষেধ ও বিধিমূলক ছিল।

প্লেটো ও আরিষ্টটল্

সক্রেটিসের দুইজন প্রধান শিষ্য—প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রীঃ পূঃ) ও আরিষ্টটল্ (৩৮৪—৩২২ খ্রীঃ পূঃ)। প্লেটোর প্রবর্তিত ভাববাদে (Ideal

Theory) বস্তুমাত্রেরই পশ্চাতে এক একটি ভাব (Idea) স্বীকৃত হইয়াছে। এই আইডিয়াগুলির মধ্যে যে আইডিয়াটি অন্যান্য আইডিয়া-গুলির মূল, সেই আইডিয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ। প্লেটো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বহির্জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য-আইডিয়াল-জগতের কথা বলিয়াছেন। আত্মা (Soul) জড় এবং আইডিয়ার মধ্যবর্তী থাকিয়া উভয়ের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করে। প্লেটোর মতে আমাদের প্রকৃতির সারভাগই হইল আত্মা। ইহাকে তিনি Nous নামে অভিহিত করিয়াছেন। আরিষ্টটল্ ঈশ্বরকে বলিয়াছেন,—'চিন্তার চিন্তা' (Thought of thought)। এই সম্প্রদায়ের কেহ কেহ প্রকৃতিকে (Nature) সকল পদার্থের কারণ ও নিয়ন্তা বলিয়াছেন।

বিভিন্ন জড়বাদ

আরিষ্টটলের পরবর্তিযুগে ষ্টোয়িক-দর্শন, এপিকিউরীয়-দর্শন, স্কেপটিক্-দর্শন ও নিওপ্লেটনিক-দার্শনিক মতের অভ্যুদয় হয়। জেনো (Zeno)—ষ্টোয়িক-দর্শনের প্রবর্তক। ইঁহারা জড় ব্যতীত দ্বিতীয় পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ; এমন কি, আত্মাও এই মতে একপ্রকার সূক্ষ্ম জড় বস্তু। ৩৪২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে স্যামস্‌দ্বীপে এপিকিউরাস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মতে নির্দোষ আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করা কর্তব্য ; দুঃখের অভাবই সুখ ; ঈশ্বরে বিশ্বাস কুসংস্কার। এপিকিউরাসের শিষ্যদিগের মধ্যে লুক্রেসিয়াসের মতে দেহের সঙ্গেই আত্মার বিনাশ হয়, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই ; মানবজাতির ভয়ই ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তা। পরমাণু, দেশ ও নিয়ম ব্যতীত অন্য কিছুর অস্তিত্ব নাই।

ষ্টোয়িক ও এপিকিউরীয়-দর্শনের প্রতিক্রিয়ারূপে সংশয়বাদের অভ্যুদয় হয়। প্রাচীন সংশয়বাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—আরিষ্টটলের সমসাময়িক পাইরো। ইনি আলেকজাণ্ডারের সৈন্যদলভুক্ত হইয়া ভারতে আসেন।

য়িহুদী-দর্শন

কোনো কোনো মতে বাইবেল-প্রসিদ্ধ ইসরাইলের বংশধরগণই 'য়িহুদী'। য়িহুদীগণের নিজস্ব কোন দর্শন ছিল না। প্রাচীন কাহিনী, ধর্মশাস্ত্র-কথিত সৃষ্টি-বিবরণ, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মাচার-সমূহকে পরবর্তিকালে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিতে গিয়া যে সকল চিন্তাস্রোতের উদয় হইয়াছে এবং তন্মধ্যে বিভিন্ন দেশের অনুকূল মতসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া যে-সকল মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, উহাই পরবর্তিকালে 'য়িহুদী-দর্শন' নামে অভিহিত হইয়াছে, বলা যায়। য়িহুদীদেশ যখন আলেক-জান্দ্রিয়ার অধীন হয়, তখন গ্রীক্‌দর্শনের সহিত য়িহুদীগণ পরিচিত হইয়া উহার সহিত য়িহুদী-মতের একটা সমন্বয় করিবার চেষ্টা করেন। য়িহুদী-দার্শনিকগণের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার ফাইলো (Philo খ্রীঃ পূঃ ৩০—৪০ খ্রীষ্টাব্দে) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১] ফাইলোর রচিত 'Immutability of God'-গ্রন্থে লিখিত আছে,—'পরমেশ্বরের সত্তামাত্র আমরা জানি, তাঁহার স্বরূপ আমরা জানি না। এজন্যই তাঁহার নাম 'জিহোবা' (অর্থ—সৎ বা অস্তিত্ববান্)।

আধুনিক য়িহুদী-দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়াছে। Mendelssohn (১৭২৯—১৭৮৬ খ্রীঃ) যুক্তির সত্য ও বাস্তব ঘটনার সত্যের মধ্যে পার্থক্যকে ভিত্তি করিয়া য়িহুদী-দার্শনিক মতবাদ গঠন করিয়াছেন। তাঁহার মতে য়িহুদীধর্ম ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম নহে, কিন্তু একটি ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট আইন (Judaism is not a revealed religion, but a revealed Law)।[২]

১। Vide—'A Short History of Jewish People' by Cecil Roth, London 1536; ২। Jewish Philosohy by Dr. Alexander Altmann published in 'Hist. of Phil. : Eastern & Western, Vol. II. p. 89

নব প্লেটনিক দর্শন

নব প্লেটনিক দর্শনের প্রবর্তক প্লেটিনাস্ ২০৫ খ্রীষ্টাব্দে মিশরদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মতে সত্যানুসন্ধিৎসু যখন অনুসন্ধেয় বস্তুর সহিত এক হইয়া যায়, তখনই সত্য লাভ করিতে পারে। এই অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ জষ্টিনিয়ান্ রাজাজ্ঞা প্রচার করিয়া গ্রীক্দর্শনের আলোচনা বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে নব প্লেটনিক দার্শনিক যুগেরও অবসান ঘটে। নব প্লেটনিক দর্শনের উপর নির্বিশেষবাদের স্পষ্ট প্রভাব বিস্তারিত দেখা যায়।[১] অবশ্য শ্রীশঙ্করাচার্য প্লেটিনাসের কয়েক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হ'ন; কিন্তু তাঁহার বহুপূর্ব হইতেই নির্বিশেষবাদ ভারতে প্রচারিত ছিল। ৩২৭ খ্রীঃ পূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডারের সহিত আগত কয়েকজন পণ্ডিত ভারতীয় কেবলাদ্বৈত-দার্শনিক-মত শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন।

যীশুখ্রীষ্ট (Jesus Christ)

প্যালেষ্টাইনের অন্তর্গত বেথ্লেহেম (Bethlehem) নগরে রাজা হেরোডের (Herod) রাজত্বকালে য়িহুদী যোশেফ ও মেরীর পুত্ররূপে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়। আধুনিক পাশ্চাত্য-গবেষকগণ খ্রীষ্টজন্মের ৪—৯ বৎসর পূর্ব হইতে খ্রীষ্টাব্দ গণিত হইয়াছে, এইরূপ বলিয়াছেন।[২] অধিকাংশ ব্যক্তিই (একমাত্র Masini[৩] ব্যতীত) ২৫শে ডিসেম্বর তারিখেই খ্রীষ্টজন্মের তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন। খ্রীষ্টের দেহ-রক্ষার তারিখ অধিকাংশ মতেই ৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল।[৪] য়িহুদীদের ধর্মগ্রন্থ 'বাইবেল'এর প্রথম ভাগ, যাহা পুরাতন

১। 'A History of Philosophy' by Frank Thilly p. 131 New York 1949; ২। এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'Jesus Christ' by Ferdinand Prat, Vol. I., pp. 454—464 translated from the 16th French Edition, The Bruce Publishing & Co., U. S. A. 1951 দ্রষ্টব্য; ৩। মসিনির মতে ২৮শে নভেম্বর খ্রীষ্টের জন্মদিন; ৪। এতৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'Jesus Christ' by Ferdinand Prat, Vol. I. pp. 456—464 দ্রষ্টব্য।

অনুশাসন (Old Testament) নামে কথিত হয়, যীশু শৈশবকালেই সেই বাইবেল কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

যীশুর নিকট হইতে য়িহুদী রাজদ্রোহিগণ কোন প্রকার সমর্থন না পাওয়ায় এবং যীশু সর্বত্র সাম্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করায় ও নানাপ্রকার অলৌকিক প্রভাব প্রদর্শন করায় রাজদ্রোহী ধর্মনেতা ও পুরোহিত-সম্প্রদায় যীশুর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার প্রাণনাশ করিবার ষড়যন্ত্র করেন। একদিন রাত্রিকালে যীশু প্রথম ভোজের পর প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন সময় যীশুরই এক প্রধান শিষ্য জুডাসের বিশ্বাসঘাতকতায় যীশু শত্রুদিগের কবলিত হ'ন। নিষ্ঠুর ধর্মান্ধগণ যীশুকে এক পাহাড়ের উপর লইয়া গিয়া তথায় তাঁহার দুই হস্ত ও দুই চরণ ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করিয়া যীশুর প্রাণসংহার করেন। কথিত হয়, তিন দিন পরে অলৌকিকভাবে যীশু কবর হইতে পুনরুত্থিত হইয়াছিলেন। যীশুর প্রয়াণকালে তাঁহার বয়স প্রায় ৩৩ বৎসর হইয়াছিল। ইহার পর যীশুর মহত্ত্ব ও উপদেশ, তাঁহার ভক্ত-সম্প্রদায় প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

খ্রীষ্টীয়-দর্শন

অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিকের মতে খ্রীষ্টীয় দর্শনের প্রকৃত আরম্ভ হয় খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে। দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত খ্রীষ্টীয়-দর্শনের যুগকে Patristic Period (প্রাচীন যাজকগণের যুগ) এবং নবম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত দার্শনিক যুগকে Scholastic Period (পণ্ডিতী যুগ বলা হয়)।

সেইণ্ট্ অগাষ্টিন্

সেইণ্ট্ অগাষ্টিন্ ৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় কেবলাদ্বৈত বেদান্তদর্শনের যে প্রভাব নবপ্লেটনিক দর্শনের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছিল, সেইণ্ট্ অগাষ্টিন্ ক্রমে তাহাতে আকৃষ্ট হ'ন। খ্রীষ্টধর্মের পাপবাদ-সম্বন্ধে যে মত বর্তমানে প্রচারিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকটা অগাষ্টিনের

মতানুযায়ী। আদমের পাপ উত্তরাধিকারিসূত্রে প্রত্যেক মানুষ প্রাপ্ত হইয়াছে, এজন্য সকলেই পাপী। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে কেবল তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বর্গে যাইবার জন্য নির্বাচিত হ'ন; আর অন্যান্য সকলের অনন্ত-কাল নরক-ভোগ করিতে হয়। Reformation-যুগে এই মত অনেকটা পরিবর্তিত হয়।

মুহম্মদ

খ্রীষ্টের জন্মভূমি প্যালেষ্টাইনের অনতিদূরে খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পঞ্চ-শতাধিক বৎসর পরে (২০শে এপ্রিল, ৫৭০ খ্রীঃ) আরবদেশের মক্কানগরে মুহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোর বয়সেই সিরিয়াতে খ্রীষ্টানদের সঙ্গলাভ করেন। তিনি ২৫ বৎসর বয়সে খাদিজা নাম্নী ৪০ বৎসরাধিক বয়স্কা এক বিধবাকে বিবাহ করেন এবং তৎপরেও বহু বিবাহ করিয়াছিলেন, শুনা যায়। কথিত হয়, মক্কার অনতিদূরে 'হেরা'নামক পর্বতের গুহায় তিনি কিছুকাল সাধনা করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি তাঁহার প্রবর্তিত মত (ইসলামধর্ম) তাঁহার আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সর্বপ্রথমে প্রচার করেন। তখন আরবদেশের লোকেরা প্রতীক-পূজক ছিল। কথিত হয়, মুহম্মদের শিষ্যসম্প্রদায় প্রতীক-পূজকগণের নিন্দা আরম্ভ করিলে তাহারা মুহম্মদকে বধ করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করে। মুহম্মদ স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ ১৬ই জুলাই, ৬২২ খ্রীঃ মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন করেন, ঐ সময় হইতে মুসলমানগণের 'হিজ্‌রী'-অব্দের গণনা আরম্ভ হয়। মুহম্মদ পাঁচ বৎসর কাল মদিনায় থাকিবার পর শিষ্যগণের সহিত পুনরায় মক্কায় গমন করেন। তাঁহার আদেশে মুসলমানগণকে ১৩ বার কোরাইশদের বিরুদ্ধে, ৬ বার য়িহুদীগণের বিরুদ্ধে, ২ বার খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং ১২ বার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইয়াছিল। মুহম্মদ ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন, ৬৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কথিত হয়, মুহম্মদ যে

সকল প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই 'কোরাণ' নামে বিখ্যাত আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমানদের ধর্ম্ম-গ্রন্থ।

ইস্‌লাম-দর্শন

ইস্‌লাম-দর্শন বা আরবীয় দর্শন গ্রীক্‌দর্শনের নবপ্লেটনিক মত হইতে উদ্ভূত।[১] মুহম্মদ য়িহুদীদিগের বাইবেলের সৃষ্টির ইতিহাস স্বীকার করিয়াছিলেন এবং য়িহুদীপয়গম্বরদিগকে ও যীশুখ্রীষ্টকে 'পয়গম্বর' বলিয়া স্বীকার করিয়া নিজেকে সর্ব্বশেষ পয়গম্বররূপে ঘোষণা করিয়াছিলেন। আরবগণ সিরিয়ানদিগের নিকট হইতে গ্রীক্‌দর্শনের পরিচয় লাভ করে। মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর পারসিকগণ মুসলমানধর্ম্মকে দার্শনিক রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুসলমান-সম্প্রদায়ে দার্শনিকের সংখ্যা মুষ্টিমেয়। পাঁচজন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের অন্যতম ইবন্ সীনা ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বোখারা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দার্শনিক বিশ্বকোষ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার দার্শনিক মত অনেকটা আরিষ্টটলের দর্শনের অনুরূপ। ইবন্ রসীদ (১১২৬ খ্রীঃ) স্পেনদেশে কর্ডোভা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দর্শনের আলোচনা করায় রাজাজ্ঞাক্রমে কর্ডোভা হইতে বহিষ্কৃত হ'ন। ইবন্ রসীদই আল্‌গাজেলের রচিত 'দার্শনিকদিগের ধ্বংস'-নামক গ্রন্থের প্রতিবাদে 'ধ্বংসের ধ্বংস' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

১। (ক) Vide, 'Development of Muslim Theology' by D. B. Macdonald, p. 163, New York 1926 ; (খ) 'The History of Philosophy in Islam' by Dr. T. J. De. Boer (Translation by E. R. Jones, pp. 27—30), London 1933 ; (গ) "Islamic Philosophy is a productive assimilation of Greek thought"—Islamic Philosophy by Dr. R. Walzer, Senior Lecturer in Arabic and Greek Philosophy in the University of Oxford, in 'History of Philosophy : Eastern and Western', Vol. II, p. 129 ; (ঘ) 'Islam grew out of Judaism and is largely indebted to the Greeks and the Spaniards in the West"—'East and West in Religion' by S. Radhakrishnan, p. 47, London 1933.

স্থফী-দর্শন

'স্থফী'-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ লইয়া নানাপ্রকার মতভেদ আছে। স্থফীধর্মের বিভিন্ন প্রকার বিবরণ ও সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কেহ কেহ স্থফী-মতকে ইস্‌লামীয় অতীন্দ্রিয়বাদ বা মরমিয়াবাদ (Islamic Mysticism) বলিয়াছেন। কেহ বা স্থফীমতকে তত্ত্বানুগমন বা ঈশ্বরানুগমন বলিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্যের অভ্যুদয়ের ন্যূনাধিক প্রায় সমসাময়িক যুগে (৭১৮—৮১৫ খ্রীঃ) স্থফীমতবাদের প্রথম উদ্ভব হয়। 'আরব আবু-হাসিম'কে অনেকে সর্বপ্রথম স্থফী বলিয়াছেন। প্রাচীন স্থফীমতে দর্শনালোচনা ছিল না; নীতিতত্ত্ব আলোচনাই উহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

স্থফীমতের নবযুগ

খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থফীমতের নবযুগ আরম্ভ হয়। পাশ্চাত্য গবেষকগণের মতে[১] উক্ত নবস্থফীমত—বৌদ্ধ ও কেবলাদ্বৈত-দর্শন, খ্রীষ্টীয় মত, প্লোটিনাসের নিওপ্লেটোনিক মত, নষ্টিক্ মত ও পারসিক চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। আবুল্ মুগ্‌হিথ্ অল্ হুসেইন্ বি মান্‌সুর আল্ হাল্লাজ্ (৯২২ খ্রীঃ মৃত্যু)—'আনাল্ হাক্' অর্থাৎ আমিই সত্য বা ঈশ্বর—এই মত প্রচার করেন। এজন্য তৎকালীন ইস্‌লাম ধর্ম-যাজকগণ হাল্লাজকে ঈশ্বর-নিন্দক বলিয়া প্রথমে কারারুদ্ধ ও তৎপরে নৃশংস-ভাবে হত্যা করেন (২৬শে মার্চ, ৯২২ খ্রীঃ)।[২] প্রাচীন ইস্‌লাম-ধর্মাবলম্বিগণ নব স্থফীধর্মকে ইস্‌লাম-বিরোধী মত বলিয়া বর্জন করিতেন। আবু-হামিদ মহম্মদ আল্ গাজালী (১১১১ খ্রীঃ মৃত্যু) স্থফীধর্মের সহিত প্রাচীন ইসলাম-ধর্মের সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

ইব্‌ন্ আরবী (১১৬৫—১২৪০ খ্রীঃ) স্পেনদেশের স্থপ্রসিদ্ধ স্থফী ছিলেন। তাঁহার মতে—সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি; কিন্তু একমাত্র মানবেই

১। 'A Literary Hist. of Persia, Vol. I, p. 418 by Edward G. Browne, London, 1902; ২। I bid pp. 428—436.

তাঁহার পূর্ণ বিকাশ। আরবী বিশ্বের সহিত ঈশ্বরের অভেদত্ব (Pantheism) প্রচার করেন এবং তৎপ্রভাবেই সূফী-সম্প্রদায়ে উক্ত অভেদবাদের প্রচলন হয়।

পারসিক সূফীগণের মধ্যে কয়েকজন ফার্সী সূফী-কবির নাম বিশেষ-ভাবে বিখ্যাত হইয়াছে। জালাউদ্দীন রূমীর (১২০৭—১২৭৩ খ্রীঃ) কাব্যগ্রন্থ মস্‌নবী ফার্সী-কোরাণ-নামে তৎসম্প্রদায়ে বিখ্যাত হইয়াছে। সাদী (১১৮৪—১২৯১ খ্রীঃ) গুলিস্তান (গোলাপবাগান) ও বুস্তান (ফলের বাগান) লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার রচিত 'গজল' বিখ্যাত। সামসুদ্দীন হাফিজ (১৩৮৯ খ্রীঃ মৃত্যু) 'দেওয়ান্‌-ই-হাফিজ্' কবিতাবলী লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

প্রাচীন ইস্‌লাম-মত ও সূফী-মতের কয়েকটি পার্থক্য

১। প্রাচীনপন্থী ইস্‌লাম-ধর্মাবলম্বিগণ একেশ্বরবাদ (Monotheism), আর সূফীগণ একতত্ত্ববাদ (Monism) স্বীকার করেন। একতত্ত্ববাদে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন তত্ত্বই নাই। জগৎ—মিথ্যা অথবা মতান্তরে জগৎ—ঈশ্বরের মূর্ত অভিব্যক্তি, সুতরাং জগৎ—দ্বিতীয় তত্ত্ব নহে। কিন্তু প্রাচীন ইস্‌লাম-মতে জগৎ—সত্য এবং ঈশ্বর হইতে সর্বদাই সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঈশ্বর একমাত্র প্রভু হইলেও একমাত্র তত্ত্ব নহেন।

২। প্রাচীন ইস্‌লাম-মতাবলম্বিগণ সূফীগণের গুরুবাদ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে একমাত্র ঈশ্বরই পূজ্য, আর কেহ পূজনীয় নহে। প্রাচীন ইস্‌লাম-ধর্মিগণের মতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সংস্পর্শপ্রাপ্ত বার জন ধর্মনেতার মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেন 'মুহম্মদ'। তাঁহার পরে আর কোনো ধর্ম-প্রবর্তকের আবির্ভাব হয় নাই, হইতে পারে না এবং হইবে না। কিন্তু সূফীগণ বলেন যে, মুহম্মদের পরেও তাঁহারা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ লাভ করিয়াছেন।

৩। কোনো কোনো সূফীমতে অবতারবাদ স্বীকৃত হয়; কিন্তু প্রাচীনপন্থী ইস্‌লাম-ধর্মিগণ ঐ মতের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন।

৪। প্রাচীন ইস্‌লাম-মতে আত্মা একটি সৃষ্ট পদার্থ, ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন বা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য নহে; কিন্তু কোনো কোনো সূফীমতে আত্মার নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে।

৫। প্রাচীন ইস্‌লাম-ধর্মাবলম্বিগণ সংসারধর্ম-পালনকেই মানবের কর্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু সূফী-সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি আকুমার ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসধর্ম স্বীকার করেন।

বৈদান্তিক ও সূফী-মতের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য

১। (ক) বৈদান্তিকগণ কর্মফলবাদী, সুতরাং জন্মান্তরবাদী। (খ) সূফীগণ সাধারণতঃ কর্মফলবাদী ও জন্মান্তরবাদী নহেন। তাঁহাদের মতে বর্তমান জীবনই প্রথম ও শেষ। মানবের মৃত্যুর পরে সাধু ও অসাধু চরিত্রানুসারে কেহ বা অনন্ত স্বর্গে, কেহ বা অনন্ত নরকে গমন করিবেন।

২। (ক) বেদান্তসিদ্ধান্তানুসারে স্বর্গ ও মুক্তিপ্রাপ্য লোক সম্পূর্ণ ভিন্ন। নরক স্বর্গেরই ন্যায় আর একটি ক্ষয়িষ্ণু লোকবিশেষ। (খ) সাধারণতঃ সূফীগণের মতে মুক্তি—জন্মজন্মান্তর হইতে উদ্ধার নহে; এই জীবনে বা মৃত্যুর পর স্বর্গেই ঈশ্বরের সহিত মিলন হয়। আর জীব স্বর্গেই গমন করুক, আর নরকেই গমন করুক—ইহাই তাহার একমাত্র জন্ম।

৩। (ক) শাঙ্কর বৈদান্তিকগণের 'আমি ব্রহ্ম' ('অহং ব্রহ্মাস্মি'), আর সূফী হাল্লাজের 'আমি ঈশ্বর' ('আনাল্ হাক্') বা সূফী ইব্‌নুল ফরিদের 'আমিই তিনি' ('অন হিয়া') আপাতদৃষ্টিতে এক হইলেও আন্তরিকতায় ভিন্ন অর্থাৎ শঙ্করের 'আমিই ব্রহ্মে'র অর্থ—ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন সত্তাই নাই—এই সিদ্ধান্ত দার্শনিক বিচারের ফল। কিন্তু হাল্লাজের 'আমিই সত্য' বা 'আমিই ঈশ্বর' প্রভৃতি উক্তি দার্শনিক চিন্তা-প্রসূত নহে; উহা

ভাবপ্রবণতা বা উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি। তাঁহাদের ভাবাবেগ প্রশমিত হইলে ভেদজ্ঞানের পুনঃ প্রকাশ হয়; যেমন—সূফী জীলী বলিয়াছেন,—'আমি ঈশ্বর, সমগ্র সৃষ্টির উপাদান আমিই; কিন্তু, হায়! এরূপ মহান্ স্বরূপের উপলব্ধি হইতে আবার আমি অকস্মাৎ ক্ষুদ্র দাসেও পরিণত হই।'

৪। (ক) অধিকাংশ সূফীর মতেই জীব ও জগৎ—অনিত্য। (খ) কিন্তু এক শ্রীশঙ্কর ব্যতীত অন্যান্য বেদান্ত-ভাষ্যকারগণের মতে পরমেশ্বরের ন্যায় জীবের নিত্যতা ও জগতের সত্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

৫। (ক) অধিকাংশ সূফী অবতারবাদ স্বীকার করেন নাই; (খ) কিন্তু বেদান্তসিদ্ধান্তে অবতারবাদ স্বীকৃত হইয়াছে।

বেদান্ত-ভাষ্যকারগণ যদ্রূপ বিভিন্ন দার্শনিক-মতের প্রপঞ্চনা করিয়াছেন, তদ্রূপ সূফীগণও কেবলাদ্বৈতবাদ (সাবিস্তরি), দ্বৈতবাদ (কালাবাধী, হুজ্‌য়িরি), বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (হাল্লাজ্), দ্বৈতাদ্বৈতবাদ (রূমী), ভেদাভেদবাদ (ইব্‌ন আরবী) প্রভৃতি মতবাদ প্রচার করিয়াছেন; তবে বৈদান্তিক-গণের মতের সহিত সূফীগণের দার্শনিক-মতের সর্বাংশে যে সাদৃশ্য আছে—তাহা নহে, কোনো কোনো অংশে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। সূফীগণের মধ্যে বৌদ্ধ-ক্ষণবাদ ও রাজযোগের নানাবিধ প্রক্রিয়াও বিভিন্ন আকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। হাল্লাজ্ ভারতবর্ষে জ্ঞানার্জনের জন্য আসিয়াছিলেন।[১] তাঁহার অভ্যুদয়কাল শ্রীশঙ্করাচার্যের পরে; সুতরাং তিনি 'আনাল্ হাক্' (আমি ঈশ্বর)—এই মত শঙ্কর-সম্প্রদায়ের 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-বাক্যের অনুকরণে হয় ত' প্রচার করিয়া-ছিলেন। কেবল শঙ্কর-সম্প্রদায় নহে, ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মত-বাদের সংমিশ্রণে ক্রমান্বয়ে সূফী-মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছিল।*

১। Vide—'A literary History of Persia' by E. G. Browne, Vol. I: p. 431, London 1902.

* 'A Literary Hist. of Persia' by E. G. Browne এবং ডক্টর রমা চৌধুরী এম্-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন্)-লিখিত 'বেদান্ত ও সূফীদর্শন' গ্রন্থের সাহায্য গৃহীত।

আক্‌বরের 'দীন ইলাহী'ধর্ম

আক্‌বরের 'দীন ইলাহী' বা 'তৌহীদ ইলাহী' মত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতবাদ চয়ন করিয়া রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ 'দীন ইলাহী'-মতের উপর সমসাময়িক গৌড়ীয়গোস্বামিপাদগণের মত, বল্লভসম্প্রদায়ের মত, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতির মতের প্রভাব পতিত হইয়াছিল বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। আকবরের কল্পিত ঐ মতবাদ কতকটা প্রচ্ছন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও কতকটা নির্বিশেষ মতবাদের ভিত্তির উপর গঠিত চয়ন-বাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। আকবর লোকপ্রিয়তা-অর্জনের জন্য দীন ইলাহী মত প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা লোকপ্রিয় হয় নাই এবং তিনিও স্বয়ং অন্তরে হিন্দুধর্মের সমস্ত বিচারের সমন্বয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই।[১]

কথিত হয়, ঔরঙ্গজেবের ভ্রাতা দারা ফরাসী-ভাষায় কতিপয় উপনিষদের অনুবাদ করান এবং সেই অনুবাদের অনুবাদ য়ুরোপে প্রচারিত হয়।

শ্রীচৈতন্যদেব ও ইস্‌লামদর্শন

ইহার পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু নবদ্বীপের তদানীন্তন শাসনকর্তা কাজীর নিকট বৈদিক ধর্মের কিছু বিচার কীর্তন করিয়াছিলেন, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে সোরোক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সময় এক পাঠান-মৌলানার সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে দার্শনিক বিচার হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ পাওয়া যায়,—

সেই ম্লেচ্ছ-মধ্যে এক পরম গম্ভীর।
কালবস্ত্র পরে সেই,—লোকে কহে 'পীর'॥

১। Vide—'DIN-I-ILAHI' by Makhan Lal Roy Choudhuri, M.A., B.L, P.R.S., pp. 145—147, Published by the University of Calcutta, 1941.

চিত্ত আর্দ্র হৈল তাঁর প্রভুরে দেখিয়া।
'নির্বিশেষ-ব্রহ্ম' স্থাপে স্বশাস্ত্র উঠাঞা॥
'অদ্বৈত-ব্রহ্মবাদ' সেই করিল স্থাপন।
তাঁর শাস্ত্রযুক্ত্যে তাঁরে প্রভু কৈলা খণ্ডন॥

যেই যেই কহিল, প্রভু সকলি খণ্ডিল।
উত্তর না আইসে মুখে, মহাস্তব্ধ হৈল॥
প্রভু কহে,—তোমার শাস্ত্র স্থাপে 'নির্বিশেষে'।
তাহা খণ্ডি' 'সবিশেষ' স্থাপিয়াছে শেষে॥

তোমার শাস্ত্রে কহে শেষে 'একই ঈশ্বর'।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ তেঁহো—শ্যাম-কলেবর॥
সচ্চিদানন্দ-দেহ, পূর্ণব্রহ্ম-স্বরূপ।
'সর্বাত্মা', 'সর্বজ্ঞ', নিত্য সর্বাদি-স্বরূপ॥

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তাঁহা হৈতে হয়।
স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের তেঁহো সমাশ্রয়॥
'সর্বশ্রেষ্ঠ', 'সর্বারাধ্য', কারণের কারণ।
তাঁর ভক্ত্যে হয় জীবের সংসার-তারণ॥

তাঁর সেবা বিনা জীবের না যায় 'সংসার'।
তাঁহার চরণে প্রীতি—'পুরুষার্থ-সার'॥
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক 'কণ'।
পূর্ণানন্দ-প্রাপ্তি তাঁর চরণ-সেবন॥

'কর্ম', 'জ্ঞান', 'যোগ' আগে করিয়া স্থাপন।
সব খণ্ডি' স্থাপে 'ঈশ্বর', 'তাঁহার সেবন'॥
তোমার পণ্ডিত-সবার নাহি শাস্ত্র-জ্ঞান।
পূর্বাপর-বিধি-মধ্যে 'পর'—বলবান্॥

নিজ-শাস্ত্র দেখি' তুমি বিচার করিয়া।
কি লিখিয়াছে শেষে কহ নির্ণয় করিয়া॥
ম্লেচ্ছ কহে,—যেই কহ, সেই 'সত্য' হয়।
শাস্ত্রে লিখিয়াছে, কেহ লইতে না পারয়॥
'নির্বিশেষ-গোসাঞি' লঞা করেন ব্যাখ্যান।
'সাকার-গোসাঞি'—সেব্য, কারো নাহি জ্ঞান॥'[১]

'জৈবধর্মে' ইস্‌লাম দার্শনিক মত

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎকৃত 'জৈবধর্মে' মুসলমান-ধর্মশাস্ত্রোক্ত জীব ও পরমেশ্বরের তত্ত্ব-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবদার্শনিকগণ যাঁহাকে জীব বলেন, তাঁহাকে মুসলমান-শাস্ত্রে 'রু' বলা হয়। 'রু' দুই অবস্থায় থাকে—(১) 'রু' মুজর্‌রদী ও (২) 'রু' তর্‌কীবি। যাহাকে বৈষ্ণব-দর্শনে 'চিৎ' বলা হয়, তাহাকে মহম্মদীয় শাস্ত্রে মুজর্‌রদ্ বলা হয়। যাহাকে 'অচিৎ' বলা হয়, তাহাই জিসম্। মুজর্‌রদ্—দেশ ও কালাতীত, জিসম্—দেশ ও কালের অধীন। তর্‌কীবি-রু বা বদ্ধজীব বাসনা, মন ও মলফুৎ অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ণ। মুজর্‌রদী-রু এই সমস্ত হইতে শুদ্ধ ও পৃথক্। 'আলম্ মিসাল' বলিয়া যে চিন্ময় ভূমি আছে, তথায় মুজর্‌রদী-রু থাকিতে পারেন। এস্ক্ অর্থাৎ প্রেমের সমৃদ্ধিক্রমে 'রু' শুদ্ধ হয়। পয়গম্বর সাহেবকে খোদা যে-স্থানে লইয়া যান, সেই-স্থানে জিসম্ নাই ; কিন্তু সেখানেও রু—বন্দা অর্থাৎ দাস এবং ঈশ্বর—খোদা অর্থাৎ প্রভু। "অতএব বন্দা ও খোদার সম্বন্ধ নিত্য। শুদ্ধভাবে এই সম্বন্ধ লাভ করার নাম মুক্তি। কোরাণে এবং সুফীদিগের কেতাবে এই-সকল আছে বটে, কিন্তু সকলেই তাহা বুঝিতে পারে না। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু কৃপা করিয়া চাঁদকাজী সাহেবকে এই কথা শিক্ষা দিয়াছেন। কোরাণে যে বিহিস্ত্ বর্ণিত আছে, তথায় কোন 'এবাদতের' কথা নাই বটে, কিন্তু তথায় জীবনই এবাদৎ। খোদাকে দর্শন করিয়া পরমসুখে

১। চৈ চ ম ১৮।১৮৫—২০০

তত্রস্থ লোকসকল মগ্ন থাকেন। কোরাণ বলেন,—খোদার মূর্তি নাই। কোরাণে কেবল জিসমানি মূর্তি নিষেধ ; শুদ্ধ মুজর্‌রদি মূর্তির নিষেধ নাই। সেই প্রেমময় মূর্তি পয়গম্বর-সাহেব নিজ অধিকার-মতে দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য রসের ভাবসকল অবগুণ্ঠিত ছিল।"[১]

"মহম্মদীয় শাস্ত্রে মহম্মদের সপ্তম-স্বর্গে ঈশ্বরদর্শন-বর্ণনে ঈশ্বরের পূর্ণ-বিগ্রহ স্বীকৃত হইয়াছে। সেই ঈশ্বরের 'এবাদৎ' অর্থাৎ পাঁচ সময় নমাজাদি সেবা না করিলে জীবের পুরুষার্থ লাভ হয় না। সেই শাস্ত্রে প্রীতিকেই পুরুষার্থ বলিয়াছেন ; তাহাতে কর্ম-যোগ-জ্ঞানাদি স্থাপনপূর্বক সর্বশেষে উহা খণ্ডন করত ঈশ্বরের 'এবাদৎ' অর্থাৎ সেবারই শ্রেষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছে।"[২]

শিখ্-দর্শন

সংস্কৃত শিষ্য-শব্দ হইতে প্রাকৃত 'শিখ'-শব্দের উৎপত্তি। শিখ-সম্প্রদায়ে গুরুর বাক্যই শাস্ত্র। শিখধর্ম গুরু-নানক (১৪৬৯—১৫৩৮ খ্রীঃ) হইতে প্রকাশিত হইয়া গুরু গোবিন্দ সিংহে (১৬৬৬—১৭০৮ খ্রীঃ) পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছিল। গুরু নানকের বিভিন্ন গীতি, যাহা 'গুর্বাণী' নামে খ্যাত, তন্মধ্যে শিখ-দার্শনিক মত পাওয়া যায়। অন্যান্য নয়জন পরবর্তি-শিখ-গুরু তাঁহাদের রচিত গাথার মধ্যে গুরুনানকের প্রবর্তিত দার্শনিক মতের বিস্তার করিয়াছেন। পঞ্চম শিখগুরু (১৫৫৪—১৬০৬ খ্রীঃ) অর্জুনের সমসাময়িক ভাইগুর্দাস বা গুরুদাস কবিতার মধ্যে নানকের দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শিখদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেব'। নানক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম—'আদিগ্রন্থ' এবং গুরুগোবিন্দ যাহা রচনা করেন, তাহার নাম দশম-পাদ্‌সা-কা গ্রন্থ। উভয়কেই গ্রন্থ-সাহেব বলে। গ্রন্থ সাহেব গুরুমুখী লিপিতে লিখিত। শিখগণ কীর্তন

১। জৈবধর্ম, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, ৩য়-সং, ৫ম অধ্যায়, ৭৫,৭৬ পৃঃ ; ২। চৈ চ ম ১৮।১৯৪ পয়ারের শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর কৃত 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য'।

ও সঙ্গীতকে প্রধান সাধনাঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। শিখগণের মতে পরমেশ্বর অজ্ঞেয় ও অনধিগম্য হইলেও গুরুর বাণীর মাধ্যমে তাঁহাকে অনুভব করা যায়।

শিখ-দর্শনে একেশ্বর-বাদ ও জগতের সত্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন,—পরমেশ্বর যখন সত্যবস্তু, তখন তাঁহার সৃষ্ট বিশ্বও সত্য। চিন্তা বা ভাবসমুদ্রের মধ্যে যখন পরমেশ্বরের ইচ্ছাশক্তিদ্বারা বুদ্‌বুদের উদয় হয়, তখনই পৃথক্ পৃথক্ আমিত্বের প্রকাশ হইয়া থাকে। মন কাগজের মত। মানুষের ক্রিয়াগুলি যেন কালি। মনরূপ কাগজে কর্ম্মরূপ কালির দ্বারা পাপ ও পুণ্যরূপ দুইপ্রকার লিপি রচিত হয়।

শিখগণ পরমেশ্বরের অবতার-সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন,—স্বয়ং পরমেশ্বর কখনো জগতে অবতীর্ণ হন না; কিন্তু মনুষ্যগণকে সত্যপথে চালিত করিবার জন্য পরমেশ্বর সময় সময় তাঁহার সেবকগণকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা গুরুর সহিত পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ পার্থক্য স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে গুরুর দেহ—গুরু নহেন, গুরুর বাণীই—'গুরু'। গুরু মানবের আত্মাকে ভগবানের সহিত সংযোগ করিয়া দেন। এজন্য শিষ্যকে সেবা, সৎসঙ্গ ও নামকীর্তনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

'অকল-পুরীক' বা সময়াতীত সত্তা—শিখদিগের ঈশ্বর নামের একটি সাধারণ সংজ্ঞা। নানকের মতে মানবের জীবন উড্ডীয়মান পক্ষীর প্রতিবিম্ব-স্বরূপ; কিন্তু মানবের আত্মা কুলালচক্রের ন্যায় দণ্ডের চতুর্দিকে অনুক্ষণ ঘুরিতেছে।[১]

"The ideal Sikh is a man who repeats the Name of the Lord and counts beads on his iron rosary with the one hand and kills the tyrants and the oppressors by his sword (kirpan) with the other; who even at the

১। নানক-রচিত গ্রন্থের 'সোহি ও রামকালি' অংশ দ্রষ্টব্য।

time of fighting does not forget God but keeps on shouting Sat Sri Akal (God is True). * * He is a Khalsa (the Pure One), who does not believe in caste, colour, sex or credal differences, who believes in the Oneness of God and Brotherhood of man."[১]

হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের যুগে এবং সেইরূপ পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে শিখধর্মের প্রকাশ হয়। সুতরাং ইহাতে হিন্দুধর্ম, মুসলমান-সুফী-মত ও রামানন্দ-কবীর প্রভৃতি মতের মিশ্রণ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম-মতের প্রভাব ও বিকৃত প্রতিফলন দৃষ্ট হয়। ইহা শ্রৌত-সিদ্ধান্তমূলক না হওয়ায় মনোধর্ম ও অন্যাভিলাষ-মিশ্র মতবাদ বিশেষ।

Scholastic Philosophy

খ্রীষ্টীয় নবম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত য়ুরোপীয় দর্শন Scholastic Philosophy নামে পরিচিত হইয়াছে। এই দার্শনিক মতে যুক্তির সাহায্যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-মতের অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সমসাময়িক-যুগে মার্টিন লুথার (১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে) যাজক-সম্প্রদায়ের প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জড়-বিজ্ঞানের চর্চা এই সময় বিশেষ প্রচলিত হয়। যাহা বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাহা অভিজ্ঞতামূলক, তাহাই সত্য—এই মত প্রবল হইয়া উঠে। বেকন (Francis Bacon, ১৫৬১—১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দ, লণ্ডন) এবং ডেকার্ট (Descartes, ১৫৯৬—১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ, ফ্রান্স) দার্শনিক-গবেষণার দুইটি বিভিন্ন প্রণালী প্রবর্তন করেন। তাহা Empirical method ও Speculative method নামে কথিত। বেকন-প্রবর্তিত

১। 'The Sikh Ideal' by Prof. Gurmukh Nihal Singh, Benares Hindu University, in 'The Religions of the World', Vol. I. p. 458. The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Calcutta 1938,

দর্শনকে Inductive Philosophy বা আরোহ-প্রণালীমূলক দর্শন বা Empirical Philosophy বলা যায়। হিউম্ ও মিল কর্তৃক উক্ত দর্শনের পরিণতি সাধিত হয়।

গ্যাসেণ্ডি (Gassendi)

গ্যাসেণ্ডি (Gassendi, ১৫৯২—১৬৫৫ খ্রীঃ, ফ্রান্স) ও হবস্ (Hobbes, ১৫৮৮—১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ, ইংল্যাণ্ড) প্রাচীন জড়বাদকে পুনরুদ্দীপ্ত করেন। গ্যাসেণ্ডি আধুনিক পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠাতা।

হবসের মতে যাবতীয় জ্ঞানের মূল—গণিতের মধ্যে নিহিত এবং গতিই সমস্ত বস্তুর মূলতত্ত্ব। হবসের মতে জড় (matter) একমাত্র দ্রব্য (Substance)। জড়-পদার্থেরও কোন বাস্তব সত্তা নাই।

আধুনিক যুগের য়ুরোপীয় দর্শন-ধারার প্রবর্তক ফরাসীদেশীয় ডেকার্ট (Descartes,)-এর উপর শ্রীশঙ্করাচার্যের চিন্তাধারার অনেকটা প্রভাব দৃষ্ট হয়। ডেকার্ট শঙ্করের ন্যায় 'নেতি নেতি' ব্যতিরেক প্রণালী বা আরোহপন্থা অবলম্বন করিয়া সর্ববিষয়ে সন্দিহান হইয়া মূল সত্যে উপনীত হইয়াছেন বলিয়া মনে করিয়াছেন। "Cogito, ergo sum" (I think, therefore, I am)—'আমি চিন্তা করি, অতএব আমি আছি।'[১] ডেকার্ট যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন।[২]

য়িহুদী স্পিনোজা (১৬৩২—১৬৭৭ খ্রীঃ) ঈশ্বর ও প্রকৃতির অভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন। এজন্য জার্মাণ Romantic School-এর পণ্ডিতগণের মতে তিনি একজন কেবলাদ্বৈতবাদী। স্পিনোজা সসীম দ্রব্যকে অসীমের negation (ব্যতিরেক) বলিয়াছেন। তিনি জগৎকে বস্তু বা

১। 'History of Modern Philosophy' by Richard Falckenberg, Third American from the second German Edition, Progressive Publishers, Calcutta—12, pp. 89, 90 ; ২। 'A History of Western Philosophy' by W. T. Jones, p. 668, New York 1952.

স্বাধীন সত্তা (Substance) বলেন নাই। জগতের সমস্তই ঈশ্বরের প্রকার (modes) বা পরিবর্তনশীল অবস্থা মাত্র।[১]

য়ুরোপীয় নব্য-দর্শনের দ্বিতীয় যুগ—'জ্ঞানালোকের যুগ' (Age of Enlightenment) নামে প্রসিদ্ধ। জন লকের (John Locke, ১৬৩২—১৭০৪ খ্রীঃ) প্রধান কথা—'সহজাত প্রত্যয়' বলিয়া কিছু নাই এবং সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা হইতে জাত। লকের প্রত্যক্ষৈকবাদকে (Empiricism) পরে বার্কলে (Berkeley, ১৬৮৫—১৭৫৩ খ্রীঃ, আইরিশ) ভাববাদে (Idealism) রূপান্তরিত করেন। জার্মাণ-দার্শনিকগণ বার্কলের মতবাদকে যুক্তিহীন ভাববাদ (Dogmatic Idealism) বলিয়াছেন। বার্কলের পরে হিউমের (১৭১১ খ্রীঃ) হস্তে এই দর্শন সন্দেহবাদে পরিণতি লাভ করে। হিউম্ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া মনের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

লর্ড হারবার্ট (Herbert of Cherbury, ১৫৮৩—১৬৪৮ খ্রীঃ) যে Deism বা জগদতীত ঈশ্বরবাদ-নামক একটি ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হিউমের হস্তে সংশয়বাদেই পরিণত হয়।

সাধারণ-বুদ্ধির দর্শন (Commonsense Philosophy)

হিউমের পরে প্রকাশিত হয়—স্কট্ল্যাণ্ডের সাধারণ বুদ্ধির দর্শন (Commonsense Philosophy)। ডেভিড্ হিউমের সন্দেহ-বাদের প্রতিবাদে এই দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয় হইয়াছিল। হ্যামিল্টন (১৭৮৮—১৮৫৬ খ্রীঃ) কুঁজ্যা ও শেলিং (১৭৭৫—১৮৫৪ খ্রীঃ)-এর Absolutism খণ্ডন করিয়া আপেক্ষিকতাবাদ (Relativity of knowledge) স্থাপন করিয়াছিলেন। আপেক্ষিকতাবাদ পরে হাক্স্লি ও টিণ্ডালের (Matthew Tindal, ১৬৫৭—১৭৩৩ খ্রীঃ) অজ্ঞেয়বাদে পর্যবসিত হইয়াছিল।

১। Falckenberg's 'History of Modern Philosophy,' p. 128.

জড়বাদ বা নাস্তিক্যবাদ

জড়-পদার্থ ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই ; শারীরিক সুখই মানব-জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। যতদিন পর্যন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত না হয়, ততদিন পর্যন্ত মানবের সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। মানবের আত্মা একটি শূন্যগর্ভ নামমাত্র। মরণোত্তর অস্তিত্ব—একটা কল্পনা মাত্র। সুতরাং ভোগের উপস্থিত কোন সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে ইত্যাদি মত লা মেত্‌রি (La Metri, ১৭০৭—১৭৫১ খ্রীঃ) প্রচার করেন।

ভল্‌টেয়ার

ভল্‌টেয়ার (১৬৯৪—১৭৭৮ খ্রীঃ, প্যারিস্) ডেকার্টের সন্দেহবাদ হইতে দার্শনিক আলোচনা আরম্ভ করেন। তিনি 'The Good Brahmin'-প্রবন্ধে ভারতীয় আস্তিক মতের যে বিকৃত ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা তাঁহারই ভ্রান্ত ধারণার প্রতীক। তিনি অজ্ঞতাকেই সুখজনক বলিয়াছেন।

Romanticism

রুসোর (Rousseau, ১৭১২—১৭৭৮ খ্রীঃ, সুইজারল্যাণ্ড) ধর্মমতে সকল ধর্মই মঙ্গলদায়ক—এইরূপ এক তথাকথিত সমন্বয়বাদ প্রচারিত হইয়াছিল। রুসো য়ুরোপের 'Romantic movement'-এর অগ্রদূত। টলষ্টয়, ফ্রয়েড্, রোমাঁরোলাঁ, এমন কি চীন, জাপানও রুসোর গুণমুগ্ধ হইয়াছে।

জার্মাণীর নব্যদর্শনের জনক লাইব্‌নিট্‌জের (Leibniz, ১৬৪৬—১৭১৬ খ্রীঃ) 'মনাদ'বাদে বিশ্বের সারভূত মূলবস্তুই হইল 'মনাদ'। ইহারা 'বিশেষ' ও 'সংখ্যায় অনন্ত'। প্রত্যেক মনাদ—এক একটি আত্মা। ঈশ্বর একটি পূর্ণতম মনাদ। স্পিনোজার মতে বিশ্বের মূলতত্ব-দ্রব্য ছিল—এক ও অদ্বিতীয় ; আর লাইবনিট্‌জের মনাদ—সংখ্যাতীত।

কাণ্টের মতবাদ

জার্মাণ-দার্শনিক কাণ্ট্ (Kant, ১৭২৪—১৮০৪ খ্রীঃ) তাঁহার 'Critique of Pure Reason' (১৭৮১ খ্রীঃ)-নামক গ্রন্থে বাহ্য-বিষয় ও ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ

যে জ্ঞান মনুষ্যের আছে, তাহা প্রতিপাদন করেন। কাণ্ট্ 'Transcendental' (অতীন্দ্রিয়) শব্দটি পুনঃপুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মনোধর্মের অতীত ভূমিকায় স্বরূপশক্তি-প্রকটিত সহজ-সমাধিলব্ধ অতীন্দ্রিয় আত্মদর্শন বা অধোক্ষজ-তত্ত্ববিষয়ে স্বয়ংপ্রকাশ অব্যভিচারী শব্দ-প্রমাণের স্বীকৃতিমূলক দার্শনিক সিদ্ধান্ত নহে। কাণ্ট্ যাহাকে Paralogism of Pure Reason (Para = Beyond = অতিক্রমণ, Logos = Reason = প্রজ্ঞা অর্থাৎ প্রজ্ঞার সীমা অতিক্রমণ) বলিয়াছেন, তাহা কার্যতঃ আরোহপ্রণালীমূলক মনোবিজ্ঞানেরই একটি অবস্থা-বিশেষ। কাণ্টের প্রতিরূপ বা প্রত্যাভাসবাদও (Phenomenalism) ইন্দ্রিয়গোচর-দ্রব্যকে প্রকৃত সত্তা বা বস্তু (thing-in-itself) বলিয়া স্বীকার করে নাই ; ইহা প্রকৃত সত্তার প্রতিরূপ, আলেখ্য বা প্রত্যাভাস (phenomenon)। ইহার পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু ব্যবহারিক সত্তা আছে। কাণ্টের মতবাদ অজ্ঞেয়বাদে পরিণত হইয়াছে। কাণ্টের মতে—জগৎ, ঈশ্বরের স্বরূপ ও আত্মতত্ত্বসম্বন্ধে কাহারও কোনো জ্ঞান নাই। তিনি তাঁহার 'Religion within the limits of Pure Reason' পুস্তকে (১৭৯৩খ্রীঃ) নীতি ও কর্তব্যপালনকেই ধর্মের সার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ডক্টর এস, কে, মৈত্র (কাশী হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়) লিখিয়াছেন,—"God and the immortality of the soul are truths which exist for Kant only for the sake of the moral life. What is this but a form of occasionalism as bad as that of Berkeley or Descartes ? Poor Berkeley was subjected to no end of ridicule for suggesting that God exists in order to make the continued existence of things possible. But the great Immanuel Kant has so far gone scot-free, although he suggested something no less

monstrous, namely that God and the soul exist only for the sake of the moral life. * * For the Gita it is not God who exists for the moral life but it is the moral life which exists for God. The Gita declares in unequivocal terms the hand of God in every action of man. * * Kant has not been able to rise even to the social stand-point, not to speak of the cosmic and supracosmic stand-point, of the Gita."[১]

কাণ্টের দার্শনিক-ভিত্তির উপর ফিক্‌টের যে মতবাদ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতেও "God is the moral order of the universe" অর্থাৎ জগতের নৈতিক শৃঙ্খলাই ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে এবং কাণ্টের ন্যায় নীতিকেই ধর্মের মূল বা স্বরূপ বলা হইয়াছে। হার্বার্ট (১৭৭৬—১৮৪১ খ্রীঃ) এক প্রকার গাণিতিক নিরীশ্বর মতবাদ প্রচার করেন। শেলিং (১৭৭৫ খ্রীঃ)-এর মতে ইতিহাস—ঈশ্বরের ক্রমিক আত্মপ্রকাশ। ঈশ্বরস্বরূপ অদ্বৈতে জড় ও চিৎ এক হইয়া মিশিয়া যায়।

রোমান্টিক দর্শন (Romanticism)—হেগেল

খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপে সাহিত্যে ও কলাবিদ্যায় যে নব চিন্তা-প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা 'Romanticism' নামে প্রসিদ্ধ। ফ্রান্সে এই আন্দোলন জন্মগ্রহণ করিলেও জার্মাণীতে ইহা পরিপুষ্ট হয়। জার্মাণীতে এই আন্দোলনের নেতা হইয়াছিলেন গেঁটে। জীবনকে তিনি একটি কলা (Art) এবং সংস্কৃতিকে জীবনের লক্ষ্য বলিয়া মনে করিতেন।

১। 'The Gita's conception of freedom as compared with that of Kant' by S. K. Maitra, published in 'Radhakrishnan comparative studies in Philosophy' pp. 360, 361, presented in honour of his sixtieth birthday, London 1951.

এই সময় স্টাটগার্ট-নগরে হেগেলের জন্ম হয় (১৭৭০—১৮৩১ খ্রীঃ)। সত্তা ও জ্ঞানের অভেদবাদ হেগেলের দার্শনিক-মতের মূলতত্ত্ব। এই জগৎ—সমাবেশিত যুক্তিযুক্ত চিন্তা-পরম্পরার স্থূল রূপ। চিন্তা ব্যতীত জগতের মধ্যে অন্য কিছুই নাই। প্রজ্ঞাই জগতের প্রথম তত্ত্ব। তাহা হইতেই জগতের উদ্ভব। হেগেল অসম্পূর্ণভাবে ভারতীয়-দর্শন পাঠ করিয়াছেন বলিয়া জানা যায়; কিন্তু তিনি সমস্ত বিচার ধারণা করিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে যে-সকল মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ।

হেগেলের পরে বেন্থাম্ (Jeremy Bentham, ১৭৪৮—১৮৩২ খ্রীঃ), জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬—১৮৭৩ খ্রীঃ) প্রভৃতির 'উপযোগিতা'বাদ (Utilitarianism) এবং কোমৎ (Comte, ১৭৯৮—১৮৫৭ খ্রীঃ), কার্ল মার্কস্ (Karl Marx, ১৮১৮—১৮৮৩ খ্রীঃ)-প্রমুখ মতবাদি-গণের সামাজিক সংস্কার (Social Reform) ও সামাজিকদর্শন (Social Philosophy), [কোমতের 'Law of three stages' মার্ক্সের Dialectical materialism',] ডারউইনের (১৮০৯—১৮৮২ খ্রীঃ) এবং নীট্সে (Nietzsche, ১৮৪৪—১৯০০ খ্রীঃ)-এর ক্রম-বিবর্তনবাদ ও বৈজ্ঞানিক দার্শনিকতা, জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের নব-প্রতীক নব-যুগমানবের গঠনে সহায়ক হইয়াছিল। নীট্সে খ্রীষ্টের আদর্শের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টের ভাবাদর্শ মানুষকে দুর্বল, কাপুরুষ ও জীবনযাত্রার অনুপযোগী করিয়া তোলে।[১]

যন্ত্রদানবিক বিজ্ঞান-যুগের মানব-মেধা জড়-যন্ত্র ও জড়-তন্ত্রের ধ্যানে তন্ময় হইয়া মানব-সত্ত্বাকেও একটি যন্ত্র বলিয়াই প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। তাই জৈববৈজ্ঞানিক Ernst Haeckel (১৮৩৪—১৯১৯ খ্রীঃ) বলিয়াছিলেন,—"Our mother-earth is a mere speck in the

১। 'Modern Philosophy' in 'A History of Philosophy' by Frank Thilly, p. 576 New York 1949.

sunbeam in the illimitable universe, [and] man himself is but a tiny grain of protoplasm in the perishable frame-work of organic nature."[১]

Haeckel তাঁহার দর্শনকে অদ্বৈতবাদ বলিয়াছেন। 'অদ্বৈতবাদ' বলিবার কারণ,—একমাত্র জড় ব্যতীত পরম্পরাগত দর্শনোক্ত আত্মা, মন প্রভৃতি কোনো বস্তুরই অজড়ত্ব তাঁহার মতে স্বীকৃত হয় নাই।[২]

সমসাময়িক দার্শনিক চিন্তা

Bergson (১৮৫৯—১৯৪১খ্রীঃ), Dewey (১৮৫৯ খ্রীঃ এখনও জীবিত), Whitehead (১৮৬১—১৯৪৭ খ্রীঃ) ও Bertrand Russell (১৮৭২ খ্রীঃ, এখনও জীবিত)-প্রমুখ আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ জড়-জ্ঞানবিজ্ঞানকেই ভিত্তি করিয়া পুরাতন আধ্যক্ষিক চিন্তাধারাকে নূতন বাক্-প্রতিভা ও সাবলীল রচনা-শৈলীর সাহায্যে যুগ-দেবতার চিত্তরঞ্জন করিয়াছেন। Bergson's 'Creative Evolution', Lloyd Morgan's 'Emergent Evolution', Whitehead's 'Ingressive Evolution' প্রভৃতি মতবাদ-গুলি আধ্যক্ষিক চিন্তাবিলাস বা মস্তিষ্ক-প্রতিভার প্রদর্শনী।

থিওসফি

'থিওসফিয়া' (Theosophia) এই গ্রীক্-শব্দটি হইতে 'থিওসফি'-শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ বলেন, 'থিওসফি'-শব্দের সংস্কৃত-প্রতিশব্দ—'ব্রহ্ম-বিদ্যা'। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে Madame H. P. Blavatsky-নামক একটি রুষ-মহিলা এবং Col. Henry Steel Olcott-নামক একটি মার্কিণ আইন-ব্যবসায়ী ও সেনা-নায়ক নিউইয়র্ক নগরীতে Theosophical Society স্থাপন করেন।

১। 'Social Philosophy and the Theory of Evolution' in 'A Hist. of Western Phil. by W. T. Jones, p. 931. 1952, ; ২। Ibid.

ভারতীয় যোগ-দর্শন ও অন্যান্য দার্শনিক মত-সম্বন্ধে গবেষণা করাই উক্ত সমিতির সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় দুই বৎসর পর উক্ত সমিতি ভারতবর্ষে তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন। বর্তমানে মান্দ্রাজের আডিয়ার্-নামক স্থানে ঐ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সমিতির উদ্দেশ্য—(১) জাতি-বর্ণ-ধর্ম-লিঙ্গ-নির্বিশেষে :বিশ্বমানব-ভ্রাতৃত্ব-স্থাপন, (২) তুলনামূলক ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনা ও (৩) প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানবের অন্তর্নিহিত শক্তির গবেষণা। ইঁহাদের মতে এক শাশ্বত, নির্গুণ, অসীম, অপরিজ্ঞেয় সত্তা বর্তমান। সেই অদ্বিতীয় সত্তা হইতেই ভগবানের উদ্ভব। তিনি বিশ্ব-স্রষ্টা এবং ত্রি-তত্ত্বরূপে অভিব্যক্ত। সমগ্র বিশ্ব পরমেশ্বরে অবস্থিত। মানব-মাত্রই দিব্যজ্যোতির এক একটি স্ফুলিঙ্গ-স্বরূপ। মানুষ তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ করিতে করিতে ক্রম-বিবর্তনের পথে চলিয়াছে। এই ক্রম-বিবর্তন কর্মের নিয়মের দ্বারা শাসিত। মানব অসৃষ্ট ও অনাদি। দেহপাতের সহিত মানুষের সত্তা বিনষ্ট হয় না। বিভিন্ন জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ফল এবং অলৌকিক রহস্যবিজ্ঞান বা গুপ্ত-বিদ্যার গবেষণা ইঁহাদের মতবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া ইঁহারা দাবী করেন। ইঁহাদের মধ্যে যৌগিক ক্রিয়ারও কোন কোন অংশ গৃহীত হইয়াছে। ইঁহারা প্রকৃতির সাতটি স্তর স্বীকার করেন; তাহা —(১) স্থূল শারীরিক, (২) লৈঙ্গিক (Astral), (৩) মানসিক, (৪) বুদ্ধিক, (৫) আত্মিক, (৬) অনুপাদক ও (৭) আদি। ইঁহাদের মতে মানুষের দুইটি আত্মা—একটি ভূতাত্মা (Animal Soul), আর একটি জীবাত্মা (Human Soul)। বিশ্বভ্রাতৃত্ববাদই ইঁহাদের প্রধান মতবাদ।

প্রাচ্য ধর্মের বিরাট-রূপের একাংশে মুগ্ধ হইয়া পাশ্চাত্ত্য মস্তিষ্ক এইরূপ এক মনোধর্মপর আধ্যক্ষিক ধর্মমত কল্পনা করিয়াছে। ইহাতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহের অপ্রাকৃত নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাকে সর্বতোভাবে শ্রৌত-পথে স্বীকার করিতে না পারায় ইঁহাদের মতে রূপকব্যাখ্যা, তথা-

কথিত আধ্যাত্মিকবাদ, কোন কোন স্থানে যোগের ক্রিয়া-মুদ্রা ও নানা প্রকার মনোধর্মপর মতের সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাও বিশ্বদর্শনের অনন্ত বিশ্বরূপের একটি প্রতীক।

জাগতিক সমস্যার সমাধানে 'উপযোগিতাবাদ' নানা আকারে জড়-বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট বিশ্বের সর্বত্র প্রবিষ্ট হইয়াছে। হাজার হাজার 'ইজম্' (ism) বা মতবাদ রক্তবীজ-দৈত্যের ন্যায় জড়বাদ হইতে প্রসূত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। কিন্তু শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় অথচ প্রগতি-পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত, নিত্য নূতন, যুগপৎ প্রাচীনতম ও আধুনিকতম সর্ব-সমস্যার সমাধান-ভূমি ভাগবতীয় দর্শনে প্রকৃত অমৃতত্ব-লাভ ও বাস্তব সুখবৈচিত্রী অনুভবের পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ভাগবতীয় দর্শন কৃষকের গান নহে, কিংবা কাল্পনিক সৃষ্টিতত্ত্ব, বংশতালিকা কিংবা কিছু নৈতিক ও দৈহিক উপদেশাত্মক মানব বা মহামানব-কল্পিত ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মতত্ত্ব নহে। সর্বপ্রকার গোঁড়ামি, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও ব্যভিচারী বাহ্য-পরিবেশের প্রভাব হইতে পরিমুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ হৃদয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের যে কোন একটি দার্শনিক সিদ্ধান্তপূর্ণ শ্লোক আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়—ভাগবতীয় দর্শন খণ্ডকালে বিশ্বের মানব বা মহামানবের মেধায় জন্মগ্রহণ করে নাই। বেদান্ত-দর্শনের যে চমৎকারিতা বিশ্বের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহারই বিকাশপরাকাষ্ঠা—ভাগবতীয় গৌড়ীয়দর্শনে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়
বিশ্বদর্শন ও ভাগবত-গৌড়ীয়-দর্শন

প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়ানুভূতিই জ্ঞানের মূল। এই প্রত্যক্ষৈকবাদ (Empiricism) অথবা বুদ্ধিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Rationalism) হইতে বিশ্বদর্শনের বিচিত্র মত-বাদসমূহ বিভিন্ন নাম ও রূপে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু বেদান্তদর্শন বা ভাগবত-গৌড়ীয়-দর্শন প্রত্যক্ষৈকবাদ ও বুদ্ধিস্বাতন্ত্র্য-বাদের ব্যভিচারিত্ব সর্বপ্রথমেই প্রমাণ করিয়া অব্যভিচারী শব্দ-প্রমাণের সুনিশ্চিত পথের অনুসরণ করিয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদ তাঁহার শ্রীভাগবত-সন্দর্ভের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন,—প্রত্যক্ষ (ঘ্রাণজ, রসনা-জাত, শ্রবণ-জাত, চাক্ষুষ, ত্বক্‌জাত ও মানস), অনুমান, বাক্য (বৈদিক ও লৌকিক), আর্ষ (দেবতা বা ঋষিগণের বাক্য), উপমান (সাদৃশ্যের যথার্থ জ্ঞান যদ্দ্বারা হয়), অর্থাপত্তি (অর্থ সিদ্ধ না হওয়ায় অন্যার্থের কল্পনা), অভাব (অবিদ্যমানতা), সম্ভব, ঐতিহ্য (পুরুষ-পরম্পরায় প্রসিদ্ধি) ও চেষ্টা (হস্ত-পদাদির দ্বারা সঙ্কেত)—এই দশটি প্রমাণরূপে গণিত। শ্রীজীব-পাদ আরও বলেন,—"তথাপি ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব-দোষরহিত-বচনাত্মকঃ শব্দ এব মূলং প্রমাণম্। অন্যেষাং প্রায়ঃ পুরুষ-ভ্রমাদিদোষ-ময়তয়ান্যথাপ্রতীতিদর্শনেন প্রমাণং বা তদাভাসো বেতি পুরুষৈর্নির্ণে-তুমশক্যত্বাৎ, তস্য তদভাবাৎ।"[১] অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি দশটি প্রমাণ থাকিলেও ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (আত্ম-বঞ্চনা ও পরবঞ্চনেচ্ছা) ও করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা)—এই চারি প্রকার দোষশূন্য পরমেশ্বর-বচনাত্মক শব্দই মূল প্রমাণ। অন্যান্য জীবের অর্থাৎ ঋষি, মনীষি-প্রমুখ ব্যক্তিগণের বাক্য প্রায়ই ভ্রমাদি-দোষযুক্ত। এজন্য তাঁহাদের কথিত

১। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভ ৯ম অনু, ২১ পৃঃ, নিত্যস্বরূপ-সং, ৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

বাক্যে অন্যরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, যথার্থ জ্ঞানলাভ হয় না। সুতরাং উহা প্রমাণ কি প্রমাণাভাস, ইহা নিশ্চয় করা যায় না।

এজন্য বেদান্ত-দর্শনের প্রথম কথাই—শ্রুতির অদ্বিতীয় প্রামাণ্য-স্বীকৃতি। অন্যান্য দার্শনিকগণ বিভিন্ন প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন—কেহ কেহ বা মৌখিক-ভাবে বেদকেও স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু বেদের স্বতঃসিদ্ধ বক্তা যিনি, সেই পরতত্ত্বের সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রতা ও সর্বশক্তিমত্তা স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অপ্রাকৃত-শব্দাবতারের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রমাণকে কার্যতঃ হেতুবাদ বা যুক্তিবাদের কুক্ষিগত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। একমাত্র বেদান্তদর্শনই ঊর্ধ্ববাহু হইয়া উদাত্তকণ্ঠে শব্দ-প্রমাণের জয়-ঘোষণা করিয়াছেন। সেই শব্দ-প্রমাণের উপর অর্থাৎ বেদান্তের স্বতঃসিদ্ধ-ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণের উপরই গৌড়ীয়-দার্শনিক- সৌধের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। এইজন্যই গৌড়ীয় মহাজনগণ বলিয়াছেন,—

'শাস্ত্রং ভাগবতং প্রমাণমমলম্'[১]

'মধ্যস্থ—শ্রীভাগবতপুরাণ'[২]

ব্রহ্মসূত্রে "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"[৩],—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"[৪], "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"[৫] ইত্যাদি সূত্রে শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় প্রমাণের স্বতন্ত্রতা নিষিদ্ধ হইয়াছে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ প্রাচীন বিদ্বদ্গণের বাক্য উদ্ধার করিয়া বলিয়াছেন,—

যত্নেনাপাদিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈরন্যথৈবোপপাদ্যতে ॥[৬]

অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, দৃষ্টান্ত, উপনয় ও নিগমন—এই পঞ্চাঙ্গ-প্রয়োগ-নিপুণ তার্কিকগণ স্বপক্ষে নির্দোষত্ব-প্রতিপাদনে অসীম প্রয়াসের সহিত

১। শ্রীশ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা ১।১; ২। ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা, স্বনিষ্ঠা; ৩। ব্র সূ ১।১।৩; ৪। ঐ ২।১।২৭; ৫। ঐ ২।১।১১; ৬। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু, পূ বি ১।১।৪৬

বিদ্বৎ-সমাজে কোন কালে কোন বিষয় সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিলেও সেই বিষয়টি তৎকালে বা কালান্তরে তদপেক্ষা প্রবীণতর তার্কিক অন্য পণ্ডিত-গণের দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ দোষাবিষ্কারপূর্বক অসিদ্ধরূপেই প্রতিপাদিত হয়।

বিশ্বদর্শনের সহিত গৌড়ীয়দর্শনের তুলনা—
ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ

খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তৎসম্পাদিত ‘শ্রীসজ্জনতোষণী’-পত্রিকায় প্রকাশিত ‘তত্ত্ববিবেক বা শ্রীসচ্চিদানন্দানুভূতি’[১]-নামক নিবন্ধে স্বকৃত-কারিকা এবং তাহার বিবৃতির মধ্যে বিশ্বের প্রধান প্রধান দার্শনিক মতবাদের সহিত ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার প্রথম পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তাঁহারই পদাঙ্কিত-পথের কিঞ্চিৎ অনুসরণ করিয়া বিশ্বদর্শনের সহিত গৌড়ীয়-দর্শনের যৎকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত ও তুলনামূলক আলোচনা করিবার ধৃষ্টতা করা হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদের রচিত ‘তত্ত্ববিবেক’ নিবন্ধ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

“অস্মদ্দেশে (ভারতবর্ষে) সিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ বেদ-সম্মত বেদান্ত-শাস্ত্র ও তদানুগত্য স্বীকার করিয়াও বেদার্থ-বিপরীত মতপ্রকাশক ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক ও কর্মমীমাংসারূপ শাস্ত্রনিচয়, তথা বেদবিরুদ্ধ বৌদ্ধমত, চার্বাকমত ইত্যাদি নানামত প্রকাশিত হইয়াছে। চীন, গ্রীস, পারস্য, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মাণ ও ইটালী প্রভৃতি দেশে জড়বাদ (Materialism), দৃষ্টবাদ (Positivism), হেতুবাদ (Rationalism), প্রেয়োবাদ (Hedonism), নিরীশ্বর-কর্মবাদ (Secularism), নির্বাণসুখবাদ (Pessimism), সংশয়বাদ (Scepticism), অদ্বৈতবাদ (Pantheism), নাস্তিক্যবাদ (Atheism)-রূপ নানাপ্রকার বাদ প্রচারিত হইয়াছে।

১। শ্রীসজ্জনতোষণী, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা (১২৯৯ বঙ্গাব্দ, ১৮৯২ খ্রীঃ) ১২ পৃঃ হইতে ৭ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (১৩০২ বঙ্গাব্দ, ১৮৯৫ খ্রীঃ) ১২০ পৃষ্ঠায় খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত।

যুক্তিদ্বারা ঈশ্বর-সংস্থাপন-পূর্বক কতকগুলি মত প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু হইয়া ঈশোপাসনা কর্তব্য—এরূপ একটি মতও জগতে অনেক স্থানে প্রচারিত হইয়াছে। যেখানে উহা কেবলমাত্র শ্রদ্ধামূলক, সেখানে উহার ঈশানুগতিবাদ (Theism) বলিয়া সংজ্ঞা হয়। যেখানে ঈশ্বরদত্ত বলিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রমত অর্থাৎ খ্রীষ্টানধর্ম (Christianity), মুসলমান-ধর্ম (Mohammedanism) ইত্যাদি নামে বিখ্যাত হইয়া পড়ে।

অবান্তর ভেদক্রমে জড়বাদ দুই প্রকার অর্থাৎ (১) জড়ানন্দবাদ ও (২) জড়নির্বাণবাদ। জড়ানন্দবাদীরা দুই প্রকার অর্থাৎ (১) স্বার্থজড়ানন্দ-বাদী ও (২) নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী।

স্বার্থজড়ানন্দবাদী

স্বার্থজড়ানন্দবাদীরা স্থির করেন যে, যখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্মফল নাই ; তখন কিয়ৎপরিমাণে ঐহিক কর্মফল হইতে সাবধান হইয়া আমরা অনবরত ইন্দ্রিয়সুখে কালযাপন করিব। ভারতবর্ষে চার্বাক ব্রাহ্মণ, চীনদেশের নাস্তিক ইয়াংচু (Yangchoo), গ্রীস দেশে নাস্তিক লিউকিপ্পাস্ (Leucippus), মধ্য এশিয়াখণ্ডে সর্ডেনেপেলাস্ (Sardanaplus), রোম দেশে লুক্রিসিয়াস্ (Lucretius), এইরূপ অন্যান্য অনেক দেশে অনেকেই এই মতের পুষ্টিজনক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ভান্ হল্‌বাক্ (Von Holbach) বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ সুখবর্ধক ধর্মই মাননীয়। পরের সুখের দ্বারা আপনাকে সুখী করিবার কৌশলকে ধর্ম বলা যায়।

নিঃস্বার্থজড়ানন্দবাদী

নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দবাদে ভারতবর্ষীয় নিরীশ্বরকর্মবাদ বোধ হয় সর্বপ্রাচীন। মীমাংসকেরা এক জাতীয় 'অপূর্ব'কে ঈশ্বরস্থানীয় বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

অস্মদ্দেশের কণাদ-প্রচারিত বৈশেষিকমতে পরমাণুর জাতিগত বিশেষ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় গ্রীস দেশীয় ডিমোক্রিটাসের পরমাণুবাদ হইতে কয়েক বিষয়ে ইহার সহিত বৈশেষিক মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। বৈশেষিক মতে আত্মা ও পরমাত্মা নিত্যবস্তু-মধ্যে পরিগণিত। গ্রীসদেশীয় প্লেটো (Plato) ও আরিষ্টটল্ (Aristotle) পরমেশ্বরকে একমাত্র নিত্যবস্তু ও সমস্ত জগতের একমাত্র মূল বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাহাতে কণাদ-মতস্থ দোষসমূহই ঐ সকল পণ্ডিতদিগের মতে লক্ষিত হয়। গ্যাসেণ্ডী (Gassendi) পরমাণুবাদ স্বীকার করত পরমেশ্বরকে পরমাণুগণের স্বষ্টিকর্তা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ফ্রান্সদেশে দিদেরো (Diderot) ও লা মেত্রি (La Mettrie, ১৭০৯—১৭৫১ খ্রীঃ) নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ প্রচার করিয়াছেন। নিঃস্বার্থ জড়ানন্দবাদ ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ফ্রান্সদেশের কোমৎ (Comte, ১৭৯৮—১৮৫৭ খ্রীঃ)-নামক একজন বিচারকের গ্রন্থে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার প্রপঞ্চিত 'দৃষ্টবাদে' (Positivism) জড়ীয় প্রতীতি ও জড়গত বিধি ব্যতীত আমরা আর কিছু অবগত নই। ইংলণ্ড-দেশের পণ্ডিত মিল (Mill) জড়বাদকে 'ভাববাদ'রূপে বিচার করত অবশেষে অনেক বিষয়ে কোমতির সহিত ঐক্যরূপে নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দ-বাদেরই পুষ্টি করিয়াছেন। এক প্রকার নিরীশ্বর-সংসারবাদ (Secularism) আপাততঃ ইংলণ্ডের অনেক যুবকের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। মিল, লুইস্ (Lewis), পেন (Paine), কারলাইল (Carlyle), বেন্থাম্ (Bentham), কুম্ (Combe) প্রভৃতি তার্কিকেরাই ঐ মতের প্রবর্তক। ঐ মত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। হলিয়ক্ (Holyoake) এক বিভাগের কর্তাবিশেষ। তিনি অনুগ্রহপূর্বক কিয়ৎপরিমাণে ঈশ্বরকে স্বীকার করিয়াছেন। অপর বিভাগের কর্তা—ব্রাড্‌লা (Bradlaugh) সম্পূর্ণ নাস্তিক। স্বার্থজড়ানন্দ ও নিঃস্বার্থ-জড়ানন্দে কিয়ৎপরিমাণে ভেদ থাকিলেও উভয়েই জড়বাদ।

নির্বাণবাদ

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের সদৃশ একটি নির্বাণবাদধর্ম ইউরোপ-খণ্ডেও প্রচারিত হইয়াছে। ঐ ধর্মকে লোকে পেসিমিজম্ (Pessimism) বলে। বৌদ্ধধর্মে জীব জন্মজন্মান্তর ক্লেশ স্বীকার-করত পরিভ্রমণ করিতেছে। কোন জন্মে নির্বাণবিধি অবলম্বন করিয়া নির্বাণ ও ক্রমশঃ পরিনির্বাণ লাভ করিবে। কিন্তু পেসিমিজম্-মতে জীবের জন্মজন্মান্তর নাই।

শোপেন্‌হাউঅ্যর্ (Schopenhauer) এবং হার্টম্যান্ (Hartmann) —ইঁহারা এক-জন্মগত জড়নির্বাণবাদী। শোপেন্‌হাউঅ্যরের মতে বাসনাত্যাগ, উপবাস, স্বেচ্ছাধীনতা-ত্যাগ ও দৈন্য, শারীরক্লেশ-স্বীকার, পবিত্রতা ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিলে নির্বাণ লাভ হয়। হার্টম্যানের মতে কোন ক্লেশ স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। মরণান্তে নির্বাণ সহজেই সম্ভব। হার্ বেন্‌সান্-নামক এক ব্যক্তি ক্লেশকে নিত্য বলিয়া নির্বাণের অসম্ভবতা দেখাইয়াছেন। প্রচলিত অদ্বৈতবাদীর মধ্যে অনেকেই জড়নির্বাণবাদী। শ্রীশঙ্করানুগ অদ্বৈতবাদীরা নির্বাণান্তে ব্রহ্মানন্দের চিৎসুখ আশা করেন।

ভাববাদ (Idealism)

কোন কোন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি 'মানসিক ভাব' ব্যতীত আর কিছুই মানেন না। তাঁহারা বলেন, বিষয় (objective world) বস্তুতঃ নাই, ভাবই আছে। আত্মাকে যে ভাবের আশ্রয় (subjective reality) বলি, তাহাও বাস্তবিক ভাব বই আর কিছুই নয়। Bishop Berkeley প্রভৃতি কয়েকটি লোক একপ্রকার ভাববাদী। এই ভাব-বাদের নাম Idealism বলিয়া তাঁহারা উক্তি করিয়াছেন। মিলও (Mill) কিয়ৎ-পরিমাণে ভাববাদ স্বীকার করিয়াছেন। মানবের মন যখন বিষয়কে অনুভব করিয়া বিষয়ের ছবি সংগ্রহ করে, তখনই ভাবসকল উদিত হয়। অতএব ভাববাদ কখনই জড়বাদের অতীত নয়।

সন্দেহবাদ

কূটতর্ক হইতে সন্দেহবাদরূপ (Scepticism) একটি মতের উদয় হইয়াছে। হিউম্ প্রভৃতি কয়েকটি পণ্ডিত ঐ মতের পোষকতা করিয়াছেন। জড়বাদ যখন তাহার কঠিন লৌহময় শৃঙ্খলে যুক্তির হস্তপদ বাঁধিয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিল, তখন যুক্তি স্বীয়-বলে ঐ শৃঙ্খল ছেদন করিবার যে শেষ চেষ্টা করে, তাহাই সন্দেহবাদ। জড়ই নিত্য সত্য, জড়ই সর্বস্ব—এইরূপ স্থির হইল। সন্দেহবাদ আপনাকে আপনি নাশ করে, আমি আছি কিনা, এ সন্দেহ কে করিতেছে ? আমিই করিতেছি। অতএব আমি আছি।

'জড়বাদ বা জড়শক্তিবাদ', 'ভাববাদ' ও 'সন্দেহবাদ' এই তিনটি মতই পুরাতন নাস্তিক মত। যতপ্রকার নাস্তিক্যবাদ হইতে পারে, সকল প্রকার বাদই ইহার অন্তর্গত। নবীন নাস্তিকেরা নামান্তর ও রূপান্তর করিয়া পুরাতন মতকেই প্রকাশ করেন। এই সমস্ত নাস্তিকমত দেশবিদেশে ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচারিত হইয়াছে।

জরথুস্ত্রের মত, Trinity ও বেদান্তদর্শন

জরথুস্ত্র-নামক কোন পণ্ডিত অসৎ ও সদীশ্বর—এইরূপ দুইটি ঈশ্বরের নিত্যত্ব স্বীকার-করত 'জেন্দাবেস্তা'-নামক গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্বের দ্বৈত স্বীকার করেন। ইরাণদেশে তিনি মত-প্রচারে কৃতকার্য হ'ন। তাঁহার মতটি সংক্রামক হইয়া 'জু'-দিগের ধর্মে ও শেষে কোরাণ-মতাবলম্বীদিগের মধ্যে পরমেশ্বরের সমকক্ষ একটি সয়তানের উৎপত্তি করে। যে সময়ে জরথুস্ত্র দুই ঈশ্বরবিষয়ক মত প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই জু-দিগের মধ্যে তিনটি ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হইলে Trinityমত উৎপন্ন হইয়া পড়ে। আদৌ Trinity-মতে তিনটি পৃথক্ পৃথক্ ঈশ্বর কল্পিত হয়, পরে যখন পণ্ডিতগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তখন 'ঈশ্বর', 'হোলি ঘোষ্ট' ও 'খ্রীষ্ট' এই তিনটি তত্ত্ব বিচার-দ্বারা তাহার যুক্তমীমাংসা বাহির

করিলেন। ভারতেও ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইঁহাদিগকে পৃথক্ দেবতা কল্পনায় তিনটি ঈশ্বর-বিশ্বাসরূপ একটি অনর্থ ঘটিয়াছিল। পণ্ডিতগণ এই তিন দেবতার তাত্ত্বিক একত্ব প্রতিপাদন করিয়া শাস্ত্রের অনেক স্থলে ভেদ-নিষেধক উপদেশ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশে বহু দেবতার বিশ্বাস দেখা যায়। বিশেষতঃ অত্যন্ত অসভ্য প্রদেশে একেশ্বরবাদ বিশুদ্ধরূপে লক্ষিত হয় না। কোন সময়ে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু প্রভৃতি দেবগণকে পরস্পর স্বাধীন বলিয়া বিশ্বাস করিবার ব্যবহার ছিল। উত্তর-মীমাংসা (বেদান্তদর্শন) ঐ মতকে পরে সংশোধিত করিয়া এক অদ্বয়ব্রহ্মকে সংস্থাপন করেন।

থিওসফিমত

Theosophist-গণ যে Astral দেহের কথা বলেন, তাহা জ্যোতির্ময় জড়দেহ। তদপেক্ষা লিঙ্গদেহ আরও সূক্ষ্ম অর্থাৎ মনোময়। পাতঞ্জল-শাস্ত্রে ও বৌদ্ধযোগিগণের মতে যে সূক্ষ্মবিভূতিময় জগৎ, তাহাই লিঙ্গ-জগৎ। চিত্তত্ত্ব এ সমুদয় হইতে বিলক্ষণ। পাতঞ্জলশাস্ত্রে কৈবল্য অবস্থা যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা স্থূল ও লিঙ্গের কোন বিপরীত ভাবমাত্র। থিওসফিই হউক বা পাতঞ্জলাদি মতই হউক, নিতান্ত জড় হইতে বিশুদ্ধ চিত্তত্ত্ব পর্যন্ত যে সকল অবান্তর অবস্থা আছে, যোগশাস্ত্র তন্মধ্যে একটি অবান্তর পদ। অতএব তাহাতে চিৎসুখ-অন্বেষণকারী জীবের আনন্দ হয় না।

কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে, আমাদের ভোগের জন্য পরমেশ্বর এই বিশ্ব নির্মাণ করিয়াছেন। নিষ্পাপরূপে এই জগৎকে ভোগ করিতে করিতে আমরা ধর্ম অর্জন করিলে ঈশ্বরের প্রসাদ লাভ করি। বস্তুতঃ এই অসম্পূর্ণ ও দুঃখ-বহুল বিশ্ব জীবের ভোগের জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, মনে করিলে ঈশ্বরে দোষারোপ করিতে হয়। আর যদি ধর্ম-শিক্ষার জন্য ইহা নির্মিত হইত, তাহা হইলেও বিশ্ব কিছু বিভিন্নাকারে হইত; সন্দেহ নাই। কেন না, এ অবস্থায় বিশ্বে সকলেরই ধর্মলাভ হয় না। এই নৈতিক একেশ্বরবাদের দোষাদোষ চিন্তা করিয়া

কোন কোন ধর্মাচার্য এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, জীবের পক্ষে এ বিশ্ব বিশুদ্ধ সুখলাভের স্থান নহে; বরং এখানে দুঃখই অধিক। বিশ্বকে জীবের দণ্ডাগার বলিয়া অনুমান হয়। ঈশ্বর কোন আদি জীবকে সৃষ্টি করিয়া তাহাকে কোন সুখময় বনে সস্ত্রীক হইয়া থাকিতে দিলেন এবং জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণে নিষেধ করিলেন। কোনও দুর্গত জীবের কুপরামর্শে ঐ আদি-দম্পতি জ্ঞানবৃক্ষফল সেবন করিয়া ঈশ্বরাজ্ঞা অবহেলাপরাধে সেই স্থানচ্যুত হইয়া ক্লেশময় বিশ্বে নিপতিত হইলেন। তাঁহাদিগের অপরাধে এই সমস্ত জীব অপরাধী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন।

খ্রীষ্টমতের অসম্পূর্ণতা

এই মতবাদমিশ্র ধর্মে আস্থা করিতে গেলে কয়েকটি অযুক্ত কথা বিশ্বাস করিতে হয়। জন্ম হইতে মরণ পর্যন্তই জীবতত্ত্ব। জন্মের পূর্বে জীব ছিল না এবং মরণান্তেও আর জীবের কর্মক্ষেত্রে অবস্থিতি নাই। আবার জীব বলিলে মানব বই আর কেহ লক্ষিত হয় না। এই বিশ্বাসটি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ প্রজ্ঞার পরিচয়। জীব একটি চিন্ময়তত্ত্ব হয় না। জড়েই ঘটনাক্রমে বা ঈশ্বরেচ্ছাক্রমে তাহার সৃষ্টি কল্পনা করিতে হয়। কেনই বা অসম অবস্থায় বিভিন্ন জীবের আবির্ভাব হয়, তাহাও বলা যায় না। ইহাতে ঈশ্বরকে অবিবেচক বলিতে হয়।

আবার পশুগণ জীবমধ্যে কেনই যে পরিগণিত না হয়, তাহাও বলা যায় না। পশুপক্ষী যে মানবের আত্মবস্তু হইবে, ইহাই বা কেন? একজন্মে মানব যাহা করিলেন, তদ্দ্বারাই যে তাহার চির স্বর্গ বা চির নরক হইবে, এই বিশ্বাসও দয়াময় ঈশ্বরে অনুগত লোকের পক্ষে নিতান্ত অগ্রাহ্য।

কর্তব্যজ্ঞানে ঈশ্বরভজন কখনই নিঃস্বার্থ বা স্বাভাবিক হয় না। ঈশ্বর আমাদিগকে দয়া করিয়াছেন; অতএব আমরা তাঁহার ভজন করিব, এই বুদ্ধি নিকৃষ্ট; কেননা ইহার প্রকারান্তর এই হয় যে, ঈশ্বর যদি দয়া না

করিতেন, আমি তাঁহার ভজন করিতাম না। এখানে দয়া জীবনযাত্রার যে সুবিধা ও সুখদান, তাহাই লক্ষ্য করে।

ব্রাহ্মধর্ম্ম

এই মতে এবং এই মতের অনুগত অন্যান্য নবীন মতে ঈশ্বর নিরাকার ও সর্বব্যাপী। ঈশ্বরকে সাকার বলিলে তাঁহার খর্বতা হয়—এই জ্ঞান-গত বুদ্ধি তাহাদের চিত্তকে সর্বদা ব্যস্ত করে। বস্তুতঃ এই মার্গগত সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের ঈশ্বরভাব অত্যন্ত জড়কুণ্ঠিত পৌত্তলিকতা হইয়া পড়ে। জড়ে যে আকাশ আছে, তাহাও সর্বব্যাপী ও নিরাকার। ইহাদের ঈশ্বরও তদ্রূপ। ইহারই নাম জড়ভজন।

কেবলাদ্বৈতবাদ

অদ্বৈতবাদ যদিও ভারতের বাহিরেও অনেক পণ্ডিতগণ প্রচার করিয়াছেন, তথাপি ঐ মত যে ভারত হইতে সর্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ হয় না। আলেকজাণ্ডারের সহিত কয়েকটি পণ্ডিত ভারতে আসিয়া ঐ মত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন, ইহা আংশিকরূপে তদ্দেশস্থ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদ এই যে, ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু, আর বস্তন্তর নাই বা হয় নাই।

অদ্বৈতবাদী বলেন, ব্রহ্মকে পরিণামী বলিলে তাঁহার ব্রহ্মতা বজায় থাকিবে না। পরিণামবাদ দূর করিয়া বিবর্তবাদ গ্রহণ কর। ব্রহ্মের অবস্থান্তর নাই। অতএব পরিণাম অসম্ভব। বিবর্ত মানিলে আর ব্রহ্মেও দোষ হয় না এবং জগৎ যে মিথ্যা ; কেবল অজ্ঞান-প্রতীতি মাত্র—এই মাত্র সিদ্ধ হয়।

আর একদল পণ্ডিত ভাণপ্রবল মতকে তত তাত্ত্বিক মনে করিলেন না। তাঁহারা বলিলেন,—জগৎটা স্বতঃসিদ্ধ ভাণ নয়। জীবরূপ অন্য এক প্রকার ভাণকে অবলম্বন করিয়া জগদ্রূপ ভাণের উৎপত্তি হইয়াছে। জীব

তবে কি পৃথক্ তত্ত্ব? তাহাও নয়। তাহা বলিলে অদ্বৈতহানি হইবে। জীবই ভাগ। ঐ পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া দুইটি মত স্থির করিলেন। একদল বলিলেন, মহাকাশ ব্রহ্ম—অবিদ্যাদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া ঘটাকাশাদির ন্যায় পৃথক্ জীব নামে প্রতীতির বিষয় হ'ন। অন্য দল তাহাতে এই প্রতিবাদ করেন যে, তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিব্রত করা হইবে। ব্রহ্মের সাক্ষাদ্ অংশ পরিচ্ছিন্ন করিয়া মায়ায় বশীভূত করিতে হইবে। তাহা না করিয়া জীবকে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বলিয়া স্বীকার কর। এই সমস্ত মতের ভিতরে একটি মহাপ্রমাদ আছে, তাহা মতবাদান্ধকারাচ্ছন্ন পণ্ডিতগণ দেখিতে পা'ন না এবং দেখিতেও চা'ন না। প্রমাদটি এই যে, ব্রহ্ম—অদ্বিতীয় তত্ত্ব এবং তাঁহা হইতে পৃথক্ তত্ত্ব নাই। যে পর্যন্ত সেই ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তি স্বীকার করা না যায়, সে পর্যন্ত পূর্বোক্ত সমস্ত মীমাংসাই অকিঞ্চিৎ-কর হয়। একজন মায়া, একজন অবিদ্যা, একজন ভাগ, আর একজন ভাগের ভাগ মানিয়া কিরূপে নিঃশক্তি-ব্রহ্মকে এক তত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিতে পারেন? এই সমস্ত মতে অবশ্যই অদ্বৈত-হানি-দোষ লক্ষিত হয়। অচিন্ত্যশক্তি মানিলে আর ব্রহ্মকে এক তত্ত্ব বলিয়া বজায় রাখিয়া তত্ত্বান্তরের আশ্রয় লইতে হয় না। বস্তুশক্তি বস্তু হইতে কখনই পৃথক্ নয়। সবিকার ও নির্বিকার, নিরাকার ও সাকার, সবিশেষ ও নির্বিশেষ—ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম হইলেও অচিন্ত্যশক্তির নিকট সর্বদা যুগপৎ অবস্থিত হইয়াও পরস্পর অবিরোধী। মানবযুক্তি—সীমাবিশিষ্ট, অতএব অবিচিন্ত্য-শক্তিকে ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারে না। সেই জন্যই কি অচিন্ত্য-শক্তি স্বীকৃত হইবে? অচিন্ত্যশক্তিমদ্ ব্রহ্মের মহিমা কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মমহিমা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। আমরা পরব্রহ্মেরই প্রতিষ্ঠা করি। পরশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মই—পরব্রহ্ম। নিঃশক্তি নির্বিশেষ ব্রহ্ম—পরব্রহ্মের একদেশ মাত্র। এরূপস্থলে পরব্রহ্ম ত্যাগ করিয়া একদেশপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মের চিন্তা হীনতর চিত্ত হইতে হয়, সন্দেহ নাই। কেবলাদ্বৈতবাদ সদ্যুক্তিকে

পরিতুষ্ট করিতে পারে না, বেদের সমস্ত বাক্যের সামঞ্জস্য করিতে পারে না এবং জীবের চরম মঙ্গল বিধান করিতে অক্ষম।

প্রাকৃত চয়নবাদ

সমস্ত বাদ—জাল অর্থাৎ মতবাদীদিগের কুসংস্কার মাত্র। এই সমস্ত মতবাদের মধ্যে সত্য নিহিতরূপে অবস্থিতি করেন। অসত্যসমূহকে নির্ধারিত করিয়া দূরকরত সত্যকে সাক্ষাদ্ অনুসন্ধানপূর্বক সংগ্রহ করার নাম সত্যনির্ণয়। ভিক্টর কুঁজ্যা-নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই উপায়টি বুঝিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতকার্য না হইবার কারণ এই যে, তিনি পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধিনিঃসৃত তত্ত্ববিদ্যার মধ্যে সার গ্রহণ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য বুদ্ধি অত্যন্ত জড়নিষ্ঠ। আত্মা ও অনাত্মার সূক্ষ্ম পার্থক্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া জড়জনিত মনকেই অর্থাৎ লিঙ্গ-পদার্থকেই 'আত্মা' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তুষ কুটিয়া চাউল বাহির করার চেষ্টা যেরূপ নিস্ফল, কুঁজ্যার সার সংগ্রহও চরমে সেইরূপ হইল।

অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ॥[১]

ভ্রমর যদ্রূপ পুষ্পের অসার পরিত্যাগ করিয়া উহার মধুমাত্র সংগ্রহ করে, পণ্ডিত ব্যক্তি তদ্রূপ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবম্ভূত বেদ ও ভাগবতানুমোদিত সারগ্রাহিণী প্রবৃত্তি অবলম্বন পূর্বক বৈষ্ণবপণ্ডিতগণ জড়তত্ত্বনির্ণায়ক ক্ষুদ্র শাস্ত্রসকল হইতে এবং আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বৃহৎ শাস্ত্রসকল হইতে একমাত্র পরমতত্ত্ব ও পরমসত্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার নাম অদ্বয়জ্ঞান। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের সদংশই সেই অদ্বয়জ্ঞান। 'সৎ'-শব্দেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। 'সৎ'-শব্দে অখণ্ড চিজ্জগৎ বুঝিতে হয়। এই মায়িক জগৎ চিজ্জগতের অসৎ-প্রতিফলন মাত্র।" *

১। ভা ১১।৮।১০

* শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত 'তত্ত্ববিবেক'-গ্রন্থ হইতে সংক্ষিপ্ত করিয়া উদ্ধৃত (শ্রীসজ্জন-তোষণী পত্রিকা ১২৯৯—১৩০২ বঙ্গাব্দ)।

শ্রীভগবান্ হইতে শ্রীব্রহ্মা, শ্রীনারদ, শ্রীব্যাস আম্নায়-পারম্পর্যে যে ভাগবত-চতুঃশ্লোকী লাভ করেন, তাহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ—এই চারিটি তত্ত্ব জ্ঞাতব্য। "জ্ঞান'-শব্দে পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের জ্ঞান। ব্রহ্ম-জ্ঞানাদি ইঁহার পরিকর। শক্তির সহিত ভগবান্‌কে জানার নাম—বিজ্ঞান। জড়জগতে পঞ্চ মহাভূত প্রাণিগণের দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহাদের দেহের বহির্দেশে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতিরূপে অবস্থিত বলিয়া প্রাণীর দেহে অপ্রবিষ্ট। শ্রীভগবান্‌ও তদ্রূপ প্রণত জনের অন্তরে ও বাহিরে সর্বদা স্ফুরিত হন। ইহাই প্রেমের স্বভাব। এই প্রেমভক্তিই রহস্য। এই পরম রহস্য ভগবৎ-প্রেমের অঙ্গস্বরূপই—সাধনভক্তি। এই সাধনভক্তি অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে জিজ্ঞাস্য। এই সাধনভক্তি প্রয়োজন-সাধক বলিয়া নিজেও রহস্য। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব।'

Mysticism

শ্রৌতশাস্ত্রানুগত্যময়ী সারগ্রহিতা বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া এক শ্রেণীর স্বতন্ত্রতাকামী মনোধর্মী ব্যক্তি মনোধর্মোত্থ ভাবাবেগ ও উচ্ছ্বাসকে সহজ সত্যরূপে প্রচার এবং অপর মনোধর্মি-সম্প্রদায়ের নিকট হইতে উহার সমর্থন পাইয়া একটি স্বতন্ত্র সহজ মত গড়িয়া তুলিয়াছেন। ইঁহাদের ভাবমুগ্ধ মনোধর্মি-সম্প্রদায় ঐরূপ স্বতন্ত্র মতকেই শাস্ত্রাতীত চরম সত্য বলিয়া কল্পনা ও প্রচার করেন। এই জাতীয় স্বতন্ত্রভাবোচ্ছ্বাসময় মনোধর্ম বিদেশীয় পরিভাষায় কোনো কোনো স্থলে 'mysticism' নামে পরিচিত হইয়াছে।

বিদেশীয় ভাবপ্রবণ মস্তিষ্ক হইতে জাত উক্ত পরিভাষাটিকে পাশ্চাত্য-চিন্তাস্রোতে ভাসমান ব্যক্তিগণ অনেক সময় গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের উপরও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই শব্দটির নানাপ্রকার বাংলা-প্রতিশব্দ অভিধানে পাওয়া যায়; যথা—ধ্যানরসিকতা, অধ্যাত্মভাব, মরমিয়াবাদ, অচিন্ত্যবাদ, অনির্বাচ্যবাদ, রহস্যসমাচ্ছন্নবাদ, অপরোক্ষ-জ্ঞানবাদ, ভাবনাযোগ ইত্যাদি।

এই সকল শব্দের মধ্যে কোনটিই গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত স্বরূপ আংশিকভাবেও নির্ণয় করিতে পারে না। অবশ্য বৈষ্ণবধর্মের যে বিকৃত রূপ যুগমানবের চক্ষে প্রতিভাত, যাহা 'প্রাকৃত-সহজিয়াবাদ' নামে বিদিত, 'mysticism'-শব্দটি সেই সহজিয়াবাদকেই নির্দেশ করিবার চেষ্টা করে মাত্র। যদিও ভক্তিরসাবিষ্টতাই গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ, তথাপি প্রাকৃত চিন্তাস্রোতে ভাসমান ব্যক্তিগণ যাহাকে রস, রহস্য, অবি-চিন্ত্যতা, সহৃদয়তা, সহজভাব প্রভৃতি মনে করেন, তাহা হইতে ভাগবত-গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম বহু দূরে অবস্থিত। এজন্যই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ রসের সংজ্ঞায় সর্বাগ্রে 'ভাবনাপথ' অতিক্রমপূর্বক 'বিশুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বল-হৃদয়'রূপ অধিষ্ঠানের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতও "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং"-বাক্যের দ্বারা অবিচিন্ত্য-রসস্বরূপের আবির্ভাব-পীঠ নির্ণয় করিয়াছেন।

কোন কোন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য-দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষৈকবাদ হইতে মরমিয়াবাদে (From Empiricism to Mysticism)[১] যাত্রার পথে Empiricism (প্রত্যক্ষৈকবাদ) হইতে Idealism (ভাববাদ)-এ রূপান্তর এবং Idealism হইতে Mysticism-এ পর্যবসানের কথা বিবৃত করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহাদের মতে প্রত্যক্ষৈকবাদ ভাববাদে পরিণত হয় এবং ভাববাদ মরমিয়াবাদে পর্যবসিত হইয়া থাকে। মধ্যযুগীয় নাথ ও যোগিসম্প্রদায়ের মত, দাদূ, কবীর প্রভৃতির মত ও বিবিধ সহজিয়া মত, আউল, বাউল, কর্তাভজা, দরবেশ, সংযোগী, সাই, সখীভেকী, মুসাসুহাগী, কাকাপন্থী, রসূলসাহী, লালবেগী, প্রাণনাথী, অনন্তপন্থী ইত্যাদি মনঃকল্পিত মত এবং বিবিধ সূফী মত এই জাতীয় Mysticism নামে পরিচিত হইয়াছে।

১। An Article by K. J. Spalding, Brasenose College, Oxford University, published in 'Radhakrishnan Comparative Studies in Philosophy', pp. 118—138, London 1951.

"সবার উপরে মানুষ সত্য" এই সহজিয়া উক্তিটি Mysticism-এরই মহাবাক্য বলিয়া প্রচারিত।[১]

কোন কোন পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মকে Mysticism-রূপে সমর্থন করিয়া Mysticismকে বৈজ্ঞানিক ও অতি-বৈজ্ঞানিক মত বলিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন। Bertrand Russell-প্রমুখ আধুনিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিকগণ Mysticismকে অবৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন এবং দার্শনিক ভোজ-সভায় অপাঙ্‌ক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। Pragmatism (কৃত্যসাধ্যকতাবাদ)-নামক মতবাদ Mysticismকে অপ্রয়োজনীয় ও অবাস্তব বলিয়াই বর্জন করিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিয়াছেন,—"Mysticism is a message of the Supreme God-head conveyed through a magic touch, as it were, of the Personality of God. It realizes with greater intensity the divine factor in the relation of God to man, and this fact accounts for its transcendency over all other religions."[২]

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তের—কি দর্শন, কি উপাসনা বা ভজন, কি রস-সংবেদন অর্থাৎ প্রেমাস্বাদনরূপ প্রয়োজন, সর্বত্রই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তটি বিলসিত রহিয়াছে। অতর্ক্য-সহস্রশক্তি পরমেশ্বরের স্বরূপশক্তির কৃপাবঞ্চিত আধ্যক্ষিক ব্যক্তিগণ শ্রুতার্থাপত্তিমূলা অবিচিন্ত্যশক্তিমত্তাকে ধারণা করিতে না পারিয়া উহাকে Mysticism নাম দিয়াছেন।

১। Vide, Foreword—'Mediaeval Mysticism of India' by Khitimohan Sen; Luzac & Co., London 1929; 'ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা'—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩০ খ্রীঃ; ২। 'The Contribution of Bengal Vaishnavism to Religious Thought' by Girindra Narayan Mallik, M.A., B.L. in 'The Cultural Heritage of India', Sri Ramakrishna Centenary Memorial Vol. II, p. 105, Calcutta.

অচিন্ত্যসিদ্ধান্ত ও Mysticism—এক নহে। Mysticism হইল—মনোধর্মের ভাবাবেগ, বাউলদের ভাষায়—'বেড়ুরী' (শাস্ত্র-বন্ধনহীন) মত ; রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধিনিষেধের পাথরের বাধা ভেদ ক'রে। এই সাধনা সমাজ-শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে।"

'অচিন্ত্য'-শব্দের তাৎপর্যে শ্রীশঙ্করাচার্য

বস্তুতঃ অচিন্ত্যসিদ্ধান্তটি বেদান্তমূলক। স্বয়ং শ্রীশঙ্করাচার্যও উহা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"—এই ব্রহ্ম-সূত্রের শঙ্কর-ভাষ্যানুবাদ এইরূপ,—"ব্রহ্ম—শব্দমূলক, শব্দ-প্রমাণক ; ব্রহ্ম—ইন্দ্রিয়াদি প্রত্যক্ষ-প্রমাণক নহেন। সেইজন্য ব্রহ্মের স্বরূপ—'যথাশব্দ' (অর্থাৎ শব্দপ্রমাণানুরূপ) স্বীকার করিতেই হইবে। লৌকিক ব্যাপারসমূহেও দেখা যায়,—মণি, মন্ত্র, ঔষধ প্রভৃতির শক্তি বিভিন্ন দেশ-কালাদি-নিমিত্ত-বশতঃ বিচিত্র ও বহু বিরুদ্ধ কার্য উৎপন্ন করে। সেই সকল শক্তি উপদেশ (অর্থাৎ শব্দ-প্রমাণ) ব্যতীত কেবল তর্কে জানা যায় না। 'এই বস্তুর শক্তিসমূহ এবম্ভূত পরিমাণ, এত সংখ্যক, এই এই সহায়-যুক্ত, ইহার এই এই বিষয় এবং এই সকলের প্রয়োজন-সাধক'—এই সকল যখন বিনা উপদেশে কেবলমাত্র তর্কে জানা যায় না, তখন যে অচিন্ত্যশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ শব্দ-প্রমাণ ব্যতীত জানা যাইতে পারে না, ইহা বলাই বাহুল্য। এই সিদ্ধান্ত পৌরাণিকগণও বলিয়াছেন,—যে সকল ব্যাপার মানব-চিন্তার অতীত, তাহাতে লৌকিক বিচারমার্গ কখনো প্রয়োগ করিবে না। যাহা প্রকৃতির অতীত অর্থাৎ অপ্রাকৃত, তাহাই অচিন্ত্যের লক্ষণ। অতএব অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপাববোধ শব্দমূলক।"[১] শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামে (১০২) **শ্রীবিষ্ণুর** একটি **নাম 'অচিন্ত্য'** বলিয়া উক্ত। শ্রীশঙ্করাচার্য স্বকৃতভাষ্যে উক্ত 'অচিন্ত্য'-পদের এইরূপ

১। শঙ্কর-শারীরকভাষ্য ২।১।২৭

ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"প্রমাণাদি-সাক্ষিত্বেন সর্বপ্রমাণাগোচরত্বাদচিন্ত্যঃ। অয়মীদৃশঃ ইতি বিশ্বপ্রপঞ্চবিলক্ষণত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্বা অচিন্ত্যঃ।"[১]

বিশ্ব-দর্শনের ভিত্তি ও মানবীয়বাদ

প্রাচীনতম হইতে আধুনিকতম বিশ্ব-দর্শনের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করিলে তন্মধ্যে প্রেয়োবাদেরই (Hedonism) বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। তথাকথিত আধ্যাত্মিক দর্শনের মধ্যেও শ্রেয়ের নামে প্রেয়োবাদ (আত্মেন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা) নানাভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, আর জড় দার্শনিক মতগুলির ত' কথাই নাই।

য়ুরোপে তথাকথিত জ্ঞানালোকের যুগে সকলের উপর যুক্তির স্থান নির্দিষ্ট হইয়া ব্যক্তিগত অধিকার ঘোষিত হয় এবং প্রকৃতি-সত্তাসম্বন্ধীয় সমস্যাসমূহ ত্যাগ করিয়া মানব-মনের প্রকৃতি ও তাহার শক্তি-সম্বন্ধে গবেষণার ছলে সমষ্টিগত আধ্যক্ষিকতার অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত হয়। "The proper study of mankind is man" অর্থাৎ 'মানবজাতির প্রকৃত গবেষণার বিষয় হইল মানুষ'—আলেকজাণ্ডার পোপের এই উক্তির মধ্যে সেইন্ট্ অগাষ্টিনের (৩৫৪-৪৩০ খ্রীঃ) চিন্তাস্রোত অপেক্ষা প্লেটো ও আরিষ্ট-টলের মানবীয়বাদ (Humanism) অর্থাৎ ঈশ্বর অপেক্ষা মনুষ্যেরই শ্রেষ্ঠ মূল্য বা স্থান-স্বীকারকারী মতবাদের বীজাণুগুলিই অধিক প্রচ্ছন্ন ছিল। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ঐগুলিই বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।[২]

বংলাদেশের একশ্রেণীর সাহিত্যিক সহজিয়া-সাহিত্য হইতে মানবীয়-বাদেরই অনুরূপ একটি পদ আহরণ করিয়াছেন,—"সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" কতিপয় সাহিত্যিকের মতে ইহা চণ্ডীদাসের পদ ; কিন্তু চণ্ডীদাসকে যাঁহারা নিত্য উপজীব্য করিয়াছেন, সেইসকল মহাজন এবং

১। শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্রম্ শাঙ্করভাষ্যোপেতম্ (সংস্কৃত প্রেস্ ডিপোজিটরী, কলিকাতা ১৯৮৫ সংবৎ) ১০২তম শ্লোক ; ২। 'Humanism' of F. C. S. Schiller, (1864—1937 A. D.)

তাঁহাদের শিরোমণি স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত কোনো বাণী বা সিদ্ধান্তের মধ্যে উক্ত পদের ও মতের কোনই পরিচয় বা সমর্থন পাওয়া যায় না।

মানবীয়বাদের ইতিহাস

Sophist-দিগের অন্যতম Protagoras (৪৪০ খ্রীঃ পূঃ) যখন বলিয়াছিলেন,—"Man is the measure of all things" অর্থাৎ 'মানুষই যাবতীয় বস্তুবিচারের মানদণ্ড', তখনও এই মানবীয়-বাদেরই একটি অসম্পূর্ণ বীজীভূত অবস্থা তাঁহার উক্তির মধ্যে নিহিত ছিল। তাই Protagoras-এর মতবাদের অব্যবহিত পরেই গর্জিয়াসের উচ্ছেদবাদ বা শূন্যবাদ (Nihilism) প্রচারিত হয়। বেন্থাম্ ও ষ্টুয়ার্ট মিলের উপযোগিতাবাদ (Utilitarianism, 1748-1873 A. D.) অর্থাৎ যাহাতে 'অধিকতম লোকের প্রভূততম সুখ' হয়, তাহাও 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই অপস্বার্থপর মানবীয় প্রত্যক্ষৈকবাদেরই (Empiricism) প্রতিধ্বনি। হিউমের প্রত্যক্ষৈকবাদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন মিল্ এবং সমসাময়িক কোমৎ (Auguste Comte, 1798-1857 A.D.) উপযোগিতা-বাদিগণের সেই শিক্ষাকে বরণ করিয়া লইয়া জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে অধিকতম মানবের প্রভূত-তম সুখ-সন্ধানের জন্য সচেষ্ট হইবার পিপাসাকে জাগরূক করিয়া দিয়াছিলেন। জড়-বিজ্ঞান যে-যন্ত্রদানবকে জন্ম দিয়াছিল, তাহার সাহায্যে অধিকতম মানবের প্রভূততম সুখ-সন্ধানরত মানব-মেধা একদিন অকস্মাৎ সেই যন্ত্র-দানবের বাহুপ্রসারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে দুইটি অসমশ্রেণীর মানবের সৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া ফরাসি-সমাজতন্ত্রবাদ ও হেগেলের মতবাদের সংমিশ্রণে একটি দার্শনিক মতবাদ সৃষ্টি করিল। উহার নাম হইল—দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical materialism)।

মানবীয়বাদের পরিণতি

কালচক্র ঐ সকল বিশ্বমানব-মরমী লৌহ-মানবগণকেও স্বীয় চক্রে পেষণ করিয়া কালের কাল মহাকালের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছে। বিশ্ব-

মানব-মরমিগণ নিজেদেরই স্বহস্তে পালিত যান্ত্রিক দানবের হস্তে যে আণবিক শক্তি সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কোন্ দিন যে অধিকতম মানবের প্রভূততম ক্লেশ উৎপাদন করে অথবা মানব-সভ্যতাকে ধরা-পৃষ্ঠ হইতে একেবারেই বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহার ঠিক নাই। প্রোটাগোরাসের সময় (৪৮৩-৩৭৫ খ্রীঃ পূঃ) একপ্রকার উচ্ছেদবাদ (Nihilism) প্রবর্তিত ছিল ; আবার দ্বিতীয় জার আলেকজাণ্ডারের রাজত্বকালে রাশিয়ায় যে-সকল মতবাদের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে উচ্ছেদবাদ (Nihilism) ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। আধুনিকতম যুগে পরমাণুর ভিতর আর একপ্রকার উচ্ছেদবাদ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাই আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে,—"নূতনতর রাষ্ট্র, নূতনতর সমাজ, নবতর দর্শন, নূতন জগৎ ও নূতন মানুষ—ভবিষ্যতের কোনো আশা পোষণ করিতে হইলে ইহাদের কথা ভাবিতে হয়। অথবা আশঙ্কা করিতে হয়, মানুষের সমাজের ও সভ্যতার বিলোপ ! পরমাণুর ভিতর যে দৈত্যশক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা আজ আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে ! একদিন সমস্ত ইউরেনিয়ম্ পরমাণু বিস্ফোরিত হইয়া গোটা পৃথিবীটাকেও পুড়াইয়া দিতে পারে ; আর, বহ্নিকুণ্ডে পিপীলিকার মতো সমগ্র মানবজাতি ভস্মীভূত হইয়া আলোকের বা উত্তাপের রশ্মিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে ; এবং অনন্ত আকাশে বিচ্ছুরিত হইয়া ছায়াপথের নীহারিকা-মণ্ডলে অথবা ধ্রুবতারায় অথবা অন্য কোনো দিকে ছড়াইয়া যাইতে পারে ! ভবিষ্যতের নূতন রূপ কল্পনা করিতে না পারিলে এই পরিণতির জন্যই অপেক্ষা করিতে হয় !"[১] 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই সত্যের কি এই পরিণতি ? শাক্যসিংহের শূন্যবাদ (Nihilism) বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধগণের বিভিন্ন প্রকার 'নেতিবাদ' ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উচ্ছেদবাদকে স্বীকার করিয়াছে। চার্বাকের 'প্রেয়োবাদ'ও একপ্রকার উচ্ছেদবাদ। উচ্ছেদবাদ বা নেতিবাদের সমর্থকগণ

১। অধ্যাপক শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-কৃত 'ভারত-দর্শনসার' গ্রন্থের উপসংহার।

বলেন, 'সম্পূর্ণ নূতনের আবির্ভাবের জন্য স্বীকৃত সত্যের আমূল উচ্ছেদই প্রয়োজন।' এই উচ্ছেদবাদের উপর ভিত্তি করিয়াই কি তবে আধুনিকতর রাষ্ট্রসমূহের নবতর সভ্যতার সৌধ গড়িয়া উঠিবে? সমগ্র জড়বাদী জগৎ আজ যে অন্তরে বাহিরে বৌদ্ধমতের গুণমুগ্ধ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে কি জগতের শেষ পরিণতি জড়নির্বাণ বা প্রলয়-ভয়ঙ্কর রুদ্রতাণ্ডবই আশা করা যায়?

পরমকারণ-সত্তা

সনাতন বেদমূলক-দার্শনিক সত্যের মধ্যে ইহার পূর্ণ মীমাংসা রহিয়াছে। বেদ—বিষ্ণুপর; সনাতন শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ হইতে নিত্যস্থিতিশীলতা প্রকাশিত রহিয়াছে। বিষ্ণু—মিশ্রিত সত্ত্ব-গুণের দেবতা নহেন, তিনি—নির্গুণ অর্থাৎ প্রাকৃতগুণের অতীত বিশুদ্ধসত্ত্ব-গুণশালী। বিশুদ্ধসত্ত্বে তাঁহার আবির্ভাব বলিয়া তাঁহার নাম 'বাসুদেব'। তিনি ছান্দোগ্যোপনিষৎ-কথিত দেবকী-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ। জগৎ ব্যাপিয়া যে এষণা ও অহমিকার দ্বন্দ্ব চলিয়াছে এবং যে মাৎসর্য ও হিংসার বিবর্তে বিশ্বমানব আবর্তিত হইতেছে, সে সমস্তই রজোগুণের ক্রিয়া। রজোগুণবিলাসী জড়বাদী আধুনিকতম পাশ্চাত্ত্য মনোবৈজ্ঞানিকগণের মতে যুদ্ধ-বিগ্রহ যদি জগৎ হইতে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ শান্তি বিশ্বমানবের মৃত্যুর শান্তিরূপেই পর্যবসিত হইবে। বিশ্বরূপের সংহারমূর্তির প্রতিক্রিয়ায় যে অবসাদ, জড়তা, ঔদাসীন্য ও শান্তি-লোলুপতা দৃষ্ট হয়, তাহা তমোগুণের ক্রিয়া। আর মিশ্র-সত্ত্বাত্মক ক্রিয়ার মধ্যে যে মানবীয়বাদে তথাকথিত জনসেবা, দেশসেবা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতীক দৃষ্ট হয়, তাহাদের গর্ভে থাকে রজঃ ও তমোগুণের অসংখ্য বীজাণু। উহারা সমাজ-দেহকে অকস্মাৎ বা তিলে তিলে আক্রমণ করিতে থাকে। সুতরাং সেরূপ মিশ্র-সত্ত্বগুণেরও কোন মূল্য নাই।

Existentialism বা প্রাকৃতসত্তাবাদ

পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার আধুনিকতম মত যাহা Existentialism বা 'সত্তাবাদ' নামে কথিত, তাহা বৈদিক শ্রীবিষ্ণুর বা নিত্যসত্তার একটি অত্যন্ত

বিকৃত, খণ্ড প্রতিবিম্বের অনুসন্ধানে অন্ধকারে হাতড়ানো চেষ্টাবিশেষ। Kierkegaard (১৮১৩—৫৫ খ্রীঃ) পাপবাদী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর ন্যায় পরমেশ্বরের সমীপে সত্তার মূল্য স্বীকার করেন বটে, কিন্তু "To feel oneself in presence of God is to feel oneself a sinner. To exist is to be a sinner."[১] Karl. Jaspers (১৮৮৩খ্রীঃ)এর মতে আত্মার অবিনশ্বরত্ব পৌরাণিক পরিভাষামাত্র। আত্মার কোন অনন্ত সত্তা নাই—ইহা সময়ের গর্ভে অবস্থান করে। "The self has no timeless being, but exists in time. * * * Properly speaking, the Absolute can not be known, but only symbolically experienced."[২] Sartre (১৯০৫ খ্রীঃ) নিরীশ্বরবাদ ও মানবীয়বাদ সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহার সত্তাবাদ স্থাপন করিয়াছেন,—"As man is absolutely free and makes himself what he actually is, we need no God to account for his being."[৩]

Marcel (১৮৮৯ খ্রীঃ) অন্য আর এক প্রকার সত্তাবাদ প্রপঞ্চিত করিয়াছেন। তাঁহার সেই মতকে Christian Existentialism নামে বর্ণন করা হয়। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট যে প্রশ্নটি (অর্থাৎ 'কে আমি' ?) করিয়াছিলেন, Marcelও বাহ্যাকারে সেইরূপই এক প্রশ্ন করিয়াছেন। কিন্তু Marcel-এর 'কে আমি'—এই প্রশ্ন সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বের বাস্তব অনুসন্ধান ও নিত্য অনুশীলনে পর্যবসিত হয় নাই। "The fundamental metaphysical question for him is, what am I ? * * * I am identified with my body : but still

---

১। 'Hist. of Phil. : Eastern & Western', Vol. II, edited by Dr. S. Radhakrishnan, p. 426, London 1953 ; ২। Ibid, p. 433 ; ৩। Ibid, pp. 435-436

it is not a subject. I can not say I have the body (as object) nor can I say I am the body (as subject)."[১]

ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বলেন,—"Existentialism is a new name for an ancient method. The Upanisads * * * insist on a knowledge of the self : *Atmanam Viddhi*. * * * Existentialists affirm that the human self is to be treated existentially. The human being is not a thing, a product of natural forces, not an unreal appearance of the Absolute. * * * For the sake of preserving human freedom existentialists sometimes deny the reality of the transcendent. Marx says : 'Man is free only if he owes his existence to himself.' * * * Nicolai Hartmann adopts the theory of postulatory atheism. For the sake of human freedom we must postulate the non-existence of God."[২]

অপ্রাকৃত-সত্তাবাদ

বস্তুতঃ অপ্রাকৃত সত্তাবাদকে[৩] কেন্দ্র করিয়াই গৌড়ীয়-দর্শনের সূচনা হইয়াছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের 'কে আমি'—পরিপ্রশ্নের উত্তরে "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি' 'ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"—এই শ্রীচৈতন্য-বাণীই অপ্রাকৃত-সত্তাবাদের পূর্ণতম অভিব্যক্তি এবং ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের মূল সূত্র।

১। 'Hist. of Phil. : Eastern & Western', Vol. II, edited by S. Radhakrishnan, pp. 436-37, London 1953 ; ২। Ibid, pp. 443-44. Also see the Philosophy of Dr. S. Radhakrishnan edited by P. A. Schilpp, pp. 47-48, 59 ; ৩। ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ষষ্ঠাধ্যায়ে 'পরমকারণ-সত্তাবাদ' দৃষ্ট হয়।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের প্রদর্শিত শ্রীব্রহ্মসংহিতা-নামক সিদ্ধান্ত-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্॥"[১] এই শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবের প্রকটিত সিদ্ধান্তের পরিভাষা-শ্লোক-স্বরূপ অর্থাৎ ইহাতে সংক্ষেপে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রপঞ্চিত সিদ্ধান্ত সম্পুটিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত বস্তুকে, সমস্ত ভগবৎস্বরূপকে, নিখিল শক্তিবর্গকে, অধিক কি, নিজেকে পর্যন্ত আকর্ষণ করেন বলিয়া তিনি 'কৃষ্ণ'। এই আকর্ষণ—স্বীয় রসের দ্বারা আকর্ষণ ; অদ্বিতীয় রসময় তিনি, আর সকলেই —সেই রসাকৃষ্ট। রসই তাঁহার পরিপূর্ণ সত্তা ; এইজন্য শ্রুতি তাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়াছেন। আর তিনি পরম ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। সমস্ত ভগবৎস্বরূপের ঈশ্বরত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতেই প্রাপ্ত। তিনি সমস্ত ঈশ্বরত্বের মূল কারণ অর্থাৎ তিনি পরমকারণ-সত্তা ; অথবা পরা (সর্বোৎকৃষ্টা) মা (শক্তি) যাঁহাতে বর্তমান, তিনি 'পরম'। তিনি নিখিল শক্তিবর্গের আশ্রয় অথবা নিখিলশক্তির অংশিনী স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা—নিত্যই যাঁহাতে অবিচ্ছেদ্যরূপে অধিষ্ঠিতা, তিনি 'পরম'। ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপানুবন্ধিনী শক্তির নিত্যসত্তারও নিত্যাধিষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে। তিনি—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। 'সৎ'-শব্দে বাস্তবনিত্যসত্তা বুঝায়। তিনি—পূর্ণ 'চিৎ'। তিনি চিন্মাত্র নহেন। পূর্ণ চেতন বলিয়া তিনি পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ অর্থাৎ মূর্ত নিত্যসত্তা, পূর্ণচেতন ও পূর্ণানন্দ। তিনি অনাদি অর্থাৎ তাঁহার আদি কিছু নাই অর্থাৎ তিনি স্বয়ংসিদ্ধ। যাহার আদি আছে, তাহা স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারে না। এজন্য তিনি কোন সত্তার অংশ বা আবির্ভাব নহেন—পরিপূর্ণ নিরপেক্ষসত্তাক। আবার তিনি সকলেরই আদি অর্থাৎ তাঁহার সত্তায় সকলের সত্তা, এমন কি, শ্রীনারায়ণাদিরও আদি অর্থাৎ তিনি পরমকারণ-সত্তা। কারণার্ণবশায়ী মহাপুরুষাদি—জগতের কারণ,

১। ব্রহ্মসংহিতা ৫।১

শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাদেরও কারণ ; তিনি—গোবিন্দ। 'গো'-শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, বাণী, গাভী প্রভৃতি। তিনি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা বলিয়া গোবিন্দ, অথবা তাঁহার অন্তরঙ্গ পরিকরগণের ইন্দ্রিয়সমূহকে আনন্দদ্বারা পালন ও পরিপোষণ করেন বলিয়া তিনি 'গোবিন্দ'। তিনি পরা বিদ্যা ভক্তিকে, বেদবাণীকে ও গোকুলবাসী গোগণকে পালন করেন বলিয়া তিনি 'গোবিন্দ'। এই সমস্তই তাঁহার অপ্রাকৃত সত্তার বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ—অনাদি, কিন্তু সকলের আদি, সমস্ত কারণের কারণ শ্রীগোবিন্দ।

পরমকারণ-সত্তা পরব্রহ্ম—নিখিল বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়। যাবতীয় বিরুদ্ধ ধর্ম তাঁহাতেই সুসমন্বিত। এইরূপ এক স্বরূপানুবন্ধিনী অচিন্ত্যশক্তির সত্তা সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরব্রহ্মে নিত্যসিদ্ধভাবে রহিয়াছে। এই অপ্রাকৃত সত্তা-বাদই হইল বেদের নিগূঢ়তম রহস্য। এই অপ্রাকৃত সত্তাবাদ গ্রহণ করিতে না পারায় দার্শনিক জগতে নানাপ্রকার উচ্ছেদবাদ বিভিন্ন মতবাদের নাম ও রূপ লইয়া যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। বৌদ্ধ-উচ্ছেদবাদ বা আচার্য শ্রীশঙ্করের বিবর্তবাদ অপ্রাকৃত সত্তাবাদের বিরোধী ; আর প্রাকৃত সত্তাবাদ, যাহার নামান্তর জড়বাদ (Materialism) বা বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (Realism) তাহাও ধ্বংসশীল মতবাদ বলিয়া আর এক প্রকার উচ্ছেদবাদ। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদের 'কে আমি ?' এই প্রশ্নের উত্তরে সর্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত-মূর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেব বলিলেন,—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥[১]

অপ্রাকৃত সত্তাবাদে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত

অচিন্ত্যশক্তিশালী পরমকারণসত্তা এবং তাঁহার শক্তিবৈচিত্র্য ও শক্তি-পরিণত বস্তু-বৈচিত্র্যের সহিত অচিন্ত্য (শব্দ-প্রমাণগম্য) ভেদ ও অভেদ-

---

১। চৈ চ ম ২০।১০৮

সিদ্ধান্তে অপ্রাকৃতসত্তাবাদের যে পর্যাপ্তি হইয়াছে, তাহাই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষায় 'ভেদাভেদপ্রকাশ'। ইহার টীকায় শ্রীচক্রবর্তিপাদ বলিয়াছেন,—"ব্যষ্টিরূপেণ ভেদঃ সমষ্টিরূপেণাভেদঃ।"[১] অর্থাৎ পরমকারণ-সত্তা ব্যতীত কোন শক্তি বা শক্তি-পরিণত বস্তুর স্বয়ংসিদ্ধ সত্তা নাই। সুতরাং তটস্থা শক্তি-পরিণত জীব পরমকারণসত্তার বিভিন্নাংশরূপে ভিন্ন; আবার শক্তি ও শক্তিমান্‌কে যখন সমষ্টিরূপে অর্থাৎ এক অদ্বয়তত্ত্বরূপে দর্শন হয়, তখন অভিন্ন। এইরূপে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ সেই অচিন্ত্য-শক্তিশালী পরমকারণসত্তার অচিন্ত্যশক্তিরই পরিচায়ক। সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত চতুঃশ্লোকীমুখে এই অপ্রাকৃত-সত্তাবাদই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রহ্মার নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন।

শক্তিমান্ ও শক্তির মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধটি অচিন্ত্য অর্থাৎ শ্রুতার্থাপত্তি-প্রমাণগম্য। শক্তিমান্ যেরূপ এক অদ্বিতীয়, তাঁহার শক্তিও তদ্রূপ এক অদ্বিতীয়া।[২] শক্তিমান্ হইতে শক্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতত্ত্ব নহে[৩], আবার শক্তি—শক্তি-মত্তত্ত্বও নহে। এই সম্বন্ধটিই শব্দ-প্রমাণগম্য। এক শক্তিমানের মুখ্যা ত্রিবিধা শক্তির পরিণতি বা কার্য দৃষ্ট হয়। উক্ত মুখ্যা তিন শক্তি—(১) চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি, (২) জীবশক্তি বা তটস্থা শক্তি ও (৩) মায়া শক্তি বা বহিরঙ্গা শক্তি নামে খ্যাত। অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তির পরিণতি বা কার্য—পরিকরাদি, শ্রীভগবদ্ধামাদি ও তত্রত্য লীলা ও লীলোপকরণাদি; তটস্থা বা জীবশক্তির পরিণতি—অনন্তজীব; বহিরঙ্গা বা মায়িক শক্তির পরিণতি—অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি। শ্রীজীবপাদ পরমাত্মসন্দর্ভে বলিয়াছেন,—

১। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-টীকা ম ২০।১০৮; ২। শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভ, ১১৭ অনু; ৩। শ্রীভগবৎ-সন্দর্ভীয় শ্রীসর্বসংবাদিনী (৫৮ ও ৫৯ অনু), ভাগবততন্ত্র ও বিষ্ণুসংহিতা (ব্র সূ ২।৩।১০—মধ্বভাষ্য) উদ্ধার করিরা শ্রীজীবপাদ শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই—"শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন। অবিভিন্নাপি স্বেচ্ছাদিভেদৈরপি বিভাষ্যতে॥ ইচ্ছা-শক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরিতি ত্রিধা। শক্তিশক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদিষ্যতে॥"

"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি-শক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্-ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্বাবিশেষাচ্চ **ক্বচিদভেদনির্দেশঃ, একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তি-বৈবিধ্য-দর্শনাৎ ভেদ-নির্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ"**[১] অর্থাৎ পরমাত্মার মধ্যে জীবশক্তি এবং জীবশক্তির মধ্যে পরমাত্মা অনুপ্রবিষ্ট হওয়ায় (ঐরূপ অনুপ্রবেশের ফলে) শক্তিমান্ পরমাত্মাকে ছাড়িয়া শক্তির ধারণা করা যায় না। আরও, পরমাত্মা ও জীবশক্তিতে **চিদংশে অভেদ** থাকায় শ্রুতিতে উভয়ের অভিন্নত্ব শ্রুত হয়। আবার এই পরতত্ত্বের বিবিধা শক্তির কথাও শ্রুতিতে[২] পাওয়া যায়। জীবশক্তি ঐ সকল বিবিধা শক্তির অন্যতমা। সুতরাং একটিমাত্র শক্তিকে (জীবশক্তিকে) অনেক-শক্তিমান্ পরতত্ত্বের সহিত অভিন্ন বলাও যুক্তিযুক্ত না হওয়ায় শ্রুতিতে কোনো কোনো স্থানে জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা হইয়াছে। অতএব শক্তিমান্ ও শক্তির ঐরূপ ভেদ ও অভেদ-সম্বন্ধ বর্তমান থাকায় এক স্থানে ভেদের ও অন্যত্র অভেদের উল্লেখ করাও কোনরূপ অসঙ্গত হয় না। একই পরতত্ত্বের স্ব-স্বরূপে ও স্বরূপের বৈভবে শক্তিমান্ ও শক্তি উভয়ের অনুপ্রবেশ, শুদ্ধজীবে শক্তিমান্ ও জীবশক্তি উভয়ের অনুপ্রবেশ, মায়িক ব্রহ্মাণ্ডসমূহে শক্তিমান্ ও মায়াশক্তির অনুপ্রবেশের দ্বারা সর্বত্রই শক্তি ও শক্তিমানে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ প্রকটিত হইয়াছে।

বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রিত পরমকারণসত্ত্বা

শ্রীশ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলেন, 'ভগবান্ নিত্যকাল অপ্রকাশিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও তিনি তাঁহার স্বকীয় শক্তির বলে অন্যের দৃষ্টিগোচর হ'ন। তাঁহার শক্তি ব্যতীত সেই পরমাত্মা, অনন্ত প্রভুকে কে দেখিতে পারে ?' এই 'নারায়ণাধ্যাত্ম'-গ্রন্থের বচন-বিচারে তাঁহাকে কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব তিনি অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত। উভয়পক্ষেই অর্থাৎ

১। শ্রীপরমাত্ম-সন্দর্ভ ৩৭ অনু, ২১ পৃঃ, শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ; ২। "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।"—শ্বেতাশ্ব ৬।৮

তাঁহার ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের অতীততা ও অব্যক্ততাহেতু তাঁহার স্বরূপ ও ধর্ম মানবচিন্তার অগোচর। তিনি অচিন্তনীয় বিরুদ্ধ ও অবিরুদ্ধ-শক্তিময় বলিয়া তাঁহাতে একই সঙ্গে ব্যক্ততা ও অব্যক্ততা ঘটিয়া থাকেই। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমতী জননীদেবী নিজক্রোড়ে প্রবিষ্ট স্বীয় পুত্রের শ্রীমুখবিবরমধ্যে বিশ্ব দর্শন করিয়াছেন, অথচ সমস্ত রজ্জুরাশিদ্বারাও দুই অঙ্গুলিমাত্র পূরণ করিতে পারিলেন না। অতএব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শক্তির অচিন্ত্যতা হওয়ায় মায়ার কল্পনা পরাজিত হইল। কোন নিত্যসিদ্ধ শক্তির দ্বারা কার্যনির্বাহ বা কোন বিরোধ পরিহার করিবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য অন্য শক্তি প্রভৃতি কল্পনা করা অপ্রয়োজনীয় ও অমূলক—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ অচিন্ত্য-মহাশক্তি-প্রভাবেই তাঁহার লীলার সর্ববিধ আপাতবিরোধের পরিহার হয়। সুতরাং সেজন্য মায়ার কল্পনা করা অযৌক্তিক ও অশাস্ত্রীয়। অতর্ক্য-সহস্রশক্তি শ্রীভগবানের অসাধারণ ধর্মই—বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ ও সমন্বয়। বিরুদ্ধধর্মের আশ্রয়রূপেই তাঁহার ভগবত্তা। অচিন্ত্য-মহাশক্তির তত্ত্বজ্ঞান না হইলে প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার স্বরূপজ্ঞান হয় না।

যুগপৎ অপ্রাকৃত বিরুদ্ধধর্মের সমন্বয়

আত্মারামের ক্ষুধা, নিত্যতৃপ্তের অতৃপ্তি, লক্ষ্মীপতির চৌর্য, শুদ্ধসত্ত্ব-বিগ্রহের ক্রোধ, সর্বাভয়প্রদাতার ও সর্ববিধ ভয়ের ভয়দাতার ভয়, সর্বব্যাপীর পলায়ন, সর্বস্বরূপ সর্বাত্মকের বন্ধন প্রভৃতি নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, নিঃসঙ্গ-নির্লিপ্ত-সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের যে সমস্ত স্বরূপ-বিরুদ্ধধর্ম অবিচিন্ত্যমহাশক্তিনিকেতন শ্রীকৃষ্ণের লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমাধান করিতে গিয়া এক শ্রেণীর ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের সত্যতা এবং লীলা ও তাঁহাতে প্রকাশিত বিরুদ্ধধর্মের কাল্পনিকতা কিংবা ঔপাধিকতা —যাহা সাধারণ মনের বিচার, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করেন। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" প্রভৃতি শ্রুতিমন্ত্রে পরব্রহ্মের যে অণুত্ব ও মহত্ত্ব—এই দুই বিরুদ্ধধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়, উহার সামঞ্জস্য করিতে গিয়া মায়াবাদিগণ

বলেন, সচ্চিদানন্দ বস্তু স্বরূপতঃ সর্বব্যাপী হইলেও সূক্ষ্মশরীররূপ উপাধি-বশতঃ তাঁহার ঔপাধিক অণুত্ব গ্রহণ করিয়া শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে অণু বলিয়াছেন। সর্বব্যাপী ও সর্বগত আকাশের যেরূপ ঘটমধ্যস্থ কল্পিত অংশ লইয়া ঘটাকাশ বলিয়া ব্যবহার হয় এবং উহাকে মহাকাশ হইতে ক্ষুদ্র বলা হয়, সেইরূপ সর্বগত সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দতত্ত্বের সূক্ষ্ম-শরীরগত কল্পিত অংশ লইয়া তাঁহাকে জীবাত্মা বলা হয় ও তাঁহার অণুত্ব স্বীকার করা হয়। শাস্ত্রে যে শ্রীভগবানের একত্ব, বহুত্ব, সাকারত্ব ও নিরাকারত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্মের উল্লেখ আছে, কেবলাদ্বৈতী মায়াবাদিগণ ঔপাধিক, ব্যবহারিক, অবাস্তব, প্রাতীতিক প্রভৃতি কল্পনা করিয়া উহার সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন। মায়াবাদীর মতে নিত্য নিরঞ্জন, নির্বিশেষ, চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মের যে সকল লীলামূর্তি ও সেই মূর্তিতে তদনুরূপ ক্ষুধা, পিপাসা, ক্রোধ, রোদন, পলায়ন, কামাদি চেষ্টা প্রভৃতি কিছুই বাস্তব নহে; তাহা রজ্জুকল্পিত সর্পের গর্জন বা ফণা বিস্তার করিয়া দংশনাদি করিবার চেষ্টার ন্যায় অজ্ঞানকল্পিত ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু বৈষ্ণবদার্শনিকগণ এইরূপ মায়া বা কল্পনার আশ্রয় না করিয়া অধোক্ষজ-বিষয়ে প্রমাণচক্রবর্তী শব্দ-প্রমাণের অনুসন্ধান করেন। সেই শব্দপ্রমাণবলে জানা যায়, "অবর্ণঃ সর্বতঃ প্রোক্তঃ শ্যামো রক্তান্তলোচনঃ। ঐশ্বর্যযোগাদ্ভগবান্ বিরুদ্ধার্থোঽভিধীয়তে॥"—(শ্রীকূর্মপুরাণ) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ অবর্ণ হইয়াও শ্যামবর্ণ ও পদ্মপলাশলোচন। তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্যবশতঃ তাঁহাতে পরস্পর বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ ও সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। অতর্ক্য-সহস্রশক্তি পরব্রহ্মের লীলায় বিরুদ্ধধর্মের সমাবেশ দর্শন করিয়া লীলাকে মায়িক, প্রাতীতিক, কাল্পনিক প্রভৃতি কল্পনা করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। তিনি অচিন্ত্য, অনন্ত ঐশ্বর্যমাধুর্য-পারাবার; তিনি অচিন্ত্য মহাশক্তিশালী শাস্ত্ররূপে অবতীর্ণ। শ্রীভগবানের এই বাণীর সিদ্ধান্ত হৃদয়ে ধারণ করিলেই সকল বিরোধের অবসান ঘটে।[১]

১। সংক্ষিপ্ত-শ্রীবৈষ্ণবতোষণী ১০।৯।১৪

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-লীলাসঙ্গী শ্রীশ্রীস্বরূপ-রামানন্দপাদ সর্বপ্রথমে শ্রীগৌরস্বরূপের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বটি আবিষ্কার করেন। শ্রীস্বরূপ-দামোদর-গোস্বামিপাদকৃত কড়চায় শ্রীগৌরাবতারের মূল প্রয়োজন ও শ্রীগৌরতত্ত্ব-বর্ণনের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তটি ব্যক্তীকৃত দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদের ভাষায় তাহা এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—"রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্। দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্র-পরমাণ॥ মৃগমদ, তা'র গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥"—তাৎপর্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ—নিখিল ভগবৎ-স্বরূপ বা শক্তিমত্তত্ত্বের মূল এবং শ্রীরাধা—নিখিল শক্তিতত্ত্বের মূল। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ—এই দুইএ এক, আবার একেই দুই। শক্তি ও শক্তি-মানের অভেদদৃষ্টিতে তাঁহারা এক, আবার আস্বাদ্যরস (মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা) এবং আস্বাদক-রস (রসরাজস্বরূপ শ্রীমাধব)—এইরূপ দৃষ্টিতে তাঁহারা দুই বা পৃথক্। স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অভেদেও ভেদ, আবার ভেদেও অভেদ। এই ভেদ ও অভেদ যুগপৎ অর্থাৎ সমকালে সত্য ও নিত্য এবং শব্দপ্রমাণগম্য বলিয়া অচিন্ত্য। মূলশক্তিরূপা অংশিনী শ্রীরাধার সহিত মূল-শক্তিমান্ বা অংশী শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ নিত্য প্রকটিত থাকায় সমস্ত শক্তিতত্ত্বের সহিত শক্তিমত্তত্ত্বের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধটি যে নিত্য, তাহাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীরামানন্দপাদকৃত 'পহিলেহি রাগ' গীতির "না সো রমণ, না হাম রমণী"—এই পদটির মধ্যে পরতত্ত্বের পরমস্বরূপের লীলারসমাধুর্যের প্রকাশ-পরাকাষ্ঠা—প্রীতির চরম-স্তর অধিরূঢ়-মহাভাবাবস্থাগতা মোহনমাদন-দশাগ্রস্তা শ্রীরাধার সহিত শ্রী-শ্যামের অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের (রসরাজ ও মহাভাব, দু'য়ের মিলিত স্বরূপের) যে সম্বন্ধ ব্যক্তীকৃত হইয়াছে, তাহাতেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের পর্যাপ্তি।

শ্রীরাধা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ হইয়াও নিখিলশক্তির অংশিনী ; অন্যান্য সমস্ত শক্তিই তাঁহার অংশ, কলা, বিকলা বা বিকৃত প্রতিচ্ছবি। সুতরাং পূর্ণশক্তিরূপা শ্রীরাধার সহিত পূর্ণশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদ অঙ্গীকৃত হওয়ায় নিখিলশক্তির সহিতই শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ স্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। তবে স্বরূপশক্তি শ্রীরাধার সহিত পূর্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ সম্বন্ধ, জীবশক্তি বা মায়াশক্তির সহিত তাঁহার সে-জাতীয় সম্বন্ধ নহে। স্বরূপশক্তি—শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎস্বরূপে ও লীলাস্থানে অবস্থিত ; জীবশক্তি—স্বরূপশক্তি-সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপে অবস্থান করে না। সূর্যের অংশাংশ কিরণকণ সূর্যের সাক্ষাৎ-স্বরূপে অবস্থান না করিয়াও সূর্যের সহিত অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধযুক্ত ; মায়াশক্তিও শ্রীকৃষ্ণের বা তাঁহার স্বাংশাবতারগণের স্বরূপের অন্তর্ভুক্তরূপে বা তাঁহাদের লীলাস্থলে অবস্থান করে না ; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডই মায়াশক্তির কার্যস্থল। অতএব নিখিল-শক্তির অংশিনী শ্রীরাধার সহিত সর্বাংশী, সর্বকারণকারণ শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধ-স্বীকারের অন্তর্ভুক্তরূপে নিখিলশক্তির সহিত শক্তিমান্ পরতত্ত্বের অচিন্ত্যভেদাভেদ স্থাপিত হওয়ায় নির্বিশেষ বস্ত্বৈক্যবাদের কোনোরূপ আশঙ্কাই নাই।

চিদ্‌বিলাস-প্রগতির দর্শন

বিশ্বরূপ বা বিরাটের দর্শনে মস্তিষ্ক-প্রতিভার যে-সকল বিচার-শৈলী নানা নামে ও রূপে উদ্ভূত হইয়াছে, তাহা আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। এই বিরাটের আবর্তে সত্তাকে হারাইয়া ফেলিলে মানব মনোধর্মের অতল-গর্ভে নির্বাণ-লাভ করে। স্বয়ংরূপ বা স্বরাটের দর্শন, যাহা স্বরাট্-লীলাপুরুষোত্তম 'শ্রীমদ্‌ভাগবত-চতুঃশ্লোকী'র মধ্যে শ্রীব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, তাহাই চিদ্বিলাসময়ী প্রগতি-পরাকাষ্ঠার সন্ধান প্রদান করে। সেই চিদ্বিলাসময়ী অনন্ত-প্রগতিরই অকিঞ্চিৎকর খণ্ড প্রতিফলন এই জড়-জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক্ দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ বলিয়াছেন,—'perpetual flux' বা 'অবিরাম পরিবর্তন'ই হইল সত্য। এই মতই

পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের চিন্তাধারা ও তৎসঙ্গে পাশ্চাত্ত্য জড়বাদীর জীবন ও কর্মধারাকে চালিত করিয়াছে ও করিতেছে। বার্গশঁ তাঁহার 'Creative Evolution'এ বলিয়াছেন,—'এই জগৎ এক অপূর্ব অত্যাশ্চর্য পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে।' হেগেল বলিয়াছেন,—'Absolute' হইতেছে—একটা গতি, একটা ক্রিয়া ও একটা বিবর্তন। আইনষ্টাইনের 'আপেক্ষিকতা-বাদ' (Law of Relativity) উক্ত দার্শনিক মতেরই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ। এই জগতে সমস্তই চলিষ্ণু। যাহা এক বস্তুর সম্বন্ধে অচল, তাহাই অন্য বস্তুর সম্বন্ধে সচল। এই বিশ্বব্যাপী চলিষ্ণুতার মধ্যে স্থিতি ও গতির গাণিতিক হিসাব করিতে হইলে যে সূত্রের প্রয়োজন তাহাই আপেক্ষিকতা-বাদের প্রতিপাদ্য। কিন্তু এই চলিষ্ণুতার চরম লক্ষ্য ও পরিণতি কোথায়? জড়নির্বাণই ইহার শেষ পরিণতি নহে কি? বিশ্বরূপ বা বিরাটের মধ্যে আত্মপাত বা ধ্বংসই ইহার শেষ পরিণাম। এই পরিণাম হইতে চিৎ-স্ফুলিঙ্গ-কণসমূহকে রক্ষা করিবার জন্য বেদান্তদর্শনের প্রাকট্য হইয়াছে; তাহারই বিবৃতি-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত-দর্শনে চিদ্বিলাসময়ী প্রগতির সন্ধান প্রদত্ত হইয়াছে। এই চিদ্বিলাস-প্রগতি-পরাকাষ্ঠা বিদ্যুদ্-বেগ অপেক্ষাও অধিকতর বেগবতী বৃত্তিরূপে যে মহাশক্তি কর্তৃক আবিষ্কৃত, তাহাই হইল মহাভাব-রসরাজমূর্তির প্রেমবিলাস-বিবর্তময় রসসিন্ধু হইতে উদ্ভূতা—'অমন্দোদয়দয়া'। 'অমন্দ' অর্থাৎ অতিশয় তীব্র, 'উদয়' অর্থাৎ প্রকাশ যাহার—সেইরূপ এক অত্যদ্ভুত মহাবদান্যতা। সেই দয়ার কথা শ্রীশ্রীস্বরূপদামোদর-পাদের ভাষায় উদ্ধার করিয়া (চৈ চ ম ১০।১১৯) আমরা এই গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি—

শ্রীচৈতন্য-দয়ার চমৎকারিতা

হেলোদ্ধূলিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া॥

শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে পতিত হইয়া উপরি-উক্ত শ্লোকটি বলিয়াছিলেন। কিরূপ দয়া জীবের চিত্তকে সর্বশ্রেষ্ঠ চমৎকারে প্লাবিত করিতে পারে, তাহাই উক্ত শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়। শ্রীল স্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন,—'হে দয়ানিধি শ্রীচৈতন্য! আমার প্রতি আপনার দয়া হউক—সেই দয়া মাধুর্যের চরম সীমার দ্বারা অত্যধিকরূপে প্রকাশিত; সেই দয়া অত্যন্ত বেগবতী—প্রগতিশালিনী—মন্দা নহে; মাধুর্যের পরাকাষ্ঠার বিকাশহেতু তাহা আট প্রকার বিশেষণে লক্ষিত; যথা,—(১) অনায়াসে ও সম্যগ্রূপে যাবতীয় খেদ বা দুঃখকে দূরীভূত করে, (২) তাহা অতিশয় নির্মল, (৩) তাহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে আমোদ অর্থাৎ আনন্দ বর্ধিত হয়, (৪) তাহার দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রের বিবাদ প্রশমিত হয়, (৫) তাহা অপ্রাকৃত ভক্তিরস দান করে, (৬) তাহা চিত্তে দিব্যোন্মাদ প্রকট করে, (৭) তাহা নিরন্তর ভক্তির বিনোদ সম্পাদন করে এবং (৮) সেই দয়া পরতত্ত্বের গুণগানে মদ অর্থাৎ মত্ততা বা আবেশ বিধান করে।

শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদও সেই দয়ারই বিচার করিবার জন্য জগজ্জীবকে আহ্বান করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥[১]

এখানে বিচার শব্দের অর্থ—অন্বেষণ, অনুগমন, যাথার্থ্যানুভব। বিশ্বদর্শনে কেবল মস্তিষ্কের বিচার, এজন্য সেই বিচারের ফলে চমৎকার বা ভক্তিরসের উদয় হয় না। মস্তিষ্কের বিচার বিরাট বা জড়ে মানব-মেধাকে অধিকতর আসক্ত করে। উহার অনিবার্য ফল—ধ্বংস।

উপসংহার

বিশ্বদর্শনের যে-সকল মতবাদ আমাদের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সৃষ্ট হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, ঐ সমস্তই কোন জাগতিক দেশ, কাল, পাত্রের

১। চৈ চ আ ৮।১৫

গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ অর্থাৎ কোন কালে, কোন সৃষ্ট ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা, কোন খণ্ডিত স্থানে সৃষ্ট, সৃজ্যমান বা সৃজ্য ; কিন্তু ভাগবত-দর্শন সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রণীত ; উহা কোন সৃষ্ট জীব কোন খণ্ড কালে বা দেশে নির্মাণ বা প্রপঞ্চনা করেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিশ্বদর্শনের ন্যায় ভাগবতীয় দর্শন বদ্ধজীবের সাময়িক উপযোগিতা-বাদ লইয়া সৃষ্ট হয় নাই, ভগবৎ-প্রীতিমূলেই ভাগবতীয় দর্শনের প্রাকট্য এবং প্রীতিপরাকাষ্ঠাতেই তাহার পর্যবসান। সেই ভগবৎ-প্রীতিরস-প্রস্রবণ ভগবন্নামরস-রসিক মহদ্‌গণের হৃদয় হইতে দশদিকে শতধারে সর্বক্ষণ প্রবাহিত। বিশ্বদর্শনের কোটিজিহ্বা তর্কানলশিখা কখনো বিশ্ব-মানবকে পরা শান্তির অধিকারী করিতে পারে না। ভাগবতের কৃপায় ভাগবতীয় দর্শনের রসপ্রস্রবণ-ধারার যে কোন একটি কণিকা অনায়াসে বিশ্বের সমগ্র সমস্যামূলের সমাধান করিয়া বিশ্বকে পরমপ্রয়োজন-লাভের অধিকারী করিতে পারে। ভাগবত-গৌড়ীয়দর্শন—সাক্ষাৎ রস-সাক্ষাৎকার—রস-সীমার সংবেদন বা অনুভব। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ বলেন,—

নির্বাণনিম্বরসমেব পিবন্তি কেচি-
দ্ভব্যা ন তে রসবিশেষবিদো বয়ন্তু।
শ্যামামৃতং মদনমন্থরগোপরামা-
নেত্রাঞ্জলীচুলুকিতাবসিতং পিবামঃ ॥[১]

গ্রন্থ সম্পূর্ণ

১। শ্রীঅলঙ্কার-কৌস্তুভ, উপসংহার

টিপ্পনী

অনূপনারায়ণ—এই গ্রন্থের 'ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্যকারগণ'-শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণির সমঞ্জসাবৃত্তির প্রসঙ্গ মুদ্রিত হইয়া যাইবার পর 'বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়-লিখিত 'অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি'-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। আমরা কাশী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি, সেই সকল তথ্যের অনুসন্ধান উক্ত প্রবন্ধে নাই। উক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত কুলপঞ্জী-অনুসারে অনূপনারায়ণ—বাৎস্যগোত্র 'স্যান্যাল'-বংশের আদিকুলীন লক্ষ্মীধরের অধস্তন ৯ম পুরুষ 'শিখাই স্যান্যাল' (১৩০০ খ্রীঃ), শিখাইর ষষ্ঠ অধস্তন বৈষ্ণব মিশ্র (খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ), তাঁহার ৭ম অধস্তন লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র সমঞ্জসা-বৃত্তিকার অনূপনারায়ণ তর্ক-শিরোমণি।

উক্ত প্রবন্ধে সমঞ্জসাবৃত্তির দুইটি মাত্র পুঁথির উল্লেখ দৃষ্ট হয়, একটি—রাজেন্দ্রলাল মিত্র-কর্তৃক মানকর-নিবাসী হিতলাল মিশ্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত পুঁথির (L.687—পত্রসংখ্যা ১০৯) প্রতিলিপি (১৩৬৭-সং, পুঁথি অসম্পূর্ণ), যাহা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে রক্ষিত; আর একটি সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত সম্পূর্ণ পুঁথি। কিন্তু প্রকাশ্যমান গ্রন্থ-মুদ্রণ প্রায় শেষ হইবার পর বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে উপহৃত ঈশ্বরচন্দ্র-বিদ্যাসাগর-সংগ্রহের মধ্যে আর একটি সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত পুঁথি আমরা দেখিতে পাইয়াছি। ঐ পুঁথি-সংখ্যা—২৪৫, পত্রসংখ্যা—১—৫৫। এতদ্ব্যতীত অফ্রেতের তালিকায় আরও কএকটি পুঁথির উল্লেখ দৃষ্ট হয়—Oudh VL. II, No. 16 ; VL. XIII, No. 86 ; N. P. VL. III, No. 92.

১। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা, ৬০ বর্ষ, ১ম ভাগ, ২৬—২৯ পৃঃ

দশপ্রকরণ—এই গ্রন্থের ‘প্রস্থানভেদ’-অনুচ্ছেদে[১] ব্যবহৃত ‘দশ-প্রকরণ’-শব্দটি একটি পারিভাষিক শব্দ। শ্রীমধ্বাচার্যের রচিত নিম্নলিখিত দশটি গ্রন্থ সমষ্টিগতভাবে তৎসম্প্রদায়ে ‘দশপ্রকরণ’ নামে খ্যাত। উহাদের নাম এই—(১) প্রমাণলক্ষণ, (২) কথালক্ষণ, (৩) উপাধিখণ্ডন, (৪) মায়াবাদখণ্ডন, (৫) প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানখণ্ডন, (৬) তত্ত্বসংখ্যান, (৭) তত্ত্ববিবেক, (৮) তত্ত্বোদ্যোত, (৯) বিষ্ণুতত্ত্বনির্ণয় ও (১০) কর্মনির্ণয়। শ্রীজয়তীর্থ এই দশপ্রকরণের টীকা করিয়াছেন।

বাদ ও সিদ্ধান্ত—তত্ত্বনির্ণয় বা পর-পরাজয়-উদ্দেশে ন্যায়ানুগত বচন-পরম্পরার নাম—কথা। এই কথা তিন প্রকার—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। (১) জয়-পরাজয়ের জন্য নহে, কেবলমাত্র তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশে যে কথা প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম—**বাদ**[২]; (২) তত্ত্বনির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া প্রতিপক্ষের পরাজয় এবং নিজের জয়মাত্র উদ্দেশে যে কথা প্রবর্তিত হয়, তাহার নাম—**জল্প**; (৩) নিজের কোনও পক্ষ নির্দেশ না করিয়া কেবল পরপক্ষ-খণ্ডনের উদ্দেশে বিজিগীষু যে কথার প্রবর্তনা করে, তাহার নাম—**বিতণ্ডা**। শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে যাহা অসংশয়িতরূপে নির্ণয় করা হয়, তাহাকে **সিদ্ধান্ত**[৩] কহে। তন্ত্র-শব্দের অর্থ—শাস্ত্র, স্বশাস্ত্রসিদ্ধ এবং অন্যসকল শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে সিদ্ধান্ত, তাহার নাম—**সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত**[৪]।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বটি যুগপৎ ‘বাদ’ ও ‘সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত’

সাধারণতঃ ‘বাদ’-শব্দের যে প্রসিদ্ধ অর্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে কেবল সম্প্রদায়-বিশেষের অনুরোধে কোন সম্প্রদায়ের কল্পিত মত রক্ষা করিবার জন্য যে অন্য মতের অবৈধ খণ্ডনের চেষ্টা, তাহাই বুঝায়। বস্তুতঃ ন্যায়দর্শনোক্ত ‘বাদ’-পরিভাষার প্রকৃত তাৎপর্য তাহা নহে। যে স্থানে

১। ৭৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য; ২। ন্যায়দর্শন ১।২।১; ৩। ঐ ১।১।২৬; ৪। ঐ ১।১।২৮

পরস্পর বিজিগীষু না হইয়া কেবল প্রকৃত বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ শব্দপ্রমাণ ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তিদ্বারা স্বপক্ষ-সাধন ও পরপক্ষ-খণ্ডনপূর্বক সিদ্ধান্তের অবিরোধী (অপসিদ্ধান্তের নিরাস) পঞ্চাবয়বযুক্ত (হেত্বাভাসাদি-নির্মুক্ত) বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি ও প্রত্যুক্তি হয়, তাহাই—বাদ। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীভাগবতসন্দর্ভে ও শ্রীসর্বসংবাদিনীতে এই প্রণালীই পূর্ণভাবে অবলম্বন করিয়াছেন ; সুতরাং তাঁহার প্রপঞ্চিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বকে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' বলিলে তাহা কোন বিজিগীষাপর সাম্প্রদায়িক স্বকপোল-কল্পিত সংকীর্ণ মতবাদ বলিয়া গণ্য হয় না।

অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বটি শাস্ত্রোক্ত রীতিতে শাস্ত্রপ্রমাণ ও শাস্ত্রানুকূল যুক্তিদ্বারা স্থাপিত হওয়ায় একদিকে যেরূপ যথার্থ বাদ, অন্যদিকে ঐ তত্ত্বটি শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে এবং অসংশয়িতভাবে স্বশাস্ত্রসিদ্ধ ও সকল শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উহাকে 'সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত' বলা যায়।

শ্রীশঙ্করাচার্য ও শ্রীমদ্ভাগবত—শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য তাঁহার রচিত 'প্রবোধ-সুধাকরে' জীবকে নিত্য কৃষ্ণদাস ও অণুচৈতন্যরূপে স্বীকার এবং শ্রীভাগবতানুরূপ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত যাবতীয় শ্রীকৃষ্ণলীলা, গোপী-প্রেম, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমজনিত সাত্ত্বিক বিকার প্রভৃতি বর্ণন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার কুলদেবতা ও শিব-ব্রহ্মাদির আরাধ্য পরতত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলধ্যানে আবিষ্টতাকে স্বর্গমোক্ষধিক্কারী বলিয়াছেন,—

কেনাঽপি গীয়মানে, হরিগীতে বেণুনাদে বা।
আনন্দাবির্ভাবো, যুগপৎ স্যাদষ্ট-সাত্ত্বিকোদ্রেকঃ॥
তস্মিন্নুভবতি মনঃ, প্রগৃহ্যমাণং পরাত্মসুখম্।
স্থিরতাং যাতে তস্মিন্, যাতি মদোন্মত্তদন্তিদশাম্॥
জন্তুষু ভগবদ্ভাবং, ভগবতি ভূতানি পশ্যতি ক্রমশঃ।
এতাদৃশী দশা চেৎ, তদৈব **হরিদাসবর্যঃ** স্যাৎ॥

পুণ্যতমামতিসুরসাং, মনোহভিরামাং **হরেঃ কথাং** ত্যক্ত্বা ।
শ্রোতুং শ্রবণদ্বন্দ্বং, গ্রাম্যং কথমাদরং বহতি ॥

বৎসাহরণাবসরে, পৃথগ্-বয়ো-রূপ-বাসনা-ভূষান্ ।
হরিরজমোহং কর্তুং, সবৎসগোপান্ বিনির্মমে স্বস্মাৎ ॥

অগ্নের্যথা **স্ফুলিঙ্গাঃ, ক্ষুদ্রাস্ত** ব্যুচ্চরন্তীতি ।
শ্রুত্যর্থং দর্শয়িতুং, স্বতনোরতনোৎ স **জীবসন্দোহম্** ॥

দুঃসহবিরহভ্রান্ত্যা, স্বপতীন্ দদৃশুস্তরূন্ নরাংশ্চ পশূন্ ।
হরিরয়মিতি সুপ্রীতাঃ, সরভসমালিঙ্গয়াঞ্চক্রুঃ ॥

কাপি চ কৃষ্ণায়ন্তী, কস্যাশ্চিৎ **পূতনায়ন্ত্যাঃ** ।
অপিবৎ স্তনমিতি **সাক্ষাদ্, ব্যাসো নারায়ণঃ প্রাহ** ॥

ব্রহ্মাণ্ডানি বহূনি পঙ্কজভবান্ প্রত্যণ্ডমত্যদ্ভুতান্
গোপান্ বৎসযুতানদর্শয়দজং বিষ্ণূনশেষাংশ্চ যঃ ।
শম্ভুর্যচ্চরণোদকং স্বশিরসা ধত্তে চ মূর্তিত্রয়াৎ
কৃষ্ণো বৈ পৃথগস্তি কোঽপ্যবিকৃতঃ সচ্চিন্ময়ো নীলিমা ॥

কৃপাপাত্রং যস্য ত্রিপুররিপুরম্ভোজবসতিঃ
সুতা জহ্নোঃ পূতা চরণনখনির্ণেজনজলম্ ।
প্রদানং বা যস্য ত্রিভুবনপতিত্বং বিভুরপি
নিদানং সোঽস্মাকং জয়তি **কুলদেবো যদুপতিঃ** ॥

কাম্যোপাসনয়ার্থয়ন্ত্যনুদিনং কেচিৎ ফলং স্বেপ্সিতং
কেচিৎ স্বর্গমথাপবর্গমপরে যোগাদিযজ্ঞাদিভিঃ ।
অস্মাকং যদুনন্দনাঙ্ঘ্রি যুগলধ্যানাবধানার্থিনাং
কিং লোকেন দমেন কিং নৃপতিনা স্বর্গা**পবর্গৈশ্চ কিম্** ॥[১]

১। প্রবোধ-সুধাকরঃ—১৮১-৮৩, ১৯২, ২০৭-৮, ২২১-২২, ২৪২-৪৩, ২৫০ শ্লোক ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রমাণপঞ্জী ও পুস্তকপঞ্জী *

সংস্কৃত-ভাষায়

অণুভাষ্যম্—শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ; (রাঘবেন্দ্রযতি-কৃত তত্ত্বমঞ্জরীটীকাসহ) শ্রী-গৌড়ীয়-মঠ-সং, কলিকাতা ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

অথর্ববেদ-সংহিতা (মূল)—শ্রীপাদ শর্মা-সম্পাদিত, স্বাধ্যায়মণ্ডল-প্রকাশিত, ঔন্ধনগর (সাতরাপ্রদেশ) ১৯৯৫ সংবৎ।

অদ্বৈতসিদ্ধিঃ—শ্রীমধুসূদন সরস্বতী-কৃত ; (১) মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, (২) শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত, কলিকাতা ১৯৩১ খ্রীঃ।

অলঙ্কারকৌস্তুভ-টীকা (পুঁথি)—শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য সার্বভৌম-কৃত ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালা, পুঁথি নং ২৩৯৪ (অলঙ্কার Vol. III.)।

অষ্টাবিংশতিতত্ত্বম্—রঘুনন্দন ভট্টাচার্য-প্রণীত ; শ্রীশ্যামাকান্ত বিদ্যাভূষণ-ভট্টাচার্য-সং, কলিকাতা ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।

আদিপুরাণম্—মুম্বই বেঙ্কটেশ্বর-সং।

আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূঃ (শ্রী)—শ্রীল কবিকর্ণপুর গোস্বামি-বিচচিত ; (১) মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, (২) শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৫২ খ্রীঃ।

আমোদকাব্যম্ (পুঁথি)—অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি-কৃত ; R. A. S. B. Descriptive Catalogue (H. P. Sastri) Vol. VII. Kavya Mss. No. 5198 & Introduction.

ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষদঃ—মুম্বই নির্ণয়সাগর ৫ম-সং, ১৮৭০ শকাব্দ।

---

* যে সকল আকর-গ্রন্থ প্রমাণ ও উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যে সকল পুস্তকাদি হইতে অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সাহায্য গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের অসম্পূর্ণ তালিকা।

ঈশোপনিষৎ—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুরকৃত 'বেদার্কদীধিতি', শ্রীমদ্বলদেব-ভাষ্য ও মাধ্বভাষ্য-সহ ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং, ৪৪৪ শ্রীগৌরাব্দ।

উজ্জ্বলনীলমণিঃ (শ্রী)—শ্রীল রূপগোস্বামিপাদকৃত ; (১) বহরমপুর-সং, ১৩২৬ বঙ্গাব্দ, (২) মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, (৩) শ্রীমৎ পুরীদাস-গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৬ খ্রীঃ।

উপনিষদ্(১ম খণ্ড—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য)—শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ ৫ম-সং, কলিকাতা ১৯৩৬ খ্রীঃ ; (২য় খণ্ড—শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকী)—ঐ ৪র্থ-সং, কলিকাতা ১৯৩৭ খ্রীঃ।

উপনিষদ্ (ঈশ, কেন, কঠ—শাঙ্করভাষ্যসহ)—পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ৩য়-সং, কলিকাতা ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

উপনিষদ্-গ্রন্থাবলী (৩ খণ্ড)—'উদ্বোধন'-সং, কলিকাতা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

উপনিষদ্বাক্যমহাকোশঃ—শম্ভুপুত্র গজানন-সঙ্কলিত, গুজরাটী প্রিণ্টিং প্রেস, মুম্বই ১৯৪০ খ্রীঃ।

উপাসনাপদ্ধতিঃ—শ্রীউদ্ধবদাস-কৃত ; মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৮৯৭ খ্রীঃ।

ঊনবিংশতি-সংহিতা (মূল ও বঙ্গানুবাদ)—বঙ্গবাসী-সং, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

ঋগ্বেদভাষ্যোপক্রমণিকা—সায়ণাচার্যকৃত ; ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্, কলিকাতা ১৯৩৩ খ্রীঃ।

ঋগ্বেদ-সংহিতা—(১) মূল—স্বাধ্যায়মণ্ডল-সং, ঔন্ধনগর (সাতরাপ্রদেশ) ১৯৪০ খ্রীঃ, (২) সায়ণভাষ্যসহ, ম ম সীতারাম-সম্পাদিত, 'ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট' কলিকাতা ১৯৩৩ খ্রীঃ।

এসিয়াটীক-সভায়াঃ প্রাচ্যপুস্তকালয়স্থানাং মুদ্রিতানাং হস্তলিখিতানাঞ্চ সংস্কৃতপুস্তকানাং সূচীপত্রম্—পণ্ডিত কুঞ্জবিহারী ন্যায়ভূষণ ও ম ম হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৯৯ খ্রীঃ।

ঐতরেয়-ব্রাহ্মণম্—সায়ণভাষ্যসহ, আনন্দাশ্রম, পুণা ১৮৯৬ খ্রীঃ।

কাব্যকলাপঃ—হরিদাস হীরাচাঁদ-সম্পাদিত ১ম-সং, মুম্বই ১৮৬৪ খ্রীঃ।

কাব্যপ্রকাশঃ—মম্মটাচার্য-বিরচিত, ভট্টবামনাচার্যের বালবোধিনী-টীকা-সহ; রঘুনাথ দামোদর করমরকর-সম্পাদিত, ৫ম-সং, পুণা ১৯৩৩খ্রীঃ।

কাব্যসংগ্রহঃ—(১) ডক্টর জন্ হোবার্লিন্-সং, ডব্লিউ, থেকার এ্যাণ্ড কোং, কলিকাতা ১৮৪৭ খ্রীঃ; (২) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সং, নূতন ভারত প্রেস, কলিকাতা ১৮৭১ খ্রীঃ।

কূর্মপুরাণম্—বঙ্গবাসী ২য়-সং, কলিকাতা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

কৃষ্ণযজুর্বেদ-সংহিতা (তৈত্তিরীয়-সংহিতা)—সায়ণভাষ্যসহ, দুর্গাদাস লাহিড়ী-সম্পাদিত, হাওড়া ১৩৩২ বঙ্গাব্দ।

ক্রমদীপিকা—শ্রীকেশবাচার্য-বিরচিত; (১) পুঁথি—এসিয়াটিক্ সোসাইটী প্রাচ্য পুস্তকালয়স্থ ১০৭৭৭ সংখ্যক পুঁথি (১৫৪০ শকে লিখিত); (২) রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'বিবিধ তন্ত্রসংগ্রহে' প্রকাশিত কলিকাতা; (৩) রামচন্দ্র কাক্-সম্পাদিত, জম্মু ও কাশ্মীর গভর্ণমেন্টদ্বারা প্রকাশিত, শ্রীনগর ১৯২৯ খ্রীঃ।

ক্রমসন্দর্ভঃ (শ্রী)—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত, ১৯৫২ খ্রীঃ।

গরুড়পুরাণম্—বঙ্গবাসী ২য়-সং, কলিকাতা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ।

গীতগোবিন্দম্ (শ্রী)—শ্রীজয়দেব-কৃত; (১) বসুমতী-সং কলিকাতা, (২) মান্দ্রাজ গভর্ণমেন্ট ওরিয়েন্টাল-সিরিজ ১৯৫০ খ্রীঃ।

গীতাভাষ্যম্—শ্রীরামানুজকৃত; গীতাপ্রেস, গোরখপুর ২০০৮ সংবৎ; (২) শাঙ্করভাষ্য ৭ম-সং, ঐ ঐ; (৩) শ্রীমধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকা, মুম্বই ১৮০২ শকাব্দ।

গীতাভূষণভাষ্যম্—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত, শ্রীগৌড়ীয়মঠ (৩য়-সং), কলিকাতা ৪৪৬ শ্রীগৌরাব্দ।

গীতাসার-টীকা (ব্রহ্মসম্বোধিনী, পুঁথি)—শ্রীধর-রচিত ; পুণা 'ভাণ্ডারকার প্রাচ্য গবেষণা'-প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত, পুঁথি—No. 425 of 1875, 1876—Paper MS.

গোপালতাপিনী-টীকা (শ্রী) (শ্রীসুখবোধিনী)—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-কৃত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৯ খ্রীঃ।

গোপালতাপিনী-শ্রুতিঃ (শ্রী)—বহরমপুর-সং, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

গোবিন্দভাষ্যম্ (শ্রী)—(১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামীর বঙ্গানুবাদ-সহ ; শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত-সং, কলিকাতা ১৮৯৪ খ্রীঃ ; (২) পুঁথি—গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্টাল ম্যানাসক্রিপ্‌ট্‌স্ লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ, আর্ নং ২৯৯০।

গোবিন্দলীলামৃতম্ (শ্রী)—বহরমপুর-সং, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ।

চতুর্বর্গচিন্তামণিঃ—হেমাদ্রি-কৃত ; এসিয়াটিক্ সোসাইটী, ১৮৭৮ খ্রীঃ।

চন্দ্রালোকঃ—পীযূষবর্ষোপাধি-ধৃক্ শ্রীজয়দেব-কৃত ; বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড-কৃত 'রমা'টীকাসহ ; মহাদেবগঙ্গাধর বাক্‌রী-সং, বোম্বাই ১৯৩৯ খ্রীঃ।

চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ (শ্রী)—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-কৃত ; (১) শ্রী-গৌড়ীয়মঠ-সং, কলিকাতা ১৯২৬ খ্রীঃ, (২) আনন্দি-কৃত টীকাসহ, বহরমপুর ৩য়-সং, ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকম্ (শ্রী)—শ্রীল কবিকর্ণপূর-কৃত ; (১) বহরমপুর-সং, ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ, (২) মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯১৭ খ্রীঃ।

ছান্দোগ্যোপষিদ্—শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সং, কলিকাতা ১৯২৫ খ্রীঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ-প্রকাশিকা—শ্রীরঙ্গরামানুজমুনি-কৃত ; পুণা আনন্দাশ্রম-সং, ১৯১০ খ্রীঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ভাষ্যম্—(১) শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত ; পুণা আনন্দাশ্রম-সং, ১৯১৩ খ্রীঃ, (২) শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ; কুম্ভকোণম্-সং, ১৮৩৩ শকাব্দ।

জগন্নাথবল্লভ-নাটকম্ (শ্রী)—শ্রীল রামানন্দ রায়-বিরচিত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৭ খ্রীঃ।

জাহ্নবাষ্টকম্ (শ্রী) (স্তোত্র, পুঁথি)—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত ; ম ম কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সং, Madras Govt. Oriental Mss. Libraryর পুঁথি-তালিকা, ৪র্থ খণ্ড, ৪৪৭১-৭২ পৃঃ, (পুঁথি নং ৩০৫৩ x)।

তত্ত্ববিবেকঃ (সর্বমূলান্তর্গত)—শ্রীমধ্বাচার্য-বিরচিত ; মধ্ববিলাস পুস্তকালয়, কুম্ভকোণম্-সং, ১৮৩২-১৮৩৩ শকাব্দ।

তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদশতদূষণী—কবি গৌড়পূর্ণানন্দ-বিরচিত ; (১) কাশী 'পণ্ডিত' পত্রিকায় প্রকাশিত ১৮৭১ খ্রীঃ, (২) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, ১৩০১ বঙ্গাব্দ।

তত্ত্বসন্দর্ভঃ (শ্রী)—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত ; (১) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত টীকাসহ, শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৮২২ শকাব্দ ; (২) শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত, ৪৩৩ শ্রীচৈতন্যাব্দ ; (৩) শ্রীসত্যানন্দ গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ ; (৪) মূল-মাত্র—শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, শ্রীবৃন্দাবন, ১৯৫১ খ্রীঃ।

তত্ত্বার্থদীপঃ—শ্রীবল্লভাচার্যকৃত প্রকাশাখ্যা ব্যাখ্যাসহ, ১ম—৩য় প্রকরণ, মুম্বই নির্ণয়সাগর প্রেস, ১৯০৪ খ্রীঃ।

তত্ত্বার্থদীপ-নিবন্ধঃ (সপ্রকাশ)—শ্রীবল্লভাচার্যকৃত ; (১) শ্রীপুরুষোত্তমজী-কৃত টীকাসহ, কাশী-সং ; (২) টিপ্পনী, আবরণভঙ্গ, যোজনা ও সংস্নেহভাজন-টীকা এবং অধ্যক্ষ জে, জি, শা-কৃত ইংরাজী ভূমিকা ও অনুবাদ-সহ দুই খণ্ড, মুম্বই ১৯৪৩ খ্রীঃ।

তত্ত্বোদ্যোতঃ (সর্বমূলান্তর্গত)—শ্রীমন্মধ্বাচার্য-বিরচিত ; মধ্ববিলাস-পুস্তকালয়, কুম্ভকোণম্-সং, ১৮৩২-৩৩ শকাব্দ।

তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণম্—সায়ণভাষ্য-সহ ; এসিয়াটিক্ সোসাইটি, কলিকাতা।

তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্যম্—শঙ্করাচার্য-কৃত ; মহেশ পাল-সং, ১৮০৫ শকাব্দ।

দত্তকৌস্তুভম্—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত ও গৌড়ীয়-সম্পাদক-প্রকাশিত, ঢাকা ১৯৪২ খ্রীঃ।

ধম্মপদম্ (ইংরাজী অনুবাদসহ)—দি বুদ্ধ সোসাইটি, মুম্বই।

ধ্বন্যালোকঃ (লোচন-টীকাসহ)—আনন্দবর্ধনাচার্য ও আচার্য অভিনব গুপ্ত-বিরচিত ; শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য-অনূদিত, ১ম-সং, কলিকাতা ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

নলোদয়-কাব্য-টীকা (পুঁথি)—রামর্ষি-কৃত, MS. No. 411 of 1887—91, Govt. Mss. Library at B. O. R. I. (Catalogue of Kavya Mss., Vol. XIII, Part 1, 1940).

নাট্যশাস্ত্রম্—শ্রীভরত মুনি-প্রণীত ; (১) মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৮৯৪ খ্রীঃ ; (২) পণ্ডিত বটুকনাথ শর্মা-সং, কাশী ১৯২৯ খ্রীঃ।

নারসিংহপুরাণম্—(১) মুম্বই গোপালনারায়ণ এণ্ড কোং, ২য়-সং, ১৯১১ খ্রীঃ ; (২) (মূলের অনুবাদ), শ্রীচন্দ্রনাথ বসু-প্রকাশিত, কলিকাতা ১২৯২ বঙ্গাব্দ।

নিম্বাদিত্যদশশ্লোকী—(১) পুরুষোত্তমাচার্যকৃতা 'বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা' ; (২) গিরিধরপ্রপন্নকৃতা লঘুমঞ্জুষা-সহ, কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত গ্রন্থমালা ১৯০৮, ১৯২৭ খ্রীঃ ; (৩) হরিব্যাসদেব-কৃতা 'সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলি'-ভাষ্যসহ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খ্রীঃ ; (৪) হরিব্যাসদেবকৃতা সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলী, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৭২ সংবৎ।

নিরুক্তম্ (নির্ঘণ্টু সহ)—যাস্কাচার্য-প্রণীত ; (১) লক্ষ্মণস্বরূপ-সম্পাদিত, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৭ খ্রীঃ, (২) দুর্গাচার্যকৃতা ঋজ্বার্থাখ্যবৃত্তি-সহ, ১ম ও ২য় ভাগ, ১ম-সং, বোম্বাই সংস্কৃত ও প্রাকৃত-গ্রন্থমালা নং ৭৩, ৮৫ ; পুণা ১৯১৮, ১৯৩২ খ্রীঃ।

নির্ণয়সিন্ধুঃ—কমলাকরভট্ট-কৃত ; (১) শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, মুম্বই ১৮৪৯ শকাব্দ, (২) নবলকিশোর প্রেস, লক্ষ্ণৌ ১৮৮৮ খ্রীঃ।

নৃসিংহতাপিনী (শাঙ্কর ভাষ্যসহ)—শ্রীমহেশচন্দ্র পাল-সং, ১৮১১ শকাব্দ।

নৈষধ-টীকা (পুঁথি)—লক্ষ্মণভট্টকৃত, MS. No. 714 of 1886—92 (B. O. R. I.)

নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ—সুরেশ্বরাচার্য-কৃত ; মুম্বই সংস্কৃত-গ্রন্থমালা।

ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ—উদয়নাচার্যকৃত ; (১) বীররাঘবাচার্য-শিরোমণি-সং, তিরুপতি ১৯৪১ খ্রীঃ ; (২) স্বামী রবিতীর্থকৃত ইংরাজী অনুবাদ-সহ, মান্দ্রাজ ১৯৪৬ খ্রীঃ।

ন্যায়কোশঃ—ম ম ভীমাচার্য ঝলকীকর-সঙ্কলিত, ৩য়-সং, ম ম বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-সংশোধিত ও সম্পাদিত, ভাণ্ডারকার প্রাচ্য-বিদ্যা-সংশোধন মন্দির (B. O. R. I.), পুণা ১৯২৮ খ্রীঃ।

ন্যায়দর্শনম্—(১) বাৎসায়ণ-ভাষ্যসহ, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-সং, কলিকাতা ১৮৬৫ খ্রীঃ, (২) ম ম ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-সং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

ন্যায়ামৃতম্—শ্রীব্যাসতীর্থকৃত ; শ্রীনিবাসকৃত 'ন্যায়ামৃত-প্রকাশ'-টীকাসহ, কুম্ভকোণম্-সং, ১৮২৯ শকাব্দ।

পঞ্চদশী—বিদ্যারণ্যস্বামি-কৃতা, বঙ্গবাসী-সং, কলিকাতা ১৩১১ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চপাদিকাবিবরণম্—শ্রীপ্রকাশাত্মযতি-বিরচিত; রামশাস্ত্রী ভাগবতাচার্য-সং (Vizianagram Sanskrit Series), কাশী ১৯৪৮ সংবৎ।

'পণ্ডিত' (বেনারস কলেজের মাসিক পত্র)—৬ষ্ঠ খণ্ড (Vol. 1), ১৮৭১ খ্রীঃ।

পদরত্নাবলী (শ্রীমধ্বের ভাগবত-তাৎপর্যের টীকা)—শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ-কৃত; নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৬১ সংবৎ।

পদ্মপুরাণম্—(১) শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর-সং, ৪১৩ শ্রীগৌরাব্দ, (২) বঙ্গবাসী-সং, ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

পদ্যাবলী (শ্রী)—শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ-বিরচিত ; শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামি-পাদ-সং, ১৯৪৬ খ্রীঃ।

পরপক্ষগিরিবজ্রঃ—শ্রীমাধবমুকুন্দ-বিরচিত ; নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, দেবকীনন্দন প্রেস, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৫৯ সংবৎ।

পরমাত্মসন্দর্ভঃ (শ্রী)—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত ; (১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সং, ১৮২২ শকাব্দ, (২) শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন-কৃত বঙ্গানুবাদসহ, বহরমপুর ১২৯৯ বঙ্গাব্দ, (৩) রাধারমণ গোস্বামী বেদান্ত-ভূষণ-সম্পাদিত, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ, (৪) শ্রীমৎ পুরীদাস-গোস্বামিপাদ-সং, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৫১ খ্রীঃ।

পাণিনি-ব্যাকরণম্—পণ্ডিত শ্রীহরিশঙ্কর পাণ্ডে-সং, পাটনা ১৯৩৮ খ্রীঃ।

পাতঞ্জলদর্শনম্ (যোগসূত্রম্)—ভোজবৃত্তি ও বঙ্গানুবাদ-সহ, ২য়-সং ; মহেশচন্দ্র পাল-সম্পাদিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা ১৯১১ খ্রীঃ।

পাতঞ্জল-যোগদর্শনম্ (কপিলাশ্রমীয়)—হরিহরানন্দ আরণ্য, শ্রীমদ্ ধর্ম-মেঘ আরণ্য ও রায় যজ্ঞেশ্বর ঘোষ বাহাদুর-সং, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৯৩৮ খ্রীঃ।

পুষ্টিমার্গীয়স্তোত্ররত্নাকরঃ—চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, কাশী ১৯২৮ খ্রীঃ।

পূর্বমীমাংসা-দর্শনম্—জৈমিনি-কৃত; বসুমতী-সং, কলিকাতা ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

প্রপন্নামৃতম্—অনন্তাচার্য-বিরচিত ; মুম্বই বেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮২৯ শকাব্দ।

প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকম্—কৃষ্ণমিশ্র যতি-প্রণীত, গোবিন্দামৃত-কৃত নাটকাভরণ-টীকাসহ ; কে, সাম্বশিবশাস্ত্রি-সং, ত্রিবাঙ্কুর ১৯৩৬ খ্রীঃ।

প্রভা (শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রোদয়ের টীকা)—রামনারায়ণ মিশ্র-বিরচিত ; শ্রীহরিদাসদাস-সং, শ্রীনবদ্বীপ ৪৫৮ গৌরাব্দ।

প্রমেয়-রত্নাবলী—শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ-প্রণীত ; (১) কান্তিমালা-টীকাসহ, শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামি-সং, কলিকাতা ১২৮৪ বঙ্গাব্দ ; (২) শ্রীঅক্ষয় কুমার শাস্ত্রি-সং, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ১৯২৭ খ্রীঃ।

প্রমেয়-রত্নার্ণবঃ—বালকৃষ্ণভট্ট-কৃত ; রত্নগোপাল ভট্ট-সং, কাশী ১৯০৬ খ্রীঃ।

প্রীতিসন্দর্ভঃ (শ্রী)—শ্রীজীব গোস্বামিপাদ-বিরচিত ; (১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সং, ১৮২২ শকাব্দ, (২) প্রাণগোপাল গোস্বামি-সং, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, (৩) শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, বৃন্দাবন ১৯৫১ খ্রীঃ।

বক্রোক্তিজীবিত—রাজানক কুন্তলক-প্রণীত ; ডাঃ এস্, কে, দে ১৯২৩ খ্রীঃ।

বরাহপুরাণম্—বঙ্গবাসী-সং, কলিকাতা।

বল্লভদিগ্বিজয়ঃ (শ্রী)—শ্রীযদুনাথজী-কৃত ; শ্রীনাথদ্বার-সং, ১৯৭৫ সংবৎ।

বাচস্পত্য-অভিধানম্—তারানাথ তর্কবাচস্পতি-সঙ্কলিত, কলিকাতা।

বামনপুরাণম্—বঙ্গবাসী-সং, কলিকাতা ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

বাল্মীকি-রামায়ণম্—আর, নারায়ণস্বামী আয়ার্-প্রকাশিত, ল জার্ণেল প্রেস, মান্দ্রাজ ১৯৩৩ খ্রীঃ।

বিজ্ঞানামৃতভাষ্যম্—বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ; কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা।

বিদগ্ধমাধব-নাটকম্ (শ্রী)—শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৭ খ্রীঃ।

বিদ্বদ্বিনোদিনী (শ্রীমদ্ভাগবত-সূচিকা, পুঁথি)—অনূপনারায়ণ-রচিত, A. S. B. নং ১১৩১ (প্রাচীন সংখ্যা), বর্তমান সংখ্যা A. S. B. Mss. III E, 209.

বিবেকচূড়ামণিঃ—শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ; (১) মাইসোর সিরিজ, ১৮৯৯ খ্রীঃ ; (২) বসুমতী-সং কলিকাতা।

বিষ্ণুতত্ত্ব-বিনির্ণয়ঃ (সর্বমূলান্তর্গত)—শ্রীমধ্বাচার্য-কৃত; মধ্ববিলাস-পুস্তকালয়, কুম্ভকোণম্, ১৮৩২-৩৩ শকাব্দ।

বিষ্ণুপুরাণম্ (শ্রী)—(১) শ্রীধরস্বামিপাদের 'আত্মপ্রকাশ'-টীকাসহ, শ্রীবরদাপ্রসাদ বসাক-প্রকাশিত, কলিকাতা ১২৭৬ বঙ্গাব্দ, (২) শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত, বঙ্গবাসী-সং, কলিকাতা ১২৯৬ বঙ্গাব্দ।

বিষ্ণুসহস্রনামঃ (শ্রী)—(১) শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত ভাষ্য-সহ, আর্থার্ আভালন্-সম্পাদিত, 'তান্ত্রিক-গ্রন্থাবলী' ১৫শ খণ্ড, কলিকাতা ১৯৮৫ সংবৎ ; (২) শাঙ্করভাষ্য-সহ, আর্, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রি-কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত, ২য়-সংস্করণ, আডিয়ার্ লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ ১৯২৯ খ্রীঃ ; (৩) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-পাদ-কৃত 'নামার্থসুধা'ভাষ্যসহ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, কলিকাতা ৪০০ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

বৃহৎস্তোত্ররত্নাবলী (৬২টি স্তোত্র)—মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৬৪ শকাব্দ।

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্—সীতানাথ তত্ত্বভূষণ-সং, কলিকাতা ১৯২৮ খ্রীঃ।

বৃহদারণ্যকভাষ্য-বার্তিকম্ (১ম,২য় খণ্ড)—সুরেশ্বরাচার্য-কৃত ; আনন্দাশ্রম-সং, পুণা ১৮৯৪ খ্রীঃ।

বৃহদারণ্যকভাষ্যম্—শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত ; আনন্দগিরিকৃত টীকাসহ, আনন্দাশ্রম-সং, পুণা ১৮৯১ খ্রীঃ।

বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী (শ্রীশ্রী)—শ্রীল সনাতন গোস্বামি-প্রভুপাদকৃত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৫১ খ্রীঃ।

বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ (শ্রী)—(সটীক) শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ-বিরচিত ; (১) বহরমপুর-সং ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দ ; (২) নিত্য-স্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, ৪১৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ ; (৩) শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং,

১৩৫২ বঙ্গাব্দ ; (৪) বঙ্গানুবাদমাত্র—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী ও শ্রীরাজেন্দ্রলালশাস্ত্রি-কৃত, শ্রীবৃন্দাবন ৪২০ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

বেদভাষ্যভূমিকাসংগ্রহঃ—সায়ণাচার্যকৃত ভাষ্য; চৌখাম্বা, কাশী ১৯৩৪ খ্রীঃ।

বেদান্তকামধেনুঃ (শ্রীনিম্বার্কাচার্যকৃত দশশ্লোকী)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সং, ১৩০২ বঙ্গাব্দে শ্রীসজ্জনতোষণীতে প্রকাশিত।

বেদান্ততত্ত্ববোধঃ—শ্রীঅনন্তরাম-কৃত ; চৌখাম্বা কাশী ১৯০৮ খ্রীঃ।

বেদান্ততত্ত্বসারঃ—শ্রীরামানুজাচার্য-কৃত ; (১) ইং অনুবাদসহ, রেভারেণ্ড্ জে, জে, জন্সন্-সম্পাদিত কাশী ১৮৯৮ খ্রীঃ ; (২) শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-সম্পাদিত ৪৪১ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

বেদান্তদেশিক-গ্রন্থমালা—প্রতিবাদি-ভয়ঙ্কর অন্নঙ্গরাচার্য-সম্পদিত ; বিদ্বান্ অ, সম্পৎকুমারাচার্য-প্রকাশিত, কাঞ্চী ১৯৪০-৪১ খ্রীঃ।

বেদান্তরত্নমঞ্জুষা—শ্রীপুরুষোত্তমাচার্যকৃত ; শ্রীকিশোরদাসজী-সম্পাদিত, কাশী চৌখাম্বা সংস্কৃত-গ্রন্থমালা, ১৯০৮ খ্রীঃ।

বেদান্তসারঃ—শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্রকৃত; ইংরাজী অনুবাদসহ, পুণা ১৯২৯ খ্রীঃ।

বেদান্তস্যমন্তকঃ—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত ; (১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ ; (২) শ্রীনলিনীকান্ত গোস্বামি-অনূদিত ও শ্রীহরিদাস গোস্বামি-প্রকাশিত, নবদ্বীপ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ ; (৩) অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, লাহোর ১৯৩০ খ্রীঃ।

বেদার্থসংগ্রহঃ—শ্রীমদ্ভগবদ্রামানুজাচার্য-প্রণীত ; পণ্ডিত রামদুলারে শাস্ত্রি-সংশোধিত, কলিকাতা ১৯৯৮ বিক্রমাব্দ।

বৈশেষিকদর্শনম্—শঙ্করমিশ্র ও জয়নারায়ণ তর্ক-পঞ্চানন-কৃত টীকাদ্বয়সহ, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন-সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৬১ খ্রীঃ।

বৈষ্ণব-উপনিষদ্—(১) শ্রীউপনিষদ্-ব্রহ্মযোগি-বিরচিত টীকাসহ, পণ্ডিত এ, মহাদেব শাস্ত্রি-সম্পাদিত, আডিয়ার লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ ১৯২৩

খ্রীঃ ; (২) টি, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনূদিত ও জি, শ্রীনিবাস মূর্তি-সম্পাদিত, মান্দ্রাজ ১৯৪৫ খ্রীঃ।

ব্যাসতাৎপর্যনির্ণয়ঃ—**শ্রীমদয্যপ্প দীক্ষিত-কৃত** ; জে, কে, বালসুব্রহ্মণ্যমের ইংরাজী ভূমিকাসহ, বাণীবিলাস প্রেস, শ্রীরঙ্গম্ ১৯১০ খ্রীঃ।

ব্রজভক্তিবিলাসঃ (শ্রী)—**শ্রীনারায়ণভট্ট গোস্বামিকৃত** ও শ্রীকৃষ্ণদাসজী-সম্পাদিত; কুসুম-সরোবর, শ্রীব্রজমণ্ডল ২০০৮ সংবৎ।

ব্রজবিহার-কাব্যম্—শ্রীধরস্বামিপাদ-বিরচিত ; (১) ডক্টর জন্ হেবার্লিন্-সম্পাদিত 'কাব্যসংগ্রহ', কলিকাতা ১৮৪৭ খ্রীঃ ; (২) হরিদাস হীরাচাঁদ-সম্পাদিত 'কাব্যকলাপ', মুম্বই ১৮৬৪ খ্রীঃ ; (৩) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সম্পাদিত—'কাব্যসংগ্রহ', কলিকাতা ১৮৭১ খ্রীঃ।

ব্রহ্মসংহিতা (শ্রী)—(১) **শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত-টীকা** ও শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-কৃত বঙ্গানুবাদসহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং ৪৪২ গৌরাব্দ ; (২) ঐ টীকা—শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং ১৯৪৯ খ্রীঃ।

ব্রহ্মসিদ্ধিঃ—মণ্ডনমিশ্রকৃত ; কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রি-সম্পাদিত, মান্দ্রাজ।

ব্রহ্মসূত্রম্—(ক) শাঙ্কর-ভাষ্যসহ, মহেশচন্দ্র পাল-সং, কলিকাতা ১৩১৭ বঙ্গাব্দ ; শাঙ্কর-ভাষ্য, ভামতী, বেদান্তকল্পতরু, শাস্ত্রদর্পণ, পরিমল, ন্যায়নির্ণয়, রত্নপ্রভা ও বৈয়াসিকন্যায়মালাসহ, অক্ষয়কুমার শাস্ত্রি-সং, কলিকাতা ১৩২৩ বঙ্গাব্দ ; বার্তিকাদি ব্যাখ্যোপব্যাখ্যাপঞ্চকসহ অনন্তকৃষ্ণশাস্ত্রি-সং কলিকাতা ; শাঙ্করভাষ্য, ভামতী, কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত সূত্রার্থসংক্ষেপ ও ভাষ্যানুবাদসহ, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-সং, কলিকাতা ১৯২৮ খ্রীঃ ; (খ) ভাস্কর-ভাষ্যসহ, কাশী চৌখাম্বা-সং ১৯১৫ খ্রীঃ ; (গ) শ্রীরামানুজাচার্যকৃত শ্রীভাষ্য-সহ, শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-সং, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কলিকাতা ১৩২২ বঙ্গাব্দ ; (ঘ) মাধ্বভাষ্য ও জয়তীর্থ টীকাসহ, মহেশচন্দ্র

পাল-সং কলিকাতা ১৮০৮ শকাব্দ ; মুম্বই জগদীশ্বর মুদ্রালয় ১৮১৪ শকাব্দ ; মধ্ববিলাস-পুস্তকালয় কুম্ভকোণম্ ১৮৩২ শকাব্দ ; (ঙ) শ্রীকণ্ঠভাষ্য ও অপ্পয়দীক্ষিতকৃত 'শিবার্কমণিদীপিকা' টীকাসহ, হালাস্যনাথ শাস্ত্রি-সং, ভারতী-মন্দির কুম্ভকোণম্ ১৯০৮ খ্রীঃ ; (চ) শ্রীকরভাষ্যম্, শ্রীহয়বদন রাও-সং, মান্দ্রাজ ; (ছ) শ্রীনিম্বার্কাচার্য-কৃত 'বেদান্তপারিজাত-সৌরভ'-ভাষ্য, শ্রীনিবাসকৃত 'বেদান্তকৌস্তুভ' ও শ্রীকেশবকাশ্মীরিকৃত 'বেদান্তকৌস্তুভপ্রভা' টীকাসহ, নিত্য-স্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, শ্রীবৃন্দাবন ; নিম্বার্কভাষ্যসহ, শ্রীতারাকিশোর চৌধুরী-সং, 'দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা' ৩য় খণ্ড, কলিকাতা ১৮৩৩ শকাব্দ ; (জ) শ্রীবল্লভাচার্যকৃত 'অণুভাষ্য' ও পুরুষোত্তমকৃত ভাষ্য-প্রকাশ-টীকাসহ, কাশী চৌখাম্বা ১৯০৭খ্রীঃ ; মূলচন্দ্র তুলসীদাস তেলীবালা-সং, মুম্বই নির্ণয়সাগর ১৯২৬ খ্রীঃ ; (ঝ) বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত 'বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য'সহ, কাশী চৌখাম্বা-সং ; (ঞ) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'গোবিন্দভাষ্য' ও শ্রীশ্যামলাল গোস্বামিকৃত বঙ্গানুবাদ সহ, শ্রীযুত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত-সং, কলিকাতা ১৩০১ বঙ্গাব্দ ; (ট) 'শ্রীমদ্ভাগবতভাষ্য'সহ, হরিদাস বিদ্যাবাগীশ-সং, কলিকাতা ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ; (ঠ) পঞ্চানন তর্করত্নকৃত 'শক্তিভাষ্য'সহ, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ-সং, কলিকাতা ১৮৬০ শকাব্দ ।

ভক্তিরত্নাবলী (শ্রী)—শ্রীমদ্ বিষ্ণুপুরী গোস্বামি-বিরচিত ; শ্রীবলাইচাঁদ গোস্বামী ও শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সং, কলিকাতা বঙ্গবাসী, ৪১৭ চৈতন্যাব্দ ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (শ্রী)—শ্রীলরূপগোস্বামিপাদ-বিরচিত, (১) শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৬ খ্রীঃ; (২) টীকাত্রয়সহ, শ্রীহরিদাস দাস-সং, শ্রীনবদ্বীপ, ৪৬২ শ্রীগৌরাব্দ ।

ভক্তিসন্দর্ভঃ (শ্রী)—শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত (১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সম্পাদিত, ১৮২২ শকাব্দ ; (২) শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর-সম্পাদিত ৪৩৮ গৌরাব্দ ; (৩) মাধুকরী পত্রিকায় প্রকাশিত, অধ্যাপক ভূষণচন্দ্র দাস, এম্-এ,-সং ১৩২৯-৩২ বঙ্গাব্দ। (৪) শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত, শ্রীধাম-বৃন্দাবন ১৯৫১ খ্রীঃ।

ভগবৎসন্দর্ভঃ (শ্রী)—শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত, (১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সং, ১৮২২ শকাব্দ ; (২) সত্যানন্দ গোস্বামি-সং, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ ; (৩) শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, শ্রীধামবৃন্দাবন ১৯৫১ খ্রীঃ।

ভগবদ্গীতা (শ্রীমদ্)—(১) শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদকৃত 'সুবোধিনী' টীকাসহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ৪৬০ গৌরাব্দ ; (২) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিকৃত 'সারার্থবর্ষিণী' টীকাসহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা, গৌরাব্দ ৪৬১ ; (৩) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত 'গীতাভূষণ'ভাষ্যসহ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃত 'বিদ্বদ্রঞ্জন'-ভাষা-ভাষ্য সহিত, তৃতীয়-সং শ্রীগৌড়ীয়মঠ, কলিকাতা ৪৪৬ গৌরাব্দ।

ভগবন্নামকৌমুদী (শ্রী)—শ্রীলক্ষ্মীধর বিরচিত ; (১) কাশী ১৯৮৪ সম্বৎ ; (২) গীতাপ্রেস-সং, গোরক্ষপুর।

ভবিষ্যপুরাণম্—মুম্বই শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮৩২ শকাব্দ।

ভাগবতচন্দ্র-চন্দ্রিকা (শ্রী)—শ্রীবীররাঘবাচার্যকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ; শ্রীদেবকীনন্দন প্রেস, শ্রীবৃন্দাবন, ১৯৬৪ সংবৎ।

ভাগবত-তাৎপর্যম্—শ্রীমধ্বাচার্যকৃত (সর্বমূলান্তর্গত) ; (১) মধ্ববিলাস-পুস্তকালয়, কুম্ভকোণম্, ১৮৩২-৩৩ শকাব্দ ; (২) শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং, কলিকাতা ৪৩৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

ভাগবতম্ (শ্রীমদ্)—(১) বহরমপুর-সং, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ ; (২) নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত দেবনাগর-সং, শ্রীবৃন্দাবন, ১৯৬১ সংবৎ ; (৩) ১০ম স্কন্ধ,—কাশিমবাজার-সং, নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সম্পাদিত, কলিকাতা ৪২৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ ; (৪) শ্রীধরস্বামিপাদের টীকাসহ বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা ১৩০৯ বঙ্গাব্দ ; (৫) শ্রীগৌড়ীয়মঠ সং, কলিকাতা, ৪৩৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ ; (৬) মূলমাত্র—গীতাপ্রেস, গোরক্ষ-পুর ; (৭) ভূমিকা ও শ্লোকসূচীসহ পকেট (১ম সং), শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত, ১৯৪৫ খ্রীঃ।

ভাববিলাসিনী (যুক্তিমল্লিকার টীকা)—কুম্ভকোণম্ সং, ১৮২৫ শকাব্দ।

ভাবভাববিভাবিকা (রাসপঞ্চাধ্যায়-টীকা)—শ্রীরামনারায়ণ মিশ্র-রচিত ; কাশিমবাজার-সং, ৪২৫ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

ভাবার্থদীপিকা—শ্রীধরস্বামী ; শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সং, ১৯৪৭ খ্রীঃ।

মনঃশিক্ষা (শ্রী)—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ সং, ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

মনুসংহিতা—(১) মেধাতিথিভাষ্য, কুল্লুকভট্ট-কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ, বঙ্গবাসী-সং, কলিকাতা ১২৯৪ ও ১৩১০ বঙ্গাব্দ ; (২) বসুমতী ৪র্থ সং, কলিকাতা ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

মন্ত্র-ভাগবতম্ (শ্রী)—শ্রীনীলকণ্ঠ সূরি-কৃত 'মন্ত্ররহস্য-প্রকাশিকা' ব্যাখ্যা-সহ,—আলাটী শ্রীভক্তিপ্রভা-কার্যালয়, হুগলী ১৩৩১ বঙ্গাব্দ।

মহাভারত-তাৎপর্য-নির্ণয়ঃ—শ্রীমদানন্দতীর্থ-কৃত ; (১) মধ্ববিলাস-পুস্তকালয়, কুম্ভকোণম্, ১৮৩৩ শকাব্দ, (২) শ্রীগুরুরাজ রাও-সং, ব্যাঙ্গালোর ১৯৪১ খ্রীঃ।

মহাভারতম্—নীলকণ্ঠসূরিকৃত টীকাসহ, (১) বঙ্গবাসী-সং, কলিকাতা ১৮২১ শকাব্দ ; (২) কুম্ভকোণম্ মধ্ববিলাস-পুস্তকালয়, ১৯১৪ খ্রীঃ।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ-কারিকা—গৌড়পাদ-কৃতা ; শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত টীকাসহ আনন্দাশ্রম সং, পুণা ১৯১১ খ্রীঃ।

মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ভাষ্যম্—শ্রীমধ্বাচার্যকৃত ; মধ্ববিলাস-পুস্তকালয়, কুম্ভ-কোণম্ ১৮৩২—৩৩ শকাব্দ।

মাধব-মহোৎসবম্ (শ্রী) (মহাকাব্যম্)—শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদ-বিরচিত ; (১) শ্রীহরিদাস দাস সং, নবদ্বীপ ৪৫৬ শ্রীগৌরাব্দ, (২) শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ সং, ১৯৫৩ খ্রীঃ।

মানসোল্লাসঃ—সুরেশ্বরাচার্য-কৃত ; মাইসোর সিরিজ ১৮৯৫ খ্রীঃ।

মুক্তাচরিতম্—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-বিরচিত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং ১৯৪৯ খ্রীঃ।

যতীন্দ্রমতদীপিকা—শ্রীরামানুজীয় শ্রীনিবাসাচার্য-কৃত ; (১) শ্রীবেঙ্কটেশ্বর-সং, ১৮২৮ শকাব্দ, (২) কাশী চৌখাম্বা-সং, ১৯০৭ খ্রীঃ, (২) স্বামী আদিদেবানন্দ-কৃত ইংরাজী অনুবাদ, মান্দ্রাজ ১৯৪৯ খ্রীঃ।

যুক্তিমল্লিকা—শ্রীমদ্ বাদিরাজ তীর্থস্বামিকৃত ; (১) মধ্ববিলাস বুক্‌ডিপো, কুম্ভকোণম্ ১৮২৫ শকাব্দ ; (২) ঐ গুণসৌরভ—শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং, কলিকাতা ৪৪৩ গৌরাব্দ।

যোগসারসংগ্রহঃ—বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত ; গঙ্গানাথ ঝা কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদসহ আডিয়ার্ লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ, ১৯৩৩ খ্রীঃ।

যোগসূত্রাণি—পতঞ্জলি-কৃত, এম্, এন্, দ্বিবেদি-কর্তৃক ইংরাজী অনুবাদ-সহ, আডিয়ার্ লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ, ১৯৩৪ খ্রীঃ।

রসগঙ্গাধরঃ—জগন্নাথ পণ্ডিত বিরচিত ; নাগেশ ভট্টের টীকাসহ, মুম্বই নির্ণয়-সাগর প্রেস ১৯৩৯ খ্রীঃ।

রাধাকৃষ্ণার্চন-দীপিকা (শ্রী)—শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুপাদ বিরচিত ; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৯ খ্রীঃ।

রামপটলঃ—ব্রহ্মচারী ভগবদাচার্য-কর্তৃক সম্পাদিত, বরোদা ১৯৩৩ খ্রীঃ।

রামানন্দজন্মোৎসবঃ (শ্রী)—পণ্ডিত রামনারায়ণ দাসজী-কৃত ভাষা-টীকা-সহ, রণহর-পুস্তকালয়, ডাকোর ১৮২৮ শকাব্দ।

রামার্চনচন্দ্রিকা (শ্রী)—(১) গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য-সং, কলিকাতা; (২) মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খ্রীঃ।

লঘুদীপিকা—শ্রীজ্ঞানপূর্ণকৃত (তার্কিকরক্ষার টীকা); ['পণ্ডিত' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত] কাশী ১৯০৩ খ্রীঃ।

শক্তিভাষ্যম্ (ঈশাবাস্যোপনিষদের ভাবানুবাদসহ 'শাক্তবাদসার')—ম ম পঞ্চানন তর্করত্নকৃত, ভাটপাড়া কলিকাতা।

শঙ্করবিজয়ম্—শ্রীমাধবাচার্যকৃত; ধনপতি সূরিকৃত টীকাসহ শ্রীনাথ মিশ্র-সং, কলিকাতা ১২৯০ বঙ্গাব্দ।

শঙ্করবিজয়ম্—আনন্দগিরি-বিরচিত; (১) বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইট, কলিকাতা ১৭৮৯ শকাব্দ; (২) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৮১ খ্রীঃ।

শঙ্করাচার্য-গ্রন্থমালা—(১) বসুমতী ১ম-সং, কলিকাতা; (২) [১ম-৩য় খণ্ড বঙ্গানুবাদ-সহ] বসুমতী-সং, যথাক্রমে ১৩৪১,১৩৪৩,১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

শতপথ-ব্রাহ্মণম্—অচ্যুত-গ্রন্থমালা, কাশী চৌখাম্বা ১৯৩৭ খ্রীঃ।

শব্দালোকোদ্যোতঃ—জলেশ্বরবাহিনীপতি-কৃত।

শাঙ্কর-গ্রন্থরত্নাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)—অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সং, কলিকাতা ১৩৩৪ ও ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যম্—স্বপ্নেশ্বর-কৃত; মহেশচন্দ্র পাল-সং, কলিকাতা ১৮০৭ শকাব্দ।

শিবপুরাণম্—বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-স্নানবিধিঃ—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৮ খ্রীঃ।

রামপটলঃ—ব্রহ্মচারী ভগবদাচার্য-কর্তৃক সম্পাদিত, বরোদা ১৯৩৩ খ্রীঃ।

রামানন্দজন্মোৎসবঃ (শ্রী)—পণ্ডিত রামনারায়ণ দাসজী-কৃত ভাষা-টীকা-সহ, রণহর-পুস্তকালয়, ডাকোর ১৮২৮ শকাব্দ।

রামার্চনচন্দ্রিকা (শ্রী)—(১) গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টচার্য-সং, কলিকাতা; (২) মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯২৫ খ্রীঃ।

লঘুদীপিকা—শ্রীজ্ঞানপূর্ণকৃত (তার্কিকরক্ষার টীকা); ['পণ্ডিত' পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত] কাশী ১৯০৩ খ্রীঃ।

শক্তিভাষ্যম্ (ঈশাবাস্যোপনিষদের ভাবানুবাদসহ 'শাক্তবাদসার')—ম ম পঞ্চানন তর্করত্নকৃত, ভাটপাড়া কলিকাতা।

শঙ্করবিজয়ম্—শ্রীমাধবাচার্যকৃত; ধনপতি সূরিকৃত টীকাসহ শ্রীনাথ মিশ্র-সং, কলিকাতা ১২৯০ বঙ্গাব্দ।

শঙ্করবিজয়ম্—আনন্দগিরি-বিরচিত; (১) বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইট, কলিকাতা ১৭৮৯ শকাব্দ; (২) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, কলিকাতা ১৮৮১ খ্রীঃ।

শঙ্করাচার্য-গ্রন্থমালা—(১) বসুমতী ১ম-সং, কলিকাতা; (২) [১ম-৩য় খণ্ড বঙ্গানুবাদ-সহ] বসুমতী-সং, যথাক্রমে ১৩৪১,১৩৪৩,১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

শতপথ-ব্রাহ্মণম্—অচ্যুত-গ্রন্থমালা, কাশী চৌখাম্বা ১৯৩৭ খ্রীঃ।

শব্দালোকোদ্যোতঃ—জলেশ্বরবাহিনীপতি-কৃত।

শাঙ্কর-গ্রন্থরত্নাবলী (১ম ও ২য় ভাগ)—অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী ও রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সং, কলিকাতা ১৩৩৪ ও ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্যম্—স্বপ্নেশ্বর-কৃত; মহেশচন্দ্র পাল-সং, কলিকাতা ১৮০৭ শকাব্দ।

শিবপুরাণম্—বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি-স্নানবিধিঃ—শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুপাদ-বিরচিত; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৮ খ্রীঃ।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভঃ—শ্রীজীবগোস্বামিপাদ-বিরচিত; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত, ১৯৫১ খ্রীঃ।

শ্রীবচনভূষণম্—শ্রীলোকাচার্য-প্রণীত; বরবর-মুনিকৃত ব্যাখ্যাসহ, শ্রীরাজগোপালমঠ, পুরী ১৯২৬ খ্রীঃ।

শ্রীভাষ্যম্—শ্রীরামানুজাচার্যকৃত; (১) ম ম বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর-সং, (দুই খণ্ড) পুণা; (২) ম ম দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ১৩২২ বঙ্গাব্দ।

ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ঃ—হরিভদ্রসূরি-কৃত; চৌখাম্বা কাশী ১৯৬২ সংবৎ।

সংক্ষেপ-বৈষ্ণবতোষণী (শ্রী)—শ্রীজীবগোস্বামিপাদকৃত; শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত, ১৯৪৬ খ্রীঃ।

সংক্ষেপ-ভাগবতামৃতম্ (শ্রী)—শ্রীল রূপগোস্বামি-প্রভুপাদ প্রণীত; (১) শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত, ৪১২ চৈতন্যাব্দ; (২) শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত ১৯৪৬ খ্রীঃ।

সংক্ষেপ-শারীরকম্—সর্বজ্ঞাত্মমুনি-কৃত; শ্রীমধুসূদন সরস্বতীকৃত 'সার-সংগ্রহ'-ব্যাখ্যাসহ, কাশী ১৯২৫ খ্রীঃ।

সকলাচার্যমত-সংগ্রহঃ—(অজ্ঞাতনামা-লেখক); কাশী চৌখাম্বা ১৯০৭খ্রীঃ।

সমঞ্জসাবৃত্তিঃ (ব্রহ্মসূত্রের)—অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণিকৃত; Proceedings R. A. S. B. 1865 & Annals B. O. R. I., X. P119.

সম্প্রদায়-প্রদীপঃ—গদাধর দ্বিবেদি-কৃত; কাঁকরোলী ১৯৯২ সংবৎ।

সরস্বতী-কণ্ঠাভরণম্—ধরেশ্বর ভোজদেব-কৃত; মুম্বই নির্ণয়সাগর ১৯৩৪খ্রীঃ।

সর্বদর্শনসংগ্রহঃ—মাধবাচার্য কৃত; (১) মুম্বই নির্ণয়সাগর প্রেস-সং; (২) মহেশচন্দ্র পাল-সং, কলিকাতা ১৯৫০ সংবৎ; (৩) জীবানন্দ বিদ্যাসাগর-সং, কলিকাতা ১৯০৮ খ্রীঃ।

সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ—শ্রীশঙ্করাচার্য-কৃত; ম ম পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ ও অক্ষয়কুমার শাস্ত্রি-সং, কলিকাতা ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

সর্বসংবাদিনী (শ্রী) [শ্রীতত্ত্ব-শ্রীভগবৎ-শ্রীপরমাত্ম-শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভানুব্যাখ্যা] —শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত ; (১) শ্রীরসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত, (বঙ্গানুবাদসহ) বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সং, কলিকাতা ১৩২৭ বঙ্গাব্দ ; (২) শ্রীমৎ পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৫৩ খ্রীঃ।

সর্বসিদ্ধান্তসংগ্রহঃ—শ্রীশঙ্করাচার্য-প্রণীত ; এম্, রঙ্গাচার্য এম্-এ, রাও বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত, মান্দ্রাজ গভর্ণমেণ্ট্ প্রেস ১৯০৯ খ্রীঃ।

সাংখ্যকারিকা—ঈশ্বরকৃষ্ণ-কৃতা ; (১) গৌড়পাদ-কৃত ভাষ্যসহ Published under the auspices of the Bengal Theosophical Society, Calcutta 1889 ; (২) মাঠরবৃত্তি-সহিতা—কাশী চৌখাম্বা ১৯২২ খ্রীঃ ; (৩) গৌড়পাদ-ভাষ্য, এইচ্ টি, কোলব্রুক্ ও এইচ, এইচ, উইলসন্-কৃত ইংরাজী অনুবাদসহ, ডক্টর হরদত্ত শর্মা-সম্পাদিত, পুণা ১৯২৪ খ্রীঃ।

সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্যম্—বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত ; কাশী চৌখাম্বা ১৯২৮ খ্রীঃ।

সারার্থদর্শিনী (শ্রী)—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদকৃত শ্রীমদ্ভাগবতটীকা ; (১) বহরমপুর-সং, ১৩০৪বঙ্গাব্দ ; (২) গৌড়ীয়মঠ-সং, ৪৩৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ

সারার্থবর্ষিণী—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ-কৃতা গীতা-টীকা ; শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং, কলিকাতা ৪৬১ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

সাহিত্যকৌমুদী—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত; মুম্বই নির্ণয়সাগর ১৮৯৭ খ্রীঃ।

সাহিত্য-দর্পণম্—শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ-প্রণীত ; সটীকানুবাদ, অধ্যাপক শ্রীমদ্ গুরুনাথ বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য, কলিকাতা ১৯২৭ খ্রীঃ।

সিদ্ধান্তকুসুমাঞ্জলিঃ—শ্রীহরিব্যাসদেব-কৃতা (শ্রীনিম্বার্কের দশশ্লোকীর টীকা বা ভাষ্য) ; নির্ণয়সাগর-সং, মুম্বই ১৯২৫ খ্রীঃ।

সিদ্ধান্তকৌমুদী—ভট্টোজী দীক্ষিত-প্রণীত পাণিনি-সূত্রবৃত্তিঃ ; তত্ত্ববোধিনী ও সুবোধিনী টীকাসহ, নির্ণয়সাগর সং, মুম্বই ১৯৩৩ খ্রীঃ।

সিদ্ধান্তজাহ্নবী সসেতুকা—শ্রীদেবাচার্যকৃত সিদ্ধান্তজাহ্নবী (ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি) ও শ্রীসুন্দরভট্টকৃত সিদ্ধান্তসেতুকা-টীকা ; পণ্ডিত কিশোরদাসকৃত ভূমিকাসহ, কাশী চৌখাম্বা ১৯০৬ খ্রীঃ।

সিদ্ধান্তদর্পণম্—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত ; বঙ্গানুবাদসহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সং, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলী—শ্রীবল্লভাচার্যকৃত; মুম্বই 'ন্যুস্' মুদ্রণালয়-সং, ১৯২৭ খ্রীঃ।

সিদ্ধান্তরত্নম্ (সটীক)—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-বিরচিত ; (১) শ্রীশ্যামলাল গোস্বামি-সং, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ ; (২) শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ-সং, কাশী ১৯২৭ খ্রীঃ ; (৩) পুঁথি—গভর্ণমেণ্ট্ ওরিয়েন্টাল্ ম্যানাস্-ক্রিপ্ ট্স্ লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ. R. No. 2989.

সিদ্ধান্তরত্নাঞ্জলিঃ—(পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ) শ্রীহরিব্যাসদেব-কৃতা (দশশ্লোকীর ভাষ্য) ; হংসদাসজী-কৃত 'কান্তিপ্রকাশিকা' হিন্দী অনুবাদ-সহ, শ্রীবৃন্দাবন ১৯৭২, ১৯৮৩ সংবৎ।

সিদ্ধান্তরহস্যম্—শ্রীবল্লভাচার্যকৃত ; শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সং, ষোড়শ-গ্রন্থান্তর্গত, কলিকাতা।

সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহঃ—অপ্পয়দীক্ষিত-কৃত ; গঙ্গাধর শাস্ত্রিসম্পাদিত (Vizianagram Sanskrit Series), কাশী ১৮৯০ খ্রীঃ।

সিদ্ধিত্রয়ম্—শ্রীযামুনাচার্যকৃত ; (১) পণ্ডিত টি, বীররাঘবাচার্য-সম্পাদিত, তিরুপতি ১৯৪৩ খ্রীঃ ; (২) কাশী চৌখাম্বা-সং, ১৯৫৭ সংবৎ।

সীতাশতক-কাব্যম্ (পুঁথি)—অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি-কৃত ; (Sanskrit College) কাশী, প্রাঃ ৩৩।

সুবোধিনী—শ্রীবল্লভাচার্যকৃতা শ্রীমদ্ভাগবত-টীকা ; (১) কাশী চৌখাম্বা-সং, ১৯১১ খ্রীঃ ; (২) ১-২ স্কন্ধ—মুম্বই শুদ্ধাদ্বৈতসিদ্ধান্তকার্যালয়-সং-১৯১৫, ১৯২০ খ্রীঃ; (৩) ৩য় স্কন্ধ—শ্রীনাথদ্বার বিদ্যাবিভাগ ১৯৮৪ সংবৎ ; (৪) ১০ম তামসফলপ্রকরণ—নির্ণয়সাগর ১৯৮০ সংবৎ।

সুশ্রুত-টীকা (পুঁথি)—বৈদ্যমহাদেব-কৃত ; Baroda Oriental Institute, M. S. No. 6041

সূক্ষ্মা (সিদ্ধান্তরত্নের টীকা)—পুঁথি ; গভর্ণমেণ্ট ওরিয়েন্টাল্ ম্যানস্ক্রিপট্স্ লাইব্রেরী, মান্দ্রাজ, R. No. 3297.

সূত-সংহিতা-টীকা—মাধবাচার্যকৃত ; আনন্দাশ্রম-সং।

স্কন্দপুরাণম্—বঙ্গবাসী-সং, কলিকাতা ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

স্তবমালা (শ্রী)—শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ বিরচিত ; (১) শ্রীবলদেব-কৃত 'স্তবমালা-বিভূষণ'ভাষ্য সহ, মুম্বই নির্ণয়সাগর-সং, ১৯০৩ খ্রীঃ ; (২) শ্রীল পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সম্পাদিত ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

স্তবাবলী (শ্রী)—শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপাদ-বিরচিত ; (১) বহরমপুর-সং, ৪০২ শ্রীচৈতন্যাব্দ ; (২) শ্রীমৎপুরীদাস গোস্বামি-সং, ১৯৪৭ খ্রীঃ।

স্তবামৃতলহরী (শ্রী)—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ-বিরচিত ; নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি-সং, শ্রীবৃন্দাবন ৪২২ শ্রীগৌরাব্দ।

স্তোত্রাণি—শ্রীবেদান্তদেশিক-কৃত ; শ্রীবেদান্তদেশিক-সম্প্রদায়, মুম্বই ১৯৫২ খ্রীঃ।

স্বধর্মাধ্ববোধঃ—স্বভূবংশ্য রামচন্দ্র-বিরচিত (শ্রীনিম্বার্কাচার্যের নামে আরোপিত) পুঁথি ; বঙ্গীয় এসিয়াটিক্ সোসাইটি পুঁথিশালা নং I. B. 24 এবং III G. 136, কলিকাতা।

হরিনামামৃত-ব্যাকরণম্ (শ্রী)—শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিত ; শ্রীমৎ পুরীদাসগোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৭ খ্রীঃ।

হরিবংশম্ (শ্রী)—শ্রীনীলকণ্ঠকৃত টীকাসহ, বঙ্গবাসী-সং, কলিকাতা ১৩১২ বঙ্গাব্দ।

হরিভক্তিবিলাসঃ (শ্রী)—(১) শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, কলিকাতা ১৩১৮ বঙ্গাব্দ ; (২) শ্রীমৎ-পুরীদাস গোস্বামিপাদ-সং, ১৯৪৬ খ্রীঃ।

পুস্তক-পঞ্জী *

বঙ্গভাষায়

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-রচিত, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ।

অদ্বৈতবাদ—শ্রীকোকিলেশ্বর শাস্ত্রি-প্রণীত, ২য় সং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

অবতারী ও অবতার—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

আচার্য শঙ্কর ও রামানুজ—রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২য় সং, কলিকাতা, ১৮৪৮ শকাব্দ, ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

উপনিষদের আলো—শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, ২য় সং, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৯৪১ খ্রীঃ।

গৌড়ীয়-গৌরব—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত, ২য়-সং, ৪৩৩ গৌরাব্দ।

গৌড়ীয়-দর্শন—শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ, ২য়-সং, ৪৪৭ গৌরাব্দ।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ইতিহাস—শ্রীমধুসূদন তত্ত্ববাচস্পতি-কর্তৃক সঙ্কলিত, ২য় সং, আলাটী, হুগলী ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ—শ্রীহরিদাস দাস, শ্রীধাম-নবদ্বীপ ৪৬৫ শ্রীগৌরাব্দ।

গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সাহিত্য—শ্রীহরিদাস দাস, শ্রীধাম-নবদ্বীপ, ৪৬২ গৌরাব্দ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবীয় রসের অলৌকিকত্ব—ডক্টর উমা রায়, কলিকাতা ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

গৌড়ীয়-সাহিত্য—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত, ২য়-সং, কলিকাতা ৪৪৩ শ্রীগৌরাব্দ।

গৌড়ীয়ার তিন ঠাকুর—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-রচিত, ১৯৫৩ খ্রীঃ।

---

* অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আলোচিত পুস্তকের তালিকা।

চৈতন্যচরিতামৃত (শ্রী)—শ্রীশ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ-বিরচিত ; (১) শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তি-পাদের সংস্কৃত টীকাসহ, শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, ১ম-সং ; (২) শ্রীমাখনলাল দাস ভাগবত-ভূষণ-সং, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ ; (৩) 'অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য' ও 'অনুভাষ্য'-সহ, শ্রীগৌড়ীয়মঠ, ৪র্থ-সং, কলিকাতা ৪৪২ গৌরাব্দ ; (৪) শ্রীরাধাগোবিন্দনাথ-সম্পাদিত, ৩য়-সং, কলিকাতা ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ।

চৈতন্যদেব (শ্রী)—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত, ৫ম-সং, শ্রীগৌড়ীয়-মঠ, কলিকাতা ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ।

চৈতন্যভাগবত (শ্রী)—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর-বিরচিত ; (১) শ্রীঅতুল-কৃষ্ণ গোস্বামি-সম্পাদিত, ২য়-সং, ৪২৮ গৌরাব্দ ; (২) শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদ-সম্পাদিত, ২য়-সং, ৪৪২ গৌরাব্দ।

চৈতন্যশিক্ষামৃত (শ্রী)—শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-প্রণীত, ৪র্থ-সং, কলিকাতা ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ।

চৈতন্যের প্রেম (শ্রী)—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ১ম-সং, ৪৪৬ গৌরাব্দ।

জগন্নাথ-মন্দির (শ্রী)—ম ম পণ্ডিত সদাশিব মিশ্র-রচিত (পুস্তিকা), ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

জৈবধর্ম—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত (৩য়-সংস্করণ)।

তত্ত্ববিবেক—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত, ২য়-সং, ৪৩৭ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি—উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ; বিশ্বভারতী ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

দশমূলশিক্ষা (সভাষ্য)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর-কৃত, ১ম-সং, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ।

দার্শনিক ব্রহ্মবিদ্যা—শ্রীতারাকিশোর শর্মা চৌধুরি-সম্পাদিত, (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) কলিকাতা ১৮৩৩ শকাব্দ।

দ্বাদশ আল্‌বর্‌—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-রচিত, ১৩৪১ বঙ্গাব্দ।

দ্বৈতাদ্বৈতসিদ্ধান্ত—শ্রীসন্তদাস, কলিকাতা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ।

নিম্বার্ক-দর্শন—ডক্টর রমা চৌধুরী, কলিকাতা ১৯৪৪ খ্রীঃ।

নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীগোপালচন্দ্র আচার্য চৌধুরি-প্রণীত, পুরী আনন্দধাম হইতে প্রকাশিত, ১৩২৩ বঙ্গাব্দ।

ন্যায়দর্শন—সুখময় ভট্টাচার্য সপ্ততীর্থ; ‘বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ’, বিশ্বভারতী, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

ন্যায়-পরিচয়—মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ-প্রণীত, ২য়-সং, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ।

ন্যায়-প্রবেশ—অমরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তর্কতীর্থ; ইণ্ডিয়ান্ রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট্, কলিকাতা ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস—শ্রীতারকচন্দ্র রায়, বি-এ. (১ম ও ২য় খণ্ড) কলিকাতা ১৯৫২ খ্রীঃ।

প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, পুঁথি; (১) রাজসাহী বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি; (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; (৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সম্পূর্ণ বিবরণী—কাশিমবাজার, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা (১ম ভাগ)—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-সম্পাদিত, ১ম-সং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৯৫২ খ্রীঃ।

বাংলায় ভ্রমণ (১ম ও ২য় খণ্ড)—পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার-বিভাগ হইতে প্রকাশিত, ১৯৪০ খ্রীঃ।

বাংলার সাধনা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন-রচিত, বিশ্বভারতী-সং, কলিকাতা ১৩৫২ বঙ্গাব্দ।

বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ-কৃত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৯ খ্রীঃ।

বিশ্বকোষ—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত, ১ম-সং, ১৩০৯-১৮ বঙ্গাব্দ ও অসম্পূর্ণ ২য় সং, ১৩৪০-৪৩ বঙ্গাব্দ কলিকাতা।

বুদ্ধদেবের নাস্তিকতা—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-প্রণীত, কলিকাতা ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

বৃহৎ বঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড)—ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন-কৃত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৩৪১-৪২ বঙ্গাব্দ।

বেদান্ত ও সূফী দর্শন—ডক্টর রমা চৌধুরী, কলিকাতা ১৯৩৪ খ্রীঃ।

বেদান্তদর্শন—ডক্টর রমা চৌধুরী, বিশ্বভারতী, কলিকাতা।

বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ (১ম খণ্ড)—ডক্টর শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩২ খ্রীঃ।

বেদান্তদর্শনের ইতিহাস (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী-প্রণীত, ১ম-সং, রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ-সম্পাদিত, বরিশাল ১৩৩২-৩৪ বঙ্গাব্দ।

বৈষ্ণবদর্শনে জীববাদ—শ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ, ভাগবতরত্ন, বি-এ-প্রণীত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৫ খ্রীঃ।

বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি (১ম—৪র্থ খণ্ড)—শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামী প্রভুপাদ-সম্পাদিত, শ্রীমায়াপুর ৪৩৫ শ্রীগৌরাব্দ।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে বিরহতত্ত্ব—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ২য়-সং, কলিকাতা, ৪৪৮ শ্রীগৌরাব্দ।

বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা—শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-বিরচিত, ১২৯৫ বঙ্গাব্দ।

বৈষ্ণবাচার্য শ্রীমধ্ব—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত, কলিকাতা ১৯৩৯ খ্রীঃ।

ভক্তমাল-গ্রন্থ (শ্রীশ্রী)—শ্রীলালদাস বাবাজী-বিরচিত, শ্রীবলাই চাঁদ গোস্বামি-সম্পাদিত (বাংলা), কলিকাতা ১৩০৫ বঙ্গাব্দ।

ভক্তিরত্নাকর (শ্রী)—শ্রীল নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর-বিরচিত, শ্রীগৌড়ীয়মঠ-সং, কলিকাতা ১৯৪০ খ্রীঃ।

ভারতদর্শনসার—শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ।

ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা—ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কলিকাতা।

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত, ১৯৩০ খ্রীঃ।

মহাপ্রভুর শিক্ষা (শ্রীমন্)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত, ২য়-সং, কলিকাতা ৪৪০ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

মায়াবাদ—ম ম প্রমথনাথ তর্কভূষণকৃত, বিশ্বভারতী-সং, ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

যোগপরিচয়—ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, 'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ', বিশ্বভারতী ১৩৫১ বঙ্গাব্দ।

রসকণিকা—শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এম্-এ, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ।

রাধার ক্রমবিকাশ (শ্রী) [দর্শনে ও সাহিত্যে]—শ্রীশশীভূষণ দাশগুপ্ত-কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

শান্তিপুর-পরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)—কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, এম্-এ, বি-এল, প্রণীত, ভবানীপুর কলিকাতা ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ।

শুদ্ধাদ্বৈতদর্শন—অমৃতলাল চক্রবর্তী, কলিকাতা ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

শ্রীক্ষেত্র (১ম—৪র্থ খণ্ড)—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত, ৩য়-সং, ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ।

হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা (দ্বিতীয় ভাগ)—বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ ; ডক্টর সুশীলকুমার দে-লিখিত 'শ্রীচৈতন্য-সম্প্রদায় ও মধ্ব-সম্প্রদায়' প্রবন্ধ।

হিন্দুধর্মের অভিব্যক্তি—বৈষ্ণবধর্ম (১ম ও ২য় খণ্ড) – রায় বাহাদুর সুরেশ-চন্দ্র সিংহরায় বিদ্যার্ণব-প্রণীত, ভারতী মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা ১৯৪২, ১৯৪৪ খ্রীঃ।

পুস্তক-পঞ্জী *

হিন্দীভাষায়

চৌরাশী বৈষ্ণবনকী বার্তা—লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর প্রেস, মুম্বই ১৯৮৫ সংবৎ।

বল্লভাচার্যজীকী নিজবার্তা, ঘরুবার্তা, ৮৪ বৈঠককে চরিত্র—লল্লুভাই ছগনলাল দেসাঈ-প্রকাশিত, আমেদাবাদ ১৯৯০ সংবৎ।

বৈষ্ণবধর্মরত্নাকর—শ্রীগোপালদাসজী-কৃত, মুম্বই ১৮৫৪ শকাব্দ।

ভক্তমাল (শ্রী)—শ্রীনাভাজীকৃত দোঁহা, প্রিয়াদাসজী-কৃত 'ভক্তিরসবোধিনী' টীকা ও সীতারামশরণ ভগবান্ প্রসাদ-কৃত 'বার্তিকপ্রকাশ'-টীকাসহ নবলকিশোর প্রেস্, লক্ষ্ণৌ ১৯১৩ খ্রীঃ।

রামচরিতমানস (শ্রী)—শ্রীতুলসীদাস, গোরখপুর ২০০৮ সংবৎ।

রামানন্দ-দিগ্বিজয়—ত্রিবেদী ভগবদ্দাস ব্রহ্মচারি-কৃত।

হিন্দুত্ব—রামদাস গৌড়-সম্পাদিত, ১ম-সং, শিবপ্রসাদ গুপ্ত-কর্তৃক প্রকাশিত, কাশী ১৯৯৫ বিক্রম সংবৎ।

বাংলা ও হিন্দী সাময়িকপত্র-পঞ্জী

উদ্বোধন—'কুম্ভকোণম্' প্রবন্ধ ৬২৯—৬৩২ পৃঃ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ।

কল্যাণ (হিন্দী-পত্রিকা)—শ্রীহনুমান্ প্রসাদ পোদ্দার-সম্পাদিত, গীতা-প্রেস্, গোরখপুর; উপনিষদ্-অঙ্ক, শ্রীভাগবতাঙ্ক, শ্রীরামায়ণাঙ্ক, শ্রীগীতাঙ্ক, শ্রীকৃষ্ণাঙ্ক, শ্রীপুরাণাঙ্ক, হিন্দু-সংস্কৃতি-অঙ্ক, ভক্তচরিতাঙ্ক।

গৌড়ীয় (পারমার্থিক সাপ্তাহিক পত্র)—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-সম্পাদিত, ১ম—২৪শ বর্ষ, কলিকাতা ১৩২৯—১৩৫৩ বঙ্গাব্দ।

ঐ (সাময়িক সংখ্যা)—ঐ-সম্পাদিত, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

প্রবাসী (মাসিক পত্র)—'শৃঙ্গেরী' প্রবন্ধ ২৭৩—২৮০ পৃঃ, আষাঢ় ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ; 'শ্রীমধ্বাচার্যের আবির্ভাব-স্থান' প্রবন্ধ ৫৬৩—৬৮ পৃঃ ভাদ্র,

* অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে আলোচিত হিন্দী গ্রন্থের তালিকা।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দ ; 'নয়ত্রিপদী' প্রবন্ধ, ৬৭—৭৫ পৃঃ, কার্তিক, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ ; 'শুকদেব কোথায় শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ?' প্রবন্ধ, ৩০১—৩০৪ পৃঃ, আষাঢ়, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ ; 'বাংলার মন্দির' (৪), ৩৩ পৃঃ, বৈশাখ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ ; 'শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কোথায় গীতোপদেশ করিয়াছিলেন ?' প্রবন্ধ, ভাদ্র ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।

ভারতবর্ষ (মাসিক পত্র)—'জীব ও ঈশ্বরে ভেদ ও অভেদ' প্রবন্ধ—ফণিভূষণ তর্কবাগীশ, ৪০ পৃষ্ঠা, ভাদ্র ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ; 'গীতায় অদ্বৈতবাদ' প্রবন্ধ—ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী, ১ম পৃঃ, পৌষ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ ; 'শুচীন্দ্রম্' প্রবন্ধ—শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ, ২৪—২৬ পৃঃ, পৌষ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ ।

মাসিক বসুমতী—'পূর্বমীমাংসাদর্শনে ঈশ্বর' প্রবন্ধ, আষাঢ় ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ; 'শঙ্করাচার্যরচিত গ্রন্থনির্ণয়' প্রবন্ধ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ; 'শ্রীধরস্বামীর কুলপরিচয় ও কালনির্ণয়' প্রবন্ধ, মাঘ ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।

সজ্জনতোষণী(শ্রী) [পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা]—(১) শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত, ১ম—১৭শ বর্ষ, ১২৮৮—১৩১৫ বঙ্গাব্দ ; (২) শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ-সম্পাদিত, ১৮শ—২৪শ বর্ষ ; ১৩২২—১৩২৮ বঙ্গাব্দ ।

সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকা (৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা) — শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য-লিখিত 'অনূপনারায়ণ তর্কশিরোমণি' প্রবন্ধ, কলিকাতা ১৩৬০ বঙ্গাব্দ ।

সুদর্শন (শ্রী) [ত্রৈমাসিক পত্র]—(১) শ্রীবৃন্দাবন, বৈশাখ ১৩৪৫ ও ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ—'শ্রীমন্ নিম্বার্কাচার্য' ও 'শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্যের সময়' প্রবন্ধদ্বয় ; (২) কলিকাতা, শ্রাবণ ও ফাল্গুন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ—'শ্রীব্রহ্মসংহিতার আবিষ্কার-ক্ষেত্র শ্রীআদিকেশব-মন্দির'-প্রবন্ধ, ১৯—২২ পৃঃ ও 'শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্যের সময়' প্রবন্ধ ১৪১—১৪৪ পৃঃ ।

SELECT BIBLIOGRAPHY *

(BOOKS IN ENGLISH)

Abhinavagupta—An Historical and Philosophical Study by Dr. K. C. Pandey, Chowkhamba Sanskrit Studies, Vol. I, Benares 1935.

Agama Sastra of Gaudapada—Edited by M. M. Bidhusekhar Bhattacharya, Introduction P. C. VIII, C. U. 1943.

(The) Age of Imperial Unity—2nd Edition, edited by Dr. R. C. Majumdar and A. D. Pusalker, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1953.

Alphabetical Index of All The Words in The Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda (4 Parts)—Prepared and published by Swami Vishweshvarananda and Swami Nityananda, Vol. I, First Edition, Nirnaya-Sagar Press, Bombay 1908.

(The) Annals of Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol. XXX, Parts III-IV.

(The) Annals of Rajasthan—by Tod, 2nd. Edition, Vol. I, Madras, 1873.

(The) Annual Report of the Archaeological Department of H. E. H. The Nizam's Dominions, 1337 F./1927-28 A. D., Calcutta 1930 and Plate G.

Archaeological Survey of India Reports, Vol. XV—by Cunningham.

---

* অন্বয় ও ব্যতিরেকভাবে সাহায্য গৃহীত ও আলোচিত ইংরাজীভাষায় লিখিত কতিপয় গ্রন্থ, নিবন্ধ ও প্রবন্ধের পঞ্জী।

Bengal Vaishnavism—by Bipin Ch. Pal, Cal. 1933.

(The) Bhagavadgita (with an Introductory Essay, Sanskrit Text, Eng. Translation and Notes)—by S. Radhakrishnan, London 1948.

(The) Bhakti Cult in Ancient India—by M. M. Dr. Bhagabat Kumar Goswami, Sastri, Calcutta 1924.

Caitanya Movement—by M. T. Kennedy, Oxford University Press, 1925.

(A) Catalogue of Palm-Leaf & Selected Paper Mss. (Belonging to the Darbar Library, Nepal)—by M. M. Haraprasad Sastri, Vol. I, Cal. 1905.

Catalogus Catalogorum (3 Parts)—by Aufrecht, Vol. I.

(A) Classical Dictionary of Hindu Mythology and Religion, Geography, History and Literature—by John Dowson, Trubner's Oriental Series, London 1928, Sixth Edition.

Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity (with an examination of the Mahabharata Legend about Narada's Pilgrimage to Svetadvipa and an Introduction on the Historico-Comparative Method) —by Brajendranath Seal, Hare Press, Calcutta. 1899.

Comparative Studies in Vedantism—by Dr. Mahendranath Sircar, Bombay 1927.

Comparison of the Bhasyas of Sankara, Ramanuja, Kesava Kasmirin and Vallabha on some Crucial Sutras—by Dr. R. D. Karmarkar 1920.

Copper-plate Inscriptions belonging to Sri Sankaracarya of Kamakoti-pitha—Edited by T. A. Gopinath Rao, Madras 1946.

(The) Critical Examination of the Philosophy of Religion —Vols. I-II, by Sadhu Santinatha, Amalner 1938.

(The) Cultural Heritage of India—(Sri Ramkrishna Centenary Memorial) Vols. I-III, Sri Ramkrishna Centenary Committee, Belur Math, Calcutta.

Date of Sridharasvamin (author of the Commentaries on the Bhagavata-Purana and other works between C. A. D. 1350 and 1450)—by P. K. Gode, M. A., Curator ; reprinted from A. B. O. R. I., Vol. XXX, Parts III-IV, pp. 277—283, Poona 1950.

(A) Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Collections of the A. S. B.—by M. M. Haraprasad Shastri, C. I. E., M. A., D. Litt., F. A. S. B., Vol. VI., (Vyakarana Mss.) printed at the Baptists Mission Press & published by A. S. B. Calcutta 1931.

(The) Din-I-Ilahi or the Religion of Akbar—by Makhanlall Roychoudhuri, M. A., B. L., Sastri, & published by the University of Calcutta, 1941.

Doctrine of Sakti in Indian Literature—by the Late Dr. Prabhat Chandra Chakravarti, Kavyatirtha, M. A., P. R. S., Ph. D., with a Foreword by Sir Radhakrishnan, Calcutta 1940.

(The) Dvaita Philosophy and its Place in the Vedanta—by Vidwan H. N. Raghavendrachar, University of Mysore Studies in Philosophy, No. 1, 1941.

(The) Dynastic History of Northern India (Early Mediaeval Period)—by H. C. Ray, M. A., Ph. D., Vols. I-II, Calcutta University, 1931-1936.

Early History of India—by V. A. Smith.

Early History of the Deccan—Sir R. G. Bhandarkar ; Poona, 1927.

Early History of the Vaishnava Sect—by Hemchandra Raychaudhuri, M. A., Calcutta University, 1920.

Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal—by Dr. S. K. De, Calcutta 1942.

East & West in Religion—by S. Radhakrishnan, London, 1933.

Essays on the Gita—by Sri Aurobindo, Arya Publishing House, 1st Series, 4th Edition, Calcutta 1944 ; 2nd Series, 2nd Edition, Cal., 1942.

(The) Fundamentals of the Four Schools of Vaidic Philosophy—by A. S. Iyengar, 1st. Edition, Nirnaya Sagara Press, Bombay 1944.

(A) Genetic History of the Problems of Philosophy—by the Late Muralydhar Banerjee and Hiranmay Banerjee, Calcutta University 1935.

(A) Glossary of Philosophical Terms (Sans.—Eng. ; embracing all systems of Indian Philosophy)—by C. V. Shankar Rau, M. A., Tirumalai-Tirupati Devasthanam Press, Madras 1941.

(The) Greeks in Bactria and India—by W. W. Tarn, Cambridge 1951, Second Edition.

Hinduism—by Prof. Monier Williams, published under the direction of the Committee of General Literature and Education appointed by the 'Society for promoting Christian Knowledge', London 1877.

Hindu Mysticism (Part I)—Vaisnavism by Dr. Mahendranath Sarcar, Calcutta.

(The) Hindu View of Life (Upton Lectures delivered at

Manchester College, Oxford 1926)—by S. Radhakrishnan, London 1931.

History of Classical Sanskrit Literature—edited by M. Krishnamachariar, M. A., M. L., Ph. D., M. R. A. S., Madras 1937.

History of Dharmasastra (Ancient and Mediaeval Religious & Civil Law)—Govt. Oriental Series, class B. No. 6., by Pandurang Vaman Kane, Vol. I, B. O. R. I., Poona 1930.

(A) History of Indian Literature—Vol. I, by M. Winternitz, Ph. D., Calcutta University 1927.

(A) History of Indian Philosophy—by Dr. S. K. Belvalkar and R. D. Ranade, Poona.

(A) History of Indian Philosophy—2 Vols, by Sir. S. Radhakrishnan, London 1948.

(A) History of Indian Philosophy—Vols. I—IV, by Surendranath Dasgupta, M. A., Ph. D., Cambridge, University Press 1932, 1940, 1949.

History of Modern Philosophy (from Nicolas of Cusa to the present time)—by Richard Falckenberg, third American from the Second German Edition, translated by A. C. Armstrong, Jr. Progressive Publishers, Calcutta 1953.

(A) History of Philosophy—by F. Thilly, New York 1949.

History of Philosophy : Eastern and Western—Vols. I-II, sponsored by the Ministry of Education, Govt. of India. Editorial Board under the Chairmanship of S. Radhakrishnan, London 1952-53.

(The) History of Philosophy in Islam—by Dr. T. J. De Boer, translated by E. R. Jones, London 1933.

(A) History of Sanskrit Literature—by Arthur A. Macdonell, M. A., Ph. D., London 1913.

(A) History of Sanskrit Literature (Classical Period)—Vol. I, by Dr. S. N. Dasgupta and Dr. S. K. Dey, Calcutta University 1947.

(A) History of the Greek World (from 479 to 323 B. C.)—by M. L. W. Laistner, D. Litt., Methuen & Co., London 1947, Second Edition.

History of the Sanskrit College, Benares—Printed by the Supdt., Govt. Press, U. P., Allahabad 1907.

(A) History of Western Philosophy—by W. T. Jones, Harcourt ; Brace and Company, New York 1952.

History of Zoroastrianism—by Maneckji, Nusservanji Dhalla, Ph. D., D. Litt., New York, 1938.

Hymns of the Alvars (translated into Eng. verse)—by J. S. M. Hooper, published in the 'Heritage of India Series', 1929.

Imperial Gazetteer of India—by W. W. Hunter, Vol. X, 2nd Edition, London 1886.

Introduction of Sri Brahmasutra Anubhasya of Sri Vallabhacharya—by M. T. Telivala, Bombay 1926.

(An) Introduction to Adwaita Philosophy, 2nd edition, by K. Sastri, Calcutta University, 1926.

(An) Introduction to Indian Philosophy—2nd Edition, by Satish Chandra Chatterjee, M. A., Ph.D., and Dhirendramohan Dutta, M. A., Ph. D., Calcutta University 1944.

Introduction to the Pancaratra and the Ahirbudhnya Samhita—by F. Otto Schrader, Ph. D., Adyar Library, Madras 1916.

Jesus Christ—Vols. I-II, by Ferdinand Prat, S. J., translated from the sixteenth French edition, John J. Heenan, S. J. Georgetown University, U.S. A. 1951.

Journal of Asiatic Society—(New Series) XV, 1883.

Karmamimamsa—1st Edition, Keith.

Kashmir Shaivaism—by J. C. Chatterjee, B. A. (Cantab.), Vidyavaridhi, Vol. II, Fasciculus I. ; The Research Department, Kashmir State, Srinagar 1914.

Kramadipika (A Tantric Text)—Published under the authority of H. H. Shri Rajarajeshvar Maharajadhiraj Maharaj Shri Harisinghji Bahadur of Jammu & Kashmir & edited with an Introduction by R. C. Kak, Director of the Archaeological and Research Department and H. Shastri, Srinagar 1929.

Lectures on Comparative Religion—by Arthur Anthony Macdonell, M. A. (Oxon)., published by the Calcutta University 1925.

(The) Life and Teachings of Sri Madhvacharyar—by C. M. Padmanabhacharyar, 1st. Edition, Madras 1909.

(The) Life and Teachings of Sri Ramanujacharyar—by C. R. Srinivas Aiyengar, published by R. Venkateshwar & Co., Madras 1909.

(The) Life of Sri Vyasaraja—by poet Somanatha with a Historical Introduction in English by B. Venkoba Rao, Bangalore, 1926.

(A) Literary History of Persia, (Chpt. XIII—Sufi Mysticism)—Vol. I, by Edward G. Browne, London 1902.

(Sri) Madhva and Madhvaism—by C. N. Krishnaswami Iyer and S. Subba Rau.

Madhvacarya—A Sketch of His Life and Times (by

C. N. Krishnaswami Ayyar) and His Philosophical System (by Subba Rau), Madras.

Madhvacarya and His Message to the World—by M. R. Gopalacarya (Mayavada-khandana with English Introduction and Translation), Bombay.

Madhva Logic—by Dr. Susil Kumar Maitra, Calcutta University 1936.

Majjhima Nikaya—Ed. by V. Trenckner and R. Chalmers. PTS. London 1888—1902.

Materials for the Study of the Early History of the Vaishnava Sect—by Hemchandra Ray Choudhuri, published by the University of Calcutta 1920.

Mediaeval Mysticism of India—by Kshitimohan Sen with a foreword by Rabindranath Tagore (authorized translation from the Bengali by Monomohan Ghose), Luzac & Co., London 1929.

Mysticism in Maharastra—by Prof. Ranade.

New Catalogus Catalogorum—Vol. I (অ), University of, Madras 1949.

(The) North West Provinces' Catalogue (Vedanta 21, Notices of Sanskrit Mss.)—by Dr. R. L. Mittra, Vol. III, Calcutta, 1876.

Notices of Sanskrit Mss.—by Rajendralal Mittra, Vol. III, published under orders of the Govt. of Bengal, Calcutta 1876, No. 1216.

(An) Outline of the Religious Literature of India—by Dr. J. N. Farquhar, Humphrey Milford, Oxford University Press, Bombay 1920.

(The) Philosophy of Ancient India—by Richard Garbe, Chicago 1897.

(The) Philosophy of Joga—by Swami Jnanananda, Ahmedabad 1938.

(The) Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan—Edited by Paul Arthur Schilpp, North-Western University, Ist Edition, New York, Tudor Publishing Co., 1952.

(The) Philosophy of the Upanisads—by S. Radhakrishnan, Foreword by Rabindranath Tagore & Introduction by Edmond Holmes, 2nd Edition, London 1935.

(The) Philosophy of Vaisnava Religion—Vols. I-II, by G. N. Mallik, Saidmitha, Lahore 1927.

(The) Quran—translated by E. Palmer, Oxford, 1900.

Radhakrishnan Comparative Studies in Philosophy (presented in Honour of his sixtieth birthday)—Editorial Board—The very Rev. W. R. Inge, Principal L. P. Jacks, Prof. M. Hiriyanna, Prof. E. A. Burtt, Prof. P. T. Raju, London 1951.

(The) Reign of Religion in Contemporary Philosophy—by S. Radhakrishnan, London 1926.

(The) Religions of the World—Vols. I-II, The R. K. Mission Institute of Culture, Calcutta, 1938.

Reprints of Articles (published in the Annamalai University Journal and other oriental Journals)—by Prof. B. N. K. Sarma, Tiruvadi, Tanjore, pts. I-II.

Saiva Siddhanta (In the Meykanda Sastra)—by Violet Paranjoti, London 1938.

(The) Sarva Darsana Samgraha or Review of the Different Systems of Hindu Philosophy—by Madhava Acharya, translated by E. B. Cowell & A. E. Gough, Popular Edition, London 1914.

(The) Schools of Vedanta—by P. Nagaraja Rao, M. A., Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1943.

(A) Short History of the Jewish People (1600 B. C.—1935 A. D.)—by Cecil Roth, London 1936.

Sir Subrahmanya Ayyar Lectures on the History of Sri Vaisnavas—Delivered by the Late Mr. T. A. Gopinath Rao, M. A., on the 17th and 18th December 1917, Madras 1923.

(The) Six Systems of Indian Philosophy—by Maxmuller, London 1899.

Some Problems of Indian Literature (Calcutta University Readership Lectures, 1923)—by M. Winternitz, M. A., Ph. D., Calcutta University, 1925.

Sri Bhashyam (Eng. Translation)—Vols. I—III by Diwan Bahadur V. K. Ramanujachari, Kumbakonam 1930.

Sringeri Kshethra Theepika—by Srikanta Sarma, 1st. Edition, Coimbatore 1944.

Svatantradvaita—by Prof. B. N. Krishnamurti Sarma, Madras 1942.

Three Great Acaryas (Sankara, Ramanuja and Madhva) —G. A. Natesan & Co., Madras.

(The) Twelfth Report on the Search of the Hindi Manuscripts for the years 1923-1925—by Rai Bahadur Dr. Hiralal, Vol. I, Allahabad 1944.

Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems—by Sir R. G. Bhandarkar, Poona 1928.

(Sri) Vallabhacharya : Life, Teachings and Movement (A Religion of Grace)—by Bhai Manilal C. Parekh, Sri Bhagavata Dharma Mission, Rajkot, 1943.

Vedanta-Parijata-Saurabha of Nimbarka and Vedanta-Kaustubha of Srinivasa (Commentaries on the Brahma-sutras)—Translated and annotated by Dr. Roma Bose, M. A., D. Phil. (Oxon), Vols. I—III, published by R. A. S. B. Calcutta, 1940, 1941, 1943.

(The) Vedanta Philosophy (Sri Gopal Basu Mallik Lectures)—by Dr. S. K. Belvalkar, Poona 1920.

(The) Vedanta Sutras of Badarayana with a Commentary (Govinda-Bhasya) of Baladeva—2nd Ed. by Major B. D. Basu & translated by the Late Rai Bahadur Srisachandra Vasu, Vidyarnava, Allahabad 1934.

(The) Vedic Age—Vol. I, edited by R. C. Majumdar & A. D. Pusalker, London 1952.

(The) Zend-Avesta—Translated by James Darmesteter. Oxford, 1883.

Articles in English

(Rai Bahadur) Amarnath Roy—

(i) 'The Vishnuswami Riddle' in A. B. O. R. I., Poona, Vol. XIV, pts. III,-IV, April—July, 1933.

(Dr.) B. N. Krishnamurti Sarma—

(i) 'Anent the Underground Library of Sri Madhvacarya at Kattatala' in A. B. O. R. I., Poona, Vol. XVI, parts I-II, 1935.

(ii) 'Date of Madhva and His Immediate Disciples' in the Journal of the Annamalai University, Vol., V, No. I.

(iii) 'On the Date of Srikantha' in A. B. O. R. I., Poona.

(*iv*) 'Some Post-Vyasaraya Polemics in Dvaita Literature in the Proceedings and Transactions of the Ninth A. I. O. C., Trivandrum 1937.

(*v*) 'The Post-Madhva Period' in A. B. O. R. I., Vol. XIX, pt. IV, 1939.

(Dr.) Dinesh Chandra Sircar—

(*i*) 'Gauda' in the I. H. Q—edited by Narendra Nath Law, June, 1952.

G. H. Bhatt, M. A., Prof., Baroda College—

(*i*) 'The Birth-date of Vallabhacharya' in the Proceedings and Transactions of the Ninth A. I. O. C., Trivandrum 1937.

(*ii*) 'Visnusvami and Vallabhacharya' in the Proceedings and Transactions of the 7th A.I.O.C., Baroda, Dec. 1933. (Oriental Institute, Baroda 1935)

G. Ramakantacharya—

(*i*) 'The Place of Sankara in Hinduism' in the Proceedings and Transactions of the Seventh A. I. O. C., Baroda, December 1933 (Oriental Institute, Baroda 1935).

Mrinal Das Gupta (Miss)—

(*i*) 'Sraddha and Bhakti in Vedic Literature' in the I. H. Q. Vol. VI, No. 2, June, 1930.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নির্ঘণ্ট

[পার্শ্বস্থ-সংখ্যা পত্রাঙ্কজ্ঞাপিকা ও তারকাচিহ্ন পাদটীকা-নির্দেশক]

সংক্ষিপ্তা অভিমত-চয়নিকা

শ্রীশ্রীভাগবত-সংলাপ

লণ্ডন শ্রীগৌড়ীয়মঠের ভূতপূর্ব প্রচারক

শ্রীল ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজকর্তৃক সম্পাদিত

[শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সংলাপ, মূল ও ইংরাজী অনুবাদসহ]

গ্রন্থের ভূমিকায় ডক্টর কে, এম্, মুন্সী বলেন,—

Srimad Bhagavatam is a classic of devotional literature ; a literary masterpiece of the world ; a great national heritage ; and a Gospel of faith for those who seek beauty and love in high aspirations leading to God. This book of selections will help readers to appreciate the poetic and moral grandeur of the original.

সচিত্র **শ্রীচৈতন্যদেব** (হিন্দী সংস্করণ)

মূল-লেখক—শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ

রাষ্ট্রপতি ডক্টর শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদের নির্দেশে Press Attache to the President ৮।৯।৫৩ তারিখে জানাইয়াছেন,—

The President was glad to know that the Gaudiya Mission has brought out an exhaustive book in Hindi embodying the life and teachings of Sree Chaitanya Mahaprabhu. I have been directed to convey to you the President's best wishes for the Gaudiya Mission.

মহামহোপদেশক শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত

[গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দার্শনিক সিদ্ধান্তের বিস্তৃত বিবরণসহ বৈদান্তিক আচার্যবৃন্দের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট্, আই-ই-এস্, সি-আই-ই, মহোদয় লিখিয়াছেন—

সাড়ে চারশ' পৃষ্ঠার একটি গ্রন্থের মধ্যে এত বিষয় ও এত সংবাদ সংগ্রহ করা ও সুসম্বন্ধভাবে প্রকাশ করায় গ্রন্থকারের অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম্-এ ডি-লিট্, মহাশয় লিখিয়াছেন—

'অচিন্ত্যভেদাভেদ'-তত্ত্বটির প্রতিপাদন-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে-প্রকার ব্যাপক গবেষণা, নিপুণতা, সূক্ষ্মদর্শিতা, বহুশ্রুততা ও সমালোচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্বথা প্রশংসনীয়। * * * প্রামাণিক মূল-গ্রন্থের অভাববশতঃ শ্রীধরস্বামীর ও শ্রীবিষ্ণুস্বামীর প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু গ্রন্থকার উক্ত আচার্যদ্বয়ের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যথোপলব্ধ বাক্যাংশ সংগ্রহ করিয়া উহা হইতে তাঁহাদের মত নিরূপণ করত বিদ্বৎসমাজে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য, এম্-এ, পি-আর-এস্ মহাশয় লিখিয়াছেন—

"অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ"-গ্রন্থে গ্রন্থকার এত বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন যে, তাহাতে সাধারণ কৌতূহলীর জিজ্ঞাসা-নিবৃত্তি ও বিদগ্ধপাঠকমণ্ডলীর

তৃপ্তি একাধারে সম্পাদিত হইবে। * * * প্রাঞ্জল ভাষায় দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের পরিবেষণ করিয়া বাংলাসাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করিলেন।

দোয়াবা (পূর্ব পাঞ্জাব)-কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল ডক্টর জি, কর, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, মহোদয় লিখিয়াছেন—

The author has dived into depth beyond the depth of Vaishnava realization, only to emerge in the end with a handful of pearls, detached from the oyster-shell of ritual and ceremony, glancing by the light of luminous, comparative, morphological criticism that is both rightly conceived and nobly executed.

মিরাটকলেজের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ্ ডি, মহাশয় লিখিয়াছেন—

'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র ক্রমবিকাশ বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের মধ্য দিয়া কিরূপে হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই তত্ত্ব-বিষয়ে এরূপ বিস্তৃত তুলনামুলক আলোচনা ইংরাজী, বাংলা বা অন্য ভাষায় অন্য কোন গ্রন্থে নাই। * * * 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'—গৌড়ীয়বৈষ্ণব-বেদান্তের বিস্তৃত প্রামাণিক গ্রন্থ। ইহার ইংরাজী ও হিন্দী অনুবাদ হইলে বহু তত্ত্ব ও ধর্মজিজ্ঞাসু বিশেষ উপকৃত হইবেন।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনবিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীনিকুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি (লণ্ডন) লিখিয়াছেন—

যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত গৌড়ীয়বৈষ্ণব-ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ, তাহার সরল ও হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা এতদিন বিশেষভাবে হয় নাই।

'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-নামক গ্রন্থে এই অভাব দূরীভূত করিবার অতি প্রশংসনীয় প্রয়াস করিয়াছেন এবং প্রয়াস সার্থক ও সফল হইয়াছে।

পাটনা-কলেজের দর্শনাধ্যাপক ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, মহাশয় জানাইয়াছেন—

বিভিন্ন বেদান্ত-সম্প্রদায়ের তুলনামূলক ইতিহাস ও তত্ত্ব বর্তমান পাশ্চাত্ত্য গবেষণার পদ্ধতিতে পাণ্ডিত্যের সহিত বিবৃত করিয়াছেন। * * * ধর্মার্থী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু উভয়শ্রেণীর পক্ষেই এই অগাধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তক উপাদেয়।

ডারহাম্-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅরবিন্দ বসু-মহাশয় লিখিয়াছেন—

গ্রন্থ নিজগুণে আদর পাইবে। * * * আমাদের অনুরোধ ইংরাজী ভাষায় আলোচ্য গ্রন্থের মত একটি পুস্তক রচনা করিবেন, তাহা ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞদের বিশেষ আদরণীয় হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সিংহল-বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীঅনিলকুমার সরকার, এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, মহোদয় লিখিয়াছেন—

আধুনিক যুগে পুনরায় বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত সুচারুরূপে পুস্তকাকারে রচনা করিয়া সত্যই সকলের প্রশংসার্হ হইয়াছেন। এই পুস্তকের শেষে সংস্কৃত, ইংরাজী ও বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জী বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামী মহাশয় লিখিয়াছেন—

'অচিন্ত্যভেদাভেদ'সিদ্ধান্ত গ্রন্থখানির বহুল প্রচারদ্বারা জগতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজের গৌরব যথেষ্ট বর্ধিত হইবে।

কু.মল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ নাথ, এম্-এ, মহোদয় লিখিয়াছেন—

অপূর্ব গ্রন্থ 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদে'র মধ্যে পাণ্ডিত্য ও গবেষণা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়।

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীহৃষীকেশ গোস্বামী, এম্-এ, বেদান্তশাস্ত্রী, ভাগবত-রত্ন, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-সাংখ্যতীর্থ, ডি-ফিল্, মহোদয় লিখিয়াছেন—

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্তির সম্বন্ধে গ্রন্থ-কার যে তুমুল আলোচনা করিয়াছেন, উহা বড়ই হৃদ্য ও মনোরম। আমি উহা অন্তরের সহিত সমর্থন করি।

ডক্টর শ্রীমতী রমা চৌধুরী, এম্-এ, ডি-ফিল্ (অক্সন্) লিখিয়াছেন—

এই গ্রন্থ যে সুধীসমাজে সমাদৃত হবে, তা' নিঃসন্দেহ।

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৫।৪।৫১ইং)—

গ্রন্থটিতে আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষিত হইয়াছে।

'যুগান্তর' (২২।৪।৫১ ইং)—

নানা দিক দিয়া বৈষ্ণব-দর্শন-গ্রন্থ হিসাবে এই পুস্তকখানি অভিনন্দন পাইবার যোগ্য হইয়াছে। যাঁহারা বৈষ্ণব নহেন, সেই সব বাঙ্গালীর কাছেও এই গ্রন্থ আদরণীয় হইবে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে এই গ্রন্থখানি অবশ্যপাঠ্য।

'The Search Light' (Patna, 1. 11. 52)—

A splendid book in Bengali giving a clear exposition of Sri Chaitanya Mahaprabhu's philosophical teaching

based on Srutis and giving a correct interpretation of the Vedanta-sutras of Sri Vyasadev.

'The Hindusthan Standard' (Calcutta, 1. 3. 53)—

The author has in this book made a comparative study of the views of the different Acharyas, culminating in the establishment of 'Achintyabhedavedavad'. He has dealt the subject-matter with keen insight and tried to explore with great labour and interest all important materials as data.

The Amrita Bazar Patrika (Calcutta, 8. 3. 53)—

The author has in his treatise incorporated in a nutshell, the philosophical doctrines known as Vishista-dwaitavad, Dwaitavad, Dwaitadwaitavad, Suddhadwaita-vad of Sri Ramanujacharya, Sri Madhwacharya, Sri Nimbarkacharya and Sri Vishnuswamipada respectively and has nicely shown how all of them, giving in their own way a strong fight against Kevaladwaitavad, can have their splendour and radiance only when they culminate in Achintyabhedavedavad Siddhanta of Sri Chaitanya Mahapravu.

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডক্টর শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম-এ, পি-এইচ-ডি, মহোদয় ৩১।২।৫২ ও ৫।৪।৫২ তারিখে লিখিয়াছেন—

আপনার পুস্তকখানি পড়িয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে আপনার বহু পরিশ্রম হইয়াছে, বুঝিলাম। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সহিত প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদসমূহের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুসূক্ষ্ম ও সুগভীর তারতম্যমূলক বিচার ও আলোচনা বাস্তবিকই অভিনব, হৃদয়গ্রাহী ও চমৎকার হইয়াছে।

পাশ্চাত্য-দর্শনের ইতিহাস-গ্রন্থ-লেখক ও অবসরপ্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট্-ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায়-মহাশয় লিখিয়াছেন—

'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ'-গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। * * * গ্রন্থকার অতি নিপুণতার সহিত এই মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা প্রাঞ্জল, যুক্তি সুবিন্যস্ত এবং বিচার-প্রণালী সহজবোধ্য। বহু বৈষ্ণবাচার্যের জীবনী ও মতের আলোচনায় গ্রন্থ সমৃদ্ধ। এই গ্রন্থপাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

তারকেশ্বর বেদ-মহাবিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ও বঙ্গীয় সংস্কৃত-শিক্ষাপরিষদের বৈষ্ণবদর্শনের পরীক্ষক পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্য-বেদান্ত-ষড়্দর্শনতীর্থ, সুদর্শনবাচস্পতি মহাশয় লিখিয়াছেন—

স্বভজন-বিভজন-প্রয়োজনাবতার প্রেমবিগ্রহ ভগবান্ শ্রীমদ্গৌরসুন্দর জীবকুলের শাশ্বত শান্তিলাভের জন্য তদীয় অন্তরগণের নিকট যে সকল দার্শনিক সিদ্ধান্ত বর্ণন করিয়াছিলেন, উত্তরকালে তৎসম্প্রদায়গত বিদ্বৎকুলপূজ্য শ্রীল গোস্বামিপ্রভুগণ স্বপ্রণীত বিভিন্ন গ্রন্থে তাহাই

প্রচার করিয়াছেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ নামে পরিচিত হইয়াছে। অভিনব বিচারনৈপুণ্যে সুসমৃদ্ধ উক্ত গ্রন্থরাজি দর্শনশাস্ত্র-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন, বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসিগণের পরম গৌরববর্ধক ও পরম আদরণীয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ গ্রন্থে উক্ত সিদ্ধান্তবাণীরই যথাযথ বিশ্লেষণসহকারে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এতাবৎকাল বঙ্গদেশে পণ্ডিতগণের অনেকেই এই স্বদেশীয় শাস্ত্রসম্পদের তত্ত্বানুসন্ধানে অনগ্রসর হওয়ায় সাধারণের নিকটে ইহা অজ্ঞাতপ্রায়ই রহিয়া গিয়াছে। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ গ্রন্থপাঠে অনেকেই অনায়াসে উক্ত সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। তুলনামূলক বিচারক্রমে ইহাতে অন্যান্য দার্শনিকগণেরও মতবাদ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় তদপেক্ষা স্বমতের বৈশিষ্ট্য সাধারণের সহজ বোধগম্য এবং গ্রন্থের গুরুত্ব বর্ধিত হইয়াছে। দার্শনিক বিচারপূর্ণ হইলেও ইহার ভাষা সরস ও সরল হইয়াছে, অথচ গাম্ভীর্যের হানি হয় নাই। ইহা দ্বারা বঙ্গীয় দার্শনিক সাহিত্যভাণ্ডারের যথেষ্ট পরিপুষ্টি হইবে।

আসামের ভূতপূর্ব শিক্ষা-অধিকর্তা (D. P. I.) এবং শ্রীবৃন্দাবনস্থ ভি, টি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্‌চেন্সেলার শ্রী এস. সি, রায় এম-এ (লণ্ডন), আই-ই-এস মহোদয় ১৬।১২।৫৩ তারিখে লিখিয়াছেন—

"I have read with pleasure & profit your learned work in Bengali, entitled 'Achintya Bhedabhedbad' (অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ) and am of opinion that a book like this needs being translated into all other Indian languages as well as into English and other European languages. If you permit me, I shall be very happy to render any help & service towards preparing an English version of this book."